শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা

ফাল্গুন ১৩৭১

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ।
৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন, ১৩৭১।
১২ গোবিন্দ, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, শনিবার; ২৭ ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৫। } ১ম সংখ্যা

কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার বৈশিষ্ট্য

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥"

আমাদের হৃদয়গুহায় শ্রীশচীনন্দন উদিত হউন। তিনি—সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীহরি। তিনি পূর্ব্বে জগতে অন্যান্য অবতারে যে-সকল দান করিয়াছেন, সে-সকল দান হইতেও সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ দান, পূর্ব্বে যাহা কখনও দেওয়া হয় নাই—এইরূপ অপূর্ব্ব দান জগতে প্রদান করিতে বসিয়াছেন। শ্রীল রূপগোস্বামিপ্রভু তাঁহার 'বিদগ্ধমাধব'-গ্রন্থে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বচনটী প্রদান করিয়াছেন। তিনি—জগদ্গুরু আচার্য্য; তিনি আমাদিগকে যে আশীর্ব্বাদটী 'বঃ' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, আমরা তাঁহার অনুগত-দাসানুদাস সূত্রে এই বাক্যটী 'নঃ' শব্দের দ্বারা কীর্ত্তন করিতেছি অর্থাৎ আমাদিগের হৃদয়ে শ্রীগৌরসুন্দর স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন। যাহা মানুষ জানিয়াছে বা জানিতে পারে, এমন কোনও কথা বলিবার জন্য শ্রীগৌরসুন্দর আসেন নাই; পরন্তু যাহা বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতারে কখনও প্রচারিত হয় নাই, তাহাই জগতে প্রদান করিবার জন্য শ্রীগৌরহরি আগমন করিয়াছিলেন। এইরূপ শ্রীগৌরহরি আমাদের হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন।

শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ন্যায় মূঢ়জীবের প্রতি পরম-করুণা-পরবশ হইয়া—আমরা যে ভাষায় তাঁহার কথা বুঝিতে পারিব, এইরূপ ভাষায় আমাদের নিকট শ্রীহরির কীর্ত্তন করিয়াছেন। সর্ব্বাবস্থায় সেবকগণের প্রকার-ভেদ অর্থাৎ মানুষ, দেবতা, পশু, বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি সচেতন পদার্থ ও জগতের অচেতন পদার্থ সমূহ কতরকমে কৃষ্ণের সেবা করিতে সমর্থ, যে যেরূপভাবে যে স্থানে অবস্থিত—যাহার আত্মবৃত্তি যেরূপভাবে উন্মেষিত

হইয়াছে, তাহা লইয়াই সে সেই একমাত্র সেব্য-বস্তুর যে ভাবে যে-প্রকারে কৃষ্ণের সেবা করিতে পারে, তাহাই শ্রীগৌরসুন্দর জগতে কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, প্রস্তররাজি সকলেই তাঁহার অপূর্ব্ব কথা শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল।

ভক্তগণের হৃদয়ে তিনি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-অবতারে যে-সকল ভাব উদয় করাইয়াছিলেন, কেবল মাত্র তাদৃশ দান করিয়া এই যুগে ক্ষান্ত হন নাই; পরন্তু তিনি এইযুগে এক 'অনর্পিতচর' বস্তু দান করিয়াছেন; তাহাই—'স্বভক্তি-শ্রী'। 'স্ব' শব্দের দ্বারা 'আত্মাকে' বুঝায়; সেই আত্ম-প্রতীতিগত সেবার শোভা তিনি দান করিয়াছেন। তিনি পঞ্চরসাশ্রিত শুদ্ধ আত্মার সেবার প্রকার-ভেদ জানাইয়াছেন। আমাদের ন্যায় মরু-তপ্তহৃদয়ে—আমাদের ন্যায় গুণ-জাত অবস্থায় পতিত কাঙ্গাল জীবগণকে সুদুষ্প্রাপ্য 'অনর্পিতচরী' স্বীয় উন্নতোজ্জ্বল-রসময়ী স্বভক্তি-শোভা প্রদান করিবার জন্য—জগতের সকল জীবগণকে বিতরণ করিবার জন্য তিনি জগতে আসিয়াছিলেন।

তিনি লোক প্রতারক সমন্বয়বাদী নহেন। তিনি, জীবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রকৃত মঙ্গল-লাভ হয় যাহাতে, সেই কথাই বলিয়াছেন। জগতের জাতিসকল যে-সকল কথা 'শ্রেষ্ঠ' বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার চেতনময়ী বীর্য্যবতী কথা শুনিলে—উপলব্ধি করিলে, সেই সকল কথা সুদুর্ব্বলা বলিয়া বোধ হইবে। জগতের অতীব তুচ্ছ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র সাধন প্রণালীকে মনোধর্ম্মি-সম্প্রদায় 'প্রকাণ্ড বড়' বলিয়া 'ফাঁপাইয়া' তুলিয়া যে বঞ্চনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, সেরূপ লোক-বঞ্চনা করিবার জন্য গৌরসুন্দর আসেন নাই।

জগতের যত বড় সম্প্রদায় এবং যত বড় শ্রেষ্ঠ সাধন উৎপন্ন হইয়াছে বা হইবে, তৎ-সমুদয় যে অত্যন্ত দুর্ব্বল ও কৈতবময়, তাহা গৌরসুন্দর শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বারা জগতে প্রকাশ করিয়াছেন এবং আরও দেখাইয়াছেন যে, কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনই সমগ্র-জগতের একমাত্র মঙ্গলের উপায়। কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্কীর্ত্তন হওয়া চাই। যাহা কিছু ভোগ-বাঞ্ছা-মূলক ধারণা, তাহা 'কৃষ্ণ' নহে—বদ্ধজীবের ইন্দ্রিয় তর্পণ চেষ্টা 'কৃষ্ণের কীর্ত্তন' নহে। মায়ার কীর্ত্তনকে যদি আমরা 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' বলিয়া ভ্রম করি, শুক্তিতে যদি আমাদের রজত-ভ্রম হয়, আভিধানিক শব্দ বা অক্ষরকে যদি আমরা 'নাম' বলিয়া ভুল কল্পনা করি, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইব।

শ্রীকৃষ্ণ-শব্দ, শ্রীকৃষ্ণ-নাম বা শ্রীকৃষ্ণাক্ষর—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ। "বহুভির্মিলিত্বা যৎ কীর্ত্তনং তদেব সঙ্কীর্ত্তনম্" অর্থাৎ বহুলোকে একত্র মিলিয়া যে কীর্ত্তন, তাহারই নাম—'সঙ্কীর্ত্তন'। কিন্তু ইহা-দ্বারা কেহ যেন 'ছুঁচোর কীর্ত্তন'কে 'কৃষ্ণ কীর্ত্তন' বলিয়া মনে না করেন। কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন ঐরূপ বা ঐ জাতীয় কীর্ত্তন নহে,—কেবল মাত্র পিত্ত বৃদ্ধি করিবার কীর্ত্তন নহে,—মনুষের কল্পিত কীর্ত্তন নহে,—জড়ভোগময় ইন্দ্রিয়-তর্পণ নহে,—ওলাউঠা ভাল করিবার কীর্ত্তন নহে,—সামান্য জড় মুক্তির প্রার্থনা লইয়া কীর্ত্তন নহে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে নির্ব্বিশেষবাদিগণের দুর্ব্বুদ্ধি বিদূরিত হইয়া, সায়ন-মাধবের, সদানন্দের তথা অপ্যয়-দীক্ষিতের নাস্তিকতা দূরীভূত হইয়া তাঁহাদের যথার্থ মুক্তিলাভ হইতে পারে,—কাশীর মায়াবাদি প্রকাশানন্দ তাহার সাক্ষ্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হইলে বিষয়ে আচ্ছন্ন ও অতিঅভিনিবিষ্ট ব্যক্তিগণের প্রকৃত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে,—রাজা প্রতাপরুদ্রাদি তাহার প্রমাণ। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের দ্বারা গাছের মুক্তি, পাথরের মুক্তি, পশু, পক্ষী, স্ত্রী-পুরুষাদি সর্ব্বজীবের প্রকৃত মুক্তিলাভ হইতে পারে,—মহাপ্রভুর ঝারিখণ্ডের বনপথে যাইবার কালে বৃক্ষ, লতা, পশু-পক্ষীই তাহার উদাহরণ। কেবল কৃষ্ণ-কীর্ত্তন হইতেছে না বলিয়াই জীবের প্রকৃত মুক্তি হইতেছে না। গৌরসুন্দর সকলের মঙ্গলের জন্য—উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, মানব,—প্রত্যেক জাতির মঙ্গলের জন্য জগতে আসিয়াছিলেন।

কাহারও কাহারও মতে,—ভগবান একজন ইন্দ্রিয়-তর্পণযোগ্য যাবতীয় দ্রব্যের সরবরাহ-কারী (order supplier); তাই আমরা অনেক-সময় 'ধনং দেহি, জনং দেহি' রব লইয়াই বিভ্রান্ত। ভগবান্ গৌরসুন্দর বলেন,—বণিক্ হইও না। তাঁহার ভক্তগণ—'ফেল কড়ি, মাখ তেল'—এই ন্যায়ের অন্তর্গত বস্তু নহেন। শ্রীচৈতন্যদেবের উপাসনায় প্রবৃত্ত ব্যক্তিগণের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহা ত্রিদণ্ডিগোস্বামিপাদ শ্রীল প্রবোধানন্দের ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১১৩)—

"স্ত্রীপুত্রাদিকথাং জহুর্ব্বিষয়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাদং বুধা
যোগীন্দ্রা বিজহুর্ম্মরুন্নিয়মজ-ক্লেশং তপস্তাপসাঃ।
জ্ঞানভ্যাসবিধিং জহুশ্চ যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরা-
মাবিষ্কুর্ব্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্য আসীদ্ রসঃ॥"

ভগবানের সাক্ষাৎ সেবা করিতে উপস্থিত হইয়া ভগবৎসেবকের ভগবৎসেবা ছাড়া আর অন্য কোনরূপ অভিলাষ থাকে না। যাহার যে কিছু বস্তু আছে বলিয়া অভিমান আছে, সমস্ত শ্রীচৈতন্যচরণে সমর্পণ করিয়া উহা-দ্বারা শ্রীচৈতন্যের সেবা করাই প্রকৃত 'তৃণাদপি সুনীচতা' ও 'মানদ'-ধর্ম্ম।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণ বলেন,—'হে জীব! তুমি স্বরূপতঃ কে, তাহা আগে জান।' তাঁহাদের কথা যদি আমাদের 'অপ্রিয়' বলিয়া বোধ হয়, তাহা হইলে আমরাই বঞ্চিত হইব। স্নেহময়ী মাতা ও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পিতা যেরূপ অবাধ্য শিশুর মঙ্গলের জন্য শিশুকে এবং সদ্বৈদ্য যেরূপ রোগীর নিরাময়ের জন্য রোগীকে তাহার রুচির প্রতিকূল ব্যবস্থা বলিয়া থাকেন, শ্রীচৈতন্যের ভক্তগণও তদ্রূপ জগতের কৃষ্ণবহির্ম্মুখ মানব-জাতির রুচির প্রতিকূলে চেতনময় কথা বলিলেও তাঁহাদের যথার্থ মঙ্গলের জন্যই ঐরূপ বলিয়া থাকেন। অস্ত্র-চিকিৎসকের হস্তে অস্ত্র দেখিলেই ভীত হইতে হইবে না; তাঁহারা আমাদের বহির্ম্মুখ হৃদয়গ্রন্থিরূপ পচা-ঘা বা বিস্ফোটকের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া স্বাস্থ্য বিধান বা মঙ্গলসাধনের জন্যই আসেন। 'দলাদলি করিব', 'অপরের প্রতিষ্ঠিত মত হইতে অধিকতর প্রতিভা-সম্পন্ন আর একটি নূতন মত স্থাপন করিব',—এইরূপ ইচ্ছা কখনও শ্রীচৈতন্য-ভক্তের নাই।

শ্রীচৈতন্যের মহা-দান কেবল মাত্র বাঙ্গালাদেশে আবদ্ধ থাকিবে,—এইরূপ নহে বা শ্রীচৈতন্যের মহা-দান কেবল ব্রাহ্মণ-কুলজাত ব্যক্তির প্রাপ্য,—এইরূপ নহে। সমগ্র জগৎ, সকল বর্ণ, পাপাত্মা, পুণ্যাত্মা, সধর্ম্মী, বিধর্ম্মী প্রভৃতি সমগ্র বিশ্বের সমস্ত প্রাণী তত্তৎ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের অনর্পিতচর দান গ্রহণ করিতে পারিবেন। শ্রীচৈতন্যদেব খণ্ড বা সঙ্কীর্ণ নহেন,—তিনি মহাবদান্য—তিনি পরিপূর্ণ সচ্চিদানন্দময় পরম পরতত্ত্ব বিগ্রহ। অচৈতন্য-জীবদ্দশারূপ দণ্ড হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার জন্য তিনি—নিত্য পূর্ণচেতনময়,—অচৈতন্য জীবকুলকে চৈতন্য প্রদান করিবার জন্য তিনি জগতে অবতীর্ণ। অতএব (চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৯০)—

"হে সাধবঃ! সকলমেব বিহায় দূরাৎ
চৈতন্যচন্দ্র-চরণে কুরুতানুরাগম্॥"

—শ্রীল প্রভুপাদ।

রতি বিচার

জ্ঞান সম্বন্ধে আমরা অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। এক্ষণে ভাব ভক্তি সম্বন্ধে আর যে কিছু বক্তব্য আছে, তাহা বলিব। ভাব-ভক্তি সাধন-ভক্তি হইতেই উত্থিত হউক, অথবা কৃষ্ণ বা তদ্ভক্তপ্রসাদ হইতেই উত্থিত হউক, কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ ব্যতীত পুষ্ট হইতে পারে না। কৃষ্ণভক্তের প্রতি অপরাধ জন্মিলে, সেই অমূল্য রতিধন ক্রমশঃ

ক্ষয় হইতে হইতে অভাব হইয়া পড়ে, অথবা ন্যূন-জাতীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ইহা বড়ই দুর্ভাগ্যের বিষয়। অতএব প্রীতির সহিত ভক্ত সঙ্গ করা ও ভক্তের প্রতি কোন অপরাধ না হয় এরূপ যত্ন করা, ভক্তিসাধক ও জাত-ভাব পুরুষের নিতান্ত কর্ত্তব্য, সাধনকালে তদ্দ্বারা অনর্থ নিবৃত্তি এবং ভাবদশায় তৎপুষ্টি অবশ্য সাধিত হয়।

কোন কোন স্থলে এরূপ সন্দেহ হয় যে, যে রতিকে অমূল্য ধন বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেল, তাহা ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত অন্যান্য পাত্রেও লক্ষিত হয়। ভক্তগণের শুদ্ধ রতির উপলব্ধি জন্য উক্ত বিষয় বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। আমরা অন্য কোন সম্প্রদায় বা ব্যক্তির ভজন লিঙ্গকে বিদ্বেষ করিয়া কিছু বলিব না, কিন্তু ভক্তগণের জিজ্ঞাসা ক্রমে তাঁহাদের ভক্তি দার্ঢ্যের জন্য যাহা কিছু বলিতেছি। তাহাতে যদি অগত্যা অন্য সম্প্রদায়ের ভজন প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধ বাক্য হয়, তাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। জীবের ভাগ্য ক্রমেই শুদ্ধভক্তিতে রতি হয়। গ্রন্থরচনা পূর্ব্বক অপরকে রতি শিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। যাঁহাদের শুদ্ধ ভক্তিতে শ্রদ্ধা আছে, তাঁহাদেরই জন্য যখন এই গ্রন্থ প্রণীত হইল, তখন অপর সম্প্রদায়ের লোক যদি ঘটনাক্রমে ইহা পাঠ করেন, তাহাতে আমাদের দোষ নাই। যদি ভাগ্যক্রমে ঐক্য হন, তবে সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল। যদি ঐক্য না হন, তবে এই গ্রন্থ অন্যের হস্তে অর্পণ করিবেন, আমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হইবেন না, ইহাই আমাদের সবিনয় প্রার্থনা।

অভেদব্রহ্মবাদীদিগের মত এই যে, ব্রহ্ম নির্গুণ। কোন সগুণ উপায় অবলম্বন করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ উপাসনা হয় না। জীব সগুণ, অতএব সগুণ উপাসনা বই জীবের আর গতি নাই। এতন্নিবন্ধন জীব প্রথমে সগুণ তত্ত্বে কল্পিত কোন কোন মূর্ত্তিকে উপাসনা করিতে করিতে, ক্রমশঃ বুদ্ধি স্থির হইলে নির্গুণ লক্ষণ ব্রহ্মের প্রতি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুসন্ধানকে নিযুক্ত করিবেন। অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে অভেদব্রহ্মবাদ মতের একজন প্রধানাচার্য্য শ্রীশঙ্কর স্বামী এইরূপ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন যে, বৈরাগ্য, বিবেক, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, সমাধান ও মুমুক্ষুতা এই নয়টী সাধনযোগে পুরুষ বিচার করিতে করিতে কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করিবেন। পূর্ব্বোক্ত সাধন সমূহ কিরূপে প্রভূত হয়, তদ্বিচারে বলিয়াছেন যে, স্ববর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম, তপস্যা ও হরিতোষণ এই তিনটী প্রক্রিয়া সুষ্ঠুরূপে করিতে পারিলে উক্ত নববিধ সাধনের উপযোগী হওয়া যায়। সগুণ দেবতামাত্রের উপাসনাকে হরি-তোষণ বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। অদ্বৈতবাদীর মতে প্রকৃতি, সূর্য্য, গণেশ, শিব ও বিষ্ণু ইহারাই পঞ্চ-বিধ সগুণ দেবতা। এই পাঁচটী দেবতার উপাসনাকাণ্ড পৃথক্ পৃথক্ হইয়া পঞ্চ উপাসনাপদ্ধতিসম্মত তন্ত্র সকল বিরচিত হইয়াছে। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সকল দেবতার উপাসনা করিতে করিতে চিত্তৈকাগ্র্যরূপ ফল হয়। সেই ফল সাধনক্রমে নির্ব্বিষয়তা লাভ করতঃ নির্ব্বিশেষাভিনিবেশ লক্ষণ জ্ঞান জন্মাইয়া দেয়। সেই জ্ঞানের গাঢ়তা হইলে আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হয়।

গাঢ়রূপে বিবেচনা করিলে এই সিদ্ধান্ত হয় যে, অদ্বৈত-বাদিগণ ব্রহ্মকেই একমাত্র বস্তু বলেন, অন্য সকলেই অবস্তু। প্রথম সাধনকালে যে দেবোপাসনা করার বিধান হইল, সে দেবতাও অবস্তু। নির্ব্বিশেষ অবস্থায় সে দেবতা নাই। অতএব সে দেবতা কাল্পনিক। এই মতের অন্তর্গত যে রামকৃষ্ণাদি মূর্ত্তি, তাহাও কাল্পনিক। কাল্যাদি প্রকৃতি, সূর্য্য, গণেশ শিব ও বিষ্ণু তাঁহাদের মতে কল্পিত দেবতা। অষ্টাঙ্গযোগী ও পঞ্চোপাসকগণও তাঁহাদের অনুগত এবং চরমে সকলেই ব্রহ্মবাদী ও মুক্তি পক্ষগ। উপাস্য দেবতাকে মিথ্যা ও কল্পিত জানিয়াও তাঁহাদের উপাসনা করেন। তাঁহাদের উপাসনাকালে যে রতির লক্ষণ দেখা যায়, তাহাকেই তাঁহারা রতি বলিতে চাহেন। উৎসব কালে তাঁহারা কম্প, স্বেদ, বৈবর্ণ্য, অশ্রু, পুলক ইত্যাদি লক্ষণাক্রান্ত হইয়া নৃত্য করেন এই সমস্তই রতিলক্ষণ বটে, কিন্তু যে শ্রদ্ধা ও নিরুপাধিক-রতির কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি, তাহা নয়।

রতি কত প্রকার? উত্তমরূপে বিচার করিলে পাঁচ

প্রকার রতি জগতে লক্ষিত হয়। যথা—

১। শুদ্ধা রতি ২। ছায়া রতি ৩। প্রতিবিম্বিত রতি ৪। জড় রতি ৫। কপট রতি।

শুদ্ধারতিকে শাস্ত্রে আত্মরতি, ভাগবতী রতি, চিদ্রতি, ভাব এই সকল নাম দেওয়া হইয়াছে। জীব বিশুদ্ধ দশায় যে বৃত্তি দ্বারা ভগবত্তত্ত্বের সহিত যোজিত থাকেন তাহার নাম রতি। সে সময় আর বিষয়ান্তরে রতি থাকে না। একনিষ্ঠতাই রতির লক্ষণ। আর্দ্রতা, মাসৃণ্য, উল্লাস, রুচি, আসক্তি এ সমুদয় রতিতত্ত্বের অবস্থাভেদ মাত্র।

সেই শুদ্ধা রতির কিয়ৎপরিমাণ আবির্ভাবকে ছায়া রতি বলে। তাহার ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন সে ক্ষুদ্র, যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ক্ষুদ্র, কৌতূহলময়ী ও দুঃখহারিণী। ভক্তদিগের সঙ্গবশতঃ অথবা বৈধ অঙ্গ সাধন কালে ঐ রতির উপলব্ধি হয়। এই ছায়া রতি চঞ্চলা অর্থাৎ স্থায়ী নয়। অতত্ত্ববিৎ লোকদিগেরও ভক্ত সঙ্গবশতঃ এই রতি হইয়া থাকে। অনেক ভাগ্যক্রমে এই ছায়া অর্থাৎ শুদ্ধারতির কান্তিরূপা রতি জীব হৃদয়ে উদিতা হয়। যেহেতু ইহার উদয় হইলে জীবের উত্তরোত্তর মঙ্গল হইয়া থাকে। এই ছায়া রতি বাস্তবিক ভাব নয়, ইহাকে ভাবাভাস বলি। যদি বিশুদ্ধভক্তজনের কৃপা হয়, তবে অতি শীঘ্র এই ভাবাভাসও ভাব হইয়া উঠে। কিন্তু ভক্তজনের প্রতি অপরাধ ঘটিলে ছায়া রতি লুপ্ত হইয়া যায়। (ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

"স্বস্তি নো গৌরবিধুর্দধাতু"

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরীমহারাজ]

গোলোকের হরি　ভক্তরূপ ধরি,'
অবতরি মায়াপুরে।
জীবদুঃখ হেরে,　অধৈর্য্য-অন্তরে,
ভাসিছেন আঁখিনীরে ॥ ১॥

জীবেরে সম্ভাষি',　বলেন গৌরশশী,
হরি হরি বল্ তোরা।
নামের আভাসে　সব দুঃখ নাশে,
বিশ্বাস হ'য়ো না হারা ॥ ২॥

নামে প্রেম হয়,　ইহা সুনিশ্চয়,
লহ নাম শ্রদ্ধা করি'।
অচিরে বুঝিবে,　নামের প্রভাবে,
সর্ব্বশক্তিমান্ হরি ॥ ৩॥

পূর্ব্বকর্ম্মফলে　সুখ-দুঃখ মিলে,
দূষিও না ভগবানে।
নিজকর্ম্মদোষে,　বদ্ধ মায়া-পাশে,
চিন্ত তাহা সাবধানে ॥ ৪॥

গুণময়ী মায়া　অতি দুরত্যয়া—
জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ-পথে।
শ্রীহরি চরণে　প্রপত্তি বিহনে
কেহ নারে উদ্ধারিতে ॥ ৫॥

হ'য়ে বুদ্ধিহারা　পাগলের পারা
ছুটিলে কি দুঃখ যাবে।
শান্তি শান্তি ক'রে　শত চীৎকারে,
বল কিবা ফল পাবে ॥ ৬॥

ওহে জীব ভ্রাতা,　শুন ভাল কথা,
বুঝিতেছি ব্যথা তোর।
গুরুপাদাশ্রয়ে　কৃষ্ণ নাম ল'য়ে,
ঘুচাও বিপদ ঘোর ॥ ৭॥

সর্ব্বশক্তি নামে　করিয়া অর্পণে
কহিছেন গোরামণি।
দুবাহু তুলিয়া　প্রেমেতে মাতিয়া
কর উচ্চ হরিধ্বনি ॥ ৮॥

মৃদঙ্গ মন্দিরা ল'য়ে মাতোয়ারা
হও সবে নাম গানে।
কলির দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ প্রচণ্ড,
ক্ষণে হ'বে অবসানে॥ ৯॥
ধর্ম্মগ্লানি যত হ'য়েছে উদ্ভূত
কলির প্রভাবে ভবে।
নাম-কৃপা-লবে সব দূরে যা'বে,
অবশ্য মঙ্গল হ'বে॥ ১০॥
'নীতি' 'শিক্ষা' আদি ধর্ম্ম হ'তে যদি
পৃথক্ করহ ধার্য্য।
'সুনীতি' 'সুশিক্ষা' হইবে উপেক্ষা,
বিনাশ অনিবার্য্য॥ ১১॥
আহার, বিহার, বর্ণাশ্রমাচার
যাহা কিছু তুমি কর।
শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশে সাধ' সবিশেষে,
শ্রীমুখ-বচন ধর॥ ১২॥
স্বতন্ত্র জীবন দুঃখময় জান,
জীব—কৃষ্ণ-পরতন্ত্র।
কৃষ্ণ-কৃপা বিনা কিছু সে পারে না,
যন্ত্রী-হস্তে যেন যন্ত্র॥ ১৩॥
ছাড় অহঙ্কার, নাস্তিকতা ছার,
কর কৃষ্ণে আত্মার্পণ।
কোটি গুণ বৃদ্ধি হবে বল বুদ্ধি,
সর্ব্বসিদ্ধি সংঘটন॥ ১৪॥
যত্র যোগেশ্বর কৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর
যত্র পার্থ ধনুর্দ্ধর।
তত্র 'শ্রী', 'বিজয়', ধ্রুবা নীতি হয়,
'ভূতি' তথা স্থিরতর॥ ১৫॥
অশান্ত জগতে শান্তি সংস্থাপিতে
কাহার শকতি বল।
কৃষ্ণ-তুষ্টি বিনা অশান্তি যাবে না,
(কৃষ্ণ) নাম কর সুসম্বল॥ ১৬॥
বল কৃষ্ণ-নাম, ভজ কৃষ্ণ-ধাম,
কর কৃষ্ণ-শিক্ষা সার।
বিন্দুমাত্র স্নেহ কর গৌরে কেহ,
ভুলো নারে ইহা আর॥ ১৭॥

ভক্তবৎসল ভগবান

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী-মহারাজ]

সুখ দুঃখ চক্রের আবর্ত্তনের ন্যায় নিরন্তরই পরিবর্তিত হইয়া থাকে, স্ব স্ব প্রাক্তন কর্ম্মানুযায়ী সুখের অবসানে দুঃখ, আবার দুঃখের পর সুখ আসিয়া থাকে। এজন্য পণ্ডিত ব্যক্তি পার্থিব সুখ দুঃখাদির চিন্তা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নিত্য সুখেরই অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। শ্রীদেবর্ষি নারদ শ্রীবদরী বিশালক্ষেত্রে শ্রীসরস্বতী তটবর্ত্তী শম্যাপ্রাস নামক আশ্রমে বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্ট শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥"

(ভাঃ ১।৫।১৮)

[—"পণ্ডিতগণ নিত্য সুখলাভের অনুসন্ধান করেন। ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত উপরের সপ্তলোক এবং সুতলাদি অধোলোকে ভ্রমণ করিয়া যে চিৎসুখ পাওয়া যায় না, তদর্থেই তাঁহারা যত্ন করেন। জড়ীয় সুখের জন্য তাঁহারা যত্ন করেন না, কেননা গভীর বেগবিশিষ্ট কালই সর্ব্বত্র দুঃখের ন্যায় কর্ম্মীর প্রাপ্য জড়সুখকে আনিয়া দেন। তদর্থে যত্নের প্রয়োজন কি ?"]

ভগবদ্ভক্ত পাণ্ডবগণ দুর্য্যোধনাদির চক্রান্তে দ্বাদশ বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাস জন্য বহু দুঃখ ভোগ সত্ত্বেও সদ্ধর্ম্মে অবিচলিত মতি সংরক্ষণ পূর্ব্বক পৈত্রিক রাজ্য পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অবশ্য শুধু পার্থিব সম্পৎ বা মোক্ষ লাভই ধর্ম্মের প্রকৃত ফল নহে, ভগবৎপ্রীতিই সদ্ধর্ম্মের বা আত্মধর্ম্মের নিত্য চরম পরম লক্ষ্যীভূত বিষয়, ভক্তবৎসল ভক্তিবশ্য ভগবান্ তাঁহার পরমভক্ত পাণ্ডবগণের অপ্রাকৃত স্নেহময়ী ভক্তিতে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের দৌত্য সারথ্যাদি দ্বারা কতভাবেই না তাঁহাদিগকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বনবাস ক্লেশ পর্য্যন্তও ভোগ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত তাহাকেই জীবমাত্রেরই 'পরম ধর্ম্ম' বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, যাহা হইতে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী (ফলাভিসন্ধান রহিতা) ও অপ্রতিহতা (বিঘ্নাদি দ্বারা অনভিভূতা) শ্রবণাদিলক্ষণা ভক্তির উদয় হয়, আর এই ভক্ত্যুদয়েই আত্মা প্রকৃত প্রসন্নতা লাভ করেন। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ্যাদি আত্মেন্দ্রিয় তর্পণ বাঞ্ছামূলা কামনামালিন্য থাকাকালে জীব চিত্তের অপ্রসন্নতা কিছুতেই যায় না, শুদ্ধাভক্তির আনুষঙ্গিক ফলে ঐ সকল অনর্থোপশান্তি-ক্রমেই কেবল চিত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণস্পৃহামূলা প্রীতির উদয় হয়, তাহাতেই জীবহৃদয়ে প্রকৃত প্রসন্নতা জাগিয়া উঠে। পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত ধর্ম্মের ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ, অর্থের ফল জড় কাম বা রূপ-শব্দ-গন্ধ-রস-স্পর্শাত্মক পঞ্চ জড় বিষয় ভোগ অথবা সেই ভোগ-বিরক্তি-মূলক মোক্ষকে নির্দ্দেশ করেন নাই, পরন্তু পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমকেই চরম প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন—'ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত।' যাদব এবং পাণ্ডবগণ শ্রীকৃষ্ণে স্নেহময় সম্বন্ধবশতঃ সখ্যাদি ভাববিশিষ্ট পার্ষদত্ব (বৃষ্ণয়ঃ পাণ্ডবাশ্চ সখ্যাদি ভাববৎ পার্ষদত্বং—ভাঃ ৭।১।৩১ বিশ্বনাথ দ্রষ্টব্য) লাভ করিয়াছেন। সুতরাং পাণ্ডবগণের ধর্ম্মের ফল জড় ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গলোক মাত্র নহে। ধর্ম শব্দার্থ বিষ্ণু জানিতে হইবে।

বহির্দৃষ্টিতে দেখা যায়, ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে কতই না কষ্ট দিয়া থাকেন, কিন্তু "যত দেখ বৈষ্ণবের ব্যবহার-দুঃখ। নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দ সুখ॥" (চৈঃ ভাঃ ম ৯।২৪০) সত্যের মর্য্যাদা সংরক্ষণ জন্য স্বয়ং মর্য্যাদা-পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্র চতুর্দ্দশ বর্ষ এবং ভক্তপাণ্ডবগণও ত্রয়োদশ বর্ষ বনবাস ক্লেশ ভোগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন। স্বয়ং ভগবল্লক্ষ্মী শ্রীসীতা দেবীর জীবন এবং পরমা ভক্তিমতী শ্রীদ্রৌপদী দেবীর জীবনও কি অবর্ণনীয় দুঃখেই না অতিবাহিত হইবার আদর্শ প্রদর্শিত হইয়াছে! লীলাময় শ্রীভগবান্ জীবশিক্ষার নিমিত্ত জীববৎ লীলায় স্বয়ং কতই না কষ্ট ভোগ করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন আবার তাঁহার ভক্তেরও জীবন কত দুঃখ দৈন্যের মধ্যে পরিচালিত করিয়া কত কষ্ট ভোগ করিবার আদর্শ দেখাইয়াছেন। ভক্তের যাবতীয় দুঃখ ভগবৎপ্রেমেরই সম্বর্দ্ধক হইয়াছে। শরণাগত ভক্ত "তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ, সেবা সুখ দুঃখ পরম সম্পদ নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ" বিচারে দুঃখকে দুঃখ বলিয়া গণনা করিবার পরিবর্ত্তে উত্তরোত্তর ক্রমবর্দ্ধমান নিত্য নবনবায়মান প্রেমরসাস্বাদনোন্মত্ত হইয়া পড়েন বলিয়া আনন্দময় শ্রীভগবানেরও আর আনন্দের সীমা থাকে না। ভক্তকে দুঃখ দিয়া দিয়া সেই দুঃখের মধ্যে ভক্ত হৃদয়ের যে উৎকট আর্ত্তিমূলা ভগবৎ প্রীতি-ব্যাকুলতা, তাহাই শ্রীভগবান কত না আনন্দ ভরে আস্বাদন করিয়া থাকেন, ভক্তকেও প্রেমরস পরিপ্লুত করিয়া প্রেমরসা-স্বাদন-চমৎকারিতা প্রদান পূর্ব্বক সকল দুঃখ ভুলাইয়া দেন। শুদ্ধভক্তের ভগবৎপ্রীতি ত' আর কতকগুলি হেতু-মূলা নহে যে, তাহা প্রাকৃত সুখ দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে হ্রাসবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে? যেখানে "না গণি আপন দুঃখ, সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ, তাঁর সুখ আমার তাৎপর্য্য। মোরে যদি দিয়া দুঃখ, তাঁর হৈল মহাসুখ, সেই দুঃখ মোর সুখবর্য্য॥" (—চৈঃ চঃ অ ২০।৫২) এই বিচার প্রবল হইয়া উঠে, সেখানে জগতে এমন কোন্ দুঃখই বা থাকিতে পারে, যাহা তাঁহাকে অভিভূত

করিবার শক্তি ধারণ করিবে? মাংসদৃক্ বা স্থূলদর্শী ব্যক্তিগণ মনে করিতে পারে যে ভক্তগণ জাগতিক দুঃখকষ্টে অভিভূত হইয়া তাহাদের ন্যায় ভক্তিবিমুখ হইয়া পড়িতে পারেন, কিন্তু তাহারা বেদদৃক্ বা সূক্ষ্মদর্শী হইবার সৌভাগ্য পাইলে বুঝিতে পারিবে যে ভক্তগণের ঐ সকল দুঃখ প্রেম বিঘাতক হইবার পরিবর্ত্তে প্রেমপরিপোষক বা সম্বর্দ্ধকই হইয়া থাকে।

বনবাসী পাণ্ডবগণের স্বচ্ছন্দে জীবন যাপন বার্ত্তাশ্রবণে দুর্য্যোধন, দুঃশাসন ও তৎপক্ষভুক্ত কর্ণাদি মৎসর স্বভাব-বিশিষ্ট হইয়া অকারণে তাঁহাদিগকে নির্য্যাতন করিবার নানা উপায় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময়ে একদিন যদৃচ্ছাক্রমে মহাতপাঃ দুর্ব্বাসাঃ মুনি দশসহস্র শিষ্য সমভি-ব্যাহারে তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভ্রাতৃগণের সহিত দুর্য্যোধন শাপভয়ে সশঙ্কচিত্তে সসব্যস্ত হইয়া মহাতেজস্বী মুনিবরকে অভ্যর্থনা করত যথাবিধি পূজা করিলেন এবং আতিথ্য দ্বারা আমন্ত্রণপূর্ব্বক ভৃত্যবৎ পরি-চর্য্যারত হইলেন। দুর্ব্বাসাঃ তথায় কত্রকদিন অবস্থান করি-লেন। কোনদিন 'অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি, শীঘ্র অন্ন প্রদান কর' বলিয়া স্নানার্থ গমন করিতেন, বহুক্ষণ পরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া অন্নাদি প্রস্তুত দর্শন করিয়াও 'অদ্য আর আহার করিব না, আমার ক্ষুধা নাই' বলিয়া অদৃশ্য হইতেন, পুনরায় সহসা আগমন পূর্ব্বক কহিতেন—'আমাকে কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া এখনই শীঘ্র স্বাদ্বন্ন ভোজন করাও'। আবার কখনও বা সহসা নিশীথ সময়ে উত্থিত হইয়া বলিতেন—'শীঘ্র অন্ন প্রস্তুত কর, আমি ক্ষুধার্ত্ত, এখনই ভোজন করিব।' দুর্য্যোধন ব্যস্ত সমস্ত হইয়া অন্ন প্রস্তুত করিলে তাহা ভোজন করিতেন না, পরন্তু তাঁহাকে তিরস্কার করিতেন। মুনিবর কএকদিন এইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াও যখন দেখিলেন, দুর্য্যোধন তাহা নির্ব্বিকার চিত্তে সহ্য করিতেছেন, তখন তিনি তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'দুর্য্যোধন! তোমার কল্যাণ হউক, এক্ষণে অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর, আমি প্রীত হইলে তোমার আর কিছুই দুষ্প্রাপ্য থাকিবে না।' দুষ্টমতি দুর্য্যোধন পূর্ব্বেই কর্ণ ও দুঃশাসনাদির সহিত পরামর্শ করিয়া অভিলষিত বিষয় স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে মহর্ষিকে প্রসন্ন দেখিয়া প্রীতমনে তাঁহার নিকট প্রার্থনা জানাইলেন—"হে ব্রহ্মন্, আমাদের বংশের মধ্যে শ্রীযুধিষ্ঠিরই জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বসদ্গুণ সম্পন্ন, তিনি এক্ষণে তাঁহার ভ্রাতৃবৃন্দ সহ (কাম্যক) বনে বাস করিতেছেন। আপনি যেমন কৃপাপূর্ব্বক আমার আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করিলেন, তদ্রূপ তাঁহার নিকটও আতিথ্য গ্রহণ করুন। যে সময়ে দ্রুপদরাজ-দুহিতা ব্রাহ্মণ ও স্বামিগণের ভোজনাবসানে নিজে ভোজন পূর্ব্বক সুখে বিশ্রাম করিবেন, সেই সময়েই আপনাকে তথায় গমন করিয়া তাঁহাদের আতিথ্য গ্রহণ করিতে হইবে, আমার প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন পূর্ব্বক আমাকে কৃতার্থ করুন। তচ্ছ্রবণে মুনিবর দুর্ব্বাসাঃ তৎপ্রতি রুষ্ট হইবার পরিবর্ত্তে প্রীতিভরে তথাস্তু বলিয়া স্বীয় অভিলষিত স্থানে গমন করিলেন। দুর্যোধন তাঁহার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ হইবে অর্থাৎ মহাক্রোধী মুনির অভিশাপে এইবার পাণ্ডবগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে মনে করিয়া পরমানন্দে কর দ্বারা কর্ণের কর গ্রহণ করিলেন।

অতঃপর একদিবস মহর্ষি দুর্ব্বাসাঃ যোগবলে পাণ্ডব-গণ ও দ্রৌপদীর ভোজন সমাপ্ত হইবার পর তাঁহারা সুখে বিশ্রাম করিতেছেন, জানিয়া দশ সহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণ যে বনে (অর্থাৎ কাম্যক বনে) অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইয়া পাণ্ডবগণের অতিথি হইলেন। ভ্রাতৃবৃন্দ সহ যুধিষ্ঠির তখনই মুনিবরকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা সহকারে আতিথ্য গ্রহণে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক যথাবিধি পূজা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্নানাহ্নিকাদি সমাধান করিয়া আসিতে প্রার্থনা জানাইলেন। দুর্ব্বাসাঃ 'এঁরা সশিষ্য আমাকে কিপ্রকারে ভোজন করাইবেন?' সবিস্ময়ে এই কথা চিন্তা করিতে করিতে সন্নিহিত জলাশয়ে স্নানার্থ গমন করিলেন। এদিকে ভক্তবরা দ্রৌপদী দুর্ব্বাসাঃ হেন মহাতেজাঃ অতিথিকে কি প্রকারে অন্নাদি দ্বারা তর্পণ করিবেন, এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুলা

হইয়া উঠিলেন। তাঁহার যে সূর্য্যদত্ত স্থালী আছে, তাহাতে তাঁহার ভোজনের পরে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ভোজনের পূর্ব্বে দশ সহস্র কেন, শত সহস্র অতিথিকেও তিনি তর্পণ করিতে পারিতেন। যখন দেখিলেন, এই সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইবার আর কোন উপায়ই নাই, তখন তিনি মনে মনে নিরুপায়ের উপায় বিপত্তারণ মধুসূদনকে স্তব করিতে লাগিলেন—"* * *হে শরণাগত বৎসল, আমি আজ তোমার পাদপদ্মে একান্ত শরনাপন্ন, কৃপা করিয়া আমাকে রক্ষা কর, * * তুমি পূর্ব্বে যেমন একদিন সভামধ্যে দুরাত্মা দুঃশাসনের হস্ত হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, এক্ষণে সেইরূপ এই মহাসঙ্কট হইতেও আমাকে পরিত্রাণ কর।"

ভক্তবৎসল সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্ শ্রীবাসুদেব দ্রুপদ-সুতার আসন্ন বিপদ্ জানিবামাত্র তাঁহার পার্শ্বে অবস্থিতা মহালক্ষ্মী শ্রীরুক্মিণী দেবীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক তখনই সেই বনে দ্রৌপদীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্রৌপদী তাঁহাকে দর্শন করবামাত্র ভক্তিগদ্গদচিত্তে প্রণতিপুরঃসর দুর্ব্বাসার আগমন-বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করিয়া কি প্রকারে তাঁহার তর্পণ বিধান করিবেন, তদ্বিষয়ে এখনই যথোচিত উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, 'দ্রৌপদি! আমি অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত হইয়া পড়িয়াছি, অগ্রে আমাকে কিছু ভোজন প্রদান কর, পরে অন্যান্য কর্ম্ম করিও।' দ্রৌপদী কৃষ্ণবাক্য শ্রবণে লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, 'দেব! তুমি ত' সকলই জান, আমার ভোজন শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার এই সূর্য্যদত্ত স্থালী অন্নে পরিপূর্ণ থাকে, আমার ভোজনের পরে ত' তাহাতে আর কিছুই থাকে না।' শ্রীবাসুদেব বলিলেন, 'দ্রৌপদি, আমি এক্ষণে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি, এসময়ে কি তোমার এইরূপ পরিহাস করা উচিত? শীঘ্র যাও, সেই স্থালী আনিয়া আমাকে দেখাও।' দ্রৌপদী শ্রীভগবান্ বাসুদেবের নির্ব্বন্ধাতিশয্য উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থা হইয়া সেই শূন্যস্থালী আনিয়া তাঁহাকে দেখাইলেন এবং কহিলেন—'এই দেখ, আমি কি মিথ্যা বলিতেছি?' কৃষ্ণেচ্ছায় সেই স্থালীর কণ্ঠদেশে কিঞ্চিৎ শাকান্ন সংলগ্ন ছিল। কৃষ্ণ তাহাই ভক্ষণ করিয়া কৃষ্ণাকে কহিলেন—'ইহাতে বিশ্বাত্মা পরিতুষ্ট ও প্রীত হউন।' অতঃপর মধ্যম পাণ্ডব শ্রীভীমসেনের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, দাদা, তুমি কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজনার্থ আহ্বান কর। চক্রীর দুর্ভেদ্য চক্র কে বুঝিবে? ভীমসেন তখনই ব্রাহ্মণগণকে আহ্বা-নার্থ অগ্রসর হইলেন।

এদিকে সশিষ্য দুর্ব্বাসাঃ দেবনদীতে অবতরণ পূর্ব্বক স্নানাহ্নিকাদি সম্পাদন করিতেছিলেন। পরে সলিল হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সকলেই দেখিলেন, প্রত্যেকেরই সান্নরস উদ্গার উত্থিত হইতেছে এবং প্রচুর ভোজন-জনিত পরিতৃপ্তি অনুভূত হইতেছে। শিষ্যগণ দুর্ব্বাসাঃ ঋষিকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন—হে বিপ্রর্ষে, আমরা অদ্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহাকে অন্নাদি প্রস্তুত করিতে বলিয়া স্নানার্থ আগত হইয়াছি। কিন্তু এক্ষণে আমাদের এমত অবস্থা হইয়াছে যে, আমাদের ভোজনেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত হইয়াছে, আমরা এতাদৃশ পরিতৃপ্ত হইয়াছি যে, আর বিন্দুমাত্র আহার গ্রহণের সামর্থ্য আমাদের নাই। অকারণ তাঁহাদের পাকক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছে, এক্ষণে আমরা কি করিব? তচ্ছ্রবণে দুর্ব্বাসাঃ কহিলেন, 'হাঁ, তাইত দেখিতেছি, বৃথা পাক করাইবার জন্য আমরা রাজর্ষির নিকট খুবই অপরাধী হইলাম। এক্ষণে এই অপরাধে পাণ্ডবগণের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া যাহাতে আমা-দিগকে ভস্মীভূত হইতে না হয়, অবিলম্বে তাহার উপায় চিন্তা কর। হে বিপ্রগণ, রাজর্ষি অম্বরীষের প্রভাব স্মৃতিপথারূঢ় হইলে শ্রীহরিচরণাশ্রিত ব্যক্তিমাত্র হইতেই অত্যন্ত শঙ্কার উদয় হয়। বিশেষতঃ পাণ্ডবগণ সকলেই সদ্ধর্ম্মনিষ্ঠ, সদাচাররত ও নারায়ণ পরায়ণ। তাঁহাদের ক্রোধানল একবার প্রজ্বলিত হইলে আমাদিগকে তাহাতে অবশ্যই তুলারাশির ন্যায় নিঃশেষে ভস্মীভূত হইতে হইবে, সুতরাং তাঁহাদিগকে কিছু না বলিয়া চল আমরা সকলে

এখান হইতেই এখনই পলায়ন করি।' শিষ্যগণ দুর্ব্বাসাঃর এই ভীতিব্যঞ্জক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার সহিত যে যেদিকে পারিলেন, পলাইলেন। এদিকে ভীমসেন দেবনদীতে ব্রাহ্মণগণকে না দেখিয়া ইতস্ততঃ তীর্থে তীর্থে তাঁহাদিগকে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তথায় তাপসগণের নিকট তাঁহাদের পলায়ন বৃত্তান্ত শুনিয়া জ্যেষ্ঠভ্রাতা যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। পাণ্ডবগণ তাহা শুনিয়াও সম্পূর্ণ নির্ভয় হইতে পারিলেন না, ভাবিতে লাগিলেন, যদি সেই মুনি সহসা নিশীথ রাত্রে সশিষ্য আসিয়া তাঁহাদিগকে ছলনা করেন, তাহা হইলে কোপানল হইতে কিরূপে পরিত্রাণ পাইবেন? শ্রীভগবান্ বাসুদেব তাঁহাদিগকে অতীব শঙ্কাকুল দেখিয়া কহিলেন—'হে পাণ্ডবগণ, দ্রুপদনন্দিনী কোপনস্বভাব দুর্ব্বাসাঃ হইতে আসন্ন বিপদ্ আশঙ্কা করিয়া আমাকে চিন্তা করিয়াছিলেন, আমি তজ্জন্য অতি ত্বরান্বিত হইয়াই এখানে আগমন করিয়াছি। সুতরাং আর কোন ভয়ের কারণ নাই। তিনি আপনাদের তেজে ভীত হইয়া পূর্ব্বেই পলায়ন করিয়াছেন। যাঁহারা প্রকৃত সদ্ধর্ম্মানুগত, তাঁহাদিগকে কখনও বিঘ্নাদির চিন্তায় অবসন্ন হইতে হয় না। আপনাদিগের কল্যাণ হউক, আমি এক্ষণে স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছি।'

পাণ্ডবগণ ও শ্রীদ্রৌপদী দেবী শ্রীভগবান্ কেশব-বাক্য শ্রবণ করত সুস্থচিত্ত হইয়া বলিলেন—'হে গোবিন্দ, সমুদ্রে নিমজ্জিত ব্যক্তির সহসা ভেলা পাইবার মত আমরা আজ তোমাকে পাইয়া এই বিপদ্ হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইলাম, তুমি এক্ষণে স্বগৃহে গমন কর।' শ্রীভগবান্ এইরূপে তাঁহার ভক্ত পাণ্ডবগণ কর্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। দ্রৌপদী সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণ নির্ভয়ে সানন্দচিত্তে বন হইতে বনান্তরে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। পাণ্ডবগণপ্রতি দুরাত্মা দুর্য্যোধনাদি কৃত যাবতীয় অনিষ্টাচরণ ব্যর্থ হইয়াছিল। কেননা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত।

অনন্ত কল্যাণগুণবারিধি শ্রীভগবানের 'যদ্ বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্' এমন 'অশোক-অভয়-অমৃত-আধার' শ্রীচরণাশ্রিত জনগণের আর কি কোন ভয় থাকিতে পারে? কোন বিঘ্নই তাঁহাদিগকে অভিভূত করিতে সমর্থ হয় না। 'দেহাত্মবুদ্ধিঃ' জনগণ ভক্তগণকে অসহায়, হীনবল জ্ঞানে নির্য্যাতন করিতে আসিয়া শেষে নিজেরাই নির্য্যাতিত হইয়া থাকেন। শ্রীভগবানের ভক্তরক্ষা-ব্রতধারী শ্রীসুদর্শনচক্র সর্ব্বদাই তাঁহার ভক্তকে রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ কংসকারাবদ্ধ দেবকী দেবীর অষ্টম গর্ভ বন্দনা করিতে করিতে বলিতেছেন—

"তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥" (ভাঃ ১০।২।৩৩)

[অর্থাৎ "হে মাধব, হে প্রভো, আপনাতে প্রীতিসম্বন্ধযুক্ত পরম ভাগবতগণ কখনও সুপথভ্রষ্ট হন না বরং তাঁহারা আপনার দ্বারা সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে বিঘ্নোৎপাদনকারিগণের পালকসমূহের মস্তকের উপর পদ প্রদানপূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন।"]

শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দে নিবেদিতাত্মা শরণাগত ভক্ত স্বীয় ভরণ-পোষণ বা রক্ষণাবেক্ষণের কোন চিন্তা স্বতন্ত্রভাবে হৃদয়ে পোষণ করেন না—"তব পাদপদ্ম, নাথ, রক্ষিবে আমারে। আর রক্ষাকর্ত্তা নাহি এ ভবসংসারে॥ আমি তব নিত্যদাস জানিনু এবার। আমার পালনভার এখন তোমার॥ বড় দুঃখ পাইয়াছি স্বতন্ত্র জীবনে। সব দুঃখ দূরে গেল ও পদ বরণে॥ মারবি রাখবি যো ইচ্ছা তোহারা। নিত্যদাস-প্রতি তুয়া অধিকারা॥" ইত্যাদি বিচার পরায়ণ হইয়া সর্ব্বক্ষণ ভজনানন্দে কালাতিপাত করেন। 'রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসঃ' শরণাগত ভক্তের স্বভাব সিদ্ধ।

"প্রাগ্ দিষ্টং ভৃত্যরক্ষায়াং পুরুষেণ মহাত্মনা।
দদাহ কৃত্যাং তাং চক্রং ক্রুদ্ধাহিমিব পাবকঃ॥"
(ভাঃ ৯।৪।৪৮)

[অর্থাৎ দাবাগ্নি যেরূপ ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে, ভক্তরক্ষার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহরির আদেশ প্রাপ্ত সুদর্শনচক্রও তদ্রূপ সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন।]

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"চক্রং কর্ত্তৃ কৃত্যাং দদাহ ননু কিং রাজ্ঞা স্বরক্ষার্থং নিবেদিতং সন্দদাহ নহি নহি প্রাক্ অম্বরীষস্য ভজনপ্রারম্ভ-দশামারভ্যৈব ক্বাপি স্বাপকারিলোকেঽপ্যনপকরণ স্বভাবং তস্যালক্ষ্য পুরুষেণ ভক্তবৎসলেনৈব ভগবতাদিষ্টং হে চক্র যদাস্য প্রাণসঙ্কটমাপততি তদা ত্বমেব স্বয়মেবাস্যাভিহন্তারং জহীত্যাদিষ্টং পাবকো দাবাগ্নিঃ।"

অর্থাৎ সুদর্শনচক্র কর্ত্তৃ নির্ম্মিত (দুর্ব্বাসা নির্ম্মিত) কৃত্যাকেই দগ্ধ করিলেন। যদি এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ হয় যে, মহারাজ অম্বরীষ কি নিজ প্রাণ রক্ষার্থ নিবেদন করিলে তবে চক্র কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়াছিলেন? তদুত্তরে বলা হইতেছে না না, প্রাক্ অর্থাৎ পূর্ব্ব হইতেই—অম্বরীষের ভজনপ্রারম্ভ দশা হইতে আরম্ভ করিয়াই নিজ অপকারি-জনেও অপকার না করা স্বভাব লক্ষ্য করত মহাপুরুষ ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহার চক্রকে আদেশ করিয়া রাখিয়াছিলেন—হে চক্র, যখনই আমার পরমভক্ত এই অম্বরীষের কোন প্রকার প্রাণ-সঙ্কট-কাল উপস্থিত হইবে, তখনই তুমি স্বয়ংই ইহার সেই অভিহন্তাকে বিনাশ করিবে। দাবাগ্নি যেমন ক্রুদ্ধ সর্পকে দগ্ধ করে তদ্রূপ।

ভক্ত-ভক্তিমান্ — ভক্তের ভক্তিপ্রিয় — ভক্তিদয়িত মাধব তাঁহার ভক্তপ্রতি অবমাননা কখনও সহ্য করিতে পারেন না। ভক্তকে তিনি সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়া থাকেন। ভক্তরাজ প্রহ্লাদ তাঁহার বিঘ্ন বিনাশ করিবার জন্য ভগবৎপাদপদ্মে কোন প্রার্থনাই জ্ঞাপন করেন নাই, কিন্তু ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার পরম প্রিয়তম ভক্তকে সর্ব্বদাই বুকে করিয়া রাখিয়াছেন, তাঁহার ভক্তের শ্রীঅঙ্গে একটি কুশাঙ্কুরও বিদ্ধ হইতে দেন নাই। ভক্ত পাণ্ডবগণকেও শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই রক্ষা করিয়াছেন। শরণাগত ভক্তবর বিভীষণকে শ্রীভগবান্ রামচন্দ্র তাঁহার অভয় পাদপদ্মে আশ্রয় প্রদানকালে বলিয়াছিলেন—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥"

"কৃষ্ণ, তোমার হঙ যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করেন পার॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।৩৩)

শরণাগত ব্রজবাসিগণকে শ্রীভগবান্ কত না কতভাবে রক্ষা করিয়াছেন, সাতদিন সাতরাত্র বামহস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলীতে গোবর্দ্ধন পর্ব্বত ধারণ করিয়া তাঁহাদিগকে সেই পর্ব্বতের তলদেশে আশ্রয় দিয়াছেন। তাই শরণাগত ভক্তের প্রার্থনা—

"তুমি ত রক্ষক আর পালক আমার।
তোমার চরণ বিনা আশা নাহি আর॥
নিজবল-চেষ্টা প্রতি ভরসা ছাড়িয়া।
তোমার ইচ্ছায় আছি নির্ভর করিয়া॥"

"সর্ব্বস্ব তোমার, চরণে সঁপিয়া,
প'ড়েছি তোমার ঘরে।
তুমি ত ঠাকুর, তোমার কুকুর,
বলিয়া জানহ মোরে॥"

সর্ব্বোত্তম বিদ্যা ও কীর্ত্তি কি?

"প্রভু কহে—কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার?
রায় কহে—কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

কীর্ত্তিগণ মধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া যাহার হয় খ্যাতি॥

—চৈতন্যচরিতামৃত

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি আত্মার ধর্ম্ম বা নিত্য ধর্ম্ম ?

উত্তর—ঋষিগণ আমাদিগকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মে নিষ্ঠাযুক্ত হ'বার উপদেশ দিয়াছেন। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের উপযোগিতা আছে। কিন্তু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ব'লেছেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের উপযোগিতা কতক্ষণের জন্য ? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আমাদের নিত্যধর্ম্ম নহে,—তাহা আত্মার স্বরূপবৃত্তি নহে অর্থাৎ আমাদের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। তাহা বিরূপে থাকাকালে কথঞ্চিৎ স্বরূপের দিকে অভিযানের জন্য কোন বিশেষ বৃত্তি ও বিশেষ অবস্থানে অবস্থিত হ'য়ে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা মাত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম অহৈতুকী, অপ্রতিহতা, নির্ম্মলা-কৃষ্ণসেবা নহে। বর্ণাশ্রমে অবস্থিত হ'য়ে কৃষ্ণসেবা হয় না, কথঞ্চিৎ বিষ্ণুর পূজা চেষ্টা হয়। এজন্য শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—'তুমি কে ?' আগে নির্ণয় কর। তুমি কি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র ? তুমি কি সন্ন্যাসী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা ব্রহ্মচারী ? এ সকলই তোমার বদ্ধদশার সাময়িক পরিচয়, ঐ সকল তোমার স্বরূপের নিত্য পরিচয় নহে। জীবের স্বরূপের পরিচয় হচ্ছে—জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। আত্মা পরমাত্মার সেবক; পরমাত্মার সেবাই তার ধর্ম্ম।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তিপথ ব্যতীত অন্য পথ কি মঙ্গলকর নহে ?

উত্তর—ভগবৎ-সেবা ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় পথ কালক্ষেপণ এবং জন্ম-জন্মান্তর ক্লেশরাজ্যে পরিভ্রমণের সেতু। অতএব আমাদের শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত আমরা মানব-জীবনের সর্ব্বোত্তম বা একমাত্র প্রয়োজনীয় স্বার্থ ভগবৎ-সেবার অনুসন্ধান করবো। প্রত্যেক জন্মেই আমাদের সংসার করবার—ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অবকাশ হ'বে। কিন্তু অন্য জন্মে ভগবৎ-সেবার এরূপ সুযোগ হ'বে না। এজন্য আমরা হরিসেবা ব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে এক মুহূর্ত্তও আর নষ্ট করবো না।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—'যত মত তত পথ' কথাটী কি ঠিক ?

উত্তর—না। সঙ্কল্প ও বিকল্প যেখানে হয়, সেথ নেই মনোধর্ম্ম। একটা গ্রহণ করা হ'চ্ছে আর একটা reject করা যা'চ্ছে। যা' লোকের ভ্রম উৎপাদন করায়, সেই শক্তিই মায়া। সেই মায়া হ'তে পার পাবার একটী মাত্র উপায় গীতা ব'লেছেন। গীতা বহু উপায় বা বহু পথের কথা বলেন নাই,—মনোধর্ম্মের 'যত মত তত পথে'র কথা বলেন নাই। মনোধর্ম্মেই বহু মত বহুপথ। আর আত্ম-ধর্ম্মের রাজকীয় পথ, অব্যর্থ উপায়—একটী মাত্র। তা ভগবানের বাণীতে প্রকাশিত—তা শরণাগতির পথ—তা প্রপত্তির পথ—তা কেবলা-ভক্তির পথ। গীতা ব'লেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সেবা বাদ দিয়ে নিজে সুখে থাকবার চেষ্টা কি ভাল ?

উত্তর—কখনই না। নিজে সুখে থাকার চেষ্টা ত অভক্তি। যে ব্যক্তি গুরুবৈষ্ণব-সেবা বাদ দিয়ে নিজ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে সর্ব্বক্ষণ ব্যস্ত থাকেন, তিনি অপরের নিকট হইতে হ'তে নিজ-সেবা প্রার্থনা ক'রলেও অপরে তাঁর সেবায় ব্যস্ত হন না, পরন্তু তিনি সকলের উপেক্ষা ও অপ্রশংসার পাত্র হ'য়ে থাকেন; পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজ সুখ-সুবিধা উপেক্ষা ক'রে, গুরুকৃষ্ণের সেবায় সর্ব্বক্ষণ কায়মনোবাক্যে নিরত থাকেন, তাঁর সেবা করবার জন্য লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি, এমন কি স্বয়ং মহাপ্রভু পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত হন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কীর্ত্তন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভক্ত্যঙ্গ ?

উত্তর—ভগবদ্ভক্তির যত প্রকার অঙ্গ আছে, তন্মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনই একমাত্র প্রধানতম ও পরম প্রয়োজনীয় অঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে পরমার্থ জীবন-যাপনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগ্যতা লাভ হয়। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বশোভা ও সর্ব্ব-আকাঙ্ক্ষার পরিস্ফূর্ত্তি, সর্ব্ব সাধনের চরম ফল ও সিদ্ধি নিহিত আছে।

শ্রীকৃষ্ণের নামে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়াভিনিবেশ, যাবতীয় প্রবৃত্তি, যাবতীয় চিন্তা, যাবতীয় ধারণা—সকলই নিয়মিত হ'য়ে থাকে। শ্রীকৃষ্ণ-নাম আমাদের জিহ্বাগ্রে উদিত হ'লে আমরা নশ্বর জগতের যাবতীয় কৃত্য, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি, নশ্বর জগৎ ভোগ কর্‌বার প্রবৃত্তি এবং আমাদের পারিপার্শ্বিক সুবিধা-অসুবিধা প্রভৃতি সমস্তই অনায়াসে পরিত্যাগ কর্‌তে পারি। শ্রীকৃষ্ণনামেই ভক্তিপথের সকল বাধা অনায়াসে তিরোহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণনাম কেবল-মাত্র সাধন ব্যাপার নহেন, তাহা সাধনের ফল সাধ্যবস্তুও বটে। কৃষ্ণনাম গুর্ব্বানুগত্যে পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর্‌তে হ'বে। শ্রীকৃষ্ণনামে সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃ প্রস্ফুটিত হয়। শ্রীনামের সেবা দ্বারাই জীবের যাবতীয় মঙ্গল হ'বে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-নামই আমাদিগকে নিত্যানন্দ সাগরে নিমজ্জিত করাতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণনাম অখিলরসময়।

শ্রীগৌরসুন্দরই পরমোপাস্য বস্তু—জগতের সকলেরই শেষ উপাস্য বস্তু—জগতে যত উপাস্য বস্তু আছে, সেই সকল উপাস্য বস্তুরও পরমোপাস্য বস্তু। শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হ'য়েও ভাগবতধর্ম্ম স্বয়ং আচরণ ক'রে জগৎকে জানিয়ে দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই ভাগবত-ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনই মহাধ্যান, মহা-যজ্ঞ ও মহার্চ্চন। কৃষ্ণের ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন—সাধারণ মাত্র। কৃষ্ণ-কীর্ত্তন-রূপ মহাধ্যানে, মহাযজ্ঞে, মহার্চ্চনে তত্তদ্ বিষয়ের পরিপূর্ণতা। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সংসারী লোকের চোখে জল আসা জিনিষটা কি ভক্তি ?

উত্তর—বিষয়ী লোকের চোখে জল আসাটা ভক্তি বা প্রেম নয়, তা নিজের ভোগ মাত্র। তাতে প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহেচ্ছা আছে। জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর এরূপ চেষ্টাযুক্ত হৃদয়কে অশ্মসার অর্থাৎ পাষাণ সদৃশ বলেছেন। এদের হৃদয় বস্তুতঃ ভগবৎ-কথায় বিগলিত হয় নাই, অন্তর কঠিনই রয়েছে, বাহ্যে কপট পিচ্ছিলতার আবরণ ধারণ করেছে মাত্র। কৃষ্ণকথায় হৃদয় দ্রবীভূত হ'লে সংযত হ'বার বুদ্ধিটাও আসে, লোকের নিকট প্রতিষ্ঠা সংগ্রহের ইচ্ছা হয় না। যাঁ'দের সত্যি সত্যি চোখে জল পড়ে, তাঁ'দের সংসারের প্রতি টান থাকে না, স্ব-সুখবাঞ্ছা থাকে না, গুরু-কৃষ্ণই তাঁ'দের সর্ব্বস্ব হয়, বিষয় তা'দের আকৃষ্ট করতে পারে না। ভক্তি জিনিষটা মঙ্গলের পথ, আর কপটতা ক'রে ভক্তি দেখান নরকের রাস্তা। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সেবার ফল কি ?

উত্তর—মুক্ত না হ'লে আমরা কৃষ্ণসেবা করতে পারি না। সংসারের সেবা—অন্য বিষয়ের সেবা অর্থাৎ প্রভুত্ব করাকে ভক্তি ব'লে ভুল করতে হ'বে না। ভগবৎ-সেবা সাক্ষাৎ ভগবান্‌কে প্রদান করে। সেবা হ'লে—নামকীর্ত্তন হ'লে সংসার প্রবৃত্তি কমে যাবেই। ভগবৎ-কথা শ্রবণে রুচির অভাবের পরিচায়ক—অন্য কথা আলোচনা। ভগবৎ-কথার আলোচনা সাক্ষাৎ সেই রুচি প্রদান করে। মরণের পূর্ব্বে জীবন্মুক্ত ন' হ'তে পার্‌লে জন্মান্তর করিয়ে দিবে। এ সব অসুবিধার হাত হ'তে—সংসার হ'তে পরিত্রাণ পাবার ইচ্ছাও হয় না অসৎসঙ্গে থাক্‌লে। যদি কারো বা হয়, তা'ও আত্মসুখেচ্ছা থেকে যায়। ভগবৎ-সেবা আত্ম-সুখেচ্ছা নয়—আত্মসুখানুসন্ধান নয়।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গৃহস্থের কর্ত্তব্য কি ?

উত্তর—নিজের সুখের জন্য যত্ন কর্‌লে ভোগী গৃহব্রত হ'য়ে পড়তে হ'বে। কৃষ্ণ-সেবার জন্য নিখিল প্রয়াস কর্‌লে মঙ্গল হ'বেই। যাঁরা স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে সর্ব্বতোভাবে অনুক্ষণ কৃষ্ণ-ভজন কর্‌ছেন, তাঁ'দিগকে নানাভাবে সাহায্য বা সেবা কর্‌বার জন্য গৃহস্থ-ভক্তগণ অনুক্ষণ যত্নপর থাক্‌বেন। তবেই গৃহস্থগণের মঙ্গল হ'বে—সংসারাসক্তি শিথিল হ'বে। যাঁরা পারমার্থিক গৃহস্থ অর্থাৎ গৃহস্থ বৈষ্ণব, তাঁ'রা নিজের স্ত্রী-পুত্র-কন্যার জন্য যেরূপ প্রচুর পরিশ্রম করেন, তদ্রূপ হরিসেবার জন্যও প্রচুর চেষ্টা ক'রে থাকেন। নিজ স্ত্রী-পুত্র-কন্যা প্রভৃতি ভগবদ্ভজন কর্‌ছে জান্‌লে তাঁ'দের পোষণ করেন, নতুবা দুধ-কলা দিয়ে সাপ পোষণ করেন

না, তাদের সঙ্গ প্রতিকূল বা ভক্তিবাধক জেনে তফাৎ হ'য়ে যান।

আমি যখন প্রভু সাজ্‌তে চাই, অন্যের উপর প্রভুত্ব কর্‌তে চাই, তখনই মায়া বা প্রকৃতির বশীভূত হ'য়ে পড়ি।

বর্ত্তমান বিপন্ন মানবজাতির একমাত্র মঙ্গলকর কৃত্য হচ্ছে—এই যে সংসার—এই যে বোকামীর হাতে পড়েছি, তা হ'তে উদ্ধার লাভ ক'রে নিত্য কৃষ্ণসংসারে প্রবিষ্ট হওয়া। নিষ্কপটে শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌লেই সেই হাত হ'তে উদ্ধার লাভ হয়—অন্য উপায়ে হয় না। যে গুরুদেবের কৃপায় সংসার থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়, সেই গুরু কি অভক্ত, অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, ছলনাময় প্রচ্ছন্ন নাস্তিক, নির্ব্বেদ জ্ঞানী বা অনিত্য যোগী হ'তে পারেন? পরম পুরুষ ভগবানে সর্ব্বতোভাবে ভক্তি-বিশিষ্ট না হ'লে কি কেহ প্রকৃত গুরু হ'তে পারেন?

গৃহস্থ বা বৈরাগী প্রত্যেকেরই গুরুসেবাই প্রধান কর্ত্তব্য। শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখবিগলিত হরিকথা সেবোন্মুখ কর্ণে পৌঁছিলে—কর্ণবেধ হ'লে চক্ষুর অজ্ঞান-তিমির বিদূরিত হয়, তখন চক্ষু নির্ম্মল হয়, এবং সেই নির্ম্মল চক্ষুতে কৃষ্ণদর্শন হ'য়ে থাকে।

আমার প্রভুত্বে ইচ্ছা আমার সর্ব্বনাশের কারণ। যদি স্বেচ্ছায় প্রেয়ঃ পথে চালিত হই—সংসার করতে দৌড়াই,—সংসার নিয়ে ব্যস্ত হই, তবে ত্রিতাপ-জ্বালা অনিবার্য্য। সুতরাং মনের কথা বা মনোধর্ম্মী লোকের কথা না শুনে যাঁরা সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ সেবা করেন, তাঁদের উপদেশ সর্ব্বতোভাবে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভক্তের কি পতন নাই?

উত্তর—না। যাঁর ভগবানে ভক্তি আছে, তিনিই মনুষ্য। যাঁর ভগবানে ভক্তি নাই, তিনি ভোগী, ত্যাগী বা অন্যাভিলাষী। অভক্ত-সম্প্রদায় নিশ্চয়ই কাল-প্রভাবে অধঃপতিত হ'বে। ভগবদ্ভক্ত কখনই অধঃপতিত হন না। Absolute Truth is only one without a second. Absolute Truth is unchallengeable. আমরা আশ্রিত। প্রপন্নাশ্রিতের সাফল্য অনিবার্য্য। ভক্তিতে সাফল্য নিশ্চয়ই হ'বে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গুরুসেবা কি প্রত্যহই করা কর্ত্তব্য?

উত্তর—শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। প্রত্যেক বর্ষ প্রারম্ভে, প্রত্যেক মাস প্রারম্ভে, প্রত্যেক দিবস প্রারম্ভে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তের প্রারম্ভে শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা করা কর্ত্তব্য। আমরা যদি অনুক্ষণ গুরুপাদপদ্মের স্মরণ না করি, তাহ'লে নিশ্চয়ই আরও অসুবিধায় পড়বো। যে মুহূর্ত্তে গুরু-সেবা ভুল্‌বো, সেই মুহূর্ত্তেই নিজেকে ভুলে যাবো।

জাগতিক শিক্ষক বা গুরুগণ-প্রদত্ত বিদ্যা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফল প্রসব করে। পারমার্থিক গুরু সেরূপ ক্ষুদ্র-ফল-প্রদাতা নন। শ্রীগুরুপাদপদ্ম বাস্তব-মঙ্গলবিধাতা। আশ্রয়-জাতীয় ভগবানের অনুগ্রহ যে মুহূর্ত্তে রহিত হ'য়ে যাবে, সেই মুহূর্ত্তে জীবের নানা অভিলাষ এসে উপস্থিত হ'বে। বর্ত্মপ্রদর্শক গুরুদেব যদি আমাদিগকে উপদেশ না দেন—কিভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতে হ'বে—কিভাবে গুরুপাদপদ্মের সহিত ব্যবহার করতে হ'বে, তবে প্রাপ্ত রত্নও হারিয়ে ফেল্‌তে হয়। নামভজনই একমাত্র ভজন-প্রণালী। শ্রীগুরুদেব এই ভজনপ্রণালী প্রদান করেন। সুতরাং গুরুদেব প্রসন্ন না হ'লে ভজনবল আমরা কি ক'রে পাব? এইজন্যই বলি—যাঁরা ভগবানকে পেতে চান, প্রকৃত শান্তি চান, সংসার হ'তে নিষ্কৃতি চান, তাঁরা গুরুসেবাকেই জীবন করবেন—অনুক্ষণ গুরুসেবা করবেন—গুরুর প্রসন্নতার জন্য প্রাণপণে যত্ন করবেন, তা হ'লে আর কোন অসুবিধা থাক্‌বে না, সমস্ত মঙ্গল করায়ত্ত হ'য়ে যাবে—অমঙ্গলের মুখে ছাই প'ড়ে যাবে।

বিষয়জাতীয় কৃষ্ণ অর্দ্ধেকটা, আর আশ্রয়জাতীয় অর্দ্ধেকটা। এতদুভয়-বিলাস-বৈচিত্র্যই পূর্ণতা-বিষয়। জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—শ্রীকৃষ্ণ, আর আশ্রয়জাতীয় পূর্ণ প্রতীতি—আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম। জীবনব্যাপী ভগবানের সেবা করতে হ'বে সর্ব্বক্ষণ দেখাচ্ছেন যিনি, তিনিই গুরুপাদপদ্ম। সেই গুরুদেব প্রত্যেক বস্তুতেই

বিরাজমান। অনুক্ষণ সেই শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবা ব্যতীত আমাদের আর কোন কৃত্যই নাই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কি ভাবে ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'বে ?

উত্তর—ভগবান্ সেব্য বস্তু। তাঁর সেবার জন্য তাঁকে ডাক্‌তে হ'বে। তবেই প্রকৃত ডাকা হ'বে এবং তিনিও সাড়া দিবেন।

ভগবান্‌কে ডাক্‌তে হ'লে তৃণাদপি সুনীচ হ'তে হ'বে। একজন নিজের ক্ষুদ্রতা উপলব্ধি না কর্‌লে অপরকে ডাকেন না। যখন আমরা অন্যের সাহায্য প্রার্থী হই, তখন নিজেকে অসহায় মনে করি,—আমার দ্বারা কোন কার্য্য সম্পন্ন হ'চ্ছে না, অতএব অন্যের সাহায্য গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নাই।

শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন, একথা গুরুপাদপদ্মের নিকট হ'তে পাই। ভগবান্‌কে ডাক্‌তে ব'লেছেন মানে ভগবানের সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে ব'লেছেন। কিন্তু যখন ভগবান্‌কে ডাকি, তখন যদি নিজের কোন কার্য্য-উদ্ধার করিয়ে নেওয়ার জন্য তাঁর সাহায্য গ্রহণ কর্‌তে যাই, তা হ'লে 'তৃণাদপি সুনীচতা' থাকে না। বাহ্য দৈন্য 'তৃণাদপি সুনীচতা' নয়, সেটা কপটতা। যে-ভাবে ডাক্‌লে তাঁবেদারসকল উত্তর দেয়, সে-ভাবে ডাকা ভগবানের কাছে পৌঁছায় না। কারণ তিনি পরমস্বতন্ত্র পূর্ণচেতন বস্তু, কারও বশ্য নন। নিজের অস্মিতাকে নিষ্কপট দৈন্যে প্রতিষ্ঠিত না কর্‌লে পূর্ণ-স্বতন্ত্রের নিকট আবেদন পৌঁছে না।

অহঙ্কার থাক্‌লে ভগবান্‌কে ডাকা হ'বে না। 'তৃণাদপি সুনীচ' হ'য়ে ডাকার সঙ্গে যদি সহ্যগুণ সম্পন্ন না হই, তাহ'লেও ডাকা হ'বে না। আমরা যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—ভগবান্ পূর্ণ বস্তু, তাঁ'কে ডাক্‌লে কোন অভাব হ'বে না, তাহ'লে সে-সময় সহনশীলতার অভাব হয় না।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—দুঃসঙ্গ কাকে বলে ?

উত্তর—অচিৎএর সহিত—অনিত্য বস্তুর সহিত যে সংস্রব তার নামই দুঃসঙ্গ। দেহ ও মনের দ্বারা সেই দুঃসঙ্গ হয়। দুঃসঙ্গ ছেড়ে সৎসঙ্গ কর্‌লে আকর্ষক কৃষ্ণের সাক্ষাৎ আকর্ষণের মধ্যে পড়া যায়; নতুবা মায়া আমাদিগকে আকর্ষণ করে।

প্রশ্ন—সেবা জিনিষটী কি ?

উত্তর—সেবা দেহ-মনের ধর্ম্ম বা কার্য্য নহে। সেবায় বাণিয়াগিরি নাই। কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণসেবাই প্রকৃত কৃষ্ণ-সেবা, তাতে স্বসুখবাঞ্ছার লেশমাত্র নাই।

সেবা জিনিষটা — অব্যভিচারিণী, অহৈতুকী, অপ্রতিহতা আত্মবৃত্তি। বেদান্তবোধই হ'তে পারে না—শ্রীগুরুপাদপদ্মের অব্যভিচারিণী সেবা ব্যতীত। ভগবদ্ভক্ত ব্যতীত কেহ গুরুই হ'তে পারে না—এটা গোঁড়ামির কথা নয়, বাস্তব সত্য কথা। ভগবান্ কৃষ্ণ বল্‌ছেন—আমাকে যে যেভাবে সেবা করে, আমিও তাঁ'কে সেইভাবে সেবা (কৃপা) করি। কান্তরসে সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে সেবা; কাজেই কৃষ্ণও সেখানে তাঁ'র সর্ব্বাঙ্গকে বিলায়ে দেন—আপনাকে দিয়েও ঋণী জ্ঞান করেন। কান্তরসেই প্রপত্তির পরিপূর্ণতা বা সেবার পরাকাষ্ঠা।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমাদের ভক্তি কি ক'রে বৃদ্ধি হ'বে ?

উত্তর—সেবা কর্‌তে কর্‌তেই সেবা জাগ্‌বে—সেবা-প্রবৃত্তি বাড়্‌বে। যেখানে গুরুকৃষ্ণের সেবা কর্‌বার ইচ্ছাই নাই, সেখানে আবার বাড়ার কি কথা আছে ? যদি চিত্তবৃত্তি সাধুগুরুর চরণে থাকে, তাহ'লে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, আমাদের সেবাপ্রবৃত্তি বৃদ্ধি লাভ কর্‌বে। নতুবা ইন্দ্রিয়পরায়ণতা বা সংসার-প্রবৃত্তিই বাড়্‌বে। নিরন্তর সাধুগুরুর সেবা কর্‌লে সব সুবিধা হ'য়ে যাবে। তা না ক'রে যদি আমরা সংসারের সেবা বা মায়ার সেবাতে ব্যস্ত থাকি, তাহ'লে নানাবিধ অমঙ্গল বা অশান্তি এসে আমাদিগকে বিপন্ন কর্‌বে। ভক্তসঙ্গ ও ভক্ত সেবা ছাড়া কি ভক্তি বাড়ে ?

আমি গুরুকৃষ্ণকে আশ্রয় কর্‌লাম, কিন্তু তাঁদের সেবার দিকে আমার আদৌ দৃষ্টি নাই। ভক্তিপথ আশ্রয় ক'রে যদি ভক্তিই না করি—নানাভাবে সেব্যের সেবা কর্‌বার

জন্য প্রস্তুত না হই, তা'হলে মঙ্গলের আশা কোথায় ?

আগে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌তে হ'বে। প্রথমে নিজে লঘু হ'তে হ'বে। ইহার নাম—আশ্রয়। আশ্রিতের কাজই হচ্ছে ভৃত্য হ'য়ে সেবা করা। কিন্তু আমরা তা কি কর্‌ছি ? সর্ব্বস্ব গুরুপাদপদ্মে অর্পণ কর্‌তে হ'বে। তবে'ত পূর্ণবস্তু পাওয়া যাবে ? গুরুকে সর্ব্বস্ব দেওয়া ত' দূরের কথা, আমরা কিছুই দিতে চাই না। অথচ মুখে কৃপা চাই ভগবান্‌কে চাই। অন্তর্য্যামীকে ফাঁকি দেওয়া চলে না। গুরুপাদপদ্ম দর্শন না হ'লে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি কি ক'রে বাড়্‌বে ? গুরুপাদপদ্ম দর্শনের পরেও যদি আবার যোষিৎ দর্শন হয়, সংসার করার প্রবৃত্তি বাড়ে, তবে পতন হ'য়ে গেল—উর্দ্ধ্বগতি হ'লো না—নীচেই থাক্‌লাম। যদি কেহ বাস্তবিকই গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করেন, আর যদি প্রীতির সহিত গুরুসেবা করেন, তাহ'লে নিশ্চয়ই কৃষ্ণসেবা-লাভ হ'বে—কৃষ্ণবিষয়ে দিব্যজ্ঞান—দীক্ষা লাভ হ'বে—সেবা-প্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হ'য়ে সেবানন্দে মগ্ন হ'বে।

যে কাজ কর্‌লে বিষয় বাড়াবার প্রবৃত্তি কমে, সংসার বাসনা কমে এরূপ কাজ কর্‌তে হ'বে। তখন আর কর্ত্তাভিমান বা ভোক্তাভিমান থাকে না, তখন কৃষ্ণভোগ্য জগৎকে বা কৃষ্ণযোষিৎকে পরমপূজ্যা গুরুজ্ঞান কর্‌তে পারা যায়। 'আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা'—এই জড় অভিমান কমে গেলেই ভগবানের সেবা-প্রবৃত্তি উদয় হয়। সংসার-বাসনা প্রবল থাক্‌লে—সংসারের জন্য বেশী ব্যস্ত হ'লে সেবা-বাসনা কি ক'রে জাগ্‌বে ? ভগবৎ-সেবার জন্য উৎকণ্ঠা হ'লে মানুষ নিজেকে গুরুর পুত্র জ্ঞান করে—এ সকল পিতা পুত্রাদির সঙ্গে আর সম্বন্ধ থাকে না, তখনই প্রকৃত মঙ্গল হয়—মঠবাস হয়—প্রকৃত আশ্রয় হয়। ইষ্টদেবের প্রতি সেব্যবুদ্ধি না থাক্‌লে—তাঁর প্রতি পরবুদ্ধি হ'লে আর আশ্রয় হ'লো কোথা ? আমি গুরুকৃষ্ণের নিত্য সেবক। কিন্তু আমার সেবা করার প্রবৃত্তি কৈ যে আমি শান্তি পাব—অনর্থের হাত হ'তে মুক্তি পাব ?

(প্রভুপাদ)

কলিকাতা মঠে শ্রীব্যাসপূজা

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবোপলক্ষে বিগত ৮ ফাল্গুন, ২০ ফেব্রুয়ারী শনিবার কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ণে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-বিচার যাযাবর মহারাজ সর্ব্বাগ্রে শ্রীল প্রভুপাদের অর্চ্চন ও তদীয় পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলে শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্য ও প্রশিষ্যগণ ও সমবেত শ্রদ্ধালু নরনারীগণ কর্ত্তৃক শ্রীল প্রভুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগ ও আরতি অন্তে কএক শত নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন। রাত্রিতে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের পুত চরিত্র ও অবদান সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। তৎপরদিবস সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় পূর্ব্ববর্ত্তী পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিপাদগণ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সহসম্পাদক শ্রীবিভুপদপণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় কর্ত্তৃক রচিত শ্রীপ্রভুপাদপদ্মে আর্ত্তি নিবেদন কবিতাটী সভায় পঠিত হয়। প্রত্যহ বক্তৃতার আদি ও অন্তে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ ও শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারীর সুললিত পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন ভক্তগণের ভজনোল্লাস বর্দ্ধন করে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বর্ষারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের

শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনা

শ্রীচৈতন্যবাণী আজ পঞ্চম বর্ষে প্রকাশিতা হইলেন। তাঁহার অসমোর্দ্ধা দয়ার কথা চিন্তা করিলে হৃদয় স্বতঃই তচ্চরণে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। বিগত বর্ষে শ্রীচৈতন্যবাণীর সংস্পর্শে আসিয়া বহু ব্যক্তির সুকৃতি লাভ হইয়াছে, বহু ব্যক্তি শ্রদ্ধালু এবং বহু ব্যক্তি শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রসারে বৈষ্ণবগণ পরমোল্লসিত।

শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ

নববর্ষে আমরা সকাতরে শ্রীচৈতন্যবাণীর বন্দনা করি। তিনি স্বীয় কৃপাবলে আমাদের চিত্ত বিশোধিত করতঃ তাঁহার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার সুযোগ প্রদান করুন। শ্রীচৈতন্যবাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র স্বীয় প্রভাব বিস্তার করতঃ নিজ বৈভব সুপ্রতিষ্ঠিত করুন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবকগণ এ কাঙ্গালের প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করুন। সবৈভব শ্রীচৈতন্যবাণী জয়যুক্তা হউন।

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব-তিথি।
হাইলাকান্দি (কাছাড়), আসাম।
১৪।২।৬৫

সেবক

সেবক বহু প্রকারের হয়। তন্মধ্যে প্রীতি দ্বারা প্রবর্ত্তিত, কর্ত্তব্যবোধে পরিচালিত এবং প্রাকৃত স্বার্থান্বেষণ হইতে উৎসাহিত সেবকই মুখ্যরূপে দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত সেবককে শুদ্ধ সেবক বলা যায় না। এস্থলে সেব্য সেবকের সম্বন্ধ নশ্বর। প্রাকৃত স্বার্থ সিদ্ধি না হইলেই সেবা বন্ধ হইয়া যায়। সেব্যের সহিতও আর সম্বন্ধ থাকে না। ইহা কতকটা বণিক বৃত্তির ন্যায়। প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্তই মাত্র সেবা স্বীকার। এখানে প্রয়োজনের অনিত্যতা থাকায় সেব্য সেবকের মধ্যে নিত্য সম্বন্ধ হয় না। সুতরাং এ সেবা নিত্য ভূমিকার কোন অনুষ্ঠান নয়। ইহা কর্ম্মান্তর্গত ব্যাপার।

প্রথমোক্ত সেবাই সুনির্ম্মলা ও নিত্যা। দ্বিতীয়টি রাগের দ্বারা প্রবর্ত্তিত না হইলেও কর্ত্তব্য বা নীতি-বোধ হইতে উৎপন্ন হওয়ায় এবং নিত্য স্থিতিশীল হওয়ায় সেবা সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত। রাগোত্থ এবং বিধি বা কর্ত্তব্য-জনিত সেবাই সেবা-শব্দ বাচ্য। ইহাই রাগ-ভক্তি এবং বিধি-ভক্তি। উভয়বিধ অবস্থাতেই সেবা নিত্যা। সেব্য-সেবকের সম্বন্ধও নিত্য।

সেবক স্বতন্ত্র। উক্ত স্বাতন্ত্র্য সেব্যের প্রীতি-পরতন্ত্র বলিয়া তাহাকে কেহ কেহ অস্বতন্ত্রও বলেন। প্রীতি-সূত্রে আবদ্ধ হইলেও স্বতন্ত্রতার অভাব তথায় নাই। স্বেচ্ছা-চারিতা বলিতে যাহা বুঝায়, তাহা সেবকে নাই। সেবক কাঠের পুতুল নহেন। চিজ্জাতীয় বস্তু হওয়ায় স্বতন্ত্রতা সেবকের নিত্য স্বীকার্য্য। কিন্তু উক্ত স্বাতন্ত্র্য কদাপি সেব্যের সেবা-বিরোধে প্রযুক্ত নয়। দুইটি স্বতন্ত্র বস্তুর পারস্পরিক প্রীতি-পূর্ণ মিলনেই রস উৎপন্ন হয়। উক্ত প্রেমরস সেব্য ও সেবককে উৎফুল্ল করে। পরস্পর পরস্পরের বিচ্ছেদ সহনে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কখনও প্রেমের গাঢ়তা বৃদ্ধির জন্য পরস্পরের বিরহের আবশ্যকতা দৃষ্ট হয়। ইহাই চিদ্‌বিলাস।

সেবকের রকমারী সেবা পরিলক্ষিত হয়। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, ও কান্ত ভাবে সেবার পর পর উৎকর্ষতা রহিয়াছে। কোন ভাবেই সেবা-বৃত্তির অভাব নাই। সেবা বোধময়ী সুখ-স্বরূপা, অজ্ঞানরূপা নহেন। তজ্জন্যই ভক্তিকে হ্লাদিনী-সার-সমাশ্লিষ্ট সম্বিদ্‌বৃত্তি বলিয়া আচার্য্য-গণ বলিয়া থাকেন।

শ্রীভগবদ্ভক্ত বা সেবকের পদবী দেবশ্রেষ্ঠগণেরও বাঞ্ছিত। অল্প ভাগ্যে কেহই ভগবৎসেবকের আখ্যা লাভ করেন না। ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত কোন পদবীই ভগবদ্ভক্তের পদমর্য্যাদার সমান হইতে পারে না। যাহাদের ভগবত্তত্ত্ববোধ নাই, তাহাদের ভক্তের মর্য্যাদা-বোধও থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহারা ভগবদ্ভক্তের অমর্য্যাদাকারী তত্ত্বজ্ঞান-হীন মূঢ় ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। নিজ-সৌভাগ্য পদ-দলিতকারীই ভগবৎ সেবককে হীন জ্ঞান করে। সেবক সেব্যকে সেবার তারতম্যানুসারে বশীভূত করেন।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত অনন্ত জীবনিচয়ের স্রষ্টা, স্থিতি-কর্ত্তা ও লয়ের মূল কারণ শ্রীভগবান্ যে কত বড়, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমগ্রতা যাঁহাতে নিহিত, সমস্ত তত্ত্বের আকর যে ভগবান্ তাঁহাকে প্রেমের দ্বারা যাঁহারা বশীভূত করেন শ্রীভগবদ্বিজয়ী তাঁহারা যে কত বড়, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এবম্প্রকার শ্রীভগবৎসেবকের মর্য্যাদা ব্রহ্মাণ্ডে সকলের উর্দ্ধে।

সেবকের সান্নিধ্য সেব্যের সান্নিধ্য প্রদান করে। সেবকের সেবা সেব্যের সেবাপ্রদানকারী তথা সেব্যকে বশীভূতকারী। তজ্জন্যই সুধীমণ্ডলী সর্ব্বদা নিজাভীষ্ট প্রাপ্তির জন্য শ্রীভগবৎসেবকের আজ্ঞাবাহী দাস; সাধু ভক্ত-সঙ্গী ও সেবক। ভক্ত-দাসের ভক্তি ও সিদ্ধি সুনিশ্চিত।

শ্রীভগবদ্ভক্ত শ্রীভগবানের জন্য নানাবিধ উপায়ে সেবা প্রকট করেন এবং নানাপ্রকার যোগ্যতাবিশিষ্ট নিঃশ্রেয়সার্থী সাধককে স্ব স্ব যোগ্যতানুযায়ী সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন। উক্ত সেবাই ক্রমশঃ তাঁহাদের শ্রীভগবৎ প্রেম লাভের কারণ হয়। শ্রীভক্ত-দাস্যই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির মুখ্য উপায়॥

শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
শ্রীনিত্যানন্দ আবির্ভাব তিথি
হাইলাকান্দি, কাছাড়
১৪।২।৬৫

শ্রীঈশোদ্যান-প্রশস্তি।

জয়তু ঈশোদ্যান।
যাহারে সেবিলে জীবের হৃদয়ে
জাগিবে তত্ত্বজ্ঞান ॥ ১॥
নবদ্বীপের অন্তঃস্থলে
অন্তর্দ্বীপ হয়।
যেথায় জনম লভিয়া শ্রীহরি
গৌর অঙ্গ লয় ॥ ২॥
তার চারিদিকে অষ্টদলেতে
অষ্টদ্বীপ আছে।
মনোহর রূপ ধরিয়া ধরায়
সরসিজ বিরাজিছে ॥ ৩॥
অন্তর্দ্বীপ মাঝারে র'য়েছে
যোগপীঠ মায়াপুর।
শ্রুতিগণ যার মহিমা প্রচারে
বলিয়া ব্রহ্মপুর ॥ ৪॥
মায়াপুর শোভা অতি অপরূপ
কে করিবে বর্ণন।
সে হেরিবে যার মায়াবিরহিত
রহিয়াছে দু'নয়ন ॥ ৫॥
হেথায় করিছে শচীর দুলাল
মধুর নিত্য লীলা।
কে বুঝিবে এই লীলার মাধুরী
বিচিত্র সেই খেলা ॥ ৬॥
শ্রীমায়াপুরের পূরব-দক্ষিণে
সরস্বতী, সুরনদী।
মিশিয়া যেথায় কুলু কুলু নাদে
প্রবাহিত নিরবধি ॥ ৭॥
সেথায় বিরাজে উপবন এক
নাম তার ঈশোদ্যান।
নানা-বিহঙ্গ বিটপী-শাখায়
করে গৌরগুণ গান ॥ ৮॥
অপরূপ শোভা হেরিয়া যাহার
রাধাকুণ্ড স্মৃতি জাগে।
মহিমাও তার রাধাকুণ্ড মত
বিস্ময় মনে লাগে ॥ ৯॥
এই উপবনে নানা-মহীরুহ
র'য়েছে বিরাজমান।
মহাপ্রভুর মধ্যাহ্নের
লীলার এই ত' স্থান ॥ ১০॥
মহীরুহগায় নানাবিধ লতা
ধরেছে কুঞ্জ-শোভা।
বিহগ কূজনে কুসুম-শোভায়
হইয়াছে মনোলোভা ॥ ১১॥
জগত ঈশের এই উপবন
হ'ল বিশ্রাম স্থান।
এ সব কারণে বলে সাধুগণ
ইহারে ঈশোদ্যান ॥ ১২॥
আহারাদি সারি নিজ গৃহ হ'তে
আসি এই উপবনে।
বসিতেন সুখে বিটপীশাখায়
ল'য়ে অনুচরগণে ॥ ১৩॥
এই উপবনে অতীব বৃহৎ
আছে এক সরোবর।
তার নির্ম্মল সুমধুর জলে
চরে নানা জলচর ॥ ১৪॥
বিবিধ প্রকার পদ্মের শোভা
জগজনমন হরে।
রম্য বিশাল মন্দির এক
শোভা পায় তীরোপরে ॥ ১৫॥
হিরণ্য-হীরক-নীল-পীত-মণি
শোভিত শ্রীমন্দির।
হেরিয়া ভকত নয়নে বহয়ে
ভগবৎ-প্রেমনীর ॥ ১৬॥
মায়াহীন নর হেরিয়া নয়নে
ভাসয়ে প্রেমের নীরে।
মায়ায় বদ্ধ র'য়েছে যাহারা
কভু তাহা নাহি হেরে ॥ ১৭॥

দেখে সে কেবল কণ্টক ভরা
বিস্তৃত এক স্থান।
নদী-বন্যায় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া
হ'য়ে গেছে খান-খান ॥ ১৮॥

কোন শোভা তার চোখে না পড়িবে
কোন সুখ নাহি পাবে।
চিন্ময় চোখে দেখি সুরসিক
নিত্যানন্দ লভে ॥ ১৯॥

রাধার-কুণ্ড ঈশ-উদ্যান
একই তত্ত্ব হয়।
ইহার কৃপায় রাধাকুণ্ডের
সেবা নিশ্চয়ই পায় ॥ ২০॥

রাধিকার সেবা ছাড়িয়া কাহারো
কৃষ্ণের কৃপা নহে।
রাধার সেবায় কৃষ্ণের প্রীতি
একথা শাস্ত্রে কহে ॥ ২১॥

রাধিকার ভাব-কান্তি লইয়া
গোলোক হইতে হরি।
আসিল ধরায় পতিতে তারিতে
হইয়া গৌরহরি ॥ ২২॥

গৌরসেবায় রাধা ও কৃষ্ণ
উভয়েই প্রীত হন।
অনায়াসে পায় উত্তরকালে
শ্রীহরির শ্রীচরণ ॥ ২৩॥

দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া যে কেহ
সেবে ঈশ-উদ্যানে।
রাধার দাস্য লভিয়া সেজন
পাইবে নন্দ-নন্দনে ॥ ২৪॥

রাধিকার গণ বিনা অন্য জন
প্রবেশ করিতে নারে।
রাধার কুঞ্জে যেথায় শ্রীহরি
মধ্যাহ্ন বিহার করে ॥ ২৫॥

তেমনি গৌর-পরিকর বিনা
অন্য কোনও জন।
ঈশ-উদ্যানে প্রবেশিতে নারে
লইয়া অন্য-মন ॥ ২৬॥

এ সব স্মরিয়া জাগে মোর মনে
সেবিব ঈশোদ্যানে।
যাহার কৃপায় মায়া মুক্ত হ'য়ে
লভিব শচীর নন্দনে ॥ ২৭॥

গুরুদেব আজি মন্দির রচি
এই পবিত্র স্থানে।
ঈশোদ্যান-সেবা সুযোগ দিয়াছে
সেবাবহির্মুখ জনে ॥ ২৮॥

আমরাও যদি এ সুযোগ ধরি
তাঁর উপদেশ মত।
সেবা কাজ করি উৎসাহ সহ
ঘুচিবে ভ্রান্তি যত ॥ ২৯॥

ভকতি পুরিত হৃদয়ে আজিকে
নমিগো ঈশোদ্যান।
তোমার কৃপায় দূরে যাক্ চলে
হৃদয়ের অজ্ঞান ॥ ৩০॥

মায়ার প্রভাব ছাড়িয়া মোদের
মন হ'ক নিরমল।
গৌরভজনে উৎসাহ হবে
হৃদয়ে পাইব বল ॥ ৩১॥

সত্যই যেন হইতে পারিগো
গৌরের পরিকর।
তব উদ্যানে প্রবেশ করিতে
পাই যেন অধিকার ॥ ৩২॥

তব অপরূপ রূপ-মধুরিমা
(যেন) মানস নয়নে ভাসে।
তব অগণন গুণের মহিমা
(যেন) চিত্তে সদাই আসে ॥ ৩৩॥

তবেই আমার মানব জনম
সফল হইবে জানি।
এই অধমের প্রণতি লইলে
নিজেরে ধন্য মানি ॥ ৩৪॥

শ্রীগৌরধামবাসীজনগণকৃপালেশপ্রার্থী
শ্রীবিভুপদ পণ্ডা।

কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে
পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভায়
সভাপতি ও প্রধান অতিথিগণের অভিভাষণ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে বিগত ২৯ পৌষ, ১৩ জানুয়ারী বুধবার হইতে ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিগণের অভিভাষণের সারমর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। 'শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ', 'গার্হস্থ্যধর্ম', 'বৈষ্ণবদর্শন','শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা' ও 'শ্রীনামভজন' যথাক্রমে সভায় আলোচিত হয়।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীবিনায়ক নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"যা আমার প্রিয়, যা আমার বাঞ্ছিত, সেটা নাকি আমার শ্রেয়ঃ নয়। যা ভাল লাগে না, তা নাকি শ্রেয়ঃ। যেটা প্রেয়ঃ সেটাকে শ্রেয়ঃ বলে মেনে নেওয়া যায় না,—যেমন মনে করুন আমার অসুখ হয়েছে, আমি রাব্ড়ি খেতে চাই, এটা প্রেয়ঃ অর্থাৎ ভাল লাগে বটে, কিন্তু পরিণামে অমঙ্গলকর. সাগু ভাল না লাগলেও উহা শ্রেয়ঃ, কারণ উহাতে পরিণামে মঙ্গল হবে। বালক দিবারাত্র ডাণ্ডাগুলি খেলে বেড়ায়, পড়াশুনা করলো না, তা'র শ্রেয়ঃ লাভ হলো না। বালকের পক্ষে অধ্যয়ন শ্রেয়ঃ, যুবকের পক্ষে অর্থোপার্জন শ্রেয়ঃ। কিন্তু বাস্তবিক এগুলো শ্রেয়ঃ কি? দিবারাত্র বিশ বৎসর যাবৎ কেবল আইনের চিন্তায় ডুবে আছি। এ সব চিন্তার অবসর কোথায়? কিন্তু আমরা বাড়ী যাবার আগে শুনে যেতে চাই—এই প্রেয়ঃ শ্রেয়ের সমাধান কি? এর একটা সমাধান কি ক'রে হ'তে পারে বল্‌ছি। ছোট ছোট ছেলেদের প'ড়তে বসালেই তা'দের কষ্ট, যদি বা প'ড়ল, দু'পাঁচ মিনিট প'ড়ে অন্যমনস্ক হলো। কিন্তু kindergarten শিক্ষা-পদ্ধতি অনুসারে অর্থাৎ বালকের রুচির অনুকূলে ক্রীড়াদির মাধ্যমে যদি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়, তা' হ'লে সেখানে শ্রেয়ঃটাই প্রেয়ঃ হ'ল। শ্রেয়ঃটাই যখন প্রেয়ঃ হয় তখন আর অসুবিধা থাকে না। বৃন্দাবনে বালকদের ছড়ার মাধ্যমে বর্ণমালা শিক্ষায় হরিনাম করান হয়, যেমন 'ক'—কমললোচন শ্রীহরি, 'খ'—খগাসন প্রভৃতি, ইহা কেমন সুন্দর ব্যবস্থা। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হরিনামামৃত ব্যাকরণের প্রত্যেকটী শব্দরূপ ও ধাতুরূপ হরিনাম—শুষ্ক ব্যাকরণানুশীলনেও কি সুন্দর হরিকীর্ত্তনের ব্যবস্থা। নাচ গানের দ্বারা পতন হয়। কিন্তু নৃত্য ও গীত যদি মঙ্গলের উদ্দেশ্যে হয়, ভগবৎপর হয়, তা'হলে তা' দ্বারা শ্রেয়ঃ লাভ হ'তে পারে। পূর্ব্বে আমাদের সমাজে নৃত্যগীতাদি ভগবদ্ভাবময় ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে কালের স্রোতে উহার পরিবর্ত্তন দেখা যাচ্ছে। পরম পবিত্র-চরিত্র সাধুগণের নিয়ন্তৃত্বে যদি নৃত্য কীর্ত্তনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটী ভগবদুদ্দেশ্যে নিয়োজিত করা যায়, তা'হ'লে সেখানে প্রেয়ঃ শ্রেয়ঃ হয়ে আমাদের যথার্থ মঙ্গল বিধান ক'র্‌বে। আমি ভবিষ্যতে এইরূপ একটি সুন্দর রূপের স্বপ্ন দেখ্‌ছি। যদি সাধুগণের মাধ্যমে জনসাধারণকে গ'ড়ে তোলার ব্যবস্থা দেওয়া যায়, তা'হ'লে এঁদের কি লাভ হবে জানি না, আমরা মুক্তি লাভ করবো। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আদি বহু আদর্শ চরিত্র ব্যক্তিগণের কথা শুন্‌ছি ও পড়্‌ছি, তাঁ'রা কি প্রকার সরল অনাড়ম্বর জীবন যাপন ক'রেছিলেন, কিন্তু সহস্র বার শুন্‌লেও বা ব'ল্‌লেও আমরা যা' ভাল লাগে

তাই কর্‌বো। শ্রেয়ঃপথ ও প্রেয়ঃপথ এক ক'র্‌তে পার্‌লে সমস্যার সমাধান হ'তে পারে মনে হয়, কিন্তু এক করা যায় কিনা জানি না। আমরা ইহার যথার্থ সুসমাধান মঠাধ্যক্ষের নিকট শুন্‌তে ইচ্ছা করি।"

প্রধান অতিথি শ্রীশীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায় বলেন—"সাধুগণ তত্ত্বানুসন্ধান ক'র্‌ছেন, সারা জীবন শ্রেয়ের পিছনেই ছুটছেন। আমাদের সে সুযোগ কোথায়? তপস্যা ক'র্‌বার সামর্থ্যও আমাদের নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাই আমার ন্যায় দুর্ব্বল ও মূর্খ ব্যক্তিকে দেখে কৃপাপরবশ হ'য়ে উপদেশ করলেন—শুধু হরিনাম কর। তিনি সর্ব্বত্র জীবোদ্ধারের জন্য সর্ব্বশক্তিযুক্ত হরিনাম বিলিয়েছেন। শ্রেয়ঃকে সাধুগণই ধ'রে রাখ্‌তে পারেন, সকলে পারেন না। সদ্‌গুরু আত্মার শক্তি জাগ্রত ক'রে দিলে তখনই শ্রেয়ের দিকে আমাদের যাওয়ার সামর্থ্য হবে। সদ্‌গুরুর নিকট হরিনাম পেয়েছি, সেই নাম কীর্ত্তন ক'রে তাঁ'কে পাব অর্থাৎ শ্রেয়ঃ লাভ ক'র্‌তে পার্‌বো। প্রেমের দ্বারাই ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। পরম দয়াল শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু উত্তম অধম নির্ব্বিচারে আমাদিগের ন্যায় গৃহীদিগকেও সেই প্রেম দিয়েছেন।"

ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রীপ্রভুদয়াল হিমৎ সিংকা, এম্‌-পি সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"গৃহস্থের প্রতিটী কার্য্য এরূপ হওয়া আবশ্যক যা'তে নিজ পরিবারস্থ সকলের ও প্রতিবেশিগণেরও কল্যাণ সাধিত হয়। এমন কোনও কার্য্য ক'র্‌তে আমাদের উৎসাহ হওয়া উচিত নয়, যদ্দ্বারা অপরের কষ্ট কিংবা ক্ষতি হয়। কারণ প্রত্যেক ক্রিয়ারই একটী সমজাতীয় প্রতিক্রিয়া হ'য়ে থাকে। সকলের সঙ্গে আমাদের পরস্পর সম্বন্ধ র'য়েছে, এজন্য একের অনিষ্ট সাধন ক'র্‌লে নিজের ও অপরের অনিষ্ট সাধিত হ'য়ে থাকে। যাঁ'র সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের সম্বন্ধ, সেই শ্রীভগবানের প্রতি লক্ষ্য রে'খে আমাদের সমস্ত কার্য্য করা কর্ত্তব্য। তাঁ'কে কেন্দ্র ক'রে কার্য্য ক'র্‌লে আমাদের মঙ্গল হ'বে, সুবিধা হ'বে।"

প্রধান অতিথি কাউন্সিলার শ্রীশিবকুমার খান্না বলেন—"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু কৃষ্ণভক্তির কথা প্রচার ক'রেছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাসাশ্রম লীলা ক'রে শিক্ষা দিয়েছেন—উভয় আশ্রমে থেকে আমরা ভগবান্‌কে স্মরণ ক'র্‌তে অর্থাৎ ভগবদারাধনা ক'র্‌তে পারি। গার্হস্থ্যাশ্রমে থেকে ভগবদ্ ভজন হয় না, এরূপ নয়। শ্রীভগবৎস্মৃতিদ্বারা আমরা শক্তি লাভ ক'র্‌তে এবং সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'র্‌তে সমর্থ হব।"

শ্রীরামকুমার ভুয়াল্‌কা এম্‌-পি বলেন—"আজকের বক্তব্য বিষয় গম্ভীর অথচ সহজ। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণের গার্হস্থ্য জীবন হ'তে আমরা গৃহস্থগণের শিক্ষণীয় বহু বিষয় জান্‌তে পারি। অনেকে বলেন, আমাদের গার্হস্থ্য জীবন দুঃখময়, কিন্তু আমি উহা স্বীকার করি না। দুঃখ প্রায়ই মনঃকল্পিত। শ্রীরামচন্দ্রের জীবনে আমরা কি দেখ্‌তে পাই—তিনি বনবাসে গিয়েছেন, সীতাকে বনবাস দিয়েছেন, তথাপি সমস্ত দুঃখকে তিনি সহ্য ক'র্‌তে পেরেছিলেন। এরূপভাবে আমাদের মনকে তৈরী ক'র্‌তে হ'বে। স্বামীজীগণের নিকট গার্হস্থ্য ধর্ম্মের কথা আমরা শুন্‌লাম। আমরা উহা জানি, কিন্তু সত্যি সত্যি সেভাবে চল্‌বার চেষ্টা করি কি?"

শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—

"কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্।" আত্মার আত্মা হ'লেন শ্রীকৃষ্ণ, খুব নিকট সম্বন্ধ। ভগবান্‌কে পে'তে অনেক কষ্ট, এটা মনে করা উচিত নয়, কারণ তিনি সকলের সুহৃদ্। তবে বহু জন্মের ভগবদ্-বিমুখতাবশতঃ চিত্তে আবরণ প'ড়েছে, এজন্য অত্যন্ত নিকট প্রিয়তম ভগবান্‌কে অনুভব ক'র্‌তে পার্‌ছি না। উক্ত চিত্তের আবরণ উন্মোচনের জন্য এবং পরমাত্মার প্রতি আত্মার স্বাভাবিক প্রীতি প্রকট করাবার জন্য বৈষ্ণবগণের প্রদর্শিত পন্থায় সাধন করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ইমারত নির্ম্মাণে যথেষ্ট পরিশ্রম

ক'র্‌তে হয়, পরে তা'কে সজ্জিত করা যায়। তদ্রূপ নিজেকে নির্ম্মাণ ক'রে গড়ে তোলা কঠিন। 'সাধন বিনা সাধ্য বস্তু কেহ নাহি পায়।' শ্রীভগবৎপ্রপত্তিই ইমারতের ভিত্তি এবং সদাচার, সত্যান্বেষণ, ধর্ম্মাচরণ আদি উহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীর সদৃশ। ইমারত সজ্জিত ক'র্‌তে হ'লে যে প্রকার বিবিধ আসবাব ও উপকরণ প্রয়োজন, তদ্রূপ নিজেকে সুসজ্জিত ক'র্‌তে হ'লে প্রয়োজন—শারীরিকশ্রম, মানসিক সংযম, অনুরাগী হৃদয় ও বিবেকবতী বুদ্ধি। সমস্ত উপাধিক অভিমান হ'তে মুক্ত ও তদীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে ভগবৎ প্রীত্যনুকূল কার্য্য ক'র্‌তে পা'র্‌লেই আমাদের জীবন সার্থকতা-মণ্ডিত হবে, নতুবা বৈষ্ণববিধান পরিত্যাগ ক'রে কামাচারী হ'য়ে চ'ল্‌লে সুবিধা হ'বে না। 'আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্য-বিবর্জ্জনম্‌···।' শ্রীভগবৎপ্রীতির অনুকূল বিষয়গুলি গ্রহণ না ক'র্‌লে এবং প্রতিকূল বর্জ্জন না ক'র্‌লে এ' সাধন সহজ নয়। সাধক ভক্তিপ্রতিকূল কাম, ক্রোধ ও লোভ পরিত্যাগের যত্ন ক'র্‌বেন, কারণ এই তিনটি আত্মনাশি নরকের দ্বার। 'ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ। কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্রয়ং ত্যজেৎ॥' আমাদের অতীতের প্রতি ক্রোধ হয়, কিন্তু ভবিষ্যতের প্রতি ক্রোধ হয় না। ভবিষ্যতের প্রতি লোভ হয়। অতীতের কথা ভুলে গেলে—'যা হ'বার তা হ'য়ে গেছে' মনে ক'র্‌লে ক্রোধ চ'লে যা'বে। ভবিষ্যতের জন্য কোনও আশা না থাক্‌লে লোভ চ'লে যা'বে। রুচির অনুকূলে চ'ল্‌তে গিয়েই আমরা অসুবিধায় প'ড়্‌ছি। স্থূল সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবদিতর বিষয় হ'তে নিবৃত্ত ক'রে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। ইন্দ্রিয়সমূহের রাজা মন, সুতরাং যখন যে অবস্থায় থাকি না কেন, মনকে নিয়ত ভগবচ্চিন্তায় নিমগ্ন রাখা আবশ্যক, তা' হ'লে আর কোনও অসুবিধা হবে না। মহাভাগবত অম্বরীষ মহারাজ রাজকার্য্যের মধ্যেও সর্ব্বদা মনকে শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম চিন্তায় নিয়োজিত রেখেছিলেন।

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্ম্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিং চকারাচ্যুত-
সৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনেদৃশৌ তদ্ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং
তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশ-
পদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃ
শ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥"

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এই তিনটী শ্লোকে কি ক'রে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণসেবা করা যায়, তার ব্যবস্থা দিলেন। বৈষ্ণবগণ যা' কিছু করেন, সমুদয় শ্রীভগবানে সমর্পণ পূর্ব্বক ক'রে থাকেন। 'কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যদ্‌ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ॥' কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম ভেদে বৈষ্ণব তিন প্রকার। শ্রীমদ্‌ভাগবতে তাঁহাদের লক্ষণ স্পষ্টরূপে বর্ণিত আছে। উত্তম ভাগবত সর্ব্বত্র ভগবদ্ভাব দর্শন ক'রে থাকেন। 'স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তা'র মূর্ত্তি। সর্ব্বত্র হয় তা'র ইষ্টদেবস্ফূর্ত্তি।' 'সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্‌ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ॥' মধ্যম ভাগবতের চার প্রকার ব্যবহার—ঈশ্বরে প্রেম, ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞ ব্যক্তিকে কৃপা ও বিদ্বেষীকে উপেক্ষা। কনিষ্ঠ ভাগবত শ্রীহরির অর্চ্চা মূর্ত্তির শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা ক'রে থাকেন, কিন্তু ভক্ত বা অন্য কা'রো পূজা করেন না। শ্রীভগবচ্চরণে প্রপন্ন ভক্তের রক্ষক ও পালক ভগবান্‌ হওয়ায় তা'র পতন হয় না, বরং বিঘ্নকারিগণের মস্তকে পা দিয়ে তিনি নির্ভয়ে বিচরণ করেন—'তথা ন তে মাধব তবকাঃ ক্বচিদ্‌ ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধ-সৌহৃদাঃ। ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥' কিন্তু যাঁ'রা ভগবানের চরণাশ্রয় করেন না, তাঁ'রা উঁচুতে উঠেও

পতিত হ'য়ে যা'ন। যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥'

কৃষ্ণদাস হ'তে পা'র্‌লে আর কোনও অসুবিধা নাই। কিন্তু ভক্তের শ্রীচরণাশ্রয় ব্যতীত, ভক্তের দাস্য ব্যতীত শ্রীভগবানের দাস্য লাভ হয় না।

বিশেষ সৌভাগ্যের ফলে আমরা ভারতবর্ষে জন্ম লাভ ক'রেছি এবং ভগবান্ কৃপা ক'রে আমাদিগকে মনুষ্যদেহ দিয়েছেন। তার পর আমরা এই ধন্য কলিতে এসেছি যে যুগে দেবতাগণ পর্য্যন্ত মনুষ্যদেহ লাভের বাঞ্ছা পোষণ করেন। কারণ এই কলিযুগে কেবলমাত্র শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারাই সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হ'তে পারে। 'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥' কাল—কলিযুগ, দেশ—ভারতবর্ষ, পাত্র মনুষ্যদেহ লাভ ক'রেও যদি আমরা হরিভজন না করি, তা' হ'লে ইহাপেক্ষা দুর্দ্দৈবের কথা আর কি হ'তে পারে!"

পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশব চন্দ্র বসু ধর্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"শ্রীচৈতন্যদেবের চরিত্রবৈশিষ্ট্য ও শিক্ষাবৈশিষ্ট্যের এত গভীরতা যে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির দ্বারা তাহা অনুভব করা সম্ভব নয়। শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ, সুতরাং তাঁহার মহিমা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। কিন্তু তাঁহার জীবনে আমরা আমাদের মোটাবুদ্ধিতেও লক্ষ্য করিতে পারি, তিনি প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত প্রেমধর্মের কথাই শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন। উচ্চ নীচ, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ, পাপী তাপী নির্বিশেষে সকলকেই কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়াছেন। প্রেমই মনুষ্য হৃদয়ের একমাত্র যোগসূত্র। বিশ্বে যে সংগ্রাম ও সংহার চলিতেছে তাহার সমাধান একমাত্র প্রেমদ্বারাই সম্ভব। শ্রীচৈতন্যদেব কেবল ভারতের নয়, সমগ্র মনুষ্যসমাজের উপকার সাধন করিয়াছেন।"

প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী বলেন,—"শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ন্যায় এরূপ আদর্শ শিক্ষক, এমন শিক্ষার কৌশল কোথাও দেখা যায় না। তিনি নিজে আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন। 'আপনি আচরি ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়। আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়।' শুধু কথা দ্বারা নয় প্রতিটী পদক্ষেপের দ্বারা তিনি শিক্ষা দিয়েছেন। যখন তিনি শিশু, তখন তিনি আদর্শ শিশু, যখন তিনি গৃহী তখন আদর্শ গৃহী, যখন ত্যাগী তখন আদর্শ ত্যাগী।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ন্যায় এরূপ দরদী কোথাও কেউ দেখেছেন কিংবা শুনেছেন কি? জীবের দুঃখে দুঃখী হয়ে ক্রন্দন ক'র্‌তে ক'র্‌তে ছু'টছেন পশু পক্ষী মনুষ্য সকলকেই অকাতরে প্রেম দিচ্ছেন। তিনি ক্ষণভঙ্গুর আগমপায়ী কোনও বস্তু দেন নি, তিনি এমন বস্তু দিয়েছেন যা অবিনশ্বর পরমানন্দময়, যা পে'লে আর পাওয়ার কিছু বাকী থাকে না। তিনি হরিনাম ক'র্‌তে ব'ল্‌ছেন আবার নিজেও হরিনাম ক'র্‌ছেন। সমাজের লোক তপ্ত ঘৃত পানের দ্বারা সুবুদ্ধি রায়কে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দিয়েছিলেন। কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভু সুবুদ্ধি রায়কে হরিনাম ক'র্‌তে ব'ল্লেন, হরিনামের দ্বারাই সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হবে। এত প্রেম, এত উদারতা কোথাও দেখা যায় না। তিনি বজ্রাদপি কঠোর, আবার কুসুম হইতেও মৃদু, এরূপ না হ'লে নেতৃত্বের অধিকার হয় না, সমাজের বাস্তব কল্যাণ সাধন করা সম্ভব হয় না। এই বৈজ্ঞানিক যুগে অনেক পার্থিব উন্নতি সাধিত হয়েছে বা হচ্ছে। বিজ্ঞান বাহ্যতঃ দূরকে নিকট করেছে, কিন্তু হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সম্বন্ধ বা মিল স্থাপন ক'র্‌তে পারে নি। শ্রীমন্মহাপ্রভু এই হৃদয়ের মিল কি প্রকারে হ'তে পারে তা'র সন্ধান দিয়েছেন এবং স্বয়ং আচরণ করে শিক্ষা দিয়েছেন। এমন সুন্দর আচার্য্য আর হয় না।"

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি

শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায় সর্ব্বসভার অন্তিম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"আমরা সাংসারিক কর্ম্মের মধ্যে থেকেও ভগবান্‌কে ডাক্‌তে পারি, ভগবানের নাম স্মরণ কর্‌তে পারি। কে এমন ব্যক্তি আছেন যিনি বিপদে ভগবান্‌কে ডাকেন না বা ভগবানের নাম স্মরণ করেন না? সকলের মধ্যেই ভগবান্‌কে ডাক্‌বার প্রবৃত্তি রয়েছে, কারও মধ্যে জাগ্রত, কারও মধ্যে সুপ্ত এই তফাৎ। আমাদের কর্ত্তব্য উক্ত ভগবদ্ভক্তি-প্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা।

নামভজন কলিযুগের যুগধর্ম্ম। গৃহী লোকের পক্ষে তপস্যা, যজ্ঞ কিংবা অর্চ্চন সম্ভব নয়, কিন্তু নামভজন সকলের পক্ষেই সম্ভব, এতে কোনও বিশেষ শিক্ষার আবশ্যক করে না। শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির সহজ সুগম মার্গ শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন। নামকীর্ত্তনে শ্রবণ ও স্মরণ উভয় ভক্তিসাধন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন যাঁরা করেন তাঁদের মঙ্গল হয়, আবার যাঁরা শ্রবণ করেন তাঁদেরও মঙ্গল হয়। সংসারের কাজ আমরা কর্‌ছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মন যদি ভগবন্নাম করে বা ভগবচ্চিন্তা করে, তাতে কোনও বাধা নাই বা লোকসানও কিছু নাই।"

প্রধান অতিথি য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধন করিয়া বলেন—"শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে, বস্তুতঃ আমি এঁদের অতিথি
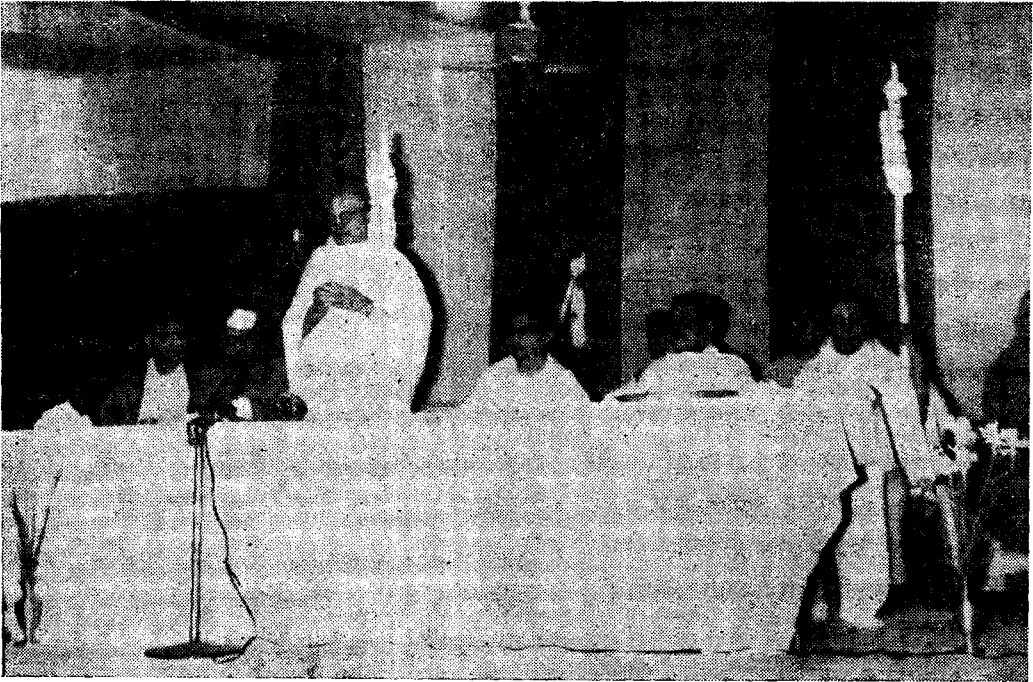
বাম দিক হইতে শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, শ্রীঈশ্বরদাস জালান, মঠাধ্যক্ষ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ (ভাষণরত), সভাপতি বিচারপতি শ্রীপরেশ নাথ মুখার্জ্জি, প্রধান অতিথি শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখার্জি ও শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ।

নহি, আমি এঁদের পরিবারের একজন। পরিবারভুক্ত হয়েও সভাপতির আদেশে কিছু কথা বল্‌বার সুযোগ পেয়েছি। স্বামীজীগণের নিকট শ্রীনামভজনের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা আপনারা শুনেছেন। আমি সাধারণভাবে নামকীর্ত্তনের মহিমা কিছু বল্‌ছি। সংসারের ঝঞ্ঝাট ও আবিলতায় আমাদের চিত্ত অনেক সময় ভাড়াক্রান্ত থাকে, এই ভাড়কে হাল্কা কর্‌বার ইচ্ছা আমাদের হয়। শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তনের দ্বারা চিত্তের এই গুরু ভাড় হাল্কা হয়। ভগবানের নাম কর্‌লে, জগৎপিতার নাম কর্‌লে শান্তি পাওয়া যাবে, এতে সন্দেহের কিছু নাই। আমরা দেখ্‌তে পাই সংসারে পিতা পুত্রের নাম ধরে ডেকে, পুত্র পিতাকে ডেকে সুখ পায়। সুতরাং জগৎপিতার নাম ধরে ডাক্‌লে আমরা শান্তি পাব না, এটা হতেই পারে না।

মঠের স্বামীজীগণ কত কষ্ট স্বীকার করে বৎসরে দুবার এরূপ বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন করে আমাদিগকে অন্ততঃ দশদিন ধর্ম্মবিষয়ে বহু মূল্যবান কথা শুন্‌বার সুযোগ দেন। এজন্য আমরা সকলেই এঁদের কাছে ঋণী। আপনারা জানেন সতীশ মুখার্জি রোডে এঁদের নিজস্ব জমীতে কর্পোরেশনের মঞ্জুরীকৃত প্ল্যান অনুসারে শ্রীমন্দির ও বাড়ী নির্ম্মিত হচ্ছে। উক্ত নির্ম্মাণকার্য্য সম্পন্ন হলে আর প্যাণ্ডেল করে বহু অর্থ ব্যয়ে ধর্মসভার আয়োজন কর্‌তে হবে না। যাতে করে উক্ত কার্য্য দ্রুত সুসম্পন্ন হয়, তজ্জন্য আপনাদের সকলের সহানুভূতি আমি প্রার্থনা কর্‌ছি।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আইনমন্ত্রী শ্রীঈশ্বরদাস জালান বলেন—"আমরা আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক ক্লেশে সর্ব্বদা ক্লিষ্ট। কেহ বলেন ধনিকতাবাদের দ্বারা, কেহ বলেন সাম্যবাদের দ্বারা, কেহ বলেন অন্য কোনও মতবাদের দ্বারা আমাদের সুবিধা, শান্তি হবে। কাহারও কাহারও ধারণা অন্ন বস্ত্রের অভাব থাকায় অশান্তি, উহার সমাধান হলে শান্তি হবে। একালে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধনী দেশ এমেরিকা, তাঁদের অন্নবস্ত্রের কোনও অভাব নাই, কিন্তু তাঁদের মানসিক রোগ সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। আমাদের দেশেও মানসিক অশান্তি আছে। মানসিক শান্তিলাভ কি করে হ'তে পারে, তদ্বিষয়ে সমস্ত ধর্মমত শিক্ষা দিচ্ছেন। মানসিক শান্তি না হওয়া পর্য্যন্ত আমরা সুখী হতে পার্‌বো না। জগতের সমস্ত বৈভব পেলেও আমাদের শান্তি হবে না, কিন্তু মনের যদি শান্তি হয় তা'হ'লে প্রকৃতপক্ষে আমাদের শান্তি লাভ হবে। সংসারে থাক্‌তে হ'লে আমাদিগকে কর্ম কর্‌তে হবে। কিন্তু ফলাকাঙ্ক্ষী হয়ে কর্‌লে আমরা ক্লেশ পাব। 'কর্ম-ণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।' অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা কর্ত্তব্য। শুদ্ধ জ্ঞানের উদয় হলে আর সাংসারিক ক্লেশে আমরা অভিভূত হব না, স্ত্রীপুত্র বিয়োগে মুহ্যমান হব না। শান্তি লাভের জন্য গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ শরণাগত হ'তে উপদেশ করেছেন। 'সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" আত্মসমর্পণই ভক্তির মূল। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কলিযুগে শান্তি লাভের একমাত্র উপায় বল্লেন শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন। শ্রীতুলসীদাসও সেই কথাই বল্‌ছেন—'কলিযুগ মে কেবল নাম আধারা।' শ্রীনামকীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন থাক্‌তে পার্‌লে সাংসারিক ক্লেশ স্পর্শ কর্‌তে পারবে না।

ভারতের এখন বড়ই দুর্দিন। চতুর্দ্দিকে ভ্রষ্টাচার, চারিদিকে হাহাকার, এর পরে আর কি হবে ভগবান্ জানেন। ধর্মের হ্রাস হ'লেই এপ্রকার দুরবস্থা হ'য়ে থাকে। ধর্মসভাদির অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষের মধ্যে ধর্মভাব জাগ্রত কর্‌বার জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের এই শুভ প্রচেষ্টাকে আমি প্রশংসা করি। ভারতীয় কোন ব্যবস্থাই ধর্মকে বাদ দিয়ে দাঁড়াতে পারে না।"

———

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠ, উদালা (উড়িষ্যা) :—বিগত ২ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব তিথিবাসরে উড়িষ্যা প্রদেশের ময়ূরভঞ্জ জেলান্তর্গত উদালাস্থিত শ্রীবার্ষভানবীদয়িত গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হয়। উক্ত দিবস প্রাতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিভ্রমণ করে। মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগান্তে প্রায় সহস্র নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে উক্ত মঠের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্-ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় এবং ময়ূরভঞ্জ জেলার বিভিন্ন সহর ও গ্রামাঞ্চল ও বালেশ্বর হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই সভায় যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ সজ্জন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস হরিজন মহারাজ, শ্রীমদ্ মহাযোগী মহারাজ, শ্রীমদ্ দামোদর দাস ব্রজবাসী, শ্রীপাদ গিরিধারীদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীপাদ ক্ষীরোদকশায়ী ব্রহ্মচারী সেবাসুন্দর প্রভৃতির হার্দ্দী সেবা-প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হয়।

কাল্না শ্রীঅনন্তবাসুদেব মন্দিরে মহোৎসব—গত ১১ই ফেব্রুয়ারী (১৯৬৫) হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান জেলান্তর্গত, শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীল গৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর-শ্রীপাট অম্বিকা কাল্না শ্যামরায় পল্লীস্থিত শ্রীঅনন্তবাসুদেব মন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরগোপাল রাধাগোপীনাথ এবং শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব জিউর দিবস পঞ্চকব্যাপী বার্ষিক স্মরণমঙ্গলমহোৎসব মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। এতদুপলক্ষে ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় অধিবাস-কীর্ত্তনোৎসব এবং শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদের জীবন-ভাগবত আলোচনা হয়। ১২ই ফেব্রুয়ারী ভৈমী একাদশী তিথিতে অহোরাত্র শ্রীমহামন্ত্র নামকীর্ত্তন এবং শ্রীবিগ্রহ-গণের মহাভিষেক ও হোমাদি সম্পাদিত হয়। উহার পৌরোহিত্য করেন—কাঁথি শ্রীভাগবতমঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজের প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র দেবশর্ম্মা পঞ্চতীর্থ মহোদয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে নগরসংকীর্ত্তন, অপরাহ্নে ইষ্টগোষ্ঠী ও রাত্রে রামায়ণ হয়। ১৪ই ফেব্রুয়ারী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় কলিকাতার স্বনামধন্য ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ধর্ম্মরত্ন মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে বিরাট ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কাল্নার বহু বিশিষ্ট শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সজ্জন এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল—বিশ্বকল্যাণ ও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দপ্রভু। বক্তা ছিলেন—বর্দ্ধমানস্থ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি-কমল মধুসূদন মহারাজ, কাঁথি শ্রীভাগবতমঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীশিশির কুমার সেনগুপ্ত এম্-এ, বি-এল্, ডাঃ শ্রীবিমলেন্দু গুপ্ত এম্-ডি এবং পঞ্চতীর্থ পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা। শ্রীমন্দির সংস্কার সমিতির সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায় বি-এ কাব্যতীর্থ মহোদয় একটি মুদ্রিত বিবরণী পাঠ ও আনুষঙ্গিকভাবে কিছু বক্তৃতাও করেন। কাল্না মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান মহোদয় ধন্যবাদদানসূত্রে কিছু বলেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব মন্দিরের সেবাইত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজও কিছু কথা বলিয়াছিলেন। ভক্তবৃন্দ ও সভাপতির ভাষণ খুব হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। সভাপতি মহোদয় একটি বড় বাস রিজার্ভ করিয়া প্রায় ৩০জন সম্ভ্রান্ত সজ্জনসহ শ্রীমন্দিরে শুভাগমন

করিয়াছিলেন। সভায় উদ্বোধন ও উপসংহার গীতি কীর্ত্তন করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ। মাঘী পূর্ণিমার দিন প্রাতেও শ্রীপাদ যাযাবর মহারাজ শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় ও শ্রীক্ষীরচোরা-গোপীনাথপ্রসঙ্গ কীর্ত্তন দ্বারা সকলের আনন্দ বিধান করেন। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীমন্নরোত্তমানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত কএকজন শিষ্যও এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

শ্রীমন্দিরটি ২১০ বৎসরের পুরাতন। শ্রীশেঠ যুগল-কিশোর বিরলাজী তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীলক্ষ্মীনিবাস বিরলাজী দ্বারা ৯০০০৲ এবং শ্রীপুরুষোত্তমদাস হলওয়াসিয়াজি রায় বাহাদুর বিশ্বেশ্বরলাল মতিলাল হলওয়াসিয়া ট্রাষ্ট হইতে ২৫০০৲ আনুকূল্য করেন। এতদ্-ব্যতীত ডাঃ নলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত ১০০১৲, শ্রীশেঠ গোবিন্দ-লাল বাঙ্গুড় ৫০১৲, শ্রীকানাইলাল দত্ত ৩৫১৲, আরও কতিপয় সজ্জন ও মহিলা কিছু কিছু সেবানুকূল্য করিয়া এই মন্দিরটির আমূল সংস্কার সম্পাদন করাইয়াছেন। এক্ষণে উহা অতীব সুন্দর দর্শন হইয়াছে। কিঞ্চিদধিক সাড়ে তের হাজার মুদ্রা সংস্কারে ব্যয় হইয়াছে। এই শ্রীমন্দির সংস্কার কার্য্যে সজ্জনবর ধর্ম্মপ্রাণ শ্রীওঙ্কার মলজী শরাফ বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।

আসাম সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব

বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ বিগত ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী রবিবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করিয়া ১২ মাঘ প্রাতে সপার্ষদে তেজপুর শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক ষ্টেশনে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা তেজপুরস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সপ্তাহাধিককাল অবস্থান করতঃ শ্রীমঠে এবং স্থানীয় বাঙ্গালী থিয়েটার হলে মহতী ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন। স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। বহু নরনারী শ্রীল আচার্য্যদেবের পাদপদ্মাশ্রয় করতঃ শ্রীগৌরবিহিত শুদ্ধভক্তিমার্গে শ্রীকৃষ্ণভজনে ব্রতী হন। শ্রীমঠের জমী ও বাড়ী দাতা শ্রীরাধাচরণ দাসাধিকারী (শ্রীরজনী কান্ত পাল) নবনির্ম্মীয়মাণ শ্রীমন্দির ও সদর রাস্তার মধ্যবর্ত্তী বাড়ী দান করিয়া মঠের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। শ্রীমন্দিরের কার্য্য সম্পূর্ণ করিতে এবং শ্রীমঠের সেবাসৌষ্ঠব সম্বর্দ্ধনে আনুকূল্যকারী কতিপয় বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণও তাঁহার প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হন।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেব বিপুল ভক্তমণ্ডলী সম-ভিব্যাহারে ২২ মাঘ, ৫ ফেব্রুয়ারী আসামের প্রধান সহর গৌহাটীতে শুভবিজয় করতঃ তত্রস্থ অন্যতম শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কতিপয় দিবস অবস্থান করিয়া শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের সংস্পর্শে প্রভাবান্বিত হইয়া উক্ত মঠে নবনির্ম্মীয়মাণ দ্বিতল নাট্যমন্দিরের কার্য্য সম্পূর্ণকরণে এবং শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ সেবায় আনুকূল্য করিতে দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বীকৃতি দেওয়ায় ভক্তগণের উল্লাস বর্দ্ধিত হয়।

গৌহাটী হইতে কাছাড় জেলায় হাইলাকান্দি, কামরূপ জেলায় শ্রীমঠের পরিচালনাধীন অন্যতম প্রচারকেন্দ্র সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, জালাহঘাট, হাউলিবন্দর ও বড়পেটা প্রভৃতি স্থানে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরবাণী প্রচার করেন। তিনি আসাম সফরান্তে ২৩ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ পর্য্যন্ত কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষান্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

২য় সংখ্যা

চৈত্র ১৩৭১

সম্পাদকঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরবাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র, ১৩৭১।
১২ বিষ্ণু, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ চৈত্র, সোমবার; ২৯ মার্চ্চ, ১৯৬৫। | ২য় সংখ্যা

এ জগতে বৈষ্ণব সুদুর্ল্লভ

(শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা উপদেশ)

"আমি ত' বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে,
অমানী না হ'ব আমি।
প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে,
হইব নিরয়গামী॥"

(কল্যাণ কল্পতরু ৮।৬৯)

বৈষ্ণব হ'লেন জগতের একমাত্র গুরু। তথাকথিত নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞানী গুরু হ'তে পারেন না। Personality of Godhead এর উপাসকই গুরু হ'তে পারেন। পুরুষোত্তমের সেবকাভিমানীও আবার গুরু হ'তে পারেন না—যদি তিনি শিষ্যের শিষ্যাভিমান না করেন। বৈষ্ণবাভিমানে গুরু হ'তে পারা যায় না। এজন্য আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম কখনও নিজেকে বৈষ্ণব ব'ল্‌তেন না। যে নিজেকে বৈষ্ণব ব'ল্‌বে, সে branded অবৈষ্ণব।

তাই আমরা মহাজনের পদে দেখ্‌তে পাই,—

"কৃপা কর বৈষ্ণব ঠাকুর।
সম্বন্ধ জানিয়া, ভজিতে ভজিতে,
অভিমান হউ দূর॥"

(কল্যাণ কল্পতরু ৮।৬৯)

হাড়মাসের থলের সঙ্গে কৃষ্ণের কোন সম্বন্ধ নেই। এগুলিকে শোধন ক'রে কৃষ্ণপাদপদ্মে লাগাতে পারলে সুবিধা হ'বে। জাগতিক বিজ্ঞান প্রভৃতি নরকের সেতু। কিন্তু ঐ সকল ভগবানের সেবায় লাগা'লে লোককল্যাণ হয়। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভুর নিকট শুনে-ছিলেন,—

"ঈহা যস্য হরের্দাস্যে কর্ম্মণা মনসা গিরা
নিখিলাস্বপ্যবস্থাসু জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥"

(ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৮৩)

প্রত্যেক কার্য্যে—প্রত্যেক পদবিক্ষেপে—মনের দ্বারা প্রত্যেক চিন্তায় যদি কৃষ্ণবস্তুর সেবা লক্ষিত হয়, তবেই তা' ঠিক হ'ল। প্রহ্লাদ মহারাজ ব'লেছেন,—

"ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং দুরাশয়া যে বহিরর্থ-মানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানাস্তেঽপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩১)

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥"

(ভাঃ ৭।৫।৩২)

এজন্য পূর্ব্বে পৃথু মহারাজের কালেও —

"সর্ব্বত্রাস্খলিতাদেশঃ সপ্তদ্বীপৈকদণ্ডধৃক্।
অন্যত্র ব্রাহ্মণকুলাদন্যত্রাচ্যুতগোত্রতঃ॥"

(ভাঃ ৪।২১।১২)

গৃহস্থদিগকে 'ব্রাহ্মণ' আর পারমার্থিকদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা হয়। জম্বুদ্বীপ, শাকদ্বীপ প্রভৃতির অধিপতি ছিলেন পৃথু মহারাজ। কেবল ব্রহ্মজ্ঞ ও বৈষ্ণবের উপর তিনি দণ্ড পরিচালনা ক'রতেন না। কেন না, তাঁ'রা দণ্ড-বিধানের অতীত রাজ্যে বাস করেন।

যিনি সর্ব্বক্ষণ হরিসেবা করেন, তিনি অচ্যুত-গোত্রীয়। যা'রা ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম হ'তে বিচ্যুত, তা'দের উপরই দণ্ডবিধান; ব্রাহ্মণ বা বৈষ্ণবের উপর কোন দণ্ড নাই। যেমন সাধারণ নীতিতে শুনতে পাওয়া যায়—King can do no wrong.

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মবস্তু অনুসন্ধান করেন। যিনি দেহধর্ম্মী ও মনোধর্ম্মী নহেন, তিনিই ব্রাহ্মণ।

"য এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।
যো বা এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ॥"

(বৃহদাঃ ৩।৮।১০)

যা'দের বৈকুণ্ঠজ্ঞানের অভাব, তা'রাই অবৈষ্ণব। তা'রা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ প্রভৃতি দিয়ে সমস্ত জিনিষ মেপে নিতে চায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি বৈষ্ণব হ'তে পারেন। এজন্য বৈষ্ণবের প্রথম-মুখে ব্রাহ্মণ হওয়া একান্ত দরকার। বৃহৎ বস্তুর ধারণা না হ'লে বিষ্ণুর সেবা হয় না। খণ্ড সঙ্কীর্ণ বস্তু কখনও ব্রহ্ম বা বিষ্ণু নহে বা হ'তে পারে না। অনাত্মবিচারে কৃপণতার লক্ষণ। ব্রাহ্মণ হ'য়ে পূর্ণতা লাভ না ক'রলে বৈষ্ণব হওয়া যায় না। অন্ততঃ আত্মার ব্রাহ্মণ হওয়া দরকার। ব্রাহ্মণের অন্য কোন কৃত্য নাই—বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত। অন্য দেবতার পূজা ক'রলে ব্রাহ্মণ ছোট হ'য়ে যান। সাধারণের ধারণা, ব্রাহ্মণ সকল দেবতার পূজা ক'রতে পারেন। কিন্তু বেদ বলেন,—ব্রাহ্মণ একমাত্র বিষ্ণুরই পূজা করেন। ব্রাহ্মণগণের আচমনীয় মন্ত্র—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।"

রাস্তায়, ঘাটে বৈষ্ণব পাওয়া যায় না। একজন বিষয়ী হয়তো ব'ল্লে—দু'শ বৈষ্ণব নিমন্ত্রণ ক'রে এস। আর অম্‌নি পালে পালে বৈষ্ণব চেহারাওয়ালা ব্যক্তিগণ চলে আস্‌লো বিষয়ীর নিমন্ত্রণ খেতে। বৈষ্ণব অত সোজা নয়। পৃথিবী উজাড় হ'য়ে যা'বে, বৈষ্ণব পাওয়া যা'বে না। কম্বলের লোম বাছার ন্যায় বৈষ্ণব পাওয়া সুকঠিন। ঐ সকল 'বৈষ্ণব' নামধারীকে খাওয়ালে বিষয়ীর ভোগবুদ্ধি বৃদ্ধি হ'বে; আর ঐ সকল বৈষ্ণব নাম-ধারীও নরকে চ'লে যাবে।

গীতায় একটি শ্লোক আছে—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।" এখানে কদর্থকারী ব'ল্‌ছেন,—কৃষ্ণকে যদি বাগানের মালী বলে ডাকা যায়, তিনি সেই বাগানের মালী হ'য়ে আমার কাছে আস্‌বেন। "মায়া মিশাইয়া এস ভগবান্"—প্রভৃতি কথাগুলি কৃষ্ণকে আমার বাগানের মালী ক'রবার চেষ্টা। ভগবান্ যা' আছেন—তিনি যা'তে তাঁর নিজের সুবিধা বোধ করেন, আমার তা' tamper ক'রতে যাওয়া উচিত নয়। আমার চিন্তা দ্বারা তাঁ'কে বাগানের মালী করা—আমার কল্পনা ও যথেচ্ছাচারিতার পোষাকে তাঁকে সাজা'বার চেষ্টা ক'রলে তিনি তা' না হ'তে পারেন। তাঁকে যখন আমার ভোগের ইন্ধনরূপে দেখ্‌তে চাই তখন তিনি তাঁর কৃষ্ণ-স্বরূপে আসেন না। আমার

কাছে তাঁ'র মায়ার রূপ প্রকাশ করেন। আমি যেরূপ কপটতা ক'রে প্রপন্ন হ'য়েছিলাম, তিনিও আমাকে তদনুরূপই ভজনা করেন।

সম্বন্ধ পাঁচ প্রকার (১) পতি-পত্নী, (২) পিতৃ-পুত্র, (৩) সখি-সখা, (৪) প্রভু-ভৃত্য এবং (৫) নিরপেক্ষ। সম্বন্ধ-রহিত ব্যক্তিগণ বলেন,—শান্তভাবটাই প্রধান। তাঁ'রা আর চারটীতে বড় অমঙ্গল দেখেন। কেননা, জড়জগতের অভিজ্ঞতায় তাঁ'দের মস্তিষ্ক পরিপূর্ণ। জড় জগতের যত আকর্ষণ আছে, তা' হ'তে মুক্ত হওয়ার জন্যে তাঁ'রা শান্ত রসকে বহুমানন ক'রে থাকেন। কিন্তু অপ্রাকৃতের আকর্ষণ ও জড়ের আকর্ষণ এক নয়।

এই শরীরটাকে 'আমি' বল্‌লে কুকুর-শেয়ালে খেয়ে ফেল্‌বে। আর সূক্ষ্ম ভাব নিয়ে mental speculationist হলেও সুবিধা হবে না। কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের আশ্রয় করলেই সুবিধা হবে।

প্রপত্তি পাঁচ প্রকারের। পাঁচ প্রকারের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই প্রপত্তি-স্বীকার। পাঁচ প্রকার সম্বন্ধ বিশিষ্ট না হয়ে যদি কৃষ্ণকে হাড় মাসের থলি দেখাই, হাত উচু করে থাকি কিম্বা নির্ব্বিশিষ্ট হওয়ার জন্যে চেষ্টা করি, তা' হলে কৃষ্ণও আমাদিগকে সেরূপ ভাবেই ভোগা দেবেন। ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়ে যাব—এ দুর্ব্বুদ্ধি হতে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টাই প্রকৃত মুক্তি।

যে ব্যক্তি 'আমি কর্ত্তা' মনে করে, তার কখনও মঙ্গল হয় না। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র অর্থ—"আমি কর্ত্তা", তা' নয়। "অহং ব্রহ্মাস্মি"র প্রকৃত অর্থ—"তৃণাদপি সুনীচ", 'তরুর ন্যায় সহিষ্ণু', 'অমানী মানদ' হয়ে সর্ব্বদা হরিকীর্ত্তনে রত থাকা। যে-বস্তু ব্রহ্মের সহিত সমানধর্ম্ম-বিশিষ্ট, তাঁর জড়ের বা ক্ষুদ্রের অভিমান থাকতে পারে না।

"পশ্চিমের লোক-সব মূঢ় অনাচার।
তাহাঁ প্রচারিল দুঁহে ভক্তি-সদাচার॥"

(চৈঃ চঃ আ ১০।৮৯)

শ্রীরূপ-সনাতন মূঢ় অনাচারী ব্যক্তিগণের নিকট ভক্তি-সদাচার প্রচার কর্‌লেন। অবৈষ্ণব স্মার্ত্ত-সমূহ অনাচারী। পশ্চিমের লোক হয় কর্ম্মী, না হয় জ্ঞানী। চৈতন্যকে 'কৃষ্ণ'-জেনে কিরূপে ভজন হয়, শ্রীরূপ-সনাতন তা'ই প্রচার কর্‌লেন।

"ভক্তিস্তু ভগবদ্‌ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে"।

(জৈবধর্ম্মধৃত বৃহন্নারদীয়পুরাণবাক্য)

আত্মার বৃত্তি উন্মেষিত করতে হলে অকৃত্রিম ভক্তের সঙ্গ লাভ করা দরকার। ভক্তব্রুবের সঙ্গের দ্বারা মঙ্গল হবে না। কৃত্রিম ভক্ত, কৃত্রিম ভক্তি, কৃত্রিম সাত্ত্বিক-বিকার-দ্বারা কখনও সুবিধা হয় না। বেপথু প্রভৃতি ভক্তির লক্ষণ বটে—যদি অকৃত্রিম কৃষ্ণস্মৃতিতে হয়। আর যদি কৃষ্ণেতর স্মৃতিতে হয়, তবে তা' কপটতা ও অভক্তি। ঐ গুলি hysteric fit or emotion, ঐ গুলি কামেরই বিকার। কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-ব্যতীত সকলই অসুবিধা। ধর্ম্ম-কামনা, অর্থ-কামনা, কাম-কামনা বা মোক্ষ-কামনা—এইগুলি 'ভক্তি' নয়।

কেবলা কৃষ্ণভক্তি-ব্যতীত পারমহংস্যের পূর্ণতা সিদ্ধ হয় না। বাস্তব বৈদান্তিক হলে বৈষ্ণব হওয়া যায়। ব্রহ্মের সহিত নির্ভিন্ন হওয়ার বিচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ কখনও পরমহংস-পদবীতে আরোহণ করতে পারেন না। কুটীচক, বহূদক ও হংস এঁ'রা পরমহংস-পদবীতে আরূঢ় ন'ন্। পারমহংস্য-জ্ঞানের অভাবে অবৈষ্ণবতা উদিত হয়। পারমহংস্য-মুক্তাবস্থায় সুষ্ঠুভাবে ভগবৎ-সেবা হয়। মুক্তাবস্থায় নিত্য-সেবার ব্যাঘাত হয় না, কোনকালে সেবা-বুদ্ধি কমে যায় না।

"নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে,
হবে অভিমান ভার।
তাই শিষ্য তব, থাকিয়া সর্ব্বদা,
না লইব পূজা কার॥"

(কল্যাণ কল্পতরু ৮।৬৯)

"আমি সেব্য, তোমরা সব আমার সেবা কর,"—এই বিচার—অবৈষ্ণবের বিচার। এইরূপ অবৈষ্ণব কখনও 'গুরু' হতে পারে না। যে সকল গুরু শিষ্যের সেবা গ্রহণ করেন, তাঁরা বাস্তবিক গুরুশব্দবাচ্য ন'ন। তাঁরা শিষ্যও

হতে পারেন নাই। ভগবানের পার্ষদগণ ভোগি-গণের অধর্ম্মের বা ধর্ম্মের সংসার হতে মুক্ত। ঠাকুর মহাশয় বলেছেন, —

"পাপে না করিহ মন, অধম সে পাপী জন,
তারে মন দূরে পরিহরি।
পুণ্য সে সুখের ধাম, তার না লইও নাম,
'পুণ্য', 'মুক্তি' দুই ত্যাগ করি॥
প্রেমভক্তি-সুধানিধি তাহে ডুব নিরবধি,
আর যত ক্ষারনিধিপ্রায়॥"

(প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)

(ক্রমশঃ)

রতি বিচার

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম বর্ষ ১ম সংখ্যা ৫ম পৃষ্ঠার পর)

অভেদব্রহ্মবাদীদিগের, অথবা তদধীন কল্পিত দেবদেবী-উপাসকদিগের হৃদয়ে ভক্তসান্নিধ্য-বশতঃ ভক্তহৃদয়স্থিত রতি প্রতিবিম্বিত হয়। কোন ভক্তের সাত্ত্বিক বিকারের মাধুর্য্য দেখিয়া ঐ সকল মুক্তিপক্ষীয় লোকদিগের কীর্ত্তনাদিকালে বা অন্য উৎসবকালে যে সাত্ত্বিক বিকারের অনুকৃতি হয়, তাহাই প্রতিবিম্বিত রতি। অতএব সগুণ উপাসকদিগের রতি লক্ষণ অনেকটা এরূপেও ঘটিয়া থাকে। ইহার মূল তত্ত্ব এই যে, সগুণ উপাসকেরা স্বীয় আচার্য্যদিগের পদ্ধতিক্রমে মুক্তিলাভরূপ অভীষ্টসিদ্ধিকে অনেক কষ্টসাধ্য মনে করিয়া কল্পিত দেবতার নিকট সহজ রতিলক্ষণ প্রকাশদ্বারা হৃদয়-বেদনা বিজ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের চরম উদ্দেশ্য-গত-ভোগ বা অপবর্গ সম্বন্ধীয় যে সৌখ্যাংশ তাহাই তাহাতে ব্যঞ্জিত হয়। ছায়া-রতি ও প্রতিবিম্বিত-রতি উভয়েই রত্যাভ্যাস মাত্র। শুদ্ধারতি নয়। শুদ্ধারতি কেবল ভগবন্নিষ্ঠ অর্থাৎ নিত্য-ভগবৎস্বরূপকে বিষয়রূপে অবলম্বন করিয়া জীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কল্পিত দেবদেবী-সেবীদিগের বিচারে আদৌ জীবের নিত্যতা নাই, অতএব রতির আশ্রয় নাই। ভগবানের স্বরূপগত বিশেষ নাই, যেহেতু চরমে অভেদ জ্ঞানই তাহাদের প্রয়োজন, অতএব সেই শুদ্ধা রতির বিষয়ও ঐমতে লক্ষিত হয় না। এতন্নিবন্ধন তাহাদের যে রতি লক্ষিত হয়, সে রতি হয় শুদ্ধারতির প্রতিবিম্ব অথবা জড়রতির রূপান্তর। কোন স্থলে কপটরতিও হইতে পারে। যে স্থলে রতির আশ্রয় যে জীব তিনি স্বীয় সত্তাকে অনিত্য বলিয়া জানেন এবং বিষয় যে পরমেশ্বর, তিনি নির্ব্বিশেষ অর্থাৎ স্বরূপ শূন্য, সে স্থলে উপাসকের রতি সুতরাং অনিত্য, ঔপাধিক, কপট, জড়গত বা প্রতিবিম্ব স্বরূপ। কোন ঘটনাক্রমে অর্থাৎ আচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিয়াই হউক বা রুচিক্রমেই হউক, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার উপাসকের মনে যদি এরূপ উদয় হয় যে, আমার উপাস্যস্বরূপটী নিত্য ও আমি তাহার নিত্য কিঙ্কর, তখন শুদ্ধা রতির আংশিক আবির্ভাব হইয়া থাকে। বিষ্ণু, শিব ও গণেশ উপাসকদিগের ঐ রতি চৈতন্যো-দ্দেশিনী হইয়া ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে পর্য্যবসিত হয়। সূর্য্যো-পাসকদিগের ভর্গচিন্তা হইতে সেই ভর্গস্থ শ্রীনারায়ণে ক্রমশঃ ঐ রতি আশ্রয় লাভ করে। প্রকৃতি পূজকদিগের শক্তি-চিন্তাকে অতিক্রম করতঃ ক্রমশঃ ঐ রতি শক্তিমান্ ভগবান্‌কে আশ্রয় করে। ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যে, যাঁহারা অন্য দেবতা উপাসনা করেন, তাঁহারা উপাসনার সাক্ষাৎ বিধিকে কিয়ৎ-পরিমাণে পরিত্যাগ করতঃ আমারই ভজনা করিয়া

থাকেন। তাঁহারা অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন। ইহার মূলতত্ত্ব এই যে, রতির আশ্রয়-সম্বন্ধে কিছু কষায় ও বিষয়-সম্বন্ধে কিছু কষায় থাকায় রতি পূর্ণা হয় না। ক্রমশঃ আলোচনা করিতে করিতে রতির যত পুষ্টি হয়, অনেক জন্মক্রমে, আশ্রয় ও বিষয় কষায় শূন্য হইয়া পড়ে, তখন ঐ সকল জীবের বিশুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি সুতরাং লভ্য হইয়া পড়ে। মধ্যে মধ্যে সাধুসঙ্গই ঐ রতির পুষ্টিজনক ঘটনা।

জগতে জড়রতির ভূরি ভূরি উদাহরণ মাদকসেবী ও বেশ্যাগত ও নিতান্ত গৃহাসক্ত ও উদরপরায়ণ লোকদিগের জীবনে লক্ষিত হইতেছে। 'লয়লা' মরিলে 'মজনু' বাঁচে না। উর্ব্বশী চলিয়া গেলে যযাতি রাজার প্রাণ-বিয়োগ হয়। জুলিয়েটের জন্য রোমিওর জীবনাশা ত্যাগ হয়। এইরূপ অনেক উদাহরণ পুস্তকেও দেখা যায়। এ সমস্ত রতির লক্ষণ বটে। এ রতি কি? চিন্ময় জীব জড়বদ্ধ হইয়া আপনাকে জড়াভিমান করিলে, তাহার স্বধর্ম্ম যে ভগবদ্রতি, তাহা আশ্রয়ের সহিত বিকৃতি লাভ করতঃ ভগবদ্রূপ বিষয়কে পরিত্যাগ করিয়া জড়কে বিষয় জ্ঞানে তাহাতে স্বীয় লক্ষণ বিস্তৃতি করিয়াছে। অভেদবাদ-পক্ষীয় সগুণ উপাসকগণ যে দেবদেবী পূজা করেন, সে সকল জড়ীয় কল্পনা মাত্র। জড়ীয় কল্পনাগত বিষয়ে জড়রতি যে কার্য্য করে, সেই কার্য্য ঐ কল্পিত দেবদেবী সম্বন্ধেও করিয়া থাকে। গুলিবরের উপন্যাস শুনিয়া তাহার দুঃখে দুঃখী ও সুখে সুখী হইয়া যেমত পাঠক ও শ্রোতৃগণ কল্পিত মানব-চরিত্রে সহানুভূতি-সহকারে রতিলক্ষণ প্রকাশ করেন, তদ্রূপ কল্পিত দেবদেবীর বর্ণিত লীলা স্মরণ করতঃ তৎসেবকগণ রতি লক্ষণ প্রকাশ করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? রামায়ণশ্রোতা কোন বৃদ্ধা স্ত্রী, রামের বনবাস গমনে অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে, অন্যান্য শ্রোতৃগণ তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করায় সে কহিল যে, আমার একটী ছাগ বনমধ্যে গেলে আর পাওয়া যায় নাই, সেই কথা স্মরণে রামের বনগমন শুনিয়া আমি ক্রন্দন করিতেছি। এই স্থলে বিবেচনা করুন, ঈশ্বর-উপাসনা-নামে যত লোক ক্রন্দন করেন, সে সমুদয়ই শুদ্ধা রতি নয়। তাহার মধ্যে অনেকেই জড়রতির কার্য্য করেন। জড়রতিও স্থল-বিশেষ শুদ্ধারতির প্রতিবিম্ব, কল্পিত দেবোপাসক ও ব্রহ্মবাদীদিগের রতি লক্ষণ সমূহ ব্যঞ্জিত করে।

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার রতিরই কাপট্য-সম্ভাবনা আছে। দুষ্টা স্ত্রী স্বামীর সন্দেহ দূর করিবার জন্য কপট জড়রতির উদাহরণ প্রদান করে। নৈবেদ্য খাদ্য সামগ্রী বিশেষতঃ ছাগ-মাংসাদি পাইবার আশায় কল্পিত দেবদেবীর নিকট বহুতর ধূর্ত্তলোক রতিলক্ষণ প্রকাশ করিয়া কপটরতির উদাহরণস্থল হইয়া উঠে। আচার্য্যের প্রিয়তা ও সাধুমণ্ডলীর প্রতিষ্ঠা, সাধারণ লোকের শ্রদ্ধা এবং কালনেমীর ন্যায় কার্য্যোদ্ধারের আশায় ও মহোৎ-সবে সম্মান পাইবার জন্য অনেকেই ভাগবতী রতির কাপট্য স্বীকার করতঃ নৃত্য, স্বেদ, পুলকাশ্রু, গড়াগড়ি, কম্প ও কখন কখন ভাব পর্য্যন্ত লক্ষণ প্রদর্শন করেন। কিন্তু তাহার হৃদয়ে সাত্ত্বিক বিকার নাই।

জগতে এবম্বিধ নানাজাতীয় রতি আছে বলিয়াই যে সকল লোক বিশুদ্ধ ভাগবতী রতির যথাযোগ্য সম্মান না করে, তাহারা শোচ্য ও ক্ষুদ্রাশয়। কোন সাধন করেন নাই, অথচ হঠাৎ ভাগবতী রতি কোন ব্যক্তিতে হইতে পারে। সে স্থলে বুঝিতে হইবে যে, তাঁহার পূর্ব্ব-পূর্ব্বজন্মে সুসাধন ছিল, কিন্তু কোন বিঘ্নক্রমে রতির উদয় হয় নাই। সেই বিঘ্ন কোন গতিকে স্থগিত হওয়ায় আচ্ছাদিত-রতির আচ্ছাদন বিগত হইলে রতি হঠাৎ উদিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তের পরেশানুভব ও অন্যত্র বৈরাগ্য উদিত হইয়া শুদ্ধারতির অনুভাবরূপে দেখা দেয়।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভক্তি কি সর্ব্বত্রই প্রকাশিত হন ?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"ভগবান্ যেরূপ অচিন্ত্য শক্তিবলে স্বেচ্ছায় যদুবংশে ও রঘুবংশে আবির্ভূত হন, শ্রীভক্তিদেবীও তদ্রূপ কোনও কিছুর অপেক্ষা না করিয়া স্বেচ্ছায় যথাতথা আবির্ভূত বা প্রকাশিত হন।"

"তস্য ভগবত ইব তদ্রূপায়া ভক্তেরপি **স্বপ্রকাশ**তাসিদ্ধ্যর্থমেব হেতুত্বানপেক্ষতা।"

"ভগবানের ন্যায় তাঁহার স্বরূপভূতা মহাশক্তি ভক্তিদেবীর সর্ব্বব্যাপিত্ব, সর্ব্ববশীকারিত্ব, সর্ব্বসঞ্জীবকত্ব, সর্ব্বোৎকর্ষত্ব, পরম স্বাতন্ত্র্য ও স্বপ্রকাশকত্ব স্বতঃসিদ্ধ।"

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—ভক্তকৃপা ব্যতীত কি ভগবৎকৃপা হয় না ?

উত্তর—না। ভগবতঃ স্বভক্তবশ্যত্বেন তৎকৃপানুগামিকৃপত্বে ন কিঞ্চিৎ অসামঞ্জস্যম্। ভক্তকৃপায়া হেতুর্ভক্তস্যৈব তস্য হৃদয়বর্ত্তিনী ভক্তিরেব। তাং বিনা কৃপোদয়াসম্ভবাৎ।

ভগবান্ নিজ ভক্তের বশীভূত (অধীন) বলিয়া তাঁহার কৃপাও ভক্ত-কৃপার অনুগামিনী। অর্থাৎ ভক্তের কৃপা হইলেই ভগবানের কৃপা হয়। ভক্তদ্বারেই ভগবৎকৃপা প্রকাশিত হয়। এই ভক্তকৃপা কি করিয়া হয় ? ভক্তের হৃদয়বর্ত্তিনী যে ভক্তি সেই ভক্তিই ভক্তকৃপার হেতু। কারণ, ভক্তি ব্যতীত কৃপার উদয় অসম্ভব। ভক্তিং বিনা ভক্তস্য হৃদয়ে কৃপোদয়সম্ভবাভাবাৎ।

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—কাহারা কৃষ্ণমহিষীত্ব লাভ করে ?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—'যদি চ অন্তরে রাগো বর্ত্ততে অথচ সর্ব্বমেব বিধিদৃষ্ট্যৈব করোতি, তদা দ্বারকায়াং রুক্মিণ্যাদিত্বং প্রাপ্নোতি।' (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ১০)

'লোভস্য প্রবর্ত্তকত্বেঽপি নিজভাবপ্রতিকূলানি উক্তানি সর্ব্বাণি শাস্ত্রবিহিতানাং ত্যাগমনৌচিত্যং ইতি বুদ্ধ্যা যদি করোতি তদা দ্বারকাপুরে মহিষীজন-পরিজনত্বং প্রাপ্নোতি। যদুক্তং—রিরংসা সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বং ইয়াৎ পুরে।' (রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ১২)

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৩০৩ শ্লোকের শ্রীজীবপ্রভুকৃতটীকা—'মহিষীত্বং তদ্বর্গানুগামিত্বম্।'

প্রশ্ন—ব্রজবাসীর অনুসরণে ভজনের কি ফল ?

উত্তর—যাঁহাদের শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবার প্রবল অভিলাষ (লোভ) আছে এবং রাগমার্গে ব্রজবাসীর অনুসরণে ভজন করিতেছেন, তাঁহারা বৃন্দাবনে ইষ্টযুগলের সেবা অবশ্যই পাইবেন। প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা লোভে শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা থাকে না।

যাঁহাদের ভাগ্যক্রমে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবায় বাস্তবিক লোভ হইয়াছে, কিন্তু সম্যগ্রূপে রাগমার্গে ভজনের পরিবর্ত্তে বিধিমার্গানুসারে ভজন করিতেছেন, অথচ দ্বারকানাথের সেবা-অভিলাষ নাই, তাঁহারা গোলোকে শ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা পাইবেন। কিন্তু শুদ্ধ মাধুর্য্যময় বৃন্দাবনে মাধুর্য্যসেবা পাইবেন না।

যেষান্তু বৃন্দাবনে রাধাকৃষ্ণয়োঃ মাধুর্য্যাস্বাদনেঽভিলাষঃ, অথচ ন্যাসমুদ্রাদি বৈধীমার্গানুসারেণ ভজনং, তেষাং ন রুক্মিণীকান্তস্য প্রাপ্তিস্তত্রাভিলাষাভাবাৎ, ন বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ প্রাপ্তিঃ, রাগমার্গেণ ভজনাভাবাৎ। তস্মাত্তেষাং বিধিমার্গেণ ভজনকার্য্যস্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানস্য প্রাধান্যং যত্র, তথাভূতস্য বৃন্দাবনস্যাংশে গোলোকে রাধা-

কৃষ্ণয়োঃ প্রাপ্তিঃ ন তু শুদ্ধমাধুর্য্যময়ে বৃন্দাবনে ইতি জ্ঞেয়ম্।

ভগবৎকৃপায় যাঁহাদের রাগ হইয়াছে অর্থাৎ কৃষ্ণ-ভজনের ইচ্ছা জাগিয়াছে তাঁহারা যদি কৃষ্ণসঙ্গম আকাঙ্ক্ষা করিয়া কেবল বিধিমার্গে রুক্মিণী ধ্যানাদি সহ পূজা করেন, তবে মহিষীগণের পরিজনত্ব লাভ করিবেন। (শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু পূর্ব্ববিভাগ সাধনভক্তিলহরী ৩০৩ শ্লোক ও শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা)

প্রশ্ন—আনন্দস্বরূপ ভগবান্ ও ভক্তকে দুর্ভাগা লোক অন্যরূপে দেখে কেন?

উত্তর—পিত্তদূষিত জিহ্বায় মিছরী স্বাদু মনে হয় না, পরন্তু বিস্বাদ মনে হয়। সর্পবিষাক্রান্ত ব্যক্তি অতিমিষ্ট মধুকেও তিক্ত বোধ করে। তদ্রূপ বহির্ম্মুখ কংস, দুর্য্যোধন প্রভৃতি আনন্দময় ভগবান্ ও ভক্তকে দর্শন করিয়া দুঃখ ও ভয় পায়। তাহারা আনন্দমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ মৃত্যু বা দুঃখরূপে দর্শন করে। কি দুর্ভাগ্য! পেচক যেমন সূর্য্যকে পচ্ছন্দ করে না তদ্রূপ।

প্রশ্ন—সুবুদ্ধি কি?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা কলিকলুষনাশিনী, আনন্দ-দায়িনী, সর্ব্বানর্থহরণী, সর্ব্বদুঃখোপশমনী। এই কৃষ্ণকথায় রুচি বা নিষ্ঠাই সম্যগ্ব্যবসিতাবুদ্ধি—সম্যগ্ নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধি বা প্রকৃত সুবুদ্ধি (সদ্‌বুদ্ধি)।

বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা গঙ্গা বা শ্রীবিষ্ণুচরণামৃত যেরূপ ত্রিভুবনকে পবিত্র করে, শ্রীকৃষ্ণকথাও তদ্রূপ প্রশ্নকারী, বক্তা ও শ্রোতা সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন।

(ভাঃ ১০।১।১৫-১৬)

প্রশ্ন—সব কলিতে কি শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন?

উত্তর—না। সকল দ্বাপরযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র এবং সকল কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হন না। শ্বেতবরাহকল্পে বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। যে দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরের অন্তে যে কলিযুগ, সেই কলিযুগেই শ্রীগৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া থাকেন। মৎস্যপুরাণে এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি খণ্ড তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা বর্ণিত আছে।

যে কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব আসেন, সেই কলি ব্যতীত অন্য কলিতে যে যুগাবতার হন, তাঁহার নাম কৃষ্ণ এবং বর্ণও কৃষ্ণ। আর যে দ্বাপরে কৃষ্ণ আসেন, সেই দ্বাপর ব্যতীত অন্য দ্বাপরযুগে যুগাবতারের নাম শ্যাম এবং বর্ণও শ্যামবর্ণ হয়। তাঁহার নাম কৃষ্ণ নয়। জগদ্‌গুরু শ্রীল রূপগোস্বামী প্রভু কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন—

কথ্যতে বর্ণনামাভ্যাং শুক্লঃ সত্যযুগে হরিঃ।
রক্তঃ শ্যামঃ ক্রমাৎ কৃষ্ণস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে কলৌ॥

(সংক্ষেপভাগবতামৃত ১০১ শ্লোক)

কলৌ কৃষ্ণ ইতি সামান্যতঃ সর্ব্বেষু কলিষু; 'কৃষ্ণঃ কলিযুগে বিভুঃ' ইতি শ্রীহরিবংশাৎ। যস্মিন্ কলৌ স্বর্ণ গৌরঃ কৃষ্ণচৈতন্যঃ স্যাৎ, তদা কৃষ্ণঃ স তত্রান্তর্ভবেদিতি বোধ্যম্।

(শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকৃত সারঙ্গরঙ্গদা টীকা)

সকল সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে শ্রীহরি যথা-ক্রমে শুক্ল, রক্ত, শ্যাম ও কৃষ্ণ এই নামে ও বর্ণে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্যুগীয় দ্বাপরে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হন। তখন দ্বাপর যুগাবতার শ্যাম তাঁহাতে অন্তর্ভুক্ত হন। ঐ কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গদেব যখন আবির্ভূত হন, তখন যুগাবতার কৃষ্ণ তাঁহাতে প্রবেশ করেন। জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন—

বৈবস্বতমন্বন্তরগতাষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরকলিযুগয়োঃ স্বয়মবতারী কৃষ্ণঃ পীতশ্চ প্রাদুর্ভবতি তদ্‌যুগদ্বয়াবতারৌ শ্যাম কৃষ্ণৌ তদা তত্রৈবান্তর্ভূতৌ তিষ্ঠতঃ।

(ভাঃ ১০।৮।১৩ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তগণ যখন ভগবানের অধীন, তখন ভগবৎ-কৃপা ব্যতীত প্রথমে ভক্তকৃপা কি করিয়া হইবে?

উত্তর—শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

ঈশ্বরেণৈব স্বভক্তবশ্যতাং স্বীকুর্ব্বতা স্বকৃপাশক্তিসম্প্রদানী-কৃত-স্বভক্তেন তাদৃশস্য ভক্তোৎকর্ষস্য দানাৎ।

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

ঈশ্বর নিজেই ভক্তের অধীনতা স্বীকার করিয়া নিজভক্তকে নিজের কৃপাশক্তি সম্প্রদান করিয়া ভক্তের তাদৃশ উৎকর্ষ বিধান করিয়াছেন।

প্রশ্ন—অপরাধী জীবের অনর্থ কিভাবে দূর হয় ?

উত্তর—নামে অপরাধী ব্যক্তিগণের প্রতি অপ্রসন্নতা বশতঃ সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীহরিনাম নিজ শক্তি সম্যক্ প্রকাশ করেন না; এইজন্যই অপরাধী সাধকের হৃদয়ে দুষ্টতা, অনর্থ প্রভৃতি থাকে। ভজন করিতে করিতে তাহা ক্রমশঃ নষ্ট হয়। তবে এখানে একটী কথা এই যে,—যমদূতানাং তদাক্রমণে ন শক্তিঃ। ন তে যমং পাশভৃতশ্চ তদ্ভটান্ স্বপ্নেঽপি পশ্যন্তি। অর্থাৎ নামাপরাধী সাধকগণকেও যমদূতের আক্রমণের শক্তি নাই। তাঁহারা যম ও যমদূতগণকে স্বপ্নেও দর্শন করেন না।

ভগবদ্ভক্ত, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতির সেবা নিষ্কপটে পুনঃ পুনঃ করিলে ক্রমশঃ নামের কৃপায় যাবতীয় অনর্থ দূর হয়। (মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—যাহাদের প্রবল অনর্থ আছে, তাহারা ভজন কি করিয়া করিবে ?

উত্তর—প্রবল জ্বরে অরুচি বশতঃ অন্নাদি গ্রহণ যেমন সম্ভব হয় না, তদ্রূপ নামাপরাধের প্রাবল্যে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজন সম্ভব হয় না সত্য কিন্তু জ্বর জীর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে ও উহা হ্রাস হইলে যেমন অন্নাদি কিঞ্চিৎ রুচিকর হয়, সেইরূপ বহুদিন দুঃখভোগের পর নামাপরাধের বেগ কিঞ্চিৎ ক্ষীণ ও মৃদু হইলে ভক্তিতে কিঞ্চিৎ রুচি হয়। এইভাবে অপরাধী জীবের ভক্তিতে অধিকার আসে।

যেরূপ দুগ্ধ-অন্নাদি পুষ্টিকর খাদ্য জীর্ণজ্বরবিশিষ্ট ব্যক্তিকে সর্ব্বতোভাবে পোষণ করে না, কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু জ্বরজনিত গ্লানি ও কৃশতা দূর করিতে সমর্থ হয় না, পরন্তু কালক্রমে ঔষধ পথ্যাদি গ্রহণ করিয়া তাহাতেও সমর্থ হয়, তদ্রূপ ভক্তি-অধিকারীতেও কালে ক্রমশঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সবই প্রকাশ পায়। (মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—ভগবান্ অপ্রসন্ন হইলে কি হয় ?

উত্তর—ভগবান্ অপ্রসন্ন হইয়া উদাসীন হইলে জীবের দুঃখ-দারিদ্র্য মালিন্য-শোকাদি হয়। তিনি প্রসন্ন হইলে কোন অসুবিধাই থাকে না। জীব অপরাধী হইলেও আশ্রিত জনকে আশ্রিতবৎসল শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই রক্ষা করেন। কিন্তু অনাশ্রিত জন তৎকর্ত্তৃক রক্ষিত না হইয়া কষ্টই পায়। (মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—ভক্তের দুঃখাদি দেখা যায় কেন ?

উত্তর—ভক্তের দুঃখ, দারিদ্র্য, অসুস্থতা প্রভৃতি দেখিয়া কেহ কেহ তাহাকে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল মনে করেন কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি। কারণ প্রারব্ধ অভাবেও নিত্যসিদ্ধ ভক্ত যুধিষ্ঠিরাদিরও বহু দুঃখ দেখা যায়।

এখানে সিদ্ধান্ত এই যে, ফলবান্ বৃক্ষেও প্রায়শঃ যথাকালেই ফল ধরে, তদ্রূপ নিরপরাধ ব্যক্তির প্রতি প্রসন্ন হইলেও ভগবন্নাম যথাকালেই অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। ঐ সকল ভক্তের পূর্ব্বাভ্যাস বশতঃ ক্রিয়মান পাপরাশি বিষদন্তহীন সর্পের দংশনের ন্যায় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। তাঁহাদের রোগ-শোকাদি দুঃখ প্রারব্ধ-ফল নহে। নির্ধনত্বাদি ভগবানের অনুগ্রহের লক্ষণ।

স্বভক্তহিতকারিণা তদীয়-দৈন্য-উৎকণ্ঠাদি-বর্দ্ধনচতুরেণ ভগবতৈব দুঃখস্য দীয়মানত্বাৎ কর্ম্মফলত্ব অভাবেন ন প্রারব্ধম্। (মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—নিষ্ঠা-ভক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—অবিক্ষেপেণ সাতত্যং ইতি নিষ্ঠা। বিক্ষেপরহিত নৈরন্তর্য্যময়ী ভক্তিই নৈষ্ঠিকা ভক্তি। যাহাতে নৈশ্চল্য উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই নিষ্ঠা। 'নষ্টপ্রায়েষ্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া। ভগবত্যুত্তমঃ-শ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী ॥'—এই শ্লোকে নষ্টপ্রায়েষু অভদ্রেষু ইতি অত্র তেষাং কশ্চন ভাগো নাপি নিবর্ত্তত।

নৈষ্ঠিকী ভক্তির উদয় হইলে তখন চিত্ত রজস্তমোভাবাদি ও কামলোভাদি দ্বারা অনাবিদ্ধ হইয়া সত্ত্বগুণে স্থিতি লাভ করিয়া প্রসন্ন হয়। ভাবাবস্থা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কামলোভাদি ভক্তির বাধক না হইয়া অবাধক-রূপে অবস্থান করে।

নিষ্ঠা সাক্ষাদ্‌ভক্তিবিষয়িণী ও তদনুকূল বস্তুবিষয়িণী ভেদে দ্বিবিধা।

ভক্তের কায়িক, বাচিক ও মানসী ভক্তিতে নিষ্ঠা হয়। অমানিত্ব, মানদত্ব, মৈত্রী ও দয়াদি ভক্তির অনুকূল বস্তু। ভক্তিনিষ্ঠার অভাবেও কোন কোন শমপ্রকৃতি ভক্তের ঐ সকল গুণে নিষ্ঠা দৃষ্ট হয়। আবার কোথাও কোথাও কোনও উদ্ধত ভক্তে ভক্তিনিষ্ঠাসত্ত্বেও ঐ সব গুণে নিষ্ঠা লক্ষিত হয় না। সুতরাং মীমাংসা এই যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে যত্নের প্রাবল্য দৃষ্ট হইলে নৈষ্ঠিকী-ভক্তি এবং শৈথিল্য দেখা গেলে অনিষ্ঠিতা ভক্তি জানিতে হইবে।

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—রুচির লক্ষণ কি ?

উত্তর—নিষ্ঠার পর রুচি হয়। রুচি হইলে পূর্ব্বদশার ন্যায় শ্রবণকীর্ত্তনাদির মুহুর্মুহু অনুশীলনেও লেশমাত্র শ্রমের উপলব্ধি হয় না। তখন ভগবৎ প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্যভাবে সময় অতিবাহিত করিতে ইচ্ছা হয় না। শ্রবণাদি ভক্তির পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের দ্বারা জীবের অবিদ্যাদি-দোষ প্রশমিত হইলে তখন রুচি জন্মে।

রুচি দ্বিবিধ—বস্তুবৈশিষ্ট্য-অপেক্ষিণী ও বস্তু-বৈশিষ্ট্য-অনপেক্ষিণী। প্রথমটী কীর্ত্তনের সুরতালাদির সৌষ্ঠব্য, ব্যাখ্যাদির পারিপাট্য প্রভৃতি অপেক্ষা করে। ভোজনে প্রবৃত্ত হইয়া কি কি এবং কীদৃশ ব্যঞ্জন আছে, এই প্রকার প্রশ্ন মন্দক্ষুধার লক্ষণ। প্রথম রুচিও তদ্রূপ। অন্তঃকরণে কিঞ্চিৎ দোষলেশ থাকিলেই শ্রবণকীর্ত্তনাদিতে ঐ প্রকার অপেক্ষা দৃষ্ট হয়। ইহা দোষাভাস মাত্র।

দ্বিতীয় প্রকারের রুচি শ্রীভগবানের নামাদির উপক্রমেই বলবতী হইয়া থাকে। কিছু বৈশিষ্ট্য থাকিলে তাহা উল্লাসময়ী হইয়া থাকে।

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—আসক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর—রুচি ভজনবিষয়া, আর আসক্তি ভজনীয় বিষয়া। রুচি গাঢ় হইয়া যখন ভজনীয় শ্রীভগবান্‌কেই বিষয় করে, তখন তাহাকে আসক্তি বলে। রুচি ভজন-বিষয়া এবং আসক্তি ভজনীয়-বিষয়া—এই যে লক্ষণ তাহা তত্তদ্ বিষয়ের প্রাধান্যেই জানিতে হইবে।

রুচি জন্মিলে চিত্ত শ্রীভগবানের রূপগুণাদিতে প্রবেশ লাভ করে। আসক্তি হইলে চিত্ত স্বতঃই ঐ দশা প্রাপ্ত হয়।

রুচির পরিপক্কাবস্থায় আসক্তি হয়। আসক্তি গাঢ় হইলে রতি বা ভাব হয়। রতি গাঢ় হইলে প্রেম হয়।

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—ভক্তিতে ক্রমোন্নতি কিরূপ ?

উত্তর—শ্রদ্ধা হইলে জীবের ভক্তিতে অধিকার হয়। প্রথমে অহন্তা ও মমতা ব্যবহারিক বিষয়ে প্রবল থাকিলে 'আমি সংসারে থাকিয়াই বৈষ্ণব হইব, প্রভু ভগবানই আমার সেব্য হউন'—এরূপ শ্রদ্ধাকণিকা জন্মিলে পারমার্থিক-গন্ধপ্রযুক্ত হওয়ায় ভক্তিতে অধিকার জন্মে। অনন্তর সাধুসঙ্গ হইলে পারমার্থিক গন্ধের গাঢ়তা জন্মে। তৎপরে অনিষ্ঠিতা ভজনক্রিয়া আরম্ভ হইলে অহন্তা ও মমতা পরমার্থ বস্তুতে একদেশরূপিণী ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রায় পূর্ণাকৃতি থাকে। নিষ্ঠা হইলে জীবের বৃত্তি পরমার্থ বিষয়ে বহুলদেশবর্ত্তিনী ও ব্যবহারিক বিষয়ে প্রায়িকী হয়। রুচি হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে প্রায় পূর্ণা ও ব্যবহারিক বিষয়ে একদেশব্যাপিনী হয়। আসক্তি হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে পূর্ণা ও ব্যবহারিক বিষয়ে গন্ধমাত্রাবশিষ্টা হইয়া থাকে। ভাবের উদয় হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে আত্যন্তিকী ও ব্যবহার-বিষয়ে আভাসময়ী হয়। প্রেম হইলে ঐ বৃত্তি পরমার্থ-বিষয়ে পরম-আত্যন্তিকী ও ব্যবহার বিষয়ে সম্বন্ধরহিত হইয়া থাকে।

ভজনক্রিয়ার আরম্ভে ভগবদ্ধ্যান বার্ত্তান্তর-গন্ধযুক্ত ক্ষণিক হয়। নিষ্ঠা হইলে তাহাতে বার্ত্তান্তরের আভাসমাত্র

থাকে, রুচি হইলে ঐ ধ্যান বার্ত্তান্তর রহিত হইয়া বহুকালব্যাপী হইয়া থাকে। আসক্তি জন্মিলে ঐ ধ্যান অতিশয় গাঢ় হয়। ভাবে ধ্যানমাত্রেই ভগবৎস্ফূর্ত্তি হয়। প্রেমে স্ফূর্ত্তির বৈশিষ্ট্য ঘটিয়া থাকে এবং ভগবদ্দর্শন হয়।

(মাধুর্য্যকাদম্বিনী)

প্রশ্ন—নন্দ ও বসুদেবের মধ্যে কি সম্পর্ক ?

উত্তর—যদুবংশে দেবমীর নামে এক ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন। তাঁহার দুই বিবাহ। এক স্ত্রী বৈশ্যা ও অন্য স্ত্রী ক্ষত্রিয়া। বৈশ্যার গর্ভে পর্জ্জন্য গোপ এবং ক্ষত্রিয়ার গর্ভে শূর জন্ম গ্রহণ করেন। পর্জ্জন্যের পুত্র নন্দ ; আর শূরের পুত্র বসুদেব। এইজন্য নন্দমহারাজ বসুদেবের ভ্রাতা ও পরমসুহৃদ্। দেবমীঢ় পর্জ্জন্যকে গোকুলের রাজ্য দেন এবং শূরকে মথুরার রাজা করেন।

(গোপালচম্পূ পূর্ব্বচম্পূ ৩য় পূরণ)

যোগমায়া ও মহামায়া

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরীমহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৫ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে শক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"ত্রিগুণধারিণী শক্তি জড়-শক্তি ; ব্রহ্মাণ্ড-সৃজন ও ব্রহ্মাণ্ড-নাশন—সেই শক্তিরই কার্য্য। এই শক্তিকে পুরাণ ও তন্ত্রে 'বিষ্ণুমায়া', 'মহামায়া', 'মায়া' ইত্যাদি নামে উক্তি করিয়াছেন ; রূপক ভাবে সেই শক্তির বিধি-হরি-হর-জননীত্ব ও শুম্ভ-নিশুম্ভ-নাশকত্ব প্রভৃতি অনেক ক্রিয়া বর্ণিত আছে। যে পর্য্যন্ত জীব বিষয়-মগ্ন থাকে, সে পর্য্যন্তই সেই শক্তির অধীন ; জীবের শুদ্ধ-জ্ঞানের উদয় হইলে নিজের স্বরূপ-বোধসহকারে সেই শক্তির পাশ হইতে মুক্ত হয় এবং জীব তখন চিচ্ছক্তির অধীন থাকিয়া চিৎসুখ লাভ করেন।"

"বৈষ্ণবগণ কোন শক্তির অধীন কিনা" এই প্রশ্নোত্তরে "আমরা জীবশক্তি, মায়াশক্তির পাশ ছাড়িয়া চিচ্ছক্তির অধীনে আছি"—এই প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইলে পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ হইল—"তবে তোমরাও শাক্ত ?" তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"হাঁ, বৈষ্ণবগণ প্রকৃত শাক্ত—আমরা চিচ্ছক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধিকার অধীন ; তাঁহার আশ্রয়েই আমাদের কৃষ্ণভজন, সুতরাং আমাদের তুল্য আর শাক্ত কে আছে ? শাক্ত-বৈষ্ণবে আমরা কোন ভেদ দেখি না। চিচ্ছক্তিকে আশ্রয় না করিয়া কেবল (বহিরঙ্গা গুণময়ী) মায়া-শক্তিতে যাঁহাদের রতি তাঁহারা শাক্ত হইয়াও বৈষ্ণব নহেন অর্থাৎ কেবল বিষয়ী। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে শ্রীদুর্গা-দেবী বলিয়াছেন—'তব বক্ষসি রাধাহং রাসে বৃন্দাবনে বনে' (অর্থাৎ 'বৃন্দাবনধামে রাসাদি বিলাসে আমি চিৎ-স্বরূপে অন্তরঙ্গাশক্তি শ্রীরাধিকারূপে তোমার বক্ষো-বিলাসিনী')। দুর্গাদেবীর বাক্যে বেশ জানা যায় যে, শক্তি দুই ন'ন—একই শক্তি চিৎস্বরূপে রাধিকা ও জড়স্বরূপে জড়শক্তি। বিষ্ণুমায়া নির্গুণ অবস্থায় চিচ্ছক্তি ও সগুণ অবস্থায় জড়শক্তি।"

পূর্ব্বপক্ষ হইতেছে—তান্ত্রিক ব্রাহ্মণেরা শিবশক্তিকে 'আদ্যাশক্তি' বলেন, ইহার কারণ কি ? তদুত্তরে শ্রীল ঠাকুর বলিয়াছেন—

"মায়াতে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই তিনটি গুণ আছে। যে সকল ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণবিশিষ্ট, তাঁহারা সেই গুণের

অধিষ্ঠাত্রী মায়াকে একটু শুদ্ধভাবে আরাধনা করেন; যে সকল রাজসিক, তাঁহারা রজোগুণান্বিতা সেই মায়াকে আরাধনা করেন; যাঁহারা তমোগুণাশ্রিত, তাঁহার অন্ধকার তমোগুণাধিষ্ঠাত্রী মায়াকে 'বিদ্যা' বলিয়া আরাধনা করেন। বস্তুতঃ মায়া ভগবচ্ছক্তির বিকার মাত্র—মায়া বলিয়া পৃথক্ শক্তি নাই—ভগবচ্ছক্তির ছায়া-বিকারই মায়া। মায়াই জীবের বন্ধ ও মুক্তির হেতু। কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইলে মায়া জীবকে জড়বিষয়ে আবদ্ধ করিয়া দণ্ড দেন; কৃষ্ণসাম্মুখ্য লাভ করিলে তিনি সত্ত্বগুণ প্রকাশ করিয়া জীবকে কৃষ্ণজ্ঞান দান করেন। এতন্নিবন্ধন মায়াগুণে আবদ্ধ ব্যক্তিগণ মায়ার আদর্শ স্বরূপশক্তিকে দেখিতে না পাইয়া মায়াকে 'আদ্যাশক্তি' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ামোহিত জীবের উচ্চসিদ্ধান্ত কেবল সুকৃত ক্রমেই হইয়া থাকে, সুকৃত না থাকিলে হয় না।"

পুনরায় পূর্ব্বপক্ষ হইল—"গোকুল উপাসনায় শ্রীদুর্গা-দেবীকে পার্ষদ মধ্যে গণনা করা হইয়াছে; গোকুলগত দুর্গা কে?"

তদুত্তরে শ্রীঠাকুর বলিলেন—

"তিনিই যোগমায়া। চিচ্ছক্তির বিকার বীজরূপে তাঁহার অবস্থিতি। এতন্নিবন্ধন তিনি যখন চিদ্ধামে থাকেন, তখন স্বরূপশক্তির সহিত নিজের অভেদ বুদ্ধি রাখেন; তাঁহার বিকারই জড়মায়া। অতএব জড় মায়াস্থিত দুর্গা সেই দুর্গার পরিচারিকা; চিচ্ছক্তিগতা দুর্গা কৃষ্ণের লীলাপোষণ শক্তি। নিত্যধামে গোপীসকল যে পারকীয়ভাব অবলম্বন পূর্ব্বক কৃষ্ণের রসবিলাস পুষ্টি করেন, তাহা যোগমায়া-প্রদত্ত। রাসলীলায় 'যোগমায়া-মুপাশ্রিতঃ' (ভাঃ ১০।২৯।১০) [অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া রাসক্রীড়া করিতে সঙ্কল্প করিলেন।]—এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, স্বরূপ-শক্তির চিদ্‌বিলাসে অনেকগুলি কার্য্য হয়, যাহা অজ্ঞান-কার্য্যের ন্যায় প্রতীত হয়, কিন্তু বস্তুতঃ অজ্ঞান নয়। মহারসের পুষ্টির জন্য তদ্রূপ অজ্ঞান যোগমায়া কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হয়।"

"বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুপ্রসাদ ব্যতীত অন্যান্য দেবদেবীর প্রসাদে কেন অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন?" এইরূপ পূর্ব্ব-পক্ষের উত্তরে ঠাকুর বলিয়াছেন—

"বৈষ্ণবগণ অপর দেবদেবীর প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন না। শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র পরমেশ্বর। অন্যান্য দেবদেবী তাঁহার অধিকৃত ভক্ত। ভক্তপ্রসাদে শ্রদ্ধা ব্যতীত বৈষ্ণবের অশ্রদ্ধা নাই। ভক্তপ্রসাদ গ্রহণে শুদ্ধভক্তিলাভ হয়। ভক্তদিগের পদরজঃ, ভক্তদিগের চরণামৃত ও ভক্তদিগের অধরামৃত—এই তিনটি পরম উপাদেয় বস্তু। মূল কথা এই যে, মায়াবাদী যে দেবতারই পূজা করুন ও অন্নাদি যে দেবতাকেই অর্পণ করুন, মায়াবাদনিষ্ঠাদোষে সে দেবতা সে পূজা ও খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করেন না। ইহার ভূরিভূরি শাস্ত্রপ্রমাণ আছে। অন্যদেব-পূজকগণ প্রায়ই মায়াবাদী। তাঁহাদের প্রদত্ত দেবপ্রসাদ লইলে ভক্তির হানি হয় ও ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধ হয়। কোন শুদ্ধবৈষ্ণব যদি কৃষ্ণার্পিত প্রসাদান্ন অন্য দেবদেবীকে দেন, সেই দেবদেবী বড় আনন্দের সহিত তাহা স্বীকার করিয়া নৃত্য করেন। পুনরায় তাঁহার প্রসাদও বৈষ্ণব জীবমাত্রেই পাইয়া আনন্দ লাভ করেন। আরও দেখুন শাস্ত্র-আজ্ঞাই বলবান্। যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি কোন দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না। ইহাতে একথা বলা যাইতে পারে না যে, যোগাভ্যাসী ব্যক্তি অন্য দেবতার প্রসাদে অশ্রদ্ধা করেন। যোগকার্য্যে প্রসাদ পরিত্যাগ করিলে একান্ত ধ্যানের উপকার হয়। তদ্রূপ **ভক্তিসাধনে উপাস্যদেব ব্যতীত অন্যদেবের প্রসাদাদি লইলে অনন্যভক্তি সাধিত হয় না**। ইহাতে অন্য দেবদেবীর প্রসাদে যে কেহ অশ্রদ্ধা করে এরূপ নয়। শাস্ত্র-আজ্ঞা-মতে আপন আপন প্রয়োজন সিদ্ধিতে যত্ন করে, এইমাত্র জানিবেন।"　　(ক্রমশঃ)

জীবের দুঃখ ও তন্নিবৃত্তি

[শ্রীধরণীধর ঘোষাল বি-এ]

"শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ —"

জীব অমৃতের পুত্র। অমৃত—রস। "রসো বৈ সঃ। রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।" আনন্দময়ের, রসময়ের সংস্পর্শে এলে জীব আনন্দী হয়ে যায়। আনন্দ হ'তেই ভূতের জন্ম, আনন্দদ্বারা তা'রা জীবিত, আনন্দেরদিকেই তা'দের গমন, শেষে আনন্দেই তা'দের প্রবেশ। আনন্দময় বিভুচৈতন্য-পুরুষ হ'তে জন্ম ব'লে, অণুচৈতন্য জীবও স্বরূপতঃ অণুআনন্দময়। কিন্তু হায়, কোথায় তাহার সে আনন্দ? বস্তুতঃ জগতে দেখা যায় কি? কেবল দুঃখ আর দুঃখ। আনন্দ যা আছে, দুঃখের তুলনায় তা' খুবই নগণ্য। আর সে আনন্দ, আনন্দবৎ প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত আনন্দ নহে। কারণ এই মুহূর্ত্তে যাহা আনন্দ পর মুহূর্ত্তেই যে তাহা দুঃখে পরিণত হয়। সুতরাং তাদৃশ পরিণাম-দুঃখময়, ক্ষয়িষ্ণু, কালক্ষোভ্য আনন্দকে কোন পরিণামদর্শী বিজ্ঞ ব্যক্তিই আনন্দ জ্ঞানে ভ্রান্ত হন না। মায়ামোহমুগ্ধ অজ্ঞ জীবই ঐ দুঃখের রূপান্তর মিথ্যানন্দ বা নিরানন্দকেই আনন্দ-জ্ঞানে মোহ প্রাপ্ত হন। জীব যতপ্রকার দুঃখ ভোগ করে, শাস্ত্রকারগণ সেই সব খুঁজে বাহির করে, তা'দের তিনটা ভাগে ভাগ ক'রেছেন—আধ্যাত্মিক, অধিভৌতিক আর আধিদৈবিক। ইহার নাম দিয়েছেন 'ত্রিতাপ'। এই ত্রিতাপে জ্বলে পুড়ে জীব প্রতি নিয়ত ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌ছে পরিত্রাণের পথ দেখ্‌তে পাচ্ছে না।

জগতটা পরিবর্ত্তনশীল, ক্ষণস্থায়ী, নশ্বর—দিন দুইয়ের খেলা মাত্র। এই দু'দিনের জন্য তথায় আশ্রয় বেঁধে কি লাভ? তাই নির্ব্বিণ্ণ ঋষি বটপত্র মস্তকে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। নশ্বর জগতের নশ্বর সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে উপেক্ষা, ভগবদ্-বহির্ম্মুখ সংসারকে পরিহার করার এই মনোভাব ও প্রবণতার অনুগামীরা ঐ ঋষির অভিপ্রায় আরো সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত ক'রেছেন। তাঁ'রা বলেন, "মূঢ় জীব, তুমি যে জগতে এসেছ, সেই জগতটা নিত্যসত্তা-নিত্যজ্ঞান-নিত্যআনন্দময় বিশুদ্ধসত্ত্ব ভগবন্ হইতে উদ্ভূত হওয়ায় ইহার তাৎকালিক সত্যতা অবশ্য স্বীকার্য্য হইলেও ইহা শ্রীভগবানের অচিচ্ছক্তি পরিণত হওয়ায় ইহার সার্ব্বকালিক সত্যতা নাই, তজ্জন্য ইহা সার্ব্বকালিক সত্তারহিত অসৎ, স্বপ্নবৎ অল্পকালবর্ত্তী এবং জ্ঞানশূন্য জড় ও অতীব দুঃখপ্রদ। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—

> "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং
> স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখম্।
> ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে
> মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি॥"
>
> (ভাঃ.১০।১৪।২২)

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবের প্রায় সমগ্র জীবনটাই দুঃখময়। দুঃখের পর সুখ, সুখের পর দুঃখ আসিলেও দুঃখেই তাহার জীবনের অবসান হয়। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত তা'কে কত আপদ-বিপদ, আধি ব্যাধি যে ভোগ কর্‌তে হয়, তার অন্ত নাই। আবার এ সকল অনিবার্য্যও বটে, জীবের সাধ্য নেই যে সে তা'দিগকে নিবারণ করে। এ দুঃখ তার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল। উপরন্তু এ জন্মের কর্ম্মফলও পরজন্মে ভোগ কর্‌তে হবে। অতএব কর্ম্ম হ'তেই তার এই দুর্ভোগ, এই সংসার বন্ধন। জন্মের সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যুও ধেয়ে আসে। জন্ম—মৃত্যু, মৃত্যু—জন্ম। বার-বার জননী জঠরে জীবকে গতাগতির দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ কর্‌তে হয়।

মায়ামুগ্ধ জীবের এই অসীম দুঃখ, দুর্দ্দশা, যন্ত্রণা দেখে, তা'দের পরিত্রাণের জন্য, করুণায় বিগলিত চিত্ত হয়ে, পতিতপাবন শ্রীগৌরহরির ঔদার্য্য লীলার পার্ষদ প্রধান শ্রীল সনাতন গোস্বামী—

"............প্রভুর চরণে ধরিয়া।
দৈন্য বিনতি করে দন্তে তৃণ লঞা॥"
"কে আমি, কেনে আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥
'সাধ্য', 'সাধন-তত্ত্ব' পুছিতে না জানি।
কৃপা করি সব তত্ত্ব কহ ত' আপনি॥"

অভয়পদ, পরমদয়াল, সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের অন্তরের ব্যথা ও কথা জেনে, তাঁ'কে উপলক্ষ্য ক'রে জগতের জীবকে অভয়বাণী শুনিয়েছেন, অমূল্য উপদেশামৃত বিতরণ করেছেন। তিনি সনাতনকে বলেছেন,—সনাতন, তুমি জান্‌তে চেয়েছ—

(১) কে আমি? বলি শোন—
"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের-তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥"

(২) কেন আমায় জারে তাপত্রয়? উত্তর—
"'কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥"

(৩) কেমনে হিত হয়? উত্তর—
"সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"

কৃষ্ণোন্মুখ হলেই জীব মায়ার কবল থেকে উদ্ধার পেতে পারে, তার ত্রিতাপ জ্বালা দূর হতে পারে।

কিন্তু জীব কৃষ্ণোন্মুখ হবে কি করে, কি উপায়ে? শ্রীপাদ সনাতন প্রভু পূর্ব্বে; প্রথমেই নিবেদন করেছেন—

"কৃপা করি যদি মোরে করিয়াছ উদ্ধার।
আপনকৃপাতে কহ 'কর্ত্তব্য' আমার॥"

"কি কর্ত্তব্য আমার" প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলেছেন,—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়া জাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস। দাসের একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম,—প্রভুর সেবা বিধান। জীবের স্বরূপগত পরম ও চরম ধর্ম্ম কৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তি। কৃষ্ণের সেবা যদি সে পায়, তা' হলে তার ত্রিতাপ জ্বালা আনুষঙ্গিক ফলেই দূর হয়ে যায়। কারণ কৃষ্ণই রসস্বরূপ। 'রসো বৈ সঃ।' কৃষ্ণই সুখ স্বরূপ। দাসের সেবায় তুষ্ট হলে প্রভু তাঁহার হ্লাদিনী-দ্বারা দাসগণকে প্রেমসুখ-রূপ প্রসাদ দান করেন। দাস কৃতকৃতার্থ হয়ে যায়। কিন্তু জীব সে সুখ চায় না কেন? কেন সে দুঃখ ভোগ করে?—কারণ, "সে অনাদি কৃষ্ণ-বহির্মুখ।"—কৃষ্ণের নিকটে থেকেও, সে কৃষ্ণের দিকে পিছন ফিরে আছে। আলোর দিকে পিছন ফিরে থাক্‌লে, সম্মুখে অন্ধকারই পড়ে। সুখ-স্বরূপ কৃষ্ণের দিকে না তাকিয়ে সে তাকিয়ে আছে বিপরীত দিকে। ফলে সুখের বিপরীত যে দুঃখ জীব সেই দুঃখেরই মুখোমুখী হয়ে পড়ায় ভয়ে আঁৎকে উঠ্‌ছে, চীৎকার করে কেঁদে মর্‌ছে।

শ্রীগীতাতেও ভগবদুক্তিঃ (৭।১৩ ও ২৫)—
"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥
নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্॥"

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনগুণের দ্বারা জগৎ মোহিত। তাই আমার পরম অব্যয় ভাব জীব জান্‌তে পারে না। মেঘ যেমন সূর্য্যের স্বরূপ ঢেকে রাখে, সূর্য্য উদিত হলেও তাকে দেখা যায় না, তেমনি যোগমায়া দ্বারা আমার নিত্য প্রকাশমান শ্যামসুন্দররূপ সমাচ্ছন্ন। তাই মূঢ়লোক অব্যয় স্বরূপ আমাকে জান্‌তে পারে না।

ত্রিগুণে জড়িত হয়ে মূঢ় জীবের স্মৃতি বিপর্য্যয় হয়। সে যে সচ্চিদানন্দময় কৃষ্ণেরই অংশ (অণুচিৎ) কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণসেবার জন্যই জগতে এসেছে তা' ভুলে গেছে। ভুলে গেছে বলেই, মায়া তার এবং তার প্রভুর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়েছে আর তাকে অশেষ বিশেষ প্রকারে লাঞ্ছনা, যন্ত্রণা দিচ্ছে। এই মায়াকে সরালেই সে তার নিত্য প্রকাশমান প্রভুকে দেখ্‌তে পাবে। কিন্তু মায়াকে সরাবে, অতিক্রম করবে কিরূপে? শ্রীভগবান্ গীতায় (৭।১৪) ব'লছেন—"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।"—আমার এই ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুস্তরা। পরম কারুণিক শ্রীভগবান জীবের হতাশ ভাব লক্ষ্য করে

সঙ্গে-সঙ্গে অভয় দিয়ে বলেছেন—'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'—যারা আমার শরণাগত হয়, কেবল তারাই এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হতে পারে।

অক্ষম, অশক্ত, পঙ্গু জীবের এমন শক্তি নেই যে, সে নিজে মায়াজাল ছিন্ন করবে। ভীতচকিত নেত্রে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখছে, ভাবছে কে এমন দয়াল আছেন, যিনি অহৈতুকী কৃপা করে তাকে শক্তি দেবেন, তার হাতে ধরে মায়াবরণ দূর করে, সেই সর্ব্বানন্দধাম পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-প্রান্তে নিয়ে যাবেন? আর্ত্তজীব দিশেহারা হয়ে, নিরুপায় হয়ে, কাতর কণ্ঠে যখন "হা গোবিন্দ," "হা কৃষ্ণ রক্ষ মাং" বলে ডাকে, তখন আর্ত্তবন্ধু, দীনবন্ধু পরম কৃপাময় ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ শ্রীগুরুরূপে অবতীর্ণ হয়ে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা দ্বারা সেই অন্ধ পঙ্গু আর্ত্ত (ভক্ত) জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করে, তাঁর অমৃত-অভয়-অশোক-শ্রীচরণ-দর্শনের এবং সেবা-লাভের যোগ্যতা দিয়ে তার সমস্ত দুঃখ, বেদনা ও যন্ত্রণার উপশম করেন।

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১।৪৫)

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্ম-রূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণমোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০।১২২-১২৩)

"'কৃষ্ণ, তোমার হঙ' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥"

(ঐ মধ্য ২২।৩৩)

নিবৃত্ত-দুঃখ জীব তখন ধন্য হয়ে, কৃতকৃতার্থ হয়ে ভক্তি-গদ্গদকণ্ঠে বলে—

অজ্ঞান-তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্॥

ব্রহ্মবিমোহন

[শ্রীচিন্ময় পণ্ডা]

ব্রহ্মবিমোহনং বন্দে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহম্।
সর্বেশ্বরেশ্বরং কৃষ্ণং সর্বকারণ-কারণম্॥

একদা ব্রহ্মা কৌতুক পরবশ হইয়া শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও বয়স্যগণকে চুরি করিয়াছিলেন। প্রথমে বৎসগণ কোথায় গেল, চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ খুঁজিতে বাহির হইয়াছেন। পরে খুঁজিয়া না পাইয়া পুলিনে ফিরিয়া গেলেন। গিয়া দেখেন যে, সখাগণও কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ বড়ই চিন্তাযুক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। গো-বৎসাদি শান্তরসের এবং শ্রীদাম-সুদাম-সুবলাদি সখ্যরসের সেবকগণকে অনুগৃহীত করিবার জন্য বৎসপালনে আত্ম-নিয়োগ করিলেও তিনি সর্ব্বশক্তিমান ও সর্বজ্ঞ। তাই শ্রীকৃষ্ণ বুঝিলেন, ব্রহ্মাই তাঁহার বৎসগণ ও সখাগণকে অপহরণ করিয়াছেন।

তিনি তখন নিজ অঙ্গ হইতে স্বীয় সখাগণ এবং ধবলী, শ্যামলী, কমলা, অমলা প্রভৃতি সহস্র সহস্র গো-বৎস প্রকাশপূর্বক তাহাদিগকে লইয়া শিঙ্গা ও বেণু বাদন করিতে করিতে প্রত্যহ যেরূপ গৃহে গমন করিয়া থাকেন, সেদিনও তদ্রূপ গেলেন। তিনিই গোবৎস, তিনিই গোপশিশু, তিনিই বৎসের ঘণ্টা, তিনিই বৎসবন্ধনের রজ্জু। বিভিন্ন বৎসের নামে তিনি তাঁহাকেই ডাকিতেছেন। ডাকিয়া নিজেরই গলায় নিজেই রজ্জু লাগাইয়া গৃহাভিমুখে টানিয়া লইয়া

যাইতেছেন। এই লীলা কেহ কি কখনও দেখিয়াছেন অথবা শুনিয়াছেন? তাঁহার ধাম, তাঁহার লীলা, তাঁহার ভক্ত, সবই যে অভিন্ন-তত্ত্ব তাহা এই লীলায় মূর্ত্তিমন্ত হইয়াছে।

বৃন্দাবনের গাভীগণকে ও ব্রজবালকগণকে তিনি কত যে ভালবাসেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের বৎস ও বয়স্যগণকে লুকাইয়া রাখিলে, তিনি আপন-স্বরূপ হইতে তাহাদিগকে প্রকট করতঃ প্রায় এক বৎসরকাল নিত্য গোষ্ঠবিহার করিয়াছেন। আমাদের সৌর বিচারের এক বৎসরকাল অতীত হইলে ব্রহ্মা ফিরিয়া আসিয়া শ্রীকৃষ্ণকে যেরূপ ক্রীড়া পরায়ণ দর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপই দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন।

একদল গোবৎস ও ব্রজবালক তাঁহার সঙ্গে ক্রীড়ারত, ঠিক অনুরূপ অপর দল ব্রহ্মা কর্তৃক যথাস্থানে লুক্কাইত। ইহাই ব্রহ্মার বিস্ময়ের কারণ। এইজন্য শ্রীকৃষ্ণের নাম হইল 'ব্রহ্মবিমোহন'।

বিস্ময়াবিষ্ট ব্রহ্মা অনিমেষ-নয়নে শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠ-খেলা দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দৃশ্যপট পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গী অগণিত গোবৎস ও ব্রজবয়স্যগণের স্থলে অসংখ্য নারায়ণ-মূর্ত্তি ব্রহ্মার নয়নের গোচরীভূত হইল। ব্রহ্মা যেদিকে চাহেন, সেই দিকেই দেখেন—শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অগণিত পীতাম্বর নারায়ণ মূর্ত্তি। এক নারায়ণের নাভিপদ্মে ব্রহ্মার জন্ম। সেইরূপ অসংখ্য নারায়ণ-মূর্ত্তি দর্শনে ব্রহ্মা বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। এবম্বিধ মহৈশ্বর্য্য ব্রহ্মার কল্পনাতীত। তিনি ছুটিয়া যাইয়া শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে পতিত হইলেন এবং নিজের অজ্ঞতা ও বিজ্ঞম্মন্যজনিত অপরাধ ক্ষয় ও করুণা লাভের জন্য প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মবিমোহন-লীলায় কর্ম্মী ও জ্ঞানীগণের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের চিদ্‌বিলাস-লীলা সম্বন্ধে সন্দেহ নিরাস করা হইয়াছে। এবং ঐশ্বর্যবুদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অবমাননার মূঢ়তা প্রদর্শিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্যের অভ্যন্তরে যে শ্রীনারায়ণের ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণভাবে আছে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'.

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
2. Periodicity of its publication : Monthly.
3. & 4. Printer's and publisher's name : Mangalniloy Brahmachary.
   Nationality : Hindu.
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj.
   Nationality : Hindu.
   Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.
6. Name and address of the owner of the news paper : Sri Chaitanya Gaudiya Math. 35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26.

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. Mangalniloy Brahmachary.
Signature of Publisher.

Dated 29-3-1965.

পরমগুরুদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের

একনবতিতম আবির্ভাব-বাসরে তদীয় শ্রীচরণসরোজে—

—আর্ত্তিনিবেদন—

প্রভুপাদ (ওগো) প্রভুপাদ !
তোমার চরণে জানাই প্রণতি
ক্ষমাকর অপরাধ ॥
আজিকে তোমার প্রকট বাসর
স্মরণ করায়ে দিল ।
"শ্রীহরি-ভজন ব্যতীত আমার
সময় চলিয়া গেল ॥
দিবসের পর রাত্রি আসে ফিরে
ঘুরে আসে বৎসর ।
পরম কল্যাণ লাভ করিবারে
হইল না অবসর ॥
বিষয়-করম হইতেছে মোর
হ'য়েছে অন্য কাজ ।
মায়া-দাসত্ব করিতে আমার
নাহিক মনেতে লাজ ॥
শ্রীহরি-ভজনে আসিবে ঝঞ্ঝা
আসিবেই শত বাধা ।
তাহাতে ছাড়িলে ভজন প্রয়াস
কাজ হইবে না সাধা ॥
ভজন বিষয়ে অলস হইয়া
জীবন হইলে শেষ ।
কিরূপে জনম হইবে সফল
আছে কি ভাবনা লেশ ॥"
আজি দেখিতেছি শতেক ভকত
হইয়াছে সমবেত ।
দানিতে তোমার চরণে অর্ঘ্য
ল'য়ে সম্ভার কত ॥
তাহারা লভিবে তোমার করুণা
করিয়াছে তব সেবা ।
তাহারা পাইবে তব শুভাশিস্
(হরি) ভজন করেছে যেবা ॥
করি নাই আমি কোনও করম
তব উপদেশ মত ।
করিয়াছি কত বিফল প্রয়াস
আপনার মনোমত

শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে
তব অমূল্য বাণী ।
প্রবেশ ক'রেছে কর্ণকুহরে
তাহা কভু নাহি গণি ॥
কিরূপে পাইব তোমার করুণা
মায়াজাল কাটিবারে ।
কেমনে পুরিবে জীবনের সাধ
প্রাণ পুড়ে হাহাকারে ॥
নিরলস তব হরিগুণ গান
হরিকীর্ত্তন কথা ।
যে শুনেছে তার মন মজিয়াছে
না মানে অন্যকথা ॥
অগণিত মঠ মন্দির র'চি
হরিকথা পরচার ।
করিয়াছ তুমি প্রকট সময়ে
কে না জানে সমাচার ॥
আশ্রয় লভি সেই সব স্থানে
কতশত মতিমান ।
শ্রীচরণ সেবা করিয়া তোমার
লভিয়াছে কল্যাণ ॥
আমার জীবনে এহেন সুযোগ
হইল না কভু হায় ।
ভাবিতেছি মোর করমের ফল
আয়ু যে ফুরায়ে যায় ।
করুণা-নিধান হে পরমগুরু
কৃপাবারি সিঞ্চনে ।
টানিয়া লহহে নিজ পদতলে
এ দীন অকিঞ্চনে ॥
পূজিতে তোমার চরণপদ্ম
আমার শকতি নাই ।
দয়া করি তুমি আশ্রয় দিলে
তবে উদ্ধার পাই ॥

শ্রীচরণরেণু প্রার্থী দাসানুদাস—
শ্রীবিভুপদ দাসাধিকারী ।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ

[পরিব্রাজকাচার্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ]

শ্রেয়ঃ শব্দের অর্থ মঙ্গল বা শুভকর, আর প্রেয়ঃ শব্দের অর্থ প্রিয়তম। শ্রেয়ঃ শব্দের বিচার করিতে গেলে স্বতঃই প্রেয়ঃ শব্দের আলোচনা হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়বান্ বদ্ধ জীব স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়ের দাস। চক্ষু, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রীতিজনক কার্য্যেই সাধারণতঃ সকলেরই রুচি। ইন্দ্রিয়সকল যাহা ভালবাসে তাহাই বদ্ধ জীবের বিচারে শ্রেয়ঃ। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির নিমিত্ত মানুষ মানুষকে ভালবাসে, আর ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তির বাধক হইলে পরম প্রিয় পিতা-মাতা-ভ্রাতাদিও শত্রু হইয়া উঠে। ইন্দ্রিয়জাত সুখকেই আমরা শ্রেয়ঃ মনে করি।

সুখলাগি সর্ব্বজীব নানা যুক্তি করে।
তর্ক করে যোগ করে সংসার ভিতরে॥
সুখ লাগি সংসার ছাড়িয়া বনে যায়।
সুখ লাগি যুদ্ধ করে রাজায় রাজায়॥
সুখ লাগি কামিনী কনক পাছে ধায়।
সুখ লাগি শিল্প আর বিজ্ঞান চালায়॥
সুখ লাগি সুখ ছাড়ে ক্লেশ শিক্ষা করে।
সুখ লাগি অর্ণব মধ্যেতে ডুবি মরে॥
নিত্যানন্দ বলে ডাকে দু'হাত তুলিয়া।
এস জীব কর্ম্ম জ্ঞান সঙ্কট ছাড়িয়া॥
সুখ লাগি চেষ্টা তব তাহা আমি দিব।
তার বিনিময়ে আমি কিছু না লইব॥
কষ্ট নাই ব্যয় নাই নাহিক যাতনা।
হা গৌরাঙ্গ ব'লে ডাক নাহিক ভাবনা॥
যে সুখ আমি ত দিব তার নাহি সম।
সর্ব্বদা বিমলানন্দ নাহি তার ভ্রম॥
এইরূপে প্রেম যাচে নিত্যানন্দরায়।
অভাগা করম দোষে তাহা নাহি পায়॥

শ্রীমদ্ভাগবতে প্রাচীনবর্হি রাজার প্রতি দেবর্ষি নারদের উক্তি—

"শ্রেয়স্ত্বং কতমদ্রাজন্ কর্ম্মণাত্মন ঈহসে।
দুঃখহানিঃ সুখাবাপ্তিঃ শ্রেয়স্তন্নেহ চেষ্যতে॥"

(৪।২৫।৪)

'হে রাজন্, আপনি এই কাম্য কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা কোন্ শ্রেয়ঃ কামনা করিতেছেন? দুঃখনিবৃত্তি ও সুখপ্রাপ্তি এই দুইটী শ্রেয়ঃ বলিয়া কথিত হইলেও কর্ম্মদ্বারা তাহা লভ্য নহে।'

প্রাচীনবর্হির উক্তি—

"ন জানামি মহাভাগ পরং কর্ম্মাপবিদ্ধধীঃ।
ব্রূহি মে বিমলং জ্ঞানং যেন মুচ্যেয় কর্ম্মভিঃ॥
গৃহেষু কূটধর্ম্মেষু পুত্রদারধনার্থধীঃ।
ন পরং বিন্দতে মূঢ়ো ভ্রাম্যন্ সংসারবর্ত্মসু॥"

(৪।২৫।৫-৬)

রাজা প্রাচীনবর্হি বলিলেন—'হে মহাভাগ, আমার বুদ্ধি কর্ম্মবিদ্ধা হওয়ায় আমি আমার পরম মঙ্গলোপায় জানিতে পারি নাই। যাহাতে আমি এই কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারি আপনি আমাকে সেইরূপ নির্ম্মলজ্ঞান উপদেশ করুন। হে দেব, গৃহব্রত ব্যক্তির পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই 'পরমার্থ' বলিয়া ভ্রম হইয়া থাকে। তাহাতেই ঐ মূঢ় ব্যক্তি কাম্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানপর হইয়া সংসারমার্গে বিচরণ করে, কিন্তু তাহাতে পরমার্থলাভ কখনই হইতে পারে না।'

"কিং বা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাস-স্বাধ্যায়য়োরপি।
কিং বা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ॥
শ্রেয়সামপি সর্ব্বেষামাত্মা হ্যবধিরর্থতঃ।
সর্ব্বেষামপি ভূতানাং হরিরাত্মাত্মদঃ প্রিয়ঃ॥"

(ভাঃ ৪।৩১।১২-১৩)

"শ্রেয়সামিহ সর্ব্বেষাং জ্ঞানং নিঃশ্রেয়সং পরম্।
সুখং তরতি দুষ্পারং জ্ঞান-নৌর্ব্যসনার্ণবম্॥"
(ভাঃ ৪।২৪।৭৫)

প্রাণায়ামাদি অষ্টাঙ্গযোগ, দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, এমন কি, সন্ন্যাস ও বেদাধ্যয়ন এবং ব্রত ও বৈরাগ্যাদি অন্যান্য শ্রেয়ঃ সাধন যাহাতে শ্রীহরির ইন্দ্রিয়-তোষণ না হয় (কেবল জীবের আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তিমাত্র হয়) সেই সকল সাধন দ্বারা কি লাভ? সর্ব্বপ্রকার শ্রেয়ঃফলের পরাকাষ্ঠা পরমার্থতঃ একমাত্র আত্মাই। সকল প্রাণীর আত্মা—শ্রীহরি। তিনি জীবের অবিদ্যা নিরাস করিয়া নিত্যস্বরূপ প্রকাশক, আত্মপ্রদ ও পরমার্থস্বরূপ।

ইহলোকে যত প্রকার কল্যাণ আছে, শুদ্ধ ভগবজ্‌-জ্ঞানই তাহাদের মধ্যে পরম শ্রেয়ঃ; কারণ, যিনি জ্ঞানরূপ তরণী আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দুস্তর বিপদপূর্ণ সংসার-সাগর অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমাদের অবস্থা ভাগবতে (৪।২৯।৩০-৩৪) এইরূপ বর্ণিত—

"ক্ষুৎপরীতো যথা দীনঃ সারমেয়ো গৃহং গৃহম্।
চরন্ বিন্দতি যদ্দিষ্টং দণ্ডমোদনমেব বা॥
তথা কামাশয়ো জীব উচ্চাবচপথা ভ্রমন্।
উপর্য্যধো বা মধ্যে বা যাতি দিষ্টং প্রিয়াপ্রিয়ম্॥
দুঃখেষ্বেকতরেণাপি দৈবভূতাত্মহেতুষু।
জীবস্য ন ব্যবচ্ছেদঃ স্যাচ্চেৎ তত্তৎপ্রতিক্রিয়া॥
যথা হি পুরুষো ভারং শিরসা গুরুমুদ্বহন্।
তং স্কন্ধেন স আধত্তে তথা সর্ব্বাঃ প্রতিক্রিয়াঃ॥
নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্ম্মণাং কর্ম্ম-কেবলম্।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ॥"

ক্ষুধায় কাতর দীন কুকুর যেমন গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিয়া প্রারব্ধানুসারে কোথায়ও দণ্ডদ্বারা তাড়িত কোথাও বা কিছু খাদ্য লাভ করে, তদ্রূপ কামাত্মা জীব উচ্চ ও নীচ মার্গ ভ্রমণ করিতে করিতে দেবাদি উর্দ্ধলোক, নরকাদি অধোলোক ও মনুষ্যাদি মধ্যলোকে ভ্রমণ করিতে করিতে সুখ দুঃখরূপ ভাগ্য লাভ করিয়া থাকে। যদিও দুঃখের প্রতিকারের উপায় শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দিষ্ট আছে, তথাপি অধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ দুঃখের মধ্যে একটী দুঃখ হইতেও জীবের নিস্তার নাই। যেমন কোন ব্যক্তি মস্তকে গুরুতর ভার বহন করিতে করিতে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলে তাহা স্কন্ধে স্থাপন করিয়া মস্তকের ভার লাঘব করে; কিন্তু পরক্ষণেই স্কন্ধে তাদৃশ কষ্ট অনুভূত হয়, তদ্রূপ যে সকল দুঃখ প্রতিকারের উপায় আছে, তাহাতে ঐকান্তিক দুঃখের কিছুমাত্র নিবৃত্তি হয় না।

প্রেমবিবর্ত্তে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের উক্তি—

"আমি নিত্য কৃষ্ণদাস এই কথা ভুলে।
মায়ার নফর হঞা চিরদিন বুলে॥
কভু রাজা কভু প্রজা কভু বিপ্র শূদ্র।
কভু দুঃখী কভু সুখী কভু কীট ক্ষুদ্র॥
এইরূপ সংসার ভ্রমিতে কোন জন।
সাধুসঙ্গে নিজতত্ত্ব অবগত হন॥
নিজতত্ত্ব জানি আর সংসার না চায়।
কেন বা ভজিনু মায়া করে হায় হায়॥
কেঁদে বলে ওহে কৃষ্ণ আমি তব দাস।
তোমার চরণ ছাড়ি হৈল সর্ব্বনাশ॥
কাকুতি করিয়া কৃষ্ণে ডাকে একবার।
কৃপা করি কৃষ্ণ তারে ছাড়ান সংসার॥
সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম এই মাত্র চাই।
সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥"

কঠ উপনিষদে শ্রীযমরাজের উক্তি—

অন্যচ্ছ্রেয়োঽন্যদুতৈব প্রেয়-
স্তে উভে নানার্থে পুরুষং সিনীতঃ।
তয়োঃ শ্রেয় আদদানস্য সাধু ভবতি
হীয়তেঽর্থাদ্ য উ প্রেয়ো বৃণীতে॥

শ্রেয়শ্চ প্রেয়শ্চ মনুষ্যমেত-
স্তৌ সম্পরীত্য বিবিনক্তি ধীরঃ।
শ্রেয়ো হি ধীরোঽভি প্রেয়সো বৃণীতে
প্রেয়ো মন্দো যোগক্ষেমাদ্ বৃণীতে॥

প্রিয় স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি আত্মজ্ঞানরূপ শ্রেয়ঃ হইতে পৃথক। এই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ মোক্ষ ও ভোগের নিমিত্ত মানুষকে আবদ্ধ করে অর্থাৎ তত্তৎ সাধনে প্রবৃত্ত করে। তন্মধ্যে শ্রেয়ঃ গ্রহণকারীর মঙ্গল হয় আর ভোগের পদার্থ স্ত্রী-পুত্র-ধনাদি যাহারা চায় তাহারা পুরুষার্থ হইতে বিচ্যুত হয়।

শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ উভয়ই মনুষ্যের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি উভয়কে সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া ইহাই স্থির করেন যে আত্মজ্ঞানরূপ শ্রেয়ঃ মুক্তির কারণ, আর সংসার ভোগরূপ প্রেয়ঃ সংসার-বন্ধনের কারণ। সুতরাং ধীর ব্যক্তি শ্রেয়ঃ গ্রহণ করেন আর মূর্খ ব্যক্তি প্রেয়ঃ পদার্থকেই বরণ করে।

পরম বৈষ্ণব ধর্ম্মরাজ এই তত্ত্বটী নচিকেতা নামক বালকের নিকট উপদেশ করিয়া তাহাকে পরম শ্রেয়ঃ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে 'নিঃশ্রেয়স্' বলিয়া একটী কথা আছে। যাহার অর্থ নাস্তি শ্রেয়ো যস্মাৎ অর্থাৎ যাহা হইতে আর কিছু শ্রেষ্ঠ মঙ্গল নাই। যথা—

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

ধীর ব্যক্তি অন্যান্য বহু জন্মের পর সুদুর্লভ অনিত্য মানবজন্ম লাভ করিয়া, যাবৎ দেহের পতন না হয়, তাবৎকালমধ্যে ঐকান্তিক মঙ্গল (পরমার্থ) জন্য যত্নবান্ হইবে। আহারাদি বিষয়ভোগসকল সর্ব্বপ্রাণী-জন্মেই আছে, কিন্তু পরমার্থচেষ্টা এই মনুষ্যজন্মব্যতীত অন্য জন্মে সম্ভব হইবে না। অতএব পরম শ্রেয়ঃ লাভ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মের সেবাতেই আছে। শ্রীনারদ গোস্বামীর বাক্য—

"তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্ভ্রমতামুপর্য্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্ব্বত্র গভীররংহসা॥" (ভাঃ ১।৫।১৮)

বিচক্ষণ ব্যক্তি সেই বস্তুর জন্যই যত্ন করিবেন যাহা উর্দ্ধে ব্রহ্মলোক হইতে অধঃ পাতাল পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন ভ্রমণ করিয়াও পাওয়া যায় না, কিন্তু যে বিষয়সুখ প্রাক্তন কর্ম্মফলে দুঃখের মতই স্বয়ং আসে তাহা কালক্ষোভ্য বলিয়া তাদৃশ সুখের জন্য যত্নবান্ হওয়া উচিত নহে, কারণ নরকাদিতেও তাহা সুলভ।

———

অভাব বোধ

[শ্রীরামকৃষ্ণ চাব্‌রি]

ভাব বিহীন অবস্থাই 'অভাব'। আমরা সকলেই অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত, কিন্তু কিসের এই অভাব, কেনই বা এই অভাব এবং উক্ত অভাব দূরীভূত করিবার পথই বা কি? এই সমস্ত প্রশ্নের গবেষণা এবং সামঞ্জস্য-পূর্ণ সমাধান আমাদের দেশের আর্য্য ঋষিগণ আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা অন্য দেশের পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ আজও করিতে অসমর্থ।

এখন দেখা যাউক আমাদের অভাব কিসের? আপাততঃ প্রতীয়মান হয় অভাব—অর্থের। অর্থের দ্বারা যাবতীয় খেয়াল পূর্ণ হইবে, জীবিকানির্ব্বাহ হইবে, অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া সুখে বসবাস করা যাইবে, স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়-স্বজন, দাস-দাসী সকলেই অনুগত থাকিবে সমাজে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব ইত্যাদি। যত প্রকার আশা আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে

জাগরিত হয়, সমস্তই পূর্ণ হইবে অর্থের দ্বারায়। অতএব অর্থের দ্বারাই আমাদের সমূহ অভাব দূরীভূত হইবে।

কিন্তু উপর উপর না দেখিয়া বিষয়টা তলাইয়া দেখিলে উপলব্ধি করিতে পরিব যাহারা প্রচুর অর্থের মালিক তাহারাও অভাবের তাড়নায় জর্জ্জরিত। বরং দরিদ্র ব্যক্তিদের অভাবের তীব্রতাবোধ কম, কিন্তু ধনী ব্যক্তিগণের অভাববোধ অত্যন্ত প্রবল। আমাদের যাবতীয় কর্ম্ম প্রচেষ্টা অভাব পূরণের জন্য ; অথচ দিবা-রাত্র অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও অভাব পূর্ণ হইতেছে না। অভাব পূর্ণ না হইলে সুখ শান্তির কোন সম্ভাবনা নাই। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা মানুষকে নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা অভাব দূরীকরণের পথ দেখাইয়া দিতেছে, তথাপি আমাদের অভাব দূরীভূত হওয়া দূরের কথা ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিতেছে, বিজ্ঞানের এত আবিষ্কার সত্ত্বেও আজিকার পৃথিবী অভাবের তাড়নায় ক্লিষ্ট, পিষ্ট, জর্জ্জরিত, অশান্ত।

আমাদের দেশে রামায়ণের যুগে দেখা যায় রাবণ তাঁর আসুরিক শক্তির দ্বারা ত্রিভুবন জয় করিয়া দেবতাগণকেও বশীভূত করিয়াছিলেন, প্রকৃতির চুলের মুঠি ধরিয়া যাবতীয় ভোগ্য সম্ভার আদায় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পরিণামে তিনি সবংশে ধ্বংস হইলেন। ভারতবাসিগণ এই বিশ্ব প্রকৃতিকে জননী বলিয়া থাকেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা শক্তি 'মহামায়া'। গোবিন্দের চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপিনী দুর্গা প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধন করিতেছেন। গোবিন্দের ইচ্ছানুসারে তিনি সমস্ত কার্য্য করেন।

"সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সাধনশক্তিরেকা
ছায়েব যস্য ভুবনানি বিভর্ত্তি দুর্গা।
ইচ্ছানুরূপমপি যস্য চ চেষ্টতে সা
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

(ব্রহ্ম সং ৪৪)

অতএব বিশ্বজননীর উপর জুলুম না করিয়া যদি আমরা তৎকারণ মালিক শ্রীহরিতে শরণাগত হইয়া তাঁহাকে আর্ত্তির সহিত ডাকিতে পারি, তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে রক্ষা ও পালন করিবেন।

আনুগত্য ধর্ম্মই বৈষ্ণবধর্ম্ম বা জৈবধর্ম্ম। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ন্তা ও কারণ পরমেশ্বরের নিকট জীবের আনুগত্য ব্যতীত গত্যন্তর নাই। যেমন ধনী ব্যক্তির নিকট দরিদ্রকে আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়—পণ্ডিতের নিকট মূর্খ—সবলের নিকট দুর্ব্বল—রূপবানের নিকট কুৎসিত ব্যক্তি অনুগত হয় ইহাই সৃষ্টির নিয়ম। কিন্তু তথাপি আমরা অনেক সময় দাম্ভিকতার দ্বারা আনুগত্য স্বীকার করিতে চাই না। যার বিষময় পরিণাম আমরা আজ প্রতি স্তরে অনুভব করিতেছি।

দেশের মধ্যে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আচার ও চরিত্রভ্রষ্ট এবং কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের মধ্যে অনেকে শ্রেষ্ঠকে মর্য্যাদা প্রদানে পরাঙ্মুখ হওয়ায় সমাজে সর্ব্বত্র বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছে। সমাজের নেতৃস্থানীয় প্রধান ব্যক্তিগণ এবং সাধারণ স্তরের নরনারীগণ উভয়ের কর্ত্তব্যে ক্রুটী থাকায় অধুনা অধিকাংশ জনগণ সরকারের আনুগত্য—ছাত্রগণ শিক্ষকের আনুগত্য—পুত্র পিতার—স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য করিতেছে না। ফলে সমাজে যে অশান্তির উদ্ভব হইয়াছে তাহা আজ প্রত্যেক ব্যক্তিই বিশেষভাবে অনুভব করিতেছেন।

আমি মনে করিতে পারি কাহারও আনুগত্য স্বীকার করিলে আমার বাহাদুরী নষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু বিজ্ঞগণ বলেন, আনুগত্যের দ্বারাই বস্তুতঃ শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারা যায়। বৈষ্ণবাচার্য্য বলিয়াছেন,—

"শিখায়ে শরণাগতি করহে উত্তম"

গীতাতে শ্রীভগবানের চরম কথা—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

অতএব মায়াবদ্ধ দুর্ব্বল জীবের শরণাগতি ব্যতীত গত্যন্তর নাই। এই মায়া প্রকৃতির সহিত লড়াই করিয়া নিজ চেষ্টায় আমরা রক্ষিত হইতে পারি না।

ভারতীয় আর্য্য ঋষিগণ জানিতেন (কেননা তাঁহারা ত্রিকালজ্ঞ ছিলেন) জড় বিজ্ঞানের দ্বারা যে-সমস্ত পার্থিব উন্নতি হইবে তাহাতে জীবের স্ব-পর কল্যাণ কোনটাই সাধিত হইবে না, সে-কারণ তাঁহারা উক্ত বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া স্বয়ং আত্মানুশীলন করিয়াছেন এবং অপরকে আত্মানুশীলনে ব্রতী হইবার জন্য উপদেশ করিয়াছেন। এই জগতে যাবতীয় পদার্থই সসীম, কাজেই সীমাবদ্ধ বস্তুর মধ্যে অভাব থাকিবেই। জীব স্বরূপতঃ চেতন বস্তু, পূর্ণ চেতন শ্রীভগবানের আনুগত্য ব্যতীত জীবের অভাবসমূহ দূরীভূত হইতে পারে না।

শ্রীভগবান্ পূর্ণ, সর্ব্বকারণের-কারণ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব নিয়ন্তা, ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ এবং একমাত্র ভোক্তা, কর্ত্তা, ও ভাবময় তিনি। তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলে জীবের সমস্ত অভাব দূরীভূত হইবে। শরণ্য, শরণাগতকে রক্ষা ও পালন করিবেনই, ইহা ব্যতীত অন্য কোন পথ নাই।

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌর-জন্মোৎসব

শ্রীমায়াপুরে অগণিত দর্শনার্থীর ভীড়

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে বিগত ২৩ গোবিন্দ, ৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ; ২৬ ফাল্গুন, ১০ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১ বিষ্ণু, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ৪ চৈত্র, ১৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের নয় দিবসব্যাপী বিরাট ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীমায়াপুর-ধাম দর্শনের জন্য ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে অগণিত দর্শনার্থীর শুভাগমন হয়। শ্রীগৌর-বিগ্রহ ও বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতিগণের অনুগমনে প্রত্যহ সহস্রাধিক নরনারী নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে নবধাভক্তির পীঠস্বরূপ ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণমুখে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিবিধ লীলাস্থানসমূহ, গৌরভক্তগণের ভজনস্থলী ও প্রাচীন ঐতিহাসিক তীর্থসমূহ দর্শন করেন। স্বামীজীগণ শাস্ত্র পাঠ করিয়া ও বক্তৃতা দ্বারা প্রত্যেক স্থানের মহিমা যাত্রিগণকে বুঝাইয়া দেন। শ্রীমঠের অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রকাশ অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি ললিত গিরি মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণ কেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি,এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থমহোদয় বিভিন্ন দিনে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন।

২৬ ফাল্গুন বুধবার শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধি-বাস দিবসে সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা মুখে বলেন—"যেরূপ ঘুড়ীর নাটাই একভাবে ঘোরালে সূতা জড়িয়ে যায়, অন্যভাবে ঘোরালে খুলে যায়, দুইটাই ঘোরা ক্রিয়া হ'লেও একটী ক্রিয়া দ্বারা বন্ধন অপটীর দ্বারা মুক্তি হয়; ঠিক তদ্রূপ আমরা সংসারকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ দেহ-গেহ-কন্যা-পুত্রাদিকে কেন্দ্র করে ঘুরতে পারি, আবার ভক্ত, ভগবান ও শ্রীভগবদ্ধামকে কেন্দ্র করেও ঘুর্তে পারি। সংসার পরিক্রমার দ্বারা অর্থাৎ প্রাণ,

অর্থ, বুদ্ধি বাক্যের দ্বারা দেহ-গেহাদির জন্য যত্ন কর্তে কর্তে আমরা বন্ধনদশা প্রাপ্ত হই, অপরপক্ষে ভগবদ্ধাম পরিক্রমার দ্বারা অর্থাৎ ভক্ত, ভগবান্ ও ভগবদ্ধামের জন্য প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্যের দ্বারা যত্ন কর্তে কর্তে আমরা বন্ধন হ'তে মুক্তি লাভ কর্তে পারি। জীব-দুঃখকাতর সাধুগণ বহু ক্লেশ সহ্য করে পরিক্রমার এই যে বিরাট দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন এর পশ্চাতে এক মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। যাঁরা শ্রীভগবদ্ধাম পরিক্রমায় যোগদানের জন্য এখানে এসেছেন তাঁরা সকলেই ভগবৎ কৃপাপ্রাপ্ত, কারণ শ্রীভগবানের কৃপা ব্যতীত কেহই ভগবদ্বিষয়ে মনোনিবেশ কর্তে পারেন না। শ্রীধাম পরিক্রমায় শুভাগমনের জন্য আমি আপনাদিগকে সাদর অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

২৯ ফাল্গুন শনিবার পর্য্যন্ত ভক্তগণ শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ পরিক্রমার ক্রমানুসারে ২৭ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার আত্মনিবেদনাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, ২৮ ফাল্গুন শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ এবং ২৯ ফাল্গুন কীর্ত্তন ও স্মরণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুম ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা করেন। তৎপরদিবস ভক্তগণ শ্রীমঠে প্রসাদ সেবনান্তে গঙ্গা পার হইয়া উদ্দণ্ডনৃত্য-কীর্ত্তনমুখে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে অপরাধভঞ্জন পাট ও পাদসেবনাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপ) পরিক্রমা করতঃ সায়ংকালে বিদ্যানগরস্থ 'শ্রীগয়ারাম দাস বিদ্যামন্দিরে' উপনীত হন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও সহস্রাধিক তীর্থযাত্রী ও সাধুগণ বিদ্যামন্দিরের বিশাল ভবনে ৩০ ফাল্গুন ও ১লা চৈত্র দুই রাত্রি অবস্থান করিয়া অর্চ্চনাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমা ও দর্শন করেন। উক্ত দুই দিবস রাত্রিতে বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গণে দুইটী মহতী ধর্ম্মসভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারীর সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ প্রভাবান্বিত হন। শ্রীমঠের সম্পাদক তাঁহার ভাষণে বিদ্যামন্দিরের ক্রমোন্নতি দর্শনে উল্লাস প্রকাশ করেন এবং ভারতের বিভিন্নস্থানের বহু দূর দূর প্রদেশ হইতে আগত শ্রীধাম দর্শনার্থী অতিথিবর্গের বাসস্থানের সুব্যবস্থা করিয়া বিদ্যামন্দিরের কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাদের ধামেশ্বর শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তদীয় ভক্তগণের প্রতি যে অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন তজ্জন্য বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শ্রীপরেশ চন্দ্র গোস্বামী, অন্যান্য শিক্ষকগণ এবং কমিটির ব্যবস্থাপক সভ্যবৃন্দকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান। শ্রীমন্মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তগণের শুভাশীর্ব্বাদে বিদ্যামন্দিরের সর্ব্বতোমুখী ক্রমোন্নতি অবশ্য সংসাধিত হইবে তিনি এইরূপ হার্দ্দী আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত করেন।

২রা চৈত্র প্রাতঃকালে বিদ্যানগর হইতে পরিক্রমাকারী ভক্তবৃন্দ যাত্রা করিয়া বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্তিক্ষেত্রত্রয় শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমান্তে অপরাহ্ণ ১ ৩০ ঘটিকায় শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে উপনীত হইলে ষোলক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধামপরিক্রমা সমাপ্ত হয়।

৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ বুধবার শ্রীগৌরজয়ন্তী তিথিবরা উপবাস, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন, সায়ংকালে শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, শৃঙ্গার, ভোগরাগ ও আরতি সহযোগে উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীগৌরাবির্ভাবকালে শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিতগিরি মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৌরাবির্ভাব প্রসঙ্গ পাঠ করেন। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীগৌরাঙ্গের পূজা সম্পন্ন হইলে ভক্তগণের উদ্দণ্ড নৃত্য সহযোগে উচ্চ কীর্ত্তনধ্বনি ও বহু মৃদঙ্গধ্বনি এবং নারীগণের মুহুর্মুহুঃ জয়কার ধ্বনি একত্রে সমুত্থিত হইয়া এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের স্পন্দন সমাবেশ হইয়াছিল।

উক্ত দিবস অপরাহ্ণ ৪-৩০ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণীসভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক সভার বিশেষ অধিবেশন শ্রীমঠের সুবৃহৎ সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তি

দয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ সভাপতির আসন সমলঙ্কৃত করেন। সভায় বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিপাদগণ, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের প্রায় এক শত সভ্য এবং স্থানীয় ও বহিরাগত বহু শত নরনারী সমুপস্থিত ছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার উদ্বোধন ভাষণে বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন সম্পাদক ডাঃ এস্, এন্ ঘোষের স্বধাম প্রাপ্তিতে গভীর বিরহ-বেদনা জ্ঞাপনমুখে তাঁহার বহুমুখী যোগ্যতা ও গুণাবলী প্রচুররূপে কীর্ত্তন করেন। ডাঃ ঘোষ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের একজন স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে প্রতিষ্ঠানের সমুন্নতির জন্য প্রচেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় নিষ্ঠাবান্ ভগবদ্ভক্ত, পণ্ডিত, ধার্মিক, বিচক্ষণ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বের আকস্মিক প্রয়াণে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ, শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারিণী সভা ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইল। শ্রীল আচার্য্যদেব ডাঃ ঘোষের পরাগতি সম্বন্ধে তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় অভিব্যক্ত করেন।

অতঃপর শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বর্ত্তমান সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি বল্লভ তীর্থ মহারাজ বিদ্যাপীঠের বার্ষিক বিবরণ পাঠ ও আয়ব্যয়ের হিসাব প্রদান করেন। সম্পাদকের আহ্বানে কএকজন মহিলা ও পুরুষ বিদ্যা-পীঠের নূতন সভ্য নির্ব্বাচিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রসাদ আশ্রম মহারাজের প্রস্তাবে ও শ্রীপাদ মঙ্গল-নিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, মহোদয়ের সমর্থনে এবং সর্ব্বসম্মতিক্রমে বিদ্যাপীঠের পরিচালক-সমিতি নয়জন সদস্য লইয়া পুনর্গঠিত হয়।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে শ্রীল আচার্য্যদেব নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের প্রশংসনীয় কার্য্যাবলীর জন্য শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্র প্রদান করেন—

১। শ্রীবীরভদ্র ব্রহ্মচারী,
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন … **ভক্তিকেবল**
২। পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী … **মহোপদেশক**
৩। শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা হায়দরাবাদ … **ভক্তিপ্রমোদ**
৪। শ্রীনদীয়াবিহারী দাসাধিকারী … **ভক্তিকমল**
৫। শ্রীদুর্দ্দৈবমোচন দাসাধিকারী
(শ্রীদুর্গামোহন মুখার্জ্জি) … **ভক্তিভূষণ**
৬। শ্রীসুব্রত দাসধিকারী
(ডাঃ শ্রীসুনীল আচার্য L. M. F.) **সেবাব্রত**

৪ঠা চৈত্র বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসবে পূর্ব্বাহ্ন হইতে বৈকাল পর্য্যন্ত পাঁচ সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীমঠে নয় দিবসব্যাপী সহস্রাধিক নরনারীর বাসস্থান, আহারের সুব্যবস্থা ও নির্ব্বিঘ্নে পরিক্রমা পরিচালনের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যে যাহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ যোগ্য— ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও তাঁহার প্রচারপার্টি (শ্রীপ্রাণগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাইমোহন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরমানাথ দাস ব্রহ্মচারী), শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচৈতন্য চরণ দাসাধিকারী শ্রীপাদ বলরামদাস ব্রহ্মচারী ও তাঁহার প্রচার পার্টি (শ্রীপরেশানু-ভবদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী), উপদেশক শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও তাঁহার প্রচারপার্টি (শ্রীললিতকৃষ্ণ দাস বনচারী ও শ্রীমথুরেশ ব্রহ্মচারী), শ্রীপাদ নরোত্তম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ রাধাগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকুলদাচরণ দাসাধিকারী এতদ্ভিন্ন উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ প্রধানভাবে আনুকূল্য করিয়া সজ্জনবর শ্রীযুক্ত যশোবন্তরায়জী শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

প্রত্যহ নগর সংকীর্ত্তনে যাঁহারা মুখ্যভাবে কীর্ত্তনসেবা করেন তন্মধ্যে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ কৃষ্ণ-কেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ মঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ গিরিধারী দাস বাবাজী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ মহাযোগী মহারাজ, শ্রীক্ষীরোদশায়ী দাস ব্রহ্মচারীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাইলাকান্দিতে শ্রীল আচার্য্যদেব

কাছাড় জেলার হাইলাকান্দি সহরে শ্রীঅনিল চন্দ্র পাল প্রমুখ সজ্জনবৃন্দের আহ্বানে গত ১২ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে তথায় শুভ-বিজয় করেন। স্থানীয় সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে তিনি পাঁচদিন তথায় বিরাজমান থাকিয়া শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন। তিন দিন শ্রীঅনিল চন্দ্র পাল মহাশয়ের সভামণ্ডপে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তন এবং স্থানীয় টাউন হলে দুই দিন বক্তৃতা হয়। ১৩ই ফেব্রুয়ারী শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভুর শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে পরলোকগত রায়সাহেব হরকিশোর চক্রবর্ত্তী মহোদয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীহিমাংশু শেখর চক্রবর্ত্তী, স্থানীয় হরি-সভার সভাপতি শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র পাল, শ্রীশান্তিরঞ্জন দত্তগুপ্ত, শ্রীমনোরঞ্জন সাহা, শ্রীশশীভূষণ নাথ প্রমুখ সজ্জন-বৃন্দের বিশেষ যত্নে শ্রীল আচার্য্য-দেবকে পুরোভাগে রাখিয়া একটী নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ষ্টেশন রোড্ হইতে বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা অতিক্রম করতঃ রায় সাহেব চক্রবর্ত্তীর বাড়ীতে শুভবিজয় করেন। তথায় প্রচুর নৃত্যকীর্ত্তনান্তে পূর্ব্ব আয়োজিত ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব একটী নাতিদীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। ভাষণের মধ্যে বিশেষ করিয়া শ্রীমন্ নিত্যানন্দতত্ত্ব ও মহিমাই বর্ণিত হয়। ভাষণান্তে রায়-সাহেবের জ্যেষ্ঠ পুত্র তথা আসাম গভর্ণমেণ্টের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী শ্রীহীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয় সজল নয়নে পরম প্রীতিভরে নাতিদীর্ঘ একটী ভাষণের দ্বারা শ্রীল আচার্য্য-দেবকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি গদ্‌গদকণ্ঠে বলেন—"আমাদের এই পর্ণ কুটীরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাপতির শুভ পদার্পণ আমাদিগকে চির কৃতার্থ করিয়াছে। আমাদের কুটীরে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীহরিনাম লইয়া নৃত্যকীর্ত্তন দর্শনে ও শ্রবণ-মননে আমার মানসচক্ষে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ প্রভুর গৌরবোজ্জ্বল বাঙ্গালায় ও বাঙ্গা-লার বাহিরে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের প্লাবনের কথা স্মরণ হইতেছে। নানাদিকে নানাভাবে দেশ আজ বিভ্রান্ত। এই বিভ্রান্তির মধ্যেও দেশ-দশের ঐক্য সংরক্ষণে ও সং-স্থাপনে বদ্ধপরিকর এই সুমহান-প্রতিষ্ঠান জাগরূক থাকিয়া আমাদিগকে ধন্য করিতেছে। পরশ্রীকাতরতা, লোভ, হিংসা, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি যখন সমাজকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া লইয়া যাইতেছে তখনও এই মহাবিপর্য্যয়ের মধ্যে এই মহাপুরুষগণ সমুদয় চরাচরের যোগসূত্র 'হরের্নামৈব কেবলম্' এই সুমধুর হরিনাম প্রচার করিয়া জীবচিত্ত শোধনের প্রযত্ন করিতেছেন। একদিন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও জগাই মাধাইকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন,—'মেরেছ বেশ করেছ, তোমরা একবার মধুর হরিনামটী উচ্চারণ কর, একবার 'হরি' বল।' পূর্ব্ব মহাজন গাহিয়াছেন,—

> "নলিনী দলগত জলমতিতরলং
> তদ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্।
> ক্ষণমিহ সজ্জন-সঙ্গতিরেকা
> ভবতি ভবার্ণব-তরণে নৌকা॥"

হে আচার্য্যদেব! আপনি ধন্য! আপনার শ্রীহরিনাম প্রচার ধন্য!! আমাদের মধ্যে অনেকে বর্ত্তমানে মাতৃভূমি ছাড়িয়া বহু প্রকার লাঞ্ছনার মধ্যেও কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতেছেন। আপনার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনে তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর হউক্। আপনার নিকট আমাদের সকাতর প্রার্থনা, আপনি আমাদিগকে বিস্মৃত হইবেন না। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥" মহাপ্রলয়ে ধ্বংসই আমি চাই কিন্তু সেই ধ্বংস অন্য কিছু নহে—জীব হৃদয়ের ইতর ভাবনিচয়ের বিলুপ্তি সাধন। ইতরভাব সমুদয় সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া জীব-জগৎ নিত্য প্রগতির পথে প্রধাবিত হউক ইহাই আপনার শ্রীপাদপদ্মে আমাদের প্রার্থনা। আপনার শুভাগমন আমাদিগকে চিরউজ্জ্বল করুক্।"

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫·০০ টাকা, ষান্মাসিক ২·৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা ·৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৩য় সংখ্যা

বৈশাখ ১৩৭২

সম্পাদক :—

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ, ১৩৭২। ১৩ মধুসূদন, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ বৈশাখ, বুধবার; ২৮ এপ্রিল, ১৯৬৫। } ৩য় সংখ্যা

এ জগতে বৈষ্ণব সুদুর্ল্লভ

[শ্রীল প্রভুপাদের হরিকথা উপদেশ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩২ পৃষ্ঠার পর)

মহাভাগবত নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা ছোট মনে করেন। "আমি শিষ্য হ'য়ে অনেক দিন দাস্য ক'র্‌লাম, এখন শিষ্যগিরি ভাল লাগে না, আমার গুরুগিরি করা দরকার"—ইহা তিনি বলেন না। তিনি গুরুর কার্য্য করেন, কিন্তু তাঁ'র গুরুর অভিমান নাই। শতকরায় একশত কার্য্য মহাভাগবতের জন্য ক'র্‌তে হ'বে। আর ৬৬·৬· recurring কার্য্য মধ্যম ভাগবতের জন্য ক'র্‌তে হ'বে। ৩৩·৩· recurring কনিষ্ঠ ভাগবতের জন্য ক'র্‌তে হ'বে। এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভু ব'লেছেন,—

"কৃষ্ণেতি যস্য গিরি তং মনসাদ্রিয়েত
দীক্ষাস্তি চেৎ প্রণতিভিশ্চ ভজন্তমীশম্।
শুশ্রূষয়া ভজনবিজ্ঞমনন্যমন্য-
নিন্দাদিশূন্যহৃদমীপ্সিতসঙ্গলব্ধ্যা॥"

(শ্রীউপদেশামৃত ৫)

যিনি শতকরা একশত পারমহংস্যধর্ম্ম লাভ ক'রেছেন, তাঁ'র চোখ-কাণ-নাক-মুখ সব দিয়ে তাঁ'র শতকরা শতকার্য্য গুলিই aural reception এর সাহায্যে জেনে নিতে হবে। তাঁ'র কীর্ত্তন শুন্‌তে হ'বে। তিনি কি করেন? কেবল কীর্ত্তন করেন। আর তাঁ'র কোন কার্য্যই নাই। তাই ব'লে রা—এর কীর্ত্তন, চ—এর কীর্ত্তনের কথা ব'ল্‌ছি না। এ-সকল দুশ্চরিত্র লোক কীর্ত্তনকারী হ'তে পারে না। ঐ সকল লোকের মুখে হরিকীর্ত্তনামৃত বে'র হয় না। লোক-চিত্তাকর্ষক সুর-তাল-লয়-মান-ভাবভঙ্গীর ভিতর দিয়ে যা' বে'র হয়, সেগুলি মায়ার কুহক বা বিষ।

"অবৈষ্ণব মুখোদ্গীর্ণং পূতং হরিকথামৃতম্।
শ্রবণং নৈব কর্ত্তব্যং সর্পোচ্ছিষ্টং যথা পয়ঃ॥"
(পদ্মপুরাণ)

"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য
পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য।
সন্দর্শনং বিষয়িণামথ যোষিতাঞ্চ
হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু॥"
(চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮।২৪)

বিষ খেয়ে মরে যাওয়া অনেক গুণে শ্রেষ্ঠ, তথাপি বিষয়ী ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ করা ভাল নয়। যা'রা হরি সেবক নয়, তা'রাই যোষিৎসঙ্গী। ভোগ-বুদ্ধিতে বিষয়-গ্রহণই যোষিৎসঙ্গ। হরিসেবার্থ বিষয়ীর মঙ্গলের জন্য তা'দের নিকট হ'তে মাধুকরী গ্রহণ বিষয়ী-সঙ্গ বা যোষিৎ-সঙ্গ নয়। ফল্গু-বৈরাগী মায়াবাদি সম্প্রদায় যে বিষয়ী ও যোষিৎকে ঘৃণা ক'রে হরিসেবা পরিত্যাগ করেন, তদ্দ্বারা তাঁ'দের প্রচ্ছন্ন যোষিৎ ও বিষয়ীর সঙ্গই হ'য়ে পড়ে।

সত্য সত্য অকৃত্রিম সাধুর অনুসন্ধান করা দরকার। আমার বাড়ীর নিকটবর্ত্তী মুদীর দোকানে আরসোলার নাদিভরা চা'ল ও দ্রব্যাদি পাওয়া যায়, কে পরিশ্রম স্বীকার ক'রে আর দূরে যায়, সেখান হ'তেই চা'ল কেনা যা'ক্, এরূপ আলস্যের বশবর্ত্তী না হ'য়ে বাজারে ঢুকে ভাল চা'ল খোঁজাই দরকার।

আমাদের চিত্তে যদি জাড্য, দুর্ব্বলতা, কপটতা বা অন্যাভিলাষ থাকে, তা' হ'লে সেরূপ গুরুই মিল্‌বে। চিত্তে মায়াবাদ থাক্‌লে মায়াবাদী গুরু মিল্‌বে। ঐশ্বর্য্যভাব থাক্‌লে সীতারাম, বরাহ-নৃসিংহাদির উপাসক হ'য়ে যা'ব। শ্রীকৃষ্ণের সংকীর্ত্তনকারী গুরুপাদপদ্মের আশ্রয়েই নিখিল বাস্তব চরম মঙ্গল লাভ হ'বে,—

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জয়যুক্ত হউন। ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ-কামনার অর্গলে আবদ্ধ হ'য়ে আমাদের গতি রুদ্ধ হ'য়ে যাবে। হরি-প্রেমের পরিচয় যিনি পেয়েছেন, তিনি ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের হাতে পড়াকে মাঝপথে ডাকাতের হাতে পড়া মনে করেন।

অকিঞ্চনা ভক্তিই সর্ব্বজীবের নিত্যা আত্মবৃত্তি। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের মধ্যে যাঁরা আছেন, তাঁদের ঐ সকল কথা দুর্ব্বোধ্য। তাই ব'লে অনর্থযুক্ত ব্যক্তিকে উচ্ছৃঙ্খল হ'তে বলা হচ্ছে না।

"এত সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম।
অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥"
(চৈঃ চঃ ম ২২।৯০)

"যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥"
(ভাঃ ৫।১৮।১২)

আমরা অনেক সময় সাধুকে মেপে নিতে চাই। সাধুকে দেখে এলাম, তাঁকে reject (নাকচ) করে দিয়ে এলাম, যেন আমি তাঁর examiner (পরীক্ষক)। আমি কোন্ যন্ত্র দিয়ে সাধুকে দেখ্‌ছি? নিষ্কিঞ্চন পুরুষের নিকট হরিকথাশ্রবণরূপ সঙ্গ-প্রভাবে ভক্তিই একমাত্র বস্তু বলে বিচার হবে। ভক্তিই একমাত্র বস্তু হলে নির্ব্বিশেষবাদ আর টেঁকে না।

আমরা অন্য কার্য্যে যাচ্ছি, যদি মাঝ পথে কেউ আমাদের প্রাণ সংহার করে, তাতে আমাদের যে দশা হয়, ভক্তিযাজন করতে গিয়ে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষের কপটতায় আচ্ছন্ন হয়ে গেলেও সে-রূপই হয়।

বেদান্তের চরম প্রতিপাদ্য বিষয়ই—কৃষ্ণপ্রেম। শ্রীমদ্‌-ভাগবত ধর্ম্মার্থ-কামাদি বা পঞ্চবিধ মুক্তির কামনা-কারিগণের নির্ব্বুদ্ধিতা ও কপটতাই তারস্বরে নিরাস করেছেন।

শ্রীমদ্ভাগবতে পরম ধর্ম্মের কথা বলা হয়েছে। অক্ষজ-বস্তুকে 'ঈশ্বর' মনে করলে ঈশ্বরকে প্রকৃত প্রস্তাবে অস্বীকারই করা হল।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"

(গী ৪।১১)

"আরাধ্যো ভগবান্" শ্লোকে পাঁচ প্রকার প্রপত্তির মধ্যে নিত্য ব্রজকান্তাগণের আনুগত্যে আত্মার প্রপত্তিকেই—বৃষভানুনন্দিনীর আনুগত্যকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও মহাপ্রভুর মত বলা হয়েছে। কীর্ত্তন অনেক রূপে হয়। physical demonstration, kindergarten system এ কীর্ত্তন হতে পারে, তাতে অনেক সময় সাধারণ লোকও বুঝ্তে পারে। সংশিক্ষা-প্রদর্শনীতে সে প্রনালী গৃহীত হয়েছে। ইহা ভাগবত-প্রদর্শনী—পরমার্থ-প্রদর্শনী,—ইতরার্থ-প্রদর্শনী নয়।

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-শরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥"

(চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৬।৬২ অঃ ধৃত)

সেই অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ-জন শ্রীসনাতন প্রভু। তিনি কর্ণাটদেশীয় একজন ব্রাহ্মণ, বাদসাহের চাকুরী কর্‌তেন বা তিনি সাকরমল্লিক নামে পরিচিত হয়ে হুসেনসার অধীনস্থ এক ব্যক্তি ছিলেন, এরূপ না বুঝে নিত্য-গুরুদেব জ্ঞানে তাঁকে আশ্রয় করেছি। বাস্তবিক সনাতনধর্ম্মটী কি, তা' তিনি জানিয়ে দিয়েছেন। ভুক্তি-মুক্তি-আশা হতে কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-চেষ্টার উৎপত্তি। গীতা কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-খণ্ডনের জন্যে ঐ সকলের অবতারণা করে চরম শ্লোকে সব ছেড়ে দিয়ে শরণাগতিমূলা ভগবদ্-ভক্তিই যে জীবের একমাত্র আশ্রয়ণীয়, তা' জানিয়েছেন।

"সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

(গীতা ১৮।৬৬)

কর্ম্ম-জ্ঞানাদিতে নিজ-আরোহচেষ্টা বর্ত্তমান,—শরণাগতি নাই। কর্ম্মচেষ্টা অজ্ঞান-ব্যক্তিগণের মূঢ়তা-মাত্র —

"ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্।
যোষয়েৎ সর্ব্ব-কর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্॥"

(গীতা ৩।২৬)

জ্ঞানের পরাকাষ্ঠায় ভক্তিধর্ম্মই বলা হয়েছে। ভক্তি হওয়ার দরুণ কিছু কমা হ'ল বিচার কর্‌তে হবে না।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি॥"

[অবসরপ্রাপ্ত ডিপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীযুক্ত কালীমোহন সেন মাঝে শ্রীল প্রভুপাদকে বলিলেন,—"আমার মনে হয়, গীতাই শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ", শ্রীল প্রভুপাদ তদুত্তরে বলিতে লাগিলেন]

গীতা শিশুপাঠ্য গ্রন্থ—পরমার্থ-বিদ্যালয়ের প্রাথমিক পুস্তক। এতে পরমার্থে প্রাথমিক প্রবেশার্থীদের জন্য elementary lessons আছে। প্রথমে elementary studies, তারপর practical studies, সর্ব্বশেষে higher studies হ'ল ভাগবত। ভাগবতে comparative studies আছে। comparative study complete কর্‌লে ভাগবত হতে পারা যায়। যেমন ভৃগু ব্রহ্মা, মহেশ্বর ও বিষ্ণুর মধ্যে তুলনামূলে কে শ্রেষ্ঠ, তা' পরীক্ষা কর্‌তে গিয়েছিলেন ; পরে জান্‌তে পার্‌লেন যে, বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ। লাথি খেয়েছিলেন যে দেবতা, তাঁকে জানা দরকার। যেমন, ছেলেপিলে মাতা-পিতাকে দিয়ে সেবা করিয়ে নিয়ে পরে অপরাধের জন্যে কৃতজ্ঞ হওয়ার বিচার গ্রহণ করে।

আগে গীতা পড়া দরকার। নতুবা comparative study বুঝা যায় না। গীতা না পড়্‌লে কর্ম্মবাদ, জ্ঞান-বাদের সহিত শরণাগতিমূলা ভক্তির তারতম্য বুঝা যায় না। যেমন, চতুর ব্যবসায়ী তা'র দোকানে সব জিনিষই সাজিয়ে রাখে, আর ক্রেতাকে আগে কম দামের জিনিষগুলি দেখাতে আরম্ভ করে ও তৎসঙ্গে-সঙ্গে ঐ গুলির যে-সকল প্রশংসা আছে, তা'ও বল্‌তে থাকে ; যখন যে জিনিষটা দেখায়, তখন সেই জিনিষটীরই খুব প্রশংসা করে, ব্যবসায়ী তা'তেই বুঝে নিতে পারে,

ক্রেতা কোন্ শ্রেণীর? সবচেয়ে ভাল জিনিষ চায়, না মামুলি জিনিষের প্রশংসা শুনেই আর এগুতে চায় না? সকলের শেষে সবচেয়ে দামী ও উৎকৃষ্ট জিনিষটী দেখায়। সে জিনিষটা পৃথক্ ক'রে তুলে রাখে; কেন না, সকলে ঐ জিনিষের গ্রাহক হবে না। গীতা ও তাই করেছেন; কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ এক একটি করে প্রত্যেকের প্রশংসা করেছেন; কিন্তু সব শেষে সব চেয়ে দামী জিনিষটা দেখিয়েছেন—একান্ত আত্মীয়কে ঐ জিনিষটার কথা বলেছেন,—

"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥"
(গীতা ১৮।৬৪)

সেই সর্ব্ব-গুহ্যতম উপদেশই ভক্তির উপদেশ, শরণাগতির উপদেশ,—

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্ব-ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"
(গীতা ১৮।৬৫-৬৬)

নমস্কারই শরণাগতি, 'ন'-কারের দ্বারা নিষেধ, 'ম'-কারের দ্বারা সমস্ত অহঙ্কার লক্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ সমস্ত অহঙ্কার পরিত্যাগ করে একমাত্র কৃষ্ণে আত্মসমর্পণই ভক্তির ভিত্তি।

"সা চার্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত"— (ভাবার্থদীপিকা ৭।৫।২৪)
"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥"
(গীতা ৭।১৪)

—প্রভৃতি বাক্যে মায়ার শরণাগতি পরিত্যাগ ক'রে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাগতির কথা ব'লেছেন। জীবজগৎ মায়াতে শরণাগত, তা'রা মনে কর্‌ছে, মায়াতে শরণাগতির দ্বারা তা'দের যোগক্ষেম লাভ হবে, তা' নয়; একমাত্র শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি প্রভাবেই মায়া হতে উত্তীর্ণ হওয়া যাবে—যোগক্ষেম লাভ হবে—

"অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥"
(গীতা ৯।২২)

গীতা বলেছেন,—অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণই দেবতান্তর পূজা করে থাকে। গীতা বলেছেন,—স্বতন্ত্র পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের পূজা না করে অন্য দেবতার পূজা অবৈধ।

"কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।"
(গীতা ৭।২০)

"অন্তবৎ তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।"
(গীতা ৭।২৩)

"যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধি পূর্ব্বকম্॥"
(গীতা ৯।২৩)

প্রেমভক্তি বিচার

ভাব বা রতি সান্দ্রতা অর্থাৎ গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে তাহাকেই প্রেম বলে। প্রেম উদিত হইলে অন্তঃকরণ সম্যক্ মাসৃণ্য বা আর্দ্রতা প্রাপ্ত হয়। অধিকন্তু ভগবানে অনন্য-মমতা জন্মে। রতির বিলাস-যোগ্যতা উদিত হইলেই তাহাকে প্রেম বলিতে পারা যায়। রতিতে মমতা ছিল, কিন্তু ঐ মমতা অনন্যভাব লাভ করে নাই। শুদ্ধা রতি ভগবান্‌কেই আপনার বিষয় বলিয়া নির্দেশ করিত, কিন্তু তখনও তাহার সে অবস্থা হয় নাই, যাহাতে

ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয় নাই বলিয়া নিশ্চিত হয়। যখন এই অবস্থা উদিত হয়, তখনই রতি বিশুদ্ধ রূপের বিলাসবতী হইয়া প্রকাশিত হইতে পারে। রসোপযোগী যে রতি তাহাই প্রেম। প্রথমে যে রতির কথা বলা হইয়াছে, তাহা প্রেমাঙ্কুর শুদ্ধ রতি বটে, কিন্তু তাহাতে রসোপযোগিতা হয় নাই, যেহেতু কৃষ্ণে অনন্যমমতা তাহাতে লক্ষিত হয় নাই। প্রেমাবস্থাপ্রাপ্ত রতিই স্থায়ী ভাব। স্থায়ী ভাব না হইলে রস কে হইবে? প্রেম বলিতে প্রেমের আরম্ভ-মাত্র বুঝিতে হইব। প্রেম দুই প্রকার যথা :—

১। ভাবোত্থ প্রেম ২। প্রসাদোত্থ প্রেম।

যে স্থলে ভাব, অন্তরঙ্গ অঙ্গসকলের অনুসেবা করিতে করিতে পরমোৎকর্ষ পদে আরূঢ় হয়, তখন সে ভাবোত্থ প্রেম বলিয়া অভিহিত হয়। ভাবের অন্তরঙ্গ অঙ্গসকল পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীহরির স্বরূপসঙ্গক্রমে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাকে প্রসাদোত্থ বলে। ভাবোত্থ প্রেম দুই প্রকার যথা :—

১। বৈধ ভাবোত্থ প্রেম। ২। রাগানুগ-ভাবোত্থ প্রেম।

অতি প্রসাদোত্থ প্রেম দুই প্রকার। কেবল ভগবৎসঙ্গ-বলেই সেই প্রসাদ জন্মে। প্রেম প্রাপ্ত পুরুষের প্রসাদে ভাব পর্য্যন্তই উদিত হয়, পরে কৃষ্ণসঙ্গক্রমে বা ভাবাঙ্গ অনুসেবন দ্বারা প্রেমও উৎপন্ন হয়।

প্রসাদোত্থ প্রেম দ্বিবিধ যথা :—

১। মাহাত্ম্যজ্ঞানযুক্ত প্রেম, ২। কেবল প্রেম।

বিধি মার্গানুসারে যে প্রেম উদিত হয়, তাহাই মহিম-জ্ঞানযুক্ত। তাহাকে কেহ কেহ স্নেহভক্তি বলিয়া উক্তি করিয়াছেন। সেই প্রেম দ্বারাই জীবের সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সালোক্য লাভাদি সিদ্ধ হয়। মুক্ত হইয়াও জীব সেই সেই ভাবে ভগবৎ-সেবা করেন।

রাগাশ্রিত সাধনক্রমে যে প্রেম উৎপন্ন হয়, প্রায় সেই প্রেম কেবলত্ব লাভ করে। প্রায় শব্দার্থ এই যে, যদি রাগানুগ সাধনকালে বৈধাংশে আসক্তি থাকে, তাহা হইলেও প্রেম কেবল হয় না। রাগানুগসাধনভক্তিতে কেবল অভ্যাস বশতঃই বৈধাংশ থাকে অর্থাৎ তাহাতে আসক্তি বুদ্ধি না থাকে, তাহা হইলে সিদ্ধিকালে কেবল-প্রেম উদিত হয়।

প্রেমোদয় হইলে জীবন সার্থক হয়। জীব সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি লাভ করে। সমস্ত অমঙ্গল দূর হয়। প্রেমাপেক্ষা আর উচ্চলাভ জীবের পক্ষে নাই। মোক্ষ প্রেমের নিকট একটী ক্ষুদ্র ও ক্ষণিক তত্ত্ব-বিশেষ। প্রেমের বহুতত্ত্ব অবান্তর ফলের মধ্যে মোক্ষ একটী ফল। জড় সম্বন্ধ থাকিতে থাকিতে যদি প্রেমোদয় হয়, জড়সম্বন্ধ তখন আর উপলব্ধ হয় না। প্রেমভক্তের জীবন অত্যন্ত জড়সঙ্গ-রহিত ও কৃষ্ণময়। বিধি সূর্য্যোদয়ে খদ্যোতের ন্যায় প্রেমোদয়ে লুক্কায়িত হয়। প্রেমভক্তের সম্মুখে প্রপঞ্চ পর্য্যন্ত বৈকুণ্ঠরূপে প্রতিভাত হয়।

—শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

যোগমায়া ও মহামায়া

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

কৃষ্ণের স্বরূপ আর শক্তিত্রয় জ্ঞান।
যাঁর হয়, তাঁর নাহি কৃষ্ণেতে অজ্ঞান॥
কৃষ্ণের স্বরূপের হয় ষড়্‌বিধ বিলাস।
প্রাভব বৈভব রূপে দ্বিবিধ প্রকাশ॥
অংশ শক্ত্যাবেশরূপে দ্বিবিধাবতার।

বাল্য-পৌগণ্ড ধর্ম্ম দুই ত' প্রকার ॥
কিশোরস্বরূপ কৃষ্ণ স্বয়ং অবতারী।
ক্রীড়া করে এই ছয় রূপে বিশ্ব ভরি' ॥
এই ছয় রূপে হয় অনন্ত বিভেদ।
অনন্তরূপে একরূপ, নাহি কিছু ভেদ ॥
চিচ্ছক্তি স্বরূপশক্তি অন্তরঙ্গা নাম।
তাহার বৈভব অনন্ত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥
মায়াশক্তি বহিরঙ্গা জগৎকারণ।
তাহার বৈভব অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥
জীবশক্তি তটস্থাখ্য নাহি যার অন্ত।
মুখ্য তিন শক্তি তাহার বিভেদ অনন্ত ॥
এই ত' স্বরূপগণ, আর তিন শক্তি।
সবার আশ্রয় কৃষ্ণ, কৃষ্ণে সবার স্থিতি ॥

—চৈঃ চঃ আ ২।৯৬-১০৪

নিত্য নবকিশোর স্বরূপ—"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥"—সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সর্ব্বকারণ-কারণ এক অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ প্রাভব ও বৈভবরূপে দুই প্রকার প্রকাশ, অংশ ও শক্ত্যাবেশরূপে দুই প্রকার অবতার, বাল্য ও পৌগণ্ডরূপে দুই প্রকার বয়োধর্ম্ম—এই ছয় প্রকার স্বরূপবিলাসে বিশ্ব ভরিয়া অনন্ত লীলা করিতেছেন। এই ছয় রূপের অনন্ত বিভেদে অনন্তলীলা হইলেও কৃষ্ণ এক অখণ্ড পরমতত্ত্ব। পরস্পরে ভেদবৎ প্রতীত হইয়াও তাঁহাতে তৎসমুদয়ের অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয় বিদ্যমান। 'বিরুদ্ধ সামান্যং তস্মিন্ন চিত্রম্'—দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ-গুণের চিৎসামঞ্জস্য একমাত্র তাঁহাতেই সম্ভব। সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশঃ, সমগ্র শ্রী ও সমগ্র জ্ঞান-রূপ পঞ্চ বিলাসের সহিত সমগ্র বৈরাগ্য-রূপ ষষ্ঠ বিরাগের এক অপূর্ব্ব চিৎসমন্বয় তাঁহাতে বিদ্যমান থাকায় তাঁহার ষড়্‌বিধ চিদৈশ্বর্য্যেরও এক অপূর্ব্ব মাধুর্য্য হইয়াছে।

কৃষ্ণের স্বরূপশক্তিই চিচ্ছক্তি, তাঁহার অপর নাম—অন্তরঙ্গা শক্তি, তাঁহা হইতে বৈকুণ্ঠাদি ধামে অনন্ত বৈভব, তটস্থাখ্য-জীবশক্তি হইতে বদ্ধ মুক্ত ভেদে অনন্ত জীব এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি হইতে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডগণের অনন্ত বৈভব প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণের প্রাভব ও বৈভব বিলাস সম্বন্ধে শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে (চৈঃ চঃ আ ২।৯৭) লিখিয়াছেন —

"প্রাভব ও বৈভব—যাঁহাদের হরিতুল্য সচ্চিদানন্দময় মূর্ত্তি এবং যাঁহারা পরাবস্থ হইতে কিঞ্চিদূন। শক্তির তারতম্যে প্রভুতার প্রাবল্যে প্রাভব ও বিভুতার প্রাবল্যে বৈভব-সংজ্ঞা হয়। প্রাভব দুই প্রকার,—এক প্রকার প্রাভব চিরকালস্থায়ী নয়, তাহার উদাহরণ,—মোহিনী, হংস, শুক্ল প্রভৃতি অচিরস্থায়ী অবতার; ইঁহারা যুগানুগত। দ্বিতীয় প্রাভবের কীর্ত্তির অতিশয় বিস্তার হয় না; তাঁহার উদাহরণ—ধন্বন্তরী, ঋষভ, ব্যাস, দত্তাত্রেয়, কপিল ইত্যাদি। কূর্ম্ম, মৎস্য, নর-নারায়ণ, বরাহ, হয়গ্রীব, পৃশ্নিগর্ভ, বলদেব, যজ্ঞ, বিভু, সত্যসেন, হরি, বৈকুণ্ঠ, অজিত, বামন, সার্ব্বভৌম, ঋষভ, বিষ্বক্সেন, ধর্ম্মসেতু, সুধামা, যোগেশ্বর ও বৃহদ্ভানু—এই চতুর্দ্দশ মন্বন্তরাদি বৈভবাবতার।"

শ্রীশ্রীল শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভগবৎসন্দর্ভে (১৬শ সংখ্যা) লিখিয়াছেন —

"একমেব তৎ পরমতত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধান-রূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে। সূর্য্যান্তর্ম্মণ্ডলস্থ তেজ ইব মণ্ডল-তদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ। এবমেব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—'একদেশস্থিতস্যাগ্নের্জ্যোৎস্নাবিস্তারিণী যথা। পরস্য ব্রহ্মণঃ শক্তিস্তথেদমখিলং জগৎ ॥' (বিঃ পুঃ ১।২২।৫২) ইতি। 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' ইতি শ্রুতেঃ। অত্র ব্যাপকত্বাদিনা তত্তৎসমাবেশাত্তনুপপত্তিশ্চ শক্তেরচিন্ত্যত্বেনৈব পরাহতা। দুর্ঘটঘটকত্বং হ্যচিন্ত্যত্বম্। শক্তিশ্চ সা ত্রিধা—অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা, তটস্থা চ। তত্রান্তরঙ্গয়া স্বরূপশক্ত্যাখ্যয়া পূর্ণেনৈব স্বরূপেণ বৈকুণ্ঠাদি স্বরূপবৈভবরূপেণ চ তদবতিষ্ঠতে। তটস্থয়া রশ্মিস্থানীয় চিদেকাত্ম শুদ্ধজীবরূপেণ, বহিরঙ্গয়া মায়াখ্যয়া প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্যস্থানীয়

তদীয়বহিরঙ্গবৈভবজড়াত্মপ্রধানরূপেণ চেতি চতুর্দ্ধাত্বম্। অতএব তদাত্মকত্বেন জীবস্যৈব তটস্থশক্তিত্বং প্রধানস্য চ মায়ান্তর্ভু তত্বমভিপ্রেত্য শক্তিত্রয়ং বিষ্ণুপুরাণে গণিতম্। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা। অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে॥ তয়া তিরোহিতত্বাচ্চ শক্তিঃ ক্ষেত্রজ্ঞ সংজ্ঞিতা। সর্ব্বভূতেষু ভূপাল তারতম্যেন বর্ত্ততে॥ (বিঃ পুঃ ৬।৭।৬০,৬২) অবিদ্যাকর্ম্ম কার্য্যং যস্যাঃ সা তৎসংজ্ঞা মায়েত্যর্থঃ। যদ্যপীয়ং বহিরঙ্গা, তথাপ্যস্যাস্তটস্থশক্তিময়মপি জীবমাবরিতুং সামর্থ্যমস্তীত্যাহ তয়েতি। তারতম্যেন তৎকৃতাবরণস্য ব্রহ্মাদি স্থ বরান্তেষু দেহেষু লঘুগুরুভাবেন বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ তদুক্তম্—"যয়া সম্মোহিতো জীবঃ" (ভাঃ ১।৭।৫) ইতি।

অর্থাৎ "সেই একমাত্র পরমতত্ত্ব স্বাভাবিক মানবজ্ঞানাতীত-শক্তি-বলে সকল সময়েই স্বরূপ, তদ্রূপবৈভব, জীব ও প্রধান রূপে চারি প্রকারে অবস্থিত। এক সূর্য্য যেমন স্বয়ং, তদন্তর্মণ্ডলস্থিত তেজঃসদৃশ মণ্ডল, তন্মণ্ডলবহির্গত কিরণ ও তৎপ্রতিচ্ছবি—এই চারিরূপে বিদ্যমান, সেই পরতত্ত্বও তদ্রূপ চতুর্দ্ধা অবস্থিত। শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও এইরূপ উক্তি দেখা যায়—'একদেশস্থিত অগ্নির প্রভা যেমন বহুদেশ ব্যাপিয়া থাকে, সেইরূপ এই পরব্রহ্মের শক্তিও অখিল ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত রহিয়াছে।' শ্রুতি বলেন —যাঁহার প্রভা-দ্বারা এই সকল ভাসিত—দীপ্ত হইতেছে। এস্থলে শক্তির অচিন্ত্যত্ব-হেতু ব্যাপকত্বাদি-দ্বারা তত্তৎ (শক্তিমত্তত্ত্ব ও শক্তির) সমাবেশাদি (একত্র অবস্থিতি প্রভৃতি) অনুপপন্ন হইতেছে না অর্থাৎ ব্রহ্ম যেমন ব্যাপক (সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ), তাঁহার শক্তিও তদনুরূপ হইলেও শক্তিমত্তত্ত্ব ও শক্তির একত্রাবস্থান অপ্রতিপন্ন হয় না। কেন না দুর্ঘটঘটকত্বই অচিন্ত্যত্ব। ঐ অচিন্ত্য-শক্তি অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা-ভেদে ত্রিবিধা। স্বরূপশক্তি-নাম্নী অন্তরঙ্গা শক্তি প্রভাবে (১) পূর্ণ-স্বরূপ-বিগ্রহ ও (২) বৈকুণ্ঠ গোলোক প্রভৃতি স্বরূপ-বৈভবরূপে, তটস্থা শক্তি প্রভাবে (৩) কিরণ-স্থানীয় চিদেকাত্ম অর্থাৎ চিন্ময় শুদ্ধ জীব-রূপে এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি প্রভাবে (৪) প্রতিচ্ছবিগত বর্ণশাবল্য-স্থানীয় তৎসম্বন্ধীয় বহিরঙ্গ-বৈভব জড়াদি কার্য্য ও কেবল প্রধান অর্থাৎ কারণরূপে শক্তির চতুর্ব্বিধত্ব জানিতে হইবে। অতএব পরমশক্তি-ব্যাপ্ত চিদেকাত্মতা বশতঃই জীবের তটস্থশক্তিত্ব নিরূপিত হইয়াছে এবং প্রধানের মায়ার অন্তর্ভু তত্ব স্বীকার করিয়া বিষ্ণুপুরাণে শক্তিত্রয় স্বীকার করা হইয়াছে, যথা— 'বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞা বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরাশক্তিই চিচ্ছক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তিই জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপা অবিদ্যা হইতে 'অপরা' বা ভিন্না বলিয়া উক্ত হইয়াছে) ; কর্ম্ম সংজ্ঞারূপা তৃতীয়া অবিদ্যা শক্তির নাম মায়া।' (অঃ প্রঃ ভাঃ আ ৭।১১৯ দ্রষ্টব্য) 'হে ভূপাল, উক্ত অবিদ্যা শক্তি-দ্বারা তিরোহিত স্বরূপা ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি সর্ব্বভূতেই তারতম্যানুসারে অবস্থিত আছে।' অবিদ্যাই কার্য্য যাহার, এইরূপ বহুব্রীহি সমাসে অবিদ্যা বলিলে মায়াই প্রতিপন্ন হইতেছে। অবিদ্যা-হেতুই জীবের সংসারাদি কার্য্য আসিয়া পড়ে, এই হেতু অবিদ্যাই কর্ম্মসংজ্ঞা-ধারিণী মায়া। যদিও এই মায়াশক্তি বহিরঙ্গা, তথাপি তটস্থ-শক্তিময় জীবকেও আবৃত করিবার সামর্থ্য ইহার আছে, ইহা 'তয়া তিরোহিতত্বাৎ' শ্লোকে পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। এখানে তারতম্য বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া জাগতিক স্থাবরাদি দেহেও অল্পবিস্তর-ভাবে মায়া বিদ্যমান আছে। "যে মায়ার দ্বারা সম্মোহিত হইয়া জীব স্বরূপতঃ মায়াতীত হইয়াও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া মনে করে এবং সেই মায়াকৃত অনর্থ-দ্বারা অভিভূত হয় ইত্যাদি ভাঃ ১।৭।৫ শ্লোকে এই বহিরঙ্গা মায়ার বিক্রম কথিত হইয়াছে।" অধোক্ষজ শ্রীভগবৎপাদপদ্মে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা সাক্ষাৎ ভক্তি-যোগ ব্যতীত এই দুরত্যয়া মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের অন্য কোন উপায় নাই। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায়ও তাই শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
(গীঃ ৭।১২-১৪)

অর্থাৎ "সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সে সমুদায়ই আমা হইতে জাত, ইহা জানিবে, কিন্তু সেই সকলে আমি নাই, তাহারা আমার অধীন হইয়া বর্ত্তমান অর্থাৎ ঐ সকল সাত্ত্বিকাদি ভাব আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য, আমি সেই সব গুণ হইতে স্বাধীন, সমুদয়ই আমার শক্তির অধীন, জীববৎ আমি তাহাদের অধীন হই না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ আমার অপরা প্রকৃতি, সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ অর্থাৎ জগজ্জাত জীববৃন্দ মোহিত আছে। সেই হেতু ঐ সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র নির্গুণ অব্যয় অর্থাৎ নির্ব্বিকারস্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না।

এই ত্রিগুণময়ী দৈবী [শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—'দৈবী' বিষয়ানন্দেন দীব্যন্তীতি দেবা জীবাস্তদীয়া তেষাং মোহয়িত্রীত্যর্থঃ অর্থাৎ জড় বিষয়ানন্দে ক্রীড়া করে, এই হেতু দেব অর্থে জীব, তাহাদের বিমোহিনী অর্থাৎ দৈবী—**জীব-বিমোহিনী**; শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—দৈবী—দেবেন ক্রীড়াপ্রবৃত্তেন ময়া এব নির্ম্মিতা অর্থাৎ লীলাপ্রবৃত্ত আমি যে পরমদেব আমাদ্বারা নির্ম্মিতা অর্থাৎ দৈবী—দেব-নির্ম্মিতা; শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণপাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—দৈবী—**অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ**] অর্থাৎ জীববিমোহিনী দেবনির্ম্মিতা অলৌকিকী অত্যদ্ভুতা মায়া (বহিরঙ্গা শক্তি) আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে ইহা স্বভাবতঃ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার এই ভগবৎস্বরূপে প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"আত্মশক্তির পূর্ণতাক্রমে ঈশ্বর স্বরূপশক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পতি, শক্তি তাঁহার বশীভূত দাসী, তিনি শক্তির প্রভু, তাঁহার ইচ্ছাতেই শক্তি ক্রিয়াবতী—ইহাই ঈশ্বরের স্বরূপ। জীবে ঈশ্বরের গুণসকল বিন্দু বিন্দু থাকিলেও জীব শক্তির অধীন।"

"মীয়তে অনয়া ইতি মায়া (অর্থাৎ 'ইহার দ্বারা মাপা যায়, এইজন্য ইহা মায়া")—এই ব্যুৎপত্তি-ক্রমে যে শক্তি কৃষ্ণের চিজ্জগতে, জীবজগতে ও জড়জগতে পরিচয় দেয়, তাহারই নাম মায়া। কৃষ্ণ মায়ার অধীশ্বর, জীব মায়াবশ—অতএব শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন (৪।৯-১০)—

'যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ।
মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ ॥'

[অর্থাৎ যে প্রপঞ্চ হইতে মায়াধীশ এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন, জীবগণ মায়া-নিরুদ্ধ হইয়া তাহাতেই প্রবেশ করে। মায়াকেই প্রকৃতি ও মায়াধীশকেই মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মহেশ্বরের অবয়ব দ্বারাই এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত।]

—এই বেদবাক্যে 'মায়ী' শব্দে মায়াধীশ কৃষ্ণ, 'প্রকৃতি' শব্দে সম্পূর্ণ শক্তি। এই সর্ব্ববরেণ্য গুণ ও স্বভাব ঈশ্বরের বিশেষ ধর্ম্ম, ইহা জীবে নাই; জীব মুক্ত হইলেও এই গুণ লাভ করিতে পারে না। "জগদ্ব্যাপার বর্জ্জম্" —নিখিল চিৎ ও অচিৎএর সৃষ্টি-স্থিতি-নিয়মনরূপ জগদ্ব্যাপার-কার্য্য একমাত্র ব্রহ্মের পক্ষেই সম্ভব। ব্রহ্মসূত্রের (৪।৪।১৭) এই সিদ্ধান্তবাক্যে ঈশ্বর হইতে জীবের নিত্য পার্থক্য বিদ্বন্মণ্ডলে স্বীকৃত হইয়াছে।"

মায়া ও অবিদ্যার ভেদ কি?—এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"মায়া—কৃষ্ণের শক্তি, সেই শক্তি-দ্বারা তিনি এই জড়ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়াছেন এবং বহির্ম্মুখজীবকে সংশোধন করিবার অভিপ্রায়ে মায়াশক্তিকে ক্রিয়াবতী করিয়াছেন। মায়ার দুইটি বৃত্তি—অবিদ্যা ও প্রধান। অবিদ্যা-বৃত্তি—জীবনিষ্ঠ এবং প্রধান—জড়নিষ্ঠ। প্রধান হইতে জড়জগৎ

এবং অবিদ্যা হইতে জীবের কর্ম্মবাসনা। মায়ার আর দুই প্রকার বিভাগ আছে—বিদ্যা ও অবিদ্যা, তদুভয়ই জীব-নিষ্ঠ। অবিদ্যাবৃত্তিক্রমে জীবের বন্ধন, বিদ্যাবৃত্তিক্রমে জীবের মুক্তি। দণ্ড্যজীব আবার কৃষ্ণোন্মুখ হইলেই বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া আরম্ভ হয় এবং যে পর্য্যন্ত জীব কৃষ্ণকে ভুলিয়া থাকে, ততদিন অবিদ্যার ক্রিয়া। ব্রহ্মজ্ঞানাদি বিদ্যাবৃত্তির ক্রিয়া বিশেষ। বিবেকের প্রথমাংশ জীবের শুভচেষ্টা ও চরমাংশ জীবের সুজ্ঞান-লাভ; অবিদ্যাই জীবের আবরণ এবং বিদ্যাই আবরণ-মোচন।"

প্রধানের ক্রিয়া ২৪টি প্রাকৃত তত্ত্ব, জীবচৈতন্য ২৫শ এবং পরমাত্মা ঈশ্বর ২৬শ তত্ত্ব। কার্দ্দমিকপিল সাংখ্য শাস্ত্রে পরমেশ্বরকে মূল নিয়ন্তা ও সত্ত্বরজস্তমোগুণাত্মিকা-শক্তিকে তদধীনরূপে স্বীকৃত হইয়াছে। মায়ার কার্য্য সম্বন্ধে শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ তাঁহার গীতাভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"অস্যাঃ কার্য্যং ভগবৎস্বরূপতিরোধানং স্বস্বরূপভোগ্যত্ব বুদ্ধিঃ চ, অতো ভগবন্মায়য়া মোহিতং সর্ব্বং জগৎ ভগবন্তম্ অনবধিকাতিশয়ানন্দস্বরূপং ন অভিজানাতি।"

অর্থাৎ ভগবানের স্বরূপজ্ঞানকে তিরোহিত করিয়া নিজস্বরূপে ভোগ্যবুদ্ধি উৎপাদন করাই মায়ার কার্য্য। এই জন্য ভগবন্মায়ামোহিত সর্ব্বজগৎ অসীম অতিশয় আনন্দস্বরূপ ভগবান্‌কে জানে না।

এই ত্রিগুণময়ী মোহোৎপাদিকা মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের একমাত্র উপায়—ভগবৎপ্রপত্তি। শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ লিখিয়াছেন—"মায়াবিমোচনোপায়ম্ আহ—মাম্ এব সত্যসংকল্পং পরম কারুণিকম্ অনালোচিত-বিশেষাশেষলোকশরণ্যং যে শরণং প্রপদ্যন্তে তে এতাং মদীয়াং গুণময়ীং মায়াং তরন্তি। মায়াম্ উৎসৃজ্য মাম্ এব উপাসত ইত্যর্থঃ।"

—শ্রীভগবান্ স্বয়ংই তাঁহার শ্রীমুখে তাঁহার দুরত্যয়া মায়া বিমোচনের উপায় বলিতেছেন—"যে ব্যক্তি কেবল-মাত্র সত্যসঙ্কল্প, পরমদয়ালু, উত্তম-অধম ভেদদৃষ্টিরহিত হইয়া সকলকেই আশ্রয় দাতা পরমেশ্বর আমাতে শরণাগত হন, তাঁহারাই আমার গুণময়ী মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। অর্থাৎ মায়াকে ত্যাগ করিয়া আমারই উপাসনা করেন।

শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—

"মাং সর্বেশ্বরং মায়ানিয়ন্তারং স্বপ্রপন্ন বাৎসল্যনীরধিং কৃষ্ণং যে তাদৃশসৎপ্রসঙ্গাৎ প্রপদ্যন্তে শরণং গচ্ছন্তি তে এতামর্ণবমিবাপারাং মায়াং গোষ্পদোদকাঞ্জলিমিবাশ্রমেণ তরন্তি, তাংতীর্ত্বানন্দৈকরসং প্রসাদাভিমুখং স্বস্বামিনং মাং প্রাপ্নুবন্তীতি। 'মামেব' ইত্যেবকারো মদন্যেষাং বিধি-রুদ্রাদীনাং প্রপত্ত্যা তস্যাস্তরণং নেত্যাহ; শ্রুতিশ্চৈবমাহ—ত্বমেব বিদিত্বা ইত্যাদ্যা, মুচুকুন্দং প্রতি দেবাশ্চ—"বরং বৃণীষ্ব ভদ্রং তে ঋতে কৈবল্যমদ্য নঃ। এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥" ইতি; ঘণ্টাকর্ণং প্রতি শিবশ্চ—'মুক্তিপ্রদাতা সর্ব্বেষাং বিষ্ণুরেব ন সংশয়ঃ' ইতি।"

অর্থাৎ সর্ব্বেশ্বর মায়ানিয়ন্তা নিজপ্রপন্নজনপ্রতি বাৎসল্যবারিধি যে কৃষ্ণ আমি, আমাতে, তাদৃশ সৎপ্রসঙ্গ-ক্রমে যাহারা শরণাগত হয়, তাহারাই অপার সমুদ্র সদৃশ এই মায়া গোষ্পদোদকাঞ্জলিবৎ অনায়াসে উত্তীর্ণ হইয়া আনন্দৈকরস প্রসাদোন্মুখ নিজপ্রভু আমাকে প্রাপ্ত হয়। 'মাম্ এব' এস্থলে এব-কার-দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, আমাতে প্রপত্তি ব্যতীত বিধিরুদ্রাদিতে প্রপত্তি দ্বারা মায়াসমুদ্রোত্তরণ কখনই সম্ভব হইতে পারে না। শ্রুতিও বলিতেছেন—"তোমাকে জানিয়াই অতিমৃত্যু লাভ হয় অর্থাৎ জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে।" দেবগণ মুচুকুন্দকে বলিলেন—"হে রাজন্, আপনার মঙ্গল হউক, আপনি অদ্য মুক্তি ব্যতীত অপর যে কোন বর প্রার্থনা করুন, আমাদের মধ্যে একমাত্র অব্যয় ভগবান্ বিষ্ণুই মুক্তি প্রদানে সমর্থ হইয়া থাকেন।" (ভাঃ ১০।৫১।২০); ঘণ্টাকর্ণপ্রতি শ্রীশিবও ইহা বলিয়াছেন — শ্রীবিষ্ণুই সকলের মুক্তিপ্রদাতা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"গুণময়ী সত্ত্বাদি-গুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি যে মামেবেত্যেবকারেণাব্যভি-

চারিণ্যা ভক্ত্যা প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ।"

অর্থাৎ পরমেশ্বর আমার সত্ত্বাদি গুণবিকারাত্মিকা শক্তি মায়া দুস্তরা, ইহা প্রসিদ্ধ হইলেও যাহারা অব্যভিচারিণী (কেবলা বা শুদ্ধা) ভক্তি সহকারে আমাতে প্রপন্ন হয় অর্থাৎ আমার ভজনা করে, তাহারা এই সুদুস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইয়া আমাকে জানিতে পারে, ইহাই ভাবার্থ। শ্রীল স্বামিপাদ 'এব' কার দ্বারা অব্যভিচারিণী-ভক্তিকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সুতরাং ভগবৎপ্রপত্তিদ্বারাই শ্রীভগবানের দৈবীগুণময়ী দুরত্যয়া মায়া উত্তীর্ণ হইতে হইবে। নতুবা দৈবীমায়ার মোহে পড়িয়া নানা কামনা-বাসনা-দ্বারা পরিচালিত হইয়া নানা দেবদেবীর-উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্মানুযায়ী উচ্চাবচ নানা যোনি লাভ করিতে করিতে গতাগতি করিতে হইবে। ইহাই মহামায়ার মোহ। মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত সপ্তশতী চণ্ডীতে মহারাজ সুরথ ও সমাধি নামক বৈশ্য শ্রীমেধামুনি সমীপে এই মহামোহোৎপাদিকা মহামায়ারই পরাক্রম শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতায় শ্রীভগবান্ তৎপাদপদ্মে শরণাগতিকেই এই মোহ নিবারণের মহৌষধিরূপে ব্যবস্থা দিয়াছেন।

অতএব মায়া-মোহ ছাড়ি বুদ্ধিমান্।
নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান॥

(ক্রমশঃ)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—হরিসেবা কি নিজে নিজে করা যায় না?

উত্তর—কখনই না। কৃষ্ণ যদি জীবকে দয়া করেন, তবেই হরিসেবা করা যায়। নতুবা মানুষের চৌদ্দপুরুষের সাধ্য নাই যে, এত হাঙ্গামা কাটিয়ে হরিসেবা করতে পারে। হরিসেবা তামাসার কথা নয়।

জন্ম নামক একটী যোষিৎ, ঐশ্বর্য্য নামক আর একটী যোষিৎ, পাণ্ডিত্য নামক তৃতীয় প্রকার যোষিৎ ও সৌন্দর্য্য নামক চতুর্থ প্রকার যোষিৎ। এই সকল যোষিৎকে গোপীজনবল্লভের সেবায় নিযুক্ত না করলে এদের কবলে প'ড়ে যেতে হ'বে।

ভগবৎ সম্পর্ক-দর্শনের পরিবর্ত্তে ভোগ্যবুদ্ধিতে জগদ্দর্শন ও যোষিদ্ দর্শনে নানা অসুবিধা হচ্ছে—ভগবৎ-সেবক হ'বার পরিবর্ত্তে জগতের প্রভু হবার বা জগতের উপর প্রভুত্ব কর্‌বার ইচ্ছা জাগ্‌ছে। এখানে সকলেই সেব্য বা প্রভু হতে চাচ্ছে, ইহাই অবৈষ্ণবতা। সেব্য ও সেবকের সহিত যোগসূত্রই হলো ভক্তি বা সেবা। আমি অপরের সেব্য, এই অভিমান হলে সেবা আর কি করে হবে? সেবকই ত' সেবা কর্‌বে।

আমি কর্ত্তা হয়ে শ্রবণ কর্‌বো, দর্শন কর্‌বো, কীর্ত্তন কর্‌বো, স্মরণ কর্‌বো—এটা কর্ম্মীর বিচার—অভক্তের বিচার। যখন নিজ কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাবতীয় চেষ্টা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত হবে, তখনই সুবিধা হবে।

ভগবৎ-সেবক আমরা সাধুসঙ্গে থেকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টাই ভগবানের সেবা কর্‌বো। আমরা সর্ব্বতোভাবে ভগবৎ-পাদপদ্মে নির্ভর কর্‌বো। সকল

বিপদ্ বা সমস্যার মীমাংসা ভগবানের বিধানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করা।

এজগতে আমরা পতি-পত্নী-সম্বন্ধ, পিতা-পুত্র-সম্বন্ধ, বন্ধু-বন্ধু-সম্বন্ধ ও প্রভু ভৃত্য-সম্বন্ধ—এই চারিটা সম্বন্ধ নিয়ে সেবা করি। স্বরূপ-জ্ঞানের অভাবেই এই জগতে এই অনিত্য সম্বন্ধ হয়েছে। এ জগতের যত কিছু তা প্রথম মুখে দেখ্‌তে ভাল হতে পারে, কিন্তু শেষটা নৈরাশ্য। 'মাধব হাম পরিণাম নিরাশা'। এই ৪ টা সম্বন্ধের মধ্যে যে কোন একটা সম্বন্ধ ভগবানের সঙ্গে হলেই মঙ্গল, তাতেই হরিসেবা হবে।

এই জড়জগৎ থেকে বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায় ভগবানের সেবা আরম্ভ করলে। আর অপরের নিকট থেকে ভগবানের ন্যায় সেবা গ্রহণ কর্‌বার ইচ্ছা হলে এখানে আসক্ত হয়ে ত্রিতাপ ভোগ কর্‌তে হবে।

"আমরা কৃষ্ণ নহি—প্রভু নহি; আমরা কৃষ্ণের সেবক। কৃষ্ণই আমাদের নিত্য সেব্য, তিনিই জীবের নিত্য প্রভু। আমরা কৃষ্ণের eternal Slaves—কৃষ্ণের নিত্য কেনা গোলাম।"—এই কথাটা ভুলে কৃষ্ণের সেবার বিরুদ্ধে অভিযান কর্‌তে গেলেই সংসার হবে, তখন ত্রিতাপগ্রস্ত আমাদের দুঃখের আর সীমা থাক্‌বে না। সংসারটা হলো নরকের দ্বার। সেখানে আছে কেবল ভোগ বা নিজের ইন্দ্রিয় তর্পণ। কৃষ্ণকে ভুল্‌লেই সংসার হবে। তাই শাস্ত্র বলেছেন—"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিলেও সে রৌরবে পড়ি মজে॥"

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বিশ্বকে কিভাবে দেখ্‌তে হবে?

উত্তর—আপনারা এই বিশ্বকে—বিশ্বের যাবতীয় বস্তুকে কৃষ্ণসেবার উপকরণরূপে দর্শন করুন। এ জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার সামগ্রী। যে দিন আপনারা গুরুকৃষ্ণকৃপায় দ্বিতীয়াভিনিবেশের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে কৃষ্ণময় জগৎ দর্শন করতে পার্‌বেন, সেইদিনই আপনাদের এই বিশ্ব-স্বরূপেই গোলোকদর্শন হবে। আপনারা সমগ্র নারীজাতিকে কৃষ্ণভোগ্যারূপে—কৃষ্ণকান্তারূপে দর্শন করুন, তাঁদের উপর কোন প্রকার ভোগবুদ্ধি করবেন না। তাঁরা কৃষ্ণভোগ্যা, জীবের কখনও ভোগ্যা নহেন। আপনারা পিতামাতাকে নিজ ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সামগ্রীরূপে দর্শন না করে কৃষ্ণের পিতৃমাতৃরূপে দর্শন করুন। আপনারা পুত্রকে নিজ ইন্দ্রিয় তর্পণের সামগ্রী মনে না করে বালগোপালের সেবকেরগণরূপে দর্শন করুন। তাহলে আপনাদের বিশ্বদর্শন থাক্‌বে না, গোলোকদর্শন হবে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কে মঙ্গল লাভ করতে পারেন?

উত্তর—যে মুহূর্ত্তে জীব ভগবানের সেবা করবে না, সেই মুহূর্ত্তে ভোগ এসে তাকে গ্রাস করবে। কৃষ্ণ সর্ব্বদা কৃপা করবার জন্য—আমাদিগকে আকর্ষণ করবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু অন্ধকূপে পতিত আমরা তাঁর ফেলা দড়িগাছা যদি স্বতন্ত্রতা বুদ্ধি হেতু না আঁকড়ে ধরি, তাঁর প্রতি পেছন দিয়ে দি, তা হ'লে পতিতই থাক্‌লুম—ভগবৎ সেবাবিমুখ হ'য়ে অন্ধকূপেই প'ড়ে রইলুম। এ জগতে কৃষ্ণের প্রতিনিধি শ্রীগুরুদেব জীবকে এই অন্ধকূপ হ'তে উঠাতে আসেন। যাঁরা তাঁর কৃপারজ্জুগাছা হাত দিয়ে ধরেন, তাঁরাই মঙ্গল লাভ কর্ত্তে পারেন,—পরা শান্তির ধামে যেতে পারেন। সম্বন্ধ জ্ঞানের পর ক্রিয়া। কৃষ্ণের সঙ্গে সম্বন্ধই হ'ল না—দীক্ষাই হ'ল না, ক্রিয়া বা ভক্তি কি ক'রে হ'বে? 'আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা'—এই অভিমানটা ছাড়ার নামই নমস্কার। নমস্কার বা স্বতন্ত্রতা ত্যাগ হ'লো কৈ? আমি কৃষ্ণের সেবক—এই দিব্যজ্ঞান এখনও হ'লো না, কর্ত্তা অভিমান ছাড়ি নাই ব'লে—মহার্ঘ্য জানি না ব'লে। আত্মনিবেদন না করলে—স্বতন্ত্রতা না ছাড়্‌লে মঙ্গল কি ক'রে হ'বে? (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আজকাল সর্ব্বত্রই হরিকথার এত অভাব কেন?

উত্তর—মহাভাগবত নিষ্কিঞ্চন সাধুর অভাব এবং আমাদেরও হরিকথা শুনিবার প্রবৃত্তির অভাব। আমরা ইতর বিষয় শ্রবণে খুব প্রয়াসী। যেখানে শুশ্রূষু ও

মহতের সম্মেলন, সেখানেই হরিকীর্ত্তন হয়। শ্রোতা ও বক্তা উভয়েরই অভাব হওয়ায় হরিকথার অভাব সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইতেছে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমাদের কোথায় অসুবিধা ঘটিয়াছে ?

উত্তর—আমি মঙ্গল চাচ্ছি কিন্তু অমঙ্গলকে মঙ্গল ব'লে ঠিক ক'রেছি। আমি আমার রোগ-উপশমের জন্য অনেক সময় ডাক্তার ডাকি। ডাক্তার এসে বল্লেন—'তুমি এই ঔষধ ও পথ্য গ্রহণ কর।' আমি বল্‌লাম, 'আমার মনের মত—আমার রুচির মত ব্যবস্থা করুন।' দেখুন, তাহলে ডাক্তারীটা কর্‌লাম আমি। এতে কি রোগ সাড়্‌বে ? সেইরূপ গুরুর কাছে এসে যদি তাঁর কথা না শুনে নিজের খেয়ালেই চলি, তাহ'লে মঙ্গল কি ক'রে হবে ? এজন্য খোসামুদে লোককে 'বৈদ্য' বল্‌লে সুবিধা হ'বে না। আমার যে যে ঔষধ ও পথ্যে সত্য সত্য মঙ্গল হ'বে তা' আমাকে প্রদান না ক'রে যদি বৈদ্য আমার খোসামোদ ক'রে আমার মনের মত কথা ব'লে বা ব্যবস্থা দিয়ে কেবল দর্শনীটা নিয়ে যান, তাহ'লে তাতে আমার আপাত ক্ষণিক সুখ হ'বে বটে, কিন্তু ব্যাধি সাড়্‌বে না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীগুরুদেব কি মানুষ ?

উত্তর—কখনই না। শ্রীগুরুদেব ক্ষণবিধ্বংসী রক্ত-মাংসের পিণ্ড নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত বল্‌ছেন—শ্রীগুরুদেব ভগবানই। তিনি অবতার।

শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক স্বেচ্ছায় এজগতে আগমন করেন পরজগৎ হ'তে। প্রকট-অপ্রকট উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য। তিনি সর্ব্বদাই আমাদের নিয়ামকরূপে অবস্থান ক'রে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করছেন।

শ্রীগুরুদেব অতিমর্ত্ত্য মহাপুরুষ। তাঁকে মানুষ মনে কর্‌লে নরক হ'বে—নামাপরাধ হ'বে। তিনি আত্মবিৎ—কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ। তিনি শ্রীচৈতন্যের অত্যন্ত প্রিয়জন। আমাদের ন্যায় পতিতকে উদ্ধার কর্‌বার জন্য তিনি অবতীর্ণ হ'য়েছেন। তিনি কর্ম্মী, জ্ঞানী বা যোগী নন, তিনি লীলাময়ের লীলার পার্ষদ বা সঙ্গী—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভগবদ্ভক্ত।

দেবতা যেরূপ নিত্য, গুরুও তদ্রূপ নিত্য। দেবতা শব্দে—অপ্রাকৃত কামদেব কৃষ্ণ। শ্রীগুরুদেব সেই কৃষ্ণ-স্বরূপ,—কৃষ্ণ হতে অভিন্ন, কৃষ্ণের প্রকাশ-বিগ্রহ।

শ্রীগুরুদেব অভেদ বিচারে উপাস্য-পরাকাষ্ঠা। তিনি ভগবান্ হয়েও ভগবৎ-প্রেষ্ঠ। শ্রীগুরুদেব আশ্রয়-জাতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ-লীলার প্রকটকারী। গুরু ও কৃষ্ণ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশতত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়-জাতীয়-তত্ত্ব, শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-তত্ত্ব। শ্রীগুরুদেব—সেবক-ভগবান্, শ্রীকৃষ্ণ—সেব্য-ভগবান বা স্বয়ং-ভগবান্। শ্রীগুরুদেব মুকুন্দ-প্রেষ্ঠ,—রাগ-মার্গে স্বরূপসিদ্ধ শিষ্যের দর্শনে কৃষ্ণশক্তি—অভিন্ন শ্রীবার্ষভানবী-প্রকাশ।

কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরুদেব স্বরূপ-শক্তি, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ—শক্তিমান্। শ্রীকৃষ্ণ—পুরুষ বা ভোক্তা, আর আমাদের শ্রীগুরুদেব—কৃষ্ণের প্রকৃতি বা কান্তা। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীমদ্ভাগবত কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র ?

উত্তর—সৎশাস্ত্র বলিতে ভগবদ্‌ভক্তিপর শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসমূহ। ভগবদ্ভক্তিই সমস্ত সৎশাস্ত্রের সার-সিদ্ধান্ত। ভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রের অভিপ্রায়।

(বৃহদ্‌ভাগবতামৃত ২য় খণ্ড ১ম অধ্যায় ১ম শ্লোক টীকা)

ভগবৎপর শাস্ত্র সমূহ সমুদ্রস্বরূপ। শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীমদ্ভাগবতসমুদ্রসুধা পান করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না।

'সাগরাণাং ক্ষীরোদ ইব সর্ব্বসচ্ছাস্ত্রাণাং শ্রীমদ্ভাগবতমেব শ্রেষ্ঠম্।'

(ঐ ২।১।২ শ্লোক ও টীকা)

শাস্ত্র আরও বলেন—

(শ্রীমদ্ভাগবত) সর্ব্ববেদান্তেভ্যোঽপি সারং শ্রেষ্ঠং ভক্ত্যুৎকর্ষ প্রতিপাদকত্বাৎ। শ্রীমদ্ভাগবত বৈষ্ণবগণের প্রিয়। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রমহারাজ।

(ভাঃ ১২।১৩।১১-১২ চক্রবর্ত্তি-টীকা)

শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তির সর্ব্বপ্রকার অন্তরায় হইতে জীবকে রক্ষা করেন।

(ভাঃ ১২।১৩।১৩ ক্রমসন্দর্ভ টীকা)

শ্রীমদ্ভাগবত অতুলজ্ঞান-প্রদীপ—অতুলনীয় ভগবজ্-জ্ঞানপ্রদীপ। (ভাঃ ১২।১৩।১৪)

সর্পবিষহরা মন্ত্রা যথা লোকে অর্থজ্ঞানমপি নাপেক্ষন্তে তথৈবার্থং জ্ঞানাতু ন জ্ঞানাতু বা শ্রীভাগবতীয়াঃ শব্দা এব সংসারবিষং নির্ম্মূলয়ন্তি।

(ভাঃ ১২।১৩।১৫ চক্রবর্ত্তি-টীকা)

ভগবদ্ভক্তিপর শাস্ত্রসমূহ নিখিল অপ্রাকৃত সম্পদ্‌যুক্ত। শ্রীমদ্ভাগবত অক্ষরস্বরূপে ও অর্থস্বরূপে সর্ব্বপ্রকারে পরম-সুন্দর মহাপুরাণ-শ্রেষ্ঠ। শ্রীমদ্ভাগবত সমস্ত বেদশাস্ত্রের সার-ফল-স্বরূপ। সমস্তবেদ ও সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবত। (বৃঃ ভাঃ ১।১।১৫ টীকা)

প্রশ্ন—নিজের অনুভূত শাস্ত্রার্থ কি শ্রোতার অধিক হৃদয়-গ্রাহী হয়?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—"জ্ঞানশক্ত্যা বিজ্ঞাতস্যার্থস্য প্রতিপাদনাৎ সাক্ষাদনুভূতস্য প্রতিপাদনং শ্রোতৃহৃদয়-গ্রাহকং সমীচীনঞ্চ।" অর্থাৎ নিজের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য-দ্বারা অর্থ-প্রতিপাদন অপেক্ষা সাক্ষাৎ অনুভূত অর্থ বর্ণনই শ্রোতার অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয় এবং তাহাই সমীচীন ব্যবস্থা। (বৃঃ ভাঃ ২।১।৫)

প্রশ্ন—শাস্ত্রার্থ কি সকল শিষ্যকে বলা যায়?

উত্তর—যেমন উপযুক্ত গুরুপ্রয়োজন, তদ্রূপ উপযুক্ত শিষ্যও দরকার। শিষ্য গুরুসেবানিষ্ঠ ও স্নিগ্ধ (স্নেহশীল) হইবেন—ইহাই শিষ্যের যোগ্যতা। গোপনীয় তত্ত্ব স্নিগ্ধ শিষ্যকেই বলা যায়। উহা সকল শিষ্যকে বলা উচিত নয়। 'পরং গোপ্যমপি স্নিগ্ধে শিষ্যে বাচ্যমিতি শ্রুতিঃ।' শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—'ব্রূয়ুঃ স্নিগ্ধস্য শিষ্যস্য গুরবো গুহ্যমপ্যুত।'

যে শিষ্যের ভগবানের ন্যায় শ্রীগুরুদেবে স্নেহ মমতা বা বা সেবা-প্রবৃত্তি নাই, এইরূপ শিষ্য গুরুর উপদেশ ধারণা বা অনুভব করিতে কদাচ সমর্থ হয় না। এই জন্যই মহাজনগণ অযোগ্য শিষ্যকে গুহ্য কথা বলেন না। শ্রুতিও বলেন—

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥

গীতাও বলেন—

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥

(বৃঃ ভাঃ ২।১।৬)

প্রশ্ন—সকাম ভক্তগণ কি বৈকুণ্ঠে যাইতে পারেন?

উত্তর—যাঁহারা বিবিধ কামনা করিয়া ভগবদ্ভজন করেন, সেই সকল সকাম ভক্তগণ স্বেচ্ছায় যাবতীয় সুখ ভোগ করিয়াও ভক্তির প্রভাবে বিশুদ্ধ অর্থাৎ ভোগকালেও কর্ম্মপরতন্ত্র না হইয়াই ভোগান্তে ভগবদ্ধামে গমন করেন। সকাম ভগবদ্ভক্ত তৎতদ্‌বিষয়গত দুঃখ ভোগ করেন না। তাঁহারা ভোগকালেও বিশুদ্ধ থাকেন। 'ভোগকাল এব ভগবদ্ভক্তিপ্রভাবেন বিশুদ্ধিঃ।'

সকাম ভগবদ্ভক্তগণ ভক্তিপ্রভাবে ক্রমশঃ ভোগবাসনা নির্ম্মুক্ত হইয়া অর্থাৎ শুদ্ধচিত্ত বা নিষ্কাম হইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা নিষ্কাম ভক্ত, তাঁহারা সদ্যই বৈকুণ্ঠপদ লাভ করেন।

(বৃঃ ভাঃ ২।১।১৩-১৪)

প্রশ্ন—শ্রীরাধাদাস্য-লাভের উপায় কি?

উত্তর—যে সব মহাভাগ্যবান্ সজ্জন শ্রীকৃষ্ণের পরম মহাপ্রিয়তমা শ্রীরাধার দাস্য লালসা করেন অর্থাৎ 'আমি শ্রীরাধার দাসী হইব'—এই অভিলাষ মাত্র করেন, শ্রীনামসংকীর্ত্তনই এই পরম মহাফল লাভের জন্য সুরুচিত সর্ব্ব অসাধারণ ও পরম মহাসাধন।

(বৃঃ ভাঃ ২।১।২১)

প্রশ্ন—গোলোক-বৃন্দাবন অপেক্ষা ভৌমবৃন্দাবনের চমৎকারিতা কি বেশী?

উত্তর—বৈকুণ্ঠোপরিস্থিত শ্রীগোলোক-বৃন্দাবন অপেক্ষা ভৌমবৃন্দাবনের কোন কোন মাহাত্ম্য বা চমৎকারিতা অধিক। কালবিশেষে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অত্র

অলভ্য সুখক্রীড়াবিশেষের জন্য নিজ অখিলরূপাদি সহ ভৌম ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। এই ভৌমব্রজে অপ্রকট সময়েও শ্রীকৃষ্ণ নিজ পার্ষদ সহ নিত্যকাল বিহার করেন। (বৃঃ ভাঃ ২।১।২৪)

শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ কৃপা না হওয়া পর্য্যন্ত ব্রজভূমির রসবিশেষের অনুভব হয় না। শ্রীকৃষ্ণ ভৌমব্রজে সর্ব্বদাই বিহার করিলেও তাঁহার বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত ব্যতীত অপরে এই লীলার দর্শন পায় না।

'অদ্যাপিহ সেই লীলা করে কৃষ্ণরায়।
কোন কোন ভাগ্যবান্ দেখিবারে পায়॥'

(বৃঃ ভাঃ ২।১।২২৩)

শ্রীহরি যদিও সদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান, তথাপি সর্ব্বদা তাঁহাকে দেখা যায় না। কোন ভাগ্যবান কদাচিৎ তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিয়া থাকেন। (ঐ ২।২।৩২)

প্রশ্ন—কাহারও নিন্দা বা প্রশংসা করা কি উচিত?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—এই বিশ্বকে অন্তর্য্যামী কর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত জানিয়া কাহারও স্বভাব ও কর্ম্মের প্রশংসা বা নিন্দা করিবেন না। করিলে অসুবিধায় পড়িবেন—দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াগ্রস্ত হইবেন। (ভাঃ ১১।২৮।১-২)

প্রশ্ন—সংসার কতদিন সুখকর মনে হয়?

উত্তর—যে-কাল পর্য্যন্ত দেহ, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সহিত আত্মার সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণই সংসার অকিঞ্চিৎকর বা মিথ্যাভূত হইলেও সুখকর বা ফলপ্রদ বলিয়া মনে হয়।

'জীবস্য অবিবেক এব সংসারালম্বনঃ।' অবিবেকীই সংসারকে আশ্রয়ণীয় মনে করিয়া ভ্রান্ত হয়। (ভাঃ ১১।২৮।২ টীকা)

প্রশ্ন—বিষয়চিন্তা কি খুব খারাপ জিনিষ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—বিষয়-চিন্তা খুবই খারাপ জিনিষ। কারণ তাহা হইতেই সংসার হয়। 'জীবন্মুক্তস্যাপি যৎকিঞ্চিৎ বিষয়ধ্যানং দুর্ব্বারং।' অজ্ঞানতা বশতঃই ভগবচ্চিন্তার পরিবর্ত্তে বিষয়চিন্তা হয়।

ভোক্তা-অভিমানে—জাগতিক অভিমানে বিষয়-চিন্তা হয়। আর ভগবৎ-সেবক-অভিমানে ভগবদ্‌চিন্তা হইয়া থাকে। ভগবৎ-সেবকের সঙ্গেই সেবক-অভিমান জাগে। (ভাঃ ১১।২৮।১৩-১৪ টীকা)

যে কাল পর্য্যন্ত দৃঢ় ভক্তি দ্বারা বিষয়-রাগরূপ হৃদয়-কষায় দূর না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত মায়িক বিষয় সমূহের সঙ্গ ত্যাগ করিবে। 'মুক্তবৎ অসম্যগ্ জ্ঞানী ন যথেষ্ট-মাচরেৎ।' (ভাঃ ১১।২৮।২৭ টীকা)

প্রশ্ন—ভগবৎসেবা কি মহামঙ্গল কর?

উত্তর—নিশ্চয়ই। উৎসব ও নিত্য সেবার জন্য যিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে জমি, অর্থ, জমিদারী প্রভৃতি দান করেন, তিনি ভগবত্তুল্য সম্পদ্ ও ভক্তি লাভ করেন। (ভাঃ ১১।২৭।৫১)

শ্রীবিগ্রহের সেবা অত্যুত্তম দ্রব্যদ্বারা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু 'নিস্পৃহস্য ভক্তস্য তু যথালব্ধৈর্যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তৈর্দ্রব্যৈ-র্হৃদি ভাবেন ভাবনয়া' ভগবৎপূজা সিদ্ধ হয়। (ঐ ১৫ টীকা)

যাঁহারা সম্পত্তিশালী গৃহস্থ তাঁহাদের পক্ষে অর্থাদির দ্বারা ভগবৎসেবা করা বিশেষ প্রয়োজন। তাহা না করিয়া নিষ্কিঞ্চন পুরুষের ন্যায় স্মরণাদি নিষ্ঠ হইলে বিত্তশাঠ্য অপরাধ হয়। (ভক্তিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—ভগবানই কি গুরুরূপে জগতে প্রকটিত হন?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—ভগবানই ইহলোকে ভক্তাবতার-বেষে শ্রীগুরুরূপে বর্ত্তমান। আবার তিনিই নিজ বামদেশে সাক্ষাৎ অবতাররূপে শ্রীপাদুকাকারে (গুরুপাদুকা সাক্ষাৎ গুরুই) বর্ত্তমান। (ভক্তিসন্দর্ভ)

বৈষ্ণব-দর্শন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ]

'দর্শন' শব্দের অর্থ তত্ত্ববিজ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্ব-বস্তুকে অবলম্বন করিয়া যে-সকল মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাই দর্শন। আমাদের ভারতে প্রাচ্যদর্শন ছয়টী— সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্র বা বেদান্তদর্শন। প্রথমোক্ত পঞ্চদর্শনে অল্প বিস্তর ত্রুটী আছে, সে-সকলের যথার্থ মীমাংসা উত্তর-মীমাংসাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস স্থাপন করিয়াছেন।

অগ্নিবংশজ কপিল নিরীশ্বরবাদী। তিনি প্রকৃত বেদার্থ পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রকৃতিকেই জগৎকারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পতঞ্জলি কল্পনাময় ঈশ্বরকে স্বরূপতত্ত্ব বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন। গৌতম ও কণাদ ন্যায় ও বৈশেষিক মতে পরমাণুকেই বিশ্বকারণ বলিয়াছেন। পূর্ব্ব-মীমাংসক জৈমিনী ঈশ্বরকে কর্ম্মের অঙ্গ করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি (ঈশ্বর) জীবের কর্ম্মফল দাতা মাত্র। এই সকল মতবাদী আচার্য্যগণ বেদপ্রসিদ্ধ স্বয়ং ভগবান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া খণ্ড-প্রতীতিময় এক একটী মত স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য ঐ সকল মত উত্তমরূপে আলোচনা করিয়া তত্তৎ মতবাদ খণ্ডন করত ভগবান্ ব্যাসদেব ভগবৎ-তত্ত্ব-প্রতিপাদক বেদসূত্রসকল অবলম্বন করিয়া বেদান্তসূত্র রচনা করিয়াছেন। অনেকের ধারণা আচার্য্য শঙ্করের মতই বৈদান্তিক মত। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত; কারণ আচার্য্য শঙ্কর প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন। তাঁহার মত এই —

> শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ-কোটিভিঃ।
> ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীব ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥

কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি তাহা অর্দ্ধ শ্লোকে বলিয়া দিতেছি— ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছু নহে। যদি বলা যায় আচার্য্যের মতে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়, তাহা হইলে জীবগণকে ব্রহ্ম বলিলে বহু ব্রহ্ম আসিয়া পড়েন, সেজন্য বলিয়াছেন যে—ব্রহ্মের ভ্রান্তি বশতঃ জীবরূপে পরিণতি, সেই ভ্রান্তি দূর হইলেই অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই উপলব্ধি হইবে না। তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মের শক্তি-শক্তিমান স্বীকার না করিয়া বিবর্ত্ত স্বীকার করিয়াছেন। বস্তুতঃ আচার্য্যের এই মতবাদ প্রচারের একটী প্রধান কারণ এই—

এক সময়ে নমুচি প্রভৃতি কতকগুলি অসুর কর্ম্মকাণ্ডে ঈশ্বরারাধনা করিয়া প্রচুর বললাভ করত দেবতাগণের প্রতি ও পৃথিবীর উপর যথেষ্ট অত্যাচার করিতে থাকে, তখন দেবতাগণ ভগবানের নিকট নিবেদন করিলে তিনি রুদ্রকে আদেশ করিলেন, —

> ত্বং হি রুদ্র মহাবাহো মোহনার্থে সুরদ্বিষাং।
> পাষণ্ডাচরণং ধর্ম্মং কুরুষ্ব সুরসত্তম॥
> তামসানি পুরাণানি কথয়স্ব চ তান্ প্রতি।
> মোহনানি চ শাস্ত্রানি কুরুষ্ব চ মহামতে॥
> ময়ি ভক্তাশ্চ যে বিপ্রা ভবিষ্যন্তি মহর্ষয়ঃ।
> ত্বচ্ছক্ত্যা তান্ সমাদিশ্য কথয়স্ব চ তামসান্॥
> কণাদং গৌতমং শক্তিমুপমন্যুঞ্চ জৈমিনীম্।
> কপিলং চৈব দুর্ব্বাসং মৃকণ্ডুঞ্চ বৃহস্পতিম্॥
> ভার্গবং জামদগ্ন্যঞ্চ দশৈতাংস্তামসানৃষীন্।
> তব শক্ত্যা সমাদিশ্য কুরুষ্ব জগতো হিতম্॥
> কথয়িষ্যন্তি তে বিপ্রাস্তামসানি জগত্রয়ে।
> পুরাণানি চ শাস্ত্রাণি ত্বয়া সত্যেন বেদিতাঃ॥
> কপালচর্ম্মভস্মাস্থিচিহ্নান্যপি হি সর্ব্বশঃ।
> ত্বমেব বৃতবান্ লোকান্ মোহয়স্ব জগত্রয়ে॥
> তথা পাশুপতং শাস্ত্রং ত্বমেব কুরু সুব্রত।

কঙ্কাল শৈব পাষণ্ড মহাশৈবাদি ভেদতঃ।
অবলম্ব্য মতং সম্যগ্‌ বেদবাহ্যং দ্বিজাধমাঃ॥
ভস্মাস্থিধারিণঃ সর্ব্বে ভবিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
ত্বাং পরত্বেন বক্ষ্যন্তি সর্ব্বশাস্ত্রেষু তামসাঃ॥
তেষাং মতমধিষ্ঠায় সর্ব্বে দৈত্যাঃ সনাতনাঃ।
ভবেয়ুস্তে মদ্বিমুখাঃ ক্ষণাদেব ন সংশয়ঃ॥
অহমপ্যবতারেষু ত্বাঞ্চ রুদ্র মহাবল।
তামসানাং মোহনার্থং পূজয়ামি যুগে যুগে॥

হে রুদ্র! সুরবিদ্বেষী অসুরগণের মোহনার্থ তুমি পাষণ্ডাচরণ ধর্ম্মের স্থাপন কর। তামসিক পুরাণাদি এবং মোহন-শাস্ত্রাদি প্রকাশ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব গোপন কর। আমার ভক্ত যে-সকল মহর্ষি জন্ম গ্রহণ করিবে তুমি তাহাদিগকে তোমার শক্তিতে বাধ্য করিয়া তামস মত প্রচার করিবে। কণাদ, গোতম, শক্তি, উপমন্যু, জৈমিনী, কপিল, দুর্ব্বাসা, মৃকণ্ডু, বৃহস্পতি, ভার্গব ও জামদগ্ন্য এই দশজন ঋষিকে তোমার শক্তিতে বশীভূত করিয়া তামস শাস্ত্র প্রচার দ্বারা জগতের হিত সাধন কর। কপাল, চর্ম্ম, ভস্ম, অস্থি প্রভৃতি ধারণ করিয়া ত্রিজগতে তামসিক দৈত্যগণকে মোহন কর। আবার পাশুপত-মত, কঙ্কাল, শৈব, পাষণ্ড মহাশৈবাদি ভেদে বিবিধ বেদবাহ্য মত অবলম্বন করিয়া ঐ সকল দৈত্যগণ নিঃসন্দেহে ভস্মাস্থিধারী হইয়া পড়িবে। ঐ সকল ব্যক্তি তোমাকেই শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে কীর্ত্তন করিয়া ক্ষণকাল মধ্যে আমাতে বিমুখ হইবে। আমিও অবতীর্ণ হইয়া তামসিক ব্যক্তিগণের মোহনার্থ তোমার পূজা করিব।

আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মকে নিরাকার নির্ব্বিশেষরূপে কল্পনা করিয়াছেন এবং জীবকেও ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা বেদান্তের প্রথম অধ্যায়ে প্রথম পাদে প্রথম-দ্বিতীয় সূত্রে নিরস্ত হইয়াছে।

১ম সূত্র 'অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা।' ইহার টীকায় গোবিন্দ-ভাষ্যকার শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুর উক্তি—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্ব্বেদমায়াৎ। নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্।" অর্থাৎ কর্ম্মের দ্বারা প্রাপ্য লোকসকল অনিত্য ও দুঃখপ্রদ জানিয়া ব্রাহ্মণ কর্ম্মে বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট অভিগমন করিবেন। এস্থলে ব্রহ্মকে জানিবার জন্য গমন করাতে জানা যায় যে—একজন জিজ্ঞাসু অপর জ্ঞানীর নিকট জিজ্ঞাসা করিবেন। যদি জ্ঞানীব্যক্তি শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইয়া যান, তবে তাঁহার ত' আর শিষ্য দর্শন থাকিবে না, সুতরাং তাঁহার দ্বারা উপদেশও অসম্ভব হইবে। কেন না শঙ্করের মতে অজ্ঞান-বশতঃ—ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্ম 'জীব' হইয়াছেন, ভ্রান্তি দূর হইলেই তিনি 'ব্রহ্ম'। তখন শিষ্যকেও ব্রহ্মছাড়া দর্শন করিতে পারেন না। এজন্য শঙ্করের মত অগ্রাহ্য করিয়া বৈষ্ণব মতই অবলম্বন করিতে হইবে। বৈষ্ণব মতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট ব্রহ্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিবে। শ্রোত্রিয় অর্থে শ্রৌত-পারম্পর্য্যে আগত গুরু। সর্ব্বাদি ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের গুরুপাদপদ্ম পর্য্যন্ত আমরা শ্রৌত পরম্পরাগত আচার্য্যগণকে পাইয়া থাকি। তাদৃশ আচারবান্ ব্রহ্মনিষ্ঠ আচার্য্যের নিকট তত্ত্ববস্তু ব্রহ্মের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্য ব্রহ্মের পরিচয়ে বলিবেন—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" অর্থাৎ যাঁহা হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি, ভঙ্গাদি কার্য্য হইয়া থাকে তিনিই ব্রহ্ম। তজ্জন্য টীকা—'যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।' এস্থলে করণ, অপাদান, অধিকরণ কারকের অবস্থান হেতু ব্রহ্ম বস্তু নির্ব্বিশেষ হইতে পারেন না। তাহাতে তাঁহার অস্তিত্ব থাকে না।

সেই ব্রহ্মকে কিরূপে জানা যাইবে, তদুত্তর—শাস্ত্রযোনিত্বাৎ অর্থাৎ তাঁহাকে জানার উপায় একমাত্র শাস্ত্র। শাস্ত্র বলিতে রাজস, তামস শাস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সাত্ত্বিক শাস্ত্রই অবলম্বনীয়। অতএব ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে বেদান্তদর্শনই বৈষ্ণব-দর্শন। এ সম্বন্ধে সংক্ষেপে সাম্প্রদায়িক বৈষ্ণব দর্শনের কথা একটী শ্লোকে বর্ণন করিয়া বক্তব্য শেষ করিতেছি—

"আম্নায়ঃ প্রাহ তত্ত্বং হরিমিহ পরমং সর্ব্বশক্তিং রসাব্ধিং
তদ্ভিন্নাংশাংশ্চ জীবান্ প্রকৃতি-কবলিতান্ তদ্বিমুক্তাংশ্চ ভাবাৎ
ভেদাভেদপ্রকাশং সকলমপি হরেঃ সাধনং শুদ্ধভক্তিং
সাধ্যং তৎপ্রীতিমেবেত্যুপদিশতি জনান্ গৌরচন্দ্রঃ স্বয়ং সঃ॥'

স্বয়ং ভগবান শ্রীমদ্ গৌরচন্দ্র শ্রদ্ধাবান্ জীবগণকে দশটী তত্ত্ব উপদেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথমটী প্রমাণ তত্ত্ব ও শেষ নয়টী প্রমেয় তত্ত্ব। যে সকল বিষয় প্রমাণ করা যায়, তাহারাই প্রমেয় এবং যদ্দ্বারা সেই প্রমেয়সকলকে প্রমাণ করা যায়, তাহার নাম প্রমাণ। এই শ্লোকটী দশমূলের সমষ্টি। সমষ্টি শ্লোকের অর্থ এই—শ্রীহরির কৃপাপাত্র ব্রহ্মাদিক্রমে গুরু-পরম্পরাপ্রাপ্ত সম্প্রদায়ে যে স্বতঃসিদ্ধ বেদ পাওয়া গিয়াছে, সেই বেদবাক্যই আম্নায়। বেদ ও তদনুগত শ্রীমদ্ভাগবতাদি স্মৃতিশাস্ত্র, তথা তদনুগত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই প্রমাণ। সেই প্রমাণ দ্বারা স্থির হয় যে, শ্রীহরিই একমাত্র পরমতত্ত্ব, তিনি সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন, তিনি অখিলরসামৃতসিন্ধু; মুক্ত ও বদ্ধ—দুইপ্রকার জীবই তাঁহার বিভিন্নাংশ; বদ্ধজীব মায়াগ্রস্ত, মুক্তজীব মায়ামুক্ত; চিদচিৎ সমস্ত বিশ্বই শ্রীহরির অচিন্ত্য-ভেদাভেদ প্রকাশ, শ্রীহরিতে ভক্তিই একমাত্র সাধন এবং শ্রীহরির প্রীতিই একমাত্র সাধ্যবস্তু।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয়মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব

বিশ্ব বিশ্রুত শ্রীচৈতন্য মঠ ও তৎ শাখা শ্রীগৌড়ীয় মঠ সমূহের প্রতিষ্ঠাতা পরমহংসকুল-মুকুটমণি নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর মহাশয়ের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা উপলক্ষে তদীয় অবস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব মহারাজ প্রতিবর্ষের ন্যায় এই বৎসরও সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ১৯ ফেব্রুয়ারী অপরাহ্ণে সপরিকরে শুভবিজয় করেন। আসামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ন্যূনাধিক সাড়ে চারিশত ভক্ত সজ্জন বিবিধ পূজোপকরণসহ দলে দলে অধিবাস বাসরে আসিয়া সমাগত হন এবং শ্রীল প্রভুপাদের পূত চরিত্র শ্রবণ মননের সুযোগ লাভ করেন। ২০ ফেব্রুয়ারী আবির্ভাব তিথির উষঃকাল হইতেই সংকীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবগণ শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা ও গুণাবলী কীর্ত্তন করিতে থাকেন। প্রতি বর্ষের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীল আচার্য্যপাদের আনুগত্যে সহস্রাধিক ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের আলেখ্যার্চ্চাতে সভক্তি পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন। মধ্যাহ্নে ভোগরাগ ও আরাত্রিকান্তে সমাগত প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত ও সজ্জন বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবন করেন। সন্ধ্যারাত্রিকান্তে একটী মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেবের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃতবিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহসম্পাদক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস-সি, বিদ্যারত্ন, শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি প্রমুখ ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের মহিমা কীর্ত্তন করেন। অবশেষে শ্রীল আচার্য্যদেব সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"শ্রীল প্রভুপাদ জীবের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিগম্য কোন একটী বস্তু বিশেষ নহেন। উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া দেখিলে দেখা যায় প্রভুপাদ শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 'ত্বৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' এই পুরাণ-বাণীর পুরাণ পুরুষ। কলিযুগে উৎকল দেশ হইতেই সমগ্র বিশ্বে ধর্ম্ম প্রচারিত হইবে বলিয়া যে পুরাণবাণী আছে তাহার লক্ষণ আমরা এই মহাপুরুষে দেখিতে পাই। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে প্রচারিত 'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥'—শ্রীগৌরবাণীর সার্থকতা এই মহাপুরুষের মধ্যেই আমরা সর্ব্বতোভাবে দেখিতে পাই। নিরপেক্ষভাবে দেখিলে শ্রীল প্রভুপাদই বিশ্বের সর্ব্বত্র নিজে ও নিজপ্রিয় পার্ষদ ভক্তবৃন্দের দ্বারা শ্রীভগবন্নাম মহিমা এবং শ্রীগৌরাঙ্গদেবের প্রেমের বাণী প্রচার

করিয়াছেন ও করাইয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বে এতটা ব্যাপক প্রচার কোন আচার্য্যই করিয়া যান নাই। তাঁহার প্রচারের মৌলিক বিষয় ছিল—শ্রীহরি ও শ্রীহরিনাম। মুগ্ধজগদ্বাসী বিবিধ মোহে মোহাচ্ছন্ন হইয়া বিবিধ অনর্থরাশিকেই অর্থ বিচার করিয়া বিবিধ তাপে জর্জ্জরিত, বিপর্য্যস্ত। শ্রীল প্রভুপাদ সর্ব্বানর্থনাশকারী ও সর্ব্বশুভ উদয়কারী শ্রীহরিনাম বিতরণ করিয়া জীবের অনর্থ নির্ম্মুক্তাবস্থার নিত্য-প্রয়োজন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমকেই চরাচরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ দৈব বর্ণাশ্রমের বিচার ধারার পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিয়া বৈষ্ণবী মর্য্যাদা জগতে প্রকাশ করতঃ হরিবিমুখ কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তের নিরর্থক বর্ণাভিমানকে নিরাস করিলেন। তিনিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসের বিচারধারা পুনঃ প্রবর্ত্তন করতঃ তদীয় শ্রীচরণাশ্রিত ঐকান্তিক জনের কায় মন ও বাক্য সর্ব্বতোভাবে শ্রীহরি-তোষণপর করিয়া 'হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনম্' বাণীর স্বার্থকতা সম্পাদন করিলেন। শুদ্ধ আচার্য্যের অভাবে গৌড়ীয়-গগনে শ্রীহরিভজনের নামে যে অনাচার অসদাচার ও কুসিদ্ধান্তের মেঘরাশি পুঞ্জীভূত হইয়াছিল তাহা উজ্জ্বল ভাস্কররূপ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীর উদয়ে সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হইল, জীবজগৎ গৌরমহিমা বুঝিবার পুনরায় সুযোগ পাইল। শ্রীল প্রভুপাদকে আমরা 'অপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তহারিণে' বলিয়া প্রণাম করি। শ্রীহরিভজনের নামে কোন প্রকার Via media তাঁহার বিচারে স্থান পায় নাই। যতই দিন যাইবে, জীবজগৎ যতই শ্রীগৌরকৃষ্ণের অনুশীলন তৎপর হইবে, ততই শ্রীল প্রভুপাদের দান-বৈশিষ্ট্য অনুভব করিতে সক্ষম হইবে। শ্রীল প্রভুপাদ মাধুর্য্যোজ্জ্বল-প্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগ ভক্তিদ—শ্রীরূপানুগবর্য্য ও শ্রীগৌর-করুণাশক্তি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরবাণী। আসুন অদ্যকার শুভ পুণ্যাহে আমরা কায়মনোবাক্যে শ্রীল প্রভুপাদের রাতুল শ্রীচরণ যুগলে আশ্রয় গ্রহণ করি। শ্রীগুরুপূজা নিত্য হইলেও শ্রীগুরুদেবের ভুবনমঙ্গল আবির্ভাব তিথির পূজা আরও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।"

প্রসঙ্গক্রমে শ্রীল আচার্য্যদেব সরভোগ মঠের নবনির্ম্মিত পাকা শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, শ্রীল প্রভুপাদের ভজনস্থলী, ভোগশালা ও সেবকখণ্ডাদির নবরূপে শোভমান উজ্জ্বল পরিবেশ দর্শন করিয়া শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী প্রভুর তন্নিমিত্ত বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার জন্য প্রশংসা করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রীপাদ মাধবানন্দ ব্রজবাসী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীশিবানন্দ বনচারী, পণ্ডিত শ্রীদীননাথ বনচারী, শ্রীঅচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীরাঘবেন্দ্র দাসাধিকারী, শ্রীদামোদর দাসাধিকারী প্রমুখ সেবকবৃন্দের অক্লান্ত চেষ্টার প্রশংসা করেন। এই সব সেবাকার্য্যে প্রধানভাবে অর্থানুকূল্যকারী—শ্রীসাহেশ্বরী দেবী, শ্রীনাগরমল বাবু, শ্রীঝুমরমল বাবু, শ্রীকাশীরাম বাবু, শ্রীরামগতি দাসাধিকারী, শ্রীসজ্জনকিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীনরহরি দাসাধিকারীর নাম উল্লেখ করতঃ ধন্যবাদ প্রদান করেন।

প্রচার-প্রসঙ্গ

জলন্ধরে শ্রীগৌর-জয়ন্তী উপলক্ষে ধর্ম্মসম্মেলন ও নগর-সঙ্কীর্ত্তন

পাঞ্জাবের অন্যতম প্রধান সহর জলন্ধরে স্থানীয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তন সভার উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মোৎসব উপলক্ষে বিগত ৩১ মার্চ্চ, ১৭ চৈত্র বুধবার হইতে ৪ এপ্রিল, ২১ চৈত্র রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরের বিরাট সভামণ্ডপে পঞ্চদিবসব্যাপী নিখিল পাঞ্জাব ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। জলন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভা কর্ত্তৃক উক্ত সম্মেলনে পৌরোহিত্যের জন্য আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ কলিকাতা হইতে জলন্ধর ষ্টেশনে সদলবলে ৩০শে মার্চ্চ শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয়

নাগরিকগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। জলন্ধর, লুধিয়ানা, অমৃতসর, কপূরথলা, হোসিয়ারপুর, আম্বালা, ফিরোজপুর, পাঠানকোট প্রভৃতি পাঞ্জাবের বিভিন্ন জেলা এবং নিউদিল্লী ও দেরাদুন হইতে বহু সংকীর্ত্তনমণ্ডলী ও ভক্তবৃন্দ এই ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদান করেন। প্রত্যহ সান্ধ্য বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনে এবং সহরের বিভিন্ন স্থান হইতে আহূত হইয়া স্থানীয় রোটারী ক্লাব, ডুয়াবা কলেজ, গীতাভবন ও সিভিল লাইনে বিশিষ্ট নাগরিকগণের সভায় অভিভাষণ প্রদান করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য তথায় বিপুলভাবে শ্রীগৌরবাণী ও শ্রীগৌর মহিমা প্রচার করেন। পাঞ্জাবদেশবাসিগণের উত্তরোত্তর গৌরবিহিত সংকীর্ত্তনধর্ম্মে অদম্য উৎসাহ লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন,—"আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী—'পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম। সর্ব্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম॥' অচিরেই সত্যে পরিণত হইতে চলিয়াছে এবং পৃথিবীর সর্ব্বত্র শ্রীগৌরাঙ্গের বিমল প্রেমধর্ম্মের বাণী সমাদৃত হইবে।"

২১ চৈত্র রবিবার শ্রীসনাতন ধর্ম্ম মন্দির হইতে প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। উক্ত দিবস শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ও তৎপার্ষদগণের অনুগমনে মৃদঙ্গ-করতালধ্বনি ও উদ্দণ্ড নৃত্য সহযোগে তদ্দেশবাসী ভক্তগণ আর্ত্তিভরে 'নিতাই হে! গৌর হে!' প্রভৃতি প্রেমবাচক উচ্চ কীর্ত্তনে প্রমত্ত হইয়া উঠেন।

এই উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত করিতে নিম্নলিখিত সজ্জনগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ উল্লেখযোগ্য—শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়ালা (শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী), পণ্ডিত শ্রীচাঁদলালজী, শ্রীরামভজন পাণ্ডে, শ্রীওম্‌প্রকাশ, শ্রীরমজী দাস ও শ্রীকৃপারাম প্রভৃতি।

পরুই-যোগাশ্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠের বক্তৃতা

পরুইস্থিত (বেহালা) যোগাশ্রমের ৫২ তম সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে ২৮ চৈত্র (১৩৭১) ১১ এপ্রিল (১৯৬৫) রবিবার অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভায় শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বাণী কীর্ত্তনের জন্য উক্ত যোগাশ্রমের সম্পাদক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারকবৃন্দকে সাদরে আহ্বান করেন। সভায় বক্তব্য বিষয় ছিল—"সাধ্য ও সাধন।" তাঁহাদের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, মঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীমৎ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনৃত্যগোপাল দাস মহাশয় তথায় উপস্থিত হন। দৈবানুরোধে সভায় বিজ্ঞাপিত সভাপতি মহাশয়ের অনুপস্থিতিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে উক্ত সভার অন্যতম বক্তৃরূপে সমুপস্থিত শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণার্থ অনুরুদ্ধ হন। সভাপতির নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে মহোপদেশক ব্রহ্মচারীজী একটি সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করিলে সভাপতি মহাশয় সংক্ষেপে কিছু বলেন। ব্রহ্মচারীজী শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসরণে কৃষ্ণপ্রীতিকেই 'সাধ্য' ও শুদ্ধভক্তিকেই তৎ-'সাধন' স্বরূপে বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও ভাগবতাদি শাস্ত্রোক্ত বহু প্রমাণাবলম্বনে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ব বিচার-বিশ্লেষণমুখে স্থূল বা সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ বাঞ্ছামূলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মজ্ঞান-যোগ-তপস্যাদি হইতে কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ তাৎপর্য্যময়ী শুদ্ধাভক্তির বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রদর্শন করেন। আরাধ্য শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন, আরাধক জীবাত্মস্বরূপ ও আরাধিকার আদর্শ প্রদর্শনকারিণী শ্রীমতী রাধিকার কৃষ্ণারাধনার অনুসরণ-মূলা আরাধনার নিত্যত্ব প্রদর্শনপূর্ব্বক জীবাত্মার কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ তাৎপর্য্যমূলক ধর্ম্মব্যতীত "পৃথিবীতে যত কথা 'ধর্ম্ম' নামে চলে। ভাগবত কহে তাহা পরিপূর্ণ ছলে॥" এই মহাজন বাক্যের সত্যতা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করেন। প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্ম নিরূপণ

প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত চতুর্ব্বর্গকে কৈতবাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু উহার অনুবাদ করিয়াছেন—

"অজ্ঞান তমের নাম, কহিয়ে কৈতব।
ধর্ম্ম-অর্থ কাম-বাঞ্ছা আদি এইসব॥
তারমধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
কৃষ্ণ ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
সেই এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম্ম॥
ভুংসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্ম-বঞ্চনা।
কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা॥"

এই সকল স্থূল ও সূক্ষ্ম ভোগবাসনা জীব হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিতে জীব যে সাধ্যবস্তু কৃষ্ণপ্রেম ও তৎ সাধন শুদ্ধভক্তির কথা ধারণা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, ইহা ব্রহ্মচারীজী বিশদ্‌ভাবে বুঝাইয়া দেন। তিনি আরও বলেন—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণতাৎপর্য্যময়ী ভক্তির অনুকূল শুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞান এবং আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ-তাৎপর্য্যপর কর্ম্ম ও জ্ঞান কখনই এক হইতে পারে না। শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তে উদাসীন জনসমাজে 'সবধর্ম্ম সমান', 'যত মত তত পথ' বলিয়া কএকটি ভ্রমাত্মিকা কথা যত্রতত্র প্রচারিত হইয়া থাকে। 'দরিদ্র নারায়ণ' প্রভৃতি কথাও ঐরূপ 'সোণার পাথর বাটী' কথার ন্যায় সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হয়। এই সকল আপাত মনোহারিণী কথাগুলি জীবকে সচ্ছাস্ত্রের শুদ্ধ সিদ্ধান্তবোধে বিভ্রান্ত করিয়া দেয়। ব্রহ্মচারীজী সুধী সমাজকে এই সকল কথা নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার জন্য অনুরোধ করেন। তাঁহার আবেগপূর্ণ ভাষণ শ্রোতৃ-বৃন্দের হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার অন্তে সময়ের অল্পতা-নিবন্ধন সভাপতি মহোদয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীল তপনমিশ্র ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুকে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব উপদেশের কথা এবং শ্রীরায় রামানন্দ সংবাদ আলোচনামুখে স্বধর্ম্মাচরণ, কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্মত্যাগ ও জ্ঞানমিশ্রা-ভক্তি পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর এহো বাহ্য এবং জ্ঞান-শূন্যাভক্তির কথায় এহো হয় বলিয়া উক্তি ক্রমশঃ বিধি-ভক্তি ছাড়িয়া রাগভক্তি অনুশীলনক্রমে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য-প্রেম, কান্তভাব কথা, তন্মধ্যে শ্রীরাধার প্রেমকে সাধ্যশিরোমণি বলিয়া প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তকে সাধ্যাবধিরূপে নিশ্চয়করণ এবং 'পহিলেহি রাগ নয়ন ভঙ্গে ভেল' প্রভৃতি গীতি আলোচনামুখে সাধ্যবস্তু ও সখীর আনুগত্যে ভজনরূপ সাধন-কথা আলাপনে মহাপ্রভুর পরম সন্তোষ লাভের কথা বলিয়া সংক্ষেপে কৃষ্ণপ্রীতিকেই সাধ্য ও শুদ্ধাভক্তিকেই তাহার সাধনরূপে নির্দ্দেশ করেন। বর্ণা-শ্রমধর্ম্মাচরণ প্রথম সোপান হইলেও ধর্ম্মের লক্ষ্যীভূত বিষয় হরিতোষণ না হইলে তাহা নিরর্থক হইয়া যায়। শুদ্ধাভক্তিই জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম এবং সেই ভক্তি নাম-সংকীর্ত্তন প্রধান বলিয়া নামসংকীর্ত্তনই যে সাধ্য ও নাম-সংকীর্ত্তনই যে সাধন, তাহা বিশেষভাবে প্রতিপাদন করেন। উপসংহারে সভাপতি মহাশয় এই যোগাশ্রমের বার্ষিক উৎসব পরিচালনকারি সজ্জন গণের অদম্য উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম, সুশৃঙ্খলা সংরক্ষণ, অনুষ্ঠান-সূচী অনুযায়ী কর্ত্তব্য সম্পাদন এবং উৎসবে সমাগত অগণিত বাল-বৃদ্ধ-নর-নারীর প্রত্যেকের প্রতিই সৌজন্যপূর্ণ অমায়িক ব্যবহার দ্বারা আপ্যায়িত করিবার চেষ্টার বিশেষ প্রশংসা করেন।

শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনজীউ এই যোগাশ্রমের অভীষ্ট-দেব বলিয়া বিজ্ঞাপিত। সুতরাং এস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদোত্তম শ্রীস্বরূপ-রূপ-সনাতন-রঘুনাথ-শ্রীজীবাদি গোস্বামিবর্গের সিদ্ধান্তসম্মতভাবে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন-জিউর শুদ্ধসেবা পরিচালিত হউক, শুদ্ধভক্তিযোগই যোগাশ্রমে বহুমানিত হউক ইহাই আমাদের উক্ত যোগাশ্রম পরিচালকবর্গের নিকট সানুনয় নিবেদন। আমরা আশ্রমের সর্ব্ববিধ পারমার্থিক ক্রমোন্নতি প্রার্থনা করি।

সভায় উপস্থিত বিশিষ্ট সজ্জনবৃন্দের মধ্যে নিম্নেমাত্র কএক জনের নাম উল্লিখিত হইল,—শ্রীনন্দদুলাল নাথ পৌর-প্রতিনিধি সাউথ সুবারবন মিউনিসিপালিটি, শ্রীইন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় পৌরপাল ঐ. শ্রীচারুচন্দ্র গোস্বামী প্রধান শিক্ষক পুরুই হাইস্কুল, শ্রীপ্যারীমোহন দাস সম্পাদক পুরুই যোগাশ্রম, শ্রীসুরেন দাস, শ্রীসতীশ চন্দ্র গোস্বামী; ডাঃ শ্রীকালীমোহন দেবনাথ, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র অধিকারী, শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্দ্র মোহন ঘটক, শ্রীভবতোষ ঘটক প্রভৃতি।

হোসিয়ারপুরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ

পাঞ্জাবের অন্যতম সুদৃশ্য সহর হোসিয়ারপুরে শুভপদার্পণের জন্য তত্রস্থ নাগরিকগণ কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তদীয় ত্রিদণ্ডী যতি শিষ্যদ্বয়—শ্রীপাদ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সমভি-ব্যাহারে জলন্ধর হইতে মোটর যানে হোসিয়ারপুরে বিগত ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল বুধবার শুভাগমন করিলে স্থানীয় নগরবাসিগণ বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। পার্টির অন্যান্য সকলে—শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র চৌবে ও শ্রীবৃন্দাবন দাসজী রেলপথে ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলে রেলষ্টেশন হইতে নরনারীগণ নগর-সংকীর্ত্তন সহযোগে সপরিকর শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে আসিয়া উপনীত হন। আশ্রমের সংকীর্ত্তন ভবনে সমুপস্থিত নরনারীগণের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বাণীতে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের সম্বর্দ্ধনার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তনের মহিমা বর্ণন মুখে শ্রীগৌরবিহিত সংকীর্ত্তনে সকলকে প্রোৎসাহিত করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সেখানে অবস্থানকালে ২ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রত্যহপ্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে এবং ১৬ এপ্রিল প্রাতঃকালে 'সাধ্য ও সাধনতত্ত্ব' এবং 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা-বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় তাঁহাদের শ্রীমুখে অপূর্ব্ব ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরমানন্দ লাভ করেন। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বলেন এইরূপ বিশুদ্ধ ভক্তিপর কথা এবং জীবের মঙ্গলের জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্যসমূহের সরল ব্যাখ্যা পূর্ব্বে কখনও শ্রবণ করেন নাই।

২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা দিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রম হইতে যে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয় তাহাতে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং তৎপার্ষদবর্গের মৃদঙ্গ-করতালাদি সহযোগে উদ্দণ্ড নৃত্য কীর্ত্তন সন্দর্শনে অগণিত নরনারী চমৎকৃত হন এবং তাঁহারাও হরিসংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন। জলন্ধর ও ফিরোজপুর আদি স্থান হইতে আগত ভক্তবৃন্দও এই নগর-সংকীর্ত্তনে যোগদান করিয়াছিলেন। হোসিয়ারপুরের সংকীর্ত্তনকারী ভক্তগণের মধ্যে শ্রীসেবক কৃষ্ণগোপালজী, শ্রীখুসীরামজী ও শ্রীচুনীলাল শর্ম্মার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায় স্থানীয় লালা লাজপৎ রায় শতবার্ষিকী সমিতির সভাপতি কর্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ও শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সহরের বিশিষ্ট নাগরিকগণের মহতী সভায় 'Way to Happiness' সম্বন্ধে ইংরাজীতে ভাষণ প্রদান করেন।

১৬ এপ্রিল শুক্রবার শ্রীল আচার্য্যদেব হোসিয়ারপুর হইতে পাঞ্জাবের বৃহত্তম সহর অমৃতসর প্রস্থানকালে নরনারী-গণের বিরহ-ব্যাকুলতা এবং উচ্চ কীর্ত্তন সহযোগে ষ্টেশন পর্য্যন্ত মোটরযানে উপবিষ্ট শ্রীল আচার্য্যদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দ্রুত অনুগমন এবং আকুল ক্রন্দন এমনই মর্ম্মস্পর্শী হয় যে তদ্দর্শনে শ্রীল আচার্য্যদেব ও তাঁহার সঙ্গীগণ সকলেই অভিভূত হইয়া পড়েন।

কলিকাতায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার স্নেহাভিষিক্ত শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমৎ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমৎ ভক্তিললিত গিরি মহারাজ প্রভৃতির উপর পাঞ্জাব, উত্তর-প্রদেশ ও দিল্লী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের ভার অর্পণ করতঃ স্বয়ং গত ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার কলিকাতায় শুভ বিজয় করিয়াছেন। এখানে তিনি শুশ্রূষু সজ্জনগণের নিকট শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন ও প্রত্যহ মঠে সন্ধ্যায় শ্রীভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছেন।

শ্রীকেদার-বদরী তীর্থ পরিক্রমা

"সোঽহং তদ্দর্শনাহ্লাদ-বিয়োগার্ত্তিযুতঃ প্রভো।
গমিষ্যে দয়িতং তস্য বদর্য্যাশ্রমমণ্ডলম্॥"—(ভাগবত ৩।৪।২১)

শ্রীবিদুরের প্রতি শ্রীউদ্ধবের উক্তি—'হে প্রভো, শ্রীকৃষ্ণের দর্শনজনিত আহ্লাদ এবং বিয়োগনিবন্ধন আর্ত্তিযুক্ত হইয়া এক্ষণে আমি তাঁহার **পরম প্রিয় বদরিকাশ্রমে** গমন করিব।'

বদরী—ব্রহ্মনদী সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিসকলের যজ্ঞানুষ্ঠানাদির স্থান। উহা বদরী বৃক্ষসমূহে বিভূষিত বলিয়া বদরী আশ্রম নামে অভিহিত। এই পরম তীর্থে জগদ্গুরু শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস মুনি বেদ বিভাগ এবং বেদান্ত পুরাণাদি রচনা করিয়াও শান্তি লাভ করিতে না পারায় শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশানুসারে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন এবং পূর্ণ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার পশ্চাদ্ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করতঃ শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থ রচনা করিয়া পরাশান্তি লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুও শ্রীবদরিকাশ্রমে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীমঠ হইতে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও শ্রীকেদারনাথধাম ও শ্রীবদরীনাথধাম পরিক্রমার আয়োজন করা হইয়াছে। আগামী ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে সোমবার রাত্রি ৮-৩০ মিঃ এ কলিকাতা (হাওড়া ষ্টেশন) হইতে দুন এক্সপ্রেসযোগে শ্রীমঠের সাধুগণ ও গৃহস্থ সজ্জনগণ যাত্রা করিবেন। শ্রীকেদারবদরী গমনাগমনপথে বাসযোগে ও পদব্রজে যাত্রিগণ যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিবেন তাহার সংক্ষিপ্ত তালিকাঃ—হরিদ্বার, শ্রীহৃষীকেশ, শ্রীরামমন্দির, শ্রীভরত মন্দির, লছমনঝোলা, ব্যাসঘাট, দেবপ্রয়াগ, কীর্ত্তিনগর, শ্রীনগর, রুদ্রপ্রয়াগ, অগস্ত্যমুনি, গুপ্তকাশী, মহিষমর্দ্দিনীদেবী, রামপুর, ত্রিযুগীনারায়ণ, শোণপ্রয়াগ, মুণ্ডকাটা গণেশ, মন্দাকিনী, গৌরীকুণ্ড, শ্রীকেদারনাথ (১১৭৫০ ফিট উচ্চ), শ্রীতুঙ্গনাথ (১৩৫০০ ফিট উচ্চ), আকাশগঙ্গা, গোপেশ্বর, বৈতরণীকুণ্ড, পিপলকুঠি, চামোলী, যোশীমঠ, পঞ্চশিলা, বিষ্ণুপ্রয়াগ, পাণ্ডুকেশ্বর, হনুমানচটী, শ্রীবদরীনারায়ণ (১০৬০০ ফিট উচ্চ) প্রভৃতি। পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে প্রায় এক মাস সময় লাগিবে। পদব্রজে ভ্রমণে অসমর্থ ব্যক্তি ঘোড়া, ডাণ্ডী, কাণ্ডী প্রভৃতিতে গমন করিয়া দর্শনাদি করিবার ব্যবস্থা আছে।

নরনারীনির্ব্বিশেষে পরিক্রমায় যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে শ্রীমঠের সেক্রেটারীর নিকট ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় সাক্ষাতে কিংবা পত্রাদি যোগে বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

প্রত্যেক যাত্রী মশারীসহ বিছানা, শীতনিবারণোপযোগী গরম জামা, কাপড়, কাপড়ের জুতা, মোজা, ছাতা, লাঠি, বিছানা ঢাকিবার জন্য ২ গজ রবার ক্লথ কিংবা অয়েলক্লথ সঙ্গে লইবেন। এতদ্ব্যতীত এলুমিনিয়ামের থালা, বাটী, গ্লাস, ঘটী, টর্চ, জলের ফ্লাস্ক, কিছু লজেন্স ও তালমিশ্রি সঙ্গে লইবেন। যাত্রিগণ যথাসম্ভব সাবধানতার সহিত চলাফেরা করিবেন। দৈববশতঃ কোন প্রকার দুর্ঘটনার জন্য মঠ-কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী নহেন। ইতি—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬
ফোন নং ৪৬-৫৯০০। তাং ২৯।৪।১৯৬৫

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ
সেক্রেটারী।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৭৯ বঙ্গাব্দ—১৩৭১-৭২

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ

৪র্থ সংখ্যা

জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

সম্পাদক ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২। ১৪ ত্রিবিক্রম, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, শনিবার; ২৯ মে, ১৯৬৫। | ৪র্থ সংখ্যা

'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য' শ্লোকের ব্যাখ্যা

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"গীতায় শ্রীভগবান্ সকল প্রকার ধর্ম্ম ছেড়ে তাঁর চরণে শরণ গ্রহণের কথা ব'লেছেন। যে ভগবান্ গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ ক'রেছেন যে, স্বধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌লে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্ম্মে থেকে নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম্ম যাজন করা উচিত নয়, সেই ভগবান্ আবার ব'ল্‌ছেন, তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখুন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার প্রভাবে পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে না। ভগবানেরই কৃপায় লোকে ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে। আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়-লীলা প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর—যিনি কৃষ্ণ হ'য়ে কৃষ্ণের কথা—নিজের কথায় চৈতন্য বা জ্ঞান দিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তাঁর কথা আলোচনা করি, তবে এ প্রশ্নের প্রত্যুত্তর সুষ্ঠুভাবে পেতে পারি। মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস ক'র্‌ছেন। বাংলার বাদশাহ হোসেন শাহের প্রধান মন্ত্রী সাকর মল্লিক বা শ্রীসনাতন প্রভু তথায় উপস্থিত

হয়েছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন ক'র্‌লেন—

'কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়?
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়॥'

এর উত্তরে মহাপ্রভু কি ব'ল্‌লেন শুনুন,—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি—ভেদাভেদ প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তা'রে দেয় সংসার দুঃখ (বা সুখ)॥'

শ্রীচৈতন্য দেব সম্মুখে উপস্থিত ব্যক্তিকে কর্ণাট দেশীয়

ব্রাহ্মণ দেখ্‌লেন না—বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী দেখ্‌লেন না—প্রৌঢ় পুরুষ বলে দেখ্‌লেন না—পণ্ডিত বলে বুঝ্‌লেন না—বাইরের কোনও কথা, কোনও বিচার গ্রহণ না করে তিনি "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস" ব'লে বক্তব্য বল্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন। সেই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—পরিপূর্ণ চৈতন্যের স্বরূপ মহাপ্রভু—সকল চেতনের চেতন মহাপ্রভু সনাতনকে বাহ্য অনিত্য দেশ, কাল ও পাত্র অর্থাৎ জড়ীয় দেহ মনের পরিচয়ে পরিচিত না করে তাঁর নিত্য স্বরূপের—আত্মার পরিচয় প্রদান কর্‌লেন। গীতায় যে দেহ ও মনকে ভগবান্ তাঁর অপরা প্রকৃতি, জড়া প্রকৃতি, বিশ্ব প্রসবিনী মায়া শক্তিজাত পদার্থ বলে বিজ্ঞাপিত করেছেন এবং সেই স্থূল ও সূক্ষ্ম দেহদ্বয়ে আবৃত পরা প্রকৃতির অচ্ছেদ্য অদাহ্য অক্লেদ্য অশোষ্য আত্মার কথা বলেছেন, জীব যদি অজ্ঞানাবৃত জ্ঞানে অর্থাৎ মোহবশে পুনরায় সেই নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি না ক'রে, নিত্যে উদাসীন হয়ে, বিমুখ হয়ে, অনিত্যকে নিত্য বুদ্ধি করে, তবে দোষ কার? আবার যে ভগবান কৃপা করে প্রাপ্তোদ্দেশ জীবকুলকে অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধি বিদূরিত করে নিত্যবস্তুর—আত্মার আত্মা পরমাত্মার ভজনের কথা, এমন কি কতনা করুণা করে চরম ভজনের কথা বলেছেন তার-পর অবশেষ বুঝ্‌বার কথা ভাব্‌বার কথা থাকে কি? সব অজ্ঞান—সব অসুবিধা—সব মোহ দূর কর্‌তেই এই শ্লোকের অবতারণা।

জীব পরম চৈতন্যের ভেদাংশ চৈতন্য—একথা গীতায়ও গীত হয়েছে। সেই ভেদাংশ-চৈতন্য বা অণু-চৈতন্য জীব বৃহচ্চৈতন্য সেব্য-ভগবানের সেবক-সম্বন্ধে নিত্য-সম্বন্ধ অর্থাৎ প্রভু ও দাস-সম্বন্ধ উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান। সেই চৈতন্য বস্তুর কথা, আত্মার কথা ভুলে যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' বা 'জীব' বলে বিবেচনা করি, সেই কালে যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্। তখন আমরা দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে সেই কুল ও দেশকে আমার বলি। তখন আমি নিজকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, অন্ত্যজ বা ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী অভিমান করি। আবার দেহের পরিবর্ত্তন বা অবস্থা ভেদে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ, যুবা বলে জেনে থাকি। সেই দেহকে 'আমি' জেনে 'আমি ভারতবাসী', আমি ল্যাপল্যাণ্ড বাসী' বা 'আমি বাঙ্গালী', 'আমি হিন্দুস্থানী', 'আমি পাঞ্জাবী' বলে অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে আপনাকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসী বলে অভিমান করি। দেখুন, এই অবস্থায় ধর্ম্মভেদ বা বহু ধর্ম্মের অবতারণ'—কল্পনা বা সৃষ্টি।

গীতার বক্তা ভগবান্। তিনি কোন গানই বাকী রাখেন নাই—সবই গেয়েছেন। তিনি বলেছেন, আত্মা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়; দেহ—অনিত্য এবং হ্রাস বৃদ্ধি যুক্ত। যারা দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তন-শীল আত্মার পরিবর্ত্তন বা জন্ম মৃত্যু স্বীকার করে, তারা মূর্খ! সুতরাং 'সর্ব্বধর্ম্ম' শব্দে বদ্ধ জীবের দেহ-মনকে আত্মবুদ্ধি করে যত প্রকার ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণধর্ম্ম সমূহ, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ সন্ন্যাসী আশ্রম-ধর্ম্মসমূহ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্ত্যজাদি ধর্ম্ম; লৌকিক নিজ ভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম্ম এবং সবিশেষ ভাবে বল্‌তে গেলে চতুর্দ্দশভুবনান্তর্গত ধর্ম্মসমূহ।

দেখুন, ধর্ম্ম—বস্তুর নিত্য সহচর। ধর্ম্মকে ছেড়ে বস্তু এবং বস্তুকে ছেড়ে ধর্ম্ম থাক্‌তে পারে না। তবে বস্তু অর্থাৎ নিত্য সত্তা বা আত্মার উপর অনিত্য, পরিণামী, আদি, মধ্য, অন্ত্য বিশিষ্ট সত্তা বা দেহ ও মন—যা' বর্ত্তমানে এসে পড়েছে—উহার ধর্ম্ম—অনিত্য ধর্ম্মকে ত্যাগ করে শুধু ত্যাগ করে নয় পরিত্যাগ করে অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি এনে (যা' গুরুপাদপদ্মাশ্রয়ে যত্নের সঙ্গে আলোচনা কর্‌তে কর্‌তে আপনিই এসে যায়) নিত্যাত্মার নিত্যধর্ম্ম পরমাত্মা অর্থাৎ আমার ভজনা কর—এই কথা শ্রীভগবান্ বলেছেন। কিন্তু এই সহজ সত্যের কথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ কর্‌তে পারে না। তার প্রমাণ দেখুন, পর বাক্যে ভগবান্ বল্‌ছেন,—'অহং

ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। অনিত্য জড় দেহ-মনোধর্ম্ম ছেড়ে নিত্য ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌তে হলে জীব পূর্ব্বাসক্তির বশে—মোহাবেশে যে বস্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেড়ে যাবে—চলে যাবে—বিনাশ প্রাপ্ত হবে, সেই অনিত্য ধর্ম্মত্যাগে পাপ হবে বলে বিচার করে। হায়! হায়! যে নিত্য ধর্ম্মের অপালনই মহদপরাধ, আজ সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্য বুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্য ধর্ম্মের অপালনকে পাপ বলে বুঝ্‌ছে। আবার শুধু পাপ বুদ্ধি করে উদ্ধার নাই—শোক কর্‌ছে। তাই 'মা শুচঃ' ভগবদুক্তি।

শোক—শূদ্রের স্বভাব বা ধর্ম্ম। বেদ-বিদ্যাদি সুপারঙ্গত, পরব্রহ্ম-জ্ঞান-বিজ্ঞান নিষ্ণাত গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্য্যাদি পালন, শাস্ত্রাদি অধ্যয়নে অনধিকারী ব্যক্তিগণই শূদ্র। কিন্তু আবার যদি বেদাদি শাস্ত্রপাঠী বর্ণশ্রেষ্ঠ, আশ্রম-শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ দেহে আত্মবুদ্ধি করেন, তা'হলে তাঁরাও শূদ্র ব্যতীত অপর কিছুই ন'ন। অতএব জড় দেহাভিমানী পাপ-পরায়ণ জনগণকে আত্মাভিমানে পরমাত্মা ভগবানের সেবার উপদেশ ভগবানই স্বয়ং প্রদান করেছেন। কিন্তু আমাদের শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু গীতার এত বড় বাক্যকেও 'এহো বাহ্য আগে কহ আর' বলে রায় রামানন্দ প্রভুকে বলেছেন। কেননা ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি; তাতে ভগবান্‌কে বলে কয়ে প্রতিজ্ঞাপত্র দিয়ে ভক্ত কর্‌বার জন্য চেষ্টা করতে হয় না।

পিতাকে যদি সাধনা করে পুত্রকে স্বভক্ত করাতে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝ্‌তে সাধারণের বাকী থাকে কি? কোথায় ভক্ত আপনা হতে আপন ভাবে আপন প্রভুর সেবা করবে, তা' না হয়ে বিপরীত হচ্ছে না কি? এস্থলে ভক্ত শুধু ভগবান্‌কে ভুলে নাই নিজেকে ভুলেছে, নিজের নিত্য স্বরূপ—নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হয়ে অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হয়েছে। আবার নিজের নিত্য প্রভু এসে হাতে ধরে টেনে এনে আদর করে গুহ্যতম উপদেশ বল্‌লেও জীব শুন্‌ছে না বুঝ্‌ছে না। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এত বড় ধারণাকে খুব ছোট দেখিয়ে ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত ধারণা বাহ্য জগদনুভূতির কথা জানিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের পর বিরজা, বিরজার পর ব্রহ্মলোক, ব্রহ্মলোকের পর বৈকুণ্ঠ এবং বৈকুণ্ঠের উর্দ্ধোর্দ্ধ লোকের কথা—নিজ নিত্য বিহারস্থলীর ভক্তগণের কথা জানিয়েছেন। পূর্ব্বে অদত্ত প্রেমার কথা, অদ্ভুত প্রেমার সন্ধান দিয়ে জীবচৈতন্যের চেতনার পরাকাষ্ঠা—চেতনতার পরমোচ্চ পদবীতে উঠ্‌বার সুযোগ দিয়েছেন।"

'আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মামদর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।'
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো মৎ প্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

প্রেমোদয়ক্রম বিচার

পরম পুরুষার্থ-স্বরূপ প্রেমের সাধন হইতে সাধ্যাবস্থা পর্য্যন্ত উদয়ক্রম জানা কর্ত্তব্য। প্রেমের উদয়ক্রম নয়টী অবস্থায় পরিলক্ষিত হয় যথা:—

১। শ্রদ্ধা ২। সাধুসঙ্গ ৩। ভজনক্রিয়া ৪। অনর্থনিবৃত্তি ৫। নিষ্ঠা ৬। রুচি ৭। আসক্তি ৮। ভাব ৯। প্রেম।

নীতিশূন্য জীবন পশুবৎ। তাহাতে যে বুদ্ধিশক্তি দ্বারা পদার্থ-বিজ্ঞান ও শিল্পাদি উন্নতিক্রমে ইন্দ্রিয়সুখসমৃদ্ধি হয় তাহা আসুরিক। সমস্তই অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর। নৈতিকজীবন নীতিবদ্ধ হইলেও পরলোকে ঈশ্বরভাবাভাবে ক্ষুদ্র এবং জীবের অযোগ্য। সেশ্বর নৈতিকজীবনে পরলোক চিন্তা ও ঈশ্বরচিন্তা থাকিলেও সেই

জীবনের আশ্রয় অশুদ্ধ, ক্ষুদ্র ও অতৃপ্তিকর। জীব তাহাতে বদ্ধ থাকিতে পারেন না। অভেদবাদীর জীবন নিতান্ত হেয় ও কুপথগত। ভক্তজীবনই একমাত্র অবলম্বনীয়। পরমেশ্বরই সর্ব্বময়, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বনিয়ন্তা। তাঁহাতে পরমানুরাগই ভাল। আর যত কি ভাল আছে সমস্তই সেই অনুরাগের অধীন। নিজ চেষ্টারূপ কর্ম্ম ও নিজ বুদ্ধিরূপ জ্ঞান অত্যন্ত ক্ষুদ্র ও পরিমেয়। তদ্দ্বারা সেই পরমেশ্বরের তুষ্টি সাধন করা যায় না। নিঃস্বার্থ ভগবদ্ভক্তিই জীবের কর্ত্তব্য। জীব নিত্য ভগবদ্দাস। জড়-সঙ্গই জীবের অধোগতি। তদযোগ্যতা-নিবন্ধন এই জড়সঙ্গ উপস্থিত হইয়াছে। ভগবদ্বৈমুখ্য এই দুর্দ্দশার হেতু। জীবই নিজ বন্ধনের হেতুকর্ত্তা। ভগবান্ তাহার প্রযোজককর্ত্তা। জগৎ মিথ্যা নয়। সত্য বটে, নিত্য নয়। জগৎ অযোগ্য জীবের দণ্ডের জন্য কারাগার। ভগবান্ দয়াময়। জীব ক্লেশ পাইতেছে তাহাকে ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বয়ং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছেন। জীবের নিজ চেষ্টার দ্বারা তাহার যোগ্যতা উৎপন্ন করতঃ তাহাকে স্বীয় অনন্তলীলার অমৃত দান করিবেন এজন্য ভগবান্ সর্ব্বদা যত্নশীল। ইচ্ছা করিলেই সমস্ত উদ্ধার হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার অচিন্ত্যলীলাক্রমে জীবের ভক্তিমার্গে যাহাতে যত্ন হয়, তাহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ উপদেশ ও চেষ্টা। অযোগ্য পুত্রকে পিতা সমস্ত সম্পত্তি দিতে পারেন, কিন্তু পুত্রকে যোগ্য করিয়া তাঁহাকে সম্পত্তি দিতে অধিকতর আনন্দ লাভ করেন। ইহাই ভগবৎ-স্নেহের প্রতিফলন। ভগবদ্দাস্যই জীবের শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়।

এবম্ভূত বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলে। আমরা বিস্তৃতরূপে লিখিলাম, কিন্তু সংক্ষেপতঃ বলিতে গেলে ভগবদ্-বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে। ভগবত্তত্ত্বে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিজের ক্ষুদ্রতাতে বিশ্বাস যেই ক্ষণে উদিত হয়, সেই ক্ষণেই পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে থাকে। বিশ্বাস-তত্ত্বকে বিভাগ করিয়া দেখিলে প্রতীত হইবে পূর্ব্বোক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসসমূহ ভগবত্তত্ত্বে একান্ত বিশ্বাসের ভিতর নিহিত আছে। পরানন্দ-স্বরূপ শ্রীশ্রীচৈতন্য চন্দ্র এই বিশ্বাসকে ভক্তিলতাবীজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভক্তদিগের জীবন চরিত্র অন্বেষণ করিলে দেখা যায় যে, নিরপেক্ষ হইয়া শাস্ত্র বিচার করতঃ কাহার শ্রদ্ধা হইয়াছে। সাধুসঙ্গ ও সাধুগণের উপদেশক্রমে অনেকের শ্রদ্ধা হইয়াছে। কাহার কাহার স্বধর্ম্মাচরণক্রমে কর্ম্মের ফলের প্রতি ঘৃণাপূর্ব্বক ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। কাহার কাহার জ্ঞানফলের প্রতি বিতৃষ্ণা ও জুগুপ্সা জাত হইলে শ্রদ্ধা উদিত হয়। কাহার কাহার আকস্মিকী শ্রদ্ধা উদিত হইয়াছে। অতএব শ্রদ্ধা উদয়ের কোন নিশ্চিত বিধি পাওয়া যায় না। শ্রদ্ধা যে ভক্তিলতার বীজ সেও বিধির অতীত তত্ত্ব। অতএব কথিত হইয়াছে যে, ভাগ্যবান্ জীবেরই শ্রদ্ধা উদিত হয়। কর্ম্মাধিকার পরিসমাপ্তি ও শ্রদ্ধোদয় যুগপৎ ঘটিয়া থাকে।

শ্রদ্ধা উদিত হইল। জীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। তিনি নিসর্গ বশতঃ অনর্থের একান্ত বশীভূত। তখন তিনি কি করিলে অনর্থ দূর করিতে পারেন, ইহা বিচার করিয়া বিগত অনর্থ সাধুপুরুষদিগের পদাশ্রয় অবলম্বন করেন। তখন সাধুসঙ্গ জন্য লালায়িত হইয়া অন্বেষণ করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় সাধুসঙ্গ লাভ করেন। ইহাই প্রেম প্রাদুর্ভাবের প্রথম চিহ্ন।

লব্ধ-সাধুসঙ্গ পুরুষ হরিকথা শ্রবণ কীর্ত্তন ও হরিনাম, রূপ, গুণ, লীলা, স্মরণ প্রভৃতি ভজনক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হন। পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকার বৈধভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে অনর্থমূল যে ইন্দ্রিয়ার্থ ও বাসনা, তাহারা ভক্তির অনুগত হইয়া পড়ে। অনর্থ দেহগত থাকিলেও বাসনাকে পরিত্যাগ করে। ভজনক্রিয়া প্রেমলাভের দ্বিতীয় ক্রম।

বিষয়াসক্তি, পাপাচরণ, হিংসা, লোভাদি ক্রমশঃ ভগবদনুশীলনক্রমে খর্ব্বিত হইয়া জীবকে নির্লোভ করে। ইহাকে অনর্থনিবৃত্তিরূপ তৃতীয় ক্রম বলে।

নির্লোভ হইলে অন্য নিষ্ঠা দূর হয়। শ্রদ্ধা তখন ভগবন্নিষ্ঠারূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অনর্থ থাকিতে থাকিতে শ্রদ্ধা একনিষ্ঠ হইতে পারে না। অনর্থ যত নিবৃত্ত হয়, শ্রদ্ধা ক্রমশঃ নিষ্ঠা হইয়া পড়ে। নিষ্ঠা প্রেম-লাভের চতুর্থ ক্রম।

নিষ্ঠা হইয়াছে। ভগবদনুশীলন অধিকতর যত্নের সহিত হইতেছে। সাধুসঙ্গ আরও অধিক যত্নের সহিত হইতেছে, এই সকল প্রক্রিয়াক্রমে অনর্থনাশের সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠা উল্লাস লাভ করে। উল্লাস-ভাবপ্রাপ্ত নিষ্ঠার নাম রুচি। রুচিই পঞ্চম ক্রম। কৃষ্ণে রুচি হইলে সর্ব্বত্র অরুচি হইতে থাকে।

রুচি অধিক আগ্রহতা লাভ করিলে অধিকতর অনর্থ নাশের সঙ্গে সঙ্গে তাহার নাম আসক্তি হয়। আসক্তি পর্য্যন্তই সাধন। সাধন সম্পূর্ণ হইল। আসক্তি পূর্ণতা লাভ করিল। তখন জীব কৃতকৃত্য হইয়া গেল। আসক্তি প্রেমোদয়ে, ষষ্ঠ ক্রম।

আসক্তি পূর্ণ হইলে তাহার নাম ভাব, রতি বা প্রেমাঙ্কুর হয়। আসক্তিও শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয় নাই। ভাব শুদ্ধসত্ত্ব-স্বরূপতা লাভ করে। তখন চিত্তের মাসৃণ্য উৎপাদন করে। ইহাই প্রেমের সপ্তম ক্রম।

ভাব অনন্ত-মমতা লাভ করিলে প্রেম হয়। ইহাই রসোপযোগী স্থায়ীভাব।

সাধকভক্তগণ সর্ব্বদা নিজের অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। তাঁহারা কল্য কি ভাবে ছিলেন, অদ্যই বা কি উন্নতি হইল? কএকদিন লক্ষ্য করিয়া যদি দেখেন যে, ক্রমগতি-অনুসারে বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নাই, তবে কোন অপরাধ উপস্থিত হইয়াছে বিবেচনা করিবেন। সেই অপরাধকে নির্দ্দেশ করতঃ তাহাকে পরিহার করিবেন ও সাধুসঙ্গ দ্বারা তৎকৃত ক্ষত শোধন করিবেন। অনুক্ষণ অনুশীলন ও শ্রীকৃষ্ণকে আবেদন করিয়া পুনরায় ঐ অপরাধ না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন। যাঁহাদের ক্রমোন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই, তাঁহাদের অলক্ষিত ব্যাঘাতক্রমে উন্নতির অনেক বিলম্ব হইয়া পড়ে। অতএব হে সাধকগণ! এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হউন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

যোগমায়া ও মহামায়া

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬২ পৃষ্ঠার পর)

জীবশক্তি কি? এতৎ সম্বন্ধে পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া ঠাকুর তাহার উত্তর পক্ষে বলিতেছেন—"গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন (৭।৪-৫)—

ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥

অর্থাৎ ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই আটটী আমার অপরা অর্থাৎ জড়া প্রকৃতির পৃথক্ পৃথক্ অষ্টপ্রকার পরিচয়। জড়মায়ার অধিকারে এই আটটী বিষয় আছে। এই জড়া প্রকৃতি হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক্ আমার জীবস্বরূপা আর একটি (পরা) প্রকৃতি আছে, যে প্রকৃতি দ্বারা এই জড়জগৎ উপলব্ধ বা দৃষ্ট হয়। ইহাতে (গীতায়) স্থির হইয়াছে—জড়জগৎ

হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ একটি জীবতত্ত্ব আছে—সে তত্ত্বও ভগবানের এক প্রকার শক্তি; তাহাকে পণ্ডিতেরা 'তটস্থা শক্তি' বলেন। সে শক্তি জড়শক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ এবং চিচ্ছক্তি হইতে লঘু; অতএব জীবমাত্রেই কৃষ্ণের শক্তি বিশেষ।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী জানাইয়াছেন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় [illegible] 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', 'ভেদাভেদ প্রকাশ'॥
সূর্য্যাংশু-কিরণ, যেন অগ্নিজ্বালাচয়।
স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন প্রকার 'শক্তি' হয়॥
কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিনশক্তি পরিণতি।
চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি আর মায়াশক্তি॥"
"বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথা পরা
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরীষ্যতে॥"

(বিষ্ণুপুরাণ ৬ষ্ঠ অং, ৭ম অঃ, ৬০ শ্লোক)

[অর্থাৎ "বিষ্ণুশক্তি তিন প্রকার—পরা, ক্ষেত্রজ্ঞা ও অবিদ্যা সংজ্ঞা বিশিষ্টা। বিষ্ণুর পরা-শক্তিই চিচ্ছক্তি। ক্ষেত্রজ্ঞা-শক্তিই জীবশক্তি (যাহাকে মায়ারূপা 'অবিদ্যা' হইতে অপরা (ভিন্না) বলিয়া উক্ত হইয়াছে); কর্ম্মসংজ্ঞা-রূপা অবিদ্যা-শক্তির নাম মায়া।] সুতরাং চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি এই তিন প্রকার বিষ্ণুশক্তি।

"কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥
সাধুশাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'

(গীতা ৭।১৪)

[অর্থাৎ "এই ত্রিগুণময়ী মদীয়া মায়া অত্যন্ত কষ্টে পার হওয়া যায়। আমাকে যিনি প্রপত্তি করেন, তিনিই কেবল এই মায়া পার হইতে পারেন।"]

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈলা কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥

শাস্ত্র, গুরু, আত্ম (অর্থাৎ অন্তর্যামী) রূপে আপনারে জানান।

কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা—জীবের হয় জ্ঞান॥
বেদশাস্ত্র কহে—সম্বন্ধ, অভিধেয়, প্রয়োজন।
'কৃষ্ণ' প্রাপ্য-সম্বন্ধ, 'ভক্তি' প্রাপ্যের সাধন॥
অভিধেয় নাম—ভক্তি, প্রেম—প্রয়োজন।
পুরুষার্থ-শিরোমণি প্রেম—মহাধন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ

"জীবতত্ত্ব—শক্তি, কৃষ্ণতত্ত্ব—শক্তিমান্।
গীতা-বিষ্ণুপুরাণাদি তাহাতে প্রমাণ॥"

[গীতায়—অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ও বিষ্ণুপুরাণে—বিষ্ণুশক্তিঃ পরা ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।] —চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ

"সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে নিরাকার করি' করহ ব্যাখ্যান॥
'নির্ব্বিশেষ' তাঁরে কহে যেই শ্রুতিগণ।
'প্রাকৃত' নিষেধি করে 'অপ্রাকৃত' স্থাপন॥

"যা যা শ্রুতির্জল্পতি নির্ব্বিশেষং সা সাভিধত্তে সবিশেষমেব।
বিচারযোগে সতি হন্ত তাসাং প্রায়ো বলীয়ঃ সবিশেষমেব॥"

(হয়শীর্ষ-পঞ্চরাত্র বাক্য)

অর্থাৎ "যে যে শ্রুতি তত্ত্ববস্তুকে প্রথমে নির্ব্বিশেষ করিয়া কল্পনা করেন, সেই সেই শ্রুতি অবশেষে সবিশেষ তত্ত্বকেই প্রতিপাদন করেন। নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ ভগবানের এই দুইটি গুণই নিত্য—ইহা বিচার করিলে সবিশেষ- তত্ত্বই প্রবল হইয়া উঠে। কেননা জগতে সবিশেষতত্ত্বই অনুভূত হয়। নির্ব্বিশেষতত্ত্ব অনুভূত হয় না।"

ব্রহ্ম হইতে জন্মে বিশ্ব, ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥
অপাদান, করণ, অধিকরণ-কারক তিন।
ভগবানের সবিশেষে এই তিন চিহ্ন॥
ভগবান্ অনেক হৈতে যবে কৈল মন।
প্রাকৃত-শক্তিতে তখন কৈল বিলোকন॥

সে কালে নাহি জন্মে 'প্রাকৃত' মন-নয়ন।
অতএব 'অপ্রাকৃত' ব্রহ্মের নেত্র-মন॥
ব্রহ্ম-শব্দে কহে পূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ—শাস্ত্রের প্রমাণ॥
বেদের নিগূঢ় অর্থ বুঝন না হয়।
পুরাণ-বাক্যে সেই অর্থ করয় নিশ্চয়॥
"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্॥"
(ভাঃ ১০।১৪।৩১)

[অর্থাৎ "নন্দগোপ ও ব্রজবাসীদিগের ভাগ্যের সীমা নাই। যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মসনাতন তাঁহাদের মিত্ররূপে প্রকট হইয়াছেন।"]

'অপাণি-পাদ'-শ্রুতি বর্জ্জে 'প্রাকৃত' পাণি-চরণ।
পুনঃ কহে,—শীঘ্র চলে, করে সর্ব্ব গ্রহণ॥
অতএব শ্রুতি কহে, ব্রহ্ম—সবিশেষ।
'মুখ্য' ছাড়ি 'লক্ষণা'তে মানে নির্ব্বিশেষ॥
ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণানন্দ-বিগ্রহ যাঁহার।
হেন-ভগবানে তুমি কহ নিরাকার॥
স্বাভাবিক তিনশক্তি যেই ব্রহ্মে হয়।
'নিঃশক্তিক' করি তাঁরে করহ নিশ্চয়॥
সচ্চিদানন্দময় হয় ঈশ্বর-স্বরূপ।
তিন অংশে চিচ্ছক্তি হয় তিন রূপ॥
আনন্দাংশে 'হ্লাদিনী', সদংশে 'সন্ধিনী'।
চিদংশে 'সম্বিৎ', যারে কৃষ্ণজ্ঞান মানি॥
অন্তরঙ্গা—চিচ্ছক্তি, তটস্থা—জীবশক্তি।
বহিরঙ্গা—মায়া, তিনে করে প্রেম ভক্তি॥
ষড়্ বিধ ঐশ্বর্য্য—প্রভুর চিচ্ছক্তি-বিলাস।
হেন শক্তি নাহি মান,—পরম সাহস॥
'মায়াধীশ' 'মায়াবশ',—ঈশ্বরে জীবে ভেদ।
হেন জীবে ঈশ্বর-সহ কহ ত' অভেদ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ 'শক্তি' করি মানে।
হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে॥
ঈশ্বরের শ্রীবিগ্রহ সচ্চিদানন্দাকার।
সে-বিগ্রহে কহ সত্ত্বগুণের বিকার॥
শ্রীবিগ্রহ যে না মানে, সেই ত পাষণ্ড।
অস্পৃশ্য, অদৃশ্য সেই, হয় যমদণ্ড্য॥
বেদ না মানিয়া বৌদ্ধ হয় ত নাস্তিক।
বেদাশ্রয়া নাস্তিক্য-বাদ বৌদ্ধকে অধিক॥
—চৈ চঃ মধ্য ৬ষ্ঠ পঃ

শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি (৫।৯) বলিয়াছেন—

"বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ।
ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥"

[অর্থাৎ সেই জীবকে কেশাগ্রের শতভাগের শতাংশ-তুল্য সূক্ষ্ম জানিতে হইবে। সেই জীব আনন্ত্য লাভের যোগ্য। আনন্ত্য শব্দে বিভুত্ব বুঝিতে হইবে না। অন্ত—মৃত্যু, তদ্‌রাহিত্যই আনন্ত্য অর্থাৎ (মোক্ষ)।]

'বেদান্তসূত্রের ২।৩।১৮ সূত্রে মধ্বভাষ্যোদ্ধৃত 'গৌপবন' শ্রুতিবাক্য—

"অণুর্হ্যেষ আত্মায়ং বা এতে সিনীতঃ পুণ্যং চাপুণ্যঞ্চ।"

[অর্থাৎ এই আত্মা অণু, ইহাতে পাপ পুণ্যাদি আশ্রয় করিতে পারে।]

মুণ্ডক (৩।১।৯) শ্রুতিও বলিতেছেন—

"এষোঽণুরাত্মা চেতসা বেদিতব্যো ইত্যাদি"

[অর্থাৎ এই আত্মা অত্যন্ত ক্ষুদ্র। বিশুদ্ধ চিত্তে ইহাকে উপলব্ধি করিতে হয়।]

শ্রীভগবান্ মায়াধীশ, জীব স্বরূপতঃ ত্রিগুণাতীত হইয়াও অণুত্বপ্রযুক্ত মায়াবশযোগ্যতা লাভ করে—

"ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্॥
যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে॥"
—ভাঃ ১।৭।৪-৫

[ভক্তিযোগপ্রভাবে শুদ্ধীভূত মন সম্পূর্ণভাবে সমাহিত হইলে শ্রীব্যাসদেব কান্তি, অংশ ও স্বরূপশক্তি সমন্বিত—পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে এবং তাঁহার পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিত মায়াকে দর্শন করিলেন। (এই মায়া

ত্রিগুণাতীতা অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তি নহে, ইহা স্বরূপশক্তির ছায়ারূপিনী ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়া।) সেই মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা জীবের স্বরূপ আবৃত ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা জীবের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে জীব স্বরূপতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাতীত হইলেও নিজেকে ত্রিগুণাত্মক অর্থাৎ স্থিতি, সৃষ্টি ও লয়ের অন্তর্গত প্রাকৃত বলিয়া অভিমান করে এবং তৎকৃত অর্থাৎ ত্রিগুণত্বাভিমানকৃত অনর্থ অর্থাৎ কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি-মূলক সংসার-ব্যসন প্রাপ্ত হয়।]

তাটস্থ্য স্বভাব বশতঃ জীবের চিৎ ও অচিৎ উভয় শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতা আছে। এ সম্বন্ধে বৈদিক প্রমাণ-সহ শ্রীশ্রীল ঠাকুর তাঁহার জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সকলের বোধসৌকর্য্যার্থ নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

"বৃহদারণ্যকে (২।১।২০, ৪।৩।৯ ও ৪।৩।১৮)—

'যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ * * সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি॥'

'তস্য বা এতস্য পুরুষস্য দ্বে এব স্থানে ভবত ইদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ সন্ধ্যং তৃতীয়ং স্বপ্নস্থানং তস্মিন্ সন্ধ্যে স্থানে তিষ্ঠন্নেতে উভে স্থানে পশ্যতীদঞ্চ পরলোকস্থানঞ্চ।'

'তদ্‌যথা মহামৎস্য উভে কুলেঽনুসঞ্চরতি পূর্ব্বঞ্চাপরঞ্চৈবমেবায়ং পুরুষ এতাবুভাবন্তাবনুসঞ্চরতি স্বপ্নান্তঞ্চ বুদ্ধান্তঞ্চ।'

[অর্থাৎ অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে বিভিন্নাংশ জীবসমূহ উদিত হইতেছে।

সেই জীব পুরুষের দুইটিস্থান অর্থাৎ এই জড়জগৎ ও চিজ্জগৎ। জীব তদুভয়ের সন্ধিস্থল তৃতীয়স্থানে অবস্থিত। তিনি সন্ধিস্থানে থাকিয়া জড়বিশ্ব ও চিদ্‌বিশ্ব—উভয় স্থানই দেখিতে পান।

সেই তটস্থধর্ম্ম এইরূপ—যেরূপ মহামৎস্য একটি নদীতে থাকিয়া কখনও পূর্ব্ব ও কখনও পশ্চিম—এই দুই কূলে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ জীবপুরুষ জড় ও চিদ্বিশ্বের মধ্যে কারণবারিতে সঞ্চরণ করিবার উপযোগী হইয়া উভয় প্রান্ত অর্থাৎ স্বপ্নান্ত ও জাগরণান্ত কূলে সঞ্চরণ করিয়া থাকেন।]

'তটস্থ' শব্দের বৈদান্তিক অর্থ—নদীর জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী স্থানকে তট বলে। জলের সংলগ্নস্থানেই ভূমি। তট কোথায়? তট কেবল জল ও ভূমির মধ্যবর্ত্তী বিভাগকারী সূত্রবিশেষ। তট অতি সূক্ষ্মস্থান, স্থূলচক্ষে দেখা যায় না। চিজ্জগৎকে জলের সঙ্গে তুলনা করিলে এবং মায়িক জগৎকে ভূমির সহিত তুলনা করিলে তদুভয়ের বিভাগকারী সূক্ষ্মসূত্রই তট, সেই সন্ধিস্থলে জীবশক্তির অবস্থিতি। সূর্য্যের কিরণে যেরূপ পরমাণুসকল অবস্থিতি করে, জীবসকল সেইরূপ। জীব একদিকে চিজ্জগৎ দেখিতেছেন ও অপরদিকে মায়া রচিত ব্রহ্মাণ্ড দেখিতেছেন। ঈশ্বরের চিচ্ছক্তি অসীম, মায়াশক্তিও প্রকাণ্ড, তদুভয়ের মধ্যস্থিত অনন্ত সূক্ষ্ম জীব। কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি হইতে জীব, অতএব জীবের স্বভাবও তটস্থ। তাহাতে উভয় জগতের মধ্যবর্ত্তী হইয়া দুইদিকেই দৃষ্টি চলে। উভয় শক্তির বশীভূত হইবার যোগ্যতাই তটস্থ-স্বভাব। * * জীব যদি কৃষ্ণের প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে তিনি কৃষ্ণশক্তিতে দৃঢ় হন; যদি মায়ার প্রতি দৃষ্টি করেন, তবে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ হইয়া মায়ার জালে পড়িয়া আবদ্ধ হন। এই স্বভাবই তটস্থ-স্বভাব।

জীবের গঠনে মায়ার কোন তত্ত্ব নাই। জীব চিদ্বস্তুতে গঠিত; নিতান্ত অণু-স্বরূপ হওয়ায় চিদ্‌বলের অভাবে মায়ার অভিভাব্য অর্থাৎ মায়ার দ্বারা পরাজিত হইবার যোগ্য। জীবের সত্তায় মায়া-গন্ধ নাই।"

শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ ব্যতীত জীবের এই দোদুল্যমান তাটস্থ্য অবস্থা হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি নাই। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থরাজের মধ্যে ২২শ পরিচ্ছেদে শ্রীসনাতন-শিক্ষায় অভিধেয় কৃষ্ণভক্তি বর্ণন প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান॥

স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-রূপে হঞা বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ-ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ বিস্তার—চতুর্ব্যূহ, অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ জীব—তাঁর শক্তিতে গণন॥
সেই বিভিন্নাংশ জীব দুই ত' প্রকার।
এক—'নিত্যমুক্ত', এক—'নিত্য-সংসার'॥
'নিত্যমুক্ত'—নিত্য কৃষ্ণচরণে উন্মুখ।
'কৃষ্ণ-পারিষদ' নাম, ভুঞ্জে সেবা-সুখ॥
'নিত্যবদ্ধ'কৃষ্ণ—হৈতে নিত্যবহির্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি দুঃখ॥
সেই দোষে মায়া-পিশাচী দণ্ড করে তারে।
আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তারে জারি' মারে॥
কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাথি খায়।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু-বৈদ্য পায়॥
তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পলায়।
কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায়॥
* * * কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীব তাহা ভুলি গেল।
এই দোষে মায়া তার গলায় বান্ধিল॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥
চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সে রৌরবে পড়ি মজে॥
* * জ্ঞানী জীবন্মুক্ত দশা পাইনু করি' মানে।
বস্তুতঃ বুদ্ধি 'শুদ্ধ' নহে কৃষ্ণভক্তি বিনে॥
* * কৃষ্ণ—সূর্য্যসম, মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার॥
'কৃষ্ণ, তোমার হও' যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥
* * কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তরে, কৃষ্ণে রতি উপজয়॥
* * কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী-রূপে শিখায় আপনে॥
* * সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্ত্যে শ্রদ্ধা যদি হয়।
ভক্তিফল 'প্রেম' হয়, সংসার যায় ক্ষয়॥
* * মহৎ-কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে 'ভক্তি' নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥
* * 'সাধুসঙ্গ', 'সাধুসঙ্গ'—সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥"

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ পূর্ব্বোদ্ধৃত 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ'—এই পয়ারের 'অনুভাষ্যে' জানাইয়াছেন—"কৃষ্ণ—অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্ব। শক্তি ও শক্তিমান্—অভেদ-তত্ত্ব। ভ্রান্তিক্রমে 'শক্তি' শব্দে কেহ যেন জীবের স্বরূপাবরণী মায়া-শক্তিকেই না বুঝেন। যে-শক্তি কৃষ্ণ-স্বরূপের সেবায় কেবলমাত্র নিযুক্তা, সেই স্বরূপশক্তি—মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপশক্তিমান্ কৃষ্ণ অভিন্নভাবে অবস্থিত॥"

যদিও শ্রীভগবদ্ গীতায় "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥" [অর্থাৎ "এই মায়া—আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃই দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎস্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই কেবল এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন।"] এই ভগবদুক্তিতে গুণময়ী মায়াকে 'মম মায়া' বলিয়া জ্ঞাপিত হইয়াছে, তথাপি ঐ দুরতিক্রমা মায়াকে ভগবৎপ্রপত্তি-প্রভাবে অতিক্রম করিবার উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে, বহু-মানন বা আদরপূর্ব্বক সেবা করিবার কথা বলা হয় নাই। শ্রীমদ্ভাগবত (১।৭।৪) শ্লোকে "অপাশ্রয়া" (অর্থাৎ 'শ্রীভগবানের পশ্চাদ্‌ভাগে গর্হিতভাবে আশ্রিতা') এবং ঐ শ্রীভাগবত (২।৫।১৩) শ্লোকে "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া। বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ॥" [অর্থাৎ "যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিতা হইয়া তাঁহার (ভগবানের) দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় না, সেই মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই স্থূলদেহে 'আমি' এবং তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে 'আমার' এইরূপ প্রলাপ-বাক্য বলে।"] ইত্যাদি বাক্যে এই জীববিমোহিনী মায়াকৃত মোহকে গর্হণই করা হইয়াছে।

লীলাময় শ্রীহরির লীলার অন্বয়ভাবকে পুষ্টকরার জন্য ব্যতিরেক-ভাবের প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া সেই ব্যতিরেকভাবের আনুগত্য করিবার বা তাহাকে বহুমানন-পূর্ব্বক অন্বয়-ভাবের প্রতি ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিবার কোন কথা শাস্ত্রে নাই। শ্রীগীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার হস্ত হইতে জীব কি প্রকারে নিষ্কৃতিলাভ করিয়া শ্রীগোলোক-বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক হইয়া শ্রীভগবৎপাদপদ্মে ভক্তি-সম্পৎ—প্রেম-সম্পৎ লাভ করিতে পারে, তাহারই বিহিত ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ ব্যতীত শাস্ত্রের সেই সকল প্রকৃত তাৎপর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। এজন্য শাস্ত্র যে সকল ব্যতিরেকভাবকে পূর্ব্বপক্ষ স্বরূপে উত্থাপন করিয়াছেন, পরিশেষে উত্তর মীমাংসা প্রদান পূর্ব্বক সেই সকল ব্যতিরেক ভাবকে নিরসন করিয়া অন্বয়ভাবেরই সর্ব্বোপরি জয়গান করিয়াছেন। শাস্ত্রতাৎপর্য্যবিৎ প্রকৃত শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ ব্যতীত কোন্‌টি পূর্ব্বপক্ষ ও কোন্‌টি উত্তরপক্ষ, তাহা উপলব্ধির বিষয় হয় না। পরন্তু বিপরীত বুদ্ধিক্রমে পূর্ব্বকে উত্তর বা উত্তরকে পূর্ব্বপক্ষ জ্ঞান-জনিত মহাভ্রান্তি আসিয়া পড়ে। শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা গীতায় কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি বহুতত্ত্ব বলিয়া পরিশেষে সর্ব্বগুহ্যতম রহস্য স্বরূপে "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"—এই দুইটি শ্লোকে শুদ্ধভক্তি-সিদ্ধান্তরূপ চরম মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে আবার সেই ভক্তি যে প্রীতিমূলা এবং সেই প্রীতির তারতম্যে—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুররতিগত প্রীতির পরপর উৎকর্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্রজগোপীর এবং তন্মধ্যেও আবার গোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর প্রীতিই যে চরম উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করিয়া গীতোক্ত শেষ সিদ্ধান্তের মাধুর্য্য পরাকাষ্ঠা জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাই 'সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবত-মিষ্যতে। তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্ রতিঃ ক্বচিৎ॥" (অর্থাৎ সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্‌ভাগবতরসামৃত-তৃপ্ত ব্যক্তির আর অন্যকোন রসে কখনও রতির উদয় হয় না।) এই শ্রীভাগবতীয় শ্লোকে শ্রীভাগবতসিদ্ধান্তের চরম পরম মাধুর্য্য বিজ্ঞাপিত হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় বিপ্রকবিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদবর শ্রীল স্বরূপদামোদর প্রভু জানাইলেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত জানিবে সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ॥"

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" শ্রীগুরুদেবের একান্ত আনুগত্যে কৃষ্ণভজন ব্যতীত মায়ামোহ জাল হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি লাভ হয় না। মহামায়ার মোহে মুগ্ধ থাকিয়া যোগমায়ার কৃপালাভে বঞ্চিত হইতে হয় অর্থাৎ যে যোগমায়াকে অবলম্বন করিয়া কৃষ্ণ রাসাদি রসক্রীড়া করিয়াছেন, তাহার অপ্রাকৃত রসমাধুর্য্যাস্বাদনে চির বঞ্চিত থাকিতে হয়।

**কৃষ্ণ-নাম ভজ জীব, আর সব মিছে।
পলাইতে পথ নাই, যম আছে পিছে॥**

**কৃষ্ণ-নাম হরিনাম বড়ই মধুর।
যেই জন কৃষ্ণ ভজে, সে বড় চতুর॥**

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—ভক্তি কি করে লাভ হয় ?

উত্তর—ভক্তসঙ্গে ভক্তি লাভ হয়, অন্য উপায়ে হয় না। কৃষ্ণপদ প্রাপ্তি জীবের সর্ব্বাপেক্ষা মঙ্গল-নিদান। মহাভাগ্য ফলে তাহা লাভ হয়। ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণের বাসনা শেষ হ'লে জীব ভাগ্যবান্ হন।

গুরুর অনুগ্রহবশে আত্মধর্ম্ম প্রকাশিত হ'লে অস্মিতায় ভক্তিবীজ লভ্য হয়। গুরুর কৃপা ও কৃষ্ণের কৃপা আলাদা আলাদা নয়। প্রসাদ—যা প্রকৃষ্টরূপে আনন্দিত হ'য়ে প্রদত্ত হয়, সেই অনুগ্রহ। শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলেছেন—

'ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥'

ভৃত্য হ'য়ে প্রভুকে সেবা করাই হ'লো ভক্তি। ভক্তি জিনিষটী প্রভুর সুখ বিধান। নিজ-সুখার্থ প্রভুসেবা ভক্তি-পদবাচ্য নহে।

গুরুর নিকট থেকেই এই ভক্তিবীজ লাভ হয়। মালী হ'য়ে এই বীজ হৃদয়-ক্ষেত্রে আরোপণ ক'রে তাতে শ্রবণ-কীর্ত্তন-জল সেচন করতে হ'বে।

'আমি সেবক, আমার সেবন-ধর্ম্ম'—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই 'মালী' হওয়া। ভক্তিলতার বীজ—যা গুরুর নিকট হ'তে প্রাপ্ত হ'লাম,—যা অহৈতুকী কৃপা বশতঃ কৃষ্ণ নিজেই গুরুরূপে প্রদান ক'র্লেন, সেই বীজ পেয়ে আমি কৃষ্ণসেবাই করবো। তা না ক'রে যদি সেবায় উদাসীন হই, তবে অসুবিধায় পড়ে যাব। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপাবলে ভজনের বাধা বাস্তবিক অপসারিত হ'বে। ভজনের বাধা অপসারিত হলে সুবিধা হবে।

গুরুমুখ হতে—সাধুগণের নিকট হতে শ্রবণ হয়। সাধু-গুরুর নির্দ্দেশমত পাঠাদি কার্য্যও শ্রবণের অন্তর্গত। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হতে এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিচ্যুত হলে নানা অসুবিধা অনিবার্য্য। শ্রবণ-কীর্ত্তন হলো জল; সেচন-কারী—শ্রীগুরুপাদপদ্মাশ্রিত ব্যক্তি। বিশ্রম্ভের সহিত সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবনই একমাত্র কৃত্য।

সাধু-গুরুর সঙ্গ করাই কর্ত্তব্য। ভক্তিলতাকে সযত্নে পালন করা দরকার। সুষ্ঠুভাবে ভগবানের সেবা করতে হবে—এই বিচার হতে বিচ্যুত হলে নানা অসুবিধা এসে যাবে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমরা জীবিত, না মৃত ?

উত্তর—জীব ভগবৎ-সেবক। ভগবৎ-সেবাই তার ধর্ম্ম। সেবাই চেতনের উদ্বুদ্ধ-অবস্থা বা জীবতাবস্থা। ভগবৎ-সেবাকারীই জীবিত; সেবা-বিমুখ ব্যক্তিই মৃত।

কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবা ব্যতীত কাহারও অন্য কোন কৃত্য নাই। জীব গুরু-কৃষ্ণের দাস। যথেচ্ছাচারিতায় জীবনের সদ্ব্যবহার পাওয়া যায় না—জীবন্মৃত অবস্থা মাত্র লাভ হয়। কর্ম্মকাণ্ডে প্রবৃত্তি-বিশিষ্ট ব্যক্তি মৃত; মরে যাওয়ার দরুণই অসৎ-কার্য্যে প্রবৃত্তি, সত্য কথায় অমনোযোগিতা। বাস্তব বস্তুর অনুশীলনে বঞ্চিত থাকাই মৃত অবস্থা। যে কৃষ্ণাধীন না থেকে মায়ার অধীন হয়ে আছে, সে জীবন্মৃত। শারীরিক ও মানসিক সম্পদে সমৃদ্ধ হবার চেষ্টা আত্মার ধর্ম্ম নয়। সেটা প্রাণহীনের বা অচেতনের কার্য্য—অজ্ঞানের কার্য্য। ভক্তিই একমাত্র সুখ, অন্যগুলি সুখের অভাব। ভোগী ও ত্যাগী উভয়েই মৃত—উভয়েই দুঃখী—উভয়েই অশান্ত। নিষ্কাম ভক্তই জীবিত, সুখী বা শান্ত। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গুরু কি নিরপেক্ষ ?

উত্তর—হাঁ। আমার শ্রীগুরুদেব সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ। তিনি জগতের কাহারও নিকট কোন সাহায্য বা কৃপা-প্রার্থী নন। সকলে নিষ্কপটে হরিভজন করুন, এই তাঁর শুভেচ্ছা। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণকেই তিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দয়ার কার্য্য বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য জানেন। বিষয়ে রুচি বা কাহারও আত্মেন্দ্রিয়-তর্পণ-যজ্ঞে বাতাস দেওয়াকে তিনি 'কৃপা' জান্‌বার পরিবর্ত্তে ভীষণ হিংসা জ্ঞান করেন (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কে সিদ্ধিলাভ কর্‌বেন ?

উত্তর—শ্রৌতপন্থীই সিদ্ধি লাভ কর্‌বেন। তর্কের কোন দিন প্রতিষ্ঠা নাই। শ্রৌতপথ নিত্য সম্প্রতিষ্ঠিত। যিনি সর্ব্বদা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ২৪ ঘণ্টা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে হরি-কীর্ত্তন করেন, তিনিই সিদ্ধিলাভ কর্‌তে পারেন।

যদি আমাদের এমন ভাগ্য হয় যে, আমরা ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ পাই, তা'হলে সে সুযোগ করিয়ে দেওয়ার একমাত্র মালিক কৃষ্ণচন্দ্র। গুরুর হাত দিয়ে তিনি বরাভয়প্রদ ব্যাপারটাকে প্রদান করেন। যাঁদের কপালের জোর আছে, তাঁরা এই সুবিধাটা পান। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গুরুর সমান কাকেও মনে করা কি উচিত ?

উত্তর—না। গুরুর অবজ্ঞা কর্‌তে নাই—শ্রৌত-বাণীর নিন্দা কর্‌তে নাই—বহু ব্যক্তিকে গুরুর ন্যায় পূজ্য জ্ঞানে গুরুপাদপদ্মের অবজ্ঞা কর্‌তে নাই—অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনের আশ্রয় ব্যতীত জীবের অন্য মঙ্গল নাই।

আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম দয়ার সাগর। তাঁর দয়াসিন্ধুর একবিন্দু আমাকে আনন্দ সাগরে মগ্ন কর্‌তে পারে।

শ্রীগুরুদেব কতই না দয়া করে আমাকে বল্‌তেন—তোমার পাণ্ডিত্য, তোমার পবিত্রতা, তোমার আভিজাত্য প্রভৃতি সব পরিত্যাগ করে আমার কাছে এস, আর কোথাও যেতে হবে না; তোমার যত ঘর, বাড়ী, প্রাসাদ, সৌধ দরকার আছে—যত পাণ্ডিত্য, প্রতিভার দরকার আছে—যত সংযম, সন্ন্যাসের দরকার আছে, সব পাবে, তুমি কেবল আমার কাছে এস। 'ঘর হউক, দোর হউক, পাণ্ডিত্য হউক',—এরূপ বুদ্ধিতে দৌড়ো না—সাধারণ লোক যাকে প্রয়োজন মনে কর্‌ছে, তাকে প্রয়োজন মনে করো না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অজ্ঞানতা কাহাকে বলে ?

উত্তর—অজ্ঞান জিনিষটী অবিদ্যা। অজ্ঞান অর্থে কৈতব বা কপটতা। স্ব-সুখবাঞ্ছাই অজ্ঞানতা। কৃষ্ণ-সুখবাঞ্ছাই জ্ঞান। নিজসুখার্থ ধর্ম্মকামনা, অর্থ কামনা, কামবাঞ্ছা ও মুক্তিকামনা সবই অজ্ঞানতা বা কপটতা। সেবকের পক্ষে সেবাকাঙ্ক্ষাই সরলতা, এতদ্ব্যতীত যা কিছু সবই কাপট্য। এই স্ব-সুখবাঞ্ছা-রূপ কপটতা বা অজ্ঞানতা শ্রীগুরুদেব কৃপাপূর্ব্বক দূর করিয়া আমাদিগকে জ্ঞান দান করেন—আমাদের হৃদয়ে ভক্তি-প্রবৃত্তি বা কৃষ্ণসুখবাঞ্ছা জাগাইয়া দিয়া আমাদিগকে সুখী করেন। অবিদ্যা বা কৃষ্ণবিস্মৃতিই দুঃখের মূল।

পাপ ও পুণ্য উভয়ই ভক্তিবাধক বলিয়া অজ্ঞানতা। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন (আঃ ১ম পঃ)—

> অজ্ঞান-তমের নাম কহিয়ে কৈতব।
> ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বাঞ্ছা আদি এই সব॥
> তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব প্রধান।
> যাহা হইতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান॥
> কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম।
> সেই এক জীবের অজ্ঞানতমো ধর্ম্ম॥

অজ্ঞান জিনিষটা অন্ধকার। ইহা জীবকে অন্ধ করিয়া দেয়। 'কৃষ্ণ ভগবান্, আমি তাঁর সেবক' ইহা না জানাই অজ্ঞানতা।

(প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা শ্রীচক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রশ্ন—দিব্যজ্ঞান কাহাকে বলে ?

উত্তর—'কৃষ্ণে ভগবত্তা-জ্ঞান সম্বিতের সার।' কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। কৃষ্ণ আমার নিত্য প্রভু, আমি কৃষ্ণের নিত্য দাস, কৃষ্ণের সেবাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য—ইহাই দিব্যজ্ঞান। শ্রীগুরুদেবই দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা। এই দিব্যজ্ঞানের অপর নাম দীক্ষা। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—অমঙ্গল কি করে কাটবে ?

উত্তর—যদি একবার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের ন্যায় স্মৃতিপথে কৃষ্ণস্মৃতি এসে যায়, অর্থাৎ আমি নিত্য কৃষ্ণদাস—এই জ্ঞান বা অনুভূতি আসে, তা'হলে সমস্ত অভদ্রে আগুণ লেগে যায়—অমঙ্গলের মূল পর্য্যন্ত পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। শাস্ত্র বলেন —

'কৃষ্ণ, তোমার হও যদি বলে একবার।
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥'

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বাউল হওয়া কি বৈষ্ণবতা ?

উত্তর—কখনই না। বাউল অপসম্প্রদায়। বাউল দু'রকম—গৃহী বাউল ও ত্যাগী বাউল। গৃহী বাউলের বিচার—'আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, গৃহ আমার সেবা করবে।'

ত্যাগী-বাউল ভোগ করবে বলে নিজে কৃষ্ণ সাজে। উভয় বাউলই নিজেকে ঈশ্বরাভিমান বা কর্ত্তাভিমান করছে। এরা অধঃপাতে যাবে— নরকই এদের প্রাপ্য স্থান।

ভগবৎ-সেবক অভিমান না হলে সেবা হবে না, মঙ্গল-লাভ সম্ভব নয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বিঘ্নও কি মঙ্গলপ্রসূ হয় ?

উত্তর—হাঁ। ভক্তের ভক্তিবিঘ্ন উপস্থিত হইলে তাঁহার অনুতাপ জন্মে। তাহাতে ভগবানের মহতী কৃপার উদয় হয়। এই জন্য বিঘ্নসকলও ভক্তিসিদ্ধির সোপান হইয়া যায়। (বৈষ্ণবতোষণী)

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—অনর্থগুলি অর্থলাভের প্রাগাবস্থা বা পূর্ব্বাবস্থা।

প্রশ্ন—অকিঞ্চন কে ?

উত্তর—ভগবান্ ভিন্ন অন্য কিছু যাঁহার উপাদেয় নহে, তিনিই অকিঞ্চন।

যিনি সর্ব্বত্র ভগবৎ-সাক্ষাৎকার উপলব্ধি করেন, তাঁহার সকল দিক্ সুখময় হয়। (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—কাহার পুনর্জন্ম হয় না ?

উত্তর—গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন, সত্যলোক পর্য্যন্ত স্বর্গাদি যাবতীয় লোক অনিত্য। যাহারা এই সব লোক প্রাপ্ত হয়, তাহাদের পুনর্জন্মের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু আমাকে (কৃষ্ণকে) পাইলে আর পুনর্জন্ম হয় না। (প্রীতিসন্দর্ভ)

'যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম।' —যেখানে গেলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না, তাহাই ভগবদ্ধাম বৈকুণ্ঠ।

প্রশ্ন—মুক্ত পুরুষগণকে ত এ জগতে আসিতে দেখা যায় ?

উত্তর—মুক্ত পুরুষগণের কখন কখন যে এ জগতে আসার কথা শুনা যায়, তাহা প্রপঞ্চে ভগবদ্ধাম সমূহের স্থিতি-অপেক্ষায় বা কখন কখন ভগবল্লীলা-কৌতুক-অপেক্ষায় জানিতে হইবে। মথুরা, বৃন্দাবন, অযোধ্যা প্রভৃতি যে সকল ধাম জগতে বিরাজ করিতেছেন, সেই সব ধামে বিহারের জন্য ভগবৎ পরিকরগণ সময় সময় পরব্যোমস্থিত ভগবদ্ধাম হইতে এখানে আসিয়া থাকেন। আবার জয়-বিজয়ের মত কোন কোন পরিকর ভগবল্লীলা-কৌতুক নির্ব্বাহের জন্য প্রপঞ্চে আসিয়া থাকেন। পরে পুনরায় বৈকুণ্ঠে গমন করেন। (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—ব্রজগোপীগণের স্বভাব কিরূপ ?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু স্বকৃত হংসদূত গ্রন্থে বলিয়াছেন—ব্রজগোপীগণ শ্রীরাধাকে বাদ দিয়া কৃষ্ণসেবা বা কৃষ্ণসঙ্গ আকাঙ্ক্ষা করেন না। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত ও আনন্দিত শ্রীরাধার সেবাই তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু।

শাস্ত্র আরও বলেন (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ) —

সখীর স্বভাব এক অকথ্য-কথন।
কৃষ্ণ-সহ নিজ লীলায় নাহি সখীর মন॥
কৃষ্ণ-সহ রাধিকার লীলা যে করায়।
নিজ-সুখ হৈতে তাতে কোটি সুখ পায়॥
যদ্যপি সখীর কৃষ্ণ-সঙ্গমে নাহি মন।
তথাপি রাধিকা যত্নে করান সঙ্গম॥

নানা-ছলে কৃষ্ণে প্রেরি' সঙ্গম করায়।
আত্ম-সুখসঙ্গ হৈতে কোটি সুখ পায়॥

প্রশ্ন—ব্রজগোপীগণ উদ্ধবকে কি দিয়াছিলেন ?

উত্তর—গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শিরোমণি শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু জানাইয়াছেন—উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে (নন্দগ্রামে) আসেন, তখন ব্রজগোপীগণ কৃষ্ণের নিমিত্ত তাঁহার হস্তে শুকমিথুন (শুকশারী) প্রদান করিয়াছিলেন।

(হংসদূত)

প্রশ্ন—শ্রীরাধারাণী কে ?

উত্তর—শ্রীবৃষভানুনন্দিনী শ্রীরাধাঠাকুরাণী কৃষ্ণের নিত্যা পত্নী, কৃষ্ণকান্তাশিরোমণি। শ্রীকৃষ্ণের প্রাণবন্ধু শ্রীরাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়, কৃষ্ণভক্তগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণের প্রাণধন, কৃষ্ণের সর্ব্বস্ব। শ্রীরাধার ন্যায় এত প্রিয় কৃষ্ণের আর কেহ নাই। শাস্ত্র বলেন—

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি॥
গোবিন্দানন্দিনী, রাধা, গোবিন্দমোহিনী।
গোবিন্দসর্ব্বস্ব, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি॥
রাধা—পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ—পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি, শাস্ত্রপরমাণ॥
মৃগমদ, তার গন্ধ,—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি, জ্বালাতে, যৈছে কভু নাহি ভেদ॥
রাধাকৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৪র্থ পঃ)

গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—"শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের পরমানন্দশক্তিরূপা। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের দ্বিতীয়-স্বরূপ। এই শ্রীরাধা-কৃষ্ণ হইতেই আদি রস অর্থাৎ মধুর রসের উদ্ভব।"

"শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা। শ্রীরাধা-বর্ত্তমানে শ্রীকৃষ্ণের কোন নায়িকার প্রয়োজন থাকে না। শ্রী-ভূ-নীলাশক্তি, দ্বারকাগত মহিষী ও নিখিল ব্রজসুন্দরী-গত রসাস্বাদন একমাত্র শ্রীরাধা দ্বারাই সম্পন্ন হয়—শ্রীরাধা-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়।"

"বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকাতেই স্বয়ং লক্ষ্মীত্ব। শ্রীরাধা মূল স্বরূপশক্তি। শ্রীকৃষ্ণ যেমন অংশী ভগবান, শ্রীরাধা সেরূপ অংশী ভগবতী বা মূল শক্তি। ব্রজগোপীগণ, মহিষীগণ লক্ষ্মীগণ সকলেই শ্রীরাধার অংশ বা কলা। ব্রজ-গোপীগণ মধ্যে শ্রীরাধাই মুখ্যা বলিয়া তাঁহার নাম বৃন্দাবনাধিকারিণী। পদ্মপুরাণে—'অচ্যুত কৃষ্ণ রাধাকে বৃন্দাবনাধিপত্য দান করিয়াছেন। অন্য সাধারণ দেশে দেবী অধিকারিণী, আর বৃন্দাবনে শ্রীরাধিকা অধীশ্বরী'।"

(কৃষ্ণসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপরিকরগণ কি বহুরূপ ধরিতে পারেন ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের পরিকরগণ স্বরূপশক্তিময় বলিয়া তাঁহারা নিজ নিজ প্রকাশরূপ প্রকটনে সমর্থ। শ্রীকৃষ্ণ যখন বহু মূর্ত্তি ধরিয়া ষোড়শসহস্র রাজকন্যাকে বিবাহ করেন, তখন দেবকী প্রভৃতিতে প্রকাশমূর্ত্তির আবির্ভাব দেখা গিয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণ যখন বহু মূর্ত্তি প্রকট করিয়া যুগপৎ ষোড়শ সহস্র কন্যাকে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে বিবাহ করেন, তখন বসুদেব-দেবকীও বহু মূর্ত্তি প্রকট করিয়া প্রত্যেক গৃহে অবস্থিত ছিলেন।

(কৃষ্ণসন্দর্ভ ১৫৬)

প্রশ্ন—প্রাকৃত নায়িকা রতি-দেবী কি প্রকারে ঈশ্বরতত্ত্ব শ্রীপ্রদ্যুম্ন-সঙ্গমে সমর্থা হইয়াছিলেন ?

উত্তর—স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ যেমন স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ প্রদ্যুম্ন-সামীপ্যপ্রভাবে রতি দেবী তদীয় সঙ্গম-যোগ্যা হইয়াছিলেন। রতি প্রদ্যুম্নের নিজ শক্তি নহেন, অনিরুদ্ধের মাতাই তাঁহার নিজ শক্তি।

(কৃষ্ণসন্দর্ভ ৮৮)

যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণসেবা

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

বিরাট যজ্ঞের আয়োজন। যজ্ঞের নাম আঙ্গিরস। উদ্দেশ্য স্বর্গপ্রাপ্তি। রাশি রাশি দ্রব্য সম্ভার সংগৃহীত হইয়াছে। পাত্রপরিপূর্ণ ঘৃত যজ্ঞে আহুতি দিবার জন্য আনীত হইয়া সারি সারি সজ্জিত রহিয়াছে। পুষ্প-চন্দনাদি বিপুলভাবে শোভা পাইতেছে। মহাধুমধাম পড়িয়াগিয়াছে। বৃন্দাবনস্থ যমুনাতীরবাসী ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাদের পত্নীগণ বিচিত্র বসন-ভূষণে সজ্জিত হইয়া যজ্ঞসম্পাদনের নিমিত্ত বিচিত্র অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধনে ব্যাপৃত। যজ্ঞমন্ত্রের পবিত্র ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক মুখরিত, যজ্ঞীয়-ধূপগন্ধে চারিদিক আমোদিত। কয়েকজন বালক আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করিল—'হে বিপ্রগণ! আমাদের কথায় কৃপাপূর্ব্বক কর্ণপাত করুন, আমরা ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি। আপনারা আমাদিগকে কিঞ্চিৎ অন্ন প্রদান করুন। আমরা আহার করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করি।' ব্রাহ্মণগণের কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—'তোমরা কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? কে তোমাদিগকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন?' বালকগণ বলিল,—"আমরা গোপ বালক, কৃষ্ণ ও বলরামের সঙ্গে আমরা গোচারণে আসিয়াছিলাম, গোচারণ করিতে করিতে আমরা বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি। এদিকে আমাদের খাদ্যদ্রব্য যাহা আনিয়াছিলাম তাহা সব ফুরাইয়াগিয়াছে। আমরা ক্ষুধায় কাতর হইয়া কি করিব পরস্পর আলোচনা করিতেছি এবং চিন্তা করিতেছি, তখন বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে বলিলেন—নিকটেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আঙ্গিরসনামক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তোমরা সেই যজ্ঞস্থানে গমন কর। আমরা তোমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছি বলিয়া নিবেদন করিবে। সুতরাং তোমাদের লজ্জিত হইবার কোন কারণ নাই। আমাদের নাম শুনিলে তাঁহারা তোমাদিগকে দানের অপাত্র মনে করিবেন না। তোমরা নিঃসঙ্কোচে গিয়া অন্ন প্রার্থনা কর। — তাঁহাদের নির্দেশ ক্রমে আমরা এখানে আসিয়াছি। তাঁহারাও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছেন। অন্নপ্রার্থী রামকৃষ্ণের প্রতি যদি আপনাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে অন্ন প্রদান করুন।"

ব্রাহ্মণগণ এই সব কথা শুনিয়াও শুনিলেন না। তাঁহারা উদাসীন হইয়া যজ্ঞকার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেন। শুনিবেনই বা কেন! স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ তুচ্ছফল লাভই তাঁহাদের কামনা। ভগবানের সাক্ষাৎ আদেশ শুনিলে বা তদনুযায়ী কার্য্য করিলে যে পরম কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে সেই কল্যাণ লাভের অধিকারী ত তাঁহারা নহেন। সেই জন্য যজ্ঞানুষ্ঠানরূপ ক্লেশকর কার্য্যে রত। প্রকৃত-প্রস্তাবে তাঁহাদিগকে অজ্ঞান বলা যাইতে পারে। পণ্ডিতাভিমানী তাঁহারা—সে কারণে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ অধোক্ষজ ভগবানকে মনুষ্যবুদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগকে সম্মান করিলেন না। গোপবালকগণ ব্রাহ্মণগণের এইরূপ উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়া নিরাশ হইয়া রামকৃষ্ণ-সকাশে ফিরিয়া আসিলেন এবং সমুহ বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন।

জগদীশ্বর ভগবান গোপবালকগণের সেই সব কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন—'প্রার্থিগণের প্রার্থনা সবসময় পূর্ণ নাও হইতে পারে। তাহাতে তাহাদের ক্ষুব্ধ হইবার কোন কারণ নাই। ব্রাহ্মণগণের এইরূপ প্রত্যাখ্যানে তোমরা বিচলিত হইও না। তোমরা আবার যাও। এবার ব্রাহ্মণগণের নিকট কোন প্রার্থনা না করিয়া তাঁহাদের পত্নীগণের নিকট আমাদের কথা-

জানাইও। তাঁহারা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের প্রতি শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট এবং স্বভাবতঃ স্নেহশীলা। সুতরাং তোমরা প্রচুর অন্নব্যঞ্জনাদি পাইতে পারিবে।

অনন্তর গোপবালকগণ ব্রাহ্মণ-পত্নীগণের নিকট উপনীত হইয়া দেখিলেন, তাঁহারা যজ্ঞান্ন প্রস্তুতে রত। তাঁহারা অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন—'হে বিপ্রপত্নীগণ! আপনারা আমাদের একটি নিবেদন শ্রবণ করুন। বলরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ গোচারণ করিতে করিতে ব্রজ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছেন। তাঁহারা সখাগণের সহিত অত্যন্ত ক্ষুধার্ত্ত সেই জন্য অন্ন প্রার্থনা করিয়া আমাদিগকে আপনাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন, আপনারা তাঁহাদের জন্য অন্ন প্রদান করুন। বিপ্রপত্নীগণ পূর্ব্ব হইতেই কৃষ্ণের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগযুক্ত ছিলেন বলিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার ইচ্ছা প্রবল ছিল। এখন তিনি নিকটে আসিয়াছেন শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা যে সকল অন্ন এবং চর্ব্য, চুষ্য, লেহ্য, পেয় প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত নানা প্রকার ব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়াছিলেন তাহা বিচিত্র পাত্রে সুসজ্জিত করতঃ কিছু মাত্র কালবিলম্ব না করিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহাদের গমনের ভঙ্গী দেখিয়া মনে হইল যে সমুদ্রগামিনী নদী সমূহ সমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হইতেছে। কে তাঁহাদের গতি রোধ করিবে! সুতরাং পতি, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিষেধ তাঁহারা শুনিবেন কেন? নদী যখন সমুদ্রে মিলিত হইবার জন্য পর্ব্বত হইতে বহির্গত হয় তখন তাহার গতি কি কেহ রোধ করিতে পারে? তাঁহারা কৃষ্ণ-কথায় আদরবতী। আত্মার আত্মা পরমাত্মা, সর্ব্বজীবহৃদয়ের অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইতে যাইতেছেন সুতরাং কোন প্রকার বাধা তাঁহারা মানিলেন না। ক্রমে তাঁহারা যমুনার তীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন অশোকবৃক্ষের নব পল্লবে সুশোভিত যমুনার উপবনে রামকৃষ্ণ বিচরণ করিতেছেন। রাম ও কৃষ্ণ মধ্যস্থলে রহিয়াছেন। চতুর্দ্দিকে গোপগণ বিরাজমান কৃষ্ণের বর্ণ নবজলধরশ্যাম, পরিধানে পীতবসন। তিনি বনমালা, শিখিপুচ্ছ, ধাতু এবং প্রবালদ্বারা নটবরবেশে সজ্জিত। তাঁহার একহস্ত এক সহচরের স্কন্ধদেশে স্থাপিত এবং অন্যহস্তে লীলাকমল সঞ্চালিত করিতেছেন। তাঁহার কর্ণদ্বয়ে উৎপল, গণ্ডদেশে অলকা এবং মুখপদ্মে সুমধুর হাস্য শোভা পাইতেছিল।

দ্বিজ-পত্নীগণ বহুদিন হইতে শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে বহুকথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট-চিত্ত ছিলেন। এখন তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহা হইতে আর নয়ন ফিরাইতে পারিতেছিলেন না। তাঁহারা এমনভাবে তাঁহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন যেন তাঁহাকে মনে মনে আলিঙ্গন করিয়া সর্ব্বপ্রকার চিত্তক্লেশ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বপ্রকার বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ, ভক্তানুগ্রহপরায়ণ ভগবান দেখিলেন যে দ্বিজপত্নীগণ তাঁহাকে দর্শন আশায় সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়া সেইস্থানে আগমন করিয়াছেন। তিনি ত অন্তর্যামী, সকলের মনোভাব বুঝিতে পারেন তাই ঈষৎহাস্য করিয়া বলিলেন—'ওহে ভাগ্যবতীগণ! তোমরা সকলে সুখে আসিয়াছ ত? পথে কোন কষ্ট হয় নাই ত? এখন এইস্থানে উপবেশন কর। আমাকে এখন কি করিতে হইবে আদেশ কর। তোমরা যে শত বাধা অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে দর্শন করিবার জন্য আগমন করিয়াছ তাহা তোমাদের উচিতই হইয়াছে। কারণ, যাঁহারা প্রকৃত স্বার্থ বুঝিতে পারেন তাঁহারা প্রকৃতই বুদ্ধিমান। আমি সকলের আত্মা, এই আত্মাই সকলের প্রিয়, ইহা যিনি বুঝিতে পারেন এবং তাঁহার সন্তোষ বিধান করিবার জন্য সর্ব্বফলানুসন্ধান ত্যাগ করিয়া ভক্তিবিধান করেন তিনি প্রকৃতই স্বার্থদর্শী। সুতরাং তোমাদের আচরণ যথাযথ হইয়াছে। যে আত্মার সহিত সম্বন্ধযুক্ত হওয়ায় প্রাণ, মন, বুদ্ধি, আত্মীয়, ধন, স্ত্রী, পুত্রাদি প্রিয় হইয়া থাকে সেই আত্মা অপেক্ষা প্রিয়বস্তু আর কি হইতে পারে? তোমরা কৃতার্থ হইয়াছ, তোমাদের জীবন

সার্থক। এখন তোমরা যজ্ঞস্থানে গমন কর। তোমাদের পতিগণ তোমাদের সহিতই যজ্ঞ সম্পাদন করিবেন। তাঁহারা গৃহস্থ, গৃহস্থগণের উচিত সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণ করা। অতএব যজ্ঞসম্পাদন করিয়া তাঁহারা যাহাতে মঙ্গললাভ করিতে পারেন তারজন্য তোমাদের গৃহে গমন করা উচিত।' শ্রীকৃষ্ণের এইসব কথা শুনিয়া বিপ্রপত্নীগণ বিশেষ দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের অন্তরে এমন আঘাত লাগিল যে তাঁহারা কিছুক্ষণ নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে পুনরায় গৃহে গমন করার জন্য বলিলে তাঁহারা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, কাতরস্বরে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন —

এহেন নিঠুর বাণী বলিও না প্রভু।
তোমার চরণপদ্ম ভুলিব না কভু॥
পরম আত্মায় কভু প্রাপ্ত হন যিনি।
সংসারে জনম আর না লভেন তিনি॥
'আমার ভকত কভু বিনাশ না পায়।
পরম কল্যাণ লভি মোর ধামে যায়॥'
এই সব তব বাক্য করুণ পালন।
চরণ-তরণী দানে করুন রক্ষণ॥
ছাড়িয়া এসেছি মোরা পতি, পুত্র, সখা।
অনুক্ষণ মুখপদ্ম পাইবারে দেখা॥
আপনার পাদপদ্মে প্রদত্ত তুলসী।
মালা গাঁথি, মাথে রাখি এই মনে বাসি॥
এ-কারণে আসিয়াছি তব পদতলে।
তাড়াইয়া দিও না গো তুমি অবহেলে॥
আত্মীয় স্বজন আর দিবে না আশ্রয়।
এখন মোদের প্রভু! কি উপায় হয়॥
তোমার চরণ প্রান্তে হইনু পতিত।
দাস্য লাভ করিবারে হ'য়ে উপনীত॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্বিজপত্নীগণের কাতর প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বলিলেন—'হে বিপ্রপত্নীগণ তোমরা গৃহে গমন কর। আমি বলিতেছি যে, তোমাদের পিতা, পতি, পুত্র, ভ্রাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ কেহই তোমাদের প্রতি দোষারোপ করিবেন না। তাঁহাদের কথা দূরে থাকুক দেবতাগণ পর্য্যন্ত আমাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন এবং তদনুযায়ী আমাকে মান্য করেন। তোমাদের আত্মীয়গণ আমাকে মান্য না করিলেও আমার ঐশশক্তি প্রভাবে তোমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হইবেন না। আমার প্রতি যখন তোমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা রহিয়াছে তখন তোমাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। এ জগতে কেবলমাত্র অঙ্গ সঙ্গই মানবগণের সুখ বা অনুরাগ উৎপাদন করিতে পারে না। আমাতে যখন তোমাদের মন নিবিষ্ট রহিয়াছে তখন অচিরে তোমরা আমাকে লাভ করিবে। আরও ইহা বিশেষভাবে মনে রাখিবে যে দূরে অবস্থান করিয়া আমার গুণ-কথা শ্রবণ, বিগ্রহ দর্শন, রূপ চিন্তন এবং নাম কীর্ত্তন করিলে আমাতে যেরূপ আসক্তি জন্মে নিকটে অবস্থান করিলে তদ্রূপ হয় না। দূরে অবস্থানের ফলে আমার প্রতি অত্যাসক্তি বশতঃ তোমরা আমাকে আরও দ্রুত পাইতে পারিবে। অতএব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন কর।'

ভগবান্ এইরূপ বলিলে দ্বিজপত্নীগণ বিশেষ অনিচ্ছা সত্ত্বেও পুনরায় যজ্ঞভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন এবং ভগবানের প্রভাবে তাঁহাদের আত্মীয়গণ কোনপ্রকার তাঁহাদের দোষারোপ করিলেন না। দ্বিজগণও পত্নীগণ সহ যজ্ঞ কার্য্য সম্পাদন করিলেন। ভগবানও বিপ্রপত্নীগণ প্রদত্ত অন্নাদি বিবিধ দ্রব্য নিজে আনন্দে ভোজন করিলেন এবং গোপগণকে ভোজন করাইলেন।

একজন গোপী নিজপতি কর্ত্তৃক বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের আহ্বানে তাঁহার নিকট যাইতে পারেন নাই। তাঁহার পতি তাঁহাকে গৃহে আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি শ্রীকৃষ্ণের যেরূপ রূপ-গুণ-লীলা প্রভৃতি শ্রবণ করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিতে করিতে মনে মনে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া কর্ম্মবন্ধন-রূপ দেহত্যাগ করিয়া চৈতন্য দ্বারা ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

অনন্তশক্তি সম্পন্ন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাবে ব্রাহ্মণগণের মনে ভাবান্তর উপস্থিত হইল। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ প্রতি তাঁহাদের পত্নীগণের অহৈতুকী ভক্তি ও প্রীতির কথা ভাবিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণকে অবজ্ঞা করার ফলে তাঁহারা নিজদিগকে অপরাধী মনে করিয়া নানাপ্রকারে অনুতাপ করতঃ আত্মনিন্দা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—

ধিক্ আমাদের ত্রিবিধ জন্ম বিবিধ শাস্ত্রজ্ঞান।
ক্রিয়া নিপুণতা বিদ্যা গর্ব বংশের অভিমান॥
যার ফলে মোরা বিমুখ হ'য়েছি মায়াধীশ ভগবানে।
যাঁহার মায়ায় মোহ উপজয় মহাযোগিজন মনে॥
জাতির শ্রেষ্ঠ বলিয়া মোদের খ্যাতি মনুষ্য লোকে।
নিজ করণীয় ভুলিয়াছি মোরা বিষম কর্ম্ম-পাকে॥
দেখ দেখ আজ এই নারীদের ভকতি শ্রীভগবানে।
যে ভাব লভিয়া মরণের পাশ ছিন্ন করিয়া আনে॥
গৃহে আসক্তি মরণের সম ক্লেশকর অতিশয়।
পরম অর্থ ভুলিয়া যাহাতে পায় জীব মহাভয়॥
নাহি ইহাদের গুরু-গৃহ বাস উপনয়ন-সংস্কার।
আত্মবিচার মঙ্গলপ্রদ ক্রিয়া, তপস্যা আর॥
তথাপি এদের সুদৃঢ়া ভকতি শ্রীকৃষ্ণ ভগবানে।
যাঁহারে সহজে লভিতে না পারে কভু মহাযোগীজনে॥
আমাদের আছে নানা সংস্কার বিদ্যাও নানা মত।
তথাপি মোদের হ'লনা ভকতি দেখিতেছি বিপরীত॥
আমরা নিয়ত রহিয়াছি সুখে গৃহের কর্ম্মেরত।
তাই ত পরম অর্থ হইতে হইয়াছি বিচ্যুত॥
সর্বজনের পরম সহায় ভগবান কৃপা করি।
স্মরণ করাল পরম অর্থ অন্ন যাচ্ঞা করি॥
কিন্তু হায়! মোরা এমনি বিমূঢ় বুঝিতে নারিনু তাহা।
নিরাশ করিয়া গোপ শিশুগণে, কি কাজ করিনু, আহা॥
অন্ন ভিক্ষা, শ্রীভগবানের করুণা মোদের প্রতি।
পূর্ণকামের নতুবা কি হেতু যাচ্ঞায় হবে মতি॥
লক্ষ্মী যাঁহার পদসেবা লাগি অন্য দেবতাগণে।
ছাড়িয়া নিজের চপলতা ত্যজি সুস্থির হ'য়ে মনে॥
করেন ভজন যাঁরে নিরন্তর, তৎকৃত প্রার্থনা।
এই জগতের জনসমূহের কেবল বিড়ম্বনা॥
যদিও শুনেছি যজ্ঞেশ্বর এসেছেন যদুকুলে।
আমরা নারিনু চিনিতে তাঁহাকে মহাঅজ্ঞতা ফলে॥
মহাযোগিগণ অধিপতি ইনি যজ্ঞের ফলদাতা।
সর্ব্বকর্ম্ম ফলদাতা ইনি সকলের পরিত্রাতা॥
যাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া যাগাদি কর্ম্মপথে।
ঘুরিতেছি মোরা চিরকাল ধরি, ক্লেশ পেয়ে নানা মতে॥
বুঝিতে নারিনু যাঁহার মায়ায় নরাকৃতি ভগবানে।
প্রণাম করিগো, ভকতি সহিত সেই যদুনন্দনে॥
হৃদয় ভরিয়া বিশ্বাস করি, আমাদের অপরাধ।
ক্ষমা করি, সেই পরমপুরুষ পুরাবেন মনসাধ॥

যজ্ঞে রত ব্রাহ্মণগণ এইভাবে অনুতাপ এবং ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাঁহার দর্শনে অভিলাষী হইলেও কংস ভয়ে ভীত হইয়া ব্রজে গমন করিতে পারিলেন না।

শ্রীকেদার-বদরী পরিক্রমার তারিখ পরিবর্ত্তন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে পরিক্রমাকারী পার্টি বিশেষ কারণ বশতঃ ১৭ জ্যৈষ্ঠ, ৩১ মে তারিখে যাত্রা স্থগিত করিয়া আগামী ১৫ আষাঢ়, ৩০ জুন, বুধবার শ্রীরথ-যাত্রা দিবস রাত্রি ৮-৩০ মিঃ দুন-এক্স্প্রেসে হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীমঠের পরিচালনাধীনে পরিক্রমাকারীগণ শুভ-যাত্রা করিবেন।

পরিক্রমণেচ্ছু ব্যক্তিগণ ১২ জুন তারিখ মধ্যে মঠের সম্পাদকের নিকট নিজনাম ঠিকানা জানাইয়া রিজার্ভেশনের ব্যবস্থা করিবেন।

শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ
মঠ-সম্পাদক

প্রচার-প্রসঙ্গ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের জলন্ধর সহরে প্রচারকালীন বিরাট নগর-সংকীর্ত্তনের আংশিক দৃশ্য।

অমৃতসরে —

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি দয়িত মাধব মহারাজ পাঞ্জাব প্রদেশস্থ প্রধান সহরের অন্যতম জলন্ধর ও হোসিয়ারপুরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী বিপুলভাবে প্রচারান্তে বিগত ১৬ই এপ্রিল, শুক্রবার উক্ত প্রতিষ্ঠানের সেক্রেটারী ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শাখা মঠের রক্ষক শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (কাপুরজী), শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীললিত কৃষ্ণ দাস বনচারী, শ্রীরাধারমণ দাস ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীরামলালজী এবং শ্রীরামচন্দ্র চতুর্বেদী মহাশয় সহ হোসিয়ারপুর হইতে রওয়ানা হইয়া অমৃতসরে শুভবিজয় করেন। শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মবাহী ট্রেনখানি জলন্ধর সিটি জংশনে আসিলে তথাকার বহু সজ্জন ও মঠাশ্রিত ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের বন্দনা ও তদীয় অনুগমনকারী বৈষ্ণবগণের প্রচুর সেবা করিয়াছিলেন। সেখান হইতে যাত্রা করিয়া

ট্রেনখানি অমৃতসর ষ্টেশনে পৌঁছিলে তথাকার বিশিষ্ট সজ্জনগণ ও মঠাশ্রিত বহু নর-নারী বিচিত্র পুষ্প-মাল্যাদি দ্বারা আচার্য্যপাদপদ্মের বন্দনা ও বৈষ্ণবগণের অশেষ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। অতঃপর লালা সায়েনদাসজীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রীরামকিষণজী লরেন্স রোডস্থ শ্রীরাধা-গোবিন্দের বিশাল মন্দিরের সংলগ্ন নব নির্ম্মিত সুরম্য ভবনে শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মের অবস্থানের জন্য সুব্যবস্থা করিয়া দেন। সগোষ্ঠী শ্রীল আচার্য্য দেবের সেবায় যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটী বিচ্যুতি না হয় সেজন্য প্রত্যহ লালা সায়েনদাসজী স্বয়ং লোকজন সহ শ্রীল আচার্য্যদেবের সমীপে অতিদীনভাবে উপস্থিত হইয়া তাঁহার যাবতীয় সেবার নিমিত্ত বিপুল আয়োজন করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও কোন কোন দিন শ্রীমৎ ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজের ভাষণ হইয়াছে। মন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহের সন্ধ্যারাত্রিকান্তে প্রত্যহ মঠবাসী ব্রহ্মচারী-বৃন্দের উদ্দণ্ড নৃত্য সহকারে শ্রীতুলসী দেবীর আরতি সংকীর্ত্তন ও শ্রীমন্দির পরিক্রমা প্রভৃতি দর্শনের জন্য অগণিত লোক সমাগম হইত।

এতদ্ব্যতীত লাহোরিয়া গেটে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে, দুর্গিয়ানায় শ্রীতুলসীদাসজীর মন্দিরে, পণ্ডিত শ্রীচিমন্-লালজীর আয়োজিত বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল আচার্য্য-দেব শ্রীচৈতন্য-দেবের শিক্ষার বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনমূলে বক্তৃতা করিয়াছেন এবং কতিপয় গৃহস্থ সজ্জনের অনুরোধে তাঁহাদের গৃহে ও বিভিন্ন স্থানের ভক্ত সম্মেলনে তিনি শ্রীহরিকথা উপদেশ করিয়াছেন। প্রায় সর্ব্বত্রই মুখ্যভাবে শ্রীপাদ গিরি মহারাজের মূলগায়কত্বে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইত।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মের উপদেশবাণী শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া সহরের বহু সজ্জন ও ভক্তবৃন্দ শ্রীল আচার্য্যদেবকে পার্টি সহ দীর্ঘদিন সেখানে রাখিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন কিন্তু কলিকাতায় বিশেষ সেবা-কার্য্যানুরোধে তিনি আর অধিক দিন সেখানে থাকিতে না পারিয়া ২৫ এপ্রিল অমৃতসর-হাওড়া মেলে তথা হইতে একজন সেবকসহ রওয়ানা হইয়া ২৭ এপ্রিল কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সঙ্গীয় মঠবাসী ব্রহ্মচারী-বৃন্দসহ অমৃতসরস্থিত লালাজীর শ্রীমন্দির হইতে যাত্রা-কালীন গম্ভীর-প্রকৃতি লালা সায়েনদাসজী অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং পুনরায় যাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী আরও বিপুলভাবে প্রচারের জন্য অতিশয় দৈন্য-বিনয়ের সহিত পুনঃ পুনঃ অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। তাঁহার অতুলনীয় সেবার প্রশংসা ও জন সাধারণের দুঃখ দূর করিবার জন্য অকাতরে দানের কথা উল্লেখ করতঃ শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেবের অমৃতসর অবস্থানকালে তদীয় কৃপাভিষিক্ত লালা শ্রীমুরারিদাসজী নিজগৃহ ছাড়িয়া সর্ব্বদা শ্রীগুরুপাদপদ্ম সন্নিধানে অবস্থান করিতেন। তাঁহার, ডাঃ হেতরাম অগ্রবাল, শ্রীহংসরাজী, শ্রীত্রিভুবনেশ্বর দাস এবং ডাঃ পাকড়াশীর সেবা-চেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

বিদায় কালীন সম্বর্দ্ধনার জন্য অমৃতসর ষ্টেশনে বহু বিশিষ্ট সজ্জন ব্যক্তি ও বিপুল সংখ্যক ভক্ত নর-নারী সমবেত হইয়া আচার্য্যদেবকে পুনঃ দীর্ঘদিনের প্রোগ্রাম করিয়া অমৃতসরে আসিবার জন্য বারংবার অনুরোধ জানাইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণের আর্ত্তি ও অশ্রু বিসর্জ্জন দর্শনে স্বামীজী মহারাজের চিত্তকেও বিচলিত করিয়াছিল।

অন্যান্য স্থানের প্রোগ্রাম বাতিল করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন সংবাদ পাইয়া তাঁহার কৃপাভিষিক্ত ও তদীয় শ্রীপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বহু সজ্জন পথি মধ্যে জলন্ধর সিটি জংশনে, লুধিয়ানায় ও সাহারাণপুর জংশনে শ্রীআচার্য্যপাদপদ্ম বন্দনা করেন। তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম দর্শনোৎকণ্ঠায় সুদূর দেরাদুন হইতে গভীর রাত্রিতে সাহারাণপুর জংশনে অসংখ্য ভক্তের আগমন ও তাঁহাদের আর্ত্তিপূর্ণ অশ্রু দর্শনে শ্রীগুরুপাদপদ্মের চিত্ত অত্যন্ত বিচলিত হইয়াছিল।

তিনিও তাঁহাদের ভক্ত্যর্ঘ প্রেমাশ্রুপূর্ণনয়নে স্বীকার করেন। ভবিষ্যতে সুযোগ পাইলেই তিনি পুনরায় তাঁহাদের নিকট যাইবেন বলিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সঙ্গীয় অন্যান্য সেবকগণকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সম্পাদক শ্রীপাদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নেতৃত্বে দেরাদুন, মুজঃফর নগর, নিউদিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচারের জন্য লাকসার জংসন ষ্টেশন হইতে দেরাদুন প্রেরণ করেন।

দেরাদুনে

শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের কৃপানির্দ্দেশানুসারে শ্রীগৌর-বাণী প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও উক্ত মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ আট মূর্ত্তি বিগত ২৫ শে এপ্রিল অমৃতসর হইতে রওয়ানা হইয়া ২৬শে প্রাতে দেরাদুন সহরে শুভাগমন পূর্ব্বক 'গীতাভবনে' অবস্থান করতঃ কএকদিন সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীগৌরবাণী-কীর্ত্তন দ্বারা স্থানীয় অধিবাসিগণকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত বিমল প্রেমধর্ম্মে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেন। তাঁহারা সেখানে অবস্থানকালীন ২৬শে এপ্রিল হইতে ১লা মে পর্য্যন্ত সন্ধ্যায় করণপুরস্থ শ্রীবাঁকেবিহারীজীউর শ্রীমন্দিরে, ২৭শে এপ্রিল হইতে ২রা মে পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে স্থানীয় গীতাভবনে, ২রা মে রাত্রিতে কোলাগড়স্থ শ্রীপ্রিয়প্রসাদজীর বাসভবনে এবং উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে পঞ্চায়েতী মন্দিরের ধর্ম্মসম্মেলনে, অপরাহ্ণে চন্দ্রনগরস্থ শ্রীপাদ নন্দনন্দন দাসাধিকারীর গৃহে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। সভায় প্রত্যহ ৩।৪ শতের অধিক শ্রোতার সমাগম হইত। প্রচারকগণ স্বনামধন্য ধর্ম্মপ্রাণ লালা দর্শনলালজীর আহ্বানে তাঁহার গৃহে ৩রা মে মধ্যাহ্ন কালে এবং উক্ত দিবস রাত্রিতে করণপুরস্থ শ্রীওম্‌প্রকাশজীর সাদর আহ্বানে তদীয় গৃহে পদার্পণ করতঃ শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করেন।

এতদ্ব্যতীত ২৭ এপ্রিল অপরাহ্নে জঙ্গম শিবালয়ে, ৪ঠা মে রাত্রিতে চন্দ্রনগরে স্বামীজী মহারাজের বক্তৃতা এবং সভার আদি অন্তে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

দেরাদুনে প্রচারকালে শ্রীরামচন্দ্র চৌবে, শ্রীনবীন চন্দ্র শর্ম্মা, শ্রী প্রেমদাসজী, শ্রীমান্ প্রকাশজী শর্ম্মা, শ্রীতুলসী দাসজী, শ্রীচক্রপাণি দাসাধিকারী, শ্রীমহেশ্বর দাসাধিকারী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী প্রভৃতি ভক্তগণের সেবাচেষ্টা বিশেষ উৎসাহ-ব্যঞ্জক। মহিলাভক্তগণের মধ্যে শ্রীমতী রাজেশ্বরী চতুর্ব্বেদী ও শ্রীমতী পুষ্পা শর্ম্মার সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়া।

মুজঃফরনগরে

প্রচারকগণ দেরাদুন হইতে ৫ই মে বুধবার মুজঃফরনগরে আগমনপূর্ব্বক স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে তথায় ৬ই মে হইতে ১৩ই মে পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ শ্রীগৌরসুন্দরের প্রচারিত পন্থানুসরণে খোল-করতাল সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন ও উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে করিতে প্রত্যহ প্রাতে সহরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করিতেন। তাঁহাদের শ্রীমুখোচ্চারিত শুদ্ধ শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন শ্রবণে স্থানীয় বহুলোক শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আকৃষ্ট হন।

এতদ্ভিন্ন ৬ই ও ৭ই মে সনাতন ধর্ম্মসভায়, ৮ই হইতে ১২ই মে নিউমণ্ডিস্থ কীর্ত্তন-ভবনে প্রত্যহ রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও নাম-কীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তৃতা ও কীর্ত্তন হইয়াছিল। স্থানীয় ভদ্রমহোদয়গণের মধ্যে প্রফেসার শ্রীব্রজলাল আগরওয়ালা, শ্রীঅযোধ্যাপ্রসাদজী গুপ্তের শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য প্রশংসার্হ।

আসাম ও পশ্চিমবঙ্গে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার

ধুবড়ীতে

আসাম প্রদেশান্তর্গত ধুবড়ী সহরস্থিত ষ্টেট্ ব্যাঙ্কের হেড্ ক্যাসিয়ার শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাস মহাশয় ঐ অঞ্চলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস-সি, বিদ্যারত্ন মহাশয়কে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিলে তিনি কলিকাতা হইতে শ্রীরাইমোহন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী সহ বিগত ২৩ এপ্রিল দার্জ্জিলিং মেলে যাত্রা করিয়া ধুবড়ীতে তাঁহার গৃহে উপস্থিত হন। তথায় শ্রীযুক্ত দাস মহাশয়ের ঐকান্তিক উৎসাহে ও যত্নে স্থানীয় শ্রীহরিসভা ও কালীবাড়ীতে বহু উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে মহোপদেশক ব্রহ্মচারী মহাশয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তাঁহার স্বভাব সুলভ ওজস্বিনী ভাষায় হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত তথাকার কতিপয় শুশ্রূষু সজ্জনের গৃহে তিনি শ্রীহরিকথা কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রচার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য গৌহাটী মঠ হইতে শ্রীশ্রীপতিচরণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীজগজ্জীবন দাস ব্রহ্মচারীদ্বয় আসিয়া ধুবড়ীতে মিলিত হন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ দাস মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সরল সেবাচেষ্টা বিশেষ প্রশংসনীয়।

সাপটগ্রামে

ধুবড়ী সহরে প্রচারান্তে মহোপদেশক শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভু ২রা মে তারিখে তথা হইতে পার্টি সহ সাপটগ্রামে যাইয়া শ্রীহরবক্স গারোদিয়ার আতিথ্য স্বীকার করেন। তথায় তাঁহার অবস্থান কালে স্থানীয় দুইটী হাই-স্কুলে বক্তৃতা ও কতিপয় গৃহস্থের গৃহে শ্রীহরি-কথা আলোচিত হইয়াছিল।

দুর্জ্জয়লিঙ্গে

সাপটগ্রামে হইতে বিগত ৬ই মে বৃহস্পতিবার শ্রীপাদ মঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীশ্রীপতি-চরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীপরেশানু-ভবদাস ব্রহ্মচারী সহ যাত্রা করিয়া পরদিবস অপরাহ্নে দার্জ্জিলিং এ পৌছেন। তাঁহারা সেখানে শ্রী টি, কে, পণ্ডিত এম-এ, এল-এল-বি মহোদয়ের বিশেষ আগ্রহে ও ব্যবস্থায় স্থানীয় ঠাকুর বাড়ীতে অবস্থান করেন। শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের প্রবল উৎসাহে ও চেষ্টায় শ্রীমন্দিরের শ্রীহরিসভার ট্রাষ্টের পক্ষ হইতে ১০ মে হইতে ১২ মে পর্য্যন্ত তিনটী ধর্ম্মসভার আয়োজন হইলে শ্রীপাদ ব্রহ্মচারী মহাশয় উক্ত সভায় শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে তিন দিবস বিশেষ গবেষণাপূর্ণ সর্ব্বচিত্তাকর্ষিণী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন। প্রত্যহ সভার আদি ও অন্তে মহাজন-পদাবলী ও শ্রীহরি-নাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল।

শ্রীপাদ মঙ্গল নিলয় ব্রহ্মচারী মহাশয় বর্ত্তমানে তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা সত্ত্বেও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সরল হৃদয়ে অশেষক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক বিভিন্ন স্থানে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বাণী প্রচার করতঃ শ্রীমঠের সেবায় তাঁহার শুদ্ধভক্তোচিত আদর্শ প্রদর্শন-দ্বারা শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

"তোমার সেবায়, দুঃখ হয় যত,
সেও ত' পরমসুখ।
সেবা-সুখ-দুঃখ, পরম সম্পদ,
নাশয়ে অবিদ্যা-দুঃখ ॥"

এই মহাজন-বাণী তাঁহার জীবনের ধ্রুবতারা হউক শ্রীগুরু গৌরাঙ্গ চরণে আমাদের এই প্রার্থনা।

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

হুগলী জেলার অধীন গড়লগাছা গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় নানা সদ্‌গুণে বিভূষিত থাকিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণের প্রীতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার চাক্‌রী জীবন হইতে অবসর গ্রহণের পর অবধি জীবনের অবশিষ্ট কাল শ্রীগৌরধাম শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌর-নিজজনগণের আনুগত্যে ভক্তিময় জীবন যাপন করিবার উদ্দেশ্যে কয়েকবৎসর গত হইল তিনি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সন্নিকটে একটি পাকা কুটীর নির্ম্মাণ করতঃ তথায় সস্ত্রীক বাস করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের কৃপাভিষিক্তা।

গত ১৩ বৈশাখ (১৩৭২) সোমবার রাত্রি ৮-২০ মিঃ ঘটিকায় শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবীর পিতা শ্রীযুক্ত সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ৯২ বৎসর বয়সে তাঁহার নিজভবন কলিকাতাস্থ ৬৭এ, হরিশ মুখার্জ্জি রোডে শ্রীভগবন্নাম স্মরণ করিতে করিতে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। তিনি পুত্র সন্তান বিহীন, গত কয়েকমাস যাবৎ শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী তাঁহার পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া তাঁহার স্বামীকে সহ শ্রীধাম হইতে পিত্রালয়ে আগমন করতঃ বৃদ্ধ পিতার সন্নিধানে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া নানা ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও নিরন্তর শ্রীভগবন্নাম শ্রবণ করাইয়া ভক্ত সন্তানোচিত কৃত্য সম্পাদনে পিতার পরম কল্যাণ সাধন করিয়াছেন।

গত ১৬ বৈশাখ বৃহস্পতিবার দিবস শ্রীমতী লক্ষ্মীমণি দেবী তাঁহার পিতার চতুর্থ-দিবসীয় পারলৌকিক কৃত্য ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বৈষ্ণব বিধানানুসারে শ্রীভগবচ্চরণামৃত ও মহাপ্রসাদ দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে তিনি শ্রীমঠে একটি মহোৎসবের আয়োজন করিয়া শ্রীগুরু-বৈষ্ণব ও সাধুসজ্জনগণকে চতুর্ব্বিধ রসসমন্বিত শ্রীভগবৎ প্রসাদ দ্বারা সেবা করিয়া তাঁহার পরলোকগত পিতার আত্মার প্রকৃত তর্পণ বিধান করিয়াছেন।

---

১৭৯ এস্‌, কালীঘাট রোড, (কলিকাতা) নিবাসী শ্রীবীরেন্দ্র কুমার ঘোষ মহাশয় সস্ত্রীক শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদের কৃপাভিষিক্ত হইয়া সদাচার অবলম্বন-পূর্ব্বক অনাসক্তভাবে গৃহে অবস্থান করিয়া নিয়মিত শ্রীহরিনাম গ্রহণ ও সস্ত্রীক অপতিতভাবে মঠে আগমন করতঃ শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণ প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানদ্বারা গৃহস্থ-বৈষ্ণবের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

গত ২৭ চৈত্র (১৩৭১); ১০ এপ্রিল শনিবার ভগবান্‌ শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের আবির্ভাব তিথি দিবস সন্ধ্যা ৭-১৫মিঃ ঘটিকার সময় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের উক্ত বর্ষীয়ান স্নিগ্ধ শিষ্য ৭০ বৎসর বয়সে স্বগৃহে শ্রীহরিনাম স্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। আমাদের দৃঢ় প্রতীতি হয় শ্রীগৌর হরি তাঁহার নিষ্কপট আশ্রিতজনকে তাঁহার শ্রীরামচন্দ্র-স্বরূপে নিজপাদপদ্মে আকর্ষণ করিয়াছেন।

বিগত ২০ এপ্রিল মঙ্গলবার তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমীরা ঘোষ "প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ। তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥"—এই সাত্বত-স্মৃতি-বিধানানুসারে সতুলসী-বিষ্ণুচরণামৃত-মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যদ্বারা একাদশাহে তাঁহার স্বধামগত বৈষ্ণব পতির শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীগুরু-বৈষ্ণবানুগত্যে পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীযুক্ত নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সম্পাদন করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে তিনি মঠে একটি উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীশ্রীজগন্নাথ-মন্দির

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
যশড়া, পোঃ-চাকদহ, নদীয়া
৭ ত্রিবিক্রম, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ
৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭২; ২২ মে, ১৯৬৫

বিপুল সম্মান পূর্ব্বিকেয়ম্,—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখা মঠ সমূহের অধ্যক্ষ অস্মদীয় শ্রীগুরুদেব পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ** বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে ও সেবানিয়ামকত্বে আগামী ৩০ ত্রিবিক্রম, ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪ জুন সোমবার অত্র শ্রীপাটের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহ **শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা** মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে উক্ত দিবস হইতে ২ বামন, ১ আষাঢ় ১৬ জুন, বুধবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী মেলা, শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থ পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং প্রত্যহ সন্ধ্যায় বিশেষ ধর্ম্মসভায় বিভিন্ন বক্তৃ মহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। সভার আদি ও অন্তে মহাজন পদাবলী ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হইবে। নিবেদনমিতি—

শুদ্ধভক্ত কৃপালেশ প্রার্থী—
শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী
মঠরক্ষক।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ

৫ম সংখ্যা

আষাঢ় ১৩৭২

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। উপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

श्रीश्रीगुरुगौराङ्गौ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ়, ১৩৭২।
১৬ বামন, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আষাঢ়, বুধবার; ৩০ জুন, ১৯৬৫। | ৫ম সংখ্যা

শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বৈশিষ্ট্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

জনৈক ভক্ত — প্রভো! শ্রীমন্মহাপ্রভুই যখন সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ, তখন শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভজন করিলেই ত' সব হয়, পৃথক্ কৃষ্ণারাধনার আবশ্যক কি?

শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর — এইরূপ বিচার সেবাহীন জনগণের কৃষ্ণ ও গৌরে ভেদবুদ্ধি হইতেই উদিত হইয়া থাকে। কতকগুলি লোক গৌরানুগত্যের ছলনা করিয়া যে, গৌরভজন কৃষ্ণভজন হইতেও বড় বা কৃষ্ণভজনের আবশ্যকতা নাই প্রভৃতি প্রলাপ বকিয়া থাকেন, তাহা গৌর-ভজন নহে; তাহা কপটতা ও ভণ্ডতা মাত্র।

শ্রীগৌরপার্ষদ গোস্বামিপাদগণের অনুমোদিত পন্থা পরিত্যাগ করিয়া স্বকপোলকল্পিত মতবাদ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণ-মূলে পাষণ্ডতা ব্যতীত আর কি? শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরই সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ — এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, যেমন আচার্য্য শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু 'মনঃশিক্ষায়' বলিয়াছেন,—"শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্বে গুরুবরং মুকুন্দ-প্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ"—হে মন, তুমি শচীনন্দনকে ব্রজেন্দ্রনন্দনরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দের প্রিয়তম স্বরূপে নিরন্তর স্মরণ কর। এই স্থানে শ্রীদাস-

গোস্বামী প্রভু শচীনন্দনকে নন্দনন্দনরূপেই স্মরণ করিতে বলিয়াছেন, কিন্তু নন্দনন্দনের আরাধনার আবশ্যকতা অস্বীকার করেন নাই। যদি করিতেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তি-পদে শ্রীগুরুদেবকে মুকুন্দদয়িতরূপে জ্ঞান করিতে বলিতেন না। শ্রীগুরুদেব—আচার্য্য, তিনি আচরণ করিয়া শিষ্যকে ভজন শিক্ষা দেন। শ্রীগুরুদেব সর্ব্বদা মুকুন্দের আরাধনা-তৎপর, তিনি মুকুন্দপ্রেষ্ঠ অর্থাৎ রাধাপ্রিয়সখী। কৃষ্ণ হইতে বড় বস্তুর কল্পনাই মনোধর্ম্ম বা মায়া। যাঁহারা হরিলীলা মায়ান্তর্গতা, এইরূপ

অপরাধময়ী বুদ্ধি পোষণ করিয়া দুরভিসন্ধিমূলে ইন্দ্রিয়-তোষণপর ভোগবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের অধিকাংশই সম্ভোগবাদী ভোগী। তাঁহারা গৌরে ভোগ-বুদ্ধি বিশিষ্ট। ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি বিকৃত মস্তিষ্ক, আর কতকগুলি ভজনহীন নির্ব্বোধ; সুতরাং বঞ্চিত হইবার জন্যই তাঁহাদের অনুগত। অনর্থময় সাধকের বর্ত্তমান অবস্থারও উপাস্য শ্রীগৌরসুন্দর, আর অনর্থহীন সাধকের উপাস্য শ্রীকৃষ্ণ। সাধকের শ্রীকৃষ্ণোপাসনার পূর্ব্বাভাসই গৌরোপাসনা, আর সিদ্ধের গৌরোপাসনাই শ্রীকৃষ্ণোপাসনা। অসিদ্ধ অর্থাৎ অনর্থযুক্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের নিকট যাইতে পারেন না, যাইবার ছল করিলে কৃষ্ণ, বিষ্ণুর দ্বারা অঘ-বক-পূতনার ন্যায়, অকালে তাঁহার বধ সাধন করিয়া থাকেন। কিন্তু পরমৌদার্য্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ন্যায় বিষয়ীকে, জগাই মাধাইর ন্যায় পাপিষ্ঠ ব্যক্তিকেও অনর্থ হইতে মুক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণারাধনায় নিযুক্ত হইবার যোগ্যতা প্রদান করেন। কতকগুলি শাক্তেয়বাদী ও বঞ্চিত ব্যক্তি বিপ্রলম্ভাবতার শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-বৈশিষ্ট্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া এবং রূপানুগ শ্রৌতপন্থা পরিত্যাগ করিয়া মাটিয়া-বুদ্ধিবলে জড়ভোগ-তৎপর হইয়া 'গৌরভজা' বা 'গৌরবাদী' হইয়া পড়িয়াছেন। আবার কতকগুলি লোক গৌর বাদ দিয়া গৌর-নাম-মন্ত্রে বিরোধ করিয়া ত্রিগুণ-চালিত হইয়া জড়াহঙ্কারে শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যলীলা-বৈশিষ্ট্য অস্বীকার করিবার দাম্ভিকতা দেখাইয়া ঘৃণিত প্রাকৃত সহজিয়া হইয়া পড়িয়াছেন। এক সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরে ভোগবুদ্ধিবিশিষ্ট, আর এক সম্প্রদায় মুখে 'গৌর' মানিয়া অন্তরে গৌরবিরোধী ও কৃষ্ণকে মায়িক ভোগ্য বস্তুমাত্র জ্ঞানে ভোগবুদ্ধি বিশিষ্ট।

আবার, আর এক সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা গৌরভজা হইবার পরিবর্ত্তে গুরুভজা বা 'কর্ত্তাভজা' নাম ধারণ করিয়াছেন। ইঁহাদের ধারণা এই যে, গুরুই কৃষ্ণ। সুতরাং কৃষ্ণারাধনার আর আবশ্যকতা নাই। এই সকল স্বতন্ত্র জড়-বুদ্ধিজীবী পাষণ্ডমতবাদী ব্যক্তির অনুগত ব্যক্তিগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণ-প্রমত্ত 'জরদ্গবতুল্য' গুরুব্রুবকে কৃষ্ণ সাজাইয়া নিজেরা ইন্দ্রিয়-তর্পণে রত হয় এবং বহু মূর্খ ব্যক্তিকে সেই অপরাধজনক কার্য্যে লিপ্ত করাইয়া থাকে। এই সকল ব্যক্তি আত্মতুল্য শিষ্যগণের দ্বারা শৃগাল-কুক্কুর-ভক্ষ্য স্বীয় জড়পিণ্ডের পদদেশে তদীয়া তুলসী (?) সমর্পণ করাইবার দুঃসাহস ও পাষণ্ডতা দেখাইয়া অনন্ত রৌরবের পথ পরিষ্কার করিয়া থাকে। এই সকল পাষণ্ডের কথা বহু লোক আমাদের নিকট জানাইতেছেন, কিন্তু ইহারা নরক-গমনের জন্য এতদূর কৃতসঙ্কল্প যে, কোনও ভাল কথা কিম্বা শাস্ত্রীয় কথা ইহাদের কর্ণমূলে প্রবিষ্ট হয় না। এই যে ত্রিগুণা-দেবীর যূপকাষ্ঠমুখে পূজা হইতেছে, তাহাতে এই সকল পাষণ্ডবুদ্ধিরূপ মস্তক বিচ্ছিন্ন হইলে আর ভোগপরতা বিষ্ণুতে আরোপিত হয় না। এই 'গুরুভজা' মত জগতে বহুপ্রকারে প্রবিষ্ট হইয়াছে। মূর্খ লোকই এই সকল মতের আদর করিয়া থাকে।

গোস্বামিপাদগণ ও শ্রীল রূপানুগ ভক্তগণ ভজনের প্রণালী কিরূপ সুন্দরভাবে কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রবণ করুন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু প্রথমে শ্রীগুরুদেব, তৎপরে শ্রীগৌরাঙ্গ এবং শেষে শ্রীগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারীর ভজন কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাঁহার স্তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, তিনি ইন্দ্রিয়-প্রমত্ত গুরু-ভজাগণের 'গুরুই গৌরাঙ্গ' — এইরূপ পাষণ্ড মতবাদ প্রচার করেন নাই। গুরুভজনের ছল দেখাইতে গিয়া গৌরাঙ্গের ভজন বাদ দেন নাই। আবার গৌরভজা হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজনের সহিত বিরোধ করেন নাই।

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব-মণ্ডল।
কৃষ্ণনাম-পরায়ণ, পরম-মঙ্গল॥
যাঁর প্রাণধন—নিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ-ভক্তি বিনে নাহি জানে অন্য॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৫।২২৮-২২৯)

শ্রীগুরুদেব গৌরাভিন্ন বিগ্রহ। তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ হইতে অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব গৌরাঙ্গের প্রকাশ বিগ্রহ

তিনি আশ্রয় জাতীয় ভগবত্তত্ত্ব। বিষয় জাতীয় ভগবত্তত্ত্বের সহিত তাঁহাকে একীভূত করিয়া বিষয়তত্ত্বের বিলোপ সাধন করিবার চেষ্টা অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদীর চেষ্টা মাত্র। উহাই মায়াবাদ বা পাষণ্ডতা। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন,—

"যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস।
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥"

(চৈঃ চঃ আদি ১।৪৪)

অন্যস্থানে আরও বলিয়াছেন—

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২।২৫)

তিনি শ্রীগুরুদেবের আশ্রয়ে কৃষ্ণ-ভজনের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার ভজন-প্রণালী এই শ্লোকটিতে কীর্ত্তন করিয়াছেন,—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ২।১)

সর্ব্বপ্রথমে মন্ত্রদীক্ষাদাতা শ্রীগুরুদেবের ভজন, তৎপরে পরম, পরাৎপর প্রভৃতি গুরুবর্গ যথা — শ্রীমদানন্দতীর্থ, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে চতুর্যুগোদ্ভূত ভাগবত-বৈষ্ণবগণের ভজন, তৎপরে অভিধেয়াচার্য্য যুগলচরণ-ভজন-প্রদানের মালিক শ্রীরূপ প্রভুর ভজন, তৎপরে রূপানুগযূথ শ্রীরঘুনাথ, শ্রীজীব প্রমুখ গুরুবর্গের ভজন, তৎপরে অদ্বৈত প্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত সাবরণ ঈশতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের ভজন। এই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবই "কৃষ্ণ জানাইয়া বিশ্ব কৈল ধন্য"। তিনি অনর্পিতচর উন্নতোজ্জ্বলরস-প্রদাতা। শ্রীরূপপাদ তাঁহাকে স্তব করিয়াছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

তিনি কৃষ্ণপ্রেম-প্রদাতা বলিয়াই মহাবদান্য। তাঁহার উপদেশ—"যারে দেখ তারে কহ কৃষ্ণ উপদেশ"। তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, তাঁহার নাম কৃষ্ণচৈতন্য। তাঁহার রূপ—গৌর, তাঁহার লীলা—কৃষ্ণপ্রেম প্রদান। এই নাম, রূপ, গুণ ও লীলা তাৎকালিক বা কালব্যবধানগত কোন বস্তু নহে, উহা নিত্য। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রেম-প্রদানলীলা (গৌরলীলা) — এই উভয় নিত্য লীলার মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য বর্ত্তমান, তাহাও নিত্য। এই দুই নিত্যলীলার নিত্য-বৈশিষ্ট্যের বিলোপ-সাধন করিবার বৃথা প্রয়াস করিলে ইন্দ্রিয়-তর্পণোত্থ অপরাধময় নির্ব্বিশেষবাদের আবাহন করা হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কৃষ্ণের বিপ্রলম্ভ-রসময় বিগ্রহ এবং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীগৌরসুন্দরের সম্ভোগরসময়-বিগ্রহ। শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত ভজনই গোপীর আনুগত্যে শ্রীরাধা-গোবিন্দের ভজন। আচার্য্য শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥"

প্রেমাধিকারভেদে নামভজন-বিচার

প্রেমই জীবের প্রয়োজনতত্ত্ব। ভাবজীবন পুষ্ট হইয়া প্রেম-জীবন হয়। জীব কৃষ্ণোন্মুখ হইয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে উঠিতে ক্রমে প্রেম-মন্দির প্রাপ্ত হ'ন। অতএব প্রেমাধিকারে দুইটী অবস্থা অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু অবস্থা এবং প্রেমারূঢ় অবস্থা। প্রেমারূঢ় হইলে আর তাহা হইতে উচ্চাবস্থা নাই। সেখানে অখণ্ড কৃষ্ণরসই এক অদ্বয়তত্ত্ব। আরুরুক্ষু অবস্থায় ভক্তগণ বিবিক্তানন্দ ও গোষ্ঠ্যানন্দ ভেদে দ্বিবিধ। বিবিক্তানন্দিগণ আচার-প্রিয়। গোষ্ঠ্যানন্দিগণ সর্ব্বদা প্রচার-প্রিয়। তন্মধ্যে কেহ কেহ উভয়-প্রিয়-ভাবে আনন্দ ভোগ করেন। ভগবৎস্মরণই প্রেমভক্তের আচার। ভগবন্নাম-কীর্ত্তনই প্রেমভক্তের প্রচার-কার্য্য।

আরুরুক্ষু অবস্থায় প্রেমভক্তগণ একান্ত কৃষ্ণভক্ত। একান্ত শরণাগতিই তাঁহাদের সাধারণ লক্ষণ। শ্রীমদ্ভাগবতে এবং গীতায় একান্ত শরণাগতদিগের বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। একান্ত শরণাগত না হইলে প্রেম প্রাপ্তি দূরে থাকুক, ভাবও উদয় হয় না। প্রেমভক্তির যাহা অনুকূল হয়, তাহাই মাত্র একান্ত শরণাগতের স্বীকার্য্য। যাহাই প্রতিকূল হয়, তাহাই ভক্তের বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণই একমাত্র রক্ষাকর্ত্তা, আর কোন কার্য্য দ্বারা রক্ষা নাই বা আর কেহ রক্ষা-কর্ত্তা নাই, এই মাত্র একান্ত-ভক্ত বিশ্বাস করেন। কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র পালন-কর্ত্তা, একথায় আর তাঁহাদের কোন প্রকার সন্দেহ হয় না। 'আমি নিতান্ত দীন ও হীন' বলিয়া ভক্তগণ সুদৃঢ় সরল বিশ্বাস করেন। 'আমি কিছুই করিতে পারি না; কৃষ্ণ-ইচ্ছা ব্যতীত কেহ কিছুই করিতে পারেন না', এটী একান্ত ভক্তের বিশ্বাস।

একান্ত শরণাগত ভক্তগণ ভক্তির সমস্ত অঙ্গের মধ্যে শ্রীনামকে অনন্যভাবে আশ্রয় করেন। শ্রীনামের স্মরণ-কীর্ত্তনেই তাঁহাদের অধিক রুচি। ভগবন্নাম যেরূপ বিশুদ্ধ চিন্ময়, সেরূপ অন্য ভজনাঙ্গ সহজে হয় না। শ্রীহরিভক্তি-বিলাসে ঐকান্তিক কৃত্যের মধ্যে নামের স্মরণ-কীর্ত্তনের অধিক মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। শাস্ত্রে বলিয়াছেন যে, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণে কিছুমাত্র ভেদ নাই। যেহেতু নাম চিন্তামণিতত্ত্ব। কৃষ্ণের চৈতন্যরস-বিগ্রহরূপে নামের উদয় হইয়াছে।

কৃষ্ণস্বরূপ অনুভব ও নামের স্বরূপ অনুভব প্রাপ্ত হইতে যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি চিৎস্বরূপ অনুভব করিতে যত্ন করিবেন। যে পর্য্যন্ত চিত্তত্ত্বের স্বরূপ অনুভূতি না হয়, সে পর্য্যন্ত সাধক ভজন-চতুর হইতে পারেন না। সুতরাং সাধনের ফল যে সাধ্য বস্তু প্রাপ্তি, তাহা কিরূপে হইতে পারে। চিত্তত্ত্বের স্বরূপজ্ঞান প্রাপ্তিই ভজনোন্নতির একমাত্র হেতু। এই স্থানে তদ্বিষয়ে কিছু বিচার করিতেছি।

জীব চিৎকণ, কৃষ্ণধাম চিজ্জগৎ, কৃষ্ণ চিৎসূর্য্য, কৃষ্ণভক্তি চিৎপ্রবৃত্তি, কৃষ্ণনাম চিদ্রসবিগ্রহবিশেষ—এই সমস্ত কথা আমরা পূর্ব্বে অনেক স্থলে বলিয়াছি ও শাস্ত্র-

বাক্যের প্রমাণ দিয়াছি। এখন প্রেমারুরুক্ষু মহাত্মাদিগের সহিত চিত্তত্ত্বের কিছু আলোচনা করিয়া আত্মপ্রসাদ প্রাপ্তির যত্ন করিব। আমাদের সুকৃতি থাকিলে চিৎসুখ হৃদয়ে উদয় হইবে। চিন্মাত্র উপলব্ধিরূপ ব্রহ্মজ্ঞানে আমাদের রুচি হয় না, কেননা তাঁহাতে চিদ্বস্তুর ক্রিয়া বিলাস নাই।

কলিযুগপাবনাবতার বেদকে প্রমাণ বলিয়া তাহাতেই নব প্রমেয় দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে এই বিষয় বিস্তৃতরূপ লক্ষিত হয়। জীব চিৎকণ, তাহা বেদ প্রমাণে স্থির হইয়াছে। কৃষ্ণরূপ সূর্য্যের কিরণকণ বলিয়া জীবের চিৎকণত্ব সিদ্ধ হয়। কৃষ্ণ ও জীবে বস্তুতঃ চিৎস্বরূপত্ব অবশ্য লক্ষিত হয়। ভেদ এই যে, কৃষ্ণ সূর্য্য স্বরূপ এবং জীব তাহার কিরণকণ। কৃষ্ণ মহেশ্বর। জীব তাঁহার নিত্যদাস। কৃষ্ণধাম পরব্যোম বা গোলোক সাক্ষাৎ চিন্ময়ধাম তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বৈকুণ্ঠ চিজ্জগৎ প্রভৃতি নামে সেই চিন্ময়ধাম অভিহিত হইয়াছে। বাজসনেয় উপনিষদ কৃষ্ণ স্বরূপের শুদ্ধ চিন্ময়ত্ব পরিদর্শিত হইয়াছে। সেই পরমেশ্বর পরব্রহ্মরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যাশক্তির বিষয় শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত আছে। ভক্তি যে চিদ্রস, তাহা মুণ্ডকে কথিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণই সর্বভূতের প্রাণস্বরূপ তাহা জানিয়া বিদ্বান্, অতিবাদ— শুষ্ক জ্ঞান ও তর্ক পরিত্যাগ করতঃ আত্ম-ক্রীড় হ'ন। শুদ্ধ জ্ঞান দ্বারা তাঁহাকে জানিয়া ধীর পুরুষ প্রজ্ঞা অর্থাৎ শুদ্ধভক্তির অনুশীলন করেন। তাহা যিনি করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ। যিনি তাঁহাকে না জানিয়া এই লোক পরিত্যাগ করিবেন, তিনি কৃপণ অর্থাৎ শোচ্য। যিনি জ্ঞাত হইয়া যান তিনি ব্রাহ্মণ অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণব। ভক্তির স্বরূপ এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। হে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য এবং নিদিধ্যাসনের যোগ্য। সেই আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, ধ্যাত ও বিজ্ঞাত হইলে সকলই বিদিত হয়। সেই আত্মা (কৃষ্ণ) পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয় যেহেতু সকলেরই তিনি অন্তর্য্যামি আত্মা। যতকাম আছে, সে সকল প্রিয় নয়। আত্মকাম হইতেই সকল বিষয় প্রিয় হয়। অতএব কৃষ্ণের সহিত জীবের যে নিত্যসুখ-সম্বন্ধ তাহারই নাম প্রেম। প্রেম পূর্ণ চিৎস্বরূপতত্ত্ব।

এই দৃশ্যমান জড়জগতের সহিত চিত্তত্ত্বের প্রকৃত সম্বন্ধ কি? যথার্থ সম্বন্ধজ্ঞান হইলে ভক্তিরূপ প্রজ্ঞার উদয় হয়। চিত্তত্ত্ব অনুসন্ধান করিতে গিয়া আমরা অনেক সময় ভ্রান্ত হইয়া পড়ি। বিশেষ যুক্তি করিতে করিতে স্থির করি যে, চিত্তত্ত্ব জড়তত্ত্বের বিপরীত তত্ত্ব। যুক্তিকে পোষণ করিতে করিতে চিদ্রসরূপ পরমতত্ত্বকে দূরে রাখিয়া একটি অস্ফুট চিদাভাসরূপ অসম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক ব্রহ্মের কল্পনা করিয়া নিশ্চিন্ত হই। চিন্মাত্র ব্রহ্মের কল্পনা হইল। তখন ব্রহ্ম নিরাকার, নির্ব্বিকার, নিরবয়ব, গুণশূন্য, প্রেমশূন্য একটী খপুষ্প-প্রতীতির ন্যায় অনির্ব্বচনীয় বস্তুরূপ লক্ষিত হ'ন। আর আমরা সেই চিন্মাত্রের গুণ-ক্রিয়ারূপ নাম জানিতে অক্ষম হইয়া নৈষ্কর্ম্যলাভ করি। এই জন্যই জগতে এ শুষ্কজ্ঞান দ্বারা জীবের মহা উৎপাত ঘটিয়া থাকে। তাহা ব্যাস-নারদ সংবাদে জানা যায়।

শুদ্ধচিদাভাসরূপে প্রতিভাত চিন্মাত্র ব্রহ্মে আবদ্ধ থাকিলে আর পরব্রহ্মের চিদ্বিলাস জানিতে পারিব না, ইহা নিশ্চয় হইতেছে। ভাই! অগ্রসর হও। চিন্মাত্র প্রতিভা ভেদ করিয়া চিদ্ধামে প্রবেশ কর। তথায় পর-ব্রহ্ম ও তদীয় চিদ্বিলাস দেখিতে পাইবে। তখন অখণ্ড ব্রহ্মরস কি বস্তু, তাহার আস্বাদন পাইবে। শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় আত্মার অপগতি আর করিবে না। মুণ্ডক বলেন যে, আত্মবিৎ পুরুষগণ জানেন প্রকৃতির পরতত্ত্বরূপ হিরণ্ময় অর্থাৎ শুদ্ধ চিন্ময় প্রকোষ্ঠে রজোগুণনির্লিপ্ত নিষ্কল অর্থাৎ বিশুদ্ধ পরব্রহ্ম বিরাজমান। প্রাকৃত জ্যোতির অতীত কোন অপ্রাকৃত জ্যোতি দ্বারা তাঁহার নামরূপ-গুণলীলার প্রকাশ। জড়জগতে সূর্য্য, চন্দ্র, তারকা, বিদ্যুৎ ও অগ্নি সে চিদ্ধামে আলোক দিবার যোগ্য নয়। চিদ্ধামের যে জড়াতীত চিদালোক, তাহাই সেই ধামের প্রকাশক। সেই আলোকের কুণ্ঠিত প্রতিফলনস্বরূপ

জড়ীয় আলোকদাতা চন্দ্রসূর্য্যাদিকে আমরা আলোক দাতা বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ তাহা নয়। ছান্দোগ্যে ব্রহ্মপুরবর্ণনে এই বিষয় বিস্তৃত বর্ণিত হইয়াছে। চিদালোকপ্রকাশিত চিজ্জগৎই এই জড়জগতের আদর্শ। তথায় হেয়মাত্র নাই। উপাদেয়ই তথাকার সুখজনক ব্যাপার। সেই আদর্শের হেয় প্রতিফলন মাত্র এই জড়জগৎ চতুর্দ্দশলোক। সেই আলোকের প্রতিফলিত স্থূলসূর্য্যাদি এবং সূক্ষ্ম প্রতিফলনই মনোবুদ্ধি অহঙ্কারগত জড়জ্ঞানালোক। স্থূল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আমরা স্থূল সূর্য্যাদিকে জ্যোতি মনে করি। সূক্ষ্ম মন বুদ্ধি ও অহঙ্কার-উদ্ভাসিত অষ্টাঙ্গ যোগপ্রণালী দ্বারা জড় জ্ঞানকে বহুমানন করি। এই সমস্তই জড়বদ্ধজীবের নৈসর্গিক কার্য্যবিশেষ। নারদ উপদেশে দ্বৈপায়ন ঋষি যে আত্মগত সহজ সমাধি অবলম্বন করেন, তদ্দ্বারা তিনি পরম পুরুষের নামরূপগুণ ও লীলা সম্পূর্ণরূপে দেখিতে পাইলেন। পরাশক্তির ছায়া যে মায়া তাহাকেও পরতত্ত্বের অপাশ্রয়রূপে জানিতে পারিলেন। সেই মায়া দ্বারা মোহিত জীবরূপ চিত্তত্ত্বের অনর্থ বুঝিতে পারিলেন। ভক্তিযোগরূপ সহজ সমাধি দ্বারা সেই জীবের স্বস্বরূপ প্রাপ্তি হয় ইহাও অবগত হইয়া ভগবানের চিল্লীলা প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ প্রকাশ করিলেন। জীবের স্বস্বরূপভ্রম এবং কৃষ্ণ-স্বরূপভ্রম, ইহাই তাঁহার প্রধান অনর্থ। সেই অনর্থ হইতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা এবং তৎক্রমে মায়িকচক্রে কর্ম্মমার্গে প্রবেশ। তন্নিবন্ধন সুখ-দুঃখময় সংসার। কর্ম্মমার্গের অষ্টাঙ্গযোগ ও জ্ঞানমার্গের সংখ্যা বিচারদ্বারা অতন্নিরসনরূপ জড়ীয় জ্ঞানজনিত যুক্তির বহির্ম্মুখ চেষ্টা নিবৃত্ত হইয়া যখন শুদ্ধ ভক্তিযোগের আশ্রয় লওয়া যায়, তখনই জীবের সহজ সমাধির দ্বারা শুদ্ধ জ্ঞানালোকে সকলতত্ত্ব পরিস্কৃত হয়। জড় সুখাদিতে তুচ্ছ জ্ঞান হয় এবং কৃষ্ণ প্রেমের উদয় হয়। শুদ্ধভক্তিতে যখন শ্রদ্ধা হয়, তখন জীবের আত্মগত চেষ্টার উদয় হয়। তদ্দ্বারাই চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণের কৃপা হয়। এই কৃপাবল ব্যতীত অনর্থ নাশ এবং আত্মোন্নতি হইবার অন্য উপায় নাই। (ক্রমশঃ)

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

বৈষ্ণবাবজ্ঞা সাধনের প্রধান অন্তরায়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবের মর্য্যাদা-হানিকারক কোন প্রকার ব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেন না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—মর্য্যাদা-লঙ্ঘন মুঞি সহিতে না পারোঁ। কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর — সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংরূপ কৃষ্ণাভিন্ন পরমেশ্বর, তদভিন্ন-প্রকাশ-বিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশ সাক্ষাৎ বলদেবাভিন্ন শ্রীনিত্যানন্দ, আদ্যকায়ব্যূহ মূল-সঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের দ্বিতীয় স্বরূপ-গত অংশ মহাবৈকুণ্ঠস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহান্তর্গত (দ্বারকায় আদি চতুর্ব্ব্যূহ শ্রীবাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, বৈকুণ্ঠে এই আদি চতুর্ব্ব্যূহের দ্বিতীয় স্বরূপ প্রকটিত) মহাসঙ্কর্ষণের অংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীগদাধর-স্বরূপ-দামোদর-রায়রামানন্দাদি নিজশক্তি, শ্রীবাসাদি ভক্ত ও দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুদ্বয়—এই ষট্তত্ত্বরূপে বিলাস করেন। এই ষট্তত্ত্বের মধ্যে কোন একটি তত্ত্বকে না মানিলে বা অনাদর করিলে ষট্তত্ত্বাত্মক গৌরহরিকেই স্বীকার করা হয় না বা অনাদর করা হয় তাই শ্রীলকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থ-বর্ণনারম্ভে মঙ্গলাচরণ স্বরূপে সর্ব্বপ্রথমেই এই শ্লোকটি বর্ণন করিয়াছেন ঃ—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্য-সংজ্ঞকম্ ॥"

[অর্থাৎ দীক্ষা শিক্ষা ভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশ সকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং স্বয়ং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামক পরমতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রারম্ভেও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভু ষট্‌তত্ত্বরূপে বিলাসকারী সাবরণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও সেবারতা প্রেষ্ঠালী পরিবেষ্টিত শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ যুগল স্বরূপকে প্রণাম করিতেছেন—

"বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজন সহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ ॥"

[অর্থাৎ আমি শ্রীগুরুর (দীক্ষাগুরু বা ভজন-শিক্ষাগুরুর) পদকমল এবং গুরু সকল (পরম গুরু, পরাৎপর গুরু, পরমেষ্ঠী গুরু প্রমুখ গুরুপরম্পরাগত গুরুবর্গ), বৈষ্ণবসকল, রূপ গোস্বামী, সনাতন গোস্বামী, সগণ রঘুনাথ ও শ্রীজীব, অদ্বৈতপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং পরিজন-সহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব, গণসহিত ললিতাবিশাখাদি-যুক্ত শ্রীরাধাকৃষ্ণকে বন্দনা করি।]

উপরি উক্ত উভয় মঙ্গলাচরণ স্থলেই বৈষ্ণব বন্দনা আছে।

"গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান্ তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন।
অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ ॥"

(চৈঃ চঃ আ ১।২০-২১)

—এইরূপ মঙ্গলাচরণারম্ভে বৈষ্ণব মহিমা বর্ণন পূর্বক গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই বৈষ্ণবের গুণগান, বৈষ্ণব সেবার ফল, বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্টের মহিমা, বৈষ্ণবাপরাধের ভয়াবহ পরিণতি [যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা ॥ (চৈঃ চঃ ম ১৯।১৫৬)], বৈষ্ণবলক্ষণ (চৈঃ চঃ মধ্য ১৫শ ও ১৬শ পরিচ্ছেদ — কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তম বৈষ্ণব) ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন।

"বৃন্দাবনে বৈসে যত বৈষ্ণব মণ্ডল।
কৃষ্ণনামপরায়ণ পরমমঙ্গল ॥
যাঁর প্রাণধন — নিত্যানন্দ শ্রীচৈতন্য।
রাধাকৃষ্ণ ভক্তিবিনে নাহি জানে অন্য ॥
সে বৈষ্ণবের পদরেণু তাঁর পদ ছায়া।
অধমেরে দিল প্রভু নিত্যানন্দ দয়া ॥"

(চৈঃ চঃ আ ৫।২২৮-২৩০)

এই স্থলে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপাবলেই শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্ম লাভের কথা জানাইয়া বৈষ্ণবতার পরিচয়েও বলিলেন—"শ্রীবৃন্দাবনবাসী সকল বৈষ্ণবই পরম মঙ্গলময় কৃষ্ণনাম-পরায়ণ ও কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রিত। ইঁহাদের প্রাণধন—শ্রীগৌরনিত্যানন্দ। রাধাকৃষ্ণের নিত্য সেবা ব্যতীত তাঁহারা অন্যকোন কাল্পনিক ভক্তির কথা জানেন না।" (চৈঃ চঃ অনুভাষ্য)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে বৈষ্ণব-পদছায়া-প্রাপ্তির প্রার্থনা এবং বৈষ্ণব-পাদপদ্মে গললগ্নীকৃতবাস হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ সংসারানলে দগ্ধীভূত হইবার দুঃখ জানাইতে শিক্ষা দিয়াছেন। কৃপাম্বুধি পরদুঃখদুঃখী বৈষ্ণব কৃষ্ণপাদপদ্মে আমাদের দুঃখের কথা জানাইলে তবে কৃষ্ণ তাঁহার নিজজনের জন জানিয়া আমাদের প্রতি সদয় হন। কৃষ্ণকৃপা বৈষ্ণবের মাধ্যমেই লভ্য।

শ্রীভগবানের কৃপাশক্তিই মূর্ত্ত হইয়াছেন — বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন পরম-বৈষ্ণব বা কার্ষ্ণ গুরুপাদপদ্মরূপে, এজন্য কৃষ্ণ তাঁহারই হৃদয়ের ধন এবং তিনিই সেই-ধন তচ্চরণে নিষ্কপট শরণাগত জনকে দান করিতে পারেন। কৃষ্ণগত প্রাণ কার্ষ্ণ বৈষ্ণব চরণাশ্রয় ও সেই বৈষ্ণব চরণ সেবা ব্যতীত কৃষ্ণ-কৃপা-প্রাপ্তির দ্বিতীয় কোন পন্থা নাই। এজন্য শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামি

প্রভুর জ্ঞাতি খুল্লতাত শ্রীকালিদাসের বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট সেবার মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের শেষ ভক্ষণের এতেক মহিমা।
কালিদাসে পাওয়াইল প্রভুর কৃপা-সীমা॥
তা'তে বৈষ্ণবের ঝুটা খাও ছাড়ি ঘৃণা লাজ।
যাহা হৈতে পাইবা বাঞ্ছিত সব কাজ॥
কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় মহাপ্রসাদ নাম।
'ভক্ত-শেষ' হৈলে মহা-মহাপ্রসাদাখ্যান॥
ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্ত-ভুক্ত-শেষ—এই তিন সাধনের বল॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥
তা'তে বার বার কহি শুন ভক্তগণ।
বিশ্বাস করিয়া কর এতিন সেবন॥
তিন হৈতে কৃষ্ণনাম-প্রেমের উল্লাস।
কৃষ্ণের প্রসাদ, তাতে সাক্ষী কালিদাস॥"

—চৈঃ চঃ অন্ত্য ১৬।৫৭-৬৩

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—

"কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণব-পদ-ছায়া॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব নিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি দাঁড়াইব নিষ্কপটে॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হ'তে মাগিব বিশ্রাম॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
মো-হেন পামর প্রতি হবেন সদয়॥"

—'কল্যাণ কল্পতরু'

"বৈষ্ণব ঠাকুর দয়ার সাগর এদাসে করুণা করি।
দিয়া পদছায়া শোধহ আমারে তোমার চরণ ধরি॥
কৃষ্ণ সে তোমার কৃষ্ণ দিতে পার তোমার শকতি আছে।
আমি ত' কাঙ্গাল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ধাই তব পাছে পাছে॥"

—'শরণাগতি'

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার 'প্রার্থনা ও প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা' গ্রন্থে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য-বর্ণনে শতমুখ হইয়াছেন, যথা—

"কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হ'ল আমার॥
অশেষ মায়াতে মন মগন হইল।
বৈষ্ণবেতে লেশ মাত্র রতি না জন্মিল॥
বিষয়ে ভুলিয়া অন্ধ হৈনু দিবানিশি।
গলে ফাঁস দিতে ফিরে মায়া সে পিশাচী॥
মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ান না যায়।
সাধুগুরু কৃপা বিনা না দেখি উপায়॥" ইত্যাদি।

এতদ্ব্যতীত তাঁহার ঠাকুর বৈষ্ণবপদ, ঠাকুর বৈষ্ণবগণ, এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোসাঞি প্রভৃতি বৈষ্ণব-মহিমা-সূচক গীতি ভক্তমাত্রেরই হৃদয়ের ধন—ভজন-সম্পদ্। পরমারাধ্য প্রভুপাদ অতিশিশুকাল হইতেই শ্রীল ঠাকুর নরোত্তমের এই গ্রন্থরাজকে তাঁহার নিত্যভজন- সাথী করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

'শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ ভৃত্য' রূপে আত্মপরিচয় প্রদানকারী শ্রীশ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবের গুণগানে শতসহস্র বদন হইয়াছেন। প্রথমেই সংস্কৃত শ্লোকচতুষ্টয়ে সপরিকর শ্রীগৌরনিত্যানন্দের চরণ বন্দনান্তে প্রথম পয়ারেই 'আদ্যে শ্রীচৈতন্য-প্রিয় গোষ্ঠীর চরণে। অশেষ প্রকারে মোর দণ্ড পরণামে॥' উক্তিদ্বারা গৌর-ভক্তগণের বন্দনা করিয়া পরে "তবে বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর। নবদ্বীপে অবতার, নাম—বিশ্বম্ভর॥" পয়ার-দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেবের বন্দনা করিতেছেন এবং কেন প্রথমেই ভক্তের বন্দনা করিলেন, তাঁহার কারণও প্রদর্শন পূর্ব্বক লিখিলেন—

"আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়।
সেই প্রভু বেদে ভাগবতে কৈলা দঢ়॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেরও প্রমাণ-শ্লোক জানাইলেন—'মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা' (ভাঃ ১১।১৯।২১), অতঃপর লিখিলেন—

"এতেকে করিলুঁ আগে ভক্তের বন্দন।
অতএব আছে কার্য্যসিদ্ধির লক্ষণ॥"

তৎপর শ্রীজগদ্‌গুরুনিত্যানন্দপ্রভুর বন্দনা করিয়া জানাইলেন—নিত্যানন্দ-কৃপায়ই শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তি হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি পাইবে।

ইতিহাস-সমুচ্চয়ে উক্ত হইয়াছে—

"তস্মাদ্ বিষ্ণুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষয়েৎ।
প্রসাদসুমুখো বিষ্ণুস্তেনৈব স্যান্ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর কৃপা লাভ করিতে হইলে বৈষ্ণবগণকে (সেবাদিদ্বারা) সন্তুষ্ট করিতে হইবে। ইঁহা দ্বারাই শ্রীবিষ্ণু প্রসন্ন হইবেন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীবেদান্ত সূত্রের ৩।৩।৪৭ সংখ্যক সূত্রের শ্রীমাধ্ব-ভাষ্যধৃত পৌত্রায়ণ শ্রুতিবাক্য—"তানুপাস্ব তানুপচরস্ব তেভ্যঃ শৃনু তি তে ত্বামবন্তু।"

—অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তগণের উপাসনা কর, তাঁহাদিগের পরিচর্য্যা কর, তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ কর, তাঁহারা তোমাকে রক্ষা করুন।

"তস্মাদাত্মজ্ঞং অর্চ্চয়েদ্ ভূতিকামঃ" (মুণ্ডক ৩।১।১০) —[শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ কৃত ৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দ ভাষ্যে উহার ব্যাখ্যা এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—]

"আত্মজ্ঞং ভগবত্তত্ত্বজ্ঞং তদ্ভক্তমিত্যর্থঃ; ভূতিকামো মোক্ষপর্য্যন্ত সম্পত্তিলিপ্সুরিত্যর্থঃ অর্থাৎ মোক্ষপর্য্যন্ত সম্পত্তিলাভেচ্ছু ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ভক্তের সেবা করিবেন।"

শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধে ১৪শ অধ্যায়ে 'জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য' শ্লোকে আধ্যক্ষিক জ্ঞানের প্রয়াস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভক্তস্থানে স্থিত হইয়া সমুখরিত ভগবদ্বার্ত্তা কায়মনোবাক্যে সেবনকারী সজ্জন কর্ত্তৃকই ত্রিলোকীতে অজিত ভগবান্ জিত হইবার কথা বলা হইয়াছে। "আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ-পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥" শ্লোকে বিষ্ণুপূজা হইতেও তদীয় তুলসী, গঙ্গা, ভক্তভাগবত ও গ্রন্থভাগবতাদি বস্তুর আরাধনাকে শ্রেষ্ঠ বলা হইয়াছে।

এহেন ভক্তকে জাতিসামান্যে দর্শন শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—'জাতি, কুল, সব নিরর্থক বুঝাইতে। জন্মিলেন হরিদাস অধম কুলেতে॥ অধমকুলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়। তথাপি সেই সে পূজ্য সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥" (চৈঃ ভাঃ আ ১৬।২৩৭-৩৮) "যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে। জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি মরে॥" (চৈঃ ভাঃ ম ১০।১০২) "যে তে কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে নহে। তথাপিহ সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কহে॥" (ঐ ম ১০।১০৯) ইত্যাদি।

শ্রীশ্রীবলদেব নিত্যানন্দ সমগ্র জীবতত্ত্বের অধীশ্বর, তিনি তাঁহার ভক্তজীবের প্রতি কোন প্রকার অনাদর সহ্য করেন না। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্তের অনাদরকারীর কোন পূজাই স্বীকার করেন না। "ভক্তের দ্রব্য প্রভু কাড়ি কাড়ি খায়। অভক্তের দ্রব্য প্রভু উলটি না চায়॥" ভক্তের ভক্তিসহকারে উপহৃত দ্রব্য তিনি পরমাদরে স্বীকার করিয়া থাকেন। দুর্য্যোধনের রাজভোগ অগ্রাহ্য করিয়া বিদুর-পত্নীর ক্ষুদ (তণ্ডুলকণা) খাইবার জন্য তাঁহার বড় আগ্রহ! ভক্ত সুদামার চার মুষ্টি চিপিটক ভক্ষণের লোভ তিনি সম্বরণ করিতে পারেন নাই! সুদামাকে বলিয়াছেন —

"কিমুপায়নমানীতং ব্রহ্মন্ মে ভবতা গৃহৎ।
অণ্বপ্যুপাহৃতং ভক্তৈঃ প্রেম্না ভূর্য্যেব মে ভবেৎ।
ভূর্য্যপ্যভক্তোপহৃতং ন মে তোষায় কল্পতে॥"
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮১।৩-৪)

[অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ সখা সুদামাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্, আপনি গৃহ হইতে আমার জন্য কি উপায়ন আনয়ন করিয়াছেন? ভক্তজনের উপহার অণুমাত্র হইলেও আমার নিকট উহা প্রভূতরূপে গ্রাহ্য হয়, পরন্তু অভক্তজনের উপহৃত প্রভূত বস্তুও আমার সন্তোষ উৎপাদনে সমর্থ হয় না। যিনি ভক্তির সহিত আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল অথবা জলাদি যৎকিঞ্চিৎ বস্তু প্রদান করেন, আমি

মদ্‌গতচিত্ত পুরুষের ভক্তিসহকারে উপহৃত সেই বস্তু সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি।]

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর বলিতেছেন (চৈঃ চঃ ম ১৯।৫০,৭৫)—

ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।
তস্মৈ দেয়ং ততোগ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১০।৯১ ধৃত ইতিহাস-সমুচ্চয়বাক্য)

["চতুর্বেদপাঠী অর্থাৎ চৌবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত হয়, এরূপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়, ভক্তই যথার্থ দানপাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র; ভক্তমাত্রেই আমার ন্যায় পূজ্য।"]

"শুচিঃ সদ্ভক্তিদীপ্তাগ্নিদগ্ধদুর্জাতিকল্মষঃ।
শ্বপাকোঽপি বুধৈঃ শ্লাঘ্যো ন বেদজ্ঞোঽপি নাস্তিকঃ॥
ভগবদ্ভক্তিহীনস্য জাতিঃ শাস্ত্রং জপস্তপঃ।
অপ্রাণস্যৈব দেহস্য মণ্ডনং লোকরঞ্জনম্॥"

(হরিভক্তিসুধোদয়ে ৩য় অ ১১-১২ শ্লোক)

[অর্থাৎ সচ্চরিত্র, সদ্ভক্তিরূপ দীপ্তাগ্নি দ্বারা যাঁহার দুর্জাতিত্বকল্মষ দগ্ধ হইয়াছে, এবম্ভূত চণ্ডালও পণ্ডিতের দ্বারা সম্মানিত, কিন্তু নাস্তিক ব্যক্তি বেদজ্ঞ হইলেও সম্মানযোগ্য নহেন। ভগবদ্‌ভক্তিহীন ব্যক্তির সজ্জাতি, শাস্ত্রজ্ঞান, জপ ও তপঃ মৃতদেহের অলঙ্কারের ন্যায় কোন কার্য্যেরই নয়, কেবল লোকরঞ্জন মাত্র।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিতে গেলে হরিদাস দৈন্য-সহকারে বলিলেন—

"—প্রভু না ছুঁইও মোরে।
মুঞি—নীচ, অস্পৃশ্য, পরম পামরে॥"

মহাপ্রভু তদুত্তরে বলিতেছেন—

"(প্রভু কহে—) তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব্বতীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপো দান॥
নিরন্তর কর তুমি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥"

"অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥"

(ভাঃ ৩।৩৩।৭)

[অর্থাৎ "হে ভগবন্, যাঁহাদের মুখে আপনার নাম বর্ত্তমান, তাঁহারা শ্বপচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাঁহারা আপনার নাম কীর্ত্তন করেন, তাঁহারা সমস্ত প্রকার তপস্যা করিয়াছেন, সমস্ত যজ্ঞ করিয়াছেন, সর্ব্বতীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং সাঙ্গ সমস্ত বেদ পাঠ করিয়াছেন, সুতরাং আর্য্যমধ্যে পরিগণিত। (সদাচারনিষ্ঠত্বই আর্য্যত্ব)]

পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে লিখিত আছে—

"বিষ্ণোরয়ং যতো হ্যাসীত্তস্মাদ্বৈষ্ণব উচ্যতে।
সর্ব্বেষাং চৈব বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥"

[অর্থাৎ যেহেতু ইনি শ্রীবিষ্ণুর নিজজন, সেই হেতু ইঁহাকে 'বৈষ্ণব' বলা হইয়া থাকে। সর্ব্ববর্ণের মধ্যে বৈষ্ণবই শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন।]

দ্বারকামাহাত্ম্যে কথিত আছে—

"সংকীর্ণযোনয়ঃ পূতাঃ, যে ভক্তা মধুসূদনে।
ম্লেচ্ছতুল্যাঃ কুলীনাস্তে যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে॥"

[অর্থাৎ শ্রীমধুসূদনে ভক্তিমান্ জনগণ সংকীর্ণযোনি অর্থাৎ হীনকুলোদ্ভূত হইলেও পরম পবিত্র, আর শ্রীজনার্দ্দনে ভক্তিহীন জনগণ মহাকুলপ্রসূত হইলেও ম্লেচ্ছতুল্য অপবিত্র।]

এইরূপ ভগবদ্‌ভক্তিহীন অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণব-বিদ্বেষি-ব্রাহ্মণ-ব্রুবগণের দুঃসঙ্গ সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। তদ্বিষয়ে পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"শ্বপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহ্যোঽপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্॥
কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা যে হ্যবৈষ্ণবাঃ।
তেষাং সম্ভাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জ্জয়েৎ॥"

[অর্থাৎ জগতে কুক্কুরভোজি চণ্ডালের ন্যায় (অর্থাৎ চণ্ডালের দর্শন যেমন অবৈধ বা নিষিদ্ধ, তদ্রূপ) অবৈষ্ণব

'বিপ্রকে দর্শন করা কখনও উচিত নহে। বৈষ্ণব ('গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-প্রীতি-বিশিষ্টঃ জনঃ') বর্ণবাহ্য (অর্থাৎ যে কোন বর্ণে অবতীর্ণ হউন না কেন) হইলেও ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন।

এ বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, পরন্তু যে সকল ব্রাহ্মণ অবৈষ্ণব, ভ্রমেও তাহাদিগকে সম্ভাষণ বা স্পর্শ করিবে না।]

"এসব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।
ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্বথা নিষেধ করিবার॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।
তবে তার আলাপেহ পুণ্য যায় ক্ষয়॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ১৬।৩০২-৩০৫

"গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজা-পরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ১ম বিঃ ধৃত পাদ্মবচন)

[অর্থাৎ বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষাপ্রাপ্ত হইয়া যে মানব বিষ্ণুপূজা পরায়ণ হন, তিনিই অভিজ্ঞগণ কর্ত্তৃক 'বৈষ্ণব' বলিয়া অভিহিত হন, তদ্ব্যতীত আর সকলেই অবৈষ্ণব।]

ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভূত বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষী বিপ্রাভিমানী অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণব্রুব এবং তাদৃশ ব্রাহ্মণব্রুবের বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বেষ অনুমোদনকারী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-নামধারি-জনগণ সকলেই মহাপাপভাক্। তাই শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর ঐ সকল ব্রাহ্মণব্রুবের আচরণে মর্ম্মাহত হইয়াই বলিয়াছেন—

"এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ-নাম মাত্র।
এই সব লোক যম-যাতনার পাত্র॥
কলিযুগে রাক্ষস সকল বিপ্র ঘরে।
জন্মিবেক সুজনের হিংসা করিবারে॥"

তাঁহার ঐ বাক্যের সমর্থনে বরাহপুরাণোক্ত নিম্নলিখিত মহেশ-বাক্যটিও জানাইয়াছেন,—

"রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।
উৎপন্না ব্রাহ্মণ-কুলে বাধন্তে শ্রোত্রিয়ান্ কৃশান্॥

[অর্থাৎ রাক্ষসগণ কলিযুগ আশ্রয় পূর্ব্বক ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়া সুবিরল অর্থাৎ স্বল্পসংখ্যক শ্রৌত পথজ্ঞ ব্যক্তিগণকে তাঁহাদের হরিভজনের প্রতিকূল আচরণ করত উৎপীড়ন করিয়া থাকে।]

যে সমস্ত মৎসর-স্বভাব ব্রাহ্মণাভিমানী ব্যক্তি ব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবকে ঘৃণার চক্ষে দেখেন, তাঁহাদিগকে সদ্গুরুপাদাশ্রিত হইয়া শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অনুশীলন করিতে বা বৈষ্ণবোচিত মান মর্য্যাদা পাইতে দেখিলে ঈর্ষান্বিত হন, কথায় কথায় তাঁহাদের জাগতিক কুলধন পাণ্ডিত্যাদির অল্পতা জনসমাজে প্রকাশ করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার বা করাইবার চেষ্টা করেন, সেই সকল ব্রাহ্মণব্রুব অত্যন্ত সংকীর্ণচেতা—কৃপণ-স্বভাব রাক্ষস-বিপ্রশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীবৃহদারণ্যক (৩।৯।১০) শ্রুতি বলেন—

"এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স ব্রাহ্মণঃ।"
"য এতদক্ষরং গার্গি অবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি স কৃপণঃ।"

অর্থাৎ হে-গার্গি, যিনি সেই অচ্যুততত্ত্বকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ব্রাহ্মণ, আর যিনি তাহা না জানিয়া প্রস্থান করেন, তিনিই কৃপণ। মহামুনি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন-বেদব্যাস-রচিত শ্রীমদ্ভাগবতে যে প্রোজ্ঝিত-কৈতব পরম ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে, তাহা নির্ম্মৎসর সাধুজনৈক বেদ্য, মৎসরস্বভাব কৃপণ ব্রাহ্মণব্রুবের নিকট তাহা দুর্ভেদ্য—দুরধিগম্য। (ক্রমশঃ)

সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় বিশেষ আবশ্যক

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

যে মহাপুরুষ ভগবদিচ্ছায় গোলোক হইতে ভূলোকে অবতীর্ণ হইয়া এ কাঙ্গালকে নিজগুণে শ্রীচরণে আশ্রয়-প্রদানপূর্ব্বক সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের কথা শ্রবণ করাইয়াছেন, যিনি কৃপা করিয়া শাক্ত-কুলোদ্ভূত আমাকে নামশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণনাম ও মন্ত্ররাজ কৃষ্ণমন্ত্র প্রদানপূর্ব্বক সংসার হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, যাঁহার অপার স্নেহ ও অতুলনীয় দয়ার কথা কোটী-মুখে বলিয়াও শেষ করা যায় না, সেই পরম করুণাময় মদীয় ইষ্টদেব শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখে 'সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, সেই শ্রুতকথাগুলি অবলম্বনপূর্ব্বক এই প্রবন্ধ লিখিবার কিঞ্চিৎ প্রয়াস পাইতেছি।

কি বিদ্যা-শিক্ষা, কি কৃষি-শিক্ষা, কি তাঁত শিক্ষা—সকল কার্য্যেই অভিজ্ঞ গুরু প্রয়োজন। উপযুক্তগুরু ব্যতীত কোন কার্য্যই সুসিদ্ধ হয় না। সুতরাং নিত্য-মঙ্গলপ্রদা, পরমসুখদা ভক্তি লাভ করিতে হইলে যে সদ্‌গুরু অর্থাৎ ভগবদ্ভক্ত-গুরু বিশেষ প্রয়োজন, তাহা বলাই বাহুল্য। এইজন্য গ্রন্থরাজ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥
(ভাঃ ১১।৩।২১)

যিনি নিত্য-মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই ভাগ্যবান্ সজ্জনব্যক্তি বেদ ও বেদানুগ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র-সিদ্ধান্তে সুনিপুণ, ভগবন্নিষ্ঠাপরায়ণ, ভগবদনুভূতিবিশিষ্ট, নিষ্কাম, শান্ত গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন।

শ্রীচক্রবর্ত্তী-টীকা—শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে বেদ-তাৎপর্য্য-জ্ঞাপকে শাস্ত্রান্তরে চ নিষ্ণাতং নিপুণম্। অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদাভাবে বৈমনস্যে চ সতি কস্যচিৎ শ্রদ্ধাশৈথিল্য-মপি সম্ভবেৎ। পরে ব্রহ্মণি চ নিষ্ণাতং অপরোক্ষানুভব-সমর্থম্। অন্যথা তৎকৃপা সম্যক্ ফলবতী ন স্যাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাত-ত্বদ্যোতকমাহ—উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্য-বশীভূতম্।

শ্রীগুরুদেব শব্দব্রহ্ম বেদে ও বেদার্থজ্ঞাপক শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে পারঙ্গত হইবেন। নচেৎ শিষ্যের যাবতীয় সংশয়-চ্ছেদাভাববশতঃ মনশ্চাঞ্চল্য আসিয়া কোমলশ্রদ্ধ কাহারও কাহারও শ্রীগুরুদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-শৈথিল্য আসার সম্ভাবনা। তৎফলে শিষ্যের অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। অপি চ শাস্ত্রজ্ঞ শ্রীগুরুদেব ভগবদনুভূতি বিশিষ্ট হইবেন। নতুবা তাঁহার কৃপা সম্যক্ ফলবতী হইবে না। তিনি কামক্রোধাদি রিপুজয়ী, নিষ্কাম বা শান্ত হইবেন।

উক্ত শ্লোকের টীকায় জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুও বলেন—পরে ব্রহ্মণি শ্রীকৃষ্ণে। উপশমাশ্রয়ং শমো মোক্ষস্তদুপরি বর্ত্ততে ইত্যুপশমো ভক্তি-যোগস্তদা-শ্রয়ং সদা শ্রবণকীর্ত্তনাদিপরং শ্রীবৈষ্ণববরম্। (হঃ ভঃ বিঃ ১।২৭ টীকা)

শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম। শম অর্থে মোক্ষ। ভক্তি তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া উপশম অর্থে ভক্তিযোগ বুঝায়। শ্রীগুরুদেব ভক্তিযোগী অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত বা ভক্তরাজ। তিনি অনুক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদিতে নিমগ্ন। ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবও (চৈঃ চঃ মঃ ৮।১২৭) বলিয়াছেন—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥"

পদ্মপুরাণও এই কথাই বলিতেছেন—

"ষট্‌কর্ম্মনিপুণো বিপ্রো মন্ত্রতন্ত্রবিশারদঃ।
অবৈষ্ণবো গুরুর্ন স্যাদ্ বৈষ্ণবঃ শ্বপচো গুরুঃ॥"

মন্ত্র-তন্ত্র-বিষয়ে অভিজ্ঞ ষট্‌কর্ম্মনিপুণ (যজন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, দান ও প্রতিগ্রহ) ব্রাহ্মণও যদি

বিষ্ণুভক্ত না হন, তবে তিনি গুরু হইবার অযোগ্য। আর চণ্ডাল-কুলোদ্ভূত ব্যক্তিও যদি বিষ্ণুভক্ত (শুদ্ধভক্ত) হন, তবে তিনি গুরু হইবার যোগ্য। মূলকথা যাঁহার ভক্তি আছে, তিনিই ভক্তি দিতে পারেন, অপরে পারেন না। যেমন ধনীই ধন দিতে পারেন, নির্ধন পারে না, তদ্রূপ।

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥" (পদ্মপুরাণ)

বেদশাস্ত্রে পারঙ্গত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং উচ্চকুলে উদ্ভূত কোনও ব্যক্তি যদি অবৈষ্ণব হন অর্থাৎ বিষ্ণুভক্ত না হন, তবে তিনি গুরুপদবাচ্য নহেন।

শ্রুতিও বলিতেছেন—

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ।
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥"

(মুণ্ডক ১।২।১২)

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ।" (ছান্দোগ্য ৬।১৪।২) ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য শাস্ত্রজ্ঞ ও ভগবন্নিষ্ঠ গুরুরই চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য।

সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত গুরু-ভক্তিমান্ ও গুরুদেবতাত্মা স্নিগ্ধ গুরুসেবকই ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন।

ভক্তি লাভের প্রথম কথা — আদৌ "গুরুপাদাশ্রয়স্তস্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণম্। বিশ্রম্ভেণ গুরোঃ সেবা **।" (ভঃ রঃ সিঃ ১।২।৭৪)

এইজন্য নিত্যমঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সজ্জনগণ প্রথমেই সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক দৃঢ়বিশ্বাস ও প্রীতির সহিত গুরুসেবা করিবেন। তাঁহারা সদ্‌গুরু লাভের পূর্ব্বে ভগবচ্চরণে সদ্‌গুরুলাভের জন্য কাতর প্রার্থনা জানাইবেন। তাহা হইলে ভগবৎ-কৃপায় অনায়াসে সদ্‌গুরু চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য লাভ হইবে। ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু (হঃ ভঃ বিঃ ১।২৩) বলিয়াছেন—

"কৃপয়া কৃষ্ণদেবস্য তদ্ভক্তজনসঙ্গতঃ।
ভক্তের্মাহাত্ম্যমাকর্ণ্য তামিচ্ছন্ সদ্‌গুরুং ভজেৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় কৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভ হয়। তখন সেই ভক্তের শ্রীমুখে ভক্তির মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া ভক্তি-লাভার্থ সদ্‌গুরু চরণাশ্রয় করিবে।

জগতে তথাকথিত গুরুর অভাব নাই। নামে মাত্র গুরু সর্ব্বত্র পাওয়া যাইবে। কিন্তু সদ্‌গুরু দুর্ল্লভ। তাই শ্রীশিবজী শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—

"গুরবো বহবঃ সন্তি শিষ্য-বিত্তাপহারকাঃ।
সদ্‌গুরুর্দুর্লভো দেবি শিষ্য-সন্তাপহারকঃ॥" (তন্ত্র)

হে দেবি! শিষ্যের নিকট অর্থ-সংগ্রহকারী গুরু জগতে বহু আছেন। কিন্তু শিষ্যের যাবতীয় দুঃখ দূর করিতে পারেন, এইরূপ সদ্‌গুরু দুর্লভ, দুষ্প্রাপ্য।

মহাভাগ্য না থাকিলে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় লাভ হয় না। এজন্য ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা সেই বীজ করে আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ১৯।১৫১-১৫২)

"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥"(ঐ মঃ ২২।২৫)

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে।
গুরু অন্তর্যামী-রূপে শিখায় আপনে॥"

(ঐ মঃ ২২।৪৭)

"গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের প্রমাণে।
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥" (ঐ আঃ ১।৪৫)

করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হন, সেই মহাভাগ্যবান্ সজ্জনকে বাহিরে আচার্য্যরূপে (সদ্‌গুরুরূপে) এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে কৃপা করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীহরি ভাগ্যবান্ জীবকে গুরুরূপে হরিনাম-মন্ত্র ও বিবিধ উপদেশ দান করেন এবং অন্তরে অন্তর্যামিরূপে তাহা অনুমোদনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিঃসংশয় করিয়া দৃঢ়চিত্ত করেন। ইহাই মহাভাগ্যবান্ জীবের প্রতি ভগবানের দুইরূপে কৃপা। তখন গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে জীব ভক্তিলতা-বীজ লাভ করত মালী হইয়া শ্রবণ-কীর্ত্তন করিতে করিতে

ভগবৎ-পাদপদ্ম লাভ করেন। মদীশ্বর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন — "আমি ভগবৎ-সেবক, ভগবৎ-সেবনই আমার ধর্ম্ম—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত হওয়াই—'মালী'—হওয়া।"

ভগবান্ জীবকে কিভাবে কৃপা করেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতও [ভাঃ ১১।২৯।৬] বলেন—

"নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষাপি কৃতমৃদ্ধমুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি॥"

উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন—হে প্রভো! তুমি কৃপাপূর্ব্বক দুষ্পার সংসার-নিমগ্ন দুঃখী জীবের সমস্ত অশুভ নাশ করিয়া তাহাদিগকে নিত্যানন্দপূর্ণ বৈকুণ্ঠে লইয়া যাইবার জন্য বাহিরে আচার্য্যরূপে ও অন্তরে অন্তর্যামিরূপে অবস্থিত আছ। পণ্ডিতসকল ব্রহ্মার সদৃশ আয়ু প্রাপ্ত হইয়াও তোমার এতাদৃশ কৃপার কথা চিন্তা ও কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে সমর্থ হন না।

যাঁহারা প্রকৃত সুখী হইতে চান, তাঁহারা সদ্গুরু-চরণাশ্রয় অর্থাৎ সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা-মন্ত্রাদি গ্রহণ করিবেন। কারণ দীক্ষা গ্রহণ না করিলে জন্মজন্মান্তরে অশেষ দুঃখভোগ করিতে হয়। এ সম্বন্ধে শ্রীশিবজী শ্রীপার্ব্বতীদেবীকে বলিতেছেন—

"দেবি দীক্ষাবিহীনস্য ন সিদ্ধির্ন চ সদ্গতিঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুণা দীক্ষিতো ভবেৎ॥
তথাদীক্ষিত-লোকানামন্নং বিন্মূত্রবজ্জলম্।
তথাদীক্ষিতকৃতং শ্রাদ্ধং গৃহীত্বা পিতরস্তথা।
নরকে চ পতন্ত্যাতে যাবদিন্দ্রাশ্চতুর্দ্দশ॥
সহস্রৈরুপচারৈশ্চ ভক্তিযুক্তো যজেদ্ যদি।
তথাপ্যদীক্ষিতস্যার্চ্চা দেবি গৃহ্ণন্তি নৈব হি॥"

(রুদ্রযামল)

হে দেবি, যাহারা দীক্ষা গ্রহণ করে না, তাহাদের সিদ্ধিও হয় না, সদ্গতিও হয় না। অতএব মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানবের আদর ও যত্নের সহিত সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অদীক্ষিত ব্যক্তির অন্নজলাদি বিষ্ঠা-মূত্র-সদৃশ, সুতরাং অভক্ষ্য। অদীক্ষিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃপুরুষগণ তাহা গ্রহণ করিয়া লক্ষ লক্ষ বৎসর নরকে বাস করেন। অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি বহুবিধ উপচারে ভক্তির সহিতও পূজা করেন, তথাপি ভগবান্ তাহা গ্রহণ করেন না।

"নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাত্তপোভির্নিয়ম-ব্রতৈঃ।
ন তীর্থগমনেনাপি ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ॥" (রত্নেশ্বর তন্ত্র)

অদীক্ষিত ব্যক্তি তপস্যাই করুন, যোগই করুন, বহুকষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক ব্রতই করুন, তীর্থ ভ্রমণই করুন, কিছুতেই তাহার মঙ্গল হয় না।

"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপপূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
ন ভবন্তি প্রিয়ে তেষাং শিলায়ামুপ্তবীজবৎ॥
সদ্গুরোরাহিতদীক্ষঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি সাধয়েৎ॥"

(মৎস্য সূক্ত)

হে পার্ব্বতি, অদীক্ষিত ব্যক্তি জপ-পূজাদি যাহাই করুন, সবই তাঁহার প্রস্তরে বীজ বপনের ন্যায় ব্যর্থ হয়। সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে সকল কার্য্য অনায়াসে সিদ্ধ হইয়া থাকে।

"অদীক্ষিতস্য বামোরু যাতি সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥"

(বিষ্ণুযামল)

হে পার্ব্বতি, অদীক্ষিত ব্যক্তির সকল কার্য্যই নিষ্ফল হয় এবং সে পশুযোনি লাভ করিয়া থাকে।

স্কন্দপুরাণে ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন—

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥"

যাহারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হয় বা বিষ্ণুপূজা না করে, তাহাদের জীবন ধারণে ফল কি? তাহারা ত নরপশু।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণও বলেন—

"অদীক্ষিতস্য মূর্খস্য নিষ্কৃতির্নাস্তি নিশ্চিতম্।
সর্ব্বকর্ম্মস্বনর্হস্য নরকে তৎপশোঃ স্থিতিঃ॥"

এইজন্যই নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীল নরোত্তমঠাকুর কৃপা-পূর্ব্বক গাহিয়াছেন—

আশ্রয় লইয়া ভজে, তারে কৃষ্ণ নাহি ত্যজে,
আর সব মরে অকারণ॥ (প্রার্থনা ৪৪)

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—

"বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ।"

(ভাঃ ১০।৮৭।৩৩)

উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থে জানাইয়াছেন—

"যে গুরোশ্চরণং সমবহায় অতিলোলম্ (অতি চঞ্চল) অদান্তম্ অদমিতং মন এব তুরগং বিজিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ প্রাণৈশ্চ কৃত্বা যন্তুং ভগবদন্তর্ম্মুখীকর্ত্তুং প্রযতন্তে, তে উপায়খিদঃ তেষু তেষু উপায়েষু খিদ্যন্তে, অতো ব্যসন-শতান্বিতা ভবন্তি। অতএব ইহ সংসারে তিষ্ঠন্ত্যেব। হে অজ! অকৃতকর্ণধারা অস্বীকৃতনাবিকা জলধৌ যথা তদ্বৎ শ্রীগুরুপ্রদর্শিত ভগবদ্ভজনপ্রকারেণ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ।" (ভঃ সঃ ২০৯)

যে সব অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চঞ্চল মনকে সংযত করিতে যত্ন করে, তাহারা কোন দিনই অস্থির চিত্তকে দমন করিতে পারে না। পরন্তু শত শত বিপদ্গ্রস্ত হইয়া সংসারে দুঃখভোগ করে। তাহারা অকৃত-কর্ণধার বণিকের ন্যায় অর্থাৎ সমুদ্রে নাবিক স্বীকার না করিলে বণিকের যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপ অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া থাকে। আর গুরুচরণাশ্রিত ব্যক্তি গুরুকৃপায় ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিয়া বিপন্ন হন না এবং অনায়াসে শীঘ্র তাঁহার চঞ্চলমন স্থির হইয়া থাকে।

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব বলিয়াছেন—

"মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥"

(চৈঃ চঃ মঃ ২২।৫৫)

এখন একটি বিশেষ কথা এই যে,—গুরুকরণ বা শিষ্য-গ্রহণ-বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন বিশেষ প্রয়োজন। স্নেহ বা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া, অনুরোধে বা উপরোধে পড়িয়া গুরুকরণ করা বা কাহাকেও শিষ্যত্বে গ্রহণ করা উচিত নয়। এ বিষয়ে পরস্পর পরস্পরকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া গুরু-শিষ্য-সম্পর্ক স্বীকার্য্য। নতুবা বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। এ সম্বন্ধে শাস্ত্র বলিতেছেন—

"তয়োর্ব্বৎসরবাসেন জ্ঞাতান্যোন্য স্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা চেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়ঃ॥

[মন্ত্রমুক্তাবলী]

"সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥"

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১।৫০ ধৃত সারসংগ্রহ বচন)

সদ্গুরু মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্যকে এক বৎসর পরীক্ষা করিয়া মন্ত্র দিবেন। গুরু ও শিষ্য উভয়ের পরস্পর পরীক্ষা প্রয়োজন। তৎপরে মন্ত্রগ্রহণ কর্ত্তব্য। এই সব শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যদি কেহ মন্ত্র দেন বা কেহ মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাহা হইলে গুরু-শিষ্য উভয়কেই বহুবৎসর যাবৎ নরকে বাস করিতে হয়। পরীক্ষা ব্যতীত অর্থাৎ গুরুসেবাদি না করিয়া মন্ত্র গ্রহণ করিলে বা সেবাপ্রবৃত্তি না দেখিয়া মন্ত্র দিলে অমঙ্গলই হয়। গুরু শিষ্য পরস্পর অযোগ্য হইলে মন্ত্র কার্য্যকরী হয় না। সদ্গুরুর নিকট প্রাপ্ত মন্ত্রই উপযুক্ত শিষ্যের পক্ষে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। সদ্গুরুর প্রসন্নতাই পারমার্থিক উন্নতি-লাভের একমাত্র উপায়।

শ্রীগুরুদেব একবৎসর শিষ্যের ভক্তি-সংস্কার, হরিকথায় রুচি, হরি-গুরু-বৈষ্ণবে শ্রদ্ধা ও সেবা-প্রবৃত্তি আছে কিনা, ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবেন। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্যও একবৎসর সাধু-গুরুর অনুগত থাকিয়া তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও তন্নির্দ্দেশমত যথাসাধ্য সেবা-

কার্য্যাদি করিবেন। তৎপরে এই সাধুগুরুর সঙ্গদ্বারা আমার পারমার্থিক উন্নতি বা ভগবানে মতি বর্দ্ধিত হইতেছে কি না, লক্ষ্য করিবেন। তবে শিষ্যের পক্ষে "তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥"—এই গীতাবাক্য অনুসারে ভগবজ্জ্ঞান লাভের জন্য সাধুগুরুর আনুগত্য, পরিপ্রশ্ন ও নিষ্কপট সেবা-প্রবৃত্তি থাকা বিশেষ প্রয়োজন। তৎসঙ্গে ভগবানের নিকট সদ্গুরু-কৃপা লাভের জন্য কৃপা ভিক্ষা করাও অত্যাবশ্যক। নতুবা সদ্গুরু লাভ করিয়াও জীবের বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা। এই গুরু-শিষ্য-পরীক্ষার অর্থ সংশয়াত্মা হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মাপিবার ধৃষ্টতা নহে, পরন্তু সদ্গুরুর লক্ষণ ও সৎশিষ্যের লক্ষণ বিষয়ে পরস্পরের শাস্ত্রানুসারিণী দৃষ্টি রাখা। এই শাস্ত্রবিধি না মানিয়া বা উল্লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ শিষ্য করেন বা শিষ্য হন, তাহা হইলে গুরু-শিষ্য উভয়েরই অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী। এ বিষয়ে শাস্ত্র বলিতেছেন—

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥"

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

পরীক্ষাং বিনা গুরু-সেবাদিং বিনা চ মন্ত্রস্য কথনে গ্রহণে চ মহাননর্থঃ। ন্যায়ঃ দ্বয়োরন্যোন্য পরীক্ষণ পূর্ব্বক-গুরু-সেবাদিপ্রকারস্তদ্রহিতম্। (হঃ ভঃ বিঃ ১।৬২ শ্লোকে শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু)

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও বলেন—

"পরীক্ষ্যৈব গুরুঃ শিষ্যং শিষ্যোঽপি গুরুমাব্রজেৎ।
অন্যথা নরকায়ৈব প্রায়শ্চিত্তং গুরোস্তথা॥"

(ভাঃ ১১।৩।৪৮ শ্লোক-ভাষ্যে শ্রীমধ্ব)

পরস্পর পরীক্ষাপূর্ব্বক গুরু-শিষ্য গ্রহণই সাধারণ বিধি। তবে কোন কোন মহাপুরুষ ভগবদিচ্ছায় বা নির্দ্দেশে কখন কখন ভাগ্যবান্ কৃপার্থী ভগবজ্জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিকে আকস্মিক ভাবেও দীক্ষাদি দিয়া থাকেন। সদ্গুরু দুর্ল্লভ। এজন্য কোন সজ্জন ভাগ্যক্রমে সদ্গুরু পাওয়া মাত্রেই গুরুদেবের কৃপা-নির্দ্দেশ হইলে সঙ্গে সঙ্গেও মন্ত্রাদি গ্রহণ করিতে পারেন। শাস্ত্র বলেন—

"দুর্ল্লভে সদ্গুরূণাঞ্চ সকৃৎসঙ্গ উপস্থিতে।
তদনুজ্ঞা যদা লব্ধা স দীক্ষাবসরো মহান্॥"

(হঃ ভঃ বিঃ)

দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ ভক্তই প্রকৃত গুরু-পদবাচ্য। এইরূপ বিষ্ণুভক্ত গুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। যদি কেহ ভুলক্রমে বিষ্ণুভক্ত ব্যতীত অপর কাহাকেও বা নামেমাত্র কোন কৃষ্ণভক্তকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার মঙ্গলের আশা নাই।

তাই শাস্ত্রে বলিতেছেন—

"গুরু-শিষ্যয়োরযোগ্যত্বাদ্ গুরুবৃত্তেরপূর্ত্তিতঃ।
অপ্রসাদাদ্ গুরোর্বিদ্যা ন যথোক্তা ফলপ্রদা॥
বিদ্যা কর্ম্মাণি চ সদ্গুরোঃ প্রাপ্তাঃ ফলপ্রদাঃ।
অন্যথা নৈব ফলদাঃ প্রসন্নোক্তাঃ ফলপ্রদাঃ॥"

(ভাঃ ৬।৮।৪২ শ্লোক-ভাষ্যে শ্রীমধ্বধৃত-তন্ত্রসার-বচন)

শ্রীহরিভক্তিবিলাস (৪১ পৃঃ) আরও বলেন—

"গ্রামে বা যদি বারণ্যে ক্ষেত্রে বা দিবসে নিশি।
আগচ্ছতি গুরুর্দৈবাদ্ যদা দীক্ষা তদাজ্ঞয়া।
যদৈবেচ্ছা তদা দীক্ষা গুরোরাজ্ঞানুরূপতঃ।
ন তীর্থং ন ব্রতং হোমো ন স্নানং ন জপক্রিয়া।
দীক্ষায়াঃ কারণং কিন্তু স্বেচ্ছা-প্রাপ্তে তু সদ্গুরৌ॥"

(তত্ত্বসাগর-বচন)

শাস্ত্র আরও বলিতেছেন—

"ন চ শাক্তাৎ ন চ শৈবাদ্ গৃহ্ণীয়াদ্ বৈষ্ণবাদ্ দ্বিজাৎ।
শাক্তাৎ শৈবাদ্ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন জায়তে॥"

(কালীতন্ত্র)

"গৃহ্ণাতি ভক্তো ভক্ত্যা চ কৃষ্ণ-মন্ত্রঞ্চ বৈষ্ণবাৎ।
অবৈষ্ণবাদ্ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥"

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

"বিষ্ণুভক্তি-বিহীনাচ্চ ভক্তিহীনো ভবেন্নরঃ।
শৈবাৎ শাক্তাদ্ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্তির্ন বর্দ্ধতে॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ)

শাক্ত ও শৈবের নিকট হইতে মন্ত্র-গ্রহণ করা উচিত

(ক্রমশঃ)

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, সাণ্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ

৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ ১৩৭২

সম্পাদক :—

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ, ১৩৭২। ১৮ শ্রীধর, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ শ্রাবণ, শনিবার; ৩১ জুলাই, ১৯৬৫। | ষষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম-মহিমা-বৈশিষ্ট্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীচৈতন্য চন্দ্র পরম পরিপূর্ণ চেতন বস্তু। যিনি এই চৈতন্যচন্দ্রকে ভজনা না করিবেন, তাঁহার উপদেশ যাঁহার কর্ণদ্বারে প্রবিষ্ট না হইবে, সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অচেতন বস্তু। বর্ত্তমান সমাজ শ্রীচৈতন্যের চেতনময়ী বাণী শ্রবণ না করাতে বহু বাহ্য বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের দয়া যিনি বিচার করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নিরন্তর চৈতন্য-চরণকমল-সেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয়ে উদিত হইতে পারে না। তাই শ্রী কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥"

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপার-কথা যে পরিমাণে যাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তিনি সেই পরিমাণে চৈতন্যের সেবায় লুব্ধ হইয়াছেন। যিনি পূর্ণভাবে সেই পরিপূর্ণ চেতন-বিগ্রহের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার সেবায় পূর্ণ-ভাবে নিজকে উৎসর্গ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচন্দ্র ষোল কলা বিশিষ্ট পরিপূর্ণ বস্তু, সুতরাং তাঁহার চেতনময়ী কথা জীবের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইলে জীবকে ষোল আনা তাঁহার
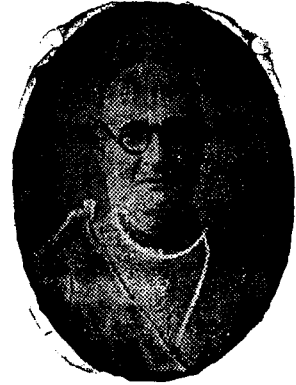
পাদপদ্মে আকৃষ্ট করিবেই করিবে। যিনি আংশিক ভাবে তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে আংশিক ভাবে নিজকে প্রদান করিয়াছেন। যতদিন পর্য্যন্ত জীব দেহ, গেহ, পুত্র, কলত্র, কায়মনো-বাক্য যথা সর্ব্বস্ব দ্বারা শ্রীচৈতন্য চন্দ্রের সেবায় নিরন্তর উন্মত্ত হইয়াছেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহার ষোল আনা শ্রীচৈতন্যের কথা শ্রবণ করা হয় নাই জানিতে হইবে।

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতিধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে॥"

(ভাঃ ২।৭।৪২)

নিত্যানন্দের পদকমল আশ্রয় ব্যতীত শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা লাভ হয় না। নিত্যানন্দের পদাশ্রয় হইলে জীবের বিবর্ত্তবুদ্ধি দূর হয়। তখন জীব আর অসত্যকে সত্য বলিয়া বহুমানন করে না।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন —

"নিতাই-পদ-কমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল,
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধা-কৃষ্ণ পাইতে নাই,
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়॥
সে সম্বন্ধ নাহি যা'র, বৃথা জন্ম গেল তা'র,
সেই পশু বড় দুরাচার।
নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার সুখে,
বিদ্যা-কুলে কি করিবে তার॥
অহঙ্কারে মত্ত হঞা, নিতাইপদ পাসরিয়া,
অসত্যেরে সত্য করি' মানি।
নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধা-কৃষ্ণ পাবে,
ভজ তাঁর চরণ দুখানি॥
নিতাই চরণ সত্য, তাঁহার সেবক নিত্য,
নিতাই পদ সদা কর আশ।
এ অধম বড় দুঃখী, নিতাই মোরে কর সুখী,
রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ॥"

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্রীল আচার্য্য প্রভু, শ্রীশ্যামানন্দ প্রভু এইরূপ দৃঢ়তার সহিত নিত্যানন্দের চরণ আশ্রয় করিবার জন্য জীব-কুলকে আহ্বান করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের অপ্রকটের কিছুকাল পর হইতে অনাদি-বহির্ম্মুখ-সমাজ তাঁহাদের মঙ্গলময়ী শিক্ষা পরিত্যাগ করিয়া, অসত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণপূর্ব্বক সমাজে ধর্ম্মের নামে কলঙ্ক, বৈষ্ণবতার নামে ইন্দ্রিয় তর্পণ, কত কি অনর্থ আনয়ন করিয়াছেন। গত তিনশত বৎসরের বৈষ্ণবজগতের ইতিহাস ঘোর তমসাচ্ছন্ন; কেবল তন্মধ্যে কদাচিৎ দুই একটি ভজনানন্দী পুরুষ নিজে নিজে ভজন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা এতদূর বহির্ম্মুখ সমাজের মধ্যে শুদ্ধভক্তি-কথা আলাপ করিবার জন্য খুব কম লোকই পাইয়াছেন।

আমরা মনে করিয়াছিলাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সময় যে সকল বিশুদ্ধাত্মা পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ঐ প্রকার মহদ্ব্যক্তির দর্শন বোধ হয় আর আমাদের ভাগ্যে ঘটিবে না। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর আমাদের ভাগ্যে এমন সব মহাত্মা মিলাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট কালীয় ভক্ত অপেক্ষা ন্যূন নহেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ হরিভজন ও হরিকীর্ত্তন করিতেছেন।

"কৃষ্ণনাম করে অপরাধের বিচার।
কৃষ্ণ বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥
*   *   *
চৈতন্য-নিত্যানন্দে নাহি এসব বিচার।
নাম লইতে প্রেম দেন বহে অশ্রুধার॥"

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম)

অনর্থযুক্তাবস্থায় অপ্রাকৃত কৃষ্ণনাম কীর্ত্তিত হন না। অপরাধময় কৃষ্ণনাম বা নামাপরাধ আমাদিগকে কোটি জন্ম কীর্ত্তন করিলেও কৃষ্ণপদে প্রেমদান করে না। কিন্তু গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অনর্থযুক্তাবস্থায় জীব যদি নিষ্কপট ভগবদ্বুদ্ধিতে গৌরনিত্যানন্দের নাম গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার অনর্থ দূরীভূত হয়। কিন্তু যদি গৌর-নিত্যানন্দে ভোগ বুদ্ধি লইয়া অর্থাৎ 'গৌরনিত্যানন্দ আমার উদর ভরণ, প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ বা আমার মনোধর্ম্মের ছাঁচে গড়া আমার ইন্দ্রিয়-ভোগ্য কোন বস্তু' এই জ্ঞানে মুখে "গৌর গৌর" করি, তাহা হইলে আমাদের গৌর-নাম কীর্ত্তন হইবে না, ভোগের ইন্ধন স্বরূপ মায়ার নাম কীর্ত্তন হইবে মাত্র। 'গৌর' নাম কীর্ত্তিত হইলেই নাম লইতে প্রেমের উদয় হইবে, সর্ব্ব অনর্থ দূরীভূত হইয়া যাইবে। কলিকাতা হইতে হাওড়া দুই

মাইল পশ্চিমে। কেহ যদি দুই মাইল পূর্ব্ব দিকে হাঁটিয়া আসিয়া বলেন যে, যখন আমি কলিকাতা হইতে দুই মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি, তখন নিশ্চয়ই হাওড়ায় আসিয়া পৌঁছিয়াছি। সেই ব্যক্তির এইরূপ কল্পনা করিবার অধিকার আছে। কিন্তু তাহার কল্পিত হাওড়ায় আসিয়া সে ব্যক্তি ট্রেন ধরিতে পারিবে না। সুতরাং তাহার গন্তব্যস্থানে যাওয়াও হইবে না। একবার সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, বরিশালে এক সম্প্রদায় এক সময়ে 'প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ, প্রাণ গৌর নিত্যানন্দ' বলিতে বলিতে ডাকাতি করিয়াছিল। ঐরূপ ডাকাতের দলের গৌর-নিত্যানন্দ নামাক্ষর গৌর-নিত্যানন্দের নাম নহে।

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাশ্রিত জন "তৃণাদপি" শ্লোকানুসারে নিষ্কপট হইয়া শুদ্ধনাম গ্রহণ করিলেই তাঁহাদের প্রেমাশ্রুপাত হইতে দেখা যায়।

কৃষ্ণনাম অপরাধের বিচার করেন, গৌর-নিত্যানন্দের নামে অপরাধের বিচার নাই। অপরাধী কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলে কখনই নাম-ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করেন না, গৌর-নিত্যানন্দের নামগ্রহণকারী অপরাধী থাকা-কালে নাম করিতে করিতে অপরাধ-মোচনান্তে নাম-ফল লাভ করেন। ইহার বিচার ও সিদ্ধান্ত এই যে, গৌর-নিত্যানন্দের নিকট কৃষ্ণবিমুখ সাধক কৃষ্ণোন্মুখ হইবার জন্য গমন করেন; আর সাধনসিদ্ধ, অনর্থমুক্ত কৃষ্ণোন্মুখের উচ্চার্য্য কৃষ্ণনাম অনর্থযুক্ত অবস্থায় কখনই ফল (কৃষ্ণপ্রেমা) প্রদান করে না। গৌরনিত্যানন্দ অনর্থযুক্ত জীবেরও সেব্যবস্তু হওয়ায় তাঁহাদের সেবা ভাগ্যহীন জীবের কৃষ্ণসেবা অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয়। সাধক শিক্ষার অপ্রাপ্তিতে সিদ্ধাভিমানে কৃষ্ণনামের সেবা করিতে উদ্যত হইলে তাহার অনর্থই আসিয়া উপস্থিত হয়; কিন্তু নিতাই-গৌরের ভজনে সিদ্ধাভিমানের ছলনা না রাখিয়া অনর্থযুক্ত অবস্থায়ও জগদ্গুরু শিক্ষকদ্বয়ের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহারা তাহাদিগকে অনর্থমুক্ত করাইয়া তাঁহাদিগকে স্বয়ংরূপ ও স্বয়ং প্রকাশের স্বরূপ উপলব্ধি করান, তাহাতেই জীবের স্বরূপ-জ্ঞানের উদয় হয়।

কৃষ্ণনাম ও গৌরনাম,—উভয়ই নামীর সহিত অভিন্ন। কৃষ্ণকে গৌর অপেক্ষা লঘু বা সঙ্কীর্ণ বলিয়া জানিলে, উহাকে অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া জানিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে জীবের প্রয়োজন-বিচারে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম গ্রহণের উপযোগিতা অধিকতর। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উদার, এবং ঔদার্য্যের অভ্যন্তরে মধুর। কৃষ্ণের উদারতা —কেবল মুক্ত, সিদ্ধ ও আশ্রিতজনগণের উপর; গৌর-নিত্যানন্দের ঔদার্য্য-স্রোতে অনর্থযুক্ত অপরাধী জীব ভোগময় অপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া গৌর-কৃষ্ণের পাদপদ্ম লাভ করেন।

প্রেমাধিকারভেদে নামভজন-বিচার

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০৪ পৃষ্ঠার পর)

বিশুদ্ধ ভক্তিমার্গে সরল বিশ্বাসই সহজ সমাধির মূল কারণ। দ্বৈপায়ন ঋষির শুভদিন উদয় হইলে সমস্ত কর্ম্মকাণ্ডের ব্যবস্থা ও শুষ্কজ্ঞানকাণ্ডের ব্যবস্থার প্রতি সংশয় উপস্থিত হইল। তাঁহার গুরুদেব শ্রীনারদ গোস্বামীর প্রশ্নমতে তিনি তাঁহাকে কহিলেন, হে প্রভো! আপনার কথিত সমস্ত জ্ঞান লাভ আমার হইয়াছে বটে; তথাপি আমার আত্মা কেন পরিতুষ্ট হয় না! হে ব্রহ্মনন্দন! এই অবস্থায় যে দুর্ব্বোধ্য অব্যক্ত মূল আছে, তাহা আপনি বলুন্। আমি অতিশয় ক্লিষ্ট হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

তখন শ্রীনারদ গোস্বামী কহিলেন, হে ব্যাস! তুমি অন্যান্য পুরাণে, বেদান্ত সূত্রে, শ্রীমহাভারতে ধর্ম্ম অর্থকাম-মোক্ষ এই চারিটী অর্থ যেরূপ বিশদরূপে বর্ণন করিয়াছ, সেরূপ ভগবনের নির্ম্মল চিন্ময় লীলার উদয়চেষ্টা কর নাই। তজ্জনই তোমার নিজ ক্ষুদ্রতা নিবন্ধন তুষ্টি লাভ করিতেছ না। বদ্ধজীবের সম্বন্ধে সধর্ম্ম বলিয়া বর্ণাশ্রমের যে অতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছ, তাহাতে মহা ব্যতিক্রম হইয়াছে। ঐরূপ ঔপাধিক স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ হরিভজন করে এবং অপক্ক অবস্থায় পতিত হয়, তাহাতেই তাহার কি অভদ্র হইতে পারে? সেই ঔপাধিক স্বধর্ম্ম নিষ্ঠায় থাকিয়া যে হরিভজন না করিল, তাহাতেই বা তাহার কি দুর্ল্লভ অর্থলাভ হইল। এই উপদেশে জানা যায় যে, হরিভজন বিনা অন্য উপায় নাই। একান্ত নামাশ্রয়রূপ হরিভজনে জীবের সমস্ত লাভ হইয়া থাকে।

শ্রীব্যাসদেব এই ভক্তিযোগের সাহায্যে সহজ সমাধি আশ্রয় করিয়া ছিলেন। এই সমাধিকে সহজ শব্দে অভিহিত করার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মার পক্ষে কৃষ্ণ ভক্তিই অত্যন্ত সহজ। আত্মার নিত্য ধর্ম্ম বলিয়া তাহাকেই জৈব সহজ ধর্ম্ম বলা যায়। সহজধর্ম্মের প্রক্রিয়া এই।

জীব যে সময় দেখেন যে, কর্ম্মমার্গদ্বারা আমার কোন নিত্যলাভ হইবে না। অষ্টাদশ অবরকর্ম্ম যজ্ঞই হউক বা অষ্টাঙ্গ যোগাদি সুক্ষ্মযোগ-যজ্ঞই হউক ইহাতে আমার নিজ স্বধর্ম্ম যে কৃষ্ণ দাস্য তাহা কখনই লাভ হইবে না। আবার লিঙ্গশরীরের চেষ্টারূপ জড়ীয় জ্ঞান বা আধ্যাত্মিক চিন্মাত্রোদ্দেশক ক্ষুদ্রজ্ঞানেও আমার নিত্য লাভ হইবার সম্ভাবনা নাই। তখন অন্য উপায় না দেখিয়া সাধুগুরু-কৃপায় জীব ক্রন্দন করিয়া বলেন, হে কৃষ্ণ! হে পতিতপাবন! আমি তোমার নিত্যদাস হইয়া সংসার সমুদ্রে পড়িয়া ক্লেশ পাইতেছি; প্রভো, কৃপা করিয়া আমাকে ভবদীয় চরণ ধুলিতে আশ্রয় দেও। তখন কৃপাময় প্রভু জীবকে স্বচরণে তুলিয়া লইয়া আদর করেন।

সরল পুলকাশ্রু সহকারে কৃষ্ণনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করিতে করিতে ভাব জীবন আসিয়া উদিত হয়। কৃষ্ণ হৃদয়ে বসিয়া হৃদয়ের সকল অনর্থ দূর করিয়া হৃদয়কে অমল করতঃ তাহাতে স্বীয় প্রেম কৃপাপূর্ব্বক অর্পণ করেন। এই অবস্থায় যাঁহাদের শরণাগতির অভাব হয়, তাঁহারা দম্ভ পূর্ব্বক নিজ চেষ্টায় কূটসমাধি অভ্যাসে, হৃদয়কে শুষ্ক করিয়া প্রেমলাভে বঞ্চিত হন। বিশেষ সতর্কতা সহকারে দৈন্য ও আত্মনিবেদন দ্বারা হৃদয়ে কৃষ্ণকে আনিতে হয়। তখন জড়ীয় যুক্তি চেষ্টা একবারে দূরীভূত হইয়া আত্ম-চক্ষু উন্মীলিত হইলে ভগবত্তত্ত্ব দর্শন হয়। অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ ও সৎসঙ্গে আদর থাকিলে এই কার্য্যে নির্ব্বন্ধিনী মতি জন্মিয়া নিষ্ঠাদিক্রমে ভাবোদয় হয়। কুটিল অন্তঃকরণ ব্যক্তির কুমার্গগতিই অবশ্যম্ভাবী।

প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি সরলভাবে সাধুসঙ্গে কেবল নিরন্তর কৃষ্ণনাম করিয়া থাকেন। ভক্তির অন্যান্য অঙ্গে তাঁহাদের রুচি হয় না। নামে চিত্তের একাগ্রতা অল্পদিনে সাধিত হইলে অনায়াসে যম, নিয়ম, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহারের ফল উদিত হয়। তত্তদঙ্গ কিছু না করিয়াও নামের কৃপায় চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ ফল ঘটিয়া থাকে। চিত্ত যত নির্ম্মল হয়, ততই অপ্রাকৃত জগতের বৈচিত্র উদিত হয়। তাহাতে এত সুখ হয় যে, অন্য কোন উপায়ে সে সুখের কণাও লাভ করিতে পারা যায় না। কৃষ্ণকৃপা ব্যতীত জীবের কোন বাঞ্ছনীয় ধন নাই।

নাম চিন্ময় বস্তু। নামের সদৃশ জ্ঞান, নামের সদৃশ ব্রত, নামের সদৃশ ধ্যান, নামের সদৃশ ফল, নামের সদৃশ ত্যাগ, নামের সদৃশ শম, নামের সদৃশ পুণ্য, নামের সদৃশ গতি আর কুত্রাপি নাই। নামই পরমা মুক্তি, নামই পরমা গতি, নামই পরমা শান্তি, নামই পরমস্থিতি, নামই পরমা ভক্তি, নামই পরমা মতি, নামই পরমা প্রীতি, নামই পরমা স্মৃতি, ইহা নিশ্চয় করিয়া জানিবে। নামই জীবের কারণ, নামই জীবের প্রভু, নামই পরমারাধ্য বস্তু। নামই পরমগুরু।

বেদশাস্ত্রে নামের চিন্ময়ত্ব ও সর্ব্বতত্ত্বাধিকত্ব বর্ণন করিয়াছেন। হে ভগবন্, তোমার নাম বিচারপূর্ব্বক সর্ব্বোত্তম বলিয়া আমরা ভজনা করি। নামভজনে কিছুমাত্র নিয়ম নাই। নামসকল সৎকর্ম্মের অতীত। চিৎস্বরূপ বস্তু। তেজ-স্বরূপ প্রকাশক। সেই নাম হইতে সমস্ত বেদাদির আবির্ভাব হইয়াছে। পরমানন্দ-স্বরূপ অর্থাৎ পরমব্রহ্মস্বরূপ নামকে আমরা সুষ্ঠু ভজনা করিতে পারি। আত্মস্বরূপাপেক্ষা সুজ্ঞেয় নামই শোভনবিদ্যারূপ, সুতরাং সাধন ও সাধ্যবস্তুরূপে উক্ত। আপনি পরম পূজ্য, আপনার পদস্বরূপ আমরা ভূয়োভূয়ঃ সেই চরণারবিন্দে নমস্কার করি। (ভক্তগণ)আত্মশ্রেয়ঃ-সাধনের জন্য পরস্পর এই নামতত্ত্ব লইয়া বিচার করেন এবং ইহার মাহাত্ম্য ঘোষণা করেন। আপনার নাম চৈতন্যস্বরূপ জানিয়া তাঁহারা ধারণ করেন। আপনার যশঃকীর্ত্তন-স্বরূপ নামগানশ্রবণে আপনার ভক্তগণ সর্ব্বদা গান করেন। তাঁহারা তাহাতে পবিত্র হ'ন। নামই সৎ। সত্যস্বরূপ বেদের মাতা সারভূত সচ্চিদানন্দঘন। "হে বিষ্ণো! তোমায় স্তব করিতে আমরা নামের কৃপায় সমর্থ হই। কেবল তোমার নামই ভজনা করিব।" শ্রীমহাপ্রভু নামের মাহাত্ম্য বলিয়াছেন নিজ শিক্ষাষ্টকে। নামে যেরূপ ভজনক্রম আছে, তাহাও অষ্টশ্লোকে আভাস দিয়াছেন। দশটী নামাপরাধ পরিত্যাগপূর্ব্বক নামভজন করিতে হইলে 'তৃণাদপি সুনীচেন' শ্লোকের দ্বারা তাহার লক্ষণ বলিয়াছেন। অহৈতুকী ভক্তির সহিত নামভজন করিতে হয়, তাহাও 'ন ধনং ন জনং' শ্লোকে বলিয়াছেন। বিজ্ঞপ্তি কিরূপ হয়, তাহা 'অয়ি নন্দতনুজ' শ্লোকে বলিয়াছেন। ব্রজভজনে যেরূপ সম্ভোগ-বিপ্রলম্ভরসে শ্রীমতীর অনুগত হইয়া ভজন করিতে হয়, তাহা শেষ দুই শ্লোকে বলিয়াছেন। শাস্ত্রে নামের মাহাত্ম্য এত বলিয়াছেন যে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকে সে সকল বলিতে গেলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ন্যায় গ্রন্থ বৃহৎ হইয়া পড়ে। আমরা নামের মাহাত্ম্য আর অধিক না বলিয়া এখন নামের ভজন-প্রণালী কিঞ্চিৎ বলিব।

প্রেমারুরুক্ষু পুরুষগণ নামভজনে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্ব হইতেই কএকটী কথা স্মরণ করিয়া রাখেন। প্রথমতঃ তাঁহারা নিশ্চয় জানেন যে, কৃষ্ণস্বরূপ, কৃষ্ণনামের স্বরূপ, কৃষ্ণ-সেবার স্বরূপ, কৃষ্ণদাসের স্বরূপ নিত্যমুক্ত, চিন্ময়। কৃষ্ণ ও তদীয় ধাম ও লীলা-পরিকর সমস্ত চিন্ময় ও মায়াতীত। সেবা-সম্বন্ধে কিছুমাত্র প্রাকৃত নাই। কৃষ্ণের পীঠ, গৃহ, উদ্যান, বন, যমুনা এবং সমস্ত দ্রব্যই চিন্ময়; সুতরাং অপ্রাকৃত। তাঁহারা আরও জানেন যে, এই বিশ্বাস জড়ীয় অন্ধ বিশ্বাস নয়। এই বিশ্বাস পরম সত্য ও নিত্য। এ জগতে এই সকলের স্বরূপ বস্তুতঃ প্রকাশ পায় না। তত্তদভিমান শুদ্ধ-ভক্তের হৃদয়ে স্বরূপতঃ নিত্য থাকিতে পারে। এখানে সাধনের ফলই স্বরূপসিদ্ধি। যাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধি হয় তাঁহাদিগের অবিলম্বে কৃষ্ণ-কৃপায় বস্তুসিদ্ধি হইয়া উঠে। এখানে সেই পরমসিদ্ধ বস্তুর আভাসমাত্র সাধনফলে উদিত হয়। ইহার প্রাথমিক প্রথাই মুক্তি। চরম প্রথা প্রেম।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

"আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্
শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ।"

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

একাদশীব্রত

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[১]

শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, একাদশী ইত্যাদি সমস্তই অর্চ্চন-ভক্ত্যঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীভগবৎপ্রীত্যর্থ বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ বৈষ্ণবমাত্রেরই ঐ সকল ব্রতপালনের নিত্যতা এবং অকরণে প্রত্যবায় শাস্ত্রে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এস্থলে একাদশীব্রত সম্বন্ধে শাস্ত্রসিদ্ধান্ত সঙ্কলিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ১৫।৮-১০) কথিত হইয়াছে—

"একদিন মাতার পদে করিয়া প্রণাম।
প্রভু কহে,—মাতা মোরে দেহ এক দান॥
মাতা বলে,—তাই দিব, যা তুমি মাগিবে।
প্রভু কহে,—**একাদশীতে অন্ন না খাইবে**॥
শচী কহে,—না খাইব, ভালই কহিলা।
সেই হৈতে একাদশী করিতে লাগিলা॥"

আমাদের দেশে বিধবা স্ত্রীলোকগণই ব্রহ্মচারিব্রতে অবস্থিতা হইয়া একাদশ্যুপবাসাদি ব্রত পালন করিয়া থাকেন, সধবা স্ত্রীলোকগণের পক্ষে একাদশ্যুপবাস নিষিদ্ধ, সধবারা একাদশীতে উপবাস করিলে স্বামীর অকল্যাণ হয়, এইরূপ একটি ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তিনী হইয়া গৃহলক্ষ্মীগণ অনেকেই একাদশীব্রতপালনে উদাসীন হন। অনেক ক্ষেত্রে আবার ইহাও শুনা যায়,—সস্ত্রীক ধর্ম্ম আচরণই বিধি, তদনুসারে স্বামীর আচরণের সহ-গামিনী হওয়াই সহধর্ম্মিণী স্ত্রীর কর্ত্তব্য, স্বামী উপবাস করিলে স্ত্রী হয়ত তাহার অনুবর্ত্তন করিতে পারেন, কিন্তু স্বামী উপবাস না করিলে স্ত্রীর তাহা করিবার প্রয়োজন কি? ইহাতে বক্তব্য এই যে, ভক্তি আত্মার নিত্যবৃত্তি, তাহাতে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে স্ত্রীপুরুষ বিধবা সধবা— সকলেরই অধিকার আছে—'ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা' আর 'কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার'—ইহা শাস্ত্র ও মহাজনবাক্য। স্বামী এই ভক্তিবিষয়ে পূর্ব্বেই শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইলে স্ত্রীর তদ্বিষয়ে শ্রদ্ধা উৎপাদনের যত্ন করিবেন অথবা স্ত্রী পূর্ব্বেই ভক্তিমতী হইলে স্বামীকে তৎপ্রতি শ্রদ্ধান্বিত করিবার যত্ন করিবেন। এইরূপ স্বামী-স্ত্রী পরস্পরে সহানুভূতিবিশিষ্ট হইয়া গৃহে গৃহে ভক্তি-সদাচার প্রবর্ত্তনের বিচার বরণ করিলে গৃহ পরম পবিত্র-ভাবময়, মঙ্গলময়, শান্তিময় স্থান হইয়া উঠিবে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২শ বিলাস ধৃত আগ্নেয়ে উক্ত হইয়াছে—

গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নির্যতিস্তথা।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥

ঐ পাদ্মোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবপার্ব্বতীসংবাদে—(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩০)

বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ স্ত্রীণাঞ্চ বরবর্ণিনি।
একাদশ্যুপবাসস্তু কর্ত্তব্যো নাত্র সংশয়ঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩০)

ঐ বৃহন্নারদীয়ে একাদশীব্রতারম্ভে—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্।
মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৬)

ঐ নারদীয়ে রুক্মাঙ্গদ রাজা ডঙ্কাবাদ্যদ্বারা স্বীয় রাজ্য-মধ্যে ঘোষণা করেন যে—

অষ্টবর্ষাধিকো মর্ত্ত্যো হ্যশীতির্নৈব পূর্য্যতে।
যো ভুঙ্‌ক্তে মামকে রাষ্ট্রে বিষ্ণোরহনি পাপকৃৎ।
স মে বধ্যশ্চ নির্ব্বাস্যো দেশতঃ কালতশ্চ মে।
এতস্মাৎ কারণাদ্ বিপ্র একাদশ্যামুপোষণং।
কুর্য্যান্নরো বা নারী বা পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।৩২)

ঐ কাত্যায়নস্মৃতিতে—

বিধবা বা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশীদিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতং নশ্যেদ্ ভ্রূণহত্যা দিনে দিনে॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৮)

ঐ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—

সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥
(হঃ ভঃ বিঃ ১২।১৯)

অগ্নিপুরাণে বলিতেছেন—'গৃহী, ব্রহ্মচারী, সাগ্নিক (অগ্নিহোত্রী), যতি—ইঁহারা কেহই উভয় পক্ষের একাদশীতে ভোজন করিবেন না।' পাদ্মোত্তরখণ্ডে শিব-পার্ব্বতী সংবাদে উক্ত হইয়াছে—হে সুন্দরি! চতুর্ব্বর্ণ, চতুরাশ্রম এবং স্ত্রী—সকলেই একাদশীর উপবাস করিবে, ইহাতে সংশয় নাই। বৃহন্নারদপুরাণে একাদশীমাহাত্ম্যা-রম্ভে উক্ত হইয়াছে—'হে দ্বিজগণ, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণ এবং তাঁহাদের স্ত্রীগণ ভক্তিপূর্ব্বক বিষ্ণুপ্রিয়তম একাদশী-ব্রত করিলে, উহা তাঁহাদের মুক্তিপদ হয়।' নারদপুরাণে রুক্মাঙ্গদ রাজা ডঙ্কাবাদ্যদ্বারা স্বীয় রাজ্যে ঘোষণা করিলেন—যাহার অষ্টবর্ষের অধিক বয়স হইয়াছে আর অশীতিবৎসর পূর্ণ হয় নাই, এইরূপ মনুষ্য যদি আমার রাজ্যে হরিবাসরে ভোজন করে, সেই পাতকী আমার বধ্য অথবা বধের অযোগ্য হইলে চিরকালের জন্য দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইবে। হে দ্বিজ, এইজন্য নরনারী সকলেই উভয় পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবে। কাত্যায়ন-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—'যে নারী বিধবা হইবে সে একাদশী দিনে ভোজন করিলে তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় এবং প্রতিদিনে ভ্রূণহত্যার পাতক হয়।' বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে—'ভক্তিযুক্ত মানব পুত্র, ভার্য্যা ও নিজজনের সহিত উভয়পক্ষের একাদশীতে উপবাস করিবেন।'

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উপরি উক্ত 'গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ ইত্যাদি' শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—

"এবং সর্ব্বৈরেব সদোপবাসঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যধিকারং নির্ণয়ন্ প্রথমং চতুর্ণামপ্যাশ্রমিণাং তত্রাধিকারং দর্শয়তি গৃহস্থ ইতি। পূর্ব্বঞ্চ (১২।৬) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতামিত্যনেন যথাগ্রে চ (১২।৩২) কুর্য্যান্নরো বা নারী বা ইত্যনেন চতুর্ব্বর্ণানামন্ত্যজানাং যোষিতাঞ্চাধিকারো দর্শিতঃ। তত্র চ বিশেষতঃ। (১২।১৮) 'বিধবা যা ভবেন্নারীত্যাদিনা বিধবায়াঃ তথা (১২।১৯) সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চেত্যাদিনা সধবায়া অপি তত্রাধিকারো লিখিতঃ। তচ্চোক্তং মনুনা—নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞো ন ব্রতং নাপ্যুপোষণমিতি। বিষ্ণুনাপি—পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ। আয়ুঃ সা হরতে ভর্ত্তু-র্নরকঞ্চৈব গচ্ছতীতি। তচ্চ ভর্ত্রাদ্যননুমতোপবাসকর্ত্তৃ-স্ত্রীবিষয়ং জ্ঞেয়ম্। অতএবোক্তং শঙ্খলিখিতাভ্যাং—কামং ভর্ত্তুরনুজ্ঞয়া ব্রতোপবাসাদীনারভেদিতি। অথবা বৈষ্ণবেতর স্ত্রীবিষয়ং তদিতি মন্তব্যম্। (১২।১৯) সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেদিত্যাদি-বচনাৎ শ্রীরুক্মাঙ্গদাদিব্যবহারশ্রবণাচ্চেতি দিক্।"

—এই প্রকার সকলেরই সর্ব্বদা উপবাস কর্ত্তব্য, এবিষয়ে অধিকার নির্ণয় করিয়া প্রথমে চারি আশ্রমীর তদ্‌বিষয়ে অর্থাৎ একাদশ্যুপবাস-বিষয়ে অধিকার দেখাইবার জন্য 'গৃহস্থ' এই শ্লোকটি বলিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত (১২।৬) ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও তাঁহাদের যোষিদ্‌গণের ইহাদ্বারা এবং পরে উক্ত (১২।৩২) নর বা নারী উপবাস করিবে ইত্যাদি উক্তিদ্বারা চারিবর্ণ, অন্ত্যজ এবং যোষিদ্‌গণেরও অধিকার দর্শিত হইয়াছে। তথায় বিশেষতঃ (১২।১৮) শ্লোকে যে নারী বিধবা হইবেন ইত্যাদি উক্তি দ্বারা বিধবাগণের এবং (১২।১৯) শ্লোকে সপুত্র ও সভার্য্যা ইত্যাদি উক্তিদ্বারা সধবাগণেরও উপবাসে অধিকার লিখিত হইয়াছে। তবে যে 'শ্রীমনু' স্ত্রীগণের পৃথক্ যজ্ঞ, পৃথক্ ব্রত বা উপবাস নাই ইত্যাদি বলিয়াছেন এবং 'শ্রীবিষ্ণু'ও পতি জীবিত থাকিতে যে নারী উপবাস ব্রত আচরণ করেন, তিনি তাঁহার স্বামীর আয়ুঃ হরণ করেন এবং পরিশেষে নরকগতি লাভ করেন ইত্যাদি উক্তি করিয়াছেন, এই সকল উক্তি যে

নারীগণ তাঁহাদের স্বামীর অনুমতি না লইয়া উপবাসাদি ব্রত আচরণ করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে জানিতে হইবে। এজন্য মুনিবর শঙ্খও লিখিয়াছেন—স্বামীর অনুমতিক্রমেই স্বেচ্ছানুরূপ ব্রতোপবাসাদিতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। অথবা এই সকল বিধি-নিষেধপর উক্তি বৈষ্ণবেতর স্ত্রীবিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে, যাঁহারা সদ্গুরুপাদাশ্রিত হইয়া বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ও বিষ্ণুপূজাপর হইয়াছেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ইহা নহে। ১২।১৯ শ্লোকে পুত্র, ভার্য্যা ও স্বজনগণের সহিত ভক্তি-সংযুক্ত হইয়া একাদশীতে উপবাসাদি করিবে ইত্যাদি বচন ও মহারাজ রুক্মাঙ্গদাদিব্যবহার শ্রবণ হইতে **ইহাই সিদ্ধান্তিত হয় যে, বিষ্ণু মন্ত্রে দীক্ষিত কি সধবা কি বিধবা সকল স্ত্রীর পক্ষেই একাদশীর উপবাস অবশ্য কর্ত্তব্য।**

বিশেষতঃ একাদশ্যুপবাসের অবশ্য কর্ত্তব্যতাসম্বন্ধে সমস্ত শাস্ত্রই বিশেষভাবে বিধি প্রদান করায় তদুল্লঙ্ঘন-জন্য মহান্ প্রত্যবায় অনিবার্য্য। শ্রীভগবান্ও তাঁহার শ্রীমুখে তারস্বরে বলিয়াছেন—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"

স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর পিতা শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের প্রকটলীলাকালেই নিজ মাতৃদেবীকে উপলক্ষ্য করিয়া আমাদিগের সকল জননী ও ভগ্নীবৃন্দকেই এই একাদশী-ব্রত-পালন শিক্ষা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সধবারাও এই ভক্তিব্রতপালন করিলে স্বামীর অকল্যাণের পরিবর্ত্তে নিত্যকল্যাণই লাভ হইবে, ইহা অবিসংবাদিত সত্য বলিয়া জানিতে হইবে।

একাদশী শ্রীহরির অত্যন্ত প্রিয় তিথি বলিয়া উহা 'হরিবাসর' সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হয়। শাস্ত্রে এতদুপলক্ষ্যে ত্রিরাত্র উপোষণের ব্যবস্থা আছে অর্থাৎ দশমীতে মধ্যাহ্নে হবিষ্যান্ন গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রে উপবাস, একাদশী দিবসে দিবারাত্র উপবাস এবং দ্বাদশীতে যথাসময়ে পারণবিধি অনুসারে পারণপূর্ব্বক দশমীদিবসের ন্যায় দিবাভাগে হবিষ্যান্ন গ্রহণপূর্ব্বক রাত্রে উপবাস—ইহাকেই ত্রিরাত্র উপবাস বলে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে (১২।১১) এসম্বন্ধে শ্রীবৃহন্নারদীয় বাক্য উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে—

উপবাস ফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ ভক্তচতুষ্টয়ম্।
পূর্ব্বাপরদিনে রাত্রৌ নাহর্ন্নক্তঞ্চ মধ্যমে॥

অন্যত্র চ—

সায়মাদ্যন্তয়োরহ্নোঃ সায়ং প্রাতশ্চ মধ্যমে।
উপবাসফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ভক্তচতুষ্টয়ম্॥

অর্থাৎ উপবাসের ফলপ্রার্থী ব্যক্তি চারিটি ভোজন পরিত্যাগ করিবে। পূর্ব্বদিনের রাত্রির ভোজন ১ পরদিনের রাত্রির ভোজন ২ মধ্যদিনের দিবাভোজন ও রাত্রি ভোজন ৩-৪ এই চারি ভোজন পরিত্যাগ করিবে। ঐ বৃহন্নারদীয়ে অন্যত্রও কথিত হইয়াছে—উপবাসফলপ্রার্থী ব্যক্তি পূর্ব্বদিবস ও পরদিবসের সায়ং ভোজন অর্থাৎ রাত্রি-ভোজন এবং মধ্যদিনের প্রাতর্ভোজন ও সায়ংভোজন অর্থাৎ দিবা-ভোজন ও রাত্রি-ভোজন বর্জ্জন করিবে। পরমভক্ত মহারাজ অম্বরীষ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাবাসনায় আত্মতুল্য মহিষীর সহিত সম্বৎসর যাবৎ দ্বাদশী-ব্রত ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রতান্তে কার্ত্তিক মাসে একদিন মহারাজ অম্বরীষ ত্রিরাত্র উপবাসের পর যমুনাতে স্নান করিয়া শ্রীব্রজমণ্ডলের দ্বাদশবনের অন্যতম মধুবনে শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেছিলেন। (এই মধুবনই ধ্রুবের তপস্যাস্থল।) (ভাঃ ৯।৪।৩০শ্লোক দ্রষ্টব্য।) শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

"তস্য স্বায়ুঃ পর্য্যন্তমেকাদশীব্রতনিষ্ঠত্বেঽপি সম্বৎসর-মাত্রং তু মথুরায়ামেবৈকাদশীব্রতং কর্ত্তব্যমিত্যভিলাষ আসীদতস্তৎপূর্ত্তৌ সত্যাং ব্রতান্ত ইতি দশমীর্দ্বাদশ্যো-র্বিহিতেতরভোজনাভাবেন একাদশ্যাং নিরাহারত্বেন ত্রিরাত্র-মুপোষিতঃ।"

অর্থাৎ অম্বরীষ মহারাজ যে কেবল এক বৎসর-

মাত্র একাদশীব্রত পালন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে হইবে না। তাঁহার নিজ আয়ুষ্কাল পর্য্যন্ত সমগ্র জীবনব্যাপী একাদশীব্রতনিষ্ঠত্ব সত্ত্বেও একবার তিনি মথুরায় সম্বৎসরকালব্যাপী একাদশীব্রত পালন করিতে হইবে, এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ব্রতাচরণে প্রবৃত্ত হন। বৎসরান্তে ব্রতপূর্ত্তিকালে উপরি উক্ত ভাবে ত্রিরাত্র উপবাস করিয়াছিলেন। দ্বাদশীতে যথাবিধি শ্রীহরির পূজা ভোগরাগাদি সমাপনপূর্ব্বক সাধু ও ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া এবং তাঁহাদিগকে যথাশক্তি দান-ধ্যানাদি দ্বারা পরিতৃপ্ত করিয়া তাঁহাদের অনুমতিক্রমেই পারণ বিহিত।

শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে চতুঃ-ষষ্টিভক্ত্যঙ্গ মধ্যে ভক্তি-সাধকের ভক্তিরাজ্যে প্রবেশের ১০টি বিধি ও ১০টি নিষেধ রূপ বিংশতি অঙ্গের মধ্যে হরিবাসর সম্মানকে নবমাঙ্গরূপে ধরিয়াছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের বাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক একাদশ্যুপবাসে অবশ্য প্রয়োজনীয়তাও প্রদর্শন করিয়াছেন—

সর্ব্বপাপপ্রশমনং পুণ্যমাত্যন্তিকং তথা।
গোবিন্দস্মারণং নৃণামেকাদশ্যামুপোষণম্॥

অর্থাৎ শ্রীএকাদশীতে উপবাসদ্বারা উপবাসকারীর সমস্ত পাপবিনাশ, অতিশয় পুণ্যপ্রাপ্তি ও শ্রীগোবিন্দ-স্মৃতি হয়।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতা-মৃতের অনুভাষ্যে (চৈঃ চঃ আ ১৫।৯) শ্রীল জীব গোস্বামি-পাদের কএকটি শ্লোক উদ্ধার করিয়া লিখিয়াছেন—

"শ্রীজীব প্রভু ভক্তিসন্দর্ভে (২৯৯ সংখ্যায়)—স্কান্দে 'মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা। একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥' অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্ন পরিত্যাগ এব; তেষামন্ত-ভোজনস্য নিত্যমেব নিষিদ্ধত্বাৎ। আগ্নেয়ে—একাদশ্যাং ন ভোক্তব্যং তদ্ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ। তত্র তাবদস্য অবৈষ্ণবেঽপি নিত্যত্বম্। বৈষ্ণবগণ মহাপ্রসাদ ব্যতীত অন্য কোন দ্রব্য কোন দিন কোন সময়েই স্বীকার করেন না; কিন্তু একাদশী দিবসে মহাপ্রসাদ ত্যাগের নামই উপবাস।"

[অনেকের ধারণা—পুরীধামে একাদশী দিনে মহা-প্রসাদ সেবায় কোন বাধা নাই, এতৎ সম্বন্ধে আমাদের পরবর্ত্তী প্রবন্ধে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত গোস্বামী কৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থোক্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা রহিল।]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাশী দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে লক্ষ্য করিয়া বৈষ্ণবস্মৃতিসঙ্কলনোপদেশ প্রসঙ্গে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী॥
এই সবে বিদ্ধা ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন॥
সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ বচন।"
(চৈঃ চঃ মধ্য ২৪।৩৩৬-৩৩৮)

একাদশীতে বিদ্ধাত্যাগ-বিচার সম্বন্ধে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

একাদশীতে অরুণোদয়বিদ্ধা ত্যাগ এবং অন্য ব্রতে সূর্য্যোদয়বিদ্ধা-ত্যাগ করিয়া অবিদ্ধ ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধব্রত পালনে 'দোষ' এবং অবিদ্ধ ব্রতপালনেই 'ভক্তি' হয়। বিশেষ জানিতে হইলে হঃ ভঃ বিঃ ১২ ও ১৩ বিঃ দ্রষ্টব্য।" (চৈঃ চঃ ম ২৪।৩৩৭ অনুভাষ্য)

সূর্য্যোদয়ের দুই মুহূর্ত্ত বা চারিদণ্ড কাল বা ১ ঘণ্টা ৩৬ মিঃ পূর্ব্বে অরুণোদয়কাল ধরা হইয়া থাকে। একাদশীর পূর্ব্বতিথি দশমীর ঐ কালে সামান্য স্পর্শ থাকিলেও সারাদিন একাদশী থাকিলেও উহা উপবাস-যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না, পরন্তু একাদশীসংযুক্ত দ্বাদশীতেই উপবাস বিহিত হইবে। একমাত্র একাদশী-তেই অরুণোদয়বিদ্ধা বিচার হয়, জন্মাষ্টম্যাদিতে সূর্য্যোদয়-বিদ্ধা বিচার ধরা হয় অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ে সপ্তমী বিদ্ধা হইলে সেই দিন জন্মাষ্টমীর উপবাস হইবে না। আমরা এতৎ সম্বন্ধে শ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃতশাস্ত্রবাক্য উদ্ধার পূর্ব্বক বিদ্ধা সম্বন্ধে বিশদ বিচার আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।

একাদশী সম্বন্ধে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, আমরা তাহা পাঠকগণের অবগতির নিমিত্ত ক্রমশঃ লিপিবদ্ধ করিব।

কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের
বার্ষিক মহোৎসব

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরমারাধ্য আচার্য্যদেব শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম শাখা যশড়া (পোঃ চাকদহ, নদীয়া) শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব সম্পাদন পূর্ব্বক ১৭ই জুন তারিখে শ্রীধাম মায়াপুরস্থ মূল মঠে শুভ-বিজয় করেন। তথায় কএকদিন অবস্থান পূর্ব্বক পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ ও কতিপয় ব্রহ্মচারিসমভিব্যাহারে গত ১২ই আষাঢ় (ইং ২৭।৬।৬৫) রবিবার কৃষ্ণনগর মঠে শুভবিজয় করিয়া ১৩ই আষাঢ় সন্ধ্যায় শ্রীমঠের বার্ষিক মহোৎসবের অধিবাসকীর্ত্তনোৎসব সম্পাদন করেন। এই দিবস দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতেও ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সম্পাদক স্বয়ং, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীবলরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীসুকুমার বসু প্রমুখ কতিপয় গৃহস্থ ভক্ত উৎসবে যোগদান করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যান্য শাখা হইতেও কতিপয় ব্রহ্মচারী এবং বিভিন্ন স্থান হইতে মঠাশ্রিত বহু গৃহস্থ পুরুষ ও মহিলা ভক্ত এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

১৩ই আষাঢ় হইতে ১৫ই আষাঢ় পর্য্যন্ত দিবসত্রয়-ব্যাপী উৎসব বিঘোষিত হইলেও ১৬ই আষাঢ় পর্য্যন্ত উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের অনুষ্ঠান-পঞ্জী অনুসারে পূর্ব্বাহ্ণ, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও সায়াহ্নে বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্য-মন্দিরে সভার অধিবেশন হয়। এই সভায় পরমারাধ্য আচার্য্যদেব, শ্রীল পরমহংস মহারাজ, শ্রীল পুরী মহারাজ ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সম্পাদক বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারী শ্রীবলরাম দাস প্রমুখ ভক্তবৃন্দের কীর্ত্তন হয়। অদ্যও শ্রীল গুরুমহারাজ ও শ্রীল পুরী মহারাজ মঠমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা ও তথায় হরিকীর্ত্তনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে কিছু বলেন।

১৪ই আষাঢ় (ইং ২৯।৬।৬৫) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা-মন্দিরমার্জ্জন, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবতিথিপূজা-মহোৎসব বাসরেই কৃষ্ণনগরস্থ শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথজিউ শ্রীবিগ্রহগণ প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, এই-জন্য এই পরমপবিত্র বাসরেই শ্রীমঠের বার্ষিক সাধারণ মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ বৎসর এই দিবস প্রত্যূষে মঙ্গলারাত্রিক ও উষঃকীর্ত্তনান্তে পূজ্যপাদ আচার্য্য-দেবের ইচ্ছানুসারে শ্রীল পুরী মহারাজ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১২শ অধ্যায় হইতে গুণ্ডিচামন্দিরমার্জ্জনলীলা ও তৎশিক্ষা[illegible] পাঠ করেন। সান্ধ্য অধিবেশনেও পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ ও তন্নির্দ্দেশানুসারে শ্রীল পুরী মহারাজ শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনরহস্য, শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের জীবন-ভাগবত আলোচনা করেন। পূর্ব্বাহ্ণ ও মধ্যাহ্নেও মঠসম্পাদক বহুক্ষণ কীর্ত্তন করেন ও হরিকথা বলেন। মাধ্যাহ্নিক ভোগা-রাত্রিকের পর সহস্রাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়। এই দিবস মধ্যাহ্নে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত প্রবীণ ভক্ত বগুড়ার প্রসিদ্ধ য়্যাড্‌ভোকেট্ (অধুনা নবদ্বীপবাসী) শ্রীযুত সৌরেন্দ্র

নাথ সরকার মহোদয় এই উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক আমাদিগকে প্রচুর আনন্দ দান করেন।

১৫ই আষাঢ় বুধবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা দিবস অত্রস্থ শ্রীমঠের শ্রীবিগ্রহগণেরও রথারোহণে নগর পরিভ্রমণের কথা ছিল। কিন্তু শ্রীভগবদিচ্ছায় অহোরাত্র-ব্যাপী অত্যধিক বর্ষার জন্য রথ বাহির করা সম্ভব হয় নাই। ১৬ই আষাঢ় অপরাহ্ণে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোপী-নাথজিউ বিরাট্ সংকীর্ত্তনশোভাযাত্রাসহ বিচিত্র বস্ত্রাভরণমণ্ডিত সুরম্য রথারোহণে নির্ব্বিঘ্নে প্রায় সমগ্র নগর পরিভ্রমণ করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

বুধবার প্রাতে মঙ্গলারাত্রিক কীর্ত্তনাদির পর মঠ-সম্পাদক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৩শ ও ১৪শ পরিচ্ছেদ হইতে রথযাত্রাপ্রসঙ্গ পাঠ করেন। তৎপর মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিককাল পর্য্যন্ত অবিশ্রান্ত কীর্ত্তন চলিতে থাকে। সন্ধ্যারাত্রিকের পর সভার সান্ধ্য অধিবেশনে প্রথমে পরম পূজ্যপাদ শ্রীল পরমহংস মহারাজ ও তৎপর পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীগৌরানুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-রহস্য এবং শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্য লীলাভেদে রসতারতম্য বিচার বিশ্লেষণ-মুখে ব্রজলীলারসমাধুর্য্যের অসমোর্দ্ধবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে অপূর্ব্ব শ্রোত্রমনোভিরাম ভাষণ প্রদান করেন। সভার উপক্রম ও উপসংহারে ব্রহ্মচারী বলরামজীর কীর্ত্তনও খুব হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

১৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীশ্রীস্বরূপ দামোদর প্রভুর তিরোভাব তিথিপূজা। বৈষ্ণবস্মৃতিনির্দ্দেশানুযায়ী বিদ্ধা বিচারানুসারে গতকল্য প্রতিপদ্‌বিদ্ধা দ্বিতীয়া থাকায় আমাদের শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জীতে অদ্যই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তিসময়ে শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ব্যবস্থাপক পণ্ডিতমণ্ডলীর মত ও ব্যবস্থা আনাইয়া আমরাও তদনুযায়ী নিমন্ত্রণপত্রাদিতে শ্রীপুরীধামের বিচারানুসারে গতকল্য রথযাত্রার দিন ঘোষণা করিয়াছিলাম। কিন্তু সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের ইচ্ছা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রা। আমরা অদ্য সংবাদপত্রযোগে জানিতে পারিলাম কতকগুলি অনিবার্য্য কারণে গতকল্য উড়িষ্যার শ্রীজগন্নাথদেবের রথ টানা হয় নাই। অদ্য লীলাপুরুষোত্তম শ্রীগোপীনাথের অঘটন-ঘটনপটীয়সী ইচ্ছায় পূর্ব্বাহ্ণে মন্দ মন্দ বৃষ্টি হইতে থাকিলেও মধ্যাহ্নে তাহা বেশ থামিয়া যায়। তখন ভক্তগণের বিপুল জয়োল্লাসমধ্যে ভক্ত শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী মহাশয় অন্যান্য ভক্তমণ্ডলীর সহায়তায় অদম্য উৎসাহে রথসজ্জা আরম্ভ করিয়া দেন। পরমারাধ্য শ্রীল আচার্য্যদেব কালবেলা বারবেলার পূর্ব্বেই অগণিত ভক্তের জয়ধ্বনিমধ্যে শ্রীবিগ্রহগণের 'ভিতর বিজয়' (চৈঃ চঃ ম ১৪।২৪৪) সম্পাদন করাইয়া যথাসময়ে তাঁহাদিগকে রথারোহণ করান। যাত্রার প্রাক্কালে রথারূঢ় শ্রীভগবানের ভোগরাগ ও আরাত্রিক যথাবিধি সম্পাদিত হয়। শ্রীমঠের নামলিখিত পতাকা ও অন্যান্য পতাকাধারী ভক্তবৃন্দ এবং ব্যাণ্ডপার্টি অগ্রে, তৎপশ্চাৎ সঙ্কীর্ত্তন-কারিভক্তবৃন্দসহ ত্রিদণ্ডিপাদগণ, তৎপশ্চাৎ শ্রীভগবানের রথ, উভয়পার্শ্বে রথের রজ্জু আকর্ষণকারী অগণিত পুরুষ ও মহিলাভক্তবৃন্দ —এই ভাবে শোভাযাত্রা সংগঠিত হয়। অগণিত বালকবৃন্দের মুহুর্মুহুঃ জয়ধ্বনি ও নর্ত্তনোল্লাসসহ সারাপথ রথের রজ্জু-আকর্ষণ দৃশ্য খুবই আনন্দপ্রদ হইয়াছিল। মঠবাসিভক্তবৃন্দের উদ্দণ্ড নর্ত্তন-সহকারে মৃদঙ্গবাদন ও বিভিন্ন হৃৎকর্ণরসায়ন সুরে শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তন দর্শনে ও শ্রবণে রসবিশেষভাবনা-চতুর ভক্তমাত্রেরই হৃদয়ে নিঃসংশয়ে ইহাই অনুভূতির বিষয় হইয়াছে যে, অদ্যকার এই রসোল্লাসপরিবেশের পরিচালক রথারূঢ় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকাগোপীনাথ স্বয়ংই। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভক্তবৎসল ভগবান্—'ভক্তিপ্রিয় মাধব' আজ তাঁহার পরম প্রিয়তম নিজজন—অস্মদীয় আচার্য্যদেব ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণু-পাদের মনোহভীষ্ট অভাবনীয়ভাবে পূরণ করিলেন—মহা নৈরাশ্যের মধ্যেও আমাদের আশা পূর্ণ করিয়া

দিলেন। আকাশের অবস্থা অতি সুন্দর, রাস্তা বেশ শুষ্ক, রথ টানার কোনই অসুবিধা হয় নাই। রথ গোয়াড়ীবাজার হইতে যাত্রা করিয়া রাজবাড়ী ঘুরিয়া শ্রীভাগবতপ্রেসের সম্মুখ দিয়া হাসপাতাল বাজার হইয়া প্রধান প্রধান রাজপথ ভ্রমণ পূর্ব্বক গোয়াড়ী-বাজারস্থ শ্রীমঠে পৌঁছিলে যে সহস্র কণ্ঠোত্থ জয়ধ্বনিসহ আনন্দকোলাহল উত্থিত হইল, তাহা ভাষাদ্বারা অবর্ণনীয়। রথোপরি ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদির পর শ্রীবিগ্রহগণ মন্দিরাভ্যন্তরে বিজয় করিয়া সিংহাসনারূঢ় হইলে পুনরায় সান্ধ্য আরাত্রিক সম্পাদন করা হয়। অতঃপর শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাট্যমন্দিরে পূর্ব্ববৎ সভার অধিবেশন হয়। কীর্ত্তনাদির পর পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজে ইচ্ছায় মঠসম্পাদক ও শ্রীল পুরী মহারাজ অদ্যকার বিষয় সম্বন্ধে কিছু কিছু বলেন। অতঃপর শ্রীল গুরু মহারাজ যাঁহাদের অদম্য উৎসাহমণ্ডিতা প্রাণ-অর্থবুদ্ধিবাক্যময়ী সেবাচেষ্টায় এই উৎসবটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দররূপে সাফল্যমণ্ডিত হইল, তাঁহাদের সকলের প্রতিই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। মঠরক্ষক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ এবং তৎসহায়ক শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীপুলিন বিহারী ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, ভক্ত শ্রীসোমনাথ দাস ও শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক প্রমুখ মঠবাসিভক্তবৃন্দও তাঁহাদের প্রাণময়ী সেবাচেষ্টার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্মের বিশেষ আশীর্ব্বাদভাজন হন। উপসংহারসঙ্গীত কীর্ত্তিত হইলে বিপুল জয়ধ্বনির মধ্যে সভাভঙ্গ হয়। রাত্রিতে পুনরায় বৃষ্টি হইলেও তাহাতে সেবাকার্য্যের বিশেষ কোন অসুবিধা হয় নাই।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুমহারাজ কএকদিবস শ্রীমঠে অবস্থান পূর্ব্বক ৫ই জুলাই তারিখে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শুভবিজন করেন। তাঁহার শুভাগমনে মঠ সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তনমুখরিত। বহু সুকৃতিমন্ত শুশ্রূষু সজ্জন তাঁহার শ্রীমুখামৃতদ্রবসংযুত কৃষ্ণকথামৃত পানের সৌভাগ্য বরণ করিতেছেন।

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণান্তর গৌরবাণী-প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত শ্রীপাদ দীনবন্ধুদাস ব্রহ্মচারী কায়মনোবাক্যে একান্তভাবে শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা মানসে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বেষ গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে গত ৩ চৈত্র, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ, ১৭ মার্চ্চ, ১৯৬৫ বুধবার শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি বাসরে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাকে কৃপাপূর্ব্বক ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ প্রদান করেন। তদবধি তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-সম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ নামে খ্যাত হন। ইনি নেপালদেশ হইতে আগমন করতঃ বিগত ১৯৪৬ সালের জুন মাসে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করতঃ আকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীরূপে দীর্ঘকাল মঠের প্রচুর সেবা করিয়াছেন। সরল অন্তঃকরণের জন্য তিনি শ্রীল আচার্য্য-দেবের কৃপার ভাজন হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণান্তর ইনি শ্রীমায়াপুর হইতে উত্তরবঙ্গে ও আসাম প্রচার-ব্যপদেশে বহির্গত হইয়াছেন এবং পরমোৎসাহের সহিত সর্ব্বত্র শ্রীগৌরবাণী প্রচার করিতেছেন।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—অসাধুকে সাধু মনে করা কি অপরাধ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। সাধুকে চোর বলা যেমন অন্যায়, চোরকে সাধু বলাও তেমন অন্যায়। তাতে নিজের ও পরের সর্ব্বনাশ হয়। অসাধুকে সাধুর আসনে বসা'লে সাধুকে অবমাননা করা হয়, ফলে নামাপরাধ হ'য়ে যায়। একবার যাঁর মুখে শ্রীনাম উচ্চারিত হন, তাঁর চরিত্রহীনতা থাক্‌তে পারে না—শ্রীনাম, মন্ত্র ও ভাগবতকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত কর্‌বার দুষ্প্রবৃত্তি তাঁর হ'তে পারে না—আচার-বিচাররহিত কদাচারী পাপাসক্ত লোককে গুরু মনে কর্‌বার দুর্ভাগ্য তাঁর হৃদয়ে স্থান পায় না,—কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলেই সমান, এ প্রকার ধারণা তিনি হৃদয়ে পোষণ করতে পারেন না। নামের আভাসেই পাপ, পাপবাসনা ও অবিদ্যা নষ্ট হ'য়ে থাকে। এই তিনটীর কোন একটী অন্তঃকরণে থাক্‌লে শুদ্ধনাম একবারও জিহ্বায় উচ্চারিত হয় নাই জান্‌তে হ'বে।

যাঁরা বুদ্ধিমান্ ও ভাগ্যবান্ তাঁরা দুঃসঙ্গকে সৎসঙ্গ বলেন না। তাঁরা দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে সৎসঙ্গই করেন। সাধু কৃপাময়, তিনি সাধু-উপদেশদ্বারা সরল প্রকৃতি জিজ্ঞাসুগণের সমস্ত ভক্তিপ্রতিকূল ধারণা বিনষ্ট ক'রে থাকেন।

মহাপ্রভু ব'লেছেন—'যাঁর মুখে একবার মাত্র কৃষ্ণ-নাম উচ্চারিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব।' এই কথার মর্ম্ম বুঝ্‌তে না পে'রে অনেক লোক মহা-অসৎ আউল বাউল-কর্ত্তাভজাদির নামাপরাধকে শুদ্ধনামের সহিত সমান মনে করেন। ইহাও একটী সাধারণ ভ্রম। চরিত্রহীন লোকের মুখে কখনও শ্রীনাম উচ্চারিত হন না। পরস্ত্রী-সঙ্গী কি কখন সাধু বা বৈষ্ণব হ'তে পারে?

মহাপ্রভুর উপদেশ—

'অসৎসঙ্গ ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥'

নামাপরাধকে শ্রীনামের সহিত সমান মনে কর্‌তে হ'বে না। দশটী নামাপরাধ বর্জ্জন ক'রে শ্রীনাম কর্‌বার উপদেশ মহাপ্রভু দিয়েছেন।

শ্রীনাম কি বস্তু জান্‌তে হ'বে। শ্রীনামকে শব্দসামান্য বুদ্ধিতে দর্শন করলে নাম হবে না। শ্রীনাম আমার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু নন্। তিনি আভিধানিক অচেতন শব্দ নহেন। তিনি শব্দব্রহ্ম। আমি তাঁকে নিয়মিত (Regulate) করতে পারি না। তিনি আমাকে Regulate (নিয়মিত) করবেন।

মহাপ্রভু বলেছেন—বরং বিষ খেয়ে ম'রে যাওয়া ভাল, তথাপি সংসারাসক্ত হওয়া উচিত নয়। সংসারাসক্ত বিষয়ী ও যোষিতের দর্শনই সংসারাসক্তি। এই কার্য্যটী অসাধুর। বিষয়ীর সঙ্গ, যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গ কর্‌লে অসৎসঙ্গ করা হয়। ঐ অসৎসঙ্গ অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ। যাঁরা বৈষ্ণবসদাচার গ্রহণ কর্‌বেন, তাঁরা অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ কর্‌বেন। স্ত্রীসঙ্গী ও কৃষ্ণের অভক্ত উভয়েই অসাধু। রোগ নিরাময় করতে হলে ঔষধের সহিত সুপথ্যও দরকার। কুপথ্য গ্রহণ করলে ঔষধের ক্রিয়া হয় না। অতএব যাঁরা মঙ্গল চান, তাঁদের অসৎসঙ্গ কুপথ্য সর্ব্বাগ্রে পরিত্যাজ্য।

অধোক্ষজ-সেবাভূমিকায় জড়কামের স্থান নাই। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা—এ তিনটীই যোষিৎ। এজন্য এ তিনটীর ভোগস্পৃহা দৃঢ়ভাবে পরিত্যাজ্য। সাধু-গুরু কৃপায় আমি 'ভগবৎসেবক, ভগবৎসেবাই আমার একমাত্র

কর্ত্তব্য'—এই জ্ঞান হ'লে আর জড়প্রতিষ্ঠালাভের ইচ্ছা জাগে না—কনককামিনী ভোগের স্পৃহা থাকে না। কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠার কবল হ'তে যিনি মুক্ত হ'য়েছেন, তাঁর মুখেই শুদ্ধনাম উচ্চারিত হয়। শুদ্ধসত্ত্বায়ই শুদ্ধনামের স্ফূর্ত্তি। কৃষ্ণনাম সাক্ষাৎ কামদেব। কাম ও কামদেব একসঙ্গে থাকে না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বিষয় কি ভাল জিনিষ ?

উত্তর—বরং বিষ খেয়ে মরা ভাল, তথাপি বিষয়ী ও বিষয়ের সঙ্গ করা উচিত নয়। হরিভজন আরম্ভ ক'রে যে ব্যক্তি বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হ'য়ে পড়ে, তার সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সাধু কি করেন ?

উত্তর—সাধুগণের কর্ত্তব্য হচ্ছে—জীবের যে সকল সঞ্চিত দুষ্ট বুদ্ধি আছে, তা ছেদন ক'রে দেওয়া। সাধু মানেই হচ্ছে—তিনি একটা খড়্গ হাতে নিয়ে যূপকাষ্ঠের নিকট দণ্ডায়মান রয়েছেন, মানুষের ছাগের ন্যায় যে বাসনা, সেই বাসনাকে বলি দিবার জন্য বাক্যাস্ত্ররূপ তীক্ষ্ণ খড়্গের দ্বারা। সাধু কা'রও তোষামোদ করেন না। সাধু যদি আমার তোষামুদে হন, তা'হলে তিনি আমার অমঙ্গলকারী—আমার শত্রু।

বৈষ্ণবগণের অসৎসঙ্গ কর্‌বার প্রবৃত্তি নাই, তবে অসৎসঙ্গিগণের মঙ্গলের জন্য বৈষ্ণবগণ বাক্যাস্ত্রের দ্বারা অসৎসঙ্গীদিগের অসৎপ্রবৃত্তি পরিহার করাইয়া তা'দিগকে সৎসঙ্গে আনয়ন করেন।

আমরা যদি নিষ্কপটে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করি, তা'হলে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার এক জন্মেই হ'বে।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীবিগ্রহ কি বস্তু ?

উত্তর—শ্রীবিগ্রহ অর্চ্চাবতার। 'প্রতিমা নহ তুমি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন'। আপনি শ্রীবিগ্রহ দেখ্‌বেন, পুতুল দেখ্‌বেন না। বদ্ধজীবের ন্যায় শ্রীবিগ্রহের দেহ-দেহীতে ভেদ নাই। শ্রীবিগ্রহ—সচ্চিদানন্দাকার পরম-কৃপাময় ভগবদবতার। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা কি ?

উত্তর—মধুররসে নন্দনন্দনের সেবাই সকল সাধন ও সাধ্যশ্রেষ্ঠ। নন্দনন্দনের উপাসনাই উপাসনার পরাকাষ্ঠা। গোপাললনাগণ নন্দনন্দনের ঐশ্বর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে কান্তরূপে বরণ করেন নাই, কৃষ্ণের কোন ঐশ্বর্য্য ব্রজরামাগণকে আকৃষ্ট করে নাই। কৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের স্বাভাবিকী প্রীতি। কৃষ্ণের সুখই তাঁহাদের একমাত্র অভিলাষ, সেই অহৈতুকী কামনাই কৃষ্ণকে কান্তরূপে বরণ করিয়াছে। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—চিত্তস্থির কর্‌বার সহজ উপায় কি ?

উত্তর—একমাত্র কৃষ্ণকীর্ত্তনের দ্বারাই মন নিগৃহীত হ'তে পারে। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদি-পন্থায় মনের সাময়িক শুদ্ধভাব পুনরায় প্রতিক্রিয়া আনয়ন ক'রে—অধিকতর চাঞ্চল্য-সাগরে পাতিত করে। এ বিষয়ে দীর্ঘকাল তপস্যারত হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশই মনের চাঞ্চল্য নিরাস কর্‌বার একমাত্র উপায়।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ব্রজপ্রেম কি উপায়ে লাভ হয় ?

উত্তর—ব্রজপ্রেম ব্রজবাসী গোপ-গোপীর দাস্য প্রাপ্তির ইচ্ছা করিয়া অর্জ্জন করিতে হইবে। ব্রজপ্রেম তু তেষাং গোপানাং গোপীনাঞ্চ দাস্যস্য প্রাপ্তুমিচ্ছয়া অর্জ্জয়েৎ সাধয়েৎ।

যে ভক্তিতে শ্রীনন্দনন্দনের ব্রজলীলার চিন্তা ও সংকীর্ত্তন প্রধানভাবে আছে, সেই ভক্তিদ্বারাই ব্রজপ্রেম লাভ হয়। বিশেষতঃ প্রিয়তম শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন হইতেই ব্রজপ্রেম উদিত হইয়া থাকে। নিজপ্রিয়তম নামকীর্ত্তন প্রেমের অন্তরঙ্গ সাধন।

শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি প্রীতিবিশিষ্ট কোন প্রেমিক ব্রজবাসী ভক্তের সঙ্গ হইলে এই ব্রজপ্রেম অতি সত্বর স্বয়ং প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে। শাস্ত্র বলেন—এই গোপনীয় বস্তু 'মাতৃজারবৎ গোপয়েৎ'।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ক্রীড়াভূমিতে নির্জ্জনে বাস করিয়া শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখে ভজন করিলে অতি শীঘ্র নিশ্চিতরূপে

রূপে প্রেম সিদ্ধ হয়। (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২১৭-২২০ টীকা)

সাধুগণ অনুতপ্তচিত্তে ক্রন্দনমুখে ব্যাকুল হইয়া ব্রজ-ভূমিতে সতত শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করেন।

ব্রজে বাস করিয়া ভজন করিলে শীঘ্রই ব্রজপ্রেম সিদ্ধ হয়। আর পুরীধামে বা অন্য ধামে বাস করিয়া ভজন করিলে বিলম্বে সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে। এজন্য সাধুগণ সশরীরে বা মানসে ব্রজবাস করিয়া ভজন করেন। ব্রজভূমি পৃথিবীর শ্রী ও কীর্ত্তিবর্দ্ধিনী ও সকলের সর্ব্বাভীষ্ট-সিদ্ধিদায়িনী। ব্রজভূমিতেই রাগমার্গের সাধকের সাধন সাধুপ্রকারে অতিশীঘ্র সম্পন্ন হইয়া থাকে।

(ঐ ২৪৩, ২৪৫, ২৫২, ২৫৩ টীকা)

কর্ম্ম-জ্ঞানাদি যাবতীয় সাধনকে অনাদর করিয়া কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তিনিষ্ঠাদ্বারা ব্রজপ্রেম লভ্য হয়। মহদ্‌গণ বলেন—কর্ম্মাচরণ দেখিলে ভক্তি-মহাদেবী দূরে গমন করেন, যাহাতে লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠা আছে, এরূপভাবে মন্ত্র-জপাদি করিলে ভক্তিদেবী হাস্য করেন, সমাধিযোগ হইতে ভক্তি বাহিরে অবস্থান করেন। একমাত্র দৈন্যই এই ভক্তির মূল বা পরম অবলম্বন।

(ঐ ২২১ টীকা)

প্রশ্ন—দৈন্য কাহাকে বলে ?

উত্তর—সর্ব্বসদ্‌গুণযুক্ত হইয়া বস্তুতঃ 'আমি কিছুই করিতে সমর্থ নহি'—এই বলিয়া নিজের প্রতি যে অধম অপকৃষ্ট বুদ্ধি হয়, তাহাকেই দৈন্য বলে।

সর্ব্বগুণান্বিত হইয়া এবং যথাযথ বিধি নিষেধ পালনাদি করিয়াও অহঙ্কারশূন্য এবং সংসারভয়াদি আলোচনা করিয়া রোদনাদির কারণ পরম ব্যাকুলভাবকেই পণ্ডিত-গণ দৈন্য বলেন।

প্রেম দৈন্যমূলক বলিয়া যত্নের সহিত দৈন্য রক্ষণীয়। কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা দৈন্যবিঘাতক কোন কিছু করা উচিত নয়।

পূর্ব্বোক্ত দৈন্য পুরুষপ্রযত্ন লৌকিক দৈন্য। বাস্তবিক দৈন্য প্রেমের পরিপাক অবস্থাতেই প্রকাশিত হয়। ভগবৎ-প্রসাদজ লোকাতীত বা পরমোত্তম দৈন্য ভগবদ্‌বিষয়ক ভাববিশেষের পরিপাক হইলে পরমনিষ্ঠাজন্য প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। প্রেম তারতম্যবশতঃ দৈন্যেরও তারতম্য হইয়া থাকে। (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২২২-২২৪ টীকা)

প্রশ্ন—প্রীতিহীন ভক্তি কি সুখকর হয় না ?

উত্তর—না। যেমন লবণ বিনা ব্যঞ্জন, ক্ষুধা ব্যতীত ভোজ্যসামগ্রী, অর্থবোধ ব্যতীত শাস্ত্রপাঠ, ফুলফল ব্যতীত উদ্যান সুখকর হয় না, প্রীতি বিনাও তদ্রূপ ভক্তি সুখকর হয় না। (বৃঃ ভাঃ ২।৫।২৩০ টীকা)

প্রশ্ন—দৈন্য ও প্রেম কি ব্রজেই সহজ লভ্য হয় ?

উত্তর—গোলোকপ্রাপক প্রেম দীনতা বিনা উদিত হইবে না। দৈন্য ও প্রেম ব্রজভূমিতে স্বতঃই উৎপন্ন হইয়া থাকে। এজন্য সাধুগণ তথায় সদা বাস করিয়া থাকেন।

শ্রীবৃন্দাবনাদি অরণ্য, শ্রীযমুনাদি নদী, শ্রীগোবর্দ্ধন পর্ব্বত, শ্রীরাধাকুণ্ডাদি সরোবর প্রভৃতি শূন্যময় অবলোকন করিয়া সাধুগণের দৈন্য ও প্রেম উদিত হইয়া থাকে।

বস্তুতঃ ইতর জনের অগোচরে ব্রজভূমিতে শ্রীভগবান্ সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাকেন। এজন্য শ্লোকে 'শূন্যমিব পশ্যতাম্' এই কথা লিখিত হইয়াছে।

(বৃঃ ভাঃ ২।৫।২৪০ ও ২৪২ টীকা)

প্রশ্ন—ব্রজভূমি কি দ্বারকা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—হাঁ। ব্রজভূমি দ্বারকা হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অধিক প্রিয়। দ্বারকায় সাক্ষাৎ সেবা করিলেও শ্রীকৃষ্ণের যাদৃশী প্রীতি না হয়, ব্রজভূমিতে বাস করিলেই শ্রীকৃষ্ণের ততোধিক দৃঢ় প্রীতি হইয়া থাকে।

(বৃঃ ভাঃ ২।৫।২৫৬ টীকা)

প্রশ্ন—গোলোকে কি বৃন্দাবন আছেন ?

উত্তর—হাঁ। ভক্তগণ ভক্তিপ্রভাবে গোলোকস্থিত মথুরাপুরীতে ও বৃন্দাবনে গমন করেন। ভৌম ব্রজভূমির ন্যায় ভগবানের গোলোক-বৃন্দাবনেও সুখক্রীড়া সম্পাদনের নিমিত্ত সুখক্রীড়াসামগ্রী যথাযথ বর্ত্তমান আছে। অন্যথা পরম ঐকান্তিক ভক্তগণের মনঃপূর্ত্তি হয় না। (বৃঃ ভাঃ ২।৬।১৫ ও ১৮ টীকা)

প্রশ্ন—বৃন্দাবন ও মথুরাদির কি বৈশিষ্ট্য ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণের বাসস্থান ৪টী—ব্রজ, মথুরা, দ্বারকা ও গোলোক। শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে পূর্ণতম, মথুরায় পূর্ণতর, দ্বারকায় পূর্ণ, গোলোকে পূর্ণকল্প। গোলোকে পূর্ণকল্পোঽপি বৃন্দাবনীয়-লীলত্বাৎ পূর্ণতমসজাতীয়ঃ।

গোলোক হইতে দ্বারকার, দ্বারকা হইতে মথুরার মথুরা হইতে বৃন্দাবনের মাধুর্য্য অধিক। শ্রীবৃন্দাবনে কেবল মাধুর্য্য। তথায় ঐশ্বর্য্যের লেশমাত্রও নাই। মথুরায় মাধুর্য্য বেশী, ঐশ্বর্য্যও আছে। দ্বারকায় মাধুর্য্য আছে, তবে ঐশ্বর্য্যই বেশী। দ্বারকা অপেক্ষা গোলোকের ঐশ্বর্য্য বেশী।

গোলোকনাথ শ্রীকৃষ্ণের দেবলীলা সপরিবারো বর্ত্ততে। দেবলীল শ্রীকৃষ্ণ সপরিবারে গোলোকে বাস করেন। মহাবৈকুণ্ঠের ঊর্দ্ধে অবস্থিত এই গোলোক। তথায় গোলোক ও বৃন্দাবন উভয়ই আছে। তবে গোলোক স্বৈশ্বর্য্যময়, আর শ্রীবৃন্দাবন শুদ্ধমাধুর্য্যময়।

দ্বারকা মথুরা-বৃন্দাবনাখ্য-ধামত্রয়ে শ্রীকৃষ্ণস্য নরলীলাধিক্য তারতম্যাৎ ক্রমেণ মাধুর্য্যাধিক্যতারতম্যম্।

(ভাগবতামৃতকণা ১২-১৩)

প্রশ্ন—প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই কি বৃন্দাবন আছেন ?

উত্তর—হাঁ। ব্রহ্মাণ্ড অনন্ত। প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডেই ভারতবর্ষ আছে। ব্রহ্মাণ্ডগত প্রতি ভারতভূমিতেই বৃন্দাবন, মথুরা ও দ্বারকা আছে। (ঐ ১৪)

প্রশ্ন—ত্রিভঙ্গসুন্দরী কে ?

উত্তর—শ্রীরাধা মধুরপ্রেমরসাধিদেবতা। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিভঙ্গ-সুন্দর, আর শ্রীরাধা ত্রিভঙ্গসুন্দরী। শ্রীরাধাকৃষ্ণের গ্রীবা-কটি-পদভঙ্গীই ত্রিভঙ্গত্ব।

(সঙ্গীত-মাধব প্রথম সর্গ)

প্রশ্ন—নারায়ণী শ্রীলক্ষ্মীদেবী কি ব্রজে কৃষ্ণসেবা পাইয়াছিলেন ?

উত্তর—না। পদ্মপুরাণ বলেন— কোন সময় শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য দর্শনে লুব্ধ হইয়া তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার তপস্যার কারণ কি ? শ্রীলক্ষ্মীদেবী বলিলেন,—হে কৃষ্ণ, আমি তোমার সহিত বৃন্দাবনে বিলাস করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—তাহা দুর্লভ। তখন শ্রীলক্ষ্মী বলিলেন—হে নাথ, আমি স্বর্ণরেখার ন্যায় তোমার বক্ষঃস্থলে বাস করিতে ইচ্ছা করি। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তাহাই হইবে। তদবধি শ্রীলক্ষ্মীদেবী স্বর্ণরেখারূপে শ্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

(লঘুভাগবতামৃতে ২৩৬)

প্রশ্ন—অনুকূল কৃষ্ণ মানে কি ?

উত্তর—অনুকূল-কৃষ্ণানুশীলন করিতে হইবে। অনুকূলা শ্রীরাধার কৃষ্ণই অনুকূল কৃষ্ণ। শ্রীরাধার কৃষ্ণের অনুশীলনই অনুকূল কৃষ্ণানুশীলন।

শাস্ত্র বলেন — 'একস্যামেব নায়িকায়াং অনুরাগী অনুকূলঃ।' শ্রীরাধানুরাগী বা শ্রীরাধার বশীভূত কৃষ্ণই অনুকূল-কৃষ্ণ। (উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ ১ম শ্লোক)

মদীয় ইষ্টদেব ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর শ্রীধাম মায়াপুরে অনুকূল কৃষ্ণানুশীলনাগার স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখেই অনুকূল কৃষ্ণের এই অর্থ আমি প্রথম শ্রবণ করি। অনুকূলা অর্থে শ্রীরাধা।

সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয় বিশেষ আবশ্যক

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

(পূর্ব্ব প্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১১৪ পৃষ্ঠার পর)

বিষ্ণুভক্তের নিকট হইতে বিষ্ণুমন্ত্র গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। শাক্ত বা শিবভক্তের নিকট মন্ত্র-গ্রহণ করিলে হরিভক্তি হয় না।

শুদ্ধ ভক্তের নিকট কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ না করিলে ভক্তিতে উন্নতি বা ভগবৎ প্রাপ্তি অসম্ভব। যাঁহার বিষ্ণুভক্তি নাই, তিনি কি করিয়া বিষ্ণুভক্তি দান করিবেন? নির্ধন কি কাহাকেও ধন দিতে পারে? বিদ্বানই বিদ্যা দান করিতে সমর্থ।

এখন প্রশ্ন—এইরূপ অযোগ্য গুরুর চরণাশ্রয়কারিগণের রক্ষা পাইবার উপায় কি? তদুত্তরে শাস্ত্র বলিতেছেন—

"অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।
পুনশ্চ বিধিনা সম্যগ্‌ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্ গুরোঃ॥"

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

"মোহাদবৈষ্ণবো গুরুঃ কৃতশ্চেৎ তর্হি স পরিত্যাজ্যঃ। গ্রাহয়েৎ মন্ত্রং গৃহ্লীয়াৎ। যদ্বা সাধুজনস্তাদৃশং জনং মন্ত্রং গ্রাহয়েৎ।"

(হঃ ভঃ বিঃ ৪।১৪৪ শ্লোকে শ্রীল সনাতন প্রভু)

অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নরক হয়। অতএব পুনরায় বৈষ্ণব-গুরুর নিকট হইতে শাস্ত্র-বিধি অনুসারে কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।

"স গুরুঃ পরমো বৈরী যো দদাতি হ্যসন্মতিম্।
তং নমস্কৃত্য সংশিষ্যঃ প্রযাতি জ্ঞানদং গুরুম্॥
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য ত্যাগ এব বিধীয়তে॥"

(শ্রীনারদপঞ্চরাত্র)

যে গুরু ভগবদ্ভজনের উপদেশ প্রদান না করিয়া অন্য কথা বলেন, সেইরূপ গুরু জীবের মহাশত্রু। মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শিষ্য সেইরূপ গুরুকে দূর হইতে নমস্কার করিয়া ভগবজ্‌-জ্ঞান-প্রদাতা গুরুর চরণাশ্রয় করিবেন।

"যতো ভক্তির্ন চ ভবেচ্ছ্রীকৃষ্ণে পরমাত্মনি।
স গুরুঃ পরমোবৈরী করোতি জন্ম নিষ্ফলম্॥"

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

ভগবদ্ভজন করাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। এতদ্ব্যতীত অন্য সাধনের দ্বারা জীবের মঙ্গল লাভের কোন আশা নাই—ইহা যিনি জানেন না, সেই ভক্তি-বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অভক্তি পথাশ্রিত গুরুকে পরিত্যাগ করাই শাস্ত্র-বিধি।

কামাখ্যা-তন্ত্রে শ্রীশিবজী পার্ব্বতী দেবীকে বলিতেছেন—

"অন্নাকাঙ্ক্ষী নিরন্নং হি যথা সংত্যজতি প্রিয়ে।
অজ্ঞানিনং বর্জ্জয়িত্বা শরণং জ্ঞানিনং ব্রজেৎ॥
যদি নিন্দ্যঞ্চ তৎপাত্রং স্বর্ণং বাপি কুলেশ্বরি।
তদা ত্যজেচ্চ তৎপাত্রমন্যপাত্রেণ ভক্ষয়েৎ॥"

হে দুর্গে, অন্নাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি যেরূপ নিরন্ন ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করে এবং স্বর্ণপাত্রও দূষিত হইলে যেরূপ তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য শুদ্ধপাত্রেই আহার করিতে হয়, তদ্রূপ ভগবজ্‌জ্ঞান-লাভেচ্ছু ব্যক্তি ভগবজ্‌জ্ঞানহীন অভক্ত গুরুকে পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগুরুকে আশ্রয় করিবেন।

জগদ্গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভুও বলিয়াছেন—

"পরমার্থ-গুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ।" (ভক্তিসন্দর্ভ—২১০)

যে-সকল সজ্জন ব্যক্তি নিত্যমঙ্গলের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা ব্যবহারিক অভক্ত কুলগুরুকে পরিত্যাগ করিয়া পরমার্থ বিষয়ে অভিজ্ঞ সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন।

দেবী-পুরাণও আমাদিগকে অতি সুস্পষ্টভাবে জানাইতেছেন—

"শৈবং সৌরং গাণপত্যং শাক্তং শাঙ্করমেব চ।
বর্জ্জয়েচ্চ প্রযত্নেন সর্ব্বজ্ঞমপি নাস্তিকম্॥
সর্ব্বলক্ষণ-হীনোঽপি আচার্য্যঃ স ভবিষ্যতি।
যস্য বিষ্ণৌ পরাভক্তির্যথা বিষ্ণৌ তথা গুরৌ।
স এব সদ্‌গুরুর্জ্ঞেয়ঃ সত্যমেতদ্বদামি তে॥"

শৈব (শিবভক্ত), সৌর (সূর্য্য ভক্ত), গাণপত্য (গণেশের ভক্ত), শঙ্কর (মায়াবাদী), শাক্ত অর্থাৎ শক্তি-উপাসক এবং নাস্তিক ইঁহারা সর্ব্বজ্ঞতা দেখাইলেও ইঁহাদের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। পরন্তু তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জন করিবে।

আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই।
সহজিয়া, সখীভেকী, স্মার্ত্ত, জাত-গোসাঞি॥
অতিবাড়ী, চূড়াধারী, গৌরাঙ্গ-নাগরী।
তোতা কহে, এই তের সঙ্গ নাহি করি॥

উক্ত তের অপসম্প্রদায়ের নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে না। অপিচ দ্যূতক্রীড়া অর্থাৎ তাশ, পাশা, দাবা, জুয়া প্রভৃতি খেলা, ধূমপান ও মদ্য-গঞ্জিকাদি মাদক দ্রব্য সেবন, অবৈধ-স্ত্রীসঙ্গ ও নিজপত্নীতে অত্যধিক আসক্তি, জীবহিংসা ও মৎস্য মাংসাদি ভোজন এবং অত্যধিক অর্থাসক্তি—এই পাঁচটী কলির স্থানে যাঁহার আসক্তি আছে, সেই অধার্ম্মিক ব্যক্তি গুরু হইবার যোগ্য নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত (শ্রীপরীক্ষিৎ মহারাজ ও কলি-প্রসঙ্গে) বলেন— (ভা ১।১৭।৩৮-৪১)

"অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্ম্মশ্চতুর্ব্বিধঃ॥
পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ-পঞ্চমম্॥
অমূনি পঞ্চস্থানানি হ্যধর্ম্ম-প্রভবঃ কলিঃ।
ঔত্তরেয়েণ দত্তানি ন্যবসৎ তন্নিদেশকৃৎ॥
অথৈতানি ন সেবেত বুভূষুঃ পুরুষঃ ক্বচিৎ।
বিশেষতো ধর্ম্মশীলো রাজা লোকপতির্গুরুঃ॥"

শাস্ত্র বলেন (মনুসংহিতা ৫।৫১)—

"অনুমন্তা বিশসিতা নিহন্তা ক্রয়-বিক্রয়ী।
সংস্কর্ত্তা চোপহর্ত্তা চ খাদকশ্চেতি ঘাতকাঃ॥"

বিশসিতা—হতস্য অঙ্গ-বিভাগকারী, সংস্কর্ত্তা—পাচকঃ, উপহর্ত্তা—পরিবেশকঃ।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।
স্ত্রীসঙ্গী—এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥
(চৈঃ চঃ ম ২২।৮৪)

যাঁহার বিষ্ণু ও বিষ্ণুভক্ত গুরুতে অচলা ভক্তি আছে, তাঁহার অন্য কোন লক্ষণ দৃষ্ট না হইলেও তিনিই আচার্য্য বা গুরু হইবার যোগ্য।

নিজে নিজে সদ্‌গুরু ও অসদ্‌গুরু চেনা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। এজন্য মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেরই নিষ্কপটে কাঁদিয়া কাঁদিয়া সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীহরির নিকট সদ্‌গুরু প্রাপ্তির জন্য আর্ত্তির সহিত প্রার্থনা জানান উচিত। তাহা হইলে আর বঞ্চিত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। শ্রীহরি হৃদয়েই আছেন। নিষ্কপট আর্ত্তের প্রার্থনা মঙ্গলময় ভগবান্ অবশ্যই শ্রবণ করিবেন। শাক্ত-কুলোদ্ভূত আমার জীবনই তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

এখন কেহ যদি প্রশ্ন করেন—কেবল শ্রীহরিনামের দ্বারাই ত' ভগবৎপ্রাপ্তি হয়, একথা শুনিয়াছি। তাহা হইলে সদ্‌গুরু-চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা কি? ইহার উত্তরে জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবতের ৬।২।৯-১০শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

যে গোগর্দ্দভাদয় ইব বিষয়েষ্বেবেন্দ্রিয়াণি সদা চারয়ন্তি, কো ভগবান্, কা ভক্তিঃ, কো গুরুরিতি স্বপ্নেঽপি ন জানন্তি, তেষামেব নামাভাসাদিরীত্যা গৃহীতহরিনাম্নামজামিলাদীনামিব নিরপরাধানাং গুরুং বিনাপি ভবত্যেব উদ্ধারঃ। হরির্ভজনীয় এব, ভজনং তৎপ্রাপকমেব, তদুপদেষ্টা গুরুরেব, গুরুপদিষ্টা ভক্তা এব পূর্ব্বে হরিং প্রাপুরিতি বিবেক-বিশেষবত্ত্বেঽপি 'নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে। মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥' ইতি প্রমাণ-দৃষ্ট্যা অজামিলাদি দৃষ্টান্তেন চ কিং মে গুরুকরণশ্রমেণ নামকীর্ত্তনাদিভিরেব মে ভগবৎপ্রাপ্তির্ভাবানীতি মন্যমানস্তু গুর্ব্ববজ্ঞা-লক্ষণ-মহাপরাধাদেব ভগবন্তং ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু তস্মিন্নেব

জন্মনি জন্মান্তরে বা তদপরাধক্ষয়ে সতি শ্রীগুরুচরণাশ্রিত এব প্রাপ্নোতীতি।"

"যাঁহারা গো-গর্দ্দভাদির ন্যায় সর্ব্বদা বিষয় সমূহেই ইন্দ্রিয় চরাইয়া থাকেন, 'ভগবান কে, ভক্তি কি বস্তু, গুরুই বা কে?' ইহা স্বপ্নেও জানেন না, তাঁহারাই যদি অজামিলাদির ন্যায় হরিনাম উচ্চারণ করেন এবং নিরপরাধ হইয়া থাকেন, তবেই গুরুপদাশ্রয় ব্যতীতও তাঁহাদের উদ্ধার হইবে। শ্রীহরিই ভজনীয়, ভজনই (ভক্তিই) তাঁহার প্রাপক, শ্রীগুরুই ভজনোপদেষ্টা, গুরূপদিষ্ট ভক্তগণই পূর্ব্বকালে শ্রীহরিকে পাইয়াছেন — এইরূপ বিবেকবিশিষ্ট হইয়াও 'শ্রীকৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র, দীক্ষা বা অন্য কোন সৎকার্য্য কিংবা মন্ত্রপুরশ্চরণ প্রভৃতির কিছুমাত্র অপেক্ষা করেন না এবং রসনাস্পর্শমাত্রেই ফল দান করেন।' —এই প্রমাণ দর্শনে এবং অজামিলাদির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া 'আমার গুরুকরণরূপ-শ্রমের আবশ্যকতা কি? কেবল নাম-কীর্ত্তনাদি দ্বারাই ত' আমার [illegible] প্রাপ্তি হইবে'—এইরূপ যিনি মনে করেন, [illegible] লক্ষণময় মহাপরাধহেতু ভগবান্‌কে কোনদি[illegible] হন না; কিন্তু সেই জন্মেই কিংবা পরজন্মে সেই অপ[illegible] ক্ষয়ের পর সদ্‌গুরু-চরণাশ্রিত হইলেই তিনি ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হন।"

দেবতা

[অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, তর্কবাগীশ, তর্ক-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ]

"কতি দেবাঃ, ত্রয়শ্চ ত্রীচ শতাঃ, ত্রয়শ্চ ত্রীচ সহস্রাঃ, কতমে তে? মহিমানমেবৈষামেতে, ত্রয়স্ত্রিংশত্ত্বেব দেবাঃ।" বৃঃ আঃ উঃ ৩।৯।১-২। বেদে নানা দেবতার উল্লেখ আছে। কত দেবতা?— শাকল্যের এই প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—তিনশত তিন, তিনহাজার তিন। কে তাঁহারা? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন তেত্রিশটিই দেবতা, ইহাঁদের (বিস্তার) মহিমা ত্রিশত, ত্রিসহস্র। অষ্ট (৮) বসু, একাদশ (১১) রুদ্র, দ্বাদশ (১২) আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই তেত্রিশ দেবতা। অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য, দ্যৌ, চন্দ্রমা ও নক্ষত্র সমূহ এই অষ্ট বসু। ইহাঁরা প্রানিসমূহের কর্মফল আশ্রয় পূর্ব্বক কার্য্যকারণের সংঘাতরূপে পরিণত হইয়া এই জগৎকে বাস করাইয়া থাকেন—এই জন্য বসু। জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ, কর্মেন্দ্রিয় পঞ্চ ও মন ইহারা প্রাণ হইতে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া ইহাদিগকে 'প্রাণ' বলে। ইহারা মৃত্যুকালে পুরুষকে রোদন করায় এই জন্য রুদ্র। দ্বাদশ মাস সংবৎসরের অবয়ব পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাণি-সমূহের আয়ু (আদায় যন্তি) লইয়া গমন করে, এই জন্য আদিত্য। ইন্দ্র—স্তনয়িত্নু, যজ্ঞ—প্রজাপতি। স্তনয়িত্নু কে? অশনি, সেই অশনি ইন্দ্রের পরম ঐশ্বর্য্য, তাহার দ্বারা সকল প্রাণীকে হিংসা করেন। যজ্ঞ কে? প্রজাপতি। যজ্ঞের সাধন ও যজ্ঞরূপ পশুসকল প্রজাপতি। এই ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবতা অগ্নি, পৃথিবী, বায়ু, অন্তরীক্ষ, আদিত্য ও দ্যৌ এই ছয় দেবতার মহিমা। অতএব দেবতার সংখ্যা ষট্ (ছয়)। সেই ছয়টি—অগ্নি ও পৃথিবী; অন্তরীক্ষ ও বায়ু; দ্যু ও আদিত্যকে একীভূত করিয়া তিন লোক তিনটি দেবতা হইলেন। এই তিনটি অন্ন ও প্রাণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া অন্ন ও প্রাণ এই দুই দেবতা। এই দুইটি অধ্যর্ধ।

অধ্যর্ধ কে? এই যে বায়ু জগৎ পবিত্র করে, এ একই অধ্যর্ধ। কি রূপে? যে হেতু ইহার বিদ্যমানে এই সকল অধিক ঋদ্ধ হয়—বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই হেতু অধ্যর্ধ। এক কে? সেই অধ্যর্ধ প্রাণই এক ব্রহ্ম, সকলের আত্মা বলিয়া বৃহৎ, তাঁহাকেই পরোক্ষ বাচক 'ত্যৎ' শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। অতএব সকল দেবতার দেবতা বা মূল এক ব্রহ্ম বা বিষ্ণু। মনুষ্য যোগ সাধনার দ্বারা অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহারা অনেক শরীর ধারণ করিতে সমর্থ। আর দেবতার ইহা স্বভাব-সিদ্ধ। বহু যজমান কর্ত্তৃক আহূত এক দেবতা একই শরীরে বহু যজমানের প্রদত্ত দ্রব্য গ্রহণ বা বহুস্থানে উপস্থিতির জন্য বহু শরীর প্রয়োজন। প্রশ্ন হইবে যে,—দেবতাদের অনেক শরীর নির্মাণ ত' দৃষ্ট হয় না? হাঁ, শ্রুতি স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়। লৌকিক প্রমাণে দৃষ্ট না হইলে যে তাহা অদৃষ্ট হইবে, এ কথা বলা চলে না। যাগাদি যে স্বর্গাদি লাভের সাধন, ইহা ত' কেহ লৌকিক প্রত্যক্ষ করে নাই। আবার প্রশ্ন হইবে যে, মাতা পিতার সংযোগে মনুষ্যাদি শরীর উৎপন্ন হইতে দেখা যায়; দেবতাগণের ত' এই প্রকার সম্ভব হয় না, অতএব তাঁহাদের কি শরীর নাই? না,—একথা বলা চলে না। স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ প্রাণীর মাতা পিতার সংযোগ ব্যতীত শরীর হইতে দেখা যায়। পৃথিবী প্রভৃতি ভূতসমূহ শরীরের উপাদান বলিয়া ইচ্ছামাত্র শরীর নির্মাণ দৃষ্ট হয় না। কিন্তু দেবতা বা যোগিগণ ভূতগণকে বশীভূত করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ইচ্ছামাত্র ভূতসমূহের ক্রিয়া উৎপন্ন হইলে তাহাদের পরস্পর সংযোগে নানা দেহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। দেবতাগণের—দেবতাগণের উদ্দেশ্যে দ্রব্য ত্যাগরূপ কর্মে অধিকার নাই। কারণ বসু প্রভৃতির উপাস্য অন্য বসু প্রভৃতি দেবতা বা ভৃগু প্রভৃতির উপাস্য অন্য ভৃগু প্রভৃতি ঋষি নাই। প্রাচীন বসু ভৃগু প্রভৃতির অধিকার ক্ষয় হইলে তাঁহাদের দেবত্ব বা ঋষিত্ব থাকে না। কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যায় তাঁহাদের অধিকার আছে। তাঁহাদের দেবজন্মে বেদাধ্যয়ন না হইলেও পূর্ব্বজন্মের অধীত বেদাদি স্মৃত হইয়া থাকে। বেদ শব্দ নিত্য। কারণ উহা ঈশ্বরের মত জগতের উৎপত্তিতে হেতু। শিল্পী যেরূপ শিল্প-শাস্ত্র হইতে দেবতা প্রভৃতির নাম, রূপ জানিয়া প্রতিমাদি নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ হিরণ্যগর্ভ (ব্রহ্মা) বেদ সমূহ হইতে দেবতা প্রভৃতি সৃজ্য পদার্থের নাম রূপ জানিয়া তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া থাকেন (বৃঃ আঃ ১।২।৪-১)। পরমেশ্বর সৃষ্টির উপযোগী নাম-রূপ জ্ঞানের নিমিত্ত ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রবর্ত্তন করিয়া থাকেন। "যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ"—শ্বেতাশ্বতর।

যজ্ঞ হইতেছে দেবতার উদ্দেশে ঘৃতাদি দ্রব্য ত্যাগ। চিত্তে অলিখিত দেবতাকে উদ্দেশ করিতে পারা যায় না। যে দেবতার উদ্দেশ্যে হবিঃ গৃহীত হইবে, তাঁহাকে ধ্যান করিবে। "যস্যৈ দেবতায়ৈ হবির্গৃহীতং স্যাৎ তাং ধ্যায়েৎ বষট্ করিষ্যন্" — (ঐতরেয় ৩।৮।১)। রূপ রহিত দেবতাকেও চিত্তে লিখিতে (ধারণা করিতে) পারা যায় না। অতএব যাগ বিধি সেই রূপকে অপেক্ষা করে। অন্য তাৎপর্য্যক মন্ত্র ও অর্থবাদ হইতে অবগত সেই রূপকে স্বীকার করিতে হইবে। যেমন স্বর্গকাম যাগ করিবে—এই বিধি অলৌকিক স্বর্গস্বরূপকে অপেক্ষা করে। তাহা অর্থবাদ বাক্য হইতে জানা যায়। সেই প্রকার দেবতারূপও অর্থবাদ-বাক্য হইতে জানা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে—উদ্দেশ রূপের জ্ঞানকে অপেক্ষা করে, রূপের সত্তাকে অপেক্ষা করে না। সমারোপ (কল্পনা) দ্বারাও দেবতার রূপজ্ঞান উপপন্ন হইতে পারে। অতএব দেবতার সমারোপিত রূপই কি মন্ত্র ও অর্থবাদ-দ্বারা কথিত হয়? হাঁ, রূপ—জ্ঞানই অপেক্ষা করে; তাহা অন্য হইতে অসম্ভব। অতএব মন্ত্র ও অর্থবাদ হইতে সেই জ্ঞান হইয়া থাকে। কোন বাধা না থাকিলে অনুভবারূঢ় সেই রূপকে পরিত্যাগ করিয়া যাহা অনুভবের বিষয় নয়, এই প্রকার রূপকল্পনা যুক্তি যুক্ত হয় না। শব্দ মাত্র অর্থের স্বরূপ অর্থাৎ মন্ত্রই দেবতা, ইহা সম্ভব হয় না। কারণ শব্দ ও অর্থের ভেদ আছে। মন্ত্র ও অর্থবাদে ইন্দ্র প্রভৃতির যাদৃশ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়,

তাদৃশ স্বরূপ শব্দপ্রমাণবাদিগণের প্রত্যাখ্যান করা উচিত নয়। মন্ত্রার্থবাদ-মূলক ইতিহাস পুরাণও দেবতার-বিগ্রহাদি সাধন করিতে সমর্থ হয় এবং উহা প্রত্যক্ষাদি মূলকও সম্ভব হয়। আমাদের অপ্রত্যক্ষ হইলেও প্রাচীনগণের প্রত্যক্ষ হয়। ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ দেবতাগণের সহিত ব্যবহার করিয়া থাকেন, উহা স্মৃত হয়। কেহ যদি বলে যে, এখনকার মত পূর্ব্বের লোকেরও দেবতার সহিত ব্যবহার-সামর্থ্য ছিল না। তাহা হইলে, সে জগতের বিচিত্রতাকে প্রতিষেধ করিবে। এখনকার মত অন্যকালে সার্ব্বভৌম ক্ষত্রিয় ছিল না, এই কথা যদি কেহ বলে, তবে সে রাজসূয়াদি যজ্ঞবিধির প্রতিষেধ করিবে। রাজসূয়যজ্ঞে ক্ষত্রিয় ব্যতীত অন্য বর্ণের অধিকার নাই, অধিকারী ভিন্ন কর্ম্ম অসিদ্ধ। এ কালে যেমন বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্মসমূহ প্রায় ব্যবস্থিত নহে, অন্যকালেও সেইরূপ ছিল, এই প্রতিজ্ঞা করিতে হয়। তাহাতে বর্ণাশ্রম-ব্যবস্থার বিধায়ক শাস্ত্র অনর্থক হইয়া পড়ে। ধর্মের উৎকর্ষ বশতঃ প্রাচীনগণ দেবতা প্রভৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ ব্যবহার করিতেন, ইহা যুক্ত হয়। স্বাধ্যায় সম্পন্ন ব্যক্তিকে দেব-ঋষি-সিদ্ধগণ দর্শন দান করেন ও তাঁহার কার্য্য করিয়া থাকেন। "স্বাধ্যায়াদিষ্টদেবতাসম্প্রয়োগঃ"—(যোগসূত্র ২।৪৪)। যোগের ফল অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যকে সাহসদ্বারা প্রত্যাখ্যান করা যায় না। শ্রুতিও যোগের মাহাত্ম্য প্রখ্যাপন করিয়াছেন। মন্ত্র-ব্রাহ্মণ-দ্রষ্টা ঋষিগণের সামর্থ্যকে আমাদের সামর্থ্যের সহিত তুলনা করা উচিত নহে।

যদি দেবতা হইতে ফলের উৎপত্তি হয়, তবে 'যাগের দ্বারা স্বর্গের ভাবনা (উৎপাদন) করিবে', এখানে যাগের করণত্ব কিরূপে সিদ্ধ হয়? ব্যাপার-বিশিষ্ট কারণকে করণ বলে। দেবতার ভোজন ও প্রসাদাদি যাগরূপ করণের অবান্তর ব্যাপার। যেরূপ কৃষিকর্মের অবান্তর ব্যাপার হইতে শস্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ যাগের অবান্তর ব্যাপার দেবতার প্রসাদ (প্রসন্নতা) হইতে স্বর্গাদি ফললাভ হইয়া থাকে। পূজা চেতনই গ্রহণ করিয়া থাকেন। অচেতনের পূজা গ্রহণ অসম্ভব। অতএব দেবতা চেতন, তাঁহাদের বিগ্রহ, হবিঃ প্রভৃতির ভোগ, ঐশ্বর্য্য, প্রসন্নতা ও বর-দানসামর্থ্য রহিয়াছে।

দেবতা, মনুষ্য, পশু পক্ষী প্রভৃতির শরীরের উপাদান পঞ্চভূত। মনুষ্যলোকবাসিগণের দেহে পৃথিবীর আধিক্য; বরুণলোকবাসিগণের দেহে জলের আধিক্য; সূর্য্যলোক-বাসিগণের দেহে তেজের আধিক্য; বায়ুলোকবাসিগণের দেহে বায়ুর এবং চন্দ্রলোকবাসিগণের দেহে আকাশের আধিক্য বর্ত্তমান। এই সকল শরীর পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিয়া আছে। মনুষ্য-শরীর—পশু, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ ও স্থাবরদেহ ভক্ষণ করিয়া পুষ্ট হয়, এইরূপ ব্যাঘ্রাদি-শরীরও মনুষ্য, পশু মৃগাদি-শরীর ভক্ষণ করিয়া, পশু পক্ষী মৃগ প্রভৃতি শরীরও স্থাবরাদি শরীর ভক্ষণ করিয়া এবং দেব-শরীরও মনুষ্য কর্তৃক উপহৃত ছাগ, মৃগ, কপিঞ্জলের মাংস, ঘৃত, পুরোডাশ (পিষ্টক) আম্রশাখা ও কুশমুষ্টি প্রভৃতির দ্বারা পূজ্যমান হইয়া সেই সকল ভক্ষণ করিয়া পুষ্টি লাভ করে। দেবতাগণও বৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা মনুষ্যাদিকে ধারণ পোষণ করিয়া থাকেন। এইরূপে 'সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে'।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বলিয়াছেন, (৩।১১) —

"দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ॥"

[অর্থাৎ যজ্ঞদ্বারা দেবতাসকল তোমাদের প্রতি প্রীত হউন। দেবতাসকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল দান করিয়া প্রীতি প্রদান করুন।]

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্॥"

(গীতা ৩।১৪-১৫)

অন্ন হইতে ভূতগণ উদ্ভূত হয়, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন হয়, যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য (মেঘ) হয়, কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ হয়, কর্ম্ম

—ব্রহ্ম বা বেদ হইতে সমুদ্ভূত অর্থাৎ জ্ঞাত হয়, আর বেদ পরব্রহ্ম বা পরমেশ্বর হইতে উৎপন্ন হয়, অতএব যজ্ঞেই ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত। যজ্ঞেশ্বর প্রবর্ত্তিত এই চক্রের অনুবর্ত্তন ব্যতীত জগৎ বিধৃত হইতে পারে না। লৌকিক কৃষি, শিল্প, বাণিজ্যাদি কর্ম, অলৌকিক দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যত্যাগ (বিসর্গঃ কর্মসংজ্ঞিতঃ) রূপ কর্মকে অপেক্ষা করে। উপেক্ষার প্রত্যক্ষ ফল, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি প্রভৃতি বিপর্য্যয়। চেতনমাত্রেরই স্বস্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য সংগ্রাম চলিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই হৃতাধিকার। নিজের অধিকার রক্ষা করিতে হইলে অপরের অধিকার রক্ষা করিতে হইবে। অপরকে বঞ্চিত করার ফল নিজে বঞ্চিত হওয়া। এই জন্য শাস্ত্রে দেব-যজ্ঞ, ঋষি-যজ্ঞ, পিতৃ-যজ্ঞ, নৃ-যজ্ঞ ও ভূত-যজ্ঞের পরিত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে। ইহা নব্য ভারতের বিদ্বৎসমাজকর্তৃক বিশেষভাবে অনুধ্যান করা আবশ্যক। ইহাই ভারতীয় সমাজতন্ত্রের আদর্শ।

কর্মের অধিকারী মনুষ্য। সৎসঙ্গবশতঃ জ্ঞানে ও ভক্তিতে অধিকার হইলে দেবতার মত মানবেরও কর্মাধিকার চলিয়া যায়। তাঁহারা বাহ্যতঃ কর্ম না করিলেও সকল কর্মফলেরই আশ্রয় হইয়া থাকেন। সর্বফল-প্রদ সর্বদেবময় যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর সাক্ষাৎ উপাসনাদ্বারা সকল দেবতারই উপাসনা হইয়া থাকে। বৃক্ষের মূলে জলসেক করিলে শাখা প্রশাখা পুষ্ট হয়, প্রাণে আহার্য্য দান করিলেই সকল ইন্দ্রিয় পুষ্ট হয়, কারণ ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি প্রাণের অধীন। এইরূপ সকল দেবতার বৃত্তি এক ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বিষ্ণুর অধীন। এইরূপ জ্ঞান মহৎসঙ্গাদি সুকৃতি সাপেক্ষ। যতদিন এইরূপ সুকৃতির উদয় না হইতেছে, ততদিন অন্যান্য দেবতার উপাসনা-রূপ কর্ম পরিত্যাগ করিলে বিকর্ম বা অধর্ম তাহার স্থান করিয়া লইবে। তাহাতে আত্মার ক্রমশঃ অধোগতিই হইবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা

যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে মেলা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতি ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে নদীয়া জেলায় চাকদহ মিউনিসি-পালিটীর অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে বিগত ৩১ জ্যৈষ্ঠ, ১৪জুন সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীজগন্নাথ, শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীবলরাম, শ্রীগৌরগোপাল ও শ্রীরাধা-গোপীনাথ শ্রীবিগ্রহগণের ষোড়শোপচারে পূজা সম্পন্ন করিলে শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় ভক্তগণকে সেবার সুযোগ প্রদান করিয়া মূল শ্রীমন্দির হইতে সংকীর্ত্তনসহযোগে সম্মুখস্থ সুবিস্তৃত মেলা-ময়দানে অবস্থিত স্নানবেদীতে শুভবিজয় করেন। তথায় শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ানুসারে শ্রীমদ্ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে অষ্টোত্তরশত ঘট জল ও সহস্র ধারায় শ্রীজগন্নাথদেবের মহাভিষেক সম্পন্ন হয়। মহাভিষেক কালে ভক্তগণ উদ্দণ্ড নৃত্য সহযোগে 'জয় জগন্নাথ', 'জয় জগন্নাথ' উচ্চ সংকীর্ত্তনে মাতিয়া উঠেন এবং মহিলাগণের সম্মিলিত মঙ্গলধ্বনি মুহুর্মুহুঃ সমুত্থিত হইতে থাকে। মহাভিষেক সমাপনের পর শৃঙ্গার ও আরাত্রিকান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণসহ স্নানবেদী পরিক্রমা করতঃ শ্রীজগন্নাথ অগ্রে ভাবভরে

বহুক্ষণ নৃত্য-কীর্ত্তন করেন। স্নানবেদীর সম্মুখস্থ মণ্ডপে সমবেত অগণিত নরনারী শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ ও তদগ্রে ভক্তগণের নৃত্য কীর্ত্তন দর্শন করিয়া চমৎকৃত হন। নদীয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল এবং বহু দূরবর্তী স্থান হইতে নরনারীগণ কাতারে কাতারে সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীজগন্নাথদেবের দর্শনাভিলাষী হইয়া আসিতে থাকেন। বর্ত্তমান দুঃখদৈন্য ও বিবিধ সমস্যায় জর্জ্জরিত বঙ্গদেশবাসী হিন্দু নরনারীগণের শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রাকে উপলক্ষ্য করিয়া বিচিত্র দ্রব্যের দোকানপাট ও কেনাবেচারূপ বিরাট মেলায় যে আনন্দোচ্ছ্বাস ও প্রাণের স্পন্দন দেখা গিয়াছে তাহা শ্রীজগন্নাথদেবের অপরিসীম কৃপাকর্ষণের সুনিশ্চিত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর পার্ষদ ভক্ত শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর প্রেমে বশীভূত হইয়া শ্রীজগন্নাথদেব পুরীধাম হইতে প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে এখানে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু পদাঙ্কপূত গঙ্গার তটবর্ত্তী এইস্থান তদবধি মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভু প্রবর্ত্তিত শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব ও মেলা আজ পর্য্যন্ত মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া আসিতেছে।

উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় ছায়াচিত্রযোগে শ্রীগৌরলীলা ও শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শন করতঃ প্রাঞ্জল ভাষায় সমবেত দর্শকগণকে তৎ-তৎলীলা বুঝাইয়া দেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ১৬ই জুন পর্য্যন্ত যশড়া শ্রীপাটে অবস্থান করতঃ প্রত্যহ রাত্রিতে সর্ব্ব-সন্তাপহারী ও সর্ব্বশুভদ হরিকথা উপদেশ করেন।

শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী (বড়), শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভবদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীতমালকৃষ্ণ ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুমঙ্গল ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীনৃত্যগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীঅপ্রমেয়দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনদীয়াবিহারী দাসাধিকারী, শ্রীপ্রণত পাল দাসাধিকারী, শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র মল্লিক, শ্রীবিশ্বনাথ গোস্বামী, শ্রীশম্ভুনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকৃতিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ওরফে শ্রীপাচু ঠাকুর মহাশয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দ উৎসবে যোগদান পূর্ব্বক বিভিন্ন সেবাভার গ্রহণ করিয়া উৎসবটী সাফল্য মণ্ডিত করিয়াছেন।

মধ্যমগ্রামে শ্রীল আচার্য্যদেব

২৪ পরগণা জেলার বারাসত সব-ডিভিশানের অন্তর্গত মধ্যমগ্রামস্থ কীর্ত্তন মণ্ডলীর সভ্যবৃন্দ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া উক্ত কীর্ত্তনমণ্ডলীর ৫ম বার্ষিক বৈশাখী মহোৎসবোপলক্ষে মধ্যমগ্রাম কালীবাড়ী প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত দশ দিবসব্যাপী ধর্মানুষ্ঠানের প্রথম সান্ধ্য অধিবেশনে গত ১৪ জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার যোগদানের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ তদীয় সতীর্থ শ্রীপাদ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শিষ্যত্রয় শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নরোত্তম ব্রহ্মচারী ও শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে মধ্যমগ্রাম ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে কীর্ত্তন মণ্ডলীর সভ্যবৃন্দ ও স্থানীয় সজ্জনগণ সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। সান্ধ্য ধর্মসভায় 'জীবের প্রয়োজন ও গৌরলীলা' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখ বিগলিত তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া সমুপস্থিত কএক শত নরনারী বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ বলরাম ব্রহ্মচারীর মূলগায়কত্বে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদ্কর্ণরসায়ন সুললিত মহাজন পদাবলী ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন হয়।

প্রচার-প্রসঙ্গ

নিউদিল্লীতে ও দিল্লীতেঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে উক্ত মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীমথুরেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরামলালজী উত্তর প্রদেশান্তর্গত মুজঃফর নগরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারান্তে বিগত ৩০ বৈশাখ, ১৩ মে বৃহস্পতিবার নিউদিল্লীতে আসিয়া পৌঁছেন। নিউ-দিল্লীতে চূণামণ্ডীস্থ শ্রীসনাতনধর্ম-সভা ভবনে ২৪শে মে পর্য্যন্ত প্রচারপার্টির অবস্থানকালে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ প্রাতে উক্ত শ্রীসনাতনধর্ম-সভা মন্দিরে এবং রাত্রিতে মহল্লা মণ্টলাস্থিত শ্রীরামমন্দিরে ও বিভিন্ন ব্যক্তিগণের আলয়ে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের শাখা নিউদিল্লী অন্তর্গত সব্জীমণ্ডীস্থ শ্রীইন্দ্রপ্রস্থ গৌড়ীয় মঠের বিশিষ্ট প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিকমল পর্ব্বত মহারাজের আহ্বানে ১৬ই মে রবিবার শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রচারকগণ শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের তিরোভাব উৎসবে যোগদান করতঃ তথায় মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদ সম্মান করেন এবং রাত্রিতে উক্ত তিথি উপলক্ষে আহূত সভায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গুরুতত্ত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদানকালে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের তৎপ্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও অহৈতুকী কৃপার কথা উল্লেখ করেন। ২৩শে মে রবিবার চাঁদনীচকস্থ প্রসিদ্ধ শ্রীগৌরীশঙ্কর মন্দিরে আহূত হইয়া পাঁচ ছয় শতাধিক শ্রোতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

অতঃপর দিল্লী কমলানগর নিবাসী সজ্জনগণের আহ্বানে তিনি সতীর্থগণসহ ২৪শে মে নিউদিল্লী হইতে দিল্লী কমলানগরস্থ শ্রীপঞ্চায়তী গীতাভবনে পদার্পণ করেন। তথায় ৩০শে মে পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ প্রত্যহ প্রাতে 'সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন' তত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি ভাষণ দেন। উক্ত সভায় প্রত্যহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত হইতেন। এতদ্ব্যতীত সন্ধ্যায় শ্রীসনাতনধর্ম-সভায়, রামকৃষ্ণ সৎসঙ্গ ভবনে ও সহরের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের গৃহে বক্তৃতা ও সংকীর্ত্তন হয়। প্রত্যহ ভাষণের আদি ও অন্তে শ্রীপাদ নারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করেন।

দিল্লীতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীত্রৈলোক্য নাথ দাসাধিকারী, শ্রীরামনাম দাসাধিকারী ও শ্রীপ্রহ্লাদ রায় গোয়েঙ্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ কলিকাতায়ঃ— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে দক্ষিণ কলিকাতা ৮এ, তারা রোডস্থ শ্রীমঠের বিশেষ শুভানুধ্যায়ী শ্রীযুক্ত মণিকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়ের গৃহে শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ২ আষাঢ়, ১৭ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ৫ আষাঢ়, ২০ জুন রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। বক্তৃতার আদি অন্তে শ্রীপাদ অচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীমুকুন্দবিনোদ ব্রহ্মচারীর সুললিত ভজন কীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিবিধায়ক হয়। শ্রীমণিকণ্ঠ বাবু সস্ত্রীক, তাঁহার সুপুত্রগণ, শ্রীসুদেব চন্দ্র দত্ত এবং মহিলা ও পুরুষ প্রতিবেশিগণ প্রত্যহ শ্রীহরিকথা শ্রবণ করেন।

খাদ্য-সঙ্কট

কলিযুগে অন্নগতপ্রাণ মানুষের অন্নই জীবন। জীবনধারণোপযোগী অন্নের সংস্থান না হইলে অন্য সমস্ত উন্নয়নের বিরাট পরিকল্পনার বিশেষ সার্থকতা দেখা যায় না। কারণ যাঁহাদের জন্য পরিকল্পনা তাঁহাদের অধিকাংশই যদি জীবনীশক্তিরহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে উন্নয়নের বৃহৎ বৃহৎ পরিকল্পনার বাহাড়ম্বর দেখা গেলেও উহা ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইতে বাধ্য। পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই অন্নসঙ্কটের কথা শোনা যাইতেছে। ভারতেও অন্নাভাব ও জীবনধারণোপযোগী নিত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্যের দুষ্প্রাপ্যতা ক্রমশঃই তীব্র হইয়া উঠিতেছে। চাউল ও গমের অভাবের কথাই আমরা এতদিন শুনিয়া আসিতেছিলাম এবং শুনিতে শুনিতে উহাতে কতকটা অভ্যস্তও হইয়া পড়িয়াছি। ঠিক এমনিই সময়ে পুনঃ ডাল, তেল, দুগ্ধ ইত্যাদি নিত্যাবশ্যকীয় খাদ্যদ্রব্য, এমন কি শাকসব্জীরও দুর্ম্মূল্যতা আসিয়া মানুষের দৈনন্দিন জীবন দুর্ব্বিষহ করিয়া তুলিয়াছে। চাকুরীজীবী মধ্যবিত্ত-পরিবারভুক্ত ব্যক্তিগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। অবস্থা ক্রমশঃই ঘোরাল ও সঙ্গীন হইয়া উঠিতেছে। অদূর ভবিষ্যতে খাদ্য-সঙ্কটের তীব্রতা হ্রাসের কোনও সম্ভাবনাও দেখা যাইতেছে না।

দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বর্ত্তমান খাদ্য-সমস্যা লইয়া অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন এবং উহার আশু সমাধানের জন্য বহুবিধ উপায়ের কথা চিন্তা করিতেছেন। দেশের জমীতে যে খাদ্যশস্য হয় তদ্দ্বারা দেশবাসিগণের সম্পূর্ণ সংস্থান হয় না বলিয়া আমরা শুনিতেছি। অবশ্য ভারতে কি পরিমাণ খাদ্যশস্য হয় এবং উহা দ্বারা সম্পূর্ণ খাদ্যাভাব দূর হইতে পারে কি না তাহার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কোনও সঠিক হিসাব করা হইয়াছে কি না আমার জানা নাই। যদি যথার্থই ঘাট্‌তি হয়, তাহা কি পরিমাণ হয় জানা থাকিলে বিদেশ হইতে উহা পরিপূরণের ব্যবস্থা হইতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থা তাৎকালিক, আবাহমানকাল চলিতে পারে না। দেশের মাটীতেই খাদ্যের ঘাট্‌তি ফসল উৎপাদনের ব্যবস্থা করাই সমীচীন। তাৎকালিক ব্যবহাররূপে বিদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিয়া ঘাট্‌তি পূর্ণ করা হইলেও পুনরায় কৃত্রিম ঘাট্‌তির সৃষ্টি হইতে পারে অতিরিক্ত মুনাফাখোরদের শস্য মজুত করিবার দুষ্প্রবৃত্তি ও সীমান্তে চোরাকারবার হইতে। সুতরাং অতিরিক্ত মুনাফাসংগ্রহ ও চোরাকারবার বন্ধ করিতে না পারিলে কৃত্রিম ঘাট্‌তির সৃষ্টি বন্ধ হইবে না। অতএব খাদ্য-সমস্যা সমাধানে আন্তরিকতা থাকিলে দেশের সর্ব্বত্র উহাদিগকে কঠোর হস্তে দমন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মানুষের নৈতিক চরিত্র যখন খারাপ হয় এবং ধর্ম্মভয় থাকে না, তখন মানুষ নিজ সঙ্কীর্ণ অপস্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে কোনও অসদুপায় অবলম্বন করিতে ইতস্ততঃ করে না। এত ব্যাপকভাবে সমাজজীবনে নৈতিক চরিত্রের অধোগতি হইয়াছে যে যাহাদের দ্বারা অসদ্ ব্যক্তিগণকে শাসন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে তাহাদের মধ্যেও দুর্নীতি প্রবেশ করিয়াছে। চলিত কথাতেও বলা হয় সরিষার দ্বারা ভূত ছাড়াইতে গিয়া দেখা গেল সরিষার মধ্যেও ভূত। সুতরাং দেশবাসিগণের নৈতিক চরিত্রের মান উন্নত করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ নৈরাশ্যজনক। ধর্ম্ম বা ঈশ্বর বিশ্বাসের উপর নীতির বনিয়াদ। অবশ্য অসদুদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যে কপট ঈশ্বরবিশ্বাস তাহা ধর্ম্মের ভাণ মাত্র, উহা নীতির বনিয়াদ নহে। শুভাশুভকর্ম্মফলদাতা জগন্নিয়ন্তা শাসনকর্ত্তা ঈশ্বর একজন আছেন—এই বিশ্বাসের অভাব হইলে মানুষ পাপকার্য্যে বেপরোয়া হইয়া পড়ে। তখনই সেই সকল উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিগণকে নিয়মন করা সুদুষ্কর হয়। চরাচর বিশ্বের সৃজনকর্ত্তা ও মালিক ঈশ্বরবঞ্চনারূপ মূল কৃতঘ্নতা দোষ হইতে মানুষের মধ্যে অন্যান্য দুর্নীতিসমূহ ক্রমশঃ প্রসার লাভ করে। ভগবন্মায়ামোহিত মানুষ বিশ্বের মালিক সাজিয়া মিথ্যা কর্ত্তৃত্বাভিমানদ্বারা যাহাই করুক না কেন তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। মালিকের অনুগ্রহ হইলে যাহা অতি সহজে সমাধান হইতে পারে তাঁহার অবজ্ঞার ফলে উহা দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে। 'আগচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্নারিকেলফলাম্বুবৎ, নির্গচ্ছতি যদা লক্ষ্মীর্গজভুক্তকপিত্থবৎ।'

মৃত্তিকা হইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থিত নারিকেল ফল কঠিন শাস ও শক্ত মালার দ্বারা আবৃত থাকায় জলপ্রবেশের কোনও রাস্তা না থাকা সত্ত্বেও যেমন তদভ্যন্তরে জল দেখা যায়, তদ্রূপ কোন দিক দিয়া অর্থপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখা না গেলেও শ্রীলক্ষ্মীদেবী অথবা লক্ষ্মীপতি শ্রীনারায়ণ প্রসন্ন হইলে প্রচুর অর্থাগমন হইতে পারে। পক্ষান্তরে গোটা কদ্‌বেল হস্তীদ্বারা ভুক্ত হইয়া পুনরায় গোটাই বিষ্ঠার সহিত পরিত্যক্ত হইলেও যেরূপ উক্ত পরিত্যক্ত কদ্‌বেল বাহ্যদর্শনে আস্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহার ভিতরে কোনও সারপদার্থ থাকে না, তদ্রূপ শ্রীলক্ষ্মীদেবী অপ্রসন্ন হইলে বাহিরের ঠাট্ বাট্ থাকিলেও ভিতর অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়ে অর্থাৎ সমস্ত শ্রী ও সম্পদ অন্তর্হিত হয়। পরমেশ্বরের প্রসন্নতার উপর জীবের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের সাফল্য এবং উন্নতি নির্ভর করে। 'যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ। তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম॥' গীতা ১৮।৭৮।

এজন্য দেশের বহুবিধ উন্নয়ন পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা বিস্তারের জন্য অবিলম্বে একটী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। যদি বলেন আমাদের দেশ Secular অর্থাৎ ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ধর্ম্মশিক্ষা বিস্তার করিতে আমরা পারি না, তাহা হইলে উক্ত ভ্রান্তিপূর্ণ নীতির অবিলম্বে পরিবর্ত্তন হওয়া আবশ্যক। কোনও কোনও বিশিষ্ট দেশনেতা Secular State শব্দের অর্থ করিতে গিয়া বলিয়াছেন যে, যে রাষ্ট্রে নিজ নিজ সম্প্রদায় ও ধর্ম্মমত অনুসারে ধর্ম্ম পালনে স্বাধীনতা আছে অথচ রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্ম্মমতের সহিত সংশ্লিষ্ট হয় নাই, তাহাকেই ধর্ম্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বলে। তাঁহারা বলেন Secular State শব্দের অর্থ ধর্ম্মহীন রাষ্ট্র অর্থাৎ ঈশ্বরবিশ্বাসরহিত নাস্তিক রাষ্ট্র নহে। সমস্ত ধর্ম্মমতের মধ্যে কতগুলি একজাতীয় সাধারণ ধর্ম্মোপদেশ ও নীতিকথা আছে, যাহাতে কাহারও বিরোধ নাই, সেই সকল সাধারণ ধর্ম্মশিক্ষাগুলি ন্যূনপক্ষে রাষ্ট্র হইতে সর্ব্বসাধারণের হিতের জন্য প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, ইহাতে আপত্তি থাকিবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

—সম্পাদক

সাত্বত-শ্রাদ্ধ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ ভক্ত শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারীর (আসাম প্রদেশস্থ তেজপুরের অবসরপ্রাপ্ত কারারক্ষক শ্রীজ্ঞান-রঞ্জন সেনগুপ্তের) ভক্তিমতী সহধর্মিণী শ্রীমতী সুনীতি-বালা সেনগুপ্তা গত ১৯ জ্যৈষ্ঠ, ২ জুন বুধবার স্বধাম প্রাপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ কর্তৃক ২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১২ জুন শনিবার গৌরচতুর্দ্দশীতিথিতে একাদশাহে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে জননীদেবীর পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণববিধানমতে সুসম্পন্ন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের অভিপ্রায়ক্রমে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ কৃপাপূর্ব্বক উক্ত কার্য্যের পৌরোহিত্য করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক শ্রীভক্তি-বল্লভ তীর্থ কর্তৃক বৈষ্ণবহোম সম্পন্ন হয় এবং শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী, উপদেশক পণ্ডিত শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী ভক্তিশাস্ত্রী ও শ্রীঅপ্রমেয় দাস ব্রহ্মচারী প্রস্থান-ত্রয় পাঠ করেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার সুযোগ্যা কন্যাগণও তাঁহাদের জননীদেবীর চতুর্থদিবসীয় শ্রাদ্ধকার্য্য শ্রীযুক্ত নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ভক্তিশাস্ত্রী, সেবাসুহৃদ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে গত ৫ই জুন শনিবার অত্র মঠে সম্পন্ন করিয়াছেন।

এতদুপলক্ষে তাঁহারা ১২ই জুন শনিবার মঠে শ্রীবিগ্রহ-গণের বিচিত্র ভোগরাগের ব্যবস্থা ও বৈষ্ণবগণের সেবার বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন। মুকুন্দপ্রেষ্ঠ শ্রীগুরু-পাদপদ্মের সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ কর্তৃক পারলৌকিক সমস্ত কার্য্যাদি সুশৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন হওয়ায় উৎসবে উপস্থিত সজ্জনবৃন্দ সকলে শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী মহাশয়ের সাধ্বী পত্নীর সৌভাগ্যের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

ফোন নং ৪৬-৫৯০০

২৯ বামন, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ ;
২৮ আষাঢ়, ১৩৭২ ; ১৩ জুলাই, ১৯৬৫।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী** প্রভৃতি বিবিধ উৎসবানুষ্ঠান উপলক্ষে ২৫ শ্রীধর, ২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট শনিবার হইতে ২৯ হৃষীকেশ, ২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত শ্রীবিগ্রহগণের সেবা-পূজা, প্রাতে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা, অপরাহ্ণে ইষ্টগোষ্ঠী, কীর্ত্তন এবং সন্ধ্যারাত্রিকান্তে কীর্ত্তন ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ প্রভৃতি প্রাত্যহিক কৃত্য ব্যতীত নিম্নে বর্ণিত উৎসব-পঞ্জী অনুযায়ী মাসাধিকব্যাপী বিশেষ শ্রীহরিস্মরণ মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতিগণ ও সাধু-সজ্জনগণ এই উৎসবে যোগদান করিবেন।

২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসরে শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে ২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে **পাঁচটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে।** সভার বিস্তৃত কার্য্যসূচী পৃথক মুদ্রিত পত্রে বিজ্ঞাপিত হইবে।

মহাশয়, কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানসমূহে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক— ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ

দ্রষ্টব্য ঃ—উৎসবোপলক্ষে কেহ ইচ্ছা করিলে সেবোপকরণ বা প্রণামী আদি উপরি উক্ত ঠিকানায় সম্পাদকের নামে পাঠাইতে পারেন।

উৎসব-পঞ্জী

২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট শনিবার —**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা আরম্ভ।** ষষ্ঠদিবশব্যাপী ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ টায় ধর্ম্মসভা।

২৩ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট রবিবার—পবিত্রারোপণী একাদশীর উপবাস। শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামীর তিরোভাব।

২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—**শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা সমাপ্ত। শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব** পৌর্ণমাসীর উপবাস। রাত্রি ৭-৩০টায় শ্রীবলদেবতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার—শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস। অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় **নগর-সঙ্কীর্ত্তন।** অদ্য হইতে পাঁচদিবসব্যাপী রাত্রি ৭টায় **ধর্ম্মসভার অধিবেশন হইবে।**

৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট শুক্রবার—**শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস।** সমস্ত দিবসব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ পারায়ণ। রাত্রি ১১ টার পরে ১২ টা পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গ পাঠ। তৎপর শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন, মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিক।

৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট শনিবার—**শ্রীনন্দোৎসব**। সর্ব্বসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট রবিবার—রাত্রি ৭টায় **ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন**।

৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট সোমবার—একাদশীর উপবাস। **ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশন**।

১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট মঙ্গলবার—শ্রীঅদ্বৈতপত্নী শ্রীসীতাদেবীর আবির্ভাব।

১৬ ভাদ্র, ২ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীললিতা-সপ্তমী।

১৭ ভাদ্র, ৩ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—**শ্রীরাধাষ্টমী**। (মধ্যাহ্নে শ্রীরাধারাণীর আবির্ভাব) রাত্রি ৭টায় শ্রীরাধা-তত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২০ ভাদ্র, ৬ সেপ্টেম্বর সোমবার—শ্রীপার্শ্বৈকাদশী ও শ্রীবামনদেবের আবির্ভাবজনিত উপবাস।

২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার—শ্রীবামনদ্বাদশী। শ্রীল জীবগোস্বামীর আবির্ভাব। রাত্রি ৭টায় শ্রীল জীবগোস্বামীর পূত-চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২২ ভাদ্র, ৮ সেপ্টেম্বর বুধবার—**শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আবির্ভাব**। রাত্রি ৭টায় ধর্ম্মসভায় ঠাকুরের পূত চরিত্র সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের তিরোভাব। শ্রীঅনন্ত-চতুর্দ্দশীব্রত। রাত্রি ৭টায় শ্রীল ঠাকুর হরিদাসের মহিমা সম্বন্ধে বক্তৃতা।

২৪ ভাদ্র, ১০ সেপ্টেম্বর শুক্রবার—শ্রীবিশ্বরূপ-মহোৎসব।

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীজন্মাষ্টমী

বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠানের আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপানির্দ্দেশক্রমে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং কৃষ্ণনগর, যশড়া, গৌহাটী, তেজপুর, সরভোগ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, হায়দরাবাদ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন শাখা মঠে ও প্রচারকেন্দ্রসমূহে এবং পাকিস্থানের প্রচারকেন্দ্র বালিয়াটীস্থ শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠে আগামী ২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট শনিবার হইতে ২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত **শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা**, ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট শুক্রবার **শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী** ও তৎপরদিবস **শ্রীনন্দোৎসব** সম্পন্ন হইবে।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীঝুলনযাত্রা উপলক্ষে ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট হইতে ২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ১০টা অবধি বিদ্যুচ্চালিত গতিশীল মূর্ত্তির সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণলীলোদ্দীপক বিচিত্র মনোরম সজ্জা (শ্রীকৃষ্ণের ও সখাগণের মাখন চুরি ও ভক্ষণ, যশোদামাতার যষ্টিহস্তে তারণ, যশোদামাতার ও গোপীগণের দধি ও দুগ্ধ মন্থন, গাভীগণের তৃণভক্ষণ, ইন্দ্রের বারিবর্ষণ ও বজ্রনিক্ষেপ, শ্রীকৃষ্ণের গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি) সন্দর্শনের বিশেষ আয়োজন হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত প্রত্যহ অপরাহ্ণ ৪টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব, ত্রিদণ্ডী যতিগণ, বৈষ্ণবাচার্য্যবৃন্দ ও বিশিষ্ট বক্তৃ মহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ২৩ শ্রাবণ ৮ আগষ্ট রবিবার প্রাতঃ ৬-৩০ টায় শ্রীমঠ-হইতে নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইবে।

শ্রীল আচার্য্যদেব কতিপয় ত্রিদণ্ডী যতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে ১৭ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট সোমবার শ্রীধাম বৃন্দাবন শুভযাত্রা করিয়াছেন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৭৯ বঙ্গাব্দ—১৩৭১-৭২

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৫ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা

ভাদ্র ১৩৭২

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি :—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ :—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ :—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর :—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ :—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ :—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-১৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন :—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় :—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ — শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র, ১৩৭২। ২০ হৃষীকেশ, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ভাদ্র, বুধবার; ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫। — ৭ম সংখ্যা

শ্রীগৌর-তত্ত্ব

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

ব্যাসাবতার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের মঙ্গলাচরণে যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রণাম করিয়াছেন, তাহাতে শ্রীগৌরসুন্দরের তত্ত্ব অতি সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে—

"নমস্ত্রিকালসত্যায় জগন্নাথসুতায় চ।
সভৃত্যায় সপুত্রায় সকলত্রায় তে নমঃ॥"

শ্রীগৌরসুন্দর ত্রিকাল সত্যবস্তু। অক্ষজ দ্রষ্টা, যে প্রকার গৌরসুন্দরকে মর্ত্ত্যজীবের ন্যায় জগতে কোন এক সময়ে প্রকট এবং কিছুকাল পরে অপ্রকট দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে 'মহাপুরুষ' বা কিছুকালের জন্য উদিত একটি 'ধর্ম্মপ্রচারক' মাত্র মনে করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মপ্রচারের তাৎকালিক উপযোগিতা প্রভৃতি কল্পনা করিয়া তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠদান এবং নিত্যচরমপ্রয়োজনলাভ হইতে বঞ্চিত হন, শ্রীগৌরসুন্দর সেইরূপ বস্তু নহেন। তিনি ত্রিকাল সত্য বাস্তববস্তু। তিনি শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের নন্দন অর্থাৎ আনন্দবর্দ্ধক। জগন্নাথ মিশ্র পিতৃরূপে তাঁহার সেবক। তিনি বিষ্ণুপর-তত্ত্ব; আর কেহ তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে বড় নহেন, পিতামাতা গুরুবর্গও গুরুরূপে সেই অসমোর্দ্ধ পরতত্ত্বেরই সেবক।

"পিতা মাতা-গুরু-সখা-ভাবে কেনে নয়।
কৃষ্ণপ্রেমের স্বভাবে দাস্য-ভাব সে করয়॥"
(চৈঃ চঃ আদি ৬।৮০)

সেই গৌরসুন্দর ভৃত্যবর্গের সহিত নিজ পাল্যবর্গের সহিত এবং শক্তিবর্গের সহিত অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বরূপে, নিত্য বিরাজিত। তিনি নিত্যবস্তু, ত্রিকাল-সত্যবস্তু, সুতরাং তাঁহার ভৃত্যবর্গ, পাল্যবর্গ ও শক্তিবর্গও নিত্য। 'ভৃত্য'-শব্দের দ্বারা তাঁহার সেবকগণকে বুঝাইতেছে। আর যাঁহারা তাঁহার সেবার দ্বারা তাঁহার অন্তরঙ্গ পাল্যবর্গ মধ্যে গণিত হইয়াছেন, তাঁহারা তাঁহার পুত্র।

"আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ"—শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পাল্যবর্গের পিতা। তিনি তাঁহার পাল্যবর্গের বিশুদ্ধ-চিত্তে উদিত হইয়া শ্রীনাম-প্রেম প্রচার করিতেছেন। ইঁহারাই তাঁহার পুত্র। ইঁহারাই শ্রীগৌরাঙ্গের নিজ বংশ। শ্রীভগবানের এই অচ্যুত-গোত্রীয় বংশগণই জগতে শ্রীগৌরসুন্দরের নাম-প্রেম-প্রচার ধারা রক্ষা করিয়াছেন ও করিতেছেন। আর যাঁহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণুবস্তুতে প্রাকৃতবুদ্ধি করিয়া চ্যুত গোত্রের পরিচয়ে নিত্যানন্দাদ্বৈতকুলের কন্টকবৃক্ষস্বরূপ হইয়া জগতের মহা অমঙ্গল সাধন করিতেছেন, তাঁহারা 'নিত্যানন্দাদ্বৈতের বংশ' বলিয়া যাহা উদ্দিষ্ট হয়, তাহা নহেন। যাঁহারা গৌর-নিত্যানন্দাদ্বৈতের অন্তরঙ্গ সেবাধিকার লাভ করিয়া নিরন্তর তাঁহাদের মনোহভীষ্ট প্রচার করিতেছেন, তাঁহারাই শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও প্রভুদ্বয়ের পাল্য অর্থাৎ পুত্র। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ তাঁহাদের নির্মল আত্মায় উদিত হইয়া সুকৃতিমান্ জীবগণের নিকট জগতে বিস্তার লাভ করিতেছেন।

পুত্র পিতাকে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার করেন বলিয়া 'পুত্র' নামে সংজ্ঞিত হন। যে পুত্র হরিভজন না করিয়া ইতর কার্য্যে ব্যস্ত, সে 'পুত্র' নামের কলঙ্ক। পিতারও সেই কুলাঙ্গার পুত্রকে পুত্রত্বে স্বীকার বা গ্রহণ করিলে পুন্নামক নরক হইতে উদ্ধার লাভ ঘটে না। তাঁহার পুত্রোৎপাদন-কার্য্যটি জীবহিংসা-পূর্ণ একটী পাপ-কার্য্য মাত্র হইয়া পড়ে। আর যে পুত্র হরিভজন করেন এবং যে পিতা পুত্রকে হরিভজনে নিয়োগ করেন, সেই পুত্রের পিতার পুত্রোৎপাদন-রূপ কার্য্যটীও হরিভজনের অনুকূল ও অন্তর্গত হয়। বৈষ্ণব পুত্রে ও অবৈষ্ণব পুত্রে, বৈষ্ণব পিতায় ও অবৈষ্ণব পিতায় এই ভেদ।

শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন। বৈধ বিচারে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাঁহার কলত্র আর প্রকৃত প্রস্তাবে ভজন বিচারে শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীনরহরি ঠাকুর, শ্রীগদাধর পণ্ডিত, শ্রীরায় রামানন্দ প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার উজ্জ্বল মধুর-রসাশ্রিত ত্রিকালসত্য কলত্র। শ্রীগৌরসুন্দর অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন হইলেও বিপ্রলম্ভাবতার। শ্রীকৃষ্ণ—সম্ভোগময় বিগ্রহ আর শ্রীগৌরসুন্দর—বিপ্রলম্ভময় বিগ্রহ। শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া—প্রেমভক্তি স্বরূপিণী। শাক্তেয়-বাদী, মনোধর্ম্মী কতিপয় ব্যক্তি নিজ ক্ষুদ্র ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানে গৌরসুন্দরকে মাপিয়া লইবার চেষ্টায় গৌরনাগরীরূপ পাষণ্ড মতবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহারা দৈবী-মায়ায় বিমোহিত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের উজ্জ্বল মধুর-রসাশ্রিত ভক্তগণের সুনির্ম্মল ভজন-প্রণালী বুঝিতে না পারিয়া সম্ভোগবাদী হইয়া এইরূপ অনর্থ জগতে প্রচার করিতেছেন। তাঁহাদিগকে গৌরভক্ত না বলিয়া 'গৌর-ভোগী' বলা ন্যায়-সঙ্গত।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর গার্হস্থ্য লীলা বর্ণন করিতে গিয়া শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীগৌরসুন্দরের এইরূপ স্তব করিয়াছেন, আবার সন্ন্যাস-লীলা বর্ণনে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামি প্রভুও—

"বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎ প্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্॥"

—শ্লোকে তদ্রূপই বর্ণনা করিয়াছেন।

["দীক্ষা-শিক্ষা-ভেদে গুরুদ্বয়কে, শ্রীবাসাদি ঈশভক্তগণকে, অদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি ঈশাবতারগণকে, প্রভু শ্রীনিত্যানন্দাদি তাঁহার প্রকাশ সকলকে, শ্রীগদাধরাদি ঈশশক্তিগণকে এবং ঈশস্বরূপ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামক পরতত্ত্বকে আমি বন্দনা করি।"]

নামভজন-প্রণালী

অপ্রাকৃত-তত্ত্বের স্বরূপবোধই স্বরূপসিদ্ধি। ইহার নাম প্রকৃত সম্বন্ধজ্ঞান। সম্বন্ধজ্ঞান হইলে প্রেম-অনুশীলন-রূপ অভিধেয় ও প্রেম-প্রাপ্তিরূপ প্রয়োজন লাভ হয়। কৃষ্ণের চিদ্ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময়গুণ, চিন্ময় লীলা প্রেমান্তর্গত প্রয়োজন বিশেষ। প্রশ্নোপনিষদে ভগবন্নাম-ভজন নির্ণীত হইয়াছে। এই জগতে নামরূপে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। অক্ষরাত্মক হইলেও নাম-বলে অক্ষরাত্মক নামও অপ্রাকৃত কৃষ্ণাবতার বিশেষ। নামনামি-অভেদ-বিচারে নামরূপে শ্রীকৃষ্ণ গোলোক-বৃন্দাবন হইতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণ নামই কৃষ্ণের প্রথম পরিচয়। কৃষ্ণপ্রাপ্তিসঙ্কল্পে জীব কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীস্বরূপদামোদর গোস্বামীর প্রিয় শিষ্য শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী হরিনামার্থনির্ণয়ে লিখিয়াছেন, —অগ্নিপুরাণে,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।" রটন্তি হেলয়াবাপি তে কৃতার্থা ন সংশয়ঃ। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে ;—"হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।" যে রটন্তি হীদং নাম সর্ব্বপাপং তরন্তি তে। তৎসংগ্রহকারকঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুঃ। শ্রীচৈতন্য মুখোদ্‌গীর্ণা হরে কৃষ্ণেতি বর্ণকাঃ। মজ্জয়ন্তো জগৎ প্রেম্নি বিজয়ন্তাং তদাজ্ঞয়া॥ অতএব শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যচরিতামৃতে এবং চৈতন্যভাগবতে,—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥" এই ষোল-নাম বত্রিশ অক্ষরময় নাম-মালা গ্রহণ করিতে জীবকে শিক্ষা দিয়াছেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী এই ষোল নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। হরি শব্দোচ্চারণে দুষ্টচিত্ত ব্যক্তির সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়। অগ্নি যেরূপ অনিচ্ছায় স্পৃষ্ট হইলেও দহন করে, তদ্রূপ অনিচ্ছায় 'হরি' বলিলে সর্ব্ব পাপ দগ্ধ হয়। ঐ হরিনাম চিদ্‌ঘনানন্দ বিগ্রহরূপ ভগবত্তত্ত্বকে প্রকাশ করিয়া অবিদ্যা ও তৎকার্য্যকে ধ্বংস করেন। এই কার্য্য দ্বারা হরিনাম হইয়াছে। অথবা স্থাবর জঙ্গম সকলেরই তাপত্রয় হরণ করায় হরিনাম। অথবা অপ্রাকৃত সদ্‌গুণ শ্রবণ কথন দ্বারা সমস্ত বিশ্বাদির মন হরণ করেন। অথবা স্বীয় কোটি-কন্দর্পলাবণ্য স্বমাধুর্য্য দ্বারা সমস্ত লোকের ও অবতারাদির মন হরণ করেন। 'হরি' শব্দের সম্বোধনে 'হরে' শব্দ প্রয়োগ। অথবা ব্রহ্মসংহিতা মতে স্বরূপপ্রেমবাৎসল্য দ্বারা হরির মন যিনি হরণ করেন, সেই 'হরা'-শব্দবাচ্য বৃষভানুনন্দিনী শ্রীমতী রাধিকার নাম সম্বোধনে হরে। 'কৃষ্ণ'-শব্দার্থ আগমমতে—'কৃষ' ধাতুতে 'ণ' প্রত্যয়ে যে 'কৃষ্ণ' শব্দ হয়, তাহাই আকর্ষক, আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। 'কৃষ্ণ' শব্দের সম্বোধনে কৃষ্ণ। আগমে বলিয়াছেন,—"হে দেবি! 'রা'-শব্দোচ্চারণে পাতকসকল দূর হয় এবং পুনঃ প্রবেশ করিতে না পারে, এইজন্য 'ম'-কাররূপ কপাটযুক্ত রাম-নাম হয়।" পুরাণে আরও বলিয়াছেন যে, বৈদগ্ধিসারসর্ব্বস্ব মূর্ত্তিলীলাধিদেবতা যিনি শ্রীরাধার সহিত নিত্যরমমাণ তিনিই 'রাম'-শব্দ-বাচ্য কৃষ্ণ। ভজন-ক্রিয়া-বিচারে প্রত্যেক প্রযুক্ত নামের অর্থ প্রদর্শিত হইবে।

এই 'হরেকৃষ্ণে'তি নামাবলী প্রেমারুরুক্ষু ভক্তগণ সংখ্যা করিয়া কীর্ত্তন স্মরণ করেন। কীর্ত্তন-স্মরণকালে নামার্থ দ্বারা অপ্রাকৃত স্বরূপের নিরন্তর অনুশীলন করিতে থাকেন। নিরন্তর অনুশীলন করিতে করিতে অতি শীঘ্র সকল অনর্থ দূর হইয়া চিত্ত নির্ম্মল হয়। নামাভাসের সহিত নিরন্তর নাম জল্পনার দ্বারা শুদ্ধচিত্তে স্বভাবতঃ অপ্রাকৃত নাম উদিত হন।

নামগ্রহণকারী দ্বিবিধ। অর্থাৎ সাধক ও সিদ্ধ। সাধক আবার দুই প্রকার—প্রাথমিক ও প্রাত্যহিক। এতদতিরিক্ত নিত্যসিদ্ধগণ দেহের সম্বন্ধে সিদ্ধ। প্রাথমিক সাধকগণ 'নাম' সংখ্যাদ্বারা বৃদ্ধি করিতে করিতে নামকীর্ত্তনের নৈরন্তর্য্য লাভ করেন। নৈরন্তর্য্য লাভ করিয়া প্রাত্যহিক হইয়া পড়েন। প্রাথমিক সাধকদিগের অবিদ্যাপিত্তোপতপ্ত-রসনায় নামে রুচি থাকে না। নিরন্তর নাম তুলসীমালায় সংখ্যা করিতে করিতে নৈরন্তর্য্য-সিদ্ধি বা প্রাত্যহিক অবস্থায় নামে একটু আদর হয়। এ অবস্থায় নামোচ্চারণ রহিত হইয়া থাকিতে ভাল লাগে না। আদরের সহিত নিরন্তর নাম করিতে করিতে নামে পরমাস্বাদ জন্মে। তৎকালে পাপ, পাপবীজ যে পাপবাসনা ও ঐ সকলের মূল যে অবিদ্যা-অভিনিবেশ, তাহা স্বয়ং দূর হয়। প্রাথমিক অবস্থায় নিরপরাধে নাম করিবার চেষ্টা ও আগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। তাহা কেবল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ ও সাধুসঙ্গে সদ্ধর্ম্ম-শিক্ষাদ্বারাই ঘটিতে পারে। প্রাথমিক অবস্থাটী কাটিয়া গেলে, নৈরন্তর্য্যক্রমে নামে রুচি ও জীবে দয়া স্বভাবতঃ বৃদ্ধি হয়। কর্ম্ম, জ্ঞান বা যোগাদির সাহায্য এই বিষয়ে প্রয়োজন নাই। সেই সকল কার্য্য যদি তখন প্রবল থাকে, তবে শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ দ্বারা তাহারা নামসাধকের উপকার করে। নির্ব্বন্ধিনী-মতির সহিত তদীয় সঙ্গে নাম কীর্ত্তন করিতে করিতে স্বল্পকালেই চিত্তশুদ্ধি ও অবিদ্যানাশপ্রক্রিয়া উপস্থিত হয়। অবিদ্যা যত নষ্ট হয়, ততই যুক্ত-বৈরাগ্য ও সম্বন্ধজ্ঞান আসিয়া চিত্তকে অতি নির্ম্মল করে। সমস্ত বিদ্বন্মণ্ডলীতে ইহার পরীক্ষা বার বার হইয়াছে।

নাম গ্রহণের সময় নামের স্বরূপ-অর্থ আদরে অনুশীলন পূর্ব্বক কৃষ্ণের নিকট সক্রন্দন প্রার্থনা করিতে করিতে কৃষ্ণকৃপায় ক্রমশঃ ভজনে ঊর্দ্ধগতি হয়। এইরূপ না করিলে কর্ম্মি-জ্ঞানীদিগের ন্যায় সাধনে বহুজন্ম অতীত হইয়া যায়।

ভজনে প্রবৃত্তজনগণ দুই ভাগে বিভক্ত হ'ন, অর্থাৎ তন্মধ্যে কেহ কেহ ভারবাহী ও কেহ কেহ সারগ্রাহী। যাহারা ভুক্তিমুক্তিকামী এবং জড়ীয় সংসারে আসক্ত, তাহারা ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ চেষ্টার ভারে ভারাক্রান্ত। তাহারা সারবস্তু যে প্রেম, তাহা জানিতে পারে না। সুতরাং ভারবাহিগণ বহু চেষ্টা করিয়াও বহুযত্নে ভজনোন্নতি লাভ করে না। সারগ্রাহিগণ প্রেমতত্ত্বের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অতি শীঘ্র বাঞ্ছনীয় স্থল প্রাপ্ত হন। তাঁহারাই প্রেমারুরুক্ষু। তাঁহারাই অতি শীঘ্র প্রেমারূঢ় হন বা সহজ পরমহংস হন। যদি কখন সাধুসঙ্গে ভারবাহী সার বস্তুতে আদর করিতে শিক্ষা করেন, তখন তিনি অতি শীঘ্র প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন।

বহু জন্মের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে ভক্তিপথে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধা ভক্তসঙ্গে রুচি প্রদান করে। শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গে ভজনাদি করিলে প্রেমোন্মুখী সাধনভক্তি উদিত হয়। শুদ্ধ ভক্তের কৃপায় সাধনপ্রণালী গ্রহণ করিলে অল্পেই প্রেমারুরুক্ষু হইয়া পড়েন। মিশ্রভক্ত বা ভক্তাভাসের সঙ্গে ভজন শিক্ষা করিলে প্রেম অনেক দূরে থাকেন। একান্ত হইতে পারেন না। এই অবস্থায় অনর্থ প্রবল থাকিয়া শুদ্ধভক্তের প্রতি আদর করিতে দেয় না। কুটিলতা আসিয়া হৃদয়কে কপট করে। এই অবস্থায় সাধকগণ প্রায়ই কনিষ্ঠাধিকারভাবে বহু জন্ম অতীত করেন। কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা হইয়াছে, তাহা বড়ই কোমল, সর্ব্বদা লৌল্য দ্বারা পরিচালিত। তাঁহাদের সেই প্রকার গুরু ও সাধুসঙ্গ হয়। তাঁহাদের হৃদয়ের চাঞ্চল্য দূর করিবার জন্য আগমমার্গে গুরুর নিকট হইতে অর্চ্চন শিক্ষা হইয়া থাকে। অনেককাল অর্চ্চন করিতে করিতে নামের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। নামে শ্রদ্ধা

হইলে শুদ্ধ সাধুসঙ্গে নামভজনে প্রবৃত্তি হয়।

প্রথম হইতেই যে সকল সৌভাগ্যবান্ পুরুষের কৃষ্ণ-নামে অনন্যশ্রদ্ধা থাকে, তাঁহাদের পক্ষে প্রক্রিয়া পৃথক। তাঁহারা কৃষ্ণকৃপায় নামতত্ত্ববিৎ গুরুকে আশ্রয় করেন। নামতত্ত্ববিৎ গুরুর অধিকার শ্রীমহাপ্রভু নির্ণয় করিয়া দিয়াছেন। নামতত্ত্বে দীক্ষা গুরুর আবশ্যকতা না থাকিলেও নামতত্ত্বগুরু স্বতঃসিদ্ধ। নামাক্ষর সর্বত্র লাভ হইতে পারে; কিন্তু তাহাতে যে নিগূঢ় তত্ত্ব আছে তাহা বিশুদ্ধ ভক্ত-গুরুকৃপাতেই উদ্ঘাটিত হয়। গুরু কৃপাতেই নামাভাসদশা দূর হয় এবং নামাপরাধ হইতে রক্ষা হয়।

নামভজনকারী পুরুষ প্রথম হইতেই মধ্যমাধিকারী। যেহেতু তাঁহারা নামস্বরূপ অবগত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের নামাভাস প্রায় হয় না। তাঁহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমারুরুক্ষু। কৃষ্ণে প্রেম, শুদ্ধ বৈষ্ণবে মৈত্রী, কোমলশ্রদ্ধ বৈষ্ণবে কৃপা এবং জ্ঞানলববিদগ্ধ ভগবচ্ছ্রী-মূর্ত্তিবিদ্বেষিগণের প্রতি উপেক্ষা কয়াই তাঁহাদের ধর্ম্ম-ব্যবহার। কনিষ্ঠাধিকারী বৈষ্ণব তারতম্য বিচার করিতে না পারায় সময়ে সময়ে বড় শোচনীয় হন। মধ্যমাধিকারী প্রেমারুরুক্ষু ভক্ত ত্রিবিধ বৈষ্ণবের প্রতি ত্রিবিধ ব্যবহার দ্বারা অতি শীঘ্র প্রেমারূঢ় বা উত্তম ভক্ত হইয়া উঠেন। মধ্যমাধিকারী ভক্তই সঙ্গযোগ্য পুরুষ।

প্রেমারুরুক্ষু মধ্যমাধিকারী ভক্ত নামসংখ্যা করিতে করিতে রাত্র দিবসে তিন লক্ষ নাম করেন। নামে এত আনন্দ হয় যে, নাম ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। শয়নাদি সময়ে সংখ্যানাম হয় না বলিয়া শেষে অসংখ্য নাম করিতে থাকেন। শ্রীগোপালগুরু গোস্বামী যেরূপ শ্রীনামের অর্থ করিয়াছেন, সেইরূপ অর্থ ভাবনা করিতে করিতে নর-স্বভাবের যে সকল অনর্থ আছে, তাহার ক্রমশঃ উপশম হইয়া নামের পরমানন্দময় স্বরূপ-সাক্ষাৎ-কৃতি হইতে থাকে। নামের স্বরূপ স্পষ্ট উদিত হইলে কৃষ্ণের চিন্ময়রূপ নামের স্বরূপের সঙ্গে ঐক্যরূপে উদিত হয়। যত নাম শুদ্ধরূপে উদিত হইয়া রূপ-সাক্ষাৎকৃতির সহিত ভজন হইতে থাকে, ততই প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ চিত্তে বিলুপ্ত হইয়া শুদ্ধসত্ত্ব অর্থাৎ অপ্রাকৃত কৃষ্ণগুণসকল উদিত হন। নামরূপগুণ তিনের ঐক্যে যত বিশুদ্ধ ভজন হইতে থাকে, ততই সহজসমাধিযোগে অমল চিত্তে কৃষ্ণকৃপায় কৃষ্ণলীলার স্ফূর্ত্তি হয়। সংখ্যা-যুক্ত বা অসংখ্য নাম জিহ্বায় কীর্ত্তিত হয়, মনশ্চক্ষে কৃষ্ণরূপ দৃষ্ট হয়, চিত্তে কৃষ্ণগুণগণ লক্ষিত হয় এবং সমাধিস্থ আত্মায় কৃষ্ণলীলা আসিয়া প্রস্ফুটিত হয়। সাধকের পাঁচটী দশা ইহাতে লক্ষিত হয়।

১। শ্রবণ দশা। ২। বরণ দশা। ৩। স্মরণ দশা। ৪। আপন দশা। ৫। প্রাপন দশা।

সুযোগ্য গুরুর নিকট যে সাধন ও সাধ্য বিষয় শ্রবণ করা যায়, তৎকালে যে সুখময় দশা হয়, তাহাকে শ্রবণ-দশা বলা যায়। নামাপরাধশূন্য নাম-গ্রহণ সম্বন্ধে যত কথা আছে এবং নাম-গ্রহণ করিবার প্রণালী ও যোগ্যতা-সমুদয় শ্রবণ-দশায় লাভ হয়। তাহাতেই নামের নৈরন্তর্য্যসিদ্ধি উদিত হয়।

যোগ্য হইয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট নামপ্রেমগ্রথিত মালা পাওয়া যায় অর্থাৎ শিষ্য পরম সন্তোষে শ্রীগুরু-চরণে শুদ্ধভজনাঙ্গীকাররূপ বরণ গ্রহণ করেন এবং শ্রীগুরুর নিকট শক্তিসঞ্চার প্রাপ্ত হন, তাহারই নাম বরণদশা।

স্মরণ, ধ্যান, ধারণা, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি—এই পাঁচটী নামস্মরণের প্রক্রিয়া। নামস্মরণ, রূপস্মরণ, গুণধারণা, লীলার ধ্রুবানুস্মৃতি এবং লীলা প্রবেশ কৃষ্ণরসে মগ্ন হওয়া রূপ সমাধি—এই সমস্ত ক্রমে হইলে আপনদশা উপস্থিত হয়। স্মরণ ও আপনে অষ্টকাল কৃষ্ণনিত্যলীলা সাধন হয় এবং তাহাতে গাঢ় অভিনিবেশ হইলে স্বরূপসিদ্ধি হয়। স্বরূপসিদ্ধ ভক্তগণই সহজ পরমহংস।

পরে কৃষ্ণকৃপা হইলে দেহবিগমন-সময়ে বস্তুতঃ সিদ্ধ-দেহে ব্রজলীলার পরিকর হওয়ার নাম বস্তুসিদ্ধি। ইহাই নামভজনের চরম ফল।

প্রেমারুরুক্ষু সকলেই কি গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন? উত্তর এই যে, গৃহস্থাশ্রমই হউক বা বানপ্রস্থই হউক অথবা সন্ন্যাসই হউক, যে আশ্রম তৎকালে প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি প্রেমসাধনের অনুকূল বলিয়া জানিবেন, সেই আশ্রমে বসিয়া তিনি ভজন করিবেন। যাহাকে প্রতিকূল দেখিবেন, সেই আশ্রম তিনি তৎকালে ত্যাগ করিবেন। শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, শ্রীরামানন্দ প্রভৃতি ভগবৎপার্ষদগণের চরিত্র আলোচনীয়। তাঁহারা সকলেই সহজ পরমহংস। গৃহস্থ আশ্রমে পূর্ব্বকালে ঋভু প্রভৃতি অনেকের এইরূপ পারমহংস্য দেখা যায়। পক্ষান্তরে, গৃহস্থ-আশ্রমকে ভজনের প্রতিকূল দেখিয়া শ্রীরামানুজ স্বামী, শ্রীস্বরূপ-দামোদর গোস্বামী, শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামী, শ্রীহরিদাস ঠাকুর, শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী মহোদয়গণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার কালনির্ণয় সমস্যা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও তদীয় ভ্রাতা বিদ্যাবাচস্পতি মহোদয়ের সেবা নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়াছিলেন—"হে সার্ব্বভৌম, তুমি দারুব্রহ্মরূপ জগন্নাথদেবকে আরাধনা কর, আর হে বিদ্যাবাচস্পতি, তুমি শ্রীনবদ্বীপান্তর্গত বিদ্যানগরে বসিয়া জলব্রহ্মরূপ গঙ্গার সেবা কর।" (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ কৃত অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিতেছেন—

"সার্ব্বভৌম, বিদ্যাবাচস্পতি,—দুই ভাই।
দুই জনে কৃপা করি' কহেন গোসাঞি॥
'দারু'-'জল'-রূপে কৃষ্ণ প্রকট সম্প্রতি।
'দরশন'-'স্নানে' করে জীবের মুকতি॥
'দারু ব্রহ্ম'-রূপে—সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম।
ভাগীরথী হন—সাক্ষাৎ 'জলব্রহ্ম'-সম॥
সার্ব্বভৌম, কর দারুব্রহ্ম আরাধন।
বাচস্পতি, কর জলব্রহ্মের সেবন॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।১৩৩-১৩৬

শ্রীভগবান্ গীতাতেও (গীঃ ১৫।১৮) বলিয়াছেন—

"যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ॥"

অর্থাৎ যেহেতু আমি স্ব-স্বরূপ হইতে ক্ষরণশীল জীবাত্মা এবং অবিচ্যুত-স্বভাব ব্রহ্ম ও পরমাত্মপ্রকাশ হইতে উত্তম অর্থাৎ উৎকৃষ্ট প্রকাশবিশিষ্ট অতএব লোকে ও বেদে আমি 'পুরুষোত্তম' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি।

সাংখ্যায়ন-ব্রাহ্মণেও লিখিত আছে—

"আদৌ যদ্দারু প্লবতে সিন্ধোঃ পারে অপুরুষম্।
তদালভস্ব দুর্দ্দনো তেন যাহি পরং স্থলম্॥"

উহার সাংখ্যায়ন-ভাষ্যও এইরূপ—

"আদৌ বিপ্রকৃষ্টে দেশে বর্ত্তমানং যদ্দারু, দারুময়ং পুরুষোত্তমাখ্য-দেবতাশরীরং প্লবতে, জলস্যোপরি বর্ত্ততে, অপুরুষং নির্ম্মাতৃরহিতত্বেন অপুরুষং, তৎ আলভস্ব। দুর্দ্দনো হে হোতঃ, তেন দারুময়েন দেবেন উপাস্যমানেন পরং স্থলং বৈষ্ণবং লোকং গচ্ছেত্যর্থঃ।"

—আদৌ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে বিপ্রকৃষ্টদেশে (বিপ্রকৃষ্ট অর্থে দূরস্থ, অনাসন্ন) যে অপৌরুষেয় পুরুষোত্ত-মাখ্য দারুব্রহ্ম সিন্ধুতীরে বিরাজ করিতেছেন, হে হোতঃ (যজ্ঞকর্ত্তা) তাঁহার উপাসনা করিয়া পরম বৈষ্ণবলোকে গমন কর।

সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তম ভগবান্ অর্চ্চাবতার রূপে প্রকটিত বলিয়া তাঁহার প্রকটক্ষেত্রকেও পুরুষোত্তম-ধাম বা তিনি ত্রিজগতের নাথ—জগন্নাথ বলিয়া তাঁহার ধাম শ্রীজগন্নাথ-ধাম অথবা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের পুর বলিয়া তাঁহার পুর 'পুরী' নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত ভৌম-বৈকুণ্ঠ স্বরূপ এই ধামকে শ্রীক্ষেত্র, শ্রীনীলমাধবরূপী ভানুর উদয়াচল বা নীল পর্ব্বত অবস্থিত ছিল বলিয়া নীলাচল বা নীলাদ্রি প্রভৃতি বলা হইয়া থাকে।

"স্বয়ং ভগবান্ আর লীলা-পুরুষোত্তম।
এই দুই নাম ধরে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।২৪০

সেই লীলা-পুরুষোত্তম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন—স্বয়ংরূপ, তাঁহার গোপবেশ ও গোপঅভিমানে সর্ব্বদা ব্রজে থাকিয়া ব্রজবিলাস। তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ বলরামেরও ব্রজে গোপভাব। পুরে অর্থাৎ মথুরা ও দ্বারকালীলায় উভয়েরই ক্ষত্রিয়াভিমান—

"স্বয়ংরূপের গোপবেশ, গোপ-অভিমান।
বাসুদেবের ক্ষত্রিয়-বেশ, 'আমি—ক্ষত্রিয়'-জ্ঞান॥
ব্রজে গোপভাব রামের, পুরে ক্ষত্রিয়-ভাবন"

—চৈঃ চঃ ম ২০।১৭৭,১৮৭

ইঁহাদেরই আদি কায়ব্যূহ দ্বারকায় বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই চতুর্ব্যূহ। পরব্যোমে ইঁহারই দ্বিতীয় প্রকাশ স্বরূপে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ, এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহেরই বিংশতি বিলাস মূর্ত্তি। এই দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ ও তাঁহাদের বিংশতি বিলাস মূর্ত্তি—এই চতুর্বিংশতি বিষ্ণুমূর্ত্তিই বৈকুণ্ঠে স্বস্বধামে নিত্য বিরাজমান্। ইঁহারাই আবার ব্রহ্মাণ্ডে ২৪টি বিভিন্ন স্থানে ২৪টি অর্চ্চারূপে স্বস্বধাম সহ নিত্য অধিষ্ঠিত আছেন। এই ২৪টি অর্চ্চা—স্বয়ম্ভূ অর্থাৎ আপনা হইতেই স্বেচ্ছায় অর্চ্চাবতাররূপে প্রকটিত। নীলাচলে শ্রীজগন্নাথ ইঁহাদেরই অন্যতম। লীলাময় শ্রীভগবান্ কখনও বিভিন্ন মূর্ত্তিতে স্বীয় পরিকর ও ধাম-সহ ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন স্থানে অবতীর্ণ হইয়া প্রকটলীলা করেন, কখনও বা নিজ নিজ ধাম-সহ নিত্য অর্চ্চাবতার জগতে প্রকটিত করিয়া তথায় নিত্য অধিষ্ঠিত থাকেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

"যদ্যপি পরব্যোম সবাকার নিত্যধাম।
তথাপি ব্রহ্মাণ্ডে কারো কাঁহো সন্নিধান॥
মথুরাতে কেশবের নিত্য সন্নিধান।
নীলাচলে পুরুষোত্তম—'জগন্নাথ' নাম॥
প্রয়াগে মাধব, মন্দারে শ্রীমধুসূদন।
আনন্দারণ্যে বাসুদেব, পদ্মনাভ, জনার্দ্দন॥
বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণু রহে, হরি মায়াপুরে।
ঐছে আর নানা মূর্ত্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে॥
এই মত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সবার 'পরকাশ'।
সপ্তদ্বীপে নবখণ্ডে যাঁহার বিলাস॥
সর্ব্বত্র প্রকাশ তাঁর ভক্তে সুখ দিতে।
জগতের অধর্ম্ম নাশি' ধর্ম্ম স্থাপিতে॥"

—চৈঃ চঃ ম ২০।২১২, ২১৫-২১৯

'একমেবাদ্বিতীয়ম' অখণ্ড অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব মায়াধীশ শ্রীভগবানের আবির্ভাব কোন জড়ীয় দেশ কাল ও পাত্রের অন্তর্গত হন না। তিনি তাঁহার অলৌকিক অবিচিন্ত্য অনির্ব্বচনীয়া ঐশী শক্তিতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও সর্ব্বক্ষণ প্রপঞ্চাতীতই থাকেন, ইহাই তাঁহার ভগবত্তা।

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥"

—ভাঃ ১।১১।৩৮

"প্রকৃতিস্থ হইয়া তাহার গুণের বশীভূত না হওয়াই ঈশ্বরের ঈশিতা। মায়াবদ্ধ জীবের বুদ্ধি যখন ঈশাশ্রয়া হয়, তখন তাহা মায়া সন্নিকর্ষেও মায়া গুণে সংযুক্ত হয় না।" (চৈঃ চঃ আ ২।৫৫ অঃ প্রঃ ভাঃ)

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের অগ্রাহ্য অধোক্ষজ—অপ্রাকৃত ভগবদ্ বস্তুকে জড়মায়াবদ্ধ জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়জজ্ঞানের বিষয়ী-ভূত করিবার দুর্ব্বুদ্ধি-বিশিষ্ট চিত্তবৃত্তিতে শ্রীভগবানের চিন্ময়স্বরূপ ও তদ্রূপবৈভব শ্রীধামের চিন্ময়ত্ব কখনই উপলব্ধির বিষয় হয় না। "চর্ম্মচক্ষে দেখে যেন প্রপঞ্চের সম।"

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নামরূপ-গুণলীলাদি কখনই প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ব্যাপার নহে। জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় সেবোন্মুখ হইলেই সেই সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়সকাশে তাঁহারা আপনা হইতেই আত্মপ্রকাশ করেন।

একমাত্র ভক্তিবশ্য ভগবান্, কদাপি কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি-বশ্য নহেন, ইহা শ্রীভগবান্ তাঁহার 'ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ' (গীঃ ১১।৫৪), 'ভক্ত্যা মামভিজানাতি' (গীঃ ১৮।৫৫), 'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ' (ভাঃ ১১।১৪।২১) প্রভৃতি শ্রীমুখবাক্যে ভূয়োভূয়ঃ প্রকাশ করিয়াছেন। মাঠর শ্রুতিও জানাইতেছেন—"ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী"।

প্রপত্তি বা শরণাগতিমূলা সেই ভক্তিপথ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ভক্তিহীন কর্ম্মজ্ঞানাদি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিবার দম্ভ বরণ করিলে শ্রীভগবানের দৈবী গুণময়ী দুরত্যয়া মায়া তাদৃশ দাম্ভিককে কখনও ছাড়িবে না, তাহাকে গ্রাস করিয়া নানা প্রকার দুর্ব্বুদ্ধি দিবে, তাঁহার শ্রীমুখ-বাক্যের মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে দিবে না, নানা অর্থ-বৈপরীত্য ঘটাইবে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি তাঁহার ঐকান্তিকভক্তের ঐকান্তিকী ভক্তিবশ্য, ইহা শ্রুতিস্মৃত্যাদি শাস্ত্র তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন, সুতরাং ইহা সর্ব্ববাদি সম্মত। তাদৃশী ঐকান্তিকী ভক্তের লেশগন্ধশূন্য এই শাস্ত্র-সিদ্ধান্তজ্ঞানহীন নিতান্ত দীন প্রবন্ধলেখক আজ সরলভাবে সুধী ভক্ত-সমাজে কএকটি সংশয় জ্ঞাপন করিতেছে। তাঁহারা ভক্তিশাস্ত্র সম্মত সুসিদ্ধান্ত জানাইয়া তাহার সংশয় নিরাকরণে যত্নবান্ হইলেই সে কৃতার্থ হইতে পারে।

শ্রীভগবান্ জগন্নাথ—সকল জগতের নাথ, তাঁহার সেবা-পূজার সুষ্ঠুতার উপর জগদ্বাসী জীবমাত্রেরই সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল নির্ভর করিয়া থাকে। ত্রুটী বিচ্যুতিতে সমূহ জগতেরই অমঙ্গল সুনিশ্চিত। সুতরাং তাঁহার সেবাপূজা বিষয়ে সকলেরই—বিশেষতঃ সেবাভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন আবশ্যক।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা একটি প্রধান সেবা এবং তাহা এক বিরাট ব্যাপার। শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীহরির উত্থান একাদশী অন্তে রথযাত্রার বিধান দৃষ্ট হয়, কিন্তু আষাঢ় মাসে শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতেই শ্রীজগন্নাথ-দেবের রথযাত্রার ব্যবস্থা আছে। কতকাল হইতে যে এই ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা মানবের প্রাকৃত বুদ্ধির দুরধিগম্য বহু প্রাচীনকাল হইতে সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মপ্রাণ নরনারী এই উৎসবে সমবেত হইতেছেন, জগতের ধর্ম্মপ্রাণ আবাল-বৃদ্ধবনিতা—সকলেরই যেন শ্রীজগন্নাথে একটি স্বাভাবিকী প্রীতি—আপন-বোধ বিদ্যমান দেখা যায়। গৌড়ীয় ভক্ত-গণের সম্বন্ধে ত' কথাই নাই, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণ-লীলার পর চতুর্ব্বিংশতি বৎসর (তন্মধ্যে ছয় বৎসরকাল লীলাচল হইতে বিভিন্নতীর্থে গমনাগমন থাকিলেও ১৮ বৎসরকাল একাদিক্রমে) শ্রীজগন্নাথধামে সপার্ষদে বাস করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও অন্যান্য যাত্রা দর্শন লীলা করিয়া শ্রীক্ষেত্র মহিমা স্বয়ং প্রচার করায় শ্রীগৌরচরণাশ্রিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ শ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রকে অভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুর ও তদভিন্ন শ্রীবৃন্দাবনধাম বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। পরন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীনবদ্বীপ বিহার অপেক্ষা শ্রীক্ষেত্র-বিহার শ্রীশ্রীস্বরূপরূপানুগ গৌড়ীয়গণের নিকট অধিকতর চমৎকারিতা-বিশিষ্ট বলিয়া অনুভূত হয়। 'শ্রীরাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ' শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরিশিষ্ট লীলামাধুর্য্য এই স্থানেই প্রকটিত বলিয়া শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণবদর্শনে

এইস্থান — সর্ব্বধাম-মুকুটমণি। শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রেও উক্ত হইয়াছে—

"মথুরা-দ্বারকা-লীলা যাঃ করোতি চ গোকুলে।
নীলাচলস্থিতং কৃষ্ণস্তা এব চরতি প্রভুঃ॥"

—"শ্রীকৃষ্ণ গোলোকে মথুরা-দ্বারকাদি যে সকল লীলা বিস্তার করেন, শ্রীনীলাচলে অবস্থান করিয়াও তিনি সেই সকল লীলাই প্রকট করেন।"

শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস শ্রীমন্মহাপ্রভুকে 'সচলজগন্নাথ' বলিয়া বর্ণন করিতেছেন—

"মহানন্দে সর্ব্বলোকে 'জয় জয়' বলে।
আইলা **সচল-জগন্নাথ** নীলাচলে॥
আপনে শ্রীজগন্নাথ ন্যাসিরূপ ধরি।
নিজে সংকীর্ত্তন-ক্রীড়া করে অবতরি'॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।১২৬,১৬৫

শ্রীগৌরনিজজন শ্রীসনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীজগন্নাথদেবকে স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"শ্রীজগন্নাথ নীলাদ্রিশিরোমুকুটরত্ন হে।
দারু-ব্রহ্মন্ ঘনশ্যাম প্রসীদ পুরুষোত্তম॥
প্রফুল্লপুণ্ডরীকাক্ষ লবণাব্ধিতটামৃত।
গুটিকোদর মাং পাহি নানা-ভোগপুরন্দর॥
নিজাধর-সুধাদায়িন্নিন্দ্রদ্যুম্নপ্রসাদিত।
সুভদ্রালালনব্যগ্র-রামানুজ নমোঽস্তু তে॥
গুণ্ডিচা-রথযাত্রাদি-মহোৎসববিবর্দ্ধন।
ভক্তবৎসল বন্দে ত্বাং গুণ্ডিচা-রথমণ্ডনম্॥
দীনহীন মহানীচ-দয়ার্দ্রীকৃতমানস।
নিত্যনূতনমাহাত্ম্যদর্শিন্ চৈতন্যবল্লভ॥

আবার শ্রীক্ষেত্র-বিহারী গৌরহরিকেও তন্নিজজন শ্রীসনাতন স্তব করিয়া বলিতেছেন—

"শ্রীমচ্চৈতন্যদেব ত্বাং বন্দে গৌরাঙ্গসুন্দর।
শচীনন্দন মাং ত্রাহি যতিচূড়ামণে প্রভো॥
আজানুবাহো স্মেরাস্য **নীলাচলবিভূষণ**।
জগৎপ্রবর্ত্তিত স্বাদুভগবন্নাম কীর্ত্তন॥
অদ্বৈতাচার্য্য-সংশ্লাঘিন্ সার্ব্বভৌমাভিনন্দক।
রামানন্দকৃতপ্রীত সর্ব্ববৈষ্ণববান্ধব॥
শ্রীকৃষ্ণচরণাম্ভোজ-প্রেমামৃতমহাম্বুধে।
নমস্তে দীনদীনং মাং কদাচিৎ কিং স্মরিষ্যসি ?"

সুতরাং গৌড়ীয়-দর্শনে অচল-ব্রহ্ম বা দারুব্রহ্ম শ্রীজগন্নাথদেবই সচলব্রহ্মরূপে শ্রীনীলাচলবিভূষণ শ্রীচৈতন্যদেব। শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীজগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামসুন্দর মদনমোহন রূপে দর্শনাদর্শ প্রকট করিয়াছেন। এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবে ও তদীয় প্রকটলীলাক্ষেত্র শ্রীক্ষেত্রে একটি স্বাভাবিকী প্রীতি বিদ্যমান। বিশেষতঃ মধুররসের উপাসক রসজ্ঞ ভক্তগণ সর্ব্বলক্ষ্মীর অংশিনী—সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর সেবা-মাধুর্য্যৌদার্য্য-প্রভাবপ্রকটিত ক্ষেত্রকে 'শ্রী'-ক্ষেত্র বলিয়া অনুভব করেন। ঐশ্বর্য্য-দর্শনে 'শ্রী'-দেবী—শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপশক্তি, তৎপ্রভাবে প্রভাবান্বিত ক্ষেত্রই শ্রীক্ষেত্র।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে শ্রীভুবনেশ্বর মাহাত্ম্য-সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীশিবপ্রতি উক্তিতে শ্রীপুরীধামের মাহাত্ম্য এইরূপ বর্ণিত আছে—

*   *   *   *

"সেইস্থানে আমার পরম গোপ্য পুরী॥
সেইস্থান, শিব ! আজি কহি তোমা-স্থানে।
সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে॥
সিন্ধুতীরে বটমূলে 'নীলাচল' নাম।
ক্ষেত্র-শ্রীপুরুষোত্তম অতি রম্য স্থান॥
অনন্তব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে॥
সর্ব্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি॥
সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি।
তাহাতে বসয়ে যত জন্তু কীট কৃমি॥
সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে।

ভুবন মঙ্গল করি' কহিয়ে যে স্থানে॥
নিদ্রাতেও যে স্থানে সমাধিফল হয়।
শয়নে প্রণাম ফল যথা বেদে কয়॥
প্রদক্ষিণ ফল পায় করিলে ভ্রমণ।
কথামাত্র যথা হয় আমার স্তবন॥
নিজনামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম।
তাহাতে যতেক বৈসে সে আমার সম॥
সে স্থানে নাহিক যমদণ্ড-অধিকার।
আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।৩৬৬-৩৭৪।৩৭৬-৩৭৭

শ্রীপদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসার ১১শ অধ্যায়েও এই শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্র ও তত্রস্থ শ্রীমহাপ্রসাদ মাহাত্ম্যাদি সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের প্রাণকোটিসর্ব্বস্ব শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরমপ্রিয় এই ধাম ও ধামেশ্বর শ্রীজগন্নাথ-দেবের সেবায় যাহাতে কোন ভক্তিপ্রতিকূল কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তবিচার প্রবিষ্ট না হয়, তদ্বিষয়ে সুধী ভক্তমাত্রেরই সাবধানতা অবলম্বনের বিশেষ প্রয়োজন আছে, ইহাই আমার ধারণা।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা এই যে—আষাঢ় মাসের পুষ্যানক্ষত্রযুক্তা শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতেই রথযাত্রা অনুষ্ঠেয়। এই তিথিতে পুষ্যানক্ষত্র যুক্ত না হইলেও উক্ত তিথিতেই রথযাত্রা অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই বিধি। এস্থলে কেবল তিথিরই প্রাধান্য, নক্ষত্রযোগ হইলে উত্তম। শ্রীজগন্নাথ তাঁহার পরমভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নকে জানাইয়াছিলেন —"আষাঢ় মাসের শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীসুভদ্রা সহ শ্রীবলরাম ও আমাকে রথে আরোহণ করাইয়া নবযাত্রা উৎসব সম্পাদন করিবে। যেস্থানে তোমার সহস্র অশ্বমেধযজ্ঞের মহাবেদী বিদ্যমান এবং যেস্থানে আমি আবির্ভূত হইয়াছিলাম, আমাদিগকে রথে আরোহণ করাইয়া সেই গুণ্ডিচামন্দিরে লইয়া যাইবে।" এজন্য রথযাত্রা উৎসবই শ্রীপুরীধামের সর্ব্বপ্রধান উৎসব। এই উৎসবকে 'নবযাত্রা', 'গুণ্ডিচা-যাত্রা', 'নন্দীঘোষ যাত্রা', 'পতিতপাবন যাত্রা' বা 'মহাবেদী-উৎসব'ও বলা হইয়া থাকে। বৈশাখ মাসের শুক্লা তৃতীয়া তিথি হইতে রথ নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। প্রতিবৎসর তিনখানি নূতন রথ নির্ম্মিত হয়, উৎকল নৃপতি-গণ প্রতিবৎসরই রথের যাবতীয় কাষ্ঠ প্রদান করিয়া থাকেন। এই রথ নির্ম্মাতা সূত্রধর, চিত্রকর ও অন্যান্য শিল্পী ও শ্রমিকগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থ প্রচুর আয়ের সম্পত্তি প্রদত্ত আছে। শ্রীজগন্নাথদেবের প্রত্যেকটি সেবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সেবকের ব্যবস্থা আছে এবং তাঁহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযোগী ভূসম্পত্তিও প্রদত্ত আছে। এইরূপ সেবা ও সেবকের স্থায়ী সুব্যবস্থা পৃথিবীর কোনস্থলেই দেখা যায় না। শ্রীমন্দিরের পূর্ব্বদিকস্থ অরুণস্তম্ভ হইতে গুণ্ডিচামন্দির পর্য্যন্ত যে প্রশস্ত রাজপথ আছে, ইহাকে 'বড়দাঁড়' বা 'বড়দাণ্ড' বলে। এই সুবিস্তৃত পথ দিয়াই রথ টানা হয়। দুই পার্শ্বে অগণিত দর্শক দাঁড়াইয়া এই রথযাত্রা দর্শন করেন।

শ্রীজগন্নাথ, শ্রীবলরাম ও শ্রীসুভদ্রাদেবীর জন্য তিনখানি পৃথক্ পৃথক্ রথ প্রস্তুত করা হয়। শ্রীজগন্নাথের রথের নাম—'নন্দীঘোষ', উহার চূড়ায় শ্রীসুদর্শনচক্র ও শ্রীগরুড় চিহ্ন অবস্থিত, এজন্য ইহাকে চক্রধ্বজ বা গরুড়ধ্বজ রথও বলে। ইহা উচ্চে ২৩ হাত, ইহাতে ১৬টি চাকা থাকে, এক-একটি চাকা ৫ হাত পরিধিবিশিষ্ট। শ্রীবল-রামের রথের শীর্ষদেশে তালচিহ্ন আছে, তজ্জন্য ইহার নাম 'তালধ্বজ' ('হলধ্বজ'ও বলা হয়), ইহা ২২ হাত উচ্চ, সাড়েচারি হাত পরিধিবিশিষ্ট ১৪টি চাকা। শ্রীসুভদ্রা দেবীর রথের নাম 'পদ্মধ্বজ' বা 'দবদলন'। ইহা ২১ হাত উচ্চ, ইহাতে ৪ হাত পরিধিবিশিষ্ট ১২টি চাকা। রথের চূড়া হইতে চাকার উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিচিত্র বর্ণের বস্ত্রদ্বারা রথটিকে সুসজ্জিত করা হয়। রথের শীর্ষদেশেও বহু চিত্রবিচিত্র পতাকা উড্ডীন হয়। প্রত্যেক রথের চতুষ্পার্শ্বে বহু দেবতার মূর্ত্তি খোদিত থাকে এবং রথটি নানা বর্ণে সুরঞ্জিত করা হয়। প্রত্যেক রথে কাষ্ঠ নির্ম্মিত সুন্দর ঘোটক ও সারথী থাকে।

সারথী অশ্ব-বল্গা ধারণ করিয়া থাকে। শ্রীমূর্ত্তিকে রথে উঠান'র নাম 'পহণ্ডি-বিজয়' বা 'পাণ্ডুবিজয়।' প্রথমে শ্রীবলরাম, তৎপর শ্রীসুভদ্রা এবং তৎপশ্চাতে শ্রীজগন্নাথ-দেবের পহণ্ডি হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথদেবের রথেই সুদর্শনচক্র থাকেন। বলিষ্ঠ দয়িতাগণ শ্রীসুভদ্রাদেবীকে হাতধরাধরি করিয়া এবং শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামকে রজ্জুদ্বারা আকর্ষণ করিয়া রথে উঠায়, ইহাদিগকেই 'কালবেড়িয়া' বলে। পুরীর রাজা সুবর্ণমার্জ্জনী দ্বারা রথের সম্মুখস্থ স্থান পরিষ্কার করেন। স্থানীয় ম্যাজিষ্ট্রেট্ ও পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্টের অনুমতি অনুসারে রথাকর্ষণ কার্য্য আরম্ভ করা হয়। প্রত্যেক রথের রজ্জুবেষ্টিত গণ্ডীর মধ্যে সেবাইত, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও সংকীর্ত্তন মণ্ডলী থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন মণ্ডলী প্রত্যব্দ শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে রথ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সিংহদ্বার হইতে গুণ্ডিচামন্দির পর্য্যন্ত গমন করিতে ২।৩ দিন বা ততোঽধিক সময় লাগিত। এক্ষণে প্রায়শঃ একদিনেই যাত্রা সম্পন্ন হইয়া থাকে। শুনাযায়, পূর্ব্বে শ্রীজগন্নাথ মন্দির ও গুণ্ডিচার মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান বলগণ্ডি নামক স্থানে নদীস্রোতঃ প্রবাহিত ছিল, তখন ছয়টি রথ প্রস্তুত হইত। ৩ খানি রথে শ্রীজগন্নাথ-বলরাম ও সুভদ্রা নদীতট পর্য্যন্ত আসিয়া নৌকাযোগে পার হইতেন। পার হইয়া অপর পারস্থ রথত্রয় যোগে গুণ্ডিচামন্দিরে যাইতেন। ঐ নদীর এক তীরে গুণ্ডিচামন্দির ও অপর তীরে অর্দ্ধাশনীর মন্দির ছিল, এই অর্দ্ধাশনী দেবীকেই লোকে শ্রীজগন্নাথের মাসীমা বলে। শ্রীজগন্নাথ মাসীমার নিকট তণ্ডুল-কণানির্ম্মিত পিষ্টক ভোজন না করিয়া গুণ্ডিচা যান না। গুণ্ডিচার একদিকে বহু ব্রাহ্মণের বাস, অপরদিকে শ্রীজগন্নাথ-বল্লভোদ্যান। উক্ত নদীর সৈকতকে 'সারদা' বলে। উক্ত জগন্নাথ বল্লভোদ্যানের নিকটবর্ত্তী বড়দাণ্ডের পার্শ্বস্থিত 'নারায়নছাতা'র সংলগ্ন গৃহই আমাদের পরমারাধ্য শ্রীগুরু-পাদপদ্মের আবির্ভাব স্থান। সে গৃহটি এখনও বিদ্যমান। শ্রীজগন্নাথদেব সপ্তাহকাল শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে অবস্থান-কালে তথায়ই ভোগাদির ব্যবস্থা হয়। পুনর্যাত্রা দিবস রথত্রয়কে নীলাচলাভিমুখী করিয়া রাখা হয়। ইহাকে 'দক্ষিণ-মূর্ত্তি' বলে। শ্রীবিষ্ণুর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা পরম মঙ্গলদায়িনী।

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধাভাববিভাবিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভাবানুসরণে 'কৃষ্ণ লঞা ব্রজে যাই—এভাব অন্তরে' পোষণপূর্ব্বক কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচল হইতে শ্রীজগন্নাথ-রূপী কৃষ্ণকে সুন্দরাচল-রূপ বৃন্দাবনে লইয়া গিয়া তথায় শ্রীভগবানের বৃন্দাবন-বিহার স্মরণে যেমন সপ্তাহকাল আনন্দে আত্মহারা থাকেন, পুনর্যাত্রাকালে তাঁহাদের পূর্ব্ববৎ রথানুগমন থাকিলেও তাদৃশ ভাবোল্লাস থাকে না, হৃদয় বিরহ-বিহ্বল থাকায় বিরহ-গীতিরই স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রত্যব্দে তাঁহার ভক্তবৃন্দ-সহ সাত সম্প্রদায়ে রথাগ্রে নর্ত্তন কীর্ত্তনলীলা করিয়াছেন। শ্রীল রূপ-গোস্বামিপাদ তদ্রচিত শ্রীচৈতন্যাষ্টকের একটি শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন—

"রথারূঢ়স্যারাদধিপদবি নীলাচলপতে-
রদভ্রপ্রেমোর্ম্মিস্ফুরিতনটনোল্লাসবিবশঃ।
সহর্ষং গায়দ্ভিঃ পরিবৃততনুর্বৈষ্ণবজনৈঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্॥"

"রথারূঢ় নীলাচলপতির সম্মুখে অধিক প্রেমোর্ম্মি-স্ফুরিত নাট্যোল্লাসে বিবশ হইয়া আনন্দের সহিত সঙ্কীর্ত্তনকারী এবং বৈষ্ণবদিগের দ্বারা যিনি পরিবৃত, সেই চৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার দৃষ্টিপথে আসিবেন ?"

(চৈঃ চঃ ম ১৩।২০৭ অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীভগবানের আষাঢ় শুক্লদ্বিতীয়ায় রথযাত্রা এবং একাদশীতে পুনর্যাত্রার কথা শ্রীপদ্মপুরাণে এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে—

"আষাঢ়স্য দ্বিতীয়ায়াং রথং কুর্য্যাদ্ বিশেষতঃ।
আষাঢ় শুক্লৈকাদশ্যাং জপ-হোম-মহোৎসবম্॥
রথস্থিতং ব্রজন্তং তং মহাবেদীমহোৎসবে।
যে পশ্যন্তি মুদা ভক্ত্যা বাসস্তেষাং হরেঃ পদে॥

সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং প্রতিজ্ঞাতং দ্বিজোত্তমাঃ।
নাতঃ শ্রেয়ঃপ্রদো বিষ্ণোরুৎসবঃ শাস্ত্রসম্মতঃ॥"

অর্থাৎ আষাঢ় শুক্ল দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা উৎসব করিয়া বিশেষতঃ আষাঢ় শুক্ল একাদশীতিথিতে পুনর্যাত্রা উৎসব করত ঐ দিন জপ, হোম ও মহোৎসবাদি করিতে হইবে। এই মহাবেদী মহোৎসবে যাঁহারা ভক্তি ও আনন্দ সহকারে রথস্থিত ভগবান্‌কে রথারোহণে গমন করিতে দর্শন করেন, তাঁহাদের শ্রীহরির পদে অর্থাৎ বিষ্ণুলোকে বাস হইয়া থাকে। অতএব হে দ্বিজোত্তমগণ, আমি পুনঃ পুনঃ সত্য সত্য করিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, এই বিষ্ণুর উৎসব শাস্ত্রসম্মত এবং ইহা হইতে পরম মঙ্গলপ্রদ আর কিছুই নাই।

বিশেষত্ব এই যে, দ্বিতীয়ায় যাত্রা করিয়া নবম দিনে পুনর্যাত্রা করিলে একাদশীর দিন পুনর্যাত্রা হয়, কিন্তু সময়ে সময়ে তিথির বৃদ্ধিতে দশমীতেও পুনর্যাত্রা হইয়া থাকে।

এক্ষণে কথা হইতেছে যে, বৈষ্ণবগণ বিদ্ধা ও অবিদ্ধা বিচারপূর্ব্বক সমস্ত বিষ্ণুব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীসনাতন গোস্বামি-প্রতি উপদেশ প্রসঙ্গে লিখিত আছে—

"একাদশী, জন্মাষ্টমী, বামনদ্বাদশী।
শ্রীরামনবমী, আর নৃসিংহ চতুর্দ্দশী॥
এই সবে বিদ্ধা-ত্যাগ, অবিদ্ধা-করণ।
অকরণে দোষ, কৈলে ভক্তির লভন॥"

—চৈঃ চঃ ম ২৪।৩৩৬-৩৩৭

অর্থাৎ শাস্ত্রে বিহিত আছে—'উদয়াৎ (সূর্য্যোদয়াৎ) প্রাক্ চতস্রস্তু নাড়িকা অরুণোদয়ঃ' অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে চারিদণ্ড (নাড়িকা বা নাড়ী—একদণ্ড—২৪ মিনিট, সুতরাং চারিদণ্ডে ২৪×৪=৯৬ মিনিট= ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট) কাল অরুণোদয় বা ব্রাহ্মমুহূর্ত্ত বলিয়া কথিত। একাদশী ব্রতে অরুণোদয় বিদ্ধা ত্যাগ (অর্থাৎ পূর্ব্বতিথি দশমী যদি ঐ অরুণোদয়কে কণামাত্র স্পর্শ করে, তাহা হইলে তাহাকে অরুণোদয়বিদ্ধা একাদশী বলে, সে দিনে একাদশীর উপবাস কখনই বিহিত হইবে না) এবং জন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্য ব্রতে সূর্য্যোদয় বিদ্ধা ত্যাগ করিয়া অবিদ্ধা ব্রতই পালনীয়। বিদ্ধব্রত পালনে দোষ ও অবিদ্ধ বা শুদ্ধব্রতপালনেই ভক্তি হইয়া থাকে। পঞ্জিকায় যে-সময়ে সূর্য্যোদয় কাল নির্দ্ধারিত আছে, সেই সময়ে পূর্ব্বতিথির বিন্দুমাত্র স্পর্শ থাকিলে তাহাই অরুণোদয় বিদ্ধার ন্যায় সূর্য্যোদয় বিদ্ধা বলিয়া বিচারিত হয়। জন্মাষ্টম্যাদি ব্রতে এই সূর্য্যোদয় বিদ্ধা তিথি পরিত্যাজ্য।

গৌড়ীয়-বেদান্তদর্শনাচার্য্য গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তাঁহার 'প্রমেয়রত্নাবলী' নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"অরুণোদয়-বিদ্ধস্তু সংত্যাজ্যো হরিবাসরঃ।
জন্মাষ্টম্যাদিকং সূর্য্যোদয়-বিদ্ধং পরিত্যজেৎ॥"

অর্থাৎ কেবলমাত্র একাদশীব্রতই অরুণোদয় বিদ্ধ হইলে ত্যাজ্য, পরন্তু জন্মাষ্টম্যাদি অন্য সমস্ত ব্রতই সূর্য্যোদয় বিদ্ধ হইলে পরিত্যাজ্য।

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইল যে, একাদশী ভিন্ন জন্মাষ্টম্যাদি সমস্ত ব্রতেই সূর্য্যোদয়বেধ গ্রাহ্য হইবে, অরুণোদয়-বেধ গ্রাহ্য হইবে না।

শ্রীহরিভক্তিবিলাস সশ ১৫শ বিঃ ১৭৭-১৭৯ সংখ্যায় জন্মাষ্টমীব্রত প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে—

"তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ত্যাজ্যমেবাশুভং বুধৈঃ।
বেধে পুণ্যক্ষয়ং যাতি তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা॥"১৭৭॥

যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতৌ—সম্পূর্ণা চার্দ্ধরাত্রে তু রোহিণী যদি লভ্যতে।
কর্ত্তব্যা সা প্রযত্নেন পূর্ব্ববিদ্ধাং বিবর্জ্জয়েদিতি।
যচ্চ বহ্নিপুরাণাদৌ প্রোক্তং বিদ্ধাষ্টমীব্রতং।
অবৈষ্ণবপরং তচ্চ কৃতং তদ্দেবমায়য়া॥ ১৭৮॥
তথা চ স্কান্দে—পুরা দেবৈর্ঋষিগণৈঃ স্বপদচ্যুতিশঙ্কয়া।
সপ্তমীবেধজালেন গোপিতং হ্যষ্টমীব্রতম্॥ ১৭৯॥

সুতরাং পণ্ডিতগণ সর্ব্বপ্রযত্নে অমঙ্গল অবশ্যই পরিত্যাগ করিবেন। সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার বিনষ্ট হয়,

সপ্তমীবিদ্ধা ব্রত করিলে তদ্রূপ সমস্ত পুণ্য ক্ষয় হইয়া যায় ॥ ১৭৭ ॥

যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতিতে বলিয়াছেন—যদি সম্পূর্ণা অষ্টমীর অর্দ্ধরাত্রে রোহিণী লাভ হয়, তাহাতেই ব্রত করিবে। যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্ববিদ্ধা বর্জ্জন করিবে। বহ্নিপুরাণাদিতে যে বিদ্ধাষ্টমীব্রতের বিধান দিয়াছেন, তাহা অবৈষ্ণবপর জানিতে হইবে। দেবমায়া দ্বারা উহা বিহিত হইয়াছে। ১৭৮ ॥

এবিষয়ে স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে যে,—পূর্ব্বকালে দেবতা ও ঋষিগণ নিজেদের পদচ্যুতির আশঙ্কায় সপ্তমী-বিদ্ধারূপ জালদ্বারা (শুদ্ধ) অষ্টমী ব্রত গোপন করিয়াছেন॥ ১৭৯ ॥

উপর্য্যুক্ত ১৭৮ সংখ্যার টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামি-পাদ লিখিতেছেন—

"এবং জন্মাষ্টমী সর্ব্বথা শুদ্ধৈব কর্ত্তব্যা ন তু কথঞ্চিদ্বিদ্ধেতি নিশ্চিতম্। তত্র যানি বিদ্ধাব্রতপরাণি বচনানি বর্ত্তন্তে—তথা চ বহ্নিপুরাণে—'সপ্তমী-সংযুতাষ্টম্যাং নিশীথে রোহিণী যদি। ভবিতা চাষ্টমী পুণ্যা যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ॥' ইতি। অগ্নিপুরাণে—'তস্মাৎ কৃষ্ণাষ্টমী পূজ্যা সপ্তম্যাং নৃপসত্তম! রোহিণী সংযুতোপোষ্যা সর্ব্বাঘৌঘ-বিনাশিনী॥' পাদ্মে—'কার্য্যা বিদ্ধাপি সপ্তম্যা রোহিণী-সহিতাষ্টমী। অত্রোপবাসং কুর্ব্বীত তিথি-ভান্তে চ পারণম্॥' ইতি। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চ —'জয়ন্তী শিবরাত্রিশ্চ কার্য্যে ভদ্রা-জয়ান্বিতে। কৃত্বোপবাসং তিথ্যন্তে তথা কুর্ব্বীত পারণম্॥' ইত্যাদীনি। তানি বিষয়ভেদ ব্যবস্থাপনাদিনা পরিহরতি যচ্চেতি। অবৈষ্ণবাঃ বৈষ্ণবেতরাঃ শৈব সৌরাদয়স্তৎপরং তদ্বিষয়কম্। সর্ব্বত্রৈকাদশী রামনবমী নৃসিংহ চতুর্দ্দশ্যাদৌ বৈষ্ণবানাং বিদ্ধা বর্জ্জনাৎ।"

অর্থাৎ এই প্রকারে সর্ব্বথা সপ্তমীবিদ্ধারহিত শুদ্ধা জন্মাষ্টমীব্রতই পালন করিতে হইবে, কদাচ সপ্তমী বিদ্ধা অষ্টমী পালন করিতে হইবে না, ইহাই নিশ্চিত হইয়াছে। তবে যে সমস্ত বিদ্ধা-ব্রতপর বচন আছে, যেমন—বহ্নি-পুরাণে—'সপ্তমী সংযুক্ত অষ্টমী তিথিতে নিশীথ (অর্দ্ধরাত্র) সময়ে যদি রোহিণী নক্ষত্র যুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ অষ্টমী যাবচ্চন্দ্রদিবাকর অর্থাৎ চিরকালের জন্য পুণ্যজনক হইবে।' অগ্নিপুরাণে—'হে নৃপবর, সপ্তমীতে রোহিণী-সংযুক্তা কৃষ্ণাষ্টমী পূজনীয়া, তাহাতে উপবাস করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়।' পদ্মপুরাণে—'রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা অষ্টমী সপ্তমী বিদ্ধা হইলেও পালনীয়া। তাহাতে উপবাস করিবে এবং তিথি ও নক্ষত্রের অন্তে পারণ করিবে।' বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে—জয়ন্তী অর্থাৎ জন্মাষ্টমী সপ্তমী বিদ্ধা এবং শিবরাত্রি বা শিবচতুর্দ্দশী ত্রয়োদশী বিদ্ধা হইলেও তাহাতে উপবাস করিয়া তিথির অন্তে পারণ করিবে।' ইত্যাদি,—এই সকল শৈব-সৌরাদি অবৈষ্ণব বিষয়ক বলিয়া জানিতে হইবে। যেহেতু সর্ব্বত্রই একাদশী, রামনবমী, নৃসিংহ-চতুর্দ্দশী প্রভৃতি ব্রতে বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিদ্ধা বর্জ্জনের বিধি রহিয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১৫শ বিলাসোক্ত (১৭৪ সংখ্যা)—'পূর্ব্ববিদ্ধা যথা নন্দা বর্জ্জিতা শ্রবণান্বিতা। তথাষ্টমীং পূর্ব্ববিদ্ধাং সঋক্ষাঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ॥' অর্থাৎ 'একাদশী শ্রবণান্বিতা হইলেও যেমন পূর্ব্ববিদ্ধা হইলে পরিত্যাজ্যা, তদ্রূপ রোহিণী নক্ষত্র যুক্তা হইলেও সপ্তমীবিদ্ধা অষ্টমী পরিত্যাগ করিবে।'—এই শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—

"অত্র চ 'যথা'-শব্দবলাৎ কেচিদেবং মন্যন্তে। অরুণোদয়ে দশম্যা বিদ্ধা যথৈকাদশী বর্জ্জিতা তথা অরুণোদয়ে সপ্তম্যা বিদ্ধা জন্মাষ্টম্যপি ত্যাজ্যা। * * * তচ্চ ন সুসঙ্গতং। **একাদশীতরাশেষতিথীনাং রব্যুদয়তঃ প্রবৃত্তানামেব সম্পূর্ণত্বেনারুণোদয়বেধাসিদ্ধেঃ।"**

অর্থাৎ উপরি উক্ত ১৭৪ সংখ্যক শ্লোকে 'যথা' শব্দের প্রয়োগ থাকায় কেহ কেহ এইরূপ মনে করেন যে, অরুণোদয় কালে দশমীবিদ্ধা একাদশী যেমন বর্জ্জিতা, তদ্রূপ অরুণোদয়কালে সপ্তমীবিদ্ধা জন্মাষ্টমীও ঐরূপ ত্যাজ্যা। ** এইরূপ বিচার সুসঙ্গত নহে। কেননা একাদশী ব্যতীত অন্যান্য যাবতীয় তিথিই সূর্য্যোদয় হইতে প্রবৃত্ত বা আরম্ভ হইলে তাহাদের সম্পূর্ণত্ব সিদ্ধ হয় বলিয়া তাহাদের অরুণোদয়বেধ সিদ্ধ বা গ্রাহ্য নহে।

একাদশী ব্যতীত প্রতিপদাদি অন্যান্য তিথির সম্পূর্ণত্ব এইরূপ কথিত হইয়াছে—

"আদিত্যোদয়বেলায়া আরভ্য ষষ্টিনাড়িকা।
যা তিথিঃ সা হি শুদ্ধা স্যাৎ সার্ব্বতিথ্যো হ্যয়ং বিধিঃ॥"
(নারদ পুরাণ)

অর্থাৎ সূর্য্যোদয় হইতে আরম্ভ করিয়া ষাট দণ্ড ব্যাপী তিথিই সম্পূর্ণা, সমস্ত তিথিরই সম্পূর্ণতা সম্বন্ধে ইহাই বিধি।

স্কন্দ পুরাণে লিখিত আছে—

"প্রতিপৎপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্বা উদয়াদুদয়াদ্রবেঃ।
সম্পূর্ণা ইতি বিখ্যাতা হরিবাসর বর্জ্জিতা॥"
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১২।১২০ ধৃত স্কান্দবাক্য)

অর্থাৎ প্রতিপদাদি তিথি সকল যদি সূর্য্যের এক উদয় হইতে আরম্ভ করিয়া অপর উদয় পর্য্যন্ত ষষ্টিদণ্ডকাল ব্যাপ্ত থাকে, তাহা হইলে তৎসমুদয় সম্পূর্ণা বলিয়া বিখ্যাত হইবে, কিন্তু একাদশী সম্বন্ধে এই বিচার নহে।

গরুড়পুরাণে শিবরহস্যে উক্ত হইয়াছে—

"উদয়াৎ প্রাক্ যদা বিপ্র মুহূর্ত্তদ্বয়সংযুতা।
সম্পূর্ণৈকাদশী নাম তত্রৈবোপবসেদ্ গৃহী॥"

ভবিষ্যপুরাণেও বলিয়াছেন—

"আদিত্যোদয়বেলায়াঃ প্রাঙ্মুহূর্ত্তদ্বয়ান্বিতা।
একাদশী তু সম্পূর্ণা বিদ্ধান্যা পরিকীর্ত্তিতা॥
অতএব পরিত্যাজ্যা সময়ে চারুণোদয়ে।
দশম্যৈকাদশী বিদ্ধা বৈষ্ণবেন বিশেষতঃ॥"
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ১২।১২১-১২৩)

অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে দুই মুহূর্ত্ত অর্থাৎ চারিদণ্ড বা ৯৬ মিনিট বা ১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট কাল যদি একাদশী থাকে, তাহা হইলে সেই একাদশী সম্পূর্ণা, গৃহী ব্যক্তি তাহাতে উপবাস করিবে।

সূর্য্যোদয় বেলা হইতে দুই মুহূর্ত্ত পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একাদশী ব্যাপ্তা থাকিলে তাহা সম্পূর্ণা হইবে, তদ্ব্যতীত অন্য একাদশী বিদ্ধা বলিয়া পরিকীর্ত্তিতা। সুতরাং অরুণোদয় কালে দশমী বিদ্ধা একাদশী বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিশেষভাবে পরিত্যাজ্যা অর্থাৎ বৈষ্ণবগণ কখনই অরুণোদয় বিদ্ধা একাদশীতে উপবাস করিবেন না, পরাহে করিবেন।

এইরূপে একাদশী ব্রতে অরুণোদয়বিদ্ধা এবং অন্যান্য ব্রতে সূর্যোদয় বিদ্ধা বিচারপূর্ব্বক শুদ্ধব্রতই যে করণীয়, তাহা নানাবিধ শাস্ত্রবাক্য দ্বারা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা সম্বন্ধে মাদৃশ অল্পজ্ঞের বক্তব্য এই যে, ইহা যখন একটি প্রধান ভক্ত্যঙ্গ, তখন ইহাতে ভক্তীতর স্মার্ত্তবিচার প্রযুক্ত হওয়া কোনক্রমেই যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না।

পি, এম্, বাগচী পঞ্জিকায় লিখিত আছে,—"রথযাত্রা-কৃত্যমতে পরারুণোদয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা। তথা চ যাত্রা-তত্ত্বধৃত স্কন্দপুরাণবচনম্—'আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুষ্যসংযুতা। অরুণোদয় বেলায়াং তস্যাং দেবং প্রপূজয়েৎ॥' (উদয়াৎ প্রাক্চতস্রস্ত নাড়িকা অরুণোদয়ঃ) পূর্ব্বাহ্নবাদিমতে (১৫ই আষাঢ় বুধবার) দিবা ঘ৮।১৪।৬ গতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা।"

'রথযাত্রাকৃত্যমতে পরারুণোদয়ে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথ-যাত্রা' বাক্যে যদি ১৬ই আষাঢ় দিবসের অরুণোদয় উদ্দিষ্ট হইয়া থাকে, তাহা হইলে তল্লিখিত যাত্রাতত্ত্বধৃত স্কন্দপুরাণবাক্যানুসারে আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে যে পুষ্যা-নক্ষত্রসংযুক্তা দ্বিতীয়া তিথি, তাহাতে সূর্য্যোদয়ের চারিদণ্ড পূর্ব্বে অরুণোদয়বেলায় শ্রীজগন্নাথদেবের পূজা করিবে, এই ব্যবস্থা অনুযায়ী পূজা অন্তে সূর্যোদয়ের পর রথাকর্ষণ সমীচীনই হয়, কিন্তু ১৫ই আষাঢ় প্রতিপদ্ বিদ্ধা দ্বিতীয়ায় রথযাত্রা কিরূপে ভক্তিশাস্ত্র সম্মত হইতে পারে, তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।

১৫ই আষাঢ় বুধবার ইং ঘণ্টা ৪।৫৭।১৭ গতে, সূর্য্যোদয় ইং ঘণ্টা ৮।১৪।৬ পর্য্যন্ত প্রতিপদ। সুতরাং স্পষ্টতঃ এই তারিখের দ্বিতীয়া তিথি সূর্য্যোদয় হইতে প্রতিপদ্ বিদ্ধা, ইহাতে মাত্র পূর্ব্বাহ্নানুরোধে কোন বৈষ্ণবব্রত অনুষ্ঠিত হইতে পারে কিনা আমার সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। যদি বৈষ্ণববিধান সম্মত কোন বিশেষ বিধি থাকে, তাহা হইলে

তদ্বিষয়ে কোন বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত কৃপাপূর্ব্বক আমার এই সন্দেহ নিরসন করিবেন, ইহাই আমার নিষ্কপট প্রার্থনা।

১৬ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার, ত্র্যহস্পর্শাদি দোষ আছে, ইহা কি কোন ভক্ত্যঙ্গযাজনে প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইবে? এই দিবস দ্বিতীয়া প্রাতঃ ঘ ৫।৪৬।৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত, অবশ্য পুষ্যা নক্ষত্র সন্ধ্যা ঘ ৬।০।২৬ পর্য্যন্ত আছে। তিথির প্রাধান্য থাকিলে ১৬ই আষাঢ় দ্বিতীয়া তিথিও ত' কিছুক্ষণ আছে।

সংবাদ-পত্র মাধ্যমে ১৫ই আষাঢ় শ্রীপুরী ধামে রথযাত্রা দৈবক্রমে অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই, ভোগাদি সম্বন্ধেও কি বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে, ইত্যাদি শ্রবণ মুহূর্ত্ত হইতেই আমার হৃদয়ে ইহাই জাগিতেছে যে, শ্রীভগবান্ সন্ধ্যা হইয়া যাওয়া প্রভৃতি কতকগুলি ভঙ্গী উঠাইয়া প্রতিপদ্ বিদ্ধা তিথিতে রথযাত্রা স্থগিত করিয়া পরদিবস শুদ্ধা তিথিতেই গুণ্ডিচাবিজয় লীলা প্রকট করিলেন।

আমাদের কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোপীনাথ জিউও ১৫ই আষাঢ় অহোরাত্র-ব্যাপী বৃষ্টির ছল উঠাইয়া শ্রীমন্দির হইতেই বাহির হইলেন না, অথচ ১৬ই আষাঢ় সকাল হইতে অল্প অল্প বৃষ্টি হইলেও ক্রমশঃ তাহা নিবৃত্ত করাইয়া ভক্তগণের নিরাশ হৃদয়ে অভাবনীয় আশার সঞ্চার করিলেন। অদম্য উৎসাহে অতি অল্প সময়ের মধ্যে ভক্তগণ রথসজ্জা সমাধা করিয়া ফেলিলেন। কালবেলা বারবেলার পূর্ব্বেই শ্রীবিগ্রহগণ রথারোহণ পূর্ব্বক সহরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজপথ ভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যার মধ্যেই নির্ব্বিঘ্নে মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের দুর্ঘটঘটন-বিধাত্রী পরমেশ্বরতা অনুভব করিয়া ভক্তমাত্রেই অবাক্ হইয়া গেলেন, রাত্রিতে আবার বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বেদানুগ মহাভারতেতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র ত' পঞ্চম বেদ বলিয়াই স্বীকৃত। স্বয়ং শ্রীব্যাসদেব বলিয়াছেন—ইতিহাস পুরাণাভ্যাং বেদার্থং সমুপবৃংহয়েৎ (স্পষ্টীকুর্য্যাৎ) অর্থাৎ ইতিহাস পুরাণাদি দ্বারাই বেদার্থ স্পষ্ট করিবে। সেই শাস্ত্র তারস্বরে বিদ্ধাদি বিচারকে বেদ-বিরুদ্ধ বলিয়াছেন। স্থানে স্থানে উহা অসুরমোহনার্থ প্রদত্ত হইলেও ভক্তগণ 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ' বিচারানুসরণে মহাজন-নিষ্টঙ্কিত পথকেই নিঃসংশয়িত সত্য বলিয়া অবধারণ করিয়া থাকেন। সাত্বত শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক যাঁহারা স্বেচ্ছাচারী হই বা শাস্ত্র মানিবার অভিনয়ে ভক্তিবিরোধী মতাবলম্বনের দুর্ব্বুদ্ধি বরণ করেন, তাঁহারা কখনই নিত্য-মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না। প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তি-নেত্র দ্বারাই ভক্ত সাধুগণ সর্ব্বদা তাঁহাদের অন্তর্হৃদয়ে অচিন্ত্যগুণস্বরূপ শ্যামসুন্দর যশোদানন্দনকে দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্ত মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার সেই প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিনেত্রদ্বারাই শ্রীজগন্নাথদেবের পরমসুন্দর পূর্ণাবয়ব দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইতেন। সুতরাং ভক্তিবশ্য ভক্ত-বৎসল ভগবান্ শ্রীজগন্নাথ দেবের প্রত্যেকটি সেবাচেষ্টায় ভক্তিশাস্ত্রসম্মত বিচারই প্রার্থনীয়, তাহা হইলে জগদ্বাসী সকলেরই কল্যাণ হইবে।

বিদ্ধা অবিদ্ধা বিচার সম্বন্ধে বৈষ্ণবস্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তি-বিলাস গ্রন্থে ভূরিভূরি শাস্ত্রবাক্য প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। সেই সমুদয় শাস্ত্রবিধিকে উল্লঙ্ঘন বা হতাদর করিয়া একাদশ্যাদি বিষ্ণুব্রতে কর্ম্মজড় স্মার্ত্তবিচার অব-লম্বনের এমন কি গুরুতর বা গূঢ়তর প্রয়োজন থাকিতে পারে, তাহা সারগ্রাহী সুধী সজ্জন-সমাজই বিচার করি-বেন। ভারবাহী পণ্ডিতম্মন্য সমাজ 'তাতস্য কূপঃ' নীতি অবলম্বনে যে বিচার অবলম্বন করিবেন, তাহাই কেবল প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য ও অনুসরণীয় হইতে পারে না। 'গোস্বামী মতে পবাহে' কথাটি নিরর্থক নহে, উহার সাত্বতশাস্ত্রানুকূল সার্থকতা অবশ্যস্বীকার্য্য। উহা কেবল সম্প্রদায়-বিশেষের জন্যই প্রযুক্ত হয় নাই, পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি শুদ্ধ ভক্ত মহাজন শ্রীসনাতন গোস্বামিপ্রভু-দ্বারা নিখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড-বাসি জীববৃন্দের চরম পরম কল্যাণ বিধানার্থ কলিযুগ-পাবনাবতারী স্বয়ংভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস নামক বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থরাজ প্রকট করাইয়া উহাতে যাবতীয় সাত্বতশাস্ত্রের সার মীমাংসা প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং সারগ্রাহী সজ্জন মাত্রেরই উহা আদরণীয় হইবে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরম আদরণীয় শ্রীজগন্নাথ ক্ষেত্রে কোন সাত্বতশাস্ত্র বিরুদ্ধ ভক্তিপ্রতিকূল বিচার বহুমাননীয় না হউক, ইহাই প্রার্থনীয়।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—বর্ত্তমান জীবের অবস্থা কিরূপ ?

উত্তর—আমরা কেবল এই জন্মের মাত্র কয়েকটী দিনের জন্যই দেহ লইয়া ব্যস্ত। কিন্তু এই জীবনটার পরে কি আছে, আমাদের নিত্য জীবনের কি কৃত্য, তদ্বিষয়ে আমরা একটুও চিন্তা করি না। সাধারণ মনুষ্য-জাতির জড়চিন্তাস্রোত যত প্রকার ধর্ম্মের আলোচনা করে, তাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে সবই ছল ধর্ম্ম।

আমরা অগ্রসর হইতেছি কিম্বা পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছি, তাহার একটা তুলনা মূলক বিচার হওয়া প্রয়োজন। মনোধর্ম্মী সকলেরই গতি সত্যের বিপরীত দিকে। শ্রীচৈতন্যদেব বাস্তব সত্যের পথে অগ্রসর হইবার কথাই শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা দম্ভভরে বলিতেছেন—তাঁহারা নিজেরাই ব্রহ্ম হইয়া যাইবেন, তাঁহাদিগকে সেই ভ্রান্তির পথ হইতে উদ্ধার করা একান্ত প্রয়োজন। মানুষ মরিবার পূর্ব্বে দুটো ভাল কথা জানিয়া রাখুক। ভারতের সহস্র সহস্র মতবাদের চরম মীমাংসা হইয়া যাইতে পারে—যদি শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তগণের সঙ্গলাভের সৌভাগ্য মানুষের হয়।

অদূরদর্শী লোক আরস্থলার নাদি যুক্ত খাদ্য খাইয়াই দিন কাটাইতেছে। তাহারা মনে করিতেছে—উহা ছাড়া আর কোন বস্তু নাই। কেহ কেহ বলিতেছেন, জগতে থাকার প্রয়োজন নাই, সত্তাটা লোপ করিয়া দিলেই শান্তি। যেমন শাক্যসিংহের বিচার (অচিৎ-মাত্রবাদ)। চিন্মাত্রের কথা শঙ্কর বলেছেন—কেবল চেতন ছাড়া আর যা কিছু, সব মিথ্যা। আবার কেবল-অচেতনবাদীর দল altruistic idea লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহারা জাগতিক জ্ঞান সংগ্রহে ব্যস্ত। কিন্তু চিন্তাস্রোতটা চেতনের দিকে হওয়া প্রয়োজন।

একটা বিরুদ্ধ শক্তি মানুষকে delude (বঞ্চনা) করিতেছে। ভগবানের কথা আলোচনা করিলে আর উহার ভোগায় পড়িতে হইবে না। বিশ্বকে ভগবৎ সেবক দেখিলে আর কোন দুঃখ থাকিবে না। কৃষ্ণানুশীলনের অভাবেই অমঙ্গল হইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র গীতায় যাহা বলিয়াছেন, মহাপ্রভু এক কথায় সেই বিষয়টী বলিয়া দিয়াছেন—

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি, ভেদাভেদ-প্রকাশ॥
কৃষ্ণ ভুলি' সেই জীব অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥"

ভগবান্ বলিতেছেন—জীব, তুমি অনাদি বহির্ম্মুখ, অন্তর্ম্মুখধর্ম্মও তোমাতে ছিল, তুমি আমাকে সেবা করিতে পারিতে, কিন্তু তা না করিয়া আমার নিকট থেকে সেবা চাহিতেছ। Absolute (ভগবান্) হইতে উদ্ভূত হইয়াও স্বতন্ত্রভাবে ভোগ করিতে গিয়া 'মাপিয়া লওয়া' ধর্ম্ম পাইয়াছ। তুমি নিজে নিজে প্রভু সাজিতে চাহিতেছ, কিন্তু জানিও তুমি সেবক।

আমরা যদি ভগবানের সেবা না করিয়া তাঁহার নিকট হইতে সেবা চাই, তাহাতে আমাদের কোন দিনই মঙ্গল হইবে না।

হরি সকলের প্রভু, আর বাদবাকী সকলেই তাঁহার সেবক। হরিকথা শ্রবণ করাও তাঁহার সেবা। যে সকল কথা জগতের ব্যবহারের জন্য, তাহার নাম হরি-কথা নহে। হরিকীর্ত্তনকারী হইলেন গুরু, আর শ্রবণ-কারী—শিষ্য। শ্রবণকারী Submissive (অনুগত) হইবে। যাহারা শুনিতে দ্বিধা বোধ করে, তাহাদের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন করিলে কিছু মঙ্গল হইবে না।

শুনিতে আগ্রহ হওয়া দরকার। শ্রবণকারী inquisitive হওয়া প্রয়োজন। বৃথা সময় নষ্ট করার প্রয়োজন হইলে অন্য চিন্তা স্রোত আসিবে। আমরা যদি সৌভাগ্যবান্ হই, তবেই শুদ্ধ হরিকথার সন্ধান করিব। তাহা হইলেই better way pass করিব।

যে দিন ভগবৎ কথা আলোচনার সুযোগ না হয়, সেই দিনই দুর্দ্দিন, মেঘাচ্ছন্ন দিন দুর্দ্দিন নহে। শাস্ত্র বলেন—

"তদ্দিনং দুর্দ্দিনং মন্যে মেঘাচ্ছন্নং ন দুর্দ্দিনম্।
যদ্দিনং কৃষ্ণসংলাপ-কথা পীযূষ-বর্জ্জিতম্॥"

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভগবৎসেবাই কি প্রকৃত স্বাধীনতা ?

উত্তর—হাঁ, আমরা এতই মায়াধীন বা পরাধীন যে, নিজেকেই নিজে রক্ষা করিতে পারি না। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত পার্থিব ক্ষমতাকে বিশ্বাসঘাতিনী জানিয়া একমাত্র অনুক্ষণ ভগবদনুশীলনের জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। আমরা সর্ব্বদাই মৃত্যুর কবলে কবলিত হইয়া রহিয়াছি। সুতরাং মায়ার রাজ্যে আমাদের স্বাধীনতা কোথায়? একমাত্র হরিসেবায় নিযুক্ত হইলেই আত্মার স্বাস্থ্য ও নিত্য স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গোবিন্দ নামের অর্থ কি ?

উত্তর—শ্রীকৃষ্ণই গোবিন্দ। গো অর্থে—পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, বিদ্যা, গাভী প্রভৃতি। এই সকলের মূল পালনকর্ত্তা যিনি, তিনিই গোবিন্দ। সবিশেষ পরমাত্মা ও নির্বিশেষ-ব্রহ্মকেও যিনি পালন করেন, তিনি গোবিন্দ।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কর্ম্ম কাহাকে বলে ?

উত্তর—কর্ত্তার বৃত্তির দ্বারা ক্রিয়মাণ ব্যাপারই কর্ম্ম। কর্তৃত্বাভিমানী ব্যক্তি যে যে কর্ম্ম করেন, তাহা তাঁহার বন্ধনের হেতু।

যিনি বিচার-ভ্রান্ত, তাঁরই 'আমি কর্ত্তা'—এইরূপ অভিমান, তিনি বিমূঢ়।

তৃণাদপি সুনীচ হও—নিজেকে ভগবৎ-সেবক ব'লে জান, তা' হ'লে কর্তৃত্বাভিমান আদৌ থাক্‌বে না।

কর্ম্ম আর কিছুই নয়—পরের জিনিষ নিয়ে ফবরদালালী করা মাত্র। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কর্ম্ম ও ভক্তির মধ্যে কি পার্থক্য ?

উত্তর—সুবর্ণ ও কেমিক্যাল সোনা যেরূপ, ভক্তি ও কর্ম্মের সাদৃশ্যও সেইরূপ।

ভক্ত প্রসাদ-সেবা করেন—ভোগ করেন না। আর ডাল-ভাত খায়—ভোগী। ডাল-ভাত খাওয়াটা কর্ম্ম। ভগবদ্‌ভক্তের প্রসাদ-সম্মান বাহ্য দৃষ্টিতে কর্ম্মেরই মত দেখ্‌তে মনে হ'লেও ভক্তের দেহ-মন-আত্মা ভগবৎ সেবার্থে সমর্পিত ব'লে সেটা 'কর্ম্ম' নয়—সেবা। আলো ও অন্ধকারের সহিত যেরূপ পার্থক্য, দুধ ও চূণ-গোলায় যেরূপ পার্থক্য, কর্ম্মের সহিত ভক্তির তদ্রূপ পার্থক্য।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তন কি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—শ্রীকৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন উপাসনা হইতে উৎকৃষ্ট কোন সাধন নাই। এই শ্রীনাম-সংকীর্ত্তন আদরের সহিত অনুষ্ঠিত হইলে বাঞ্ছাতীত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। 'শ্রীনামসংকীর্ত্তনং বাঞ্ছাতীতে ফলপ্রদম্। বাঞ্ছায়াঃ ফলং তদতীতঞ্চ কামিতমকামিতমপি সর্ব্বম্।'

নিরন্তর নাম কীর্ত্তন করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ ও প্রেম সবই লাভ হয়। 'নিষ্ঠা হইতে উপজয় প্রেমের তরঙ্গ'।

নিরন্তর নাম কীর্ত্তন করিলে শ্রীনামে অভিনিবেশ হয়। শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলীর প্রতি বিশ্বাস (অর্থাৎ ব্রজ-বাসের দ্বারা আমার মঙ্গল নিশ্চয়ই হইবে—এইরূপ সুদৃঢ় বিশ্বাস), লীলাস্থান দর্শন ও তাহাতে বিশেষ প্রীতি—এই তিনটী দ্বারাও শ্রীনামকীর্ত্তনে আবেশ হয়। ঐ তিনটী কীর্ত্তনাসক্তির হেতু। আবেশের সহিত শ্রীনামকীর্ত্তন অপেক্ষা অতিরিক্ত কোন শ্রেষ্ঠ সাধন নাই।

এই শ্রীনামকীর্ত্তন উপাসনা হইতে ব্রজপ্রেম লাভ হয় এবং চতুর্ব্বর্গ তুচ্ছ হয়। ইহা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকেও বশীভূত করা যায়। এই উপাসনা বশীকরণ দ্রব্যবিশেষ।

(বৃঃ ভাঃ ২।১।১০৪-১০৬)

প্রশ্ন—নিজের প্রশংসা করা কি উচিত?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—নিজের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা সাধুগণের পক্ষে অনুচিত। 'স্বপ্রশংসা ধ্রুবো মৃত্যুঃ।' তথাপি যে সাধুগণ কখন কখন নিজ প্রত্যক্ষ জীবনের কথা —নিজের অনুভূতির কথা বলেন, তাহা ভগবদিচ্ছায় লোক-মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হয়। ভক্তের ব্যক্তিগত জীবনের কথা—অত্যদ্ভুত দৃঢ়তা, কৃপায় প্রতি নির্ভরতা ও ভগবানের অপার করুণার কথা শুনিয়া কোন কোন ভাগ্যবান্ সজ্জনের ব্যক্তিগত জীবনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা শ্রীনামের মাহাত্ম্য এবং ভগবৎ-কৃপার মাহাত্ম্যই প্রচারিত হয়। (বৃঃ ভাঃ ২।১।১০৮)

প্রশ্ন—মুক্তেরও কি প্রত্যহ মন্ত্রজপ করা কর্ত্তব্য?

উত্তর—সিদ্ধমন্ত্র ব্যক্তিও পবিত্র হইয়া ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করিবেন। অন্ততঃ একবার অবশ্যই করণীয়। মুক্তেরই যখন মন্ত্র জপ করণীয়, তখন দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রেরই যে ত্রিসন্ধ্যা মন্ত্র জপ করা কর্ত্তব্য তাহা বলাই বাহুল্য। মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা যথাবিধি জপ না করিলে মন্ত্র মন্ত্র-দেবতা ও মন্ত্রদাতা গুরুর চরণে অপরাধ হয়। তবে শ্রীনামকীর্ত্তনপরায়ণ ভক্তগণ অনুক্ষণ হরিনাম করেন বলিয়া ত্রিসন্ধ্যা ১০৮ বা ১০০৮ বারের পরিবর্ত্তে ১০ বার করিয়া জপ করেন। শ্রীগুরুদেবের গৌরবরক্ষার্থে মন্ত্র অবশ্য জপ্য। শাস্ত্র বলেন—

"সিদ্ধমন্ত্রোঽপি পূতাত্মা ত্রিসন্ধ্যং দেবমর্চ্চয়েৎ।
নিয়মেনৈকসন্ধ্যং বা জপেদষ্টোত্তরং শতম্॥"

শ্রীমদনগোপাল-মন্ত্রজপের তদীয় ক্রীড়াদি বিষয়ক রতি উৎপাদনই স্বভাব।

মন্ত্র জগদীশ্বর-সাধক ও তৎপ্রসাদ-প্রাপক বলিয়া আদরের সহিত মন্ত্রজপ করা কর্ত্তব্য।

মন্ত্র-জপকেও ভগবৎসেবা বলিয়া জানিবে। সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া মন্ত্রাদি জপ করিতে হইবে। প্রথমে গুরুবাক্যে বিশ্বাস, তৎপরে অনুভূতি লাভ। শ্রীগুরুদেব বলিলেন—'আদৌ মদ্বাক্যবিশ্বাসেন কুরু, পশ্চাৎ স্বয়মেব তথানুভবিষ্যসি।' গুরুবাক্যে বিশ্বাস ব্যতীত মন্ত্রজপাদি শক্তিশালী সাধনসমূহও নিষ্ফল হয়। এজন্যই আদৌ শ্রদ্ধার কথা।

(বৃঃ ভাঃ ২।১।১১৩-১১৬,৮৮ ১২৭, ১৯০)

'ন কদাচিজ্জপং ত্যজেৎ' অর্থাৎ কখনও জপ ত্যাগ করিবে না। (ঐ ২।২।৮৩)

প্রশ্ন—গুরুদত্ত মহামন্ত্র-নাম কি সংখ্যা না রাখিয়া সতত জপ করা যায়?

উত্তর—মন্ত্রজপ সংখ্যা রাখিয়া করিতে হয়, ইহা সাধারণ বিধি। শাস্ত্র বলেন—বৃন্দাবনবাসী গোপকুমার গুরুর নিকট প্রাপ্ত দশাক্ষর মন্ত্র নিঃশব্দে কেবল মুখে অজস্র (নিরন্তর) জপ করিয়াও সিদ্ধি লাভ করেন। তিনি বলিয়াছেন—মুখে কেবলমজস্রং জপেয়ং নিঃশব্দমুচ্চারয়ামি তত্ত্বজ্ঞানাদ্যভাবাৎ শ্রদ্ধারহিতেনাপি তেন জপেন মম চিত্তস্য শুদ্ধিঃ কামক্রোধাদিমলতো নিবৃত্তিঃ।

(বৃঃ ভাঃ ২।১।১২৫-১২৬)

দশাক্ষর গোপালমন্ত্রই যখন মুখে অজস্র অর্থাৎ নিরন্তর জপ করিয়া সিদ্ধি লাভ হয়, তখন মহামন্ত্র 'হরেকৃষ্ণ' নাম যে সংখ্যা না রাখিয়া অজস্র কীর্ত্তন বা জপ নিশ্চয়ই করা যাইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। তাই শ্রীগৌরাঙ্গদেবও সর্ব্বক্ষণ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন—'সর্ব্বক্ষণ বল ইথে বিধি নাহি আর।'

কনিষ্ঠ সাধক প্রথমে সর্ব্বক্ষণ বা অজস্র হরিনাম করিতে পারে না। এইজন্য যাহাতে রুচি ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়, তজ্জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব সংখ্যা রাখিয়াও হরিনাম করিতে বলিয়াছেন। যথা—

"প্রভু বলে—কহিলাম এই মহামন্ত্র।
ইহা জপ গিয়া সবে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার।
সর্ব্বক্ষণ বল, ইথে বিধি নাহি আর॥"

(চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৭৭,৭৮)

প্রশ্ন—ভগবান্ কি কাহারও দুঃখ দেখিতে পারেন ?

উত্তর—না। শ্রীহরি পরদুঃখকাতর। তিনি পরের, এমন কি শত্রুর দুঃখেও কাতর বা বিবশ হন অর্থাৎ তিনি কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারেন না।

(বৃঃ ভাঃ ২।১।২১৫)

প্রশ্ন—মহতের নিকট দীনভাবে যাওয়া কি কর্ত্তব্য ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—বন্ধুবান্ধব সহ বৈভব বিস্তার করিয়া মহদ্‌ব্যক্তির সমীপে গমন করা সঙ্গত নহে। মহৎ-দর্শনে দীনভাবে একাকী যাওয়াই কর্ত্তব্য।

(শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত)

প্রশ্ন—বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের দ্বারা কি ভগবান্‌কে পাওয়া যায় ?

উত্তর—না। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আত্মধর্ম্ম নহে। শাস্ত্র বলেন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-আচরণে যে শ্রম হয় তাহা যশঃ সম্পত্তিসাধক এব, ন তু ভগবৎ প্রাপ্তিসাধকঃ। হরে-র্গুণানুবাদ শ্রবণাদিভিস্তু যঃ পরিশ্রমঃ স তু শ্রীধরপাদ-পদ্ময়োরবিস্মৃতিঃ।

(ভাঃ ১২।১২।৪০ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রশ্ন—ভগবদ্ভক্ত শ্রীমার্কণ্ডেয় মুনি কি ভাবে শ্রীশিবের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন ?

উত্তর—শ্রীমার্কণ্ডেয়মুনি শিবজীকে বলিতেছেন—ভগবানে, তদ্ভক্তে এবং তদ্ভক্ত-শ্রেষ্ঠ তোমাতে আমার ভক্তি হউক। তদ্ভক্তেষু তথা তদ্ভক্তশ্রেষ্ঠে ত্বয়ি ভক্ত্যুপদেষ্টরি গুরৌ। তেন ত্বয়ি মে ভক্তিস্তদ্ভক্তত্বেনৈবাস্তু ন তু ঈশ্বরত্বেন।

(ভাঃ ১২।১০।২৭ চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রশ্ন—হরিকথা-শ্রবণ কি অবশ্য কৃত্য ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। শাস্ত্র বলেন—হরিকথা শ্রবণ ব্যতীত সংসার-জ্বালা হইতে নিষ্কৃতির—মঙ্গল লাভের অন্য রাস্তা নাই। এজন্য তৎকথাশ্রবণমেব যথাশক্তি নিষেব্যম্।

ক্ষুধার সময় ভোজন ব্যতীত অন্য উপায়ে যেমন তাহা উপশম হয় না, তদ্রূপ সংসারজ্বালা হরিলীলামৃত ব্যতীত অন্য উপায়ে উপশম হইতে পারে না।

(ভাঃ ১২।৪।৩৯ চক্রবর্ত্তী টীকা)

শ্রবণের পূর্ব্বে অনন্য-ভক্তিপ্রবৃত্তি অসম্ভব।

(ভাঃ ১২।৪।৩৯-৪২ ক্রমসন্দর্ভ টীকা)

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা

[শ্রীবৃন্দাবন মঠে বিশেষ অনুষ্ঠান]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের কৃপা নির্দ্দেশক্রমে শ্রীধামবৃন্দাবন, কলিকাতা, গৌহাটী, তেজপুর, সরভোগ, কৃষ্ণনগর, যশড়া শ্রীপাট, হায়দরাবাদ, বালিয়াটী প্রভৃতি ভারতবর্ষ ও পূর্ব্বপাকিস্তানের বিভিন্ন শাখা মঠ ও প্রচার কেন্দ্র সমূহে বিগত ২২ শ্রাবণ, ৭ আগষ্ট শনিবার হইতে ২৭ শ্রাবণ, ১২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব বহু মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ গত ২রা আগষ্ট কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করিয়া তৎপরদিবস শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীমঠে শুভপদার্পণ করেন। তত্রস্থ সংকীর্ত্তনভবনে অনুষ্ঠিত বিদ্যুতের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণ-লীলোদ্দীপক মনোরম প্রদর্শনীর উদ্বোধন শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক ২০ শ্রাবণ, ৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সম্পাদিত হয়। উক্ত প্রদর্শনী দর্শনের জন্য উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, বাংলা, আসাম, উড়িষ্যা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে এবং দিল্লী হইতে সহস্র সহস্র দর্শনার্থীর সমাগম হইয়াছিল। ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য মঠ কর্ত্তৃপক্ষের তরফ হইতে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। শ্রীরাধাকৃষ্ণজী চামড়ীয়া

এই অপূর্ব ভগবল্লীলোদ্দীপক সজ্জার ব্যবস্থা করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ প্রত্যহ হরিকথামৃত পরিবেশনের দ্বারা ভক্তগণকে সুখ প্রদান করেন। ২৩ শ্রাবণ, ৮ আগষ্ট রবিবার শ্রীমঠ হইতে নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়া শ্রীবৃন্দাবনধাম পরিক্রমা করেন। ২৪ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট সোমবার শ্রীরূপ গোস্বামীর তিরোভাব উপলক্ষে বিশেষ মহোৎসবে শ্রীমঠে স্থানীয় বহু ভক্ত ও ব্রজবাসিগণকে মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়। টালিগঞ্জ (কলিকাতা) নিবাসী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী উক্ত উৎসবের আনুকূল্য করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-মহোৎসব

[বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান]

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবানিয়ামকত্বে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে গত ২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়াছে। রাসবিহারী এভিনিউ ও রাজা বসন্ত রায় রোড জংসনে বৃহৎ সভামণ্ডপে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে কলিকাতা কর্পোরেসনের টাউন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীগণপতি সুর, কলিকাতা কর্পোরেসনের মেয়র ডক্টর শ্রীপ্রীতিকুমার রায় চৌধুরী, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅশোক চন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র লাল সিংহ, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীদুর্গাদাস বসু যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশবচন্দ্র বসু, কলিকাতা কর্পোরেসনের ডেপুটী মেয়র শ্রীমিহির লাল গাঙ্গুলী, যুগান্তর পত্রিকার বার্ত্তাসম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, য়্যাড্‌ভোকেট দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম অধিবেশনে যথাক্রমে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ, শ্রীচৈতন্য-বাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ ভক্তি সার মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্‌ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীপাদ গোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। 'আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ', 'শ্রীভগবদাবির্ভাব', 'দুর্নীতির কারণ ও তৎপ্রতিকার', 'বিশ্বশান্তি সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব', 'শ্রীভাগবতধর্ম্ম' বক্তব্যবিষয়গুলি সভায় যথাক্রমে আলোচিত হয়। প্রত্যহ সভায় সহস্রাধিক নরনারীর সমাবেশ হইত।

২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীমঠের সভামণ্ডপ হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ টায় বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হয়। শোভাযাত্রা রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট রোড, হাজরা রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, লাইব্রেরী রোড, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, আন্দুলরাজ রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড (ল্যান্সডাউন রোড), মনোহরপুকুর রোড, রাসবিহারী এভিনিউ, লেক টেরেস, রাজা বসন্ত রায় রোড, লেক ভিউ রোড, লেক রোড,

পরাশর রোড, রাজা বসন্ত রায় রোড প্রভৃতি পথ পরিভ্রমণ করতঃ সন্ধ্যায় পুনরায় শ্রীমঠের সভামণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার পুরোভাগে পতাকাহস্তে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দিরের বালক বালিকাগণ, তৎপর শ্রীমদ্ পরমহংস মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিসার মহারাজ, শ্রীমদ্দামোদর মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীভক্তি সম্বন্ধ পর্বত মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রভৃতি বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসীগণ, তৎপর সংকীর্ত্তনকারী ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ এবং তৎপশ্চাতে সংকীর্ত্তনে যোগদানকারী শত শত নরনারীগণ এইরূপভাবে শোভাযাত্রাটী সজ্জিত হইয়া নগর ভ্রমণ করেন। সংকীর্ত্তনকালে শঙ্খধ্বনি এবং নারীগণের জয়কারধ্বনি মুহুর্মুহু সমুত্থিত হয়। শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারীর উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন ভক্তগণের প্রচুর উল্লাস বর্দ্ধন করে। মেদিনীপুর জেলার আনন্দপুর গ্রাম হইতে আগত সংকীর্ত্তন পার্টির নৃত্যকীর্ত্তন সুমধুর হয়।

৩ ভাদ্র শুক্রবার বহু শত নরনারী অহোরাত্র উপবাস ব্রত ধারণপূর্ব্বক শ্রীজন্মাষ্টমী তিথিবরার মর্য্যাদা প্রদান করতঃ মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত শ্রীমঠে উপস্থিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগান্তে আরাত্রিক দর্শন ও দণ্ডবৎ প্রণামাদি দ্বারা হৃদয়ের আর্ত্তি ও দৈন্য নিবেদন করেন। পরদিবস শ্রীনন্দ মহারাজের আনন্দোৎসবে দুই সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীমায়াপুর :— শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের ব্যবস্থাপনায় সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ও সংকীর্ত্তন এবং পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কৃষ্ণনগর (নদীয়া) :— শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলা উদ্দীপক বিচিত্র মনোরম দৃশ্যাবলী সন্দর্শনের জন্য প্রত্যহ শ্রীমঠে বিপুলসংখ্যক দর্শনার্থীর ভীড় হইত। মঠরক্ষক মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ মহোদয় শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধ হইতে শ্রীকৃষ্ণ জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। শ্রীনন্দোৎসবে বহু শত নরনারীকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীজগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া (নদীয়া) :— শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশ ব্রহ্মচারী ও শ্রীবিষ্ণুপ্রাণ ব্রহ্মচারীর সেবাচেষ্টায় শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতানুষ্ঠান যথাবিহিতরূপে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। শ্রীজন্মাষ্টমী তিথিতে প্রচুর দর্শনার্থীর ভীড় হয় এবং পর দিবস শ্রীনন্দোৎসবে বহু লোককে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৃন্দাবন :— মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী কৃতিরত্নের ব্যবস্থায় শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব যথাবিহিত রূপে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসববাসরে বৃন্দাবনের বহু ভক্তকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী, আসাম :— শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৪ ভাদ্র, ২১ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের নবনির্ম্মীয়মাণ সংকীর্ত্তন ভবনে তিনটী বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। আসাম ট্রিবিউনের সম্পাদক শ্রীএস্, সি, কাকতি, প্রাগ্‌জ্যোতিষ কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীতীর্থনাথ শর্ম্মা, মণিকুল আশ্রম সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষ শ্রীবিপিন চন্দ্র গোস্বামী যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে আসাম ও নাগাল্যাণ্ড হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মাননীয় শ্রীগোপালজী মেহরোতরা এবং মাদ্রাজের প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীবিষ্ণুরাম মেধী যথাক্রমে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত থাকেন। গৌহাটী রিফাইনারীর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী এম্, রামব্রহ্মম্, শ্রীপাদ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী ও

মঠের সহ-সম্পাদক মহোপদেশক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি,এস্‌সি, বিদ্যারত্ন মহোদয় বক্তৃতা করেন। 'ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা', 'শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও কর্ম্ম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন ও সাধ্য' বক্তব্য বিষয়গুলির উপর অসমীয়া, বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজী চারি ভাষাতে সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ পরম সন্তোষ লাভ করেন। প্রত্যহ সভায় বিপুল সংখ্যায় নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাস বাসর, ২ ভাদ্র শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩টায় নগর সংকীর্ত্তন বাহির হইয়া সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা পরিক্রমা করেন।

শ্রীনন্দোৎসবে প্রায় ছয় সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম) :—মঠরক্ষক শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী, ডক্টর শ্রীসুনীল আচার্য্য, শ্রীপুলিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, শ্রীদারিদ্রভঞ্জন দাসাধিকারী প্রমুখ ভক্তবৃন্দের আপ্রাণ প্রচেষ্টায় শ্রীজন্মাষ্টমী ব্রতোৎসব শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণাদি সহযোগে যথাবিহিতভাবে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীনন্দোৎসবে তিন সহস্রাধিক নরনারী মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, সরভোগ, আসাম :—শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে মঙ্গলারাত্রিকান্তে প্রাতঃ ৮টা হইতে ১০টা পর্য্যন্ত নগর-সঙ্কীর্ত্তন এবং মহাভিষেকের জল আনয়ন, ১০টা হইতে বেলা ৩টা পর্য্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ পারায়ণ, অপরাহ্ণ ৩টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবনে বড়পেটা সাবডিভিসনাল অফিসার শ্রীযুক্ত অরুণোদয় ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, আই-এ-এস্ মহোদয়ের সভাপতিত্বে ধর্ম্মসভা হয়। সভায় বড়নগর সার্কেলের এস্-ডি-সি শ্রীযুক্ত নিরঞ্জন দাস, বড়নগর কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত ঘনশ্যাম তালুকদার এবং শ্রীযুক্ত নন্দমোহন মজুমদার প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করিয়াছিলেন। শ্রীদামোদর দাসাধিকারীর সুললিত ভজনকীর্ত্তন শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তিবিধায়ক হয়।
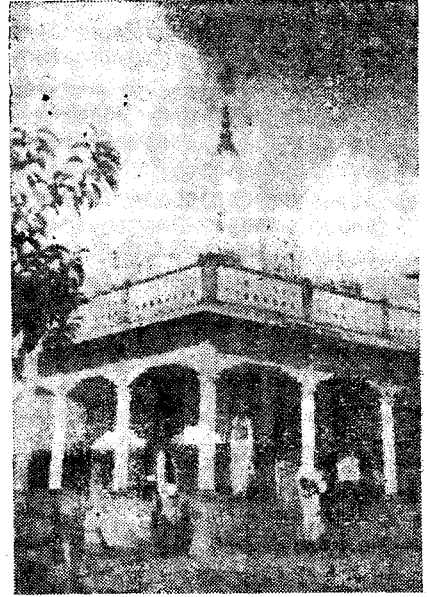
সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

সর্ব্বাগ্রে শ্রীভূতভাবন দাসাধিকারী এবং শ্রীশ্রীনিবাস দাসাধিকারী সংক্ষিপ্তভাবে কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তৎপর শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ শ্রীকৃষ্ণ অবতারের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্; তিনি মর্ত্ত্যলোকের মানুষ ন'ন। তিনি দ্বাপরে অসুরকুলকে নিধন করিয়া পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করেন আবার 'সংকীর্ত্তন-ধর্ম্ম' স্থাপন করার অভিপ্রায়ে কলিযুগে শ্রীচৈতন্যদেবরূপে আবির্ভূত হন। অতঃপর সভাপতির অনুরোধক্রমে প্রিন্সিপাল শ্রীতালুকদার মহাশয় কিছু বলেন— অনীতিপরায়ণ কংস ও দুর্য্যোধনাদি অত্যাচারী রাজন্যবৃন্দকে দমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে প্রাচীন ভারতে শান্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা তিনি আলোচনা করেন। অবশেষে সভাপতি মহোদয় তাঁহার ভাষণে বলেন— ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মমত থাকাসত্ত্বেও কোনটীর সঙ্গে কোনটীর সঙ্ঘর্ষ হয় নাই; ইহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব।

পরদিবস শ্রীনন্দোৎসবে অন্যূন সাত শত ব্যক্তিকে মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, হায়দরাবাদ (অন্ধ্র) ঃ— মঠরক্ষক শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিশ্বম্ভর দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ও শ্রীরামনিবাস শর্ম্মা, শ্রীহরিপ্রসাদ দাসাধিকারী (শ্রীহনুমান প্রসাদ), শ্রীবলদেব দাসাধিকারী (শ্রীবজ্রং সিং জী ও শ্রীজগা রেড্ডী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তবৃন্দের সেবা প্রচেষ্টায় শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তী উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ সর্ব্বশ্রী শ্রীগুণ্ডেরাও হরকারে, বিদ্যাবাচস্পতি, পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণাচারী, এম্-এ, শ্রীহর্ষনাথ মিশ্র, এম্-এ, শ্রীবেদপ্রকাশ শাস্ত্রী, এম্-এ, শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ শর্ম্মা ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী বক্তৃতা করেন। শ্রীনন্দোৎসবে পাঁচ শতাধিক নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, বালিয়াটী (ঢাকা) ঃ— শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীপাদ যজ্ঞেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজের পরিচালনাধীনে শ্রীপাদ প্যারীমোহন ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দের সেবাপ্রযত্নে শ্রীজন্মাষ্টমী ও শ্রীনন্দোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উৎসবে বহু ব্যক্তি প্রসাদ সেবা করিয়াছেন।

চয়ন

২৩ আগষ্ট (১৯৬৫) সোমবার 'যুগান্তর' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছিল (ষ্টাফ রিপোর্টার)

ধর্ম্মভাবই মানুষকে দুর্নীতি থেকে দূরে রাখে

কলিকাতা ২২শে আগষ্ট—"ধর্ম্মজ্ঞান" — ধর্ম্মভাবই মানুষকে দুর্নীতি থেকে দূরে রাখে—গতকাল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আহ্বানে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীর তৃতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে কলিকাতার ডেপুটী মেয়র শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী ঐ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীঅশোক চন্দ্র সেন।

রাসবিহারী এভিনিউ ও রাজা বসন্ত রায় রোডের সংযোগস্থলে অনুষ্ঠানে অনেক নরনারীর সমাবেশ হয়। সভায় আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল 'দুর্নীতির কারণ ও তার প্রতিকার'।

সভায় বিভিন্ন বক্তা তাঁদের ভাষণে বলেন যে, দেশময় দুর্নীতি বেড়ে চলেছে। লোভ ও আকাঙ্ক্ষাই দুর্নীতির প্রধান কারণ। মানুষকে ধর্ম্মপথে নিয়ে আসতে পারলেই দুর্নীতি দূর হতে পারে।

ডেপুটী মেয়র শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী তাঁর ভাষণে বলেন যে, দুর্নীতির জন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শুধু ক্ষোভ প্রকাশ করলে চলবে না। ধর্ম্মদণ্ড আছে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠানের হাতে। রাষ্ট্রের হাতে রাজদণ্ড। ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রকে তাঁদের দায়িত্ব পালন করতে হবে। সঞ্চয়ের মনোভাব থেকে লোভ আসে। লোভই দুর্নীতির প্রধান কারণ। এর প্রতিকারের একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষকে ধর্ম্মপথে আনা। ভগবৎমুখী না হলে মানুষ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ নেই। অধর্ম্মাচরণকে ভগবান্ ক্ষমা করেন না।

সভাপতি শ্রীঅশোক চন্দ্র সেন বলেন, কেবল মাত্র দোষারোপ করে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। ঈশ্বরের প্রতি গভীর বিশ্বাস রাখলে সকল সমস্যার সমাধান হবে।

সভায় শ্রীভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ এবং শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ দেন।

ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদে শ্রীল আচার্য্যদেব

কলিকাতাস্থিত ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদের অধ্যক্ষ শ্রীসীতারাম সেকসেরিয়া এবং কর্ম্মসচিবদ্বয় শ্রীজগমোহন দাস মুন্দ্রা ও শ্রীপরমানন্দ চুড়ীওয়াল কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ গত ২ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ টায় ১০নং জওহরলাল নেহেরু মার্গস্থিত (চৌরঙ্গী রোডস্থিত) সংসদ ভবনে 'শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব' সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় দীর্ঘ একটি জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদাণ করেন। শ্রীওঁকারমলজী শরাফ, শ্রীরামনারায়ণ ভোজনগরওয়ালা, শ্রীবি,পি, ডালমিয়া প্রভৃতি কলিকাতার বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রোতৃবৃন্দ ভাষণ শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

স্বধামে শ্রীপাদ উদ্ধারণদাস ব্রহ্মচারী

গত ২১শে শ্রাবণ (১৩৭২), ৬ই আগষ্ট (১৯৬৫) অর্থাৎ ইংরাজী মতে ৭ই আগষ্ট শুক্রবার রাত্রিশেষে প্রায় ৪-৪৫ মিঃ শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মঙ্গলারাত্রিক সমাপ্ত হইয়াছে, এমন সময় পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামি মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিত মঠবাসী-শিষ্যগণের অন্যতম শ্রীপাদ উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী মহোদয় ধামবাসী বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখে হরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে প্রায় ৬৪ বৎসর বয়সে শ্রীব্রজরজঃ লাভ করিয়াছেন। ব্রহ্মচারীজী গত ১৭ই শ্রাবণ, ইং ২রা আগষ্ট সোমবার পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের সহিত শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রা করেন। ঐ দিবস মঠবাসী অন্যান্য ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ প্রায় ৩৮ মূর্ত্তি পূজ্যপাদ মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী মহোদয় শ্রীধাম বৃন্দাবন যাত্রার পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে একাদিক্রমে প্রায় ছয় মাস কাল ভজন সাধন করিয়া কয়েকদিবস কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বাস করিয়া গিয়াছেন। শ্রীবৃন্দাবন যাত্রার প্রাক্কালে তিনি অনেকের নিকটই বলিয়া গিয়াছেন যে, —এবার আর বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিবেন না। শ্রীশ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের কৃপাদৃষ্টি কাহার প্রতি কি প্রকার অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়ে তাহা কেহই বলিতে পারেন না। দেহরক্ষার দিবস অর্থাৎ ২১ শ্রাবণ মধ্যাহ্নে তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্রামস্থলী ইম্‌লীতলায় পরম পূজ্যপাদ শ্রীল ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজের মঠে আহূত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যপাদ ও অন্যান্য সতীর্থগণসহ মহানন্দে ভগবৎপ্রসাদ সেবা করিয়াছেন। অপরাহ্নে শ্রীবৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ কএকটী দেবমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিয়া সন্ধ্যায় শ্রীমঠে ক্লান্ত শ্রান্ত অবস্থায় প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক বিশ্রাম গ্রহণ করেন। ইহাই এ জগতে তাঁহার শেষ বিশ্রাম। কাহাকেও কোন প্রকার উদ্বেগ না দিয়া, ভগবৎসেবা পূজারও কোন বিঘ্ন উৎপাদন না করিয়া ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ রাধাগোবিন্দ জীউর মঙ্গল রাত্রিকের মাঙ্গলিকবাদ্যধ্বনিসংযোগে মঙ্গল কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে মঠবাসী শুদ্ধবৈষ্ণবগণের ক্রোড়ে দেহরক্ষা সাধারণ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নহে। "জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ।"

শ্রীপাদ উদ্ধারণ প্রভুর জন্মস্থান শ্রীহট্ট জেলায় ছিল। তিনি আনুমানিক বিগত ১৯২৮ সালে ১নং উল্টাডাঙ্গা জংসন রোডে পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করেন। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী ছিলেন। প্রথমে শ্রীগৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন। অতঃপর ১৯৩০ সালে বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ প্রকট হইলে তিনি তথায় ভাণ্ডার সংরক্ষণ কার্য্যে অনলসভাবে আত্মনিয়োগপূর্ব্বক মঠবাসী সকলেরই বিশেষ প্রীতি-ভাজন হন। শ্রীমঠের বিশেষ বিশেষ উৎসব কালে তাঁহার অক্লান্ত পরিশ্রম একটী দর্শনীয় বিষয় ছিল। শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় তাঁহাকে কখনও নিরুৎসাহ হইতে বা বিরক্তি প্রকাশ করিতে দেখা যায় নাই। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫৫ খৃষ্টাব্দ হইতে তিনি উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের আনুগত্যে থাকিয়া শ্রীগুরুবৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং নিজ সামর্থ্যানুযায়ী সেবা-চেষ্টা দ্বারা তাঁহাদের সকলেরই প্রচুর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় সেবানিষ্ঠ বৈষ্ণবের অভাব আজ মঠবাসী-বৈষ্ণবমাত্রই বিশেষ-ভাবে অনুভব করিতেছেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ স্বয়ং ৪০।৪৫ মূর্ত্তি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ শ্রীধাম বৃন্দাবনে যমুনাতটে পানিঘাটে শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনমুখে যথাবিধি শ্রীপাদ উদ্ধারণ প্রভুর শেষকৃত্য সম্পাদন পূর্ব্বক ঐ দিবস (৭ই আগষ্ট) শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দ জীউর মহা-প্রসাদান্ন দ্বারা নির্য্যাণ উৎসব সম্পাদন করাইয়াছেন। এই উৎসব উপলক্ষে পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ প্রায় সকল বৈষ্ণবই আমন্ত্রিত হইয়া প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন। ৯ই আগষ্ট সোমবার শ্রীশ্রীল রূপগোস্বামী প্রভুর তিরোভাব উৎসব দিবস মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত কলিকাতা নিবাসী শ্রীগোবিন্দ দাস অধিকারী মহোদয় তাঁহার দ্বিতীয় উৎসবও বিশেষ সমারোহের সহিত সম্পাদন করেন। কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠেও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গত ২৪শে শ্রাবণ, ৯ই আগষ্ট সোমবার শ্রীপাদ উদ্ধারণ প্রভুর মহিমাশংসনমুখে তাঁহার নির্য্যাণ উৎসব সম্পাদন করিয়াছেন।

ভ্রম-সংশোধন

শ্রীচৈতন্যবাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'একাদশী ব্রত' প্রবন্ধে ১২২ পত্রাঙ্কের প্রথম স্তম্ভের তৃতীয় পংক্তিতে 'মুনিবর শঙ্খ ও লিখিয়াছেন' স্থলে "মুনিবর 'শঙ্খ' ও 'লিখিত' কহিয়াছেন"—এইরূপ পাঠ হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ

৮ম সংখ্যা

আশ্বিন ১৩৭২

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।

২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।

৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।

৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।

৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।

৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।

১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।

১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ { শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন, ১৩৭২। } ৮ম সংখ্যা
২২ পদ্মনাভ, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ আশ্বিন, শনিবার; ২ অক্টোবর, ১৯৬৫।

শ্রীবার্ষভানবী

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"যস্যাঃ কদাপি বসনাঞ্চলখেলনোত্থ
ধন্যাতিধন্য-পবনেন কৃতার্থমানী।
যোগীন্দ্রদুর্গমগতির্মধুসূদনোঽপি
তস্যা নমোঽস্তু বৃষভানুভুবো দিশেঽপি।"

'যে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বস্ত্রাঞ্চল-সঞ্চলন-স্পৃষ্ট অনিল ধন্যাতিধন্য হইয়া কৃষ্ণের গাত্র স্পর্শ করায় যোগীন্দ্র-গণেরও অতি-দুর্ল্লভ শ্রীনন্দনন্দন আপনাকে কৃতকৃতার্থ মনে করিয়াছিলেন, সেই শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর উদ্দেশে আমাদের প্রণাম বিহিত হউক'—এই কথাটী 'শ্রীরাধারস-সুধানিধি'-গ্রন্থে ত্রিদণ্ডিপাদ শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী কীর্ত্তন করিয়াছেন। শ্রীপ্রবোধানন্দ স্বয়ং একজন যূথেশ্বরী; তিনি কৃষ্ণলীলায় তুঙ্গবিদ্যা। আমরাও শ্রীপ্রবোধানন্দ-পাদের অনুগমনেই বৃষভানুকুমারীর অভিমুখে প্রণাম করিতেছি।

জগতে শোভা-সৌন্দর্য্য ও গুণের আধার-স্বরূপ নানা-প্রকার বস্তু বিদ্যমান। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—অখিল রসের ও শোভা-সৌন্দর্য্যাদি গুণের মূল সমাশ্রয়। তিনি—সমস্ত ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য ও জ্ঞানের মূল আশ্রয়তত্ত্ব। আবার, সেই পূর্ণতম ভগবান্—যাঁহার 'আশ্রয়' ও 'বিষয়', সেই স্বরূপটী যে কত বড়, তাহা মানবজ্ঞানের, এমন কি, অনেক মুক্ত-পুরুষগণেরও ধারণার অতীত। যে শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যে সমস্ত জগৎ লালায়িত ও মোহিত, যিনি নিজের মাধুর্য্যে নিজেই মোহিত, সেই ভুবনমোহন মদনমোহনও যাঁহাদ্বারা মোহিত হন, তিনি যে কত বড় বস্তু, তাহা ভাষা-দ্বারা অপরলোককে বুঝান যায় না।

যদিও কৃষ্ণ বিষয়তত্ত্ব, তথাপি তিনি আশ্রয়েরই 'বিষয়'। জড়-জগতে যে-প্রকার পুরুষ ও স্ত্রীর মধ্যে বস্তুতঃ পার্থক্য ও জড় সম্বন্ধ রহিয়াছে—উচ্চাবচ ভাব

রহিয়াছে—পরস্পর ভেদ রহিয়াছে, শ্রীমতী রাধিকার ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সেই প্রকার ভেদ ও সম্বন্ধ নাই। কৃষ্ণ অপেক্ষা বৃষভানুনন্দিনী অশ্রেষ্ঠা নহেন। শ্রীকৃষ্ণই 'আস্বাদক' ও 'আস্বাদিত'-রূপে নিত্যকাল দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। যে কৃষ্ণের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে তিনি স্বয়ংই মুগ্ধ হন, সেই কৃষ্ণ অপেক্ষা যদি শ্রীমতী রাধিকার সৌন্দর্য্য বেশী না হয়, তবে মোহন কার্য্য হইতে পারে না। শ্রীমতী রাধা—ভুবনমোহন-মনোমোহিনী, হরিহৃদ্ভৃঙ্গ-মঞ্জরী, মুকুন্দমধু-মাধবী, পূর্ণচন্দ্র কৃষ্ণের পূর্ণিমা-স্বরূপিণী এবং কৃষ্ণকান্তাগণের শিরোমণি-স্বরূপা অংশিনী। বৃষভানুনন্দিনীর তত্ত্ব জীবের বা জীবসমষ্টির ভাষায় বুঝান যায় না। সেবকের এরূপ ভাষা নাই,—যাহা সেব্য বস্তুকে সম্যক্ বর্ণন করিতে পারে। কিন্তু সেবকের তত্ত্ব বর্ণন করিতে সেব্যই সমর্থ; তাই ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং আমাদিগকে শ্রীমতী রাধারাণীর তত্ত্ব জানাইতে পারেন। আর একজন আছেন, তিনিও গোবিন্দানন্দিনীর তত্ত্ব আমাদের শুদ্ধাত্মার উপলব্ধির বিষয় করাইতে সমর্থ, — যিনি বৃষভানুসুতা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবা করেন অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দরের নিজ জন শ্রীগুরুদেব বা গৌরশক্তিগণ। যে কৃষ্ণচন্দ্র "রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত-তনু" হইয়াছেন অর্থাৎ রাধিকার ভাব ও দ্যুতি গ্রহণ করিয়াছেন, সেই কৃষ্ণচন্দ্রই প্রপঞ্চে শ্রীমতীর মহিমার কথা প্রকাশ করিতে পারেন। তাঁহার প্রিয়তম দাসগণও সেই পরম তত্ত্ব বলিতে পারেন, তদ্ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই সমর্থ নহেন।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারাশ্রিত রসের উৎকর্ষের কথা, গোলোকের নিভৃত স্তরের কথা, রাধাকুণ্ডতটকুঞ্জের নিকটবর্ত্তী চিন্ময়-কল্পতরুতলে নবনবায়মান অপূর্ব্ব বিহার-কথা গৌরসুন্দরের পূর্ব্বে কোন উপাসক বা আচার্য্যই সুষ্ঠুভাবে বর্ণন করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা কেহ কেহ রাসস্থলীর লীলার কথামাত্র অবগত ছিলেন; কিন্তু মধ্যাহ্নকালে বৃষভানু-নন্দিনী কি-প্রকার কৃষ্ণ সেবার অধিকার লাভ করিয়া থাকেন, পূর্ব্বে কাহারও সেই মাধুর্য্য-সৌন্দর্য্য-সেবায় অধিকার ছিল না। বংশী-ধ্বনিতে আকৃষ্ট হইয়া অনূঢ়া ও পরোঢ়া প্রভৃতি বহু বহু কৃষ্ণ-সেবিকা রাসস্থলীতে যোগদানের অধিকার পাইয়া-ছিলেন। কিন্তু শ্রীরূপ-কথিত 'দোলারণ্যাম্বুবংশীহৃতিরতি-মধুপানার্ক-পূজাদি লীলৌ'-পদ-নির্দ্দিষ্ট লীলা পরাকাষ্ঠায় প্রবেশ-সৌভাগ্যের কথা মধুররস-সেবী গৌরজন গৌড়ীয় ব্যতীত অন্যের লভ্য নহে।

শ্রীমতীর পাল্যদাসীর উন্নত পদবী-সন্দর্শন মানবজ্ঞানের অন্তর্গত নহে। বার্ষভানবীর নিত্যকাল অন্তরঙ্গ-সেবা-নিরত নিজজন ব্যতীত এ-সকল কথা কেহ কখনও কোন-ক্রমেই জানিতে পারেন না। যে দিন আপনাদের কোন রূপ বাহ্যজগতের অনুভূতি থাকিবে না, তুচ্ছ নীতি, তপঃ, কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগাদির চেষ্টা থুৎকারের বস্তু বলিয়া মনে হইবে, ঐশ্বর্য্যপ্রধান শ্রীনারায়ণের কথাও তত দূর রুচিকর বোধ হইবে না, রাসস্থলীর নৃত্যও তত বড় কথা বলিয়া বোধ হইবে না, সেইদিনই আপনারা এই সকল কথা বুঝিতে পারিবেন। শ্রীরাধাগোবিন্দ-সেবার কথা এদেশের ভাষায় বলা যায় না। 'স্বকীয়া', 'পারকীয়া' শব্দগুলি বলিলে আমরা উহা আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ধারণার সহিত মিশাইয়া ফেলি। এই জন্যই শ্রীরাধা-গোবিন্দ-লীলা-কথা বলিবার, শুনিবার ও বুঝিবার অধি-কারী বড়ই বিরল,—জগতে নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

প্রেমারুরুক্ষু-পুরুষদিগের গতি

সাধক গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে যে ভক্তিলতা-বীজ অর্থাৎ ভক্তিতত্ত্বে শ্রদ্ধা লাভ করেন, তাহাতে বিশেষ যত্ন সহকারে ফলোৎপাদন করিয়া লইবেন। একটি রূপক দ্বারা এই বিষয়টী শ্রীমহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীরূপ গোস্বামীকে শিক্ষা দিয়াছেন। * প্রাপ্ত বীজকে সাধক মালী হইয়া নিজ হৃদয়ে রোপণ করিবেন। সাধকের হৃদয়টী এখানে ক্ষেত্রস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষেত্রে বীজ বপন বা রোপণ করিতে হইলে প্রথমেই ক্ষেত্রকে কর্ষণ, বপন ও রোপণের যোগ্য করা আবশ্যক। ভাগ্যবান্ জীব সদ্গুরুর নিকট যে ভুক্তি, মুক্তি ও সিদ্ধিবাঞ্ছা পরিত্যাগের উপদেশ পাইয়াছেন, তাহার প্রতিপালনে সুন্দররূপ ক্ষেত্র পরিষ্কার করিবেন। ইহাই সাধু-সঙ্গের ফল। তৃণ অপেক্ষা আপনাকে হীন বলিয়া জানিবেন। তরু অপেক্ষা সহিষ্ণুতা গুণে হৃদয়কে অক্ষোভিত করিবেন। স্বয়ং অমানী হইয়া সর্ব্বজীবকে যথাযোগ্য সম্মান করিবেন। এই প্রকার স্বভাব হইলে হরিনাম গ্রহণের অধিকার হয়। এই সাধনই ক্ষেত্র পরিষ্কারের কার্য্য। অশ্ব-বশীভূত করার ন্যায় মনকে কিছু কিছু তল্লক্ষিত বিষয়াদিতে ভুলাইয়া আত্মবশে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য, ইহাই যুক্ত-বৈরাগ্য।
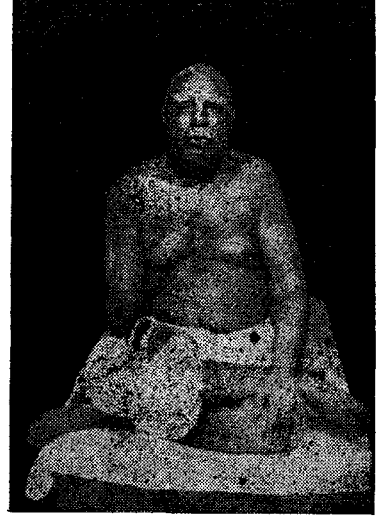
---

* ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু-কৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ॥
মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ-কীর্ত্তন-জলে করয়ে সেচন॥
উপজিয়া বাড়ে লতা 'ব্রহ্মাণ্ড' ভেদি' যায়।
'বিরজা', 'ব্রহ্মলোক' ভেদি' 'পরব্যোম' পায়॥
তবে যায় তদুপরি 'গোলোক-বৃন্দাবন'।
'কৃষ্ণচরণ'-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাহাঁ বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণকীর্ত্তনাদি জল॥
যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা।
উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুখি' যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ।
অপরাধ-হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥
কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে 'উপশাখা'।
ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা, যত অসংখ্য তার লেখা॥
'নিষিদ্ধাচার', 'কুটীনাটী', 'জীবহিংসন'।
'লাভ', 'পূজা', 'প্রতিষ্ঠাদি' যত উপশাখাগণ॥
সেক জল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়।
স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন।
তবে মূলশাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন॥
'প্রেমফল' পাকি' পড়ে, মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি' মালী 'কল্পবৃক্ষ' পায়॥
তাহাঁ সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন।
সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥
এই ত পরমফল 'পরম-পুরুষার্থ'।
যাঁর আগে তৃণ-তুল্য চারি পুরুষার্থ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৯শ ১৫১-১৬৪)

ইহা দ্বারাই ভজনের উপকার। শুষ্ক বৈরাগ্যে ততদূর উপকার হয় না।

সেই ভক্তিলতা শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি জলের সেচনে ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ভক্তিলতার চিন্ময় ধর্ম্ম এই যে, তাহা এই প্রাকৃত জগতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। চৌদ্দলোকময় এই জড় ব্রহ্মাণ্ডকে দেখিতে দেখিতে অতিক্রম করিয়া বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমে উঠিয়া পড়ে। অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তুর এই জড়াতিক্রম ধর্ম্ম। ভক্তের সামান্য চেষ্টা ও আগ্রহে স্বরূপজ্ঞান আসিয়া ভক্তের আত্মা ও ভক্তিলতাকে জড়াতীত চিন্ময় স্বীয় রাজ্যে নীত করে। ক্রমে পর-ব্যোমের উপরিভাগ গোলোক বৃন্দাবনে নীত হয়। কৃষ্ণ-চরণ-কল্পবৃক্ষকে পাইয়া লতা বিস্তারিত হইয়া প্রেম ফল ধারণ করে। মালী এখানে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল নিত্য সেচন করেন। বিরজা পার হইলে লতার আর অবনতির ভয় থাকে না। যে পর্য্যন্ত ঐ লতাটী প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সত্ত্ব, রজ ও তমোময় এই জড়ীয় ব্রহ্মাণ্ডে আবদ্ধ থাকেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহার উন্নতির ব্যাঘাত হইতে পারে। জড়াতীত ভূমি লাভ করিলে লতাটী স্বীয় স্বভাব-মহিমাবলে অভেদ্য অচ্ছেদ্য হইয়া ঊর্দ্ধগামী হয়। জড়মধ্যে স্থিতিকাল পর্য্যন্ত মালীকে দুইটী বিষয়ে সাবধান হইতে হয়, যেন বৈষ্ণব-অপরাধ-হস্তী আসিয়া ঐ লতাকে দলিত না করে। এজন্য নিঃসঙ্গে ভজনরূপ ও সাধু আশ্রয়রূপ আবরণ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। শুদ্ধ বৈষ্ণব সঙ্গে ঐ উৎপাত আসিতে পারে না। আর একটী সাবধানের কথা এই যে, লতা যত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, ততই কুসঙ্গদোষে জড়জগতে ঐ লতার সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি উপশাখা জন্মিতে থাকে। ভুক্তি-বাঞ্ছা, মুক্তি-বাঞ্ছা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী অর্থাৎ কপটতা, শঠতা, ধূর্ত্ততা, জীবহিংসা, নিজলাভ-চেষ্টা, সম্মান ও প্রতিষ্ঠা-বাসনা প্রভৃতি অনেকগুলি উপশাখা জন্মিতে পারে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেকজলে ঐ সকল উপশাখা বৃদ্ধি হইয়া মূল শাখার উন্নতি স্তম্ভিত করে। ভুক্তিমুক্তির পক্ষপাতী কুসঙ্গ হইতেই ঐ সকল উপশাখা জন্মে। সঙ্গদোষে ভক্তগণের পতন সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। অতএব মালী সদ্গুরুর উপদেশ ক্রমে ঐ সকল উপশাখা উঠিতে উঠিতে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত ছেদন করেন। তাহাতে ঐ ভক্তি-লতারূপ মূলশাখা বৃদ্ধি হইতে হইতে চিদ্ধাম বৃন্দাবনে যাইতে পারেন। তথায় প্রেম ফল পাকিয়া পড়ে এবং এখানে থাকিয়া মালী তাহা আস্বাদন করেন। লতা অবলম্বন করিয়া চিৎকণস্বরূপ মালী কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষকে প্রাপ্ত হন। সেখানে উপস্থিত হইয়া মালী কল্প-বৃক্ষের সেবা করতঃ পরম পুরুষার্থরূপ প্রেমফল আস্বাদন করিতে থাকেন।

প্রেমারুরুক্ষু পুরুষ এই প্রণালীক্রমে শ্রীহরিনাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ করিতে করিতে নির্ম্মল চিত্ত হইয়া ভাবাবস্থা লাভ করেন। ভাবাবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই রসযোগ্যতা উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণলীলায় সকল রসই পরম মধুর। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য—এই সকল নিজে নিজে প্রত্যেকেই পরম উপাদেয়। অধিকারীভেদে ভক্তগণ সেই সেই রসে নিবিষ্ট হন। শ্রীমহাপ্রভুর শিক্ষায় মধুররসই ভক্তগণের উপাস্য। এই রসে শ্রীরাধিকার অনুগত না হইলে রসাস্বাদন হয় না। সচ্চিদানন্দ-তত্ত্বই —পরব্রহ্ম। সচ্চিদ্রূপে—শ্রীকৃষ্ণ এবং আনন্দরূপিণীই—রাধা। রাধা কৃষ্ণ এক তত্ত্ব। রসের বিস্তৃতির জন্য দুইরূপে প্রকাশ। রাধা ও চন্দ্রাবলী অন্য সকল গোপী হইতে শ্রেষ্ঠা। তদুভয়ের মধ্যে রাধিকা সর্ব্বতোভাবে শ্রেষ্ঠা।

— ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—আমরা কি শিষ্য করবো ?

উত্তর—শিষ্য করতে হ'বে না, শিষ্য হ'তে হ'বে—নিরন্তর গুরু-কৃষ্ণ সেবায় নিযুক্ত থাকতে হ'বে। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণ সকল বস্তুতেই গুরু দর্শন করেন। শিষ্য করা মানে তা'র চিত্তবৃত্তি ভোগ করবো—এই বুদ্ধি। এরূপ বুদ্ধি থাকলে কৃষ্ণকীর্ত্তন হ'বে না। বৈষ্ণব অভিমান এসে গেলে আর বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা হ'লো না। আমি নিজে কিছু করি না বা করবো না। ভগবান্ যা করা'বেন তাই করবো। এরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান-রহিত, অনুক্ষণ ভগবৎ-সেবারত ব্যক্তিই জীবের মঙ্গল করতে পারেন—জীবকে কৃষ্ণোন্মুখ করতে পারেন। মুখে কপটতা ক'রে বললে হ'বে না যে আমি কিছু করি না। বাস্তবিক 'আমি ভগবৎ-কর্ত্তৃক চালিত' অনুভূতি থাকা চাই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আপনি ত' বহু শিষ্য ক'রেছেন ?

উত্তর—আমি কাহাকেও শিষ্য করি নাই। অপরে যাঁহাদিগকে আমার শিষ্য ব'লে মনে করেন, তাঁহারা আমার গুরুবর্গ।

অপরের সঙ্গ করা মানে তাহা হইতে কিছু গ্রহণ করা। আমি শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে যাহা পাইয়াছি, তদ্ব্যতীত কাহারও নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করি না। শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশ ব্যতীত অপর কাহারও কথা অনুসারে আমি কোন কার্য্য করি না।

নিজের জন্য কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতে নাই। গুরুকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রদ্ধা বা প্রীতির সহিত কেহ কিছু দিলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিয়া তদ্দ্বারা ভগবৎ-সেবা করিলেই মঙ্গল হয়।

ভোগবৃত্তিই আসক্তি। কোন বস্তুতে ভোগলোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করিবার রহস্য অবগত হইলেই ভজনরাজ্যে প্রবেশাধিকার হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—প্রকৃত সেব্য কে ?

উত্তর—কৃষ্ণই সকলের একমাত্র ভোক্তা—সমস্ত বস্তুর একমাত্র প্রভু। কৃষ্ণই সকলেই একমাত্র সখা, সকল মাতা-পিতার একমাত্র পুত্র, সকল যোষাকুলের একমাত্র কান্ত। যোষয়তি মোহয়তি ইতি যোষা। কৃষ্ণ যাঁর সেব্যবস্তুরূপে প্রকাশিত হন, তিনি আর অন্য বস্তুর সেবা করেন না।

সকল কারণের কারণ—কৃষ্ণ। তিনি ব্রহ্মের কারণ, পরমাত্মার কারণ, যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের কারণ।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমাদের সব চেয়ে বড় কর্ত্তব্যটা কি ?

উত্তর—এই মনুষ্যজন্ম ক্ষণভঙ্গুর ও অতীব দুর্ল্লভ। কাজেই পাষণ্ডতা, অপরাধ বা বৃথা কার্য্যে সময় নষ্ট না ক'রে সকলের সব ছেড়ে হরিভজনেই মন দেওয়া উচিত।

অনেক জন্মের পর এই মনুষ্যজন্ম লাভ হ'য়েছে আর এ জন্ম সবচেয়ে দুর্ল্লভ,—শুধু দুর্ল্লভ নয়, সুদুর্ল্লভ। ইহা অনিত্য হ'লেও পরমার্থপ্রদ। বুদ্ধিমান্ যিনি, চতুর যিনি, তিনি এই সাধনের দেহটা থাকতে থাকতে অন্যান্য বিষয়-কর্ম্ম সব ছেড়ে দিয়ে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না ক'রে চরম কল্যাণ লাভের চেষ্টা করবেন।

চরম কল্যাণ লাভ করতে হ'লে সদ্গুরু পদাশ্রয় করতে হ'বে। সদ্গুরু আমার বহির্ম্মুখ রুচির অনুকূলে

কথা বলেন না। আমাদের সবচেয়ে বড় কর্ত্তব্য—একমাত্র কর্ত্তব্য—নিত্য কর্ত্তব্য যে কৃষ্ণভজন, সেই ভগবদ্ভজনের কথাই বলেন। জগতের লোক আমার রুচির অনুকূলে কথা ব'লে আমাকে আকৃষ্ট করছে—আমার প্রিয় হ'তে চাচ্ছে। কিন্তু যিনি আমাকে ঐভাবে হিংসা করতে চান না, সত্যি সত্যি আমার দুঃখে কাতর, আমার ব্যথায় ব্যথী যিনি, সেই দরদী পরম বান্ধবই—শ্রীগুরুদেব। শ্রীমদ্ভাগবত এইরূপ মুক্ত গুরুদেবের কাছে শরণাগত—আমার যা কিছু আছে সব ছেড়ে একান্তভাবে শরণাগত হ'তে ব'লেছেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—স্বাধীনতা লাভের উপায় কি?

উত্তর—ভগবানের চরণে শরণ গ্রহণ ব্যতীত স্বাধীনতা লাভের—শান্তি লাভের অন্য উপায় নাই। গুর্ব্বানুগত্যে অধোক্ষজ পূর্ণপুরুষের অধীনতাই স্বতন্ত্রতার সদ্ব্যবহার, তাহাই পূর্ণ স্বাধীনতা, প্রকৃত স্বাধীনতা—জীবের নিত্য স্বভাব বা ধর্ম্ম। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কি ক'রে নিজেকে জানতে পারবো?

উত্তর—আমি কৃষ্ণদাস কিন্তু কৃষ্ণদাস্যে আমার বর্ত্তমান সময়ে সম্পূর্ণ অধিকার হচ্ছে না। বর্ত্তমানে আমি ভগবানের—কৃষ্ণের সান্নিধ্য লাভ করতে অসমর্থ, ভগবজ্‌জ্ঞানের কথা জান্‌তে অসমর্থ। সুতরাং আমার আবশ্যক হ'চ্ছে—আমি যে কৃষ্ণদাস, এটা জান্‌বার জন্য ষোল আনা যত্ন করা।

সাধুসঙ্গ না হ'লে—কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগত না হ'লে কেহ নিজের বুদ্ধি দিয়ে নিজেকে জান্‌তে পারে না। (প্রভুপাদ)

শাস্ত্র বলেন—

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি কৃষ্ণস্মৃতি-জ্ঞান।
জীবেরে কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মরূপে আপনারে জানান।
'কৃষ্ণ মোর প্রভু, ত্রাতা'—জীবের হয় জ্ঞান॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥"
(চৈঃ চঃ)

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্যদেব কি ক'রেছেন?

উত্তর—মানুষের সর্ব্বস্ব—সমগ্র পৃথিবীর লোকের সর্ব্বস্ব যাতে কৃষ্ণ-পাদপদ্মসেবায় নিযুক্ত হয়, শ্রীচৈতন্যদেব সেইরূপ উপদেশ দিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হ'য়ে ভক্তের ভাব নিয়ে কৃষ্ণকে জানিয়েছেন—নিজে আচরণ ক'রে কৃষ্ণসেবা শিক্ষা দিয়েছেন। কৃষ্ণের পার্ষদভক্ত শ্রীরূপ প্রভু মহাপ্রভুকে এই ভাবে স্তব করেছেন—

"নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেম প্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥"

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি মহাবদান্য। তুমি তথাকথিত শিক্ষামন্দির স্থাপন করছ না, তথাকথিত অনাথ-আশ্রম স্থাপন করছ না, তুমি পূর্ত্তকার্য্য কূপ খননাদি করছ না, হাঁসপাতাল করছ না, কিন্তু তুমিই জগতে প্রকৃত পারমার্থিক শিক্ষামন্দির স্থাপন ক'রেছ, তুমিই প্রকৃত অনাথগণের আশ্রয়স্থল, তুমিই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আবিষ্কার ক'রেছ, তুমি গৌড়ীয়-হাঁসপাতাল অর্থাৎ ভবরোগ-চিকিৎসাগার স্থাপন ক'রেছ, তোমার দয়া অমন্দোদয়া দয়া। জগতের দয়া মন্দ উদয় করায় কিন্তু তোমার দয়া জীবের সমস্ত শুভ এনে দেয়, তাই তুমি মহাবদান্য। তুমি কৃষ্ণপ্রীতির প্রকৃষ্ট প্রদানকারী, আমার—আত্মার সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ সেবা-বৃত্তি আছে, তা'র সেব্য তুমি। আকর্ষক তুমি চেতনের উন্মেষের জন্য মহাবদান্যলীলা প্রকাশ করতে এসেছ।

হে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য! তুমি সবিশেষ পূর্ণচিদানন্দ বিগ্রহ। তোমার নিত্য নাম, রূপ, গুণ, লীলা রয়েছে। তুমি শক্তিমদ্‌বিগ্রহ কৃষ্ণ। তোমার যে শক্তিদ্বারা জগদ্‌বাসী সকলে মোহিত হচ্ছে, সেই শক্তির নাম ভুবনমোহিনী মহামায়া, সেই শক্তির শক্তিমদ্বস্তু কৃষ্ণ — ভুবনমোহন। সেই ভুবনমোহনকেও যিনি মোহিত করেন, তিনি ভুবনমোহন-মোহিনী শ্রীরাধিকাসুন্দরী। তুমি সেই শ্রীরাধিকার ভাবকান্তিতে বিভাবিত। তোমার এই ঔদার্য্যময়ী লীলায় কৃষ্ণের চিত্তবৃত্তিতে যে রাধারমণ-ভাব, সেই ভাব নাই। কৃষ্ণের পূর্ণ সেবাময়ী-মূর্ত্তি যে রাধা, তাঁর

চিত্তবৃত্তিতে তাঁর ভাবেই তোমার চিত্ত বিভাবিত।

তুমি কৃষ্ণপ্রেমের প্রদানকারী ব'লে মহাবদান্য। তুমি প্রেমময়বিগ্রহ, প্রকৃষ্টরূপ প্রেমপ্রদান কর্‌তে এসেছ। তুমি কৃষ্ণই। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সাধুসঙ্গ কি ক'রে হবে?

উত্তর—মনোযোগ দিয়ে হরিকথা শ্রবণ দ্বারাই সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। সাধুগণের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হ'লে ভগবানের বীর্য্য ও জগতের দৌর্ব্বল্যের কথা আমরা বুঝ্‌তে পারি। আমরা তখন সাধুগণের কথামত সেবা কর্‌তে কর্‌তে কৃষ্ণসেবায় সুদৃঢ় বিশ্বাস, আসক্তি ও প্রীতি লাভ কর্‌তে পারি। কৃষ্ণসেবায় প্রীতিই জীবের চরম প্রয়োজন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রেয়ঃপথে কি বিঘ্ন থাকেই?

উত্তর—প্রেয়ঃকামী বর্ত্তমানে সত্ত সত্ত কোন অসুবিধায় পড়েন না ব'লে মনে হয়। কিন্তু শ্রেয়ঃকামীর বর্ত্তমানে কিছু অসুবিধা দেখা যায়, সেই অসুবিধাটুকু স্বীকার কর্‌তে হবে। ঐরূপ অসুবিধা স্বীকার করাকে সহ্যগুণ বলা হয়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বিবর্ত্ত কাহাকে বলে?

উত্তর—যে বস্তু যাহা নয়, তা'কে সেই বস্তু ব'লে ধারণা করার নাম বিবর্ত্ত। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম।

'শরীরটাই আমি'—একথা শ্রীচৈতন্যদেব বলেন না। তিনি বলেন—'দেহে আত্মবুদ্ধি হয় বিবর্ত্তের স্থান।'

দেহ ও দেহী ভিন্ন। দেহী Proprietor (মালিক) আর দেহ হ'লো Property (সম্পত্তি)। দেহ দুই প্রকার — Subtle and gross (স্থূল ও সূক্ষ্ম)। এই দুই দেহের Ownership (মালিকানী স্বত্ব) আত্মার। মন চেতনাভাস, দেহ চেতন বিহীন। এই দুই প্রকার দেহে আমরা 'আমি' বুদ্ধি করি,—ইহাই বিবর্ত্ত বা misconceptions. (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—চেতন ও অচেতনে ভেদ কি?

উত্তর — অচিদ্‌বস্তু — অচেতন বস্তু — জড় বস্তু initiative নিতে পারে না, তা'র knowing (জ্ঞানশক্তি), willing (ইচ্ছাশক্তি) এবং feeling (অনুভব শক্তি) নাই। জড় বস্তু respond করতে পারে না। কিন্তু চেতন তা' পারে। আমাদের ভিতর, পশুর ভিতর চেতন আছে, বৃক্ষের ভিতর অল্পমাত্রায়। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—মানুষ কি পর জগতের কথা বলিতে পারে?

উত্তর—পর জগৎ হ'তে আগত ব্যক্তিই পরজগতের কথা বল্‌তে পারেন। এ জগতের কোন লোক পর জগতের কথা বল্‌তে পারে না। পরজগৎ হইতে আগত মহাপুরুষের শ্রীমুখে ভগবৎ-কথা শুন্‌বার সৌভাগ্য হ'লেই জীব বৈকুণ্ঠের সন্ধান পায়। ইহ জগতের বিচার প্রণালী দ্বারা পরজগতের বস্তু গ্রহণ করা যায় না। Transcendental এর (অধোক্ষজের) সহিত Phenomenal (অক্ষজ) এক করা উচিত নহে। কপাল ভাল হ'লে বৈকুণ্ঠ হ'তে আগত মহাপুরুষের সন্ধান মিলে। তাই শ্রীচৈতন্যদেব ব'লেছেন—

"কৃষ্ণ যদি কৃপা করেন কোন ভাগ্যবানে।
গুরু-অন্তর্য্যামীরূপে শিখায় আপনে॥" (চৈঃ চঃ)

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—সকলে পরমার্থ-কথা ধরতে পারেন না কেন?

উত্তর—ভাগ্য না থাক্‌লে কি ক'রে ধর্‌বে? সংস্কার থাকা চাই ত? যাঁরা ভাগ্যবান, তাঁরা প্রণত হ'য়ে এ সব কথা শুনেন, তাই তাঁরা ভগবৎ-কৃপায় বুঝতে পারেন। আর যারা Hasty conclusion এ (দ্রুত সিদ্ধান্তে) উপনীত হয়, তা'রা সত্য বস্তু গ্রহণে অসমর্থ। পূর্ণ জ্ঞানের অনুশীলনের জন্য তারা অল্প সময়ও দিতে পারে না। আমরা বাল্যকাল হতে যে সমাজে লালিত-পালিত, তাতে materialism (জড়ভাব) এত বেশী যে, নিত্য জীবনের আলোচনার জন্য এক মুহূর্ত্তও দিতে পারি না, ব্যবহারিক কার্য্যেই আমাদের ২৪ ঘণ্টা ব্যয় হয়ে যায়। নিজে যে কি বস্তু, তা জান্‌বার জন্য আমরা চেষ্টা করি না। কিন্তু মানব জীবনের ২৪ ঘণ্টাই পারলৌকিক বিচারে ব্যয় করা কর্ত্তব্য। বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে যে, তিনি তাঁর অমূল্য জীবন দেহের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য ব্যয় করেন।

প্রত্যেকে নিজের নিজের মঙ্গল অনুসন্ধান করবেন—স্বার্থপর হবেন। কিন্তু সংসারে অধিকাংশ লোক অপস্বার্থে—ইতর কার্য্যে নিযুক্ত—বালক খেলায়, যুবক সংসার ধর্ম্মে এবং বৃদ্ধ সম্পত্তি ও দেহরক্ষার জন্য যে অনুক্ষণ যত্ন করে, তাতে নিজের স্বার্থে উদাসীনতা দেখা যায়। জগতের লোক জাগতিক স্বার্থসংগ্রহের জন্য নিত্য স্বার্থে উদাসীন, কি দুঃখ !

কেহ কেহ বলেন—বর্ত্তমান স্বার্থের জন্য—আত্মার মঙ্গলের জন্য চিন্তা করা আবশ্যক নহে। ভবিষ্যতের কথা 'ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধীয়তে।' পরন্তু তাহা ঠিক নহে, কারণ বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষা লাভ না করলে যৌবনে অসুবিধা ভোগ করতে হয়।

যিনি সমাজের মঙ্গল কামনা করেন, তিনি নিজের স্বার্থের সহিত (মঙ্গলের সহিত) অপরের বাস্তব স্বার্থ বা মঙ্গল চিন্তা করবেন। চেতনের ধর্ম্ম ভগবৎ-সেবা, যাতে অচেতনের ধর্ম্ম ভোগাদি দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত না হয়, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। অনেকে বলতে পারেন, পাপকার্য্য ত্যাগ করে পুণ্য করা উচিত; কিন্তু ইহাই শেষ কথা নহে। মানব বাস্তবিক বুদ্ধিমান্ হলে মানবের তাৎকালিক কার্য্যের সঙ্গে নিত্য অবস্থানের কি সম্বন্ধ, তাহা প্রতি পদে পদে, নিদ্রা, জাগরণ প্রভৃতি কালে সর্ব্বদা বিচার করা কর্ত্তব্য। ইহাতে পরাঙ্মুখ হলে আমরা অসুবিধায় পড়বো। কালে কার্য্য করলে ভবিষ্যতে লাভ হয়।

সময়ের যথার্থ সদ্ব্যবহার না করলে অসুবিধা হয়। বৃদ্ধকালে পরলোকের আলোচনা করবার অভিলাষী ব্যক্তি সংসারের চিন্তায় বিব্রত থাকায় কোন উপকার পায় না। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কি নিত্য ?

উত্তর—প্রত্যেক জীব মাত্রে বাহিরের খোলসকে (খামকে) আত্মা বলে মনে না করেন। আমি নিত্য ভগবৎ-সেবক, ভগবৎ-সেবাই আমার নিত্য ধর্ম্ম। আমি বর্ণী বা আশ্রমী নহি, সুতরাং বর্ণাশ্রম আমার নিত্য ধর্ম্ম কি করে হবে? বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সুষ্ঠুভাবে পালিত হলে ইহ ও পরলোকে সুবিধা হয়। দেহ থাকা পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। ইহা ঐহিক মঙ্গলের উপযোগী, চতুর্দ্দশ ভুবনে ঔপাধিক স্থিতিতে ইহার আবশ্যকতা আছে, কিন্তু নিত্য জগতে ইহার কিছুই উপকারিতা নাই। শ্রীচৈতন্যদেব বলেন—আমি ব্রাহ্মণ নহি, ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র নহি, আমি ব্রহ্মচারী নই, গৃহস্থ নই, বানপ্রস্থ নই, সন্ন্যাসীও নই। ভগবানের সহিত আমার সম্বন্ধ। ভগবান্‌কে না ভুললে সেবক আমি, আমার সুবিধা হয়।

ভগবান্ চেতন, জীবও চেতন। জীব ভগবানের অংশ। জীব ভগবানের ন্যায় বিভু চেতন নহে, জীব অণুচেতন। জীব ভগবানের অধীন।

বর্ত্তমানে জীব চেতনের বা স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করে দুর্গতি লাভ করেছে। ভগবৎ সেবা হতে বিচ্যুত হয়েই আমাদের দুর্গতি এবং তাঁহার সেবা হতেই সুবিধা।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীচৈতন্যদেব কে ?

উত্তর—শ্রীচৈতন্যদেব দু'হাজার দশহাজার বছরের নহেন। তিনি সনাতন বস্তু। তিনি পুরুষোত্তম। তিনি অনাদি, সর্ব্বাদি ও সর্ব্বকারণ-কারণ। তিনি কালে উদ্ভূত নহেন, কিন্তু ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান—এই তিন কাল তাঁহা হতেই উদ্ভূত। তিনি নিত্যবস্তু—বিভু বস্তু। তিনি হাড়-মাংসের থলে নহেন। তিনি পুরাণ পুরুষ। তিনি পুরুষ—কর্ত্তা, তিনি সমগ্র আত্ম-জগতের পরব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবদ্বস্তু, তিনি সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণই। তিনি অবতারী, তিনি মহাভগবান্—পরমেশ্বর। তিনি স্বয়ং ভগবান্।

শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাম্বুধি—দয়ার সাগর। এত দয়া কেহ দিতে পারে না। ভগবানের কোন অবতারে এত প্রভূত দয়া বিতরিত হয় নাই। এ দয়া অযোগ্য ব্যক্তিকে যোগ্যতা দেওয়ার জন্য। ইহা অনন্তকালের জন্য পূর্ণ দয়া—ভগবানের নিজেকে নিজে দিয়ে দেওয়া। এরূপ দানের কথা কখন শুনা যায় নাই।

তিনি যে প্রেম দান করেছেন, তার সৌন্দর্য্য দর্শন কর্‌তে কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী অসমর্থ, কিন্তু ভাগ্যবান্ যে কেহ তা লাভ কর্‌তে সমর্থ। এই জন্যই আমি বলি—আপনাদের যত রকম ধরণের বিচার আছে, সব ছেড়ে চৈতন্যদেবের কথা শ্রবণ কর্‌বার জন্য সময় দিন্। সাধারণ মনুষ্য হতে যাঁর বিশেষত্ব, তাঁর কথা শ্রবণে সময় দিলে প্রকৃত শান্তির পথ, ভগবদ্ উপাসনা উপস্থিত হবে। তখন ভগবান্‌কে পুত্রভাবে পালন কর্‌বার প্রবৃত্তি হবে। পুরুষের সহিত স্ত্রীলোকের বিবাহাদি দ্বারা মানবজীবনের পূর্ণতা বা শান্তিলাভ কর্‌বার যে বিচার উপস্থিত হয়, সে-স্থানে ভগবান্ উপস্থিত হলে অনিত্য-জ্ঞানে মাতার পুত্রের প্রতি পুত্রজ্ঞান প্রভৃতি দূর হবে। আমাদের সমস্ত ভাব যদি ভগবৎ-পাদপদ্মে নিযুক্ত কর্‌তে পারি, তবেই তাহার সার্থকতা। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচটা রস ভগবানে পূর্ণমাত্রায় অবস্থিত। সেই ভাবগুলি ভগবানে নিযুক্ত কর্‌বার পরিবর্ত্তে অনিত্য বস্তুতে নিযুক্ত করায় ভগবদ্‌বিষয়ে জ্ঞান লাভ কর্‌তে পার্‌ছি না।

ভগবদ্বস্তু পূর্ণজ্ঞানময়, আনন্দময়, তাঁকে জান্‌বার জন্য কত স্থানে না ছুট্‌ছি, কিন্তু ঘরের কাছে গোলোকপতি মানুষের আকারে আমাদের নিকট যে কথা বল্‌তে এসেছিলেন, তা' না শুনে অন্য চেষ্টা কর্‌লে আমরা কি করে লাভবান্ হতে পার্‌বো? (প্রভুপাদ)

শ্রীএকাদশী

[শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুরের 'প্রেম-বিবর্ত্ত' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত]

শ্রীএকাদশী বা হরিবাসর-কৃত্য এবং শ্রীক্ষেত্রে একাদশী ব্রতোপবাস পালন বিষয়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর তাঁহার স্বকৃত 'প্রেমবিবর্ত্ত' গ্রন্থে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত যে সিদ্ধান্ত প্রদান করিয়াছেন, আমরা তাহা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' সেবকগণের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

একদিন গৌরহরি, শ্রীগুণ্ডিচা পরিহরি,
'জগন্নাথবল্লভে' বসিলা।
শুদ্ধা একাদশী দিনে, কৃষ্ণনাম সুকীর্ত্তনে,
দিবস রজনী কাটাইলা॥
সঙ্গে স্বরূপ দামোদর, রামানন্দ, বক্রেশ্বর,
আর যত ক্ষেত্রবাসিগণ।
প্রভু বলে "একমনে, কৃষ্ণনাম-সংকীর্ত্তনে,
নিদ্রাহার করিয়ে বর্জ্জন॥
কেহ কর সংখ্যা নাম, কেহ দণ্ডপরণাম,
কেহ বল রামকৃষ্ণ কথা"।
যথা তথা পড়ি' সবে, 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' রবে,
মহাপ্রেমে প্রমত্ত সর্ব্বথা॥

হেনকালে গোপীনাথ, পড়িছা সার্ব্বভৌম সাথ,
গুণ্ডিচা-প্রসাদ লঞা আইল।
অন্নব্যঞ্জন, পিঠা, পানা, পরমান্ন, দধি, ছানা,
মহাপ্রভু অগ্রেতে ধরিল॥
প্রভুর আজ্ঞায় সবে, দণ্ডবৎ পড়ি তবে,
মহাপ্রসাদ বন্দিয়া বন্দিয়া।
ত্রিযামা রজনী সবে, মহাপ্রেমে মগ্নভাবে,
অকৈতবে নামে কাটাইয়া॥
প্রভু-আজ্ঞা শিরে ধরি', প্রাতঃস্নান সবে করি,
মহাপ্রসাদ সেবায় পারণ।
করি হৃষ্ট চিত্ত সবে, প্রভুর চরণে তবে,
করযোড়ে করে নিবেদন॥—

শ্রীক্ষেত্রে একাদশী পালন বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ—

"সর্ব্বব্রত-শিরোমণি শ্রীহরিবাসরে জানি,
নিরাহারে করি জাগরণ।
জগন্নাথ-প্রসাদান্ন, ক্ষেত্রে সর্ব্বকালে মান্য,
পাইলেই করিয়ে ভক্ষণ॥
এ সঙ্কটে ক্ষেত্রবাসে, মনে হয় বড় ত্রাসে,
স্পষ্ট আজ্ঞা করিয়ে প্রার্থনা।
সর্ব্ববেদ আজ্ঞা তব, যাহা মানে ব্রহ্মা শিব,
তাহা দিয়া ঘুচাও যাতনা॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার—

প্রভু বলে "ভক্তি-অঙ্গে, একাদশী মান-ভঙ্গে,
সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়।
প্রসাদ পূজন করি', পরদিনে পাইলে তরি,
তিথি পরদিনে নাহি রয়॥
শ্রীহরিবাসর দিনে, কৃষ্ণনাম রসপানে,
তৃপ্ত হয় বৈষ্ণব সুজন।
অন্য রস নাহি লয়, অন্যকথা নাহি কয়,
সর্ব্বভোগ করয়ে বর্জ্জন॥
প্রসাদ ভোজন নিত্য, শুদ্ধ বৈষ্ণবের কৃত্য,
অপ্রসাদ না করে ভক্ষণ।
শুদ্ধা একাদশী যবে, নিরাহার থাকে তবে,
পারণেতে প্রসাদ ভোজন॥
অনুকল্প স্থান মাত্র, নিরন্নপ্রসাদ পাত্র,
বৈষ্ণবকে জানিহ নিশ্চিত।
অবৈষ্ণব জন যা'রা, প্রসাদ-ছলেতে তা'রা,
ভোগে হয় দিবানিশি রত।
পাপ পুরুষের সঙ্গে, অন্নাহার করে রঙ্গে,
নাহি মানে হরিবাসর ব্রত॥
ভক্তি-অঙ্গ সদাচার', ভক্তির সম্মান কর,
ভক্তিদেবী কৃপালাভ হবে।
অবৈষ্ণব সঙ্গ ছাড়, একাদশী ব্রত ধর,
নামব্রতে একাদশী তবে॥

প্রসাদ সেবন আর শ্রীহরিবাসরে।
বিরোধ না করে কভু বুঝহ অন্তরে॥
এক অঙ্গ মানে, আর অন্য অঙ্গে দ্বেষ।
যে করে নির্ব্বোধ সেই জানহ বিশেষ॥
যে অঙ্গের যেই দেশ-কাল-বিধিব্রত।
তাহাতে একান্তভাবে হও ভক্তিরত॥
সর্ব্বঅঙ্গের অধিপতি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যাহে তেঁহ তুষ্ট তাহা করহ পালন॥
একাদশী দিনে নিদ্রাহার বিসর্জ্জন।
অন্য দিনে প্রসাদ নির্ম্মাল্য সুসেবন॥"

শুনিয়া বৈষ্ণব সব, আনন্দে গোবিন্দ রব,
দণ্ডবৎ পড়িলেন তবে।
স্বরূপাদি রামানন্দ, পাইলেন মহানন্দ,
'উড়িয়া' 'গৌড়িয়া' ভক্ত সবে॥

ওহে ভাই, গৌরাঙ্গ আমার প্রাণধন।
অকৈতবে ভজ তাঁরে, যাবে তবে ভবপারে,
শীতল হইবে তনুমন॥

শ্রীনামভজন আর একাদশীব্রত।
একতত্ত্ব নিত্যজানি হও তাহে রত॥

**শ্রীচৈতন্য-সম আর কৃপালু বদান্য।
ভক্তবৎসল না দেখি ত্রিজগতে অন্য॥
শ্রদ্ধা করি' এই লীলা শুন, ভক্তগণ।
ইহার শ্রবণে পাইবা চৈতন্য-চরণ॥
ইহার প্রসাদে পাইবা কৃষ্ণতত্ত্বসার।
সর্ব শাস্ত্র-সিদ্ধান্তের ইহা পাইবা পার॥**

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৫শ পঃ)

বৈষ্ণবাবজ্ঞা সাধনের প্রধান অন্তরায়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি প্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম বর্ষ ৫ম সংখ্যা ১০৯ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহকে প্রাকৃত জ্ঞান করাও যেমন বিষ্ণুনিন্দা, তাঁহার ভক্তের অপ্রাকৃত চিদানন্দময় দেহকেও প্রাকৃত বলিয়া জ্ঞান, তদ্রূপ বৈষ্ণবনিন্দা :—

"প্রাকৃত করিয়া মানে বিষ্ণু-কলেবর।
বিষ্ণুনিন্দা নাহি আর ইহার উপর॥
প্রভু কহে,—বৈষ্ণবদেহ 'প্রাকৃত' কভু নয়।
'অপ্রাকৃত' দেহ ভক্তের 'চিদানন্দময়'॥"

—(চৈঃ চঃ আদি ৭।১১৫ ও অন্ত্য ৪।১৯১)

ভক্তের দেহকে অপ্রাকৃত বলা হয় কেন, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তর শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর ভাষাতেই পাওয়া যায়—

"দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
সেই কালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥"

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯২-১৯৩)

নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতবাক্য (ভাঃ ১১।২৯।৩২) উদ্ধার করিয়াও শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার উক্ত বাক্যের সারবত্তা প্রতিপাদন করিয়াছেন, যথা—

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥"

[অর্থাৎ মরণশীল জীব যখন সমস্তকর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক আপনাকে আমার (ভগবানের) প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিবেদন করিয়া আমার ইচ্ছায় ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তখন অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিয়া আমার সহিত একযোগে চিৎস্বরূপ রসভোগে কল্পিত অর্থাৎ যোগ্য হন।]

"শরণাগতের, অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম॥"

(চৈঃ চঃ ম ২২।৯৬,৯৯)

পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন—

"দীক্ষা-কালে ভক্ত নিজ প্রাকৃতানুভূতিসমূহ সমর্পণ করিয়া অপ্রাকৃত সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হন। অপ্রাকৃত দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি অপ্রাকৃত স্বরূপে কৃষ্ণ-সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণেতর মায়ার আশ্রয়চ্যুত হইলেই প্রপন্নভক্তকে কৃষ্ণ আত্মসাৎ করেন। তখন তাঁহার জড় ভোগরাজ্যের 'ভোক্তা' বলিয়া জড়ীয় অভিমান দূর হয় এবং নিজাস্মিতায় নিত্যকৃষ্ণদাস্য স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্তি ঘটে। তখন ভক্ত সচ্চিদানন্দময় স্বীয় স্বরূপে নিত্যসেবক-বিগ্রহত্ব উপলব্ধি করিয়া অপ্রাকৃতদেহে কৃষ্ণচন্দ্রের সেবাধিকারী হন। ভক্তের তৎকালোচিত অপ্রাকৃত দেহ-দ্বারা অপ্রাকৃত ভাবসেবাকেও প্রাকৃতবুদ্ধিদোষে কর্ম্মিগণ তাহাদেরই ন্যায় ভোগপর প্রাকৃতানুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করে। সেই অপরাধক্রমে তাহারা অপ্রাকৃত গুরুর কৃপালাভে বঞ্চিত হয়।" (চৈঃ চঃ অ ৪।১৯৩ অনুভাষ্য)

যবনকুলোদ্ভূত নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাস, গলৎকুষ্ঠগ্রস্ত শ্রীবাসুদেববিপ্র, কণ্ডুরসাগ্রস্ত শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভৃতি ভক্তের অপ্রাকৃত চিদানন্দময় শ্রীঅঙ্গকে দুর্জাতিকলুষ বা ব্যাধিদুষ্টরূপে দর্শনের পরিবর্ত্তে পরমপ্রীতিভরে আলিঙ্গন করিয়া "শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার পদাশ্রিতগণকে ইহাই বুঝাইলেন যে—কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষিগণের ভোগময় জড়ানন্দ বিশিষ্ট প্রাকৃত দেহের ন্যায় বৈষ্ণবের

দেহ কখনই ভোগপর প্রাকৃত নহে। ভক্তদেহ—চিদানন্দময় অর্থাৎ কৃষ্ণসেবনোপযোগী ও প্রকৃত্যতীত ভাবময়, তাহাতে সচ্চিদানন্দত্ব বিরাজিত।"

(চৈঃ চঃ অ ৪।১৯১ 'অনুভাষ্য')

'আত্মসম' প্রভৃতি উক্তিদ্বারা ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ঈশ্বর সহ জীবের সাম্য বিচার করিতে হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"জীব, ঈশ্বর-তত্ত্ব—কভু নহে 'সম'।
জ্বলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ॥"

হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥

[ঈশ্বর সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ শক্তি দ্বারা আশ্লিষ্ট কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যা দ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর।—ভগবৎসন্দর্ভোধৃত সর্ব্বজ্ঞসূক্তবাক্য বা ভাঃ ১।৭।৫-৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামীর উদ্ধৃত শ্রীবিষ্ণুস্বামিবাক্য]

"যেই মূঢ় কহে,—জীব ঈশ্বর হয় 'সম'।
সেইত 'পাষণ্ডী' হয়, দণ্ডে তারে যম॥
যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদি দৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৮।১১৩-১১৬)

[—যিনি ব্রহ্মা রুদ্রাদি দেবতার সহিত শ্রীনারায়ণকে 'সমান' করিয়া দেখেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।—বৈষ্ণবতন্ত্রবাক্য]

একসময়ে পূর্ব্ববঙ্গবাসী এক বিপ্রবেষী প্রাকৃত কবি শ্রীমন্মহাপ্রভু সম্বন্ধে একখানি নাটক রচনা করিয়া তাহা নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পার্ষদভক্ত শ্রীভগবান্ আচার্য্যের নিকট লইয়া আসিলেন। শ্রীআচার্য্যের সহিত তাঁহার পূর্ব্বপরিচয় ছিল। বঙ্গদেশীয় ঐ কবি শ্রীভগবান্ আচার্য্য এবং তৎসমীপে উপস্থিত বহু বৈষ্ণবসমীপে সেই নাটক পাঠ করিয়া শুনাইতে সকলেই উহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুকে উহা শুনাইবার জন্য সকলেরই ইচ্ছা হইল। কিন্তু রসাভাস দোষদুষ্ট ও ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কোন প্রবন্ধ বা নিবন্ধ মহাপ্রভুর বেদনাদায়ক হইত বলিয়া এইরূপ নিয়ম হইয়াছিল যে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে কাহারও কোন রচনা দেখাইতে হইলে প্রথমে উহা মহাপ্রভুর পার্ষদপ্রবর শ্রীদামোদর স্বরূপকে দেখাইতে হইবে, তিনি অনুমোদন করিলে তাহা মহাপ্রভুকে দেখান বা শুনান হইতে পারে। শ্রীভগবান্ আচার্য্য বন্ধু শ্রীস্বরূপদামোদরকে ঐ নাটক শুনাইবার জন্য বিশেষ আগ্রহান্বিত হইয়া বলিলেন—"আদৌ তুমি শুন, যদি তোমার মন মানে। পাছে মহাপ্রভুরে তবে করাইমু শ্রবণে॥" কৃষ্ণতত্ত্ববিৎশ্রেষ্ঠ শ্রীস্বরূপদামোদর বন্ধুবর সরল বৈষ্ণব শ্রীভগবান্ আচার্য্যকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন—

(স্বরূপ কহে)—"তুমি গোপ পরম উদার।
যে সে শাস্ত্র শুনিতে ইচ্ছা উপজে তোমার॥
যদ্বা তদ্বা কবির বাক্যে হয় রসাভাস।
সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ শুনিতে না হয় উল্লাস॥
রস, রসাভাস যা'র নাহিক বিচার।
ভক্তিসিদ্ধান্ত-সিন্ধু নাহি পায় পার॥
ব্যাকরণ নাহি জানে, না জানে অলঙ্কার।
নাটকালঙ্কার জ্ঞান নাহিক যাহার॥
কৃষ্ণলীলা বর্ণিতে না জানে সেই ছার।
বিশেষে দুর্গম এই চৈতন্য-বিহার॥
কৃষ্ণলীলা, গৌরলীলা সে করে বর্ণন।
গৌরপাদপদ্ম যাঁর হয় প্রাণ ধন॥
গ্রাম্য কবির কবিত্ব শুনিতে হয় দুঃখ।
বিদগ্ধ-আত্মীয়-বাক্য শুনিতে হয় সুখ॥
রূপ যৈছে দুই নাটক (বিদগ্ধমাধব ও ললিত মাধব)
কৈরাছে আরম্ভে।
শুনিতে আনন্দ বাড়ে যার মুখবন্ধে॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।১০১-১০৮

তথাপি শ্রীভগবান্ আচার্য্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন—'একবার তুমি শুনিয়া দেখ, শুনিলে উহা ভাল কি মন্দ বুঝিতে পারিবে।' একদিন নহে,

ক্রমান্বয়ে দুই তিন দিন শ্রীআচার্য্য তাঁহার বন্ধুবর শ্রীস্বরূপ দামোদরকে উহা শুনিবার জন্য অনুরোধ করিলে তাঁহার একান্ত আগ্রহাতিশয্যে শ্রীস্বরূপ শ্রবণেচ্ছা প্রকাশপূর্ব্বক সকল বৈষ্ণবকে লইয়া উহা শুনিতে বসিলেন। বিপ্র কবি তৎকৃত—

"বিকচকমলনেত্রে শ্রীজগন্নাথসংজ্ঞে
কনকরুচিরিহাত্মন্যাত্মতাং যঃ প্রপন্নঃ।
প্রকৃতিজড়মশেষং চেতয়ন্নাবিরাসীৎ
স দিশতু তব ভব্যং কৃষ্ণচৈতন্যদেবঃ॥"

[অর্থাৎ স্বর্ণের ন্যায় কান্তি বিশিষ্ট যে শ্রীগৌর এই পুরুষোত্তমক্ষেত্রে বিকশিত কমলনেত্র শ্রীজগন্নাথ নামধেয় শরীরে আত্মতা অর্থাৎ দেহিজীবাত্মত্ব প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতি-জড় বা স্বভাব-জড়—সহজ-জড় জগতের অশেষ চেতনাদান-পূর্ব্বক আবির্ভূত হইয়াছেন, সেই কৃষ্ণচৈতন্যদেব তোমার মঙ্গল বিধান করুন।]

এই নান্দী শ্লোকটি পাঠ করিলে সকলেই তাঁহার কবিত্বের ভূরিভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু শ্রীস্বরূপ বিপ্রকবিকে উহার ব্যাখ্যা করিতে বলিলে কবি বলিতে লাগিলেন—

(কবিকহে) — "জগন্নাথ—সুন্দর-শরীর। চৈতন্য-গোসাঞি—শরীরী মহাধীর॥ সহজ-জড়জগতের চেতন করাইতে। নীলাচলে মহাপ্রভু হৈলা আবির্ভূতে॥"

উক্ত ব্যাখ্যা শুনিয়া সকলেই আনন্দ প্রকাশ করিলেও শ্রীস্বরূপ অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সক্রোধে বলিতে লাগিলেন—

"আরে মূর্খ, আপনার কৈলি সর্ব্বনাশ!
তুই ত' ঈশ্বরে তোর নাহিক বিশ্বাস !!
পূর্ণানন্দ-চিৎস্বরূপ জগন্নাথ-রায়।
তাঁরে কৈলি জড়-নশ্বর-প্রাকৃত-কায় !!
পূর্ণ-ষড়ৈশ্বর্য্য-চৈতন্য—স্বয়ং ভগবান্।
তাঁরে কৈলি ক্ষুদ্র-জীব স্ফুলিঙ্গ সমান !!
দুই-ঠাঞি অপরাধে পাইবি দুর্গতি!
অতত্ত্বজ্ঞ 'তত্ত্ব' বর্ণে, তার এই গতি !!
আর এক করিয়াছ পরম 'প্রমাদ'!
দেহ-দেহী-ভেদ ঈশ্বরে কৈলা 'অপরাধ' !!
ঈশ্বরের নাহি কভু দেহ-দেহিভেদ।
স্বরূপ, দেহ—চিদানন্দ, নাহিক বিভেদ॥
"দেহ-দেহি-বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ"।
(লঘুভাগবতামৃত পূঃ খঃ ১২৮ অঙ্কে ধৃত কৌর্ম্মবচন)
কাহাঁ পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মহেশ্বর।
কাহাঁ ক্ষুদ্র জীব, দুঃখী, মায়ার কিঙ্কর॥
"হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।১১৭-১২৭

সূক্ষ্মদর্শী শ্রীস্বরূপ দামোদরের সুসিদ্ধান্তপূর্ণ তিরস্কার-বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাস্থ সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন। বিপ্র কবিও সেই সভাস্থলে অত্যন্ত লজ্জা, ভয় ও বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া হংস মধ্যে বকের ন্যায় অধোবদনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মহাবদান্য করুণাবরুণালয় শ্রীস্বরূপ দামোদর তাঁহার দুঃখ দেখিয়া কৃপার্দ্র হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন—

"যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্র-তরঙ্গ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবা নির্ম্মল॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১-১৩৩

তবে সিদ্ধান্ত-জ্ঞানহীন ব্যক্তির নিন্দোক্তি দ্বারাও শুদ্ধা সরস্বতী তদারাধ্য কৃষ্ণ-সেবা করিয়া থাকেন। তাই এই শ্লোকে শুদ্ধাসরস্বতী-মুখে স্তুতিপর ব্যাখ্যা এই যে,—

"জগন্নাথ হন কৃষ্ণের আত্মস্বরূপ।
কিন্তু ইহাঁ দারুব্রহ্ম—স্থাবর-স্বরূপ॥
তাঁহা-সহ আত্মতা একরূপ হঞা।
কৃষ্ণ একতত্ত্বরূপ দুইরূপ হঞা॥

সংসার-তারণ-হেতু-যেই ইচ্ছা-শক্তি।
তাহার মিলন কহি একেতে ঐছে প্রাপ্তি॥
সকল সংসারী-লোকের করিতে উদ্ধার।
গৌর জঙ্গম রূপে কৈলা অবতার॥
জগন্নাথের দর্শনে খণ্ডায় সংসার।
সব-দেশের সব-লোক নারে আসিবার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দেশে দেশে যাঞা।
সব-লোকে নিস্তারিলা জঙ্গম-ব্রহ্ম হঞা॥

—চৈঃ চঃ অ ৫।১৪৮-১৫৩

বিপ্রকবি নিজের ভ্রান্তি বুঝিতে পারিয়া দন্তে তৃণ ধারণপূর্ব্বক সকল বৈষ্ণবচরণে পড়িয়া আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার দৈন্য দর্শনে সদয় হইয়া মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন সম্পাদন করিলেন অর্থাৎ ভক্তগণের কৃপা-হেতুই মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ হইল। কবিও সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণপূর্ব্বক নীলাচলে বাস করিতে লাগিলেন।

সুতরাং বিষ্ণুবৈষ্ণব বা কৃষ্ণ কার্ষ্ণে প্রাকৃত বুদ্ধি কখনই ভগবদনুমোদিত শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত হইতে পারে না, উহাকেই রাক্ষসী বা আসুরী প্রকৃতি বলে। শ্রীভগবান্ তাঁহার গীতায় বলিয়াছেন—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

(গীঃ ৯।১১)

[অর্থাৎ অবিবেকিগণ আমার মানুষাকৃতি শ্রীবিগ্রহাশ্রিত তত্ত্বই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা না বুঝিয়া সর্ব্বভূত মহামহেশ্বর আমাকে মনুষ্য বুদ্ধিতে অবজ্ঞা করিয়া থাকে।]

"কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা,
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ, বেণুকর, নবকিশোর, নটবর,
নরলীলার হয় অনুরূপ॥"

(চৈঃ চঃ ম ২১।১০১)

অনন্ত অচিন্ত্যাদ্ভুত-শক্তি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম মায়াধীশ শ্রীভগবান্ তাঁহার বিশুদ্ধসত্ত্বপরিণতি-রূপা চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে সহায় করিয়া তাঁহার নিজ নিত্য ব্রজধামের যে নিত্যলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করেন, তাহা প্রাপঞ্চিকবৎ প্রতীত হইলেও প্রপঞ্চাতীত জানিতে হইবে।

"যোগমায়া চিচ্ছক্তি, বিশুদ্ধসত্ত্ব-পরিণতি,
তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এইরূপ রতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন,
প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে॥ (ঐ ১০৩)

ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ মায়াধীশ বিভুচিৎ ঈশ্বরের সহিত মায়াবশযোগ্য অণুচিৎ জীবকে সমান জ্ঞান করা, জীবের ন্যায় ঈশ্বরের দেহ দেহীতে ভেদ বুদ্ধি করা, পরমসত্য ব্রহ্ম হইতে এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্ট্যাদি সত্ত্বেও ইহার তাৎকালিক সত্যতাও স্বীকার করিবার পরিবর্ত্তে জগৎকে একেবারে মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া—এই সকল বিচারকে মায়াবাদ বলে। মায়াবাদিগণের শ্রীভগবানের বিশুদ্ধসত্ত্ব সচ্চিদানন্দরূপের নিত্যতা স্বীকার না করা সুতরাং অবজ্ঞা করাই শ্রীভগবন্মুখপদ্মবিনির্গত 'অবজানন্তি' শব্দ দ্বারা ধ্বনিত হইতেছে।

"ননু যে মানুষীং মায়াময়ীং তনুমাশ্রিতোঽয়ম্ ঈশ্বর ইতি মত্বা ত্বাং অবজানন্তি তেষাং কা গতিস্তত্রাহ" (শ্রীচক্রবর্ত্তী) অর্থাৎ যদি বল যাহারা এই ঈশ্বর মায়াময় মনুষ্যদেহাশ্রিত, ইহা বিচার করিয়া তোমাকে অবজ্ঞা করে, তাহাদের কি গতি হয়, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষোত্তরে বলিতেছেন—

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥

(গীঃ ৯।১২)

[অর্থাৎ তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান সবই নিরর্থক হয়। তাহারা বিবেকবিহীন হইয়া পড়ে। মোহজনক রাক্ষসী অর্থাৎ তামসী ও আসুরী অর্থাৎ রাজসী প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, দৈবী প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে।]

শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিতেছেন—

"যদি ভক্তা অপি স্যুস্তদপি মোঘাশা ভবন্তি, মৎসালোক্যাদিম্ অভিবাঞ্ছিতং ন প্রাপ্নুবন্তি। যদি তে কর্ম্মিণস্তদা মোঘ কর্ম্মাণঃ কর্ম্ম-ফলং স্বর্গাদিকং ন লভন্তে; যদি তে জ্ঞানিনস্তর্হি মোঘজ্ঞানাঃ জ্ঞানফলং মোক্ষং ন বিদন্তি। তর্হি তে কিং প্রাপ্নুবন্তীত্যত আহ—রাক্ষসীমিতি। তে রাক্ষসীং প্রকৃতিং রাক্ষসানাং স্বভাবং শ্রিতাঃ প্রাপ্তাঃ ভবন্তীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ যদি তাহারা ভক্তও হয়, তথাপি তাহাদের আশা নিষ্ফলা হয় অর্থাৎ আমার সালোক্যাদি অভিবাঞ্ছিত ফল পায় না। যদি তাহারা কর্ম্মী হয়, তাহা হইলে স্বর্গাদি ফল লাভ করিতে পারে না, যদি জ্ঞানী হয়, তাহা হইলে জ্ঞানফল মোক্ষ পায় না। তাহা হইলে তাহারা কি পায়, তাহাতে বলিতেছেন—তাহারা রাক্ষসগণের স্বভাব প্রাপ্ত হয়। এই সকল রাক্ষস স্বভাব ব্যক্তিই সদাচার ভ্রষ্ট হইয়া উন্মার্গগামী হয় এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণবদ্বেষী হইয়া পড়ে।

"মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্॥"
—গীঃ ৯।১৩

[অর্থাৎ হে পার্থ, ভগবদ্ভক্তিপ্রবৃত্ত মহাত্মগণ দৈবী প্রকৃতি অর্থাৎ দেবস্বভাব লাভ করিয়া অনন্যচিত্তে মনুষ্যাকৃতি আমাকেই ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্ত নিখিল ভূতগণের কারণ ও সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব-হেতু অব্যয় অর্থাৎ অনশ্বর জানিয়া সেবা করিয়া থাকে। এই অনন্যাভক্তিই রাজবিদ্যা রাজগুহ্য।]

সেই ভজন বা সেবাটি কি-প্রকার তাহাই পরবর্ত্তি শ্লোকে জানাইলেন—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥"
(গীঃ ৯।১৪)

[অর্থাৎ তাঁহারা দেশ, কাল ও পাত্রের শুদ্ধি নিরপেক্ষ হইয়া (যেহেতু শাস্ত্র বলেন—"ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥") সর্ব্বদা আমার নামাদি কীর্ত্তন পরায়ণ হন, আমার স্বরূপগুণাদি নির্ণয়ে যত্নশীল হন এবং অপতিত ভাবে একাদশ্যাদি ও নামগ্রহণাদি নিয়ম পালন-দ্বারা আমাকে নমস্কার করিতে করিতে ভবিষ্যতে আমার নিত্যসংযোগের আকাঙ্ক্ষায় শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারা আমাকে উপাসনা করেন। এখানে রাগানুগা ভক্তির ইঙ্গিত রহিয়াছে।]

এই সকল দেবস্বভাব-প্রাপ্ত ভজনরত-ভক্তের জাতি কুল ধন বিদ্যা প্রভৃতির অল্পতা জন্য তত্তৎসামান্যে দর্শন করা অত্যন্ত অপরাধ জনক। শ্রীভগবান্ ব্যাসদেব পদ্মপুরাণে লিখিয়াছেন—

"অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীর্গুরুষু নরমতির্বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি-
র্বিষ্ণোর্বা বৈষ্ণবানাং কলিমলমথনে পাদতীর্থেঽম্বুবুদ্ধিঃ।
শ্রীবিষ্ণোর্নাম্নি মন্ত্রে সকলকলুষহে শব্দসামান্যবুদ্ধি-
র্বিষ্ণৌ সর্ব্বেশ্বরেশে তদিতরসমধীর্যস্য বা নারকী সঃ।"

[অর্থাৎ যে ব্যক্তি পূজার বিগ্রহে শিলাবুদ্ধি, বৈষ্ণব-গুরুতে মরণশীল মানব-বুদ্ধি, বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধি, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-পাদোদকে জলবুদ্ধি, সকল কল্মষবিনাশী বিষ্ণুনাম-মন্ত্রে শব্দ-সামান্য বুদ্ধি এবং সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে অপর দেবতার সহ সমবুদ্ধি করে, সে নারকী।]

শ্রীমন্মহাপ্রভু "জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥"—এই উক্তি দ্বারা নিত্য কৃষ্ণের নিত্য দাস্যই নিত্য জীবের নিত্যস্বরূপ বলিয়া জানাইয়াছেন। এই স্বরূপবিস্মৃতিই জীবকে জন্ম, ঐশ্বর্য্য, শ্রুত (পাণ্ডিত্য) ও শ্রী (রূপ)—এই চতুর্ব্বিধ অভিমানে উন্মত্ত করাইয়া বিষ্ণু বৈষ্ণব দ্বেষে প্রবৃত্ত করায়।

শ্রীভগবানের অর্চ্চাবতারের সৌলভ্য (সকল মনুজ-নয়ন গোচরত্ব —সকল জীবই যাহাতে স্বচক্ষে দর্শন করিয়া তাঁহার আশ্রয় লাভ করেন তদুপযুক্ত গুণ), সৌশীল্য (ভগবানের শ্রেষ্ঠত্ব এবং নিজের নীচত্ব বিচার করিয়া যাহাতে জীব ভীত হইয়া ঈশ্বর সমাশ্রয়ে বিরত না হন, তদুপযুক্ত গুণ), স্বামিত্ব (ঈশ্বর আমার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন, জীবের এই বিশ্বাস যাহাতে থাকে, তদুপযোগী স্বামিত্ব গুণ) এবং বাৎসল্য (জীবের দোষ দেখিয়াও

অভয় প্রদানরূপ গুণ) —শ্রীপরাঙ্কুশমুনি কথিত এই গুণ চতুষ্টয়ের বিচারে উদাসীন থাকিলেই জীবের অর্চ্চাবতারে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া যায়। পর, ব্যূহ, বৈভব, অন্তর্যামী ও অর্চ্চা—এই পঞ্চতত্ত্বের অর্থ সদ্‌গুরুপাদপদ্মে শ্রবণের অভাব হইতেই জীবের তত্তৎ তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধার শৈথিল্য হইয়া থাকে।

কৃষ্ণ ও কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অন্যকামনা বিশিষ্ট দুঃসঙ্গ ("দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ, কৃষ্ণ-ভক্তি বিনা অন্য কামনা॥") পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ করিবার সুবুদ্ধি না আসিলেই জীব ঐ সকল নরকপ্রাপনী মতি প্রাপ্ত হয়। এ-জন্য শ্রীভাগবত বলেন (১১।২৬।২৬)—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥"

স্বয়ং গুরুদেবও যদি বৈষ্ণববিদ্বেষী হন, তাহা হইলে তিনি আর সঙ্গযোগ্য থাকেন না। তাদৃশ ব্যবহারিক, লৌকিক, কৌলিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পারমার্থিক-গুর্ব্বাশ্রয়ের ব্যবস্থা শাস্ত্র দিয়াছেন।

'বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব।
'ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি পারমার্থিক গুর্ব্বাশ্রয়ঃ কর্ত্তব্যঃ' ইত্যাদি।

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার।
স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥"

এই মহাজন বাক্যানুসারে অসৎসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ লাভে দৃঢ়সঙ্কল্প না হইতে পারিলে ভজন সাধন সমস্তই ভস্মে ঘৃতাহুতিবৎ নিষ্ফল হইয়া যায়।

গুর্ব্ববজ্ঞা ও বৈষ্ণবাপরাধ—এই দুইটি সকল অপরাধের মধ্যে বড়ই মারাত্মক অপরাধ, তাই সর্ব্বদাই শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ রূপ বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষায় যত্নবান হইতে হইবে। (ক্রমশঃ)

ইন্দ্রমখভঙ্গ

[শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ]

ব্রজবাসকালে একদা দেখেন কৃষ্ণ ও বলরাম।
গোপগণ করে হোম আয়োজন ইন্দ্রের প্রীতি-কাম॥
অন্তরযামী সবারসাক্ষী ভগবান তাহা জানি।
নন্দ প্রভৃতি গোপগণে ডাকি কহিল বিনয়মানি॥
"ওহে পিতঃ! আজ জিজ্ঞাসি তোমা কেন এই আয়োজন।
কেন বা হইবে, কাহার যজ্ঞ, হইবে কি ফল কোন?
কোন্ দেবতার প্রীতির জন্য কিরূপ দ্রব্যদিয়া।
হইবে যজ্ঞ, আমার নিকট বলুন বিস্তারিয়া॥
কৌতূহল মোর হ'য়েছে বিশেষ, শুনিতে বাসনা জাগে।
আমার নিকট বলুন হে পিতঃ, যদি তব মনে লাগে॥"
নীরব দেখিয়া জনকে কৃষ্ণ বলিলেন পুনরায়।
"কেনবা গোপন কর মোর কাছে ইহাত' উচিত নয়॥
যাঁদের রয়েছে আত্মদৃষ্টি সবস্থানে সমভাবে॥
আপন পরের ভেদজ্ঞান নাই যাঁহাদের এই ভবে॥
যাঁদের মৈত্রী, ঔদাসীন্য, বিদ্বেষ ভাব নাই।
এহেন সাধুর কোনও বিষয়ে কিছুই গোপন নাই॥
আপনাদিগের আমি সুহৃদ্, আত্মরূপ মোরে।
বিশ্বাস করি গূঢ় মন্ত্রণা দাওগো প্রকাশ ক'রে॥
গোপন করাত' সঙ্গত নহে আপন জনের কাছে।
পরের নিকট প্রকাশ করিলে অসুবিধা হয় পাছে॥
কার্য্যের ফল অবগত হ'য়ে কেহ বা কার্য্য করে।
কেহ বা আবার অজ্ঞ থাকিয়া কার্য্যসাধন করে॥
সকল ব্যাপার বুঝিয়া যাহারা কর্ম্ম করিতে যায়।
তাদের কার্য্য সমাধানে কভু বাধা ত' নাহিক পায়॥

অজ্ঞ যাহারা কোনও প্রকার কর্ম্ম করিতে নারে।
অন্ধের মত এদিক ওদিক কেবল ঘুরিয়া মরে॥
গতানুগতিক ভাবে না চলিয়া বন্ধু সকলে মিলি।
বিচার করিয়া করা সমুচিত এই কথা আমি বলি॥
জিজ্ঞাসা করি, এই অনুষ্ঠান শাস্ত্রের সম্মত।
অথবা কেবল আচরিত হয় লৌকিকাচার মত॥"
নন্দ তখন বলেন বচন, "ওহে প্রাণাধিক! শুন।
ইন্দ্রের পূজা করিতে আমরা করিয়াছি আয়োজন॥
যজ্ঞ আমরা করিব সাধন ইন্দ্রের প্রীতিতরে।
তাঁহার কৃপায় বাঁচে জীবগণ মঙ্গল তাঁর করে॥
জলদ সমূহ তাঁহার মূরতি তিনি বর্ষণকারী।
চরাচর জীব লভিবে পরাণ পেয়ে তাঁর সুধাবারি॥
লভিয়া সলিল তাঁহার কৃপায় ধান্যাদি জাত হয়।
সে সব শস্যসম্ভার দিয়া দেবের যজ্ঞ হয়॥
যজ্ঞাবশেষ অন্নের দ্বারা জীবগণ প্রাণ ধরে।
প্রচুর শস্য লাভ করে তারা ত্রিবর্গ সাধিবারে॥
যদি বলা হয় কৃষি কর্ম্মাদি জীবের জীবনোপায়।
তথাপি বারিদ সে সব করমে ফলদানকারী হয়॥
স্বেচ্ছা ও দ্বেষ, ভয় বা লোভের বশীভূত হ'য়ে যেই।
কুলক্রমাগত করম না করে কুশল না লভে সেই॥"
নন্দ প্রভৃতি ব্রজবাসীদের সেই সব কথা শুনি।
ইন্দ্রের ক্রোধ উপজে যাহাতে সেই মত মনে গণি॥
বলিতে লাগিল কৃষ্ণ তাঁহারে করিয়া সম্বোধন।
"করম বশতঃ সব লাভ করে এ জগতে জীবগণ॥
জনম মরণ, সুখ ও দুঃখ ভয় আদি সব ফল।
লাভকরে জীব করমের ফলে, নাহিক অন্য বল॥
যদিও করম ফল দাতা এক আছে ঈশ্বর ভবে।
করমের পরে নির্ভর করি ফল দেন তিনি সবে॥
করমবিহীন জনে তিনি কভু না করেন ফল দান।
তাইত' করম সবার উচ্চে ইথে নাহি কোন আন॥
পূর্ব জনম সংস্কারবশে করমের ফল পাবে।
ইন্দ্র তাহার কি করিতে পারে, কেন তার পূজা হবে॥
দেবতা, দানব, মানব সকলে স্বভাবের বশীভূত।
নিখিল বিশ্ব তাই রহিয়াছে স্বভাবে অবস্থিত॥
করমের বশে জীবসব পায় দেব, নর আদি দেহ।
করমের বশে ত্যাগ করে তারা পুনঃ সেই সব দেহ॥
করম শত্রু, করম মিত্র, কর্ম্মই উদাসীন।
কর্ম্মই গুরু, কর্ম্ম ঈশ্বর, সকলই কর্ম্মাধীন॥
ব্রাহ্মণ আদি সকল বর্ণ আপন বর্ণ মত।
করমের সবে করিবে সাধন থাকিয়া কর্ম্মরত॥
যার আশ্রয়ে মানুষের হয় জীবিকার অর্জ্জন।
তিনিই দেবতা মানবগণের সংশয় নাই কোন॥
একের আশ্রয়ে থাকিয়া সতত সেবিলে অন্যজনে।
অসতী নারীর সদৃশ কখনো পাইবে কি কল্যাণে॥
জীবন যাত্রা করে নির্বাহ বেদ পাঠে দ্বিজগণ।
ক্ষত্রিয় করে শত্রু হইতে পৃথিবীর রক্ষণ॥
কৃষি, বাণিজ্য, পশুর পালন বৈশ্য-কার্য্য হয়।
শূদ্র করিবে সকলের সেবা ইহাই শাস্ত্রে কয়॥
গো-পালনে মোরা করেছি গ্রহণ প্রধান জীবিকারূপে।
তার তরে মোরা করিব যতন ছাড়িয়া অন্যরূপে॥
রজঃগুণে হয় জগতসৃষ্টি সত্ত্বেতে হয় স্থিতি।
তমোগুণ হয় প্রলয় কারণ এইত' জগত রীতি॥
রজগুণ দ্বারা চালিত হইয়া আকাশে জলদগণ।
প্রজাসমূহের জীবন ধারণে করে বারি বরষণ॥
অতএব প্রজারক্ষা বিষয়ে ইন্দ্রের কিবা কাজ।
বনবাসী মোরা ঘুরি দিবারাতি পর্বত বনমাঝ॥
গ্রাম, জনপদ অথবা নগর দিবে না মোদের হিত।
করুন যজ্ঞ গো-ব্রাহ্মণ-পর্বত যাহে প্রীত॥
ইন্দ্রযাগের কারণে যেসব করেছেন আয়োজন।
সেই সম্ভারে করুন সকলে গিরিরাজ প্রপূজন॥
রন্ধন করুন বিবিধ অন্ন পায়স পিষ্টক আদি।
আনুন হেথায় ঘৃত, ক্ষীর, ছানা, মাখন, দুগ্ধ, দধি॥
করুন পূজন গিরিবরে আজি নানাবিধ উপচারে।
করুন যজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ দক্ষিণা সহকারে॥
যজ্ঞাবশেষ অন্ন প্রভৃতি করিবেন বিতরণ।
ব্রাহ্মণ আদি সকলবর্ণ যাহাতে তৃপ্তহন॥

চণ্ডাল আদি পতিত জনেও করুন অন্নদান।
তৃণদান করি ধেনুসমূহের করুন তৃপ্তিদান॥
বসনভূষণে সজ্জিত হ'য়ে করুন প্রদক্ষিণ।
গো-ব্রাহ্মণ আর গিরিরাজে হ'য়ে পবিত্রমন॥
ওহে পিতঃ! মোর এই অভিমত হয় যদি অভিপ্রেত।
মোর সন্তোষ হইবে ইহাতে সকলেই হবে প্রীত॥"
ইন্দ্র গর্বনাশের জন্য কালরূপী ভগবান।
এরূপ বলিলে করিল গ্রহণ নন্দাদি গোপগণ॥
কৃষ্ণকথায় সম্মত হ'য়ে করিল অনুষ্ঠান।
স্বস্তিবাচন করাইয়া করে গিরিবরে সম্মান॥
ব্রাহ্মণগণে করিয়া পূজন তৃণ দিল ধেনুগণে।
পরিক্রমণ করিল সকলে গিরিরাজ গোবর্দ্ধনে॥
বৃষভবাহিত শকটে চড়িয়া উত্তমবাস পরি।
গোপগোপীগণ করে কীর্ত্তন কৃষ্ণ মহিমা স্মরি॥
ব্রজবাসিগণ বিশ্বাস তরে বৃহৎ শরীর ধরে।
কৃষ্ণ তখন করিল ভোজন অন্নাদি উপচারে॥
'আমি পর্বত' বলিতে বলিতে গ্রহণ করিল পূজা।
অদ্ভুত হেরি করিল প্রণাম, বিস্মিত সব প্রজা॥
ব্রজবাসিগণ সহিত মিলিয়া নিজেরে প্রণাম করে।
বলে "এই দেখ, গিরি গোবর্দ্ধন কিরূপ মূরতি ধরে॥
আমাদের প্রতি করিতে করুণা ধরেন এহেন বেশ।
অবজ্ঞাকারী জনসমূহের করেন জীবন শেষ॥
আইস আমরা আমাদের আর গোধনের হিতলাগি।
প্রণাম করিয়া ভকতি সহিত তাঁহার আশিস্ মাগি॥"
গো-ব্রাহ্মণ-গিরিবরে পূজি কৃষ্ণের উপদেশে।
তাঁহার সহিত ব্রজবাসিগণ ব্রজে গেল অবশেষে॥

চাতুর্ম্মাস্য

(সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' ৬ষ্ঠ খণ্ড হইতে উদ্ধৃত)

বেদশাস্ত্রে অনেক স্থলে চাতুর্ম্মাস্য যাজির কথা এবং চাতুর্ম্মাস্যের কর্ম্মাঙ্গত্ব, উল্লিখিত আছে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও সৎকর্ম্মীর চাতুর্ম্মাস্য ব্যবস্থার অভাব নাই। পুরাণের মধ্যেও নানা স্থলে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক স্মৃতি-নিবন্ধেও চাতুর্ম্মাস্য-বিধান পরমার্থী ও স্মার্ত্তগণের অপরিচিত নহে। পরমার্থ-স্মৃতি শ্রীহরি-ভক্তিবিলাস অথবা রঘুনন্দনের কৃত্য-তত্ত্বেও আমরা চাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কথা দেখিতে পাই।

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিচারেই যে কেবল চাতুর্ম্মাস্য-যাজির ফল কথিত হইয়াছে, এরূপ নহে। কাঠক-গৃহ্যসূত্রেও যতিধর্ম্ম-নিরূপণে আমরা পাঠ করি যে, "এক রাত্রং বসেদ্ গ্রামে নগরে পঞ্চরাত্রকম্। বার্ষভ্যোঽন্যত্র বর্ষাসু মাসাংশ্চ চতুরো বসেৎ॥" একদণ্ডী জ্ঞানিগণ ও ত্রিদণ্ডী ভক্তগণ উভয়েই চাতুর্ম্মাস্য ব্রত ধারণ করেন। শ্রীশঙ্করমতাবলম্বিগণের মধ্যে চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দর ও চাতুর্ম্মাস্য উপস্থিত হইলে কাবেরীতে শ্রীরঙ্গ-মন্দিরে চারি মাসকাল বাস করিয়াছেন শ্রীগৌড়ীয় ভক্তগণ চারিমাস কাল শ্রীনীলাচলে শ্রীগৌর-পাদপদ্মে প্রত্যেক বৎসরই গমন করিতেন; তথায় তাঁহাদের অবস্থানের কথা লীলা-লেখকগণের গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু—

শ্রীরঙ্গক্ষেত্র আইলা কাবেরীর তীর।
শ্রীরঙ্গ দেখিয়া প্রেমে হইলা অস্থির॥
ত্রিমল্ল-ভট্টের ঘরে কৈল প্রভু বাস।
তাহাঞি রহিলা প্রভু বর্ষা চারিমাস॥
চাতুর্ম্মাস্য মহাপ্রভু শ্রীবৈষ্ণবের সনে।
গোঙাইল নৃত্য-গীত কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনে॥
চাতুর্ম্মাস্যান্তরে পুনঃ দক্ষিণ-গমন।
পরমানন্দপুরী সহ তাহাঞি মিলন॥

(চৈঃ চঃ ম ১ম)

শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামী—

গ্রীষ্মকাল-অন্তে পুনঃ নীলাচলে গেলা।
নীলাচলে **চাতুর্ম্মাস্য** আনন্দে রহিলা॥
(চৈঃ চঃ ম ৪র্থ)

শ্রীবৈষ্ণব এক,—'বেঙ্কট ভট্ট' নাম।
প্রভুরে নিমন্ত্রণ কৈল করিয়া সম্মান॥
ভিক্ষা করাঞা কিছু কৈল নিবেদন।
চাতুর্ম্মাস্য আসি', প্রভু, হৈল উপসন্ন॥
চাতুর্ম্মাস্যে কৃপা করি' রহ মোর ঘরে।
কৃষ্ণ-কথা কহি 'কৃপায় উদ্ধার' আমারে॥
শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বৈসে যত বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ।
এক এক দিন সবে কৈল নিমন্ত্রণ॥
এক এক দিনে **চাতুর্ম্মাস্য** পূর্ণ হৈল।
কতক ব্রাহ্মণ ভিক্ষা দিতে না পাইল॥
চাতুর্ম্মাস্য পূর্ণ হৈল, ভট্টের আজ্ঞা লঞা।
দক্ষিণ চলিলা প্রভু শ্রীরঙ্গ দেখিয়া॥
(চৈঃ চঃ ম ৯ম)

অদ্বৈতাদি ভক্তগণ নিমন্ত্রণ কৈল।
মুখ্য মুখ্য নব-জন নব-দিন পাইল॥
আর ভক্তগণ **চাতুর্ম্মাস্যে** যত দিন।
এক একদিন করি' করিল বণ্টন॥
(চৈঃ চঃ ম ১৪শ)

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণ—

চাতুর্ম্মাস্য রহি' গৌড়ে বৈষ্ণব চলিলা।
রূপ-গোসাঞি মহাপ্রভুর চরণে রহিলা॥
(চৈঃ চঃ অ ১ম)

এই মত মহাপ্রভু ভক্তগণ সঙ্গে।
চাতুর্ম্মাস্য গোঙাইলা কৃষ্ণকথা-রঙ্গে॥
(চৈঃ চঃ অ ১০ম)

পূর্ব্ববৎ সবা লঞা গুণ্ডিচা-মার্জ্জন।
রথ-আগে পূর্ব্ববৎ করিলা নর্ত্তন॥
চাতুর্ম্মাস্য সব যাত্রা কৈলা দরশন।

*　　*　　*

এইমত নানা-লীলায় **চাতুর্ম্মাস্য** গেল।
গৌড়দেশে যাইতে তবে ভক্তে আজ্ঞা দিল॥
(চৈঃ চঃ অ ১২শ)

চারি প্রকার আশ্রমেই চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। কষ্ট-সাধ্য বলিয়া ঐ সকল প্রাচীন রীতি ক্রমশঃ সমাজ-বক্ষ হইতে সুদূরে চলিয়া যাইতেছে। ফলকামি-কর্ম্মী এবং নিষ্কাম-ভক্ত-সম্প্রদায়ে ব্রত-পালনের অনুষ্ঠান কিছু কিছু ভিন্ন হইলেও ব্রতের সম্মান সনাতন-ধর্ম্মাবলম্বিমাত্রেই করিয়া থাকেন। ইহাতে ভোগ-ত্যাগের বিধান পূর্ণ মাত্রায় অভিব্যক্ত হইয়াছে। কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত ত্রিবিধ সমাজেই ভোগ-ত্যাগবিধান সমধিক আদরের বস্তু। সুতরাং ত্রিবিধ পথাবলম্বী আর্য্যগণ সকলেই চারি আশ্রমে চাতুর্ম্মাস্যের সম্মান করেন। যাঁহারা নিতান্ত অসমর্থ, তাঁহারা সুদীর্ঘকাল নিয়মের অধীন হওয়া সুবিধা জনক মনে না করায় ক্রমশঃ ঐ সকল ব্রতাদিতে শিথিল ভাব প্রদর্শন করিতেছেন।

আশ্রম চতুষ্টয়ের মধ্যে তিনটী আশ্রমে অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুর আশ্রমে ভোগ-মাহাত্ম্য নাই। কেবল গৃহস্থের কর্ত্তব্য-পালন-বিষয়ে যে নির্দ্দিষ্ট ভোগের ভাব আদিষ্ট আছে, তাহাও ভোগ-ত্যাগের উদ্দেশ্যে। যাঁহারা আটমাস কালের মধ্যে গৃহধর্ম্ম পালন করিবার 'মধ্যে মধ্যে' অধিকার পান, তাঁহারাও বৎসরের বর্ষাকাল বা চারিমাস ভোগ ত্যাগবিধি পালন করিয়া অবশিষ্ট আশ্রমিগণের সহ ত্যক্ত-ভোগ হইয়া বাস করেন। যিনি চারিমাস কাল নিয়ম-সেবা পালন করিতে অসমর্থ, তাঁহারও কেবল উর্জ্জাবিধি বা কার্ত্তিক মাসে বিশেষ-ভাবে নিয়ম-সেবা পালন করাই বিধি। ভক্তগণ কেহ কেহ চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল দামোদর-ব্রত গ্রহণ করেন; তাহা দেখিয়া কেহ যেন মনে না করেন যে, ভক্তগণের চাতুর্ম্মাস্য বিধানের আবশ্যকতা নাই। উহা অসমর্থের অনুকল্প বিধি মাত্র। চারিমাসকাল নিয়মাধীন হইয়া হরিসেবা করিলে নিসর্গতঃ মনের ধর্ম্মে হরিসেবন-প্রবৃত্তি দেখা দিবে। জীব নৈসর্গিক হরি-পরায়ণতা প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

চাতুর্ম্মাস্যের কাল বরাহপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"আষাঢ় শুক্লদ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যামথাপি বা।
চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতারম্ভং কুর্য্যাৎ কর্কট-সংক্রমে॥
অভাবে তু তুলার্কেঽপি মন্ত্রেণ নিয়মং ব্রতী।
কার্ত্তিকে শুক্লদ্বাদশ্যাং বিধিবত্তৎ সমাপয়েৎ।"

আষাঢ় মাসে শুক্লাদ্বাদশী দিবস হইতে কার্ত্তিকের শুক্লাদ্বাদশী পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাসে এই ব্রত-নিয়ম পালন করিবে। অথবা আষাঢ় পূর্ণিমা হইতে কার্ত্তিক পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চারিটী চান্দ্রমাস কাল এই ব্রতের সময়। অথবা কর্কট সংক্রান্তি অর্থাৎ সৌর-শ্রাবণ হইতে সৌর-কার্ত্তিক-শেষ পর্য্যন্ত শ্রীচাতুর্ম্মাস্য ব্রতের কাল। যাঁহারা চারিমাস কাল উপরিলিখিত তিন প্রকার বিচার অবলম্বনে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতে অসমর্থ, তাঁহারা নিয়ম সেবা পালনপর হইয়া কার্ত্তিক-মাসে স্বীয় মন্ত্র-জপাদি-দ্বারা বিধি-পূর্ব্বক ব্রত গ্রহণ করিবেন। উর্জ্জাব্রত বিশেষতঃ কর্ত্তব্য, ইহা চতুঃষষ্টি প্রকার ভক্ত্যঙ্গের অন্যতম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। কার্ত্তিকী শুক্লাদ্বাদশী হইতে ব্রত পরিহার করিতে আরম্ভ করিবেন অর্থাৎ পঞ্চবিংশ দিবস অবশ্যই পালন করিবেন।

শ্রীভগবান্ বর্ষার চারিমাসকাল শয়ন করেন। সেই শয়নকালে কৃষ্ণ-সেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধির জন্য চাতুর্ম্মাস্য-ব্রত-গ্রহণ কর্ত্তব্য। ইহা নিত্য-ব্রত। ব্রতের অকরণে প্রত্যবায় আছে। শাস্ত্র বলেন,—

"ইত্যাশাস্য প্রভোরগ্রে গৃহ্ণীয়ান্নিয়মংব্রতী।
চতুর্ম্মাসেষু কর্ত্তব্যং কৃষ্ণ-ভক্তিবিবৃদ্ধয়ে॥"

ভবিষ্যে—

"যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেব বা।
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মূর্খো জীবন্নপি মৃত হি সঃ॥"

ব্রতের গ্রহণীয়-বিধিতে ভগবানের নিয়ম-সেবা ও জপ-সংকীর্ত্তনাদি কর্ত্তব্য। যথা—

"জপহোমাদ্যনুষ্ঠানং নাম-সংকীর্ত্তনন্তথা।
স্বীকৃত্য প্রার্থয়েদ্দেবং গৃহীত নিয়মো বুধঃ॥"

চাতুর্ম্মাস্য-ব্রতের বর্জ্জনীয় বিচারে লিখিয়াছেন,—

"শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা।
দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ।"

—চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম মাসে শাক, ভাদ্র মাসে দধি, আশ্বিনে দুগ্ধ এবং কার্ত্তিকে আমিষ বর্জ্জন করিবে। শাক বলিতে কেহ কেহ পক্ক-ব্যঞ্জনকে বুঝিয়া থাকেন। ভোগ-ত্যাগ করিয়া হরি-সংকীর্ত্তনই উদ্দিষ্ট।

"রুচ্যং তত্তৎকাল লভ্যং ফল-মূলাদি বর্জ্জয়েৎ।"

কালোচিত ফলমূল—যাহার আস্বাদনে জীবের লোভ হয় এবং হরি-বিস্মৃত ঘটে, তাহা প্রচুর পরিমাণে সেবা করিলে জড় বস্তুতে অতিরিক্ত অভিনিবেশ হয়; সুতরাং তাহা চাতুর্ম্মাস্যে বর্জ্জন পূর্ব্বক সংযত হইয়া হরি কীর্ত্তন করিবে।

হরিশয়নে নিষ্পাব বা সীম, রাজমাষ বা বরবটী, কলিঙ্গ বা ইন্দ্রযব, পটোল, বেগুণ এবং পুর্য্যষিত বা বাসি-দ্রব্য গ্রহণ করিবে না। সাদা-বেগুণ বা সাহেব-বেগুণ অশুদ্ধ, তাহাই সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য। সমর্থ-পক্ষে পটোল, বেগুণ প্রভৃতি সুখময় খাদ্যও ত্যাগ করিবে।

নানা-প্রকার ত্যাগ একাধারে সম্ভবপর নহে, তজ্জন্য সমর্থ-পক্ষে যতগুলি ত্যাগ করিতে পারা যায়, তাহাই ত্যাগ করিতে হইবে। কর্ম্মিগণ—ভোগপর, তজ্জন্য ত্যাগের ফল প্রভৃতি রোচনার্থ কথিত হইয়াছে। মোটের উপর ত্যাগ দ্বারা অভিনিবেশ শ্লথ হইলে ভগবদুন্মুখতার সুযোগ উপস্থিত হয়। আত্মধর্ম্ম বা নিত্য হরিসেবন ধর্ম্ম প্রস্ফুটিত করিতে হইলে রুচির অনুকূল দেহ ও মনের ধর্ম্ম যতটা সঙ্কোচ করিতে পারা যায়, ততই হরিসেবার উৎসাহ বৃদ্ধি হইবে।

চাতুর্ম্মাস্যকালে সম্ভবপর হইলে ব্রতী একবার মাত্র প্রসাদ পাইবেন, প্রত্যহ স্নান করিবেন, হরিনিষ্ঠ হইবেন ও চারিমাস হরির অর্চ্চন করিবেন। হরি-শয়নকালে বিলাস-শয্যাদি-গ্রহণ নিষিদ্ধ, ভূমিশায়ী হওয়াই শ্রেয়ঃ।

সমর্থবান্ ব্রতী লবণ, তৈল, মধু, পুষ্প প্রভৃতি বস্তু উপভোগ ত্যাগ করিবেন। কটু, অম্ল, তিক্ত, মধুর, ক্ষার, কষায় প্রভৃতি সকল রস বর্জ্জন করিবেন। ব্রতী যোগাভ্যাস করিবেন। সকল যোগের মধ্যে ভক্তি-যোগই প্রশস্ত; যেহেতু উহাই আত্মার নিত্য-বৃত্তি। রাজ-যোগ-বা জ্ঞান-যোগ মনের অনিত্য-বৃত্তি এবং কর্ম্ম-যোগ বা হঠ-যোগ দেহ ও কিঞ্চিন্মানস-বৃত্তিময় অর্থাৎ অনিত্য।

চাতুর্ম্মাস্যে তাম্বুল সেবা করা অবিধেয়। সমর্থব্যক্তি পক্কদ্রব্য গ্রহণ করেন না। দধি-দুগ্ধ তক্র পরিত্যাগ করিতে পারেন। স্থালী-পাক-বর্জ্জন চাতুর্ম্মাস্যে বিধেয়। সুরা, মধু, মাংস প্রভৃতি পরিবর্জ্জনীয়। সমর্থবান এক দিবস অন্তর এক দিবস উপবাস করিবেন।

হরিশয়নে নখ-লোমাদির ক্ষৌর-কার্য্য করিতে নাই। ক্ষৌর-কার্য্যে-ভদ্রতা বা বিলাসিতা উপস্থিত হয়। চারিমাস কাল মৌনব্রত গ্রহণ করিলে কেবল অবিমিশ্র হরিকীর্ত্তনের সুযোগ পাওয়া যায়। পাত্র-রহিত হইয়া ভূমিতে ভোজন করিলে স্বাভাবিক হরি-সেবনোচিত দৈন্য উপস্থিত হয়, ভজনের সুষ্ঠুতার ব্যাঘাত হয় না। অনুকূল-জ্ঞানে ভক্তের চাতুর্ম্মাস্য-বিধি ভজনের সহায় জানিতে হইবে। হরি-শয়ন কালে নিয়মে অবস্থান করা বিধি-শাস্ত্রের আদেশ—

"তস্মিন্ কালে চ মদ্ভক্তেন যো মাসাংশ্চতুরঃ ক্ষিপেৎ।
ব্রতৈরনেকৈর্নিয়মৈঃ পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ মানবঃ।"

এতদ্ব্যতীত নক্ত-ভোজন, পঞ্চগব্যাশন, তীর্থস্নান, অযাচিত-ভোজন, হরি-মন্দিরে গীত-বাদ্য, শাস্ত্রামোদদ্বারা লোক-প্রমোদন, অতৈল স্নান প্রভৃতিও চাতুর্ম্মাস্যে নিয়মরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। ফলসমূহ কামপর কর্ম্মিগণের জন্য, জ্ঞানী বা ভক্তগণের লৌকিক ও পারত্রিক-ফলের আবশ্যকতা নাই। মুমুক্ষু জ্ঞানিগণের মুক্তিফলও ভক্তের বর্জ্জনীয়। ভগবদ্ভক্তি হইলে মোক্ষ-বাসনা লঘু হইয়া পড়ে। সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা-তৎপর হইতে পারিলেই চাতুর্ম্মাস্যের চরম ফল লাভ হয়।

শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-মহোৎসব

(কলিকাতা মঠে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভা সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)

কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থিত শ্রীচৈতন্য-গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে রাসবিহারী এভিনিউ ও রাজা বসন্ত রায় রোড্ জংসনে বৃহৎ সভামণ্ডপে অনুষ্ঠিত শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীউৎসব উপলক্ষে বিগত ২ভাদ্র, ১৯আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ৬ ভাদ্র, ২৩ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত পাঁচটী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত পঞ্চদিবসের ধর্ম্মসভা সমূহে আলোচ্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল—যথাক্রমে 'আস্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাদ,' 'শ্রীভগবদাবির্ভাব,' 'দুর্নীতির কারণ ও তৎপ্রতিকার,' 'বিশ্বশান্তি সমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব' ও 'শ্রীভাগবতধর্ম্ম'।

ধর্ম্মসভার প্রথম দিবসের অধিবেশনে কলিকাতা কর্পোরেশনের টাউন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীগণপতি শূর সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"ভগবানে বিশ্বাসীকে আস্তিক ও অবিশ্বাসীকে নাস্তিক বলা হয়। কিন্তু ভগবৎ অবিশ্বাসী নাস্তিকগণের মধ্যে অনেককে পরে আস্তিক হ'তে দেখা যায়। যৌবনে নাস্তিকতা ভাব থাক্‌লেও পরে বৃদ্ধকালে আস্তিক হ'য়ে পড়ে। জগতে এমন অনেক দৃষ্টান্ত দেখা যায় প্রথম জীবনে অত্যন্ত কৃপণ ব্যক্তি ভবিষ্যতে বড় দাতা হয়। জগৎ পরিবর্ত্তন-শীল মানবচরিত্রও পরিবর্ত্তনশীল। যদি আমরা প্রত্যেকে স্বামীজীগণের জ্ঞানগর্ভ ভাষণের মর্ম্ম উপলব্ধি করতে পারি তা'হলে আমাদের দ্বারা সমাজের বহু হিত সাধিত হ'তে পারে। যে কোনও কার্য্য করি না কেন তা'তে দৃঢ়তা ও নিষ্ঠার উপরই আমাদের সাফল্য নির্ভর করে। যিনি ভগবানকে বিশ্বাস করেন না আমার মনে হয় তিনি নিজেকেও শেষ পর্য্যন্ত বিশ্বাস করতে পারবেন না। ভগবদ্ বিশ্বাস না থাকলে আমরা বিপদ হ'তে উদ্ধার লাভ করতে পারব না। এজন্য ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস অটুট রাখা নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্ত্তব্য। মানুষ ভাল কাজ করতে পারে আবার খারাপ কাজও করতে পারে। আমরা যদি নিজেদের উপর বিশ্বাস রাখি, ভগবানে বিশ্বাস রাখি, ভগবানের কৃপায় নিশ্চয় আমরা উদ্ধার লাভ করতে পারব।"

ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"ভাদ্র মাসের শ্রীকৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেছিলেন গভীর রাত্রে। যিনি অক্ষর, অব্যয়, যিনি সচ্চিদানন্দময়, তিনি জন্ম গ্রহণ করলেন। ইহা মনে করলেও রোমাঞ্চ হয়। নিশ্চয়ই এই শ্রীভগবদাবির্ভাবের কোনও কারণ ছিল। হয়ত সেই সময় অধর্ম্মের অত্যন্ত প্রাবল্য হয়ে ছিল সেজন্য ধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত ভগবানের আবির্ভাব হল। কংস কারাগারে দেবকীর

হৃদয়ে ভগবানের আবির্ভাব হলে তাঁর অত্যদ্ভুত তেজ দেখে কংস বুঝ্‌তে পেরেছিলেন ভগবান এসেছেন। কিন্তু কারাগারে যখন কৃষ্ণ শঙ্খ-চক্র গদা-পদ্মধারী বাসুদেবরূপে প্রকট হ'লেন তখন ভগবন্মায়া প্রভাবে সকলে নিদ্রাভিভূত হ'য়ে পড়্‌লেন। বসুদেব-দেবকী শৃঙ্খল মুক্ত হ'লেন, কারাগার উন্মুক্ত হলো। বসুদেব ও দেবকীর স্তবে বাসুদেব কৃষ্ণ দ্বিভুজরূপ ধারণ করলে শিশুকে ক্রোড়ে নিয়ে বসুদেব শ্রীকৃষ্ণ কৃপায় ভীষণ ঘনঘটাচ্ছন্ন প্রবল বর্ষণ ও যমুনার উত্তাল তরঙ্গ অনায়াসে অতিক্রম করে গোকুলে নন্দালয়ে যশোদার পার্শ্বে কৃষ্ণকে রেখে যোগমায়াকে নিয়ে আস্‌লেন। আজ শ্রীকৃষ্ণের সেই শুভাবির্ভাব তিথি। ভক্তগণ উক্ত তিথির মর্য্যাদা প্রদানের জন্য আজ সমবেত হয়েছেন, তাঁরা জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন নাই। বর্ত্তমান যুগে আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশার অন্ত নাই। পরম-মঙ্গলময় ভগবান্ আবির্ভূত হয়ে আমাদের কল্যাণ বিধান করুন, আজকের তিথিতে তাঁহার শ্রীচরণে এই আমাদের প্রার্থনার বিষয় হউক।"

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীকেশবচন্দ্র বসু প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন,—"ভারতবর্ষ পবিত্র দেশ। পৃথিবীতে এই একটী মাত্র দেশ যার ভূমি বহু শ্রেষ্ঠ ভগবদবতারগণের ও মহাপুরুষগণের পদরেণু দ্বারা পূত হয়েছে। ধর্ম্মই ভারতীয় সমাজের মূল ভিত্তি। বস্তুতঃ ধর্ম্মের জন্য যেমন সমাজ ব্যবস্থা, আবার সমাজ ধর্ম্মকে ধারণ করে থাকে। যখনই সমাজ নিম্নমুখী হয়েছে ধর্ম্ম তা'কে রক্ষা করেছে। ধর্ম্ম না থাকলে সমাজ রক্ষা করা যায় না। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয় তখন তখন ধর্ম্মসংস্থাপন, সাধুগণের পরিত্রাণ ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের জন্য ভগবানের আবির্ভাব হয়ে থাকে। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"—গীতা। যুগে যুগে অবতারগণ ও মহাপুরুষগণের আবির্ভাব হওয়ায় আজ পর্য্যন্ত সুপ্রাচীন সনাতন-ধর্ম্ম অটুট আছে। শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়ে হিন্দুসমাজকে নবরূপ প্রদান করেন। সনাতন ধর্ম্মাবলম্বী বা বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বীগণের আরাধ্য শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই তাঁ'দের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। এরচেয়ে বড় ও ব্যাপক ধর্ম্ম আর নাই—যে শ্রীকৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন ধর্ম্ম জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই অনুশীলন করতে পারেন। শ্রীভগবান পুনঃ আবির্ভূত হয়ে নিম্নগামী সমাজকে উদ্ধার করুন ইহাই আজকের এই শুভ তিথিতে আমি প্রার্থনা করি।"

[তৃতীয় অধিবেশনের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅশোক চন্দ্র সেন এবং প্রধান অতিথি কলিকাতা কর্পোরেশনের ডেপুটী মেয়র শ্রীমিহির লাল গাঙ্গুলীর অভিভাষণের সারমর্ম্ম যাহা 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল উহা শ্রীচৈতন্য-বাণীর সপ্তম সংখ্যায় পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে।]

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র লাল সিংহ সভাপতির অভিভাষণে বলেন,—"বিজ্ঞান তার নব নব উদ্ভাবনী শক্তির দ্বারা আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রচুর ব্যবস্থা কর্‌ছে কিন্তু তাতে ব্যষ্টিগত জীবনে কিংবা সমষ্টিগত জীবনে শান্তি এসেছে কি? বিভিন্ন জাতির মধ্যে পরস্পরের অবিশ্বাস, যারা শক্তিমান্ তারা জর্জ্জরিত, যারা দুর্ব্বল তারা ভীত, সর্ব্বত্র অশান্তি বিস্তার লাভ কর্‌ছে। এমতাবস্থায় শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর শিক্ষার অনুসরণে প্রেমমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হ'তে পার্‌লেই বিশ্বে শান্তি আসা সম্ভব। মানুষের চিত্তকে ভগবদুন্মুখী করতে না পার্‌লে শান্তি আস্‌বে না।"

প্রধান অতিথি 'যুগান্তর' পত্রিকার বার্তাসম্পাদক শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু বলেন—

"পৃথিবীর দিকে তাকালে শান্তির কোনও চিহ্ন কোথায়ও দেখ্‌তে পাওয়া যায় না। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে অবতীর্ণ হ'য়ে আমাদিগকে শান্তির পথ দেখিয়েছেন। বিশ্বশান্তি বিষয়ে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমময় চরিত্র ও শিক্ষার কথাই আমাদের স্মৃতিপটে জাগে। প্রেমের অভাব যখন হয় তখন পৃথিবীতে ধ্বংস নেমে আসে। একই মন বিশ্বে সর্ব্বত্র কার্য্য করে চলেছে। সেই মন যখন এক সময়ে প্রেমের-দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলো তখন বিশ্বে শান্তি সংস্থাপনের জন্য জাতিসঙ্ঘের উৎপত্তি। কিন্তু

তথাপি যুদ্ধ হ'তে পৃথিবী মুক্ত হতে পারল না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রলয়ঙ্কর রূপ আমরা দেখেছি। বার বার শিক্ষা পেয়েও আমাদের শিক্ষা হয় না। ভারতবর্ষ বিশ্ব-বিধ্বংসী পারমাণবিক মারণাস্ত্র তৈরী হ'তে বিরত আছে, ইহা শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেশ ভারতের পক্ষে গৌরবের বিষয়। কিন্তু চীন পারমাণবিক বোমা তৈরী করলো। পাকিস্তান তৈরীর জন্য ব্যস্ত। এমতাবস্থায় ভারতের কি করণীয় তাহা চিন্তনীয়। অহিংসার অস্ত্র ও প্রেমের অস্ত্র কম বল রাখে না, যদ্দ্বারা শক্তিশালী রাষ্ট্র গ্রেট্‌বৃটেন পর্য্যন্ত পরাস্ত হলো। অহিংসা ও প্রেমকে আমাদের আদর্শ রাখ্‌তে হবে, তবে প্রয়োজন হলে অস্ত্র ধারণ করতে হবে। ইহার শ্রীকৃষ্ণের শিক্ষা। আমরা বিদেশের কাছ থেকে ভাল জিনিসগুলো না নিয়ে খারাপগুলো নিচ্ছি—তার-ফলে আমাদের ঐতিহ্য নষ্ট করছি। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রীতির আদর্শকে সামনে রেখে যদি আমরা চল্‌তে পারি তা' হলে আমাদের মঙ্গল হবে।"

ধর্ম্ম সভার চতুর্থ অধিবেশন—সম্মুখে উপবিষ্ট বাম দিক হইতে প্রধান অতিথি—শ্রীদক্ষিণা রঞ্জন বসু, সভাপতি—শিক্ষামন্ত্রী শ্রীরবীন্দ্র লাল সিংহ এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ। ভাষণরত—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ সম্পাদক শ্রীমৎভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীদুর্গাদাস বসু পঞ্চম অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"হিন্দুধর্ম্ম অতি সুপ্রাচীন। সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যখন বিশ্বসংসার অন্ধকারে নিমজ্জিত সেই সময় বৈদিক-ধর্ম্মের আলোকে ভারত উদ্ভাসিত ছিল। হিন্দুধর্ম্ম বা সনাতনধর্ম্মকে একটী বিরাট অশ্বত্থের সহিত তুলনা করা যায়। উহার যে দিকেই স্পর্শ করা হউক না কেন সেটাই হিন্দুধর্ম্ম। অশ্বত্থের বহু শাখা প্রশাখা আছে, কিন্তু প্রত্যেকটীর সহিত অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রহিয়াছে। একই মূল হইতে সকলের উৎপত্তি। তদ্রূপ হিন্দুধর্ম্মের বহু শাখা প্রশাখা থাকিলেও উহার মূল এক এবং পরস্পর একই মূল বৃক্ষের সহিত সামঞ্জস্যের সহিত সম্বন্ধযুক্ত আছে। নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে এক এক ব্যক্তি এক এক পথ অবলম্বন করিয়া থাকেন। সাধুগণের যেদিকে নিষ্ঠা রহিয়াছে তাঁহাদের পক্ষে সেটাই উত্তম। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি এবং সাকার নিরাকারাদি তত্ত্ব বিষয়ের গূঢ় আলোচনার জন্য অধিক সময় দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা নিজদিগকে হিন্দু বলিলেও প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম কি তাহা আমরা অনেকেই জানি না। শিক্ষাবিষয়ে যেমন ধাপে ধাপে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হয়, ঠিক তদ্রূপ পরমার্থ বিষয়ে ক্রমমার্গে আমাদিগকে উঠিতে হইবে। হিন্দুগণ জন্মান্তরবাদ মানেন। ক্রমমার্গে সকলে একই গন্তব্যস্থলে একদিন না একদিন পৌঁছিবেন। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন

জাতানি জীবন্তি, যৎপ্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম।'' ভাগবতধর্ম্মের সারকথা অহৈতুকী ভক্তি অর্থাৎ ভগবানের জন্য ব্যাকুলতা। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি ভগবান্‌কে পেতে হলে দেবত্ব-লাভের জন্য যত্ন করিতে হইবে। দেবত্ব-প্রাপ্তি ব্যতীত ভগবৎ-প্রাপ্তি হয় না। আমাদের অন্তঃকরণে দীপ জ্বলিতেছে। সর্ব্বপ্রকার বহির্ম্মুখ প্রবৃত্তি ছাড়িয়া অন্তর্ম্মুখী হইতে পারিলে আমরা অন্তঃকরণে ভগবত্তত্ত্বের উপলব্ধি করিতে পারিব। যতক্ষণ পর্য্যন্ত অহংভাব অর্থাৎ আমিত্ববোধ লোপ না হইবে ততক্ষণ ভগবৎপ্রাপ্তির আশা নাই।''

প্রধান অতিথি য়্যাড্‌ভোকেট শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায় বলেন—

"পাঁচদিন হল যে ধর্ম্মসভা চল্‌ছে আজ তার অন্তিম দিবস। আজকের সভায় আমাকে প্রধান অতিথির আসন প্রদান করলেও আমি নিজেকে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানেরই একজন বলে মনে করি। "ভাগবতধর্ম্ম" সম্বন্ধে কতকটী জ্ঞানগর্ভ কথা শুন্‌বার সুযোগ লাভ করলাম। প্রতি বৎসর মঠ ধর্ম্মসভার বিরাট আয়োজন করে আমাদিগকে ধর্ম্মকথা শুন্‌বার এরূপ সুযোগ প্রদান করে থাকেন। আমি আশা করছি আস্‌ছে বছর তাঁ'দের নিজস্ব স্থান ৩৫, সতীশ মুখার্জি রোডস্থ মঠের নবনির্ম্মিত সংকীর্ত্তনভবনে আমরা শুন্‌বার সুযোগ লাভ করব। অদ্যকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে মহামান্য বিচারপতির সুবিস্তৃত ভাষণ আপনারা শ্রবণ কর্‌বেন। তাঁ'কে আমরা কেবল কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি হিসাবে যে শ্রদ্ধা করি তাহা নহে। তিনি অশেষ গুণে গুণী। আইন সম্বন্ধে তিনি একজন Authority ; এজন্য কেবল ভারতে নয় ভারতের বাহিরেও তাঁ'র খ্যাতি আছে। এ ছাড়া ধর্ম্মবিষয়ে তাঁ'র যথেষ্ট অনুরাগ আছে। তিনি বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্বন্ধে গবেষণা করছেন।

চয়ন

২৬ আগষ্ট (১৯৬৫) বৃহস্পতিবার 'The Assam Tribune' পত্রিকায় নিম্নলিখিত সংবাদটী প্রকাশিত হইয়াছে—

Janmastami Observed At Gaudiya Math

GAUHATI, Aug. 25—The three day celebration on the advent of Lord Sri Krishna at Sri Chaitanya Gaudiya Math, Gauhati, concluded on August 21, with the Nandotsab programme in which 6,000 persons were fed with Mahaprasadam. Beside the usual rites there was a big procession of Nagar Sankirtan.

The first meeting on August 19 was presided over by Sri Satis Chandra Kakati, Editor, Assam Tribune, while Sri G. Merhotra, Chief Justice ef Assam and Nagaland High Court was the chief guest and Sri M. Rama Brahmam, General Manager, Gauhati Refinery, was the appointed speaker. Sri Mangalniloy Brahmachari addressed the meeting. The speakers emphasized that material prospects of the humanity should be followed by spiritual aspects to achieve real peace and happiness.

The second day's meeting was presided over by Sri Tirthanath Sharma, Principal of Pragjyotish College and Sri Bisnuram Medhi, a former Governor of Madras, was the chief guest. Sri Bipin Chandra Goswami, Sri Krishna Keshab Brahmachari and Sri Mangalniloy Brahmachari spoke. The speakers said that Sri Krishna is the Absolute Person and His activities are all Divine. He comes down every yuga to uplift the humanity to Divinity.

The third day's meeting on August 21 was presided over by Sri Bipin Chandra Goswami, Principal of Munikul Ashram Tol. Sri Krishna Keshab Brahmachari, Sri Uddhab Dasadhikari and Mangalniloy Brahmachari addressed the meeting.

The meetings were preceded and followed by Hari Nam Sankirtan.

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, যান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৭৯ বঙ্গাব্দ—১৩৭১-৭২

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

শ্রীচৈতন্য-বাণী

৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা

কার্ত্তিক ১৩৭২

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক, ১৩৭২। ২২ দামোদর, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ কার্ত্তিক, সোমবার; ১ নবেম্বর, ১৯৬৫। | ৯ম সংখ্যা

সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মে বৈষ্ণবপাদপদ্মাশ্রয়ই একমাত্র কর্ত্তব্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ॥"

আমি বৈষ্ণবদিগকে নমস্কার করি;—একবার নহে, দুইবার নহে, বহুবার। তদ্ব্যতীত আমার আর কোনও কার্য্য নাই। 'ন'-কারের অর্থ—অহঙ্কার; সেই অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ বাঞ্ছাকল্পতরু। জগতে কল্পবৃক্ষ যেমন প্রার্থীর প্রার্থনানুযায়ি ফল দান করে, সেইরূপ অপার্থিব বৈষ্ণব-ঠাকুরের নিকট যে প্রার্থনা করা যায়, তিনি তাহা পূরণ করেন। তবে প্রাকৃত জগতে কল্পবৃক্ষ অস্থায়ি জাগতিক ফল দান করে, আর বৈষ্ণব-ঠাকুর অখণ্ড পরম ফল বা নিত্য প্রয়োজন দান করেন।

বৈষ্ণব-ঠাকুর কৃপার সমুদ্র। তিনি অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ দয়া করেন। তাঁহার ভাণ্ডার অল্প নহে। সে ভাণ্ডারে অভাব হয় না। প্রাকৃত-জগতে সমুদ্রের শুখাইয়া যাইবার সম্ভাবনা থাকিলেও বৈষ্ণবের কৃপাভাণ্ডার অপূর্ণ হয় না। সে ভাণ্ডারের ধন অপরকে দিলে ক্ষতি হয় না।
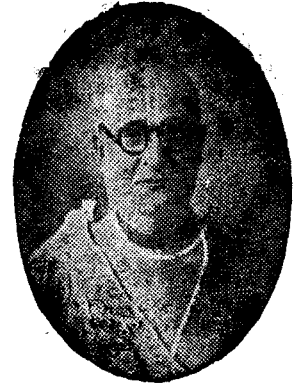
"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥"

এমন বৈষ্ণব ঠাকুরকে আমি নমস্কার করি।

বৈষ্ণবগণ পতিত পাবন। ইহ জগতে আমার পবিত্রতা-কারক আর কেহই নাই। এখানে একজনের সহিত অপরের দেখা হইলে ঈর্ষা-মূলে অহংকার আসে। একজন অপরকে নিজ অপেক্ষা নীচ, ক্ষুদ্র, দরিদ্র, মূর্খ, কুৎসিত ইত্যাদি ভাবে দর্শন করে, কিন্তু বৈষ্ণব-ঠাকুর সেরূপ নহেন। আমি পতিত; কৃষ্ণ ভুলিয়া বিষয়ভোগে প্রমত্ত।

চক্ষু আমার পরমশত্রু, সে সর্ব্বক্ষণ রূপজ-মোহে প্রমত্ত; কর্ণ নিজের প্রশংসা শুনিতে ব্যস্ত; রসনা সুস্বাদু দ্রব্য-সংগ্রহে, নাসিকা সুগন্ধ-গ্রহণে, ত্বক্ কোমল বস্তুর স্পর্শে এবং মন বিষয়-চিন্তায় মত্ত। আমি কেবলমাত্র ভগবদ্বহির্ম্মুখ হইয়া আছি। আমার অবস্থা যখন বিচার করি, তখন দেখি যে, আমি ঊর্দ্ধে ছিলাম, অধঃপতিত হইয়াছি। নারকী আমি, পাপিষ্ঠ আমি। এ হেন জীবকে তিনি উদ্ধার করিতে ব্যস্ত। জীবে দয়া ব্যতীত তাঁহার অন্য কার্য্য নাই। তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর কর্ত্তব্য নাই—তাঁহার আশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই। যাবতীয় অহঙ্কার,—অর্থাৎ দর্শনকারী, স্পর্শনকারী, গ্রহণকারী ও চিন্তনকারি-সূত্রে যাবতীয় অভিমান—যে অভিমান ইন্দ্রিয়জবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নহে—যে বৃত্তি দ্বারা আমি পতিত ও ভগবদ্দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছি, সেই অভিমান ছাড়িয়া আমি আজ বৈষ্ণবের শরণাগত। আমি আজ যে-স্থানে উপস্থিত, সেখানকার প্রত্যেক বস্তুই আমাকে আকৃষ্ট করিতেছে। আমার এই দুরবস্থার কথা চিন্তা করিয়া যখন দেখিতেছি যে, আমার ন্যায় নারকী আর কেহই নাই, তখনই বুঝিতেছি যে, বৈষ্ণবপাদ-পদ্মাশ্রয় ছাড়া আমার আর গতি নাই।

"বৈষ্ণব" শব্দটী শুনিয়া অনেকে মনে করিবেন যে, বিষ্ণুর উপাসক একটী সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক জীববিশেষ। কিন্তু তাহা নহে। ভগবদ্বিশ্বাসী ব্যক্তিগণ জানেন যে, ভগবান্ সকল জগতে ব্যাপ্ত, অন্তর্য্যামিসূত্রে সর্ব্বত্র অবস্থিত। একদিকে তিনি—ভূমা, ব্যাপক আবার অন্যদিকে প্রত্যেক ত্রাসরেণুর ভিতর নিজ অসীম বৈকুণ্ঠরাজ্য ধারণ করিতে সমর্থ। মানুষের বুদ্ধিতে 'ঈশ্বর' ও 'ব্রহ্ম' শব্দ যে বস্তু জ্ঞাপন করে, 'বিষ্ণু' শব্দে তাহা বুঝায় না। 'বিষ্ণু'-শব্দ—বিভুত্ব বা ব্যাপক ধর্ম্ম-সূচক, সাম্প্রদায়িক শব্দ নহে। বৈষ্ণবই সেই ভগবানের একমাত্র সেবক। তাঁহার সহিত ভগবানের কোন ভেদ নাই। বৈষ্ণব—ভগবানের অভিন্ন কলেবর। এই 'বৈষ্ণব' শব্দে বিষ্ণু সম্বন্ধি অর্থাৎ বিষ্ণুর (Parapharnalia) বস্তুকে বুঝায়। তিনি আত্মধর্ম্মবিৎ, জড়জগতের সীমা-বিশিষ্ট ধর্ম্ম অতিক্রম করিয়াছেন। মানবের সঙ্কীর্ণ-বিচার অতিক্রম করিয়াছেন যাঁহারা, তাঁহারাই 'বৈষ্ণব'। 'বৈষ্ণব'-শব্দে অবৈষ্ণবতা বাদ দিয়া সঙ্কীর্ণতা আরোপ করা যায়,—এরূপ নহে। আমরা এইরূপ বৈষ্ণবের পাদপদ্মে নমস্কার করি।

আজ একটা কার্য্যোপলক্ষে আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আজ কোন বৈষ্ণব-সম্রাটের অপ্রকট তিথি। সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে শোক-সভাদির অধিবেশন হয়, কিন্তু আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন। কর্ম্মফলবধ্য জীবের জন্ম ও মৃত্যু হয়। মৃত্যু-দিনই সেই জীবের শেষ-বিচারের দিন—জীবিতাবস্থায় সে যে-সকল সুকর্ম্ম, কুকর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম করিয়াছে, সেই সকল কার্য্যের শেষবিচারের দিন। মানবের হিসাব নিকাশের শেষ দিনই মৃত্যু-দিবস। সেইদিন জীবের দণ্ড বা পুরস্কারের কাল উপস্থিত হয়। বৈষ্ণবের বিচার এরূপ নহে। তিনি কর্ম্মফলবাধ্য জীব নহেন। সাধারণ জীব কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফলাকাঙ্ক্ষা লইয়া কর্ম্ম করে, সুতরাং সেই সেই কর্ম্মের ভাল বা মন্দ ফল লাভ করে। মৃত্যু সেই ভাল-মন্দের প্রাপ্তির দিন। পাশ্চাত্যদেশে ঐ দিনকে 'Day of Judgment' বলে। যাঁহারা জন্মান্তর-বাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে মৃত্যুর দিন—জীবিতাবস্থার ক্রিয়ার শেষ ও তৎফলাফল-প্রাপ্তির প্রারম্ভ। এক জন্মেই জীবের শেষ, দ্বিতীয় জন্ম নাই, এরূপ বিচার ভারতবর্ষে ছিল না। ভারতেতর-দেশে এইরূপ কথা সৃষ্ট হইয়াছে।

জন্মান্তরবাদ অস্বীকারকারী বলেন যে, যদি আমরা জন্মান্তরবাদ স্বীকার করি, তবে আমরা বলিতে পারি যে, এই জন্মের ফল যখন পর-পর জন্মে ভোগ করিতে হয়, তখন এই জন্মে আমি কিছু ইন্দ্রিয়তর্পণ করিয়া লই—ভোগ করিয়া লই, পরজন্মে make up (পূরণ) করিয়া লইব। এই ভাব গ্রহণ করিলে জীব ধর্ম্মপথে চলিবে না, অধর্ম্ম পথে চলিবে। অতএব জন্মান্তরবাদ স্বীকার করা উচিত নহে।

যাঁহারা তথা-কথিত জন্মান্তরবাদ স্বীকার করেন, তাঁহাদের যে চিন্তাস্রোত, তাহাও প্রশংসীয় নহে। তাঁহারা বলেন যে, এ জীবনে পুণ্যকার্য্যাদির দ্বারা জীবিতাবস্থায় সুখ ও পরবর্ত্তিকালে স্বর্গাদি রাজ্য-ভোগ লাভ হয়। এই জন্মে অধর্ম্ম পথে চলিলে ইহ-জন্মেও দুঃখ, পরজন্মেও দুঃখ। এই বিচারে কর্ম্মস্রোতে ভাসমান জীবের উদ্ধারের পথ চিরতরে রুদ্ধ। শ্রীমদ্ভাগবত এই সকল চিন্তাস্রোত বাধা দিয়া বলেন,—

"লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাব-
ন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ।।"

প্রত্যক্ষবাদী বলেন যে, যখন এই জন্ম পাইয়াছি, তখন বেশ করিয়া ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি করিয়া লওয়া যাক্। 'Make hay while the sun shines'—সূর্য্যের উত্তাপ থাকিতে থাকিতে কাঁচা ঘাস শুখাইয়া লও। ভারতে শাক্যসিংহ, সাংখ্যকার, মীমাংসকাদি সকলেই জন্মান্তরবাদ স্বীকার করিয়াছেন। পাশ্চাত্যদেশে কিন্তু কেহই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, মনুষ্য-জীবন-প্রাপ্তি একটা Chance মাত্র,—এই বুদ্ধি থাকিলে মনুষ্য পবিত্র থাকিবে। এই যুক্তি সাধারণ-জ্ঞানে কার্য্যকরী হইলেও ভাগবত তাহা খণ্ডন করিয়াছেন।

আমরা মনুষ্য-জন্ম পাইয়াছি। এই জন্ম সুদুর্ল্লভ। 'মানুষ্যম্'—মনুষ্য-সম্বন্ধি জন্ম, পশু-পক্ষী-কীট-জন্ম নহে। আবার এমন কোন স্থিরতা নাই যে, পরজন্মেও 'মানুষ' হইব,—ভূত, প্রেত, পশু বা পক্ষীও হইতে পারি। সুতরাং এই জন্মের যে কয়টা দিন পাইয়াছি, তাহা তুচ্ছ কার্য্যে লাগাইবার আবশ্যকতা নাই। (ক্রমশঃ)

প্রেমারুরুক্ষু-পুরুষদিগের গতি

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৭০ পৃষ্ঠার পর)

রাগানুগা ভক্তিসাধনতত্ত্বে পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ব্রজবাসিগণের ভাবে লুব্ধ হইয়া যাঁহারা ভজন করিবেন, তাঁহারা তাঁহাদের অনুগত হইয়া সাধনকার্য্য করিবেন। অতএব শ্রীরাধা-কৃষ্ণের নিত্যলীলায় প্রবেশোপযোগী যে প্রণালী আছে, তাহা প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি অবশ্য স্বীয় গুরুদেবের কৃপায় শিক্ষা করিবেন। এই রসে সাধক নিজের গোপীদেহ ভাবনা করিয়া শ্রীরাধিকার যূথে প্রবেশ লাভ করেন। সাধনদেহের পুরুষত্ব সত্ত্বেও ভাবদেহে গোপী হইতে হইবে, তাহা অসম্ভব মনে করিবেন না। জীবমাত্রেই কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি। স্থূল-দেহে পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্ব কল্পিত। লিঙ্গদেহে তাহার প্রাগ্‌ভাব জন্মে। জীবের নিত্যশুদ্ধদেহ—চিন্ময়, তাহাতে স্ত্রীত্ব-পুরুষত্ব ভেদ নাই। চিন্ময় শরীর স্বতন্ত্র শুদ্ধকামময়। যখন
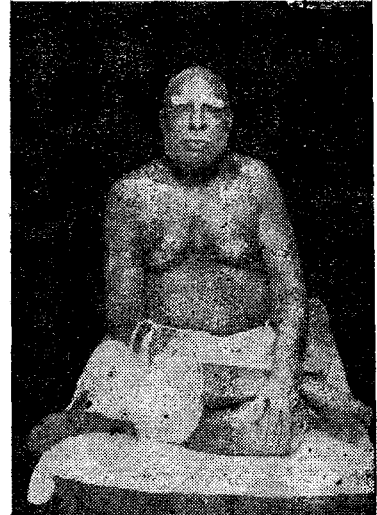
যে ভাব হয়, তাহাতে শুদ্ধ জীবের স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব হইয়া উঠে। শান্তরসে নপুংসকত্ব। দাস্য-সখ্যে পুরুষত্ব। মাতৃবাৎসল্যে স্ত্রীত্ব। পিতৃবাৎসল্যে পুংস্ত্ব সিদ্ধ হয়। মধুর উজ্জ্বলরসে সকল জীবই শুদ্ধ স্ত্রীরূপা; তাঁহারা এক পরম পুরুষ কৃষ্ণের সেবা করেন।

কোন্ জীবের কোন্ রস, তাহা সেই জীবের গূঢ় রুচির দ্বারা লক্ষিত হয়। ভজনশ্রদ্ধার উদয় কালে ঐ রুচিক্রমে সাধক স্বীয় রসকে ভালবাসেন। সেই রুচি বিচার করিয়া গুরুদেব তাঁহাকে ভজনদীক্ষা দেন।

শৃঙ্গার-রসময় প্রেমের স্বরূপ বৃহদারণ্যকে বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ শৃঙ্গার-রস-সর্ব্বস্ব। শ্রীরাধার কৃপা ব্যতীত কৃষ্ণকে সেই রসে পাওয়া যায় না। অতএব শ্রীগুরুদেবের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীগৌরচন্দ্রের সময়ে সময়ে যে ভাব, তাহা স্মরণপূর্ব্বক রাধা-কৃষ্ণলীলা স্মরণ করিলে উজ্জ্বল-ভাবের উদয় হয়। এই জড়জগতে প্রাত্যহিক সাধক জড়দেহে বাস করিয়াও ভাবনামার্গে শ্রীগুরুপ্রসাদে নিত্য-সিদ্ধদেহের ভাবনা করিবেন। সেই দেহে অষ্টকালীয় মানসী সেবা-চিন্তা করিতে করিতে স্বরূপসিদ্ধি-ক্রমে তাহাতে অভিমান জন্মে।

স্বীয় সিদ্ধদেহ এইরূপে ভাবনা করিবে; —গান্ধর্ব্বিকার সযূথে শ্রীমতী ললিতার গণে আমি আছি। শ্রীরূপমঞ্জরীর অনুগতা এবং যাবটগ্রামবাসিনী। আমি চিদানন্দময়ী চিন্তনীয়াকৃতি। কামরূপানুগামিনী রসময়ী উজ্জ্বল স্বর্ণবর্ণা নবযৌবনা শ্রীরাধাকৃষ্ণের পার্শ্ববর্ত্তিনী। এই সিদ্ধদেহের সাধনার্থ একাদশটী পর্ব্ব আছে, যথা—নাম, রূপ, বয়স, বেশ, সম্বন্ধ, যূথ, আজ্ঞা, সেবা, পরাকাষ্ঠা, পাল্য-দাসী ও নিবাস। এই সকলগুলি নিজের স্বরূপে ভাবনা করিতে করিতে ইহাতে যে অভিমান জন্মিবে, সেই অভিমান ক্রমে নিত্যসেবার স্ফুট-ভাব উদিত হইবে। জড়ে যে স্থিতি, তাহা কেবল অভ্যাসবশতঃ মরণ পর্য্যন্ত থাকিবে। স্থূলদেহের রক্ষণ, ভরণ, পোষণ কেবল সাধনানুকূল ক্রিয়ারূপে ভাবিতে হইবে। সাধকের যখন রাগানুগমার্গে লোভ হয়, তখন সদ্গুরুর নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি সাধকের রুচি পরীক্ষা করিয়া তাঁহার ভজন-নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধদেহের পরিচয় করিয়া দিবেন। সেই পরিচয়মতে প্রাত্যহিক সাধক অর্থাৎ প্রেমারুরুক্ষু ব্যক্তি গুরুকুলে বাস করতঃ সমস্ত পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত স্বস্থানে স্থিত করিয়া ভজন করিতে থাকিবেন। গুরুদত্ত নিজ নামরূপাদি স্মরণ করিতে করিতে শীঘ্রই তাহাতে অভিমান যুক্ত হইবেন। এই অভিমানই আত্মজ্ঞান এবং ইহাকেই স্বরূপ-সিদ্ধি বলে। পূর্ব্বে যে নামরূপ-গুণলীলা-স্মরণ-কীর্ত্তনে ভজনক্রম বলা হইয়াছে, তাহাই এস্থলে বিকশিত হইল। নিজ নাম রূপাদি চিন্তা-পূর্ব্বক স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা দ্বারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ নামরূপ-গুণলীলায় প্রবেশ করাই এই ভজনের তাৎপর্য্য। ভক্তিলতা যখন বিরজা পার হইয়া ব্রহ্মলোক ভেদ করতঃ পরব্যোমের উপরিভাগে গোলোক বৃন্দাবনে কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে আরোহণ করেন, তখন সেই লতা অবলম্বন করিয়া সাধক মালীও অপ্রাকৃত ধাম প্রাপ্ত হন। এই স্বরূপ-সিদ্ধিকে কোন কোন ভক্ত লেখক সাধকের সাধন সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্ব্বেই 'গোপ গৃহে ব্রজে জন্মগ্রহণ করা' বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন; তাহাও মিথ্যা নয়। ইহাই ভক্ত বৈষ্ণবের বস্তুসিদ্ধির পূর্ব্বে দ্বিজত্বলাভ বলিয়া জানিতে হইবে। ভক্তের গোপীদেহ প্রাপ্তিই—সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ দ্বিজত্ব প্রাপ্তি বা আপনদশা। যখন সেই অবস্থায় গুণময় দেহ বিগত হয়, তখনই সাধকের স্বরূপসিদ্ধি হইতে বস্তুসিদ্ধি হয়। কৃষ্ণনামরূপ-গুণলীলা-স্মৃতির বিকাশেই নিত্যবৃন্দাবন লাভ হয়। ভৌম বৃন্দাবন ও গোলোক বৃন্দাবনে যে অতি সূক্ষ্মভেদ আছে, তাহা শ্রীসনাতন গোস্বামী-কৃত 'বৃহদ্ভাগবতামৃতে' দেখিতে পাইবেন।

চিদ্ধাম বর্ণনে কথিত হইয়াছে যে, তথায় রজোগুণ, তমোগুণ নাই এবং তন্মিশ্র সত্ত্বগুণও নাই। কালের বিক্রম নাই। মায়াশক্তির অবস্থিতি নাই। কৃষ্ণ ও

কৃষ্ণ-পার্ষদ তথায় নিত্য বাস করেন। এ কিরূপ হইল? এখন আমরা দেখিতেছি যে, কৃষ্ণ-ধাম ব্রহ্ম-ধামের উপরিভাগস্থিত হইয়াও আবার নিত্য অষ্টকালাদি লীলাপীঠ হইয়াছেন। ভেদ এবং দেশ কাল—সকলই তথায় রহিয়াছে। কি আশ্চর্য্য! বেদপুরাণে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, যাহা যাহা এই মর্ত্ত্য জগতে আছে, সেই সমস্তই বৈকুণ্ঠে হেয়বর্জ্জিত হইয়া নিত্য বর্ত্তমান! মূলকথা এই যে, এই জগৎ চিজ্জগতের প্রতিফলিত তত্ত্ব। এখানে মায়াদ্বারা সকলই কলুষিত হইয়া আছে। চিজ্জগতে মায়া ও তদীয় ত্রিগুণ না থাকায় সমস্ত অনবদ্য। সমস্তই শুদ্ধসত্ত্বময়। কালও তদ্রূপ। দেশও তদ্রূপ। কৃষ্ণলীলা মায়াতীত—ত্রিগুণাতীত; সুতরাং নির্গুণ। সেই লীলার রসপুষ্টি করিবার জন্য নির্দ্দোষ কাল, নির্দ্দোষ দেশ ও নির্দ্দোষ আকাশ-জলাদি কৃষ্ণলীলার উপকরণ। সুতরাং সেই চিন্ময় কালে (যাহাতে জড়ীয় কালের বিক্রম নাই) কৃষ্ণলীলা অষ্টকালীয়। নিশান্তকাল, প্রাতঃকাল, পূর্ব্বাহ্নকাল, মধ্যাহ্নকাল, অপরাহ্নকাল, সায়ংকাল, প্রদোষকাল ও রাত্রিকাল এইরূপ অষ্টকালে দিবা-রাত্রি বিভক্ত হইয়া কৃষ্ণলীলার নিত্য অখণ্ডরসের পুষ্টি করিতেছে।

যে লীলা গোকুল বৃন্দাবনে যেরূপে নিত্যরূপ কৃষ্ণেচ্ছায় উদিত হইয়াছে, তাহার অনুরূপ লীলা গোলোক বৃন্দাবনে নিত্যবর্ত্তমান। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে, নারদ গোস্বামী স্বীয় গুরুদেব শ্রীসদাশিবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"প্রভো! আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, সমস্ত শ্রবণ করিলাম, এখন সর্ব্বোত্তম ভাবমার্গ শুনিতে ইচ্ছা করি।" মহাদেব কহিলেন, হে নারদ, কৃষ্ণের দাসসকল, সখাসকল, পিতামাতা, প্রেয়সীগণ নিজতুল্য গুণশালী হইয়া সকলে নিত্য। পুরাণে যে সমস্ত অপ্রকট-লীলা বর্ণিত আছে, তাহা ভৌমবৃন্দাবনে নিত্যরূপে কালচক্রে বর্ত্তমান। বন-গোষ্ঠে গমনাগমন, বয়স্যগণের সহিত গোচারণ—সমস্তই এক প্রকার। ভৌম জগতে যে অসুরনাশাদি আছে, তাহা কেবল অভিমানরূপে রসপুষ্টির জন্য অপ্রকটে বর্ত্তমান। সেই অভিমান ভাবই অসুরঘাতন ক্রিয়ারূপে প্রকটলীলায় দেখা যায়। তাঁহার প্রেয়সীগণ প্রচ্ছন্নভাবে পারকীয় অভিমানের সহিত নিজ প্রিয় কৃষ্ণকে সুখদান করেন। যাঁহারা তাঁহাদের অনুগত হইয়া কৃষ্ণ সেবা করিবেন, তাঁহারা আপনাদিগকে তদনুরূপ রূপগুণশালিনী ভাবনা করিবেন। নারদ কহিলেন,—"যিনি অপ্রকট লীলা অনুভব করেন নাই, তিনি কিরূপে সেই ভাবে হরিসেবা করিবেন?" সদাশিব কহিলেন,—"হে নারদ, আমি তত্ত্বতঃ সেই লীলা জানি না। আমার পুরুষত্ব-ভাবই ইহার প্রতিবন্ধক। বৃন্দাদেবীর নিকট গেলে তিনি তাহা বলিবেন"। বৃন্দাদেবী গোবিন্দ-পরিচারিকা সখীগণ সঙ্গে কেশীতীর্থের নিকট বিরাজমানা। নারদ তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে দেবি! আমি যদি যোগ্য হইয়া থাকি, আপনি আমাকে কৃষ্ণের নৈত্যিক চরিত্র বলুন।

সেরূপে যে-ভাবে প্রাত্যহিক সাধক ভাবনা করিবেন, তাহা এই উপদেশে মহাদেব বলিয়াছেন।

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীলক্ষ্মীদেবী কি শ্রীতুলসীরূপে অবতীর্ণ?

উত্তর—শ্রীনারায়ণ পৃথিবীতে শ্রীশালগ্রামরূপে আবির্ভূত। শ্রীলক্ষ্মীদেবীও শ্রীনারায়ণের সেবা করিবার জন্য শ্রীতুলসীরূপে বিশ্বে প্রকাশিত। এইজন্য তুলসী ব্যতীত নারায়ণের সেবা হয় না। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীনারায়ণ মহালক্ষ্মীকে বলিয়াছেন—'কলাংশাংশেন ত্বং গচ্ছ ভারতে কমলোদ্ভবে। পদ্মাবতী সরিদ্রূপা তুলসী বৃক্ষরূপিণী॥' তত্রৈব শ্রীলক্ষ্মীবাক্য,—'বৃক্ষরূপা ভবিষ্যামি তদধিষ্ঠাত্রী-দেবতা।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসও বলেন—(৯ম বিঃ ৪৪)

"নাবজ্ঞা জাতু কার্য্যা সা বৃক্ষভাব্যা মনীষিভিঃ।
যথা হি বাসুদেবস্য বৈকুণ্ঠে ভোগবিগ্রহঃ॥
শালগ্রামশিলারূপং স্থাবরং ভুবি দৃশ্যতে।
তথা লক্ষ্ম্যৈক্যমাপন্না তুলসী ভোগবিগ্রহা॥
অপরং স্থাবরং রূপং ভুবি লোকহিতায় বৈ।
স্পৃষ্টা দৃষ্টা রক্ষিতা চ মহাপাতকনাশিনী॥"

শাস্ত্র আরও বলেন— (পদ্মপুরাণ)

"ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্তজনে।
চতুর্দ্ধা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারিসনে॥" (চৈঃ ভাঃ ম ২১৮১)

শ্রীতুলসীকে বৃক্ষবোধে অবজ্ঞা করা উচিত নয়। শ্রীতুলসী শ্রীলক্ষ্মীর সহিত অভিন্ন। ইনি বৃক্ষকুলে আসিয়াছেন বলিয়া বৃক্ষ নহেন পরন্তু জগদ্গুরু। শ্রীতুলসী শ্রীবৃন্দাদেবী। ইনি কৃষ্ণশক্তি, কৃষ্ণের প্রেয়সী, কেশব-প্রিয়া বিষ্ণুভক্তিদায়িনী।

শ্রীতুলসী পাপ-রোগ-দারিদ্র্য দুঃখহারিণী। শ্রীতুলসীকে দর্শন করিলে পাপ নষ্ট হয়, স্পর্শ করিলে দেহ পবিত্র হয়, প্রণাম করিলে যাবতীয় রোগ নষ্ট হয়, তুলসীতে জল দিলে যমভয় দূর হয়, ভগবৎ-পাদপদ্মে অর্পণ করিলে মুক্তি ও ভক্তি লাভ হয়, রোপণ করিলে ভগবান্ শ্রীহরি প্রসন্ন হন। (হঃ ভঃ বিঃ ৯ বিলাস ৩৩)

মদীশ্বর শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীতুলসীদেবীকে বার্ক্ষার্চ্চাবতার বলিয়াছেন। বৃক্ষ+ষ্ণ=বার্ক্ষ। বার্ক্ষ অর্চ্চা অবতার =বার্ক্ষার্চ্চাবতার। শ্রীতুলসী আশ্রয়-বিগ্রহ, সেবাবিগ্রহ, সেবক-ভগবান্, জগদ্গুরু। শ্রীতুলসী Predominated Absolute বা Enjoyed Absolute আর শ্রীকৃষ্ণ Predominating Absolute বা Enjoyer Absolute.

প্রশ্ন—শ্রীরাধারাণীর শ্রীচরণে ও শ্রীগুরুদেবের শ্রীচরণে তুলসী দেওয়া যায় কি না?

উত্তর—না। কৃষ্ণ যেমন বিষ্ণুতত্ত্বের অংশী, শ্রীমতী রাধারাণীও তদ্রূপ লক্ষ্মীগণের অংশিনী। সখীগণ তাঁহা হইতে অভিন্ন—তাঁহার কায়ব্যূহস্বরূপ। শ্রীতুলসীদেবী শ্রীমতীর আনুগত্যে কৃষ্ণসেবা করিয়া থাকেন। অনন্ত-সংহিতা বলেন—

"পূর্ণা শক্তিরভিন্না চ শ্রীমতী বার্ষভানবী।
বৈভবরূপিণী তস্যা বৃন্দাদেবী প্রকীর্ত্তিতা॥
নিত্যং শ্রীতুলসীদেবী সেবতে বার্ষভানবীম্।
অন্যোহন্যমেষ বিশ্রম্ভভাবস্তয়োরবস্থিতঃ॥
অন্যেষাস্তু ততস্তস্মিন্নাধিকারঃ কদাচন।
মোহাৎ প্রবর্ত্তমানস্তু ভবেত্তত্রাপরাধবান্॥
দদ্যাৎ শ্রীতুলসীং তস্মাৎ শ্রীদেব্যাঃ করপল্লবে।
শুদ্ধো বৈষ্ণবো হি নিত্যং পাদয়োর্ন কথঞ্চন॥"

পূর্ণশক্তি শ্রীরাধারাণীর বৈভবরূপিণী শ্রীতুলসীদেবী বিশ্রম্ভের সহিত শ্রীরাধার সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু তাই বলিয়া কোন শুদ্ধ বৈষ্ণব শ্রীতুলসীদেবীকে (এক

কৃষ্ণ-শক্তিকে) অপর কৃষ্ণশক্তির (শ্রীমতী রাধাদেবীর) শ্রীচরণে প্রদান করিতে পারেন না। মোহবশতঃ কেহ কোন দিন শ্রীরাধাদেবীর শ্রীচরণে তুলসী দিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না। শুদ্ধভক্তগণ শ্রীমতীর করপল্লবেই তুলসী অর্পণ করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেবও কৃষ্ণশক্তি। সুতরাং তাঁহার শ্রীচরণে তুলসী প্রদানও মহা-অপরাধ ও নরকপ্রাপক।

তুলসীদ্বারা একমাত্র শক্তিমত্তত্ত্ব বিষ্ণু বা কৃষ্ণেরই অর্চ্চন করিতে হইবে—বিষ্ণুর শ্রীচরণেই তুলসী দিতে হইবে। অনন্তসংহিতা আরও বলেন—

"তুলস্যা বিষয়ং তত্ত্বং বিষ্ণুমেব সমর্চ্চয়েৎ।
সা দেবী কৃষ্ণশক্তি র্হি শ্রীকৃষ্ণবল্লভা মতা॥
অতস্তাং বৈষ্ণবীং দেবীং নাঙ্ঘ্রপদে সমর্পয়েৎ।
অর্পণে তত্ত্বহানিঃ স্যাৎ সেবাপরাধ এব চ॥
অতত্ত্বজ্ঞস্তু পাষণ্ডো গুরুব্রবস্তু পাদয়োঃ।
অর্পয়ন্ তুলসীং দেবীমর্জ্জয়েন্নরকং পদম্॥"

প্রশ্ন—নিজ জীবিকার্থ শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করিলে কি শ্রোতা ও বক্তার মঙ্গল হয়?

উত্তর—গৌড়ীয় বেদান্তাচার্য্য শ্রীল বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু ব্রহ্মসূত্রের (৩।৩।৪৩) গোবিন্দভাষ্যে বলিয়াছেন—যিনি হরি-গুরুতে ভক্তিযুক্ত হইয়া শ্রুতি ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহার নিকটই শাস্ত্রের অর্থস্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় এবং মঙ্গলদায়ক হইয়া থাকে। যাঁহারা জীবিকার্থ শাস্ত্র পাঠ করেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তিরহিত। তাঁহাদের শাস্ত্রপাঠ ছলনা মাত্র। তাঁহারা ছদ্মবেশে লোককে বঞ্চনা করেন; সুতরাং তাঁহাদের নিকট শাস্ত্রের অর্থ প্রকাশিত হয় না এবং তাঁহাদের জীবনও শাস্ত্র তাৎপর্য্যানুসারে গঠিত বা পরিকল্পিত হয় না।

প্রশ্ন—দশাবতার সকলেই কি বিষ্ণুতত্ত্ব?

উত্তর—না। দশাবতারের মধ্যে কল্কি, বুদ্ধ ও পরশুরাম ভগবদ্-অবতার হইলেও ইঁহারা বিষ্ণুতত্ত্ব নহেন; ইঁহারা জীবতত্ত্ব। ভগবান্ এই তিনে আবিষ্ট হইয়াছিলেন। ইঁহারা আবেশাবতার। আর বাদবাকী সকলেই বিষ্ণুতত্ত্ব।
(লঘুভাগবতামৃত ১০৯-১১০ শ্লোক)

প্রশ্ন—শ্রীবরাহদেব কখন আবির্ভূত হন?

উত্তর—ব্রাহ্মকল্পে বরাহদেব দুইবার আবির্ভূত হন। প্রথমে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র হইতে এবং দ্বিতীয়ে চাক্ষুষ মন্বন্তরে পৃথিবীর উদ্ধারার্থ ও হিরণ্যাক্ষের বিনাশ নিমিত্ত জল হইতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীবরাহদেব কদাচিৎ চতুষ্পাদ এবং কদাচিৎ নৃ-বরাহ।　(ঐ ৫৮ শ্লোক)

প্রশ্ন—প্রতি ত্রেতাযুগে কি শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন?

উত্তর—না। শাস্ত্র বলেন—বৈবস্বত-মন্বন্তরীয় চতুর্বিংশ চতুর্যুগের ত্রেতায় শ্রীরামচন্দ্র দশরথগৃহে আবির্ভূত হন। স্কন্দপুরাণ বলেন—শ্রীরাম আদিব্যূহ বাসুদেবের এবং লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন যথাক্রমে সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধের অবতার।　(ঐ ৮২ শ্লোক)

প্রশ্ন—মধুররতি কি?

উত্তর—কান্তভাবই মধুরা রতি। মধুরা রতি ত্রিবিধ—সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা। কুব্জাতে সাধারণী মধুর-রতি। এই রতি সাধারণ মণিবৎ। শ্রীরুক্মিণী প্রভৃতি মহিষীগণের সমঞ্জসা-রতি; ইহা চিন্তামণিবৎ। ব্রজদেবীগণের সমর্থা রতি ইহা কৌস্তভ-মণিবৎ।

সামান্যভাবেন স্বসুখতাৎপর্য্যরতিঃ সাধারণী, ইহাতে সামান্য স্বসুখতাৎপর্য্য থাকিলেও তাহা কৃষ্ণের সম্বন্ধিনী বলিয়া উজ্জ্বল।

কৃষ্ণস্য নিজস্য চ সুখতাৎপর্য্যরতিঃ পত্নীভাবময়ী সমঞ্জসা। কেবল কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্যরতিঃ পরাঙ্গনাময়ী সমর্থা।

সাধারণী অপেক্ষা সমঞ্জসা শ্রেষ্ঠ। সমঞ্জসা অপেক্ষা সমর্থা শ্রেষ্ঠ।

(শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর কৃত উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ ১০)

প্রশ্ন—উত্তমা ভক্তি কাহাকে বলে?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—

অন্যাভিলাষ-জ্ঞানকর্ম্মাদিরহিতা শ্রীকৃষ্ণং উদ্দিশ্য আনুকূল্যেন কায়বাঙ্মনোভি র্যাবতী ক্রিয়া সা ভক্তিঃ।

কৃষ্ণসম্বন্ধি বা কৃষ্ণার্থ যে অনুশীলন তাহাই কৃষ্ণানুশীলন। অন্যাভিলাষ রহিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য কায়-মনোবাক্যের দ্বারা যাহা করা যায়, তাহাই শুদ্ধভক্তি। এই কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণ-তদ্ভক্তকৃপৈকলভ্যা।

ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ হইলেও কায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেন আবির্ভবতি। যেমন অগ্নিসংস্পর্শে লৌহ অগ্নির ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ১ম শ্লোকার্থ ও টীকা)

প্রশ্ন—দশবিধ নামাপরাধ কি কি ?

উত্তর—১। সাধুনিন্দা—বৈষ্ণব নিন্দাদি।

"হন্তি নিন্দন্তি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্ নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥"—এই ছয়টী বৈষ্ণবাপরাধ।

২। বিষ্ণুশিবয়োঃ পৃথগীশ্বরবুদ্ধিঃ। অর্থাৎ বিষ্ণুর ন্যায় শিবকে স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করা অপরাধ।

৩। শ্রীগুরুদেবে মনুষ্যবুদ্ধিঃ।

৪। বেদপুরণাদি নিন্দা।

৫। নাম্নি অর্থবাদঃ অর্থাৎ নামের মাহাত্ম্য শুনিয়া তাহাতে অতিস্তুতি জ্ঞান।

৬। নাম্নি কুব্যাখ্যা বা কষ্ট কল্পনা।

৭। নামবলেন পাপে প্রবৃত্তিঃ।

৮। অন্যশুভকর্ম্মভির্নামসামান্যমননম্। অর্থাৎ অন্য শুভ কর্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করা।

৯। অশ্রদ্ধজনে নামোপদেশঃ।

১০। নাম-মাহাত্ম্য শ্রুতেঽপি অপ্রীতিঃ।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ৭)

প্রশ্ন—বৈধীভক্তি ও রাগভক্তি কাহাকে বলে ?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—"শ্রবণকীর্ত্তনাদীনি শাস্ত্রশাসন ভয়েন যদি ক্রিয়ন্তে তদা বৈধী ভক্তিঃ।" অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি যদি শাস্ত্রশাসনের ভয়ে করা হয়, তাহাকে বৈধীভক্তি বলে।

"নিজাভিমত-ব্রজরাজনন্দনস্য সেবাপ্রাপ্তিলোভেন যদি তানি ক্রিয়ন্তে তদা রাগানুগা ভক্তিঃ।" অর্থাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির লোভে যদি শ্রবণকীর্ত্তনাদি করা হয়, তবে তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ৯)

প্রশ্ন—মধুরভাবে শ্রীকৃষ্ণের রাগ ভজন কিরূপ ?

উত্তর—শাস্ত্র বলেন—

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ॥"

টীকা—সিদ্ধরূপে মানসী-সেবা শ্রীরূপ মঞ্জরী, শ্রীতুলসী মঞ্জরী প্রভৃতি ব্রজগোপীগণের আনুগত্যে করিতে হইবে এবং সাধকদেহে কায়িক্যাদি সেবা শ্রীরূপ-সনাতন-রঘুনাথাদি ব্রজবাসী ভক্তের আনুগত্যে তদনুসরণে করিতে হইবে। (ঐ টীকা চ)

প্রশ্ন—ভাবভক্তি কিরূপে হয় ?

উত্তর—সাধন পরিপাকেন কৃষ্ণকৃপয়া তদ্ভক্তকৃপয়া বা ভাবভক্তির্ভবতি। (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ১২)

প্রশ্ন—লোভ কিরূপে হয় ?

উত্তর—ব্রজবাসিগণের শৃঙ্গারাদি ভাবের কথা গুরুমুখে শ্রবণ করিয়া 'ইদং মমাপি ভূয়াৎ' অর্থাৎ ঈদৃশ ভাব আমারও হউক, এইরূপে লোভ উৎপত্তি হয়। এই প্রকার লোভ উৎপত্তি-সময়ে শাস্ত্রযুক্তির কোন অপেক্ষা থাকে না। শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকিলে লোভ হয় নাই জানিতে হইবে।

'লোভ্যে বস্তুনি শ্রুতে দৃষ্টে বা স্বত এব লোভ উৎপদ্যতে।' লোভনীয় বস্তুর কথা শ্রবণ বা তাহা দর্শন করিলে আপনা হইতেই লোভ উৎপন্ন হয়। লোভ উৎপত্তির পর সেই বস্তু লাভ করিবার জন্য ব্যগ্রতা আসে। শাস্ত্রে তল্লাভের উপায় লিখিত আছে। তচ্চ শাস্ত্রং ভজনপ্রতিপাদকং শ্রীমদ্ভাগবতমেব।

(ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু ১১)

শ্রীলচক্রবর্ত্তী ঠাকুর আরও বলেন—শাস্ত্র বিচার দ্বারা কাহারও কখন লোভ উৎপন্ন হয় না। কিম্বা লোভনীয় বস্তু প্রাপ্তি বিষয়ে কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধে কোন বিচারও উপস্থিত

হয় না। কিন্তু লোভনীয় বস্তুর শ্রবণমাত্রেই বা দর্শন মাত্রেই স্বতঃই লোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই লোভ ভগবৎকৃপা হইতে এবং অনুরাগী ভক্তের কৃপা হইতে হয়। (রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা ৫-৬)

প্রশ্ন—রাগভজনের সুষ্ঠু উপদেশ কোথায় কি ভাবে লাভ হইবে?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—উদ্ভূতে তাদৃশে লোভে শাস্ত্রদর্শিতেষু তত্তাবপ্রাপ্তি-উপায়েষু 'আচার্য্যচৈত্ত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি' ইতি উদ্ধবোক্তেঃ কেষুচিৎ গুরুমুখাৎ, কেষুচিৎ অভিজ্ঞ-মহোদয়ানুরাগি-ভক্তমুখাৎ, অভিজ্ঞাতেষু কেষুচিৎ ভক্তি-মৃষ্ট চিত্তবৃত্তিষু স্বত এব স্ফুরিতেষু সোল্লাসমেব অতিশয়েন প্রবৃত্তিঃ স্যাৎ। যথা কামার্থিনাং কামোপায়েষু।

(রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা ৯)

নিজ শ্রীগুরুদেবের সেবা ও চৈত্ত্যগুরু অন্তর্যামী শ্রীহরির কৃপাতেই সব লাভ হয়। কেহ নিজ শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে আবার কেহ গুরু-নিষ্ঠ ভক্তের নিকট হইতে রাগভজনের উপদেশ পান। কহারও শুদ্ধচিত্তে রাগভজন-প্রণালী স্বতঃই উদিত হয়।

প্রশ্ন—ভগবান্ কি নিজ সুখার্থ কিছু করেন?

উত্তর—গৌরপার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত প্রীতিসন্দর্ভে জানাইয়াছেন—

ভগবান্ হি ভক্তসুখার্থমেব প্রযততে, ন তু পৃথক্ স্বসুখার্থম্। যথা হি ভক্তস্তৎসুখার্থমেব।

অর্থাৎ ভগবান্ ভক্তের সুখের জন্যই যত্ন করেন, স্বতন্ত্রভাবে নিজের সুখের জন্য নহে। ভক্ত যেমন ভগবানের সুখের জন্য সতত যত্ন করেন, ভগবান্ও সেই প্রকার ভক্তের সুখের জন্য যত্ন করিয়া থাকেন।

(প্রীতিসন্দর্ভ ১৬)

ভক্ত যেমন প্রেমিক ভগবানও তদ্রূপ প্রেমিক। ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই প্রেমময়, উভয়েই নিষ্কাম। ভক্ত ভগবদ্ভক্তিমান্, ভগবান্ ভক্তভক্তিমান্। শাস্ত্র বলেন—

"কৃষ্ণ সেই সত্য করে, যেই মাগে ভৃত্য।
ভৃত্য-বাঞ্ছা-পূরণ বিনা নাহি অন্য কৃত্য॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৫।১৬৬)

শাস্ত্র আরও বলেন—

"কিংবা, প্রেমরসময় কৃষ্ণের স্বরূপ।
তাঁর শক্তি তাঁর সহ হয় একরূপ॥"

(চৈঃ চঃ আ ৪।৮৬)

"দামোদর কহে,—কৃষ্ণ রসিকশেখর।
রস-আস্বাদক, রসময়-কলেবর॥
প্রেমময়-বপু কৃষ্ণ—ভক্ত প্রেমাধীন।
শুদ্ধ প্রেমে, রস-গুণে, গোপিকা—প্রবীণ॥"

(চৈঃ চঃ ম ১৪।১৫৫-১৫৭)

প্রশ্ন—কি জন্য যত্নকরা প্রয়োজন?

উত্তর—শ্রীনারদ বলিয়াছেন—বিষয়সুখ প্রাচীন কর্ম্ম-বশতঃ যথাকালে বিনা চেষ্টায় দুঃখের মত সর্ব্বত্র লাভ হয়। সুতরাং তজ্জন্য অযথা যত্ন না করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির জন্য যত্নই বুদ্ধিমত্তা। (প্রীতিসন্দর্ভ)

শ্রীমদ্ভাগবতও (৭।৬।৩) বলিয়াছেন—

"সুখমৈন্দ্রিয়কং দৈত্যা দেহযোগেন দেহিনাম্।
সর্ব্বত্র লভ্যতে দৈবাদ্‌যথা দুঃখমযত্নতঃ॥"

হে দৈত্যবালকগণ! দুঃখ কেহই চায় না এবং দুঃখের জন্য কেহ যত্নও করে না, তথাপি দুঃখ যেমন পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্রূপ অর্থ, সম্মান আদি বিষয়সুখ পূর্ব্বকর্ম্মানুসারে আপনা হইতেই আসে।

"অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবায়ান্তি দেহিনাম্।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈবমত্রাতিরিচ্যতে॥"

(ভাঃ ১।৫।১৮ স্বামীটীকা)

প্রশ্ন—শ্রীগিরিরাজ কি সাক্ষাৎ কৃষ্ণ?

উত্তর—শ্রীগোবর্দ্ধন গিরিরাজ সাক্ষাৎ নন্দনন্দন কৃষ্ণ। ষড়্‌গোস্বামীর অন্যতম শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভু মহাপ্রভু-প্রদত্ত শ্রীগোবর্দ্ধনশিলাকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দনরূপে দর্শন করিতেন এবং তুলসীমঞ্জরী দিয়া তাঁহার সেবা করিতেন।

"প্রভুকহে,—এই শিলা কৃষ্ণের বিগ্রহ।
ইঁহার সেবা কর তুমি করিয়া আগ্রহ॥
এককুঁজা জল আর তুলসী-মঞ্জরী।
সাত্ত্বিক-সেবা এই শুদ্ধভাবে করি'॥
দুই দিকে দুই পত্র-মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এইমত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি'॥
শ্রীহস্তে শিলা দিয়া এই আজ্ঞা দিলা।
আনন্দে রঘুনাথ সেবা করিতে লাগিলা॥
এইমত রঘুনাথ করেন পূজন।
পূজাকালে দেখে শিলায় ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৬ অধ্যায়)

শ্রীগিরিরাজ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ হইয়াও সেবকের লীলা করিয়াছেন। এজন্য শ্রীগিরিরাজকে হরিদাসবর্য্য বলিয়াও ভাঃ ১০।২১।১৮ শ্লোকে স্তব করা হইয়াছে।

শ্রীঅদ্বৈত প্রভু, শ্রীবলদেব প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎ ঈশ্বর হইয়াও যেমন সেবকের লীলা করেন, তদ্রূপ।

শ্রীকৃষ্ণ নিজেও (ভাঃ ১০।২৪।৩৫) 'আমিই গোবর্দ্ধন শৈল' একথা বলিয়াছেন।

প্রশ্ন—জয়ন্তী কাহাকে বলে ?

উত্তর— শ্রীহরিভক্তিবিলাস (১৫ শ বিঃ ১৬৮) বলেন—

"রোহিণীসহিতা কৃষ্ণা মাসি ভাদ্রপদেঽষ্টমী।
অর্দ্ধরাত্রাদধশ্চোর্দ্ধং কলয়াপি যদা ভবেৎ॥
তত্র জাতো জগন্নাথঃ কৌস্তুভী হরিরব্যয়ঃ।
তমেবোপবসেৎ কালং কুর্য্যাৎ তত্রৈব জাগরম্॥
জয়ন্তী নাম সা রাত্রিস্তত্র জাতো জনার্দ্দনঃ।
নিয়তাত্মা শুচিঃস্নাত্বা পূজাং তত্র প্রবর্ত্তয়েৎ॥"

(ভবিষ্যপুরাণ এবং বিষ্ণুধর্ম্ম)

ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে অর্দ্ধরাত্রের পর বা পূর্ব্বে কলামাত্র রোহিণীর যোগ হইলেই তাহাতে কৌস্তুভধারী অব্যয় জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের জন্মগ্রহণ হইয়াছে জানিতে হইবে। উহাতেই উপবাস ও জাগরণ করিতে হয়। ঐ **শ্রীকৃষ্ণজন্ম-রাত্রিকেই জয়ন্তী কহে।** ঐ সময়েই জগৎপতি শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হয় ; সুতরাং ঐ সময়ে সংযতমনা, পবিত্র ও কৃত-স্নান হইয়া অর্চ্চনায় প্রবৃত্ত হইবে।

শ্রীহরিভক্তি বিলাস (১৫ শ বিঃ ১৬৫-১৬৬) আরও বলেন—

"অষ্টমী কৃষ্ণপক্ষস্য রোহিণী-ঋক্ষসংযুতা।
ভবেৎ প্রৌষ্ঠপদে মাসি জয়ন্তী নাম সা স্মৃতা॥"

(ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

ভাদ্র মাসের কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্র যোগ হইলে উহাই জয়ন্তী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

রোহিণ্যৃক্ষং যদা কৃষ্ণপক্ষেঽষ্টম্যাং দ্বিজোত্তম।
জয়ন্তী নাম সা প্রোক্তা সর্ব্বপাপহরা তিথিঃ॥

(বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

কৃষ্ণাষ্টমীতে রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলেই সেই তিথি জয়ন্তী বলিয়া অভিহিত হয়। ঐ তিথি সর্ব্বপাপহারিণী।

"কৃষ্ণাষ্টম্যাং ভবেদ্ যত্র কলৈকা রোহিণী নৃপ।
জয়ন্তী নাম সা জ্ঞেয়া উপোষ্যা সা প্রযত্নতঃ॥"

(বিষ্ণুপুরাণ)

কৃষ্ণাষ্টমীতে কলামাত্র রোহিণী নক্ষত্রের যোগ হইলেই তাহাকে জয়ন্তী বলিয়া জানিবে। ঐ তিথিতে বিশেষ যত্নপূর্ব্বক উপবাস করা কর্ত্তব্য।

ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ গ্রন্থে এই জয়ন্তীর বৈশিষ্ট্য আমাদিগকে জানাইয়াছেন—

"নৈবমবতারান্তরস্য কস্য বা অন্যস্য জন্মদিনং জয়ন্ত্যাখ্যায়াতিপ্রসিদ্ধম্।" অর্থাৎ আর কোন ভগবদবতারের জন্মদিন জয়ন্তী আখ্যায় অভিহিত হয় না। কেবল শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিনই জয়ন্তী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জয়ন্তীর প্রকৃত অর্থ না জানিয়া জগতে তথা কথিত সজ্জনগণ আজকাল যেখানে-সেখানে বা যে কোন মানুষের জন্মদিনে 'জয়ন্তী'-শব্দ প্রয়োগ করিয়া তাহার অপব্যবহার করিতেছেন—ইহা প্রকৃতই দুঃখের বিষয়।

শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত শ্রীরামনৃসিংহাদি অন্য কোন ভগবদবতারের জন্মদিনে এবং কোন মহাপুরুষের জন্ম-তিথিতে যখন শাস্ত্রে জয়ন্তী শব্দের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, তখন কোন মানুষের জন্মদিনে জয়ন্তী-শব্দ ব্যবহার করা যে কিরূপ অশাস্ত্রীয়, অসঙ্গত ও ন্যায়-বিরুদ্ধ, তাহা সজ্জন-সমাজ বিচার করিবেন।

প্রশ্ন—অন্য অবতার অপেক্ষা কৃষ্ণের কি বৈশিষ্ট্য ?

উত্তর—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীলরূপগোস্বামী প্রভু স্বকৃত লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে (১৫৪-শ্লোকে) বলিয়াছেন—'যদ্যপি ঈশ্বরত্বহেতু সমস্ত অবতারই পূর্ণ, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য অবতারে বা অন্য স্বরূপে নিখিল শক্তির আবির্ভাব হয় নাই।'

শ্রীকৃষ্ণেই হতারিগতিদায়কত্ব গুণ দৃষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক হত হইলে দৈত্যগণ সংসার হইতে মুক্তি লাভ করে কিন্তু শ্রীবামনৃসিংহাদি স্বাংশ অবতার হইতে অসুরগণের দেব-দুর্ল্লভ ভোগ-প্রাপ্তি হয়, মোক্ষ লাভ হয় না।

(ঐ ১৬৫ শ্লোক ও শ্রীবলদেববিদ্যাভূষণ প্রভু কৃত সারঙ্গরঙ্গদা টীকা)

গৌরপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপ্রভুও শ্রীকৃষ্ণের হতারিগতিদায়কত্ব গুণ সম্বন্ধে স্বকৃত শ্রীকৃষ্ণ-সন্দর্ভ গ্রন্থে (২৯ অনুচ্ছেদ) কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন—

"হতারিগতিদায়কত্বগুণ অন্য ভগবৎস্বরূপের থাকিলেও তাঁহারা নিহত শত্রুকে স্বর্গাদি সদ্গতিই দান করিতে পারেন, কিন্তু সর্ব্বপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ আপনার অচিন্ত্য শক্তি প্রভাবে নিহত শত্রুমাত্রকে মুক্তিই দিয়া থাকেন, কোথাও বা প্রেম পর্য্যন্ত দান দেখা যায়। যথা—পূতনাকে ধাত্রী-গতি পর্য্যন্ত দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণভিন্ন অন্য কোন ভগবৎ-স্বরূপ হইতে অসুরগণের মুক্তি হয় না। গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকে 'এব'-কার দ্বারা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সেই অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। ১৬ অধ্যায়ে ১৯-২০ শ্লোক—'আমি সেই সকল দ্বেষপরায়ণ ক্রূর অশুভ নরাধমগণকে সংসারে অজস্র আসুরী-যোনীতেই নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! ঐ সকল আসুরী-যোনি প্রাপ্ত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত হয় না বলিয়াই জন্মে জন্মে ক্রমশঃ অধোগতি লাভ করে।' এখানে দেখান হইয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলে অসুরগণের মুক্তি হয় না। তবে কোথাও যদি অন্য ভগবৎস্বরূপকর্ত্তৃক ভগবদ্‌দ্বেষীর মুক্তিদান শ্রবণ করা যায়, সে-স্থলে ভগবদ্-দ্বেষী কর্ত্তৃক বিদ্বেষপূর্ব্বক শ্রীভগবচ্চিন্তনই তাহার কারণ। নিখিল ভগবদ্দ্বেষীর মুক্তি দানের কথা কোন অবতারে কখনও শুনা যায় না। অতএব অন্যান্য অবতার কর্ত্তৃক যাঁহারা মুক্তি লাভ করেন নাই, সেই শাপ-গ্রস্ত জয়-বিজয় শিশুপাল-দন্তবক্ররূপে শ্রীকৃষ্ণ হস্তে নিহত হইয়া মুক্তি লাভ করিয়াছেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের মহিমা শাস্ত্রে প্রচুররূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে।"

শ্রীকৃষ্ণ কেবল মাধুর্য্যবিগ্রহ। ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ৬৪ গুণসম্পন্ন। শ্রীরামনৃসিংহ-নারায়ণাদি ৬০ গুণসম্পন্ন।

প্রশ্ন—শ্রীমদ্ভাগবত ৩।২৪।৬ শ্লোকে 'কার্দ্দমং বীর্য্যমাপন্নঃ' বলিয়া যে কথা আছে, তাহার প্রকৃত অর্থ কি ?

উত্তর—গৌরপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভু ঐ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় বলিয়াছেন—'বীর্য্যং ভক্তিপ্রভাবঃ তদাপন্নস্তেন বশীভূত ইত্যর্থঃ।'

জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও বলিয়াছেন—'কার্দ্দমং বীর্য্যং কর্দ্দমস্য ভক্তিপ্রভাবং আপন্নস্তেন বশীকৃত ইত্যর্থঃ।'

অর্থাৎ ভগবান্ কর্দ্দমঋষির ভক্তিতে বশীভূত হইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

মদীয় ইষ্টদেব জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাব প্রসঙ্গে চৈঃ চঃ আদি ১৩।৮৫ পয়ারের অনুভাষ্যে কৃপাপূর্ব্বক জানাইয়াছেন—

"সিদ্ধান্ত এই যে, জগন্নাথ ও শচীর নিত্যসিদ্ধত্বহেতু-তাঁহাদের হৃদয় ও দেহ শুদ্ধসত্ত্বময়,—কখনই সাধারণ প্রাকৃত জীবের ন্যায় নহে। বিশুদ্ধসত্ত্বের নাম 'বসুদেব'; বসুদেবেই চিদ্‌বিলাসী বাসুদেব প্রকটিত। জড়েন্দ্রিয়-

তর্পণময় প্রাকৃত রক্তমাংসময়দেহ স্ত্রী-পুরুষের কামক্রীড়া ও গর্ভের ন্যায় শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শ্রীশচীদেবীর মিলন ও শ্রীশচীদেবীর গর্ভসঞ্চার হয় নাই; সুতরাং তাহা মনে মনে চিন্তা করাও অপরাধ। ভগবৎসেবোন্মুখচিত্তে বিচার করিলে শুদ্ধসত্ত্বময়ী শ্রীশচীদেবীর অপ্রাকৃত গর্ভ-মাহাত্ম্য হৃদয়ঙ্গম হইবে।"

প্রশ্ন—শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৯০।৪৮ শ্লোকের 'জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদঃ'—ইহার অর্থ কি?

উত্তর—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের নিত্যসিদ্ধপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

'শ্রীকৃষ্ণো জয়তি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। তদেব প্রতিপাদয়তি—জনানাং জীবানাং নিবাস আশ্রয়ঃ। যদ্বা জনেষু নিজভক্তেষু নিতরাং প্রাকট্যেন বাসো যস্য। অতএব ভক্তবাৎসল্যেন দেবক্যাং জন্ম আবির্ভাবঃ বাদশ্চ ভাষণং তদাশ্বাসনার্থং তাদৃশনিজভক্তেষু জন্মকারণাদিকথনরূপং যস্য।' (শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৩য় বিঃ ১৫ টীকা)

গৌরপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী প্রভুও ঐ শ্লোকের তদীয় লঘুবৈষ্ণবতোষণী টীকায় বলিয়াছেন—

'দেবক্যাং জন্ম জননলীলানুকরণেন প্রাদুর্ভাবো বাদস্তত্ত্ববুভুৎসুকথা ন তু ছলজাত্যাদিরূপো যস্য। যদ্বা দেবক্যাং জন্মনো বাদঃ খ্যাতিঃ নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্ন ইত্যত্র ব্যাখ্যাতরীত্যা তু শ্রীযশোদায়ামপি তর্ক্যং জন্ম যস্যেত্যর্থঃ।'

ভগবৎপার্ষদ জগদ্‌গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরও ঐ শ্লোকের টীকায় জানাইয়াছেন—

'দেবকোর্ন বসুদেবগৃহিণ্যোর্জন্মৈব বাদঃ সিদ্ধান্তো যত্র সঃ। তথা চ দ্বে নাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ ইত্যাদি পুরাণং। বাদঃ প্রবদতামহমিতি (গীতা) ভগবদুক্তিঃ। আরম্ভবাদপরিণামবাদাদিষ্বপি বাদশব্দস্য সিদ্ধান্তবাচিত্বং দৃষ্টম্।'

শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য

[শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র বিদ্যালঙ্কার, তর্কবাগীশ, তর্ক-ভক্তি-বেদান্ততীর্থ]

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমান্ অর্জ্জুনকে সর্ব্বশাস্ত্রের প্রতিপাদ্যমধ্যে উৎকৃষ্ট, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সমাপ্তি বাক্যে নিজের অপর সকল আবির্ভাবের ভজনকে অতিক্রম করিয়া নিজের ভজন, সকল ভজন অপেক্ষা অতিশয় গোপনীয় এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। যথা—'যাহা মোহবশতঃ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তাহা অবশ হইয়া করিবে।' ইহার পর 'হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থান করেন। সকল প্রাণীকে যন্ত্রারোপিত পুত্তলিকার মত মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া থাকেন।' 'হে ভারত! সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও নিত্য-স্থান প্রাপ্ত হইবে। এই তোমাকে গোপনীয় হইতে গোপনীয়তর জ্ঞান উপদেশ করিলাম। ইহা সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া যেইরূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ করিবে। পুনরায় সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয়তম আমার শ্রেষ্ঠ বাক্য শ্রবণ কর। তুমি আমার প্রিয়, সেজন্য তোমাকে হিতকথা দৃঢ়তা সহকারে বলিব। সেই কথাটী কি? না, মদ্গত চিত্ত হও, আমার পূজাশীল হও, আমাকে নমস্কার কর, আমাকেই পাইবে। সকল ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আমার এক মাত্র শরণাপন্ন হও। আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব।' —শ্রীগীতা ১৮।৬০-৬৬

'যাহারা অশোচ্য—যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ' (২।১১) ইত্যাদি গীতাগ্রন্থ অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রবর্ত্তনের উদ্দেশ্যে কথিত হয় নাই, যে হেতু 'যাহা মোহবশতঃ করিতে ইচ্ছুক হইতেছ না, তাহা অবশ হইয়াই করিবে' এইরূপ উক্ত হইয়াছে, সেই হেতু এই গ্রন্থ কর্মের প্রতিপাদন না করিয়া পরমার্থের কথাই বলিতেছেন। তাহার মধ্যে গুহ্যতর ও সর্বগুহ্যতম উপদেশ শ্রবণ কর। তাহা হইতেছে এই যে, যিনি এক, সকলের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর, তিনিই সংসাররূপ যন্ত্রে আরূঢ় সকল প্রাণীকে মায়াশক্তি দ্বারা ভ্রমণ করাইবার নিমিত্ত তাহাদেরই হৃদয়দেশে অবস্থান করিতেছেন; পুরুষই এই সব, এই প্রকার ভাবনা দ্বারা অথবা সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অন্তর্মুখতার দ্বারা 'পরাশান্তি'—তাঁহার প্রতি ভক্তি লাভ করিবে; 'শান্তি' শব্দে ভক্তি এই অর্থ। "আমার প্রতি বুদ্ধির নিষ্ঠা বা আসক্তিকে 'শম' বলে," শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধের এই উক্তির দ্বারা এটী জানা যায়। স্থান—তদীয় ধাম; গুহ্য ব্রহ্মজ্ঞান হইতে অন্তর্য্যামী ঈশ্বর জ্ঞান গুহ্যতর, দুইটির মধ্যে একটির উৎকর্ষ বুঝাইতে তরপ্ প্রত্যয় হয়। এই জ্ঞানও নিজের একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত নহে—এই চিন্তা করিয়া শ্রীভগবান্ নিজেই অতিশয় কৃপাবিষ্ট হইয়া পরম রহস্য উদ্ঘাটন পূর্ব্বক প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, বাসুদেব, পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ প্রভৃতি ভজনীয়গণের তারতম্য (উৎকর্ষ ও অপকর্ষ) বিচার-দ্বারা জ্ঞেয় অন্য ভজনের ক্রমপন্থাকে অতিক্রম করিয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উপাদেয় রহস্য সহসা উপদেশ করিতেছেন—**'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ'** ইতি। যদিও 'গুহ্যতম' এই বলিলেই গুহ্য ও গুহ্যতর হইতে উৎকৃষ্ট এই অর্থ আসিতেছে, তথাপি সর্ব্বশব্দের প্রয়োগ পরম গুহ্যতম ব্যোমাধিপতি (নারায়ণ) প্রভৃতির ভজন-প্রকাশক অন্য শাস্ত্রের বাক্যকেও অতিক্রম করিতেছে। সর্ব্বশব্দ যাবৎ (যে পরিমাণ বা সংখ্যায় যত) এই অর্থে ব্যবহার হইয়া থাকে, বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইতেই তমপ্ প্রত্যয় হয়। সর্ব্বগুহ্যতম বলিয়াই 'পরম' নিজকৃত তাদৃশ উপদেশ শ্রবণে অর্জ্জুনকে প্রবর্ত্তিত করিবার কারণ বলিতেছেন,—তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় হইতেছ। পরম বিশ্বস্ত আমার এই বাক্য তোমার অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের তাৎপর্য্য। তিনি নিজে তাদৃশ রহস্য কেন প্রকাশ করিতেছেন, তাহার কারণ বলিতেছেন—'তত' ইত্যাদি। 'তত' অর্থাৎ তাদৃশ প্রিয় বলিয়াই এই প্রকার বাক্যে অর্জ্জুনের ঔৎসুক্যকে উচ্ছলিত করিয়া সেই গুহ্যতম বাক্য কি, তাহা জানিবার অপেক্ষায় প্রেম শ্রু সহকারে কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিত অর্জ্জুনকে বলিলেন—'মন্মনা ভব' ইত্যাদি। তোমার মিত্ররূপে সাক্ষাতে এই স্থানে অবস্থিত যে আমি (শ্রীকৃষ্ণ), সেই আমার প্রতি মনোনিবেশ কর। মদ্ভক্ত—একমাত্র মৎপরায়ণ হও। সকল বাক্যে 'মৎ' শব্দের পুনঃ পুনঃ উক্তি দ্বারা আমার ভজনেরই নানা প্রকারে বার বার অনুষ্ঠান করিবে, ঈশ্বর তত্ত্বমাত্রের নহে, ইহা বুঝাইতেছে। সাধনার অনুরূপ ফল বলিতেছেন—আমাকেই পাইবে। এ স্থলে এই "এব" কারের দ্বারাও নিজের (শ্রীকৃষ্ণের) সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব সূচিত হইল। অর্থাৎ অন্যের কথা কি বলিব সাক্ষাৎ আমাকেই পাইবে।

গীতার শ্লোকের 'সত্যং তে' এই উক্তি দ্বারা (সাধনের ফলস্বরূপ আমার প্রাপ্তি বিষয়ে) আমি তোমার নিকটেই শপথ করিতেছি, এই উক্তি দ্বারা (শ্রীকৃষ্ণের) প্রণয়বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে। "সর্ব্বগুহ্যতম" ইত্যাদি বাক্যার্থ সমূহের পুষ্টির নিমিত্ত পুনর্বার অতিশয় কৃপাপূর্ব্বক বলিতেছেন—'প্রতিজ্ঞা করিতেছি'। 'নানা প্রতিবন্ধক হেতু বিক্ষিপ্তচিত্ত আমার, তোমার প্রতি চিত্তের একাগ্রতা ইত্যাদি কিরূপে সিদ্ধ হইবে?' অর্জ্জুনের এইরূপ প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিলেন—'সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া' ইত্যাদি। সর্ব শব্দের দ্বারা সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য ধর্ম পর্য্যন্ত বিবক্ষিত হইয়াছে। 'পরি' শব্দ দ্বারা সেই সকল ধর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ অর্থাৎ অনুষ্ঠান পরিত্যাগও সমর্থিত

হইয়াছে (ফল ত্যাগ নহে)। এখানে পাপ শব্দের অর্থ—প্রতিবন্ধ (অধর্ম নহে), ভগবানের আজ্ঞায় কর্ম পরিত্যাগ করিলে পাপের উৎপত্তি হইতে পারে না। তাহাই ব্যতিরেকে (নিষেধমুখে) দৃঢ় করিতেছেন 'মা শুচঃ''—শোক করিও না। 'ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ সচ সত্তমঃ', 'ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরেঃ' ইত্যাদি ভাগবত-পদ্য ইহার অনুরূপ তাৎপর্য্যপর।

এই গীতা গ্রন্থের—"যাহাদের জন্য শোক করা উচিত নহে, তাহাদের জন্য শোক করিতেছ, আবার পণ্ডিতের মত কথা বলিতেছ, মৃত বা জীবিতের নিমিত্ত পণ্ডিতগণ শোক করেন না" ইত্যাদি (২।১১ সংখ্যক) আরম্ভ বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের পাণ্ডিত্যের অভাব ব্যক্ত করিয়া 'শোক পরিত্যাগ পূর্বক আমার উপদেশই গ্রহণ কর' এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাই বক্তা শ্রীকৃষ্ণের আকাঙ্ক্ষিত। শ্রীগীতায় যোগাদি বিষয়ের উপদেশ দানের প্রয়োজণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর—তারতম্য (ভাল মন্দ) জ্ঞানের জন্যই বহুপ্রকার উপদেশ করা হইয়াছে ও বহু প্রকার উপদেশের পর সর্বধর্ম্মান্ ইত্যাদি মহতী সমাপ্তি বাক্যে বর্ত্তমান এই উপদেশের উৎকর্ষ নির্দ্দেশ করিয়া, 'শোক পরিত্যাগ পূর্ব্বক তুমি এই উপদেশই গ্রহণ কর' এইরূপ অভিপ্রায় শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমের ও শেষের বাক্য—দুইটি এক অর্থে প্রবৃত্ত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে প্রবৃত্তি প্রদানেই তাৎপর্য্যবিশিষ্ট হইয়াছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজনের শ্রেষ্ঠত্ব নির্দ্দেশ করায় শ্রীগীতানুসারে শ্রীকৃষ্ণের আধিক্য সিদ্ধ হইল।

বৈষ্ণবাবজ্ঞা সাধনের প্রধান অন্তরায়

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৮২ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীল ঠাকুর হরিদাস, রায় রামানন্দ, রঘুনাথ দাস গোস্বামী, নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়, শ্যামানন্দ প্রভু প্রভৃতি ত্রিভুবনপাবন মহাশক্তি ভগবৎ পার্ষদ ত দূরের কথা, সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে সবে হরিভজন আরম্ভ করিয়াছেন, এমন শুদ্ধভক্তিপথাবলম্বী অল্পশক্তি সাধক ভক্তেরও জাতিকুলবিদ্যাবুদ্ধি প্রভৃতির অল্পতা-জন্য কোন প্রকার অবজ্ঞার ভাব অন্তরের অন্তস্তলেও স্থান দিতে হইবে না। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—সাক্ষাৎ শূলপাণি সম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবকেও বৈষ্ণবাবজ্ঞার ফলে অধোগতি লাভ করিতে হয়। পূর্ব্বজন্মের কোন পুণ্যবলে ব্রাহ্মণগৃহে জন্ম হইয়াছে বলিয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করিতে হইবে না। বৈষ্ণবাবজ্ঞাদি দোষ আসিয়া গেলে ইহলোকেই জীবের ভক্তিহীনতা-জন্য সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়, কাম-ক্রোধাদির দাস হইয়া সে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা লোলুপ হইয়া পড়ে, তাহার জড় সংসারাসক্তি বৃদ্ধি পাইতে দেখা যায়, দেহান্তেও সেই পাপকলুষিতচিত্ত ব্যক্তির অতীব তীব্র যাতনাপ্রদ নরকগতি লাভ অবশ্যম্ভাবী হয়। সৌভরী ঋষির ন্যায় মহাযোগীরও ভক্তরাজ গরুড়চরণে অপরাধ-বশতঃ সংসার-ভোগপিপাসা আসিয়া গিয়াছিল। প্রজাপতি দক্ষকে বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর চরণে অপরাধফলে বহু নির্য্যাতন ভোগ করিতে হইয়াছিল। শ্রীগৌরাবতারেও বহু দৃষ্টান্ত দেখা যায়—ভক্তবর শ্রীবাসচরণে অপরাধ-ফলে দেবানন্দ পণ্ডিত ও গোপাল চাপাল এবং ঠাকুর হরিদাস চরণে অপরাধফলে রামচন্দ্র খান ও আরিন্দা ব্রাহ্মণ গোপাল চক্রবর্ত্তী প্রভৃতিকে বহু দুর্গতি ভোগ করিতে হইয়াছে। যে বৈষ্ণবস্থানে যাঁহার অপরাধ

হয়, তিনি ক্ষমা না করিলে তাঁহার নিস্তার নাই। এক বৈষ্ণব চরণে অপরাধ করিয়া অন্য বৈষ্ণবের নিকট এমন কি সাক্ষাৎ ভগবানের নিকট কাঁদাকাটা করিলেও সেই অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি নাই। দুর্ব্বাসা ঋষি পরম ভক্ত মহারাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধ করিয়া ভক্তরক্ষা-ব্রতধারী শ্রীসুদর্শনচক্রদ্বারা কিরূপ নির্য্যাতিত হইয়াছিলেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। স্বয়ং বিষ্ণুর নিকটে গিয়াও ক্ষমা পান নাই, পরিশেষে যাঁহার নিকট অপরাধ করিয়াছিলেন, সেই ভক্তরাজ অম্বরীষের নিকট সম্বৎসর পরে আসিয়া শরণাগত হইলে তাঁহার কৃপায় অব্যাহতি পাইয়াছিলেন।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবচরণে অপরাধী ব্যক্তি যতই না কেন সাধনভজন করুন, উহা অভিনয় মাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, কোটি কোটি জন্মেও ফলদায়ক হয় না। যাঁহাদের একান্ত আনুগত্য কৃষ্ণকৃপা প্রাপ্তির এক মাত্র উপায়, তাঁহাদিগকে উল্লঙ্ঘন করিয়া আবার ভজন সাধন কিসের? "যস্য প্রসাদাৎ ভগবৎপ্রসাদঃ", তাঁহার প্রসাদ উপেক্ষা-করিয়া ভগবৎপ্রসাদ কখনও সম্ভব হইতে পারে না। ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে অবমাননাকারীর কোন প্রার্থনায়ই কর্ণপাত করেন না। শ্রীভগবৎ কৃপা-বঞ্চিত ঐ সকল ভাগ্যহীন জীবের অন্তরে রাক্ষস ও অসুরাদি প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে তত্তৎস্বভাবগ্রস্ত করিয়া জগজ্জঞ্জাল স্বরূপ করিয়া তুলে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরায় রামানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'শ্রেয়ো মধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?'

শ্রীরায় তদুত্তরে কহিলেন—

"কৃষ্ণভক্ত সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥"

শ্রীল সনাতন গোস্বামীকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য।
সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে, সেই বড়, অভক্ত হীন ছার।
কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥
দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
কুলীন, পণ্ডিত, ধনীর বড় অভিমান॥
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তারমধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৮, ৭০-৭১

ভক্তের অনভীপ্সিত স্বর্গাদি ক্ষয়িষ্ণু ফলপ্রদ—কর্ম্ম-জড়স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত যাগ যজ্ঞ তপঃহোম-ব্রতাদিতে ব্রাহ্মণের একচেটিয়া অধিকার থাকায় কর্ম্মিসমাজে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইলেও 'ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা' বিচারে ভক্তিতে মনুষ্য কেন জীবমাত্রেরই অধিকার থাকায় সেই ভক্তিবিশিষ্ট চণ্ডালকুলোদ্ভূত ব্যক্তিও পারমার্থিক সমাজে দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হন আর যাগযজ্ঞাদি কর্ম্মকাণ্ডে প্রচুর নিপুণতা সত্ত্বেও হরিভক্তিহীন ব্রাহ্মণ চণ্ডালেরও অধম হইয়া থাকেন—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ। হরিভক্তি বিহীনশ্চ দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥" বিশেষতঃ কলিযুগে নামযজ্ঞেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ায় সেই সংকীর্ত্তনযজ্ঞে দীক্ষিতেরও শ্রেষ্ঠতা সুতরাং অবশ্য স্বীকার্য্য। নিগমকল্পতরুর প্রপক্ক ফল সর্ব্ববেদান্তসার সর্ব্বশাস্ত্র-মুকুটমণি শ্রীমদ্ভাগবত নাম-সংকীর্ত্তন-বহুল যজ্ঞে ভগবদারাধনার বিচারকেই বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিচার করিয়াছেন—'যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।' 'তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্' বলিয়া 'তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা॥' [ভাঃ ১।২।১৪] তথা 'তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্' [ভাঃ ২।২।৩৬] 'তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা' [ভাঃ ২।১।৫] —এই শ্লোকত্রয়ে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণের প্রাধান্য, তন্মধ্যে আবার 'এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগীনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥' [ভাঃ ২।১।১১] শ্লোকে কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী—সকলের পক্ষেই নাম-সংকীর্ত্তনই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন, ইহাই প্রতিপাদন

করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাই তাঁহার ভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীভগবানের নাম রূপগুণ লীলাদির উচ্চভাষণরূপ কীর্ত্তন মধ্যে নাম-সংকীর্ত্তনেরই অত্যন্ত প্রশস্তি গান করিয়াছেন। "স বৈ পুংসাং পরোধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে। অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" এই শ্লোকে অধোক্ষজ শ্রীভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিকেই জীবমাত্রের পরম ধর্ম্ম এবং তদ্দ্বারাই জীবাত্মার সুপ্রসন্নতা জানাইয়া "এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ। ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ॥' শ্লোকে নামসংকীর্ত্তন-প্রধান ভক্তিযোগকেই আরও স্পষ্ট রূপে জীবমাত্রের পরমধর্ম্ম বলিয়া নিরূপণ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা এই আত্মধর্ম্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই এ সংসারে সর্ব্ববর্ণাশ্রমীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন, সম্মান বা মর্য্যাদা পাইবার যোগ্য। শ্রীকৃষ্ণ ভক্তরাজ উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া 'যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া। জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥' (ভাঃ ১১।২০।৬) এই শ্লোকে মানুষের অধিকার-ভেদে নিঃশ্রেয়ঃ বলিবার অভিপ্রায়ে কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের কথা বলিয়া ভক্তিযোগেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা ও অন্যনিরপেক্ষতা, পরন্তু কর্ম্মজ্ঞানাদির ভক্তিসাপেক্ষত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন 'ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্ম্মমোর্জ্জিতা॥' (ভাঃ ১১।১৪।২০) অর্থাৎ 'হে উদ্ধব, অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানযোগ, ধর্ম্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সাধিতে পারে না। যদিই বা কোন স্থানে পারে, তথাপি আমাতে প্রদীপ্তা ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে, সেরূপ পারে না। অবশ্য প্রীতিমূলা ভক্তিরই সর্ব্বসাধন শ্রেষ্ঠত্ব। শ্রীভগবান্ আরও স্পষ্টভাবে বলিলেন—

"তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥
যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্॥

—ভাঃ ১১।২০।৩১-৩৪

["অতএব মদ্গতচিত্ত মদ্ভক্তিযুক্ত যোগিপুরুষের পক্ষে জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহ সংসারে শ্রেয়ঃসাধনরূপে গণ্য হয় না। কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান, ধর্ম্ম বা অন্যান্য শ্রেয়ঃসাধনসমূহ দ্বারা জগতে যাহা কিছু লব্ধ হয়, মদীয় ভক্ত ভক্তিযোগ দ্বারা অনায়াসেই তৎসমুদয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন এবং যদি কখনও প্রার্থনা করেন, তাহা হইলে স্বর্গ, অপবর্গ, এমন কি বৈকুণ্ঠলোকও লাভ করিয়া থাকেন। (কিন্তু) যেহেতু ধীর সাধু ভক্তগণ কেবল মাত্র আমার প্রতিই প্রীতিযুক্ত, সেই জন্য তাঁহারা মৎকর্ত্তৃকপ্রদত্ত আত্যন্তিক মোক্ষও কোনরূপেই গ্রহণ করেন না।]

বুভুক্ষা ও মুমুক্ষাকে কেন অজ্ঞানতমঃ, কৈতব—কপটতা বা আত্মবঞ্চনা বলা হইয়া থাকে, কেন উহাকে আত্মার অপ্রয়োজনীয় বলা হইয়াছে আর কেনই বা প্রেমকে পরম প্রয়োজন পঞ্চম পুরুষার্থ বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিবার সামর্থ্য বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রে মহাধুরন্ধর পণ্ডিতও লাভ করিতে পারেন না। এই জন্যই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে **কোন ভাগ্যবান্ জীব**। গুরুকৃষ্ণ প্রসাদে পায় ভক্তি-লতাবীজ॥ মালী হঞা করে সেই বীজ আরোপণ। শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সেচন॥ উপজিয়া বাড়ে লতা ব্রহ্মাণ্ড ভেদি যায়। বিরজা, ব্রহ্মলোক ভেদি' পরব্যোম পায়॥ তবে যায় তদুপরি গোলোক-বৃন্দাবন। কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥ তাঁহা বিস্তারিত হঞা ফলে প্রেমফল। ইহাঁ মালী সেচে নিত্য শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি জল॥ যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাতী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে তার শুখি' যায় পাতা॥ তাতে মালী যত্ন করি' করে আবরণ। অপরাধ হস্তীর যৈছে না হয় উদ্গম॥ কিন্তু যদি লতার সঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-

মুক্তি-বাঞ্ছা যত অসংখ্য তার লেখা॥ নিষিদ্ধাচার, কুটীনাটী, জীবহিংসন। লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥ সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি' যায়। স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥ প্রথমেই উপশাখার করয়ে ছেদন। তবে মূল শাখা বাড়ি' যায় বৃন্দাবন। প্রেমফল পাকি' পড়ে মালী আস্বাদয়। লতা অবলম্বি' মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥ তাঁহা সেই কল্পবৃক্ষের করয়ে সেবন। সুখে প্রেমফল-রস করে আস্বাদন॥ এইত' পরম ফল পরমপুরুষার্থ। যাঁর আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ॥"

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার পরম প্রিয়তম শ্রীল রূপ গোস্বামি-পাদকে লক্ষ্য করিয়া এই সর্ব্বশাস্ত্রসার ভক্তিসিদ্ধান্ত কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তসার উপলব্ধি করিয়া যাঁহারা সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে শুদ্ধভক্তিপথাশ্রয় করিবার সৌভাগ্য বরণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের ন্যায় বুদ্ধিমান ভাগ্যবান্ জনগণকে দুর্জ্জাতি-কল্মষদুষ্ট বিচারে হেয়জ্ঞান করার মত মহা অবিচার আর কি থাকিতে পারে? শাস্ত্রে ইহাকে বৈষ্ণবাবজ্ঞা রূপ মহদপরাধ বলিয়াছেন। ইহা হইতে সকলেরই বিশেষ সতর্ক হওয়া আবশ্যক॥

নামভজনই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন, সেই ভজনে যাঁহার যে পরিমাণে নিষ্ঠা বা রুচির উদয় হইয়াছে, তাঁহাতে সেই পরিমাণে বৈষ্ণবতা আসিয়াছে। সেই নামাশ্রিত ভক্তের কনিষ্ঠ, মধ্যম ও উত্তরাধিকার বিচার ত' দূরের কথা, নামভজনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার পূর্ব্বক নাম-ভজনে প্রবৃত্ত হইবার সংকল্প করিয়াছেন, এরূপ ব্যক্তিও সমাদরযোগ্য। তিনি জাতিতে যতই না কেন হীন হউন, তাঁহাকেও জাতিসামান্যে দর্শন—বৈষ্ণবাপরাধ রূপে গণ্য হইবে।

অবশ্য ইহাও আবার বিচার্য্য,—কোন নীচকুলোদ্ভূত বৈষ্ণব দম্ভসহকারে কোন উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে তাঁহার হস্তপাচিত বা স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিবেন না। তাহা করিতে গেলে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর "তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥" —এই উপদেশ অবমাননা-জন্য অপরাধ লিপ্ত হইতে হইবে এবং উহার মর্ম্মার্থ উপলব্ধির বিষয় না হওয়ার জন্য বৈষ্ণবোচিত দীনতার পরিবর্ত্তে দাম্ভিকতা বাড়িয়া গিয়া ভজন সাধন নষ্ট হইয়া যাইবে এবং সমাজেও নানা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইবে। সব সময়েই নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের মহদাদর্শ অনুসরণ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। বৈষ্ণবতা গায়ের জোরে, টাকা পয়সার জোরে বা বিদ্যা-কুলের জোরে লাভ করা যায় না। 'দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান্' এই কথাটি সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। তবে কোন শুদ্ধবৈষ্ণবের অবমাননা হইতে দেখিলে তাহার তীব্র প্রতিবাদ অবশ্যই করিতে হইবে। প্রতিবাদে অসমর্থ ব্যক্তিকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত সেই স্থান ও সেই বৈষ্ণবাপরাধীর সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে হইবে। নতুবা বৈষ্ণবাপরাধকে অগ্রাহ্য করিয়া আত্মসম্মান বা বৈষ্ণবাবজ্ঞাকারীর সম্মান মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিবার জন্য লৌকিক বা ব্যবহারিক বিচারকে বহুমানন করিতে গেলে বৈষ্ণবাপরাধকে প্রশ্রয় দেওয়া হইবে, তাহাতে সর্ব্বনাশ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সাধু সাবধান। 'ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।' দক্ষযজ্ঞে সতীর শিব হেন বৈষ্ণবরাজ পতির নিন্দা শ্রবণে তনুত্যাগ-কথা সকলেরই স্মৃতিপথারূঢ় হওয়া কর্ত্তব্য।

Superiority complex 'বিচারে' আমি উচ্চ বলিয়া অভিমানও যেমন দোষের, আবার Inferiority Complex বিচারে 'আমি নিম্ন' বলিয়া দুঃখবোধও তাদৃশ দোষাবহ। উভয়স্থলেই হিংসা দ্বেষ মাৎসর্য্য প্রবল হইয়া মানুষের হরিভজন ত' দূরের কথা, মনুষ্যত্বকেই লুপ্ত করিয়া দেয়। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত 'নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রঃ নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা। কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দ-পূর্ণামৃতাব্ধের্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ"—এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত না হইতে পারিলে জীবের বৈষ্ণবতা বলিয়া কোন বিচার আসিতে পারে না। উচ্চকুলোদ্ভূত ব্যক্তি-বিশেষ নিম্নকুলোদ্ভূত ব্যক্তিবিশেষকে ঘৃণা করিবে বা উক্ত দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রথম ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত হইবে,

ইহাতে বৈষ্ণবতা ত' দূরের কথা, সাধারণ মানবতারই কোন কথা নাই!

"অসৎসঙ্গ ত্যাগ—এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক অসাধু, কৃষ্ণাভক্ত আর॥" ** এত (বা এই) সব ছাড়ি আর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥" —শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখনিঃসৃত বাণীর মর্ম্মার্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণ বৈষ্ণব-ধর্ম্মাশ্রয় ব্যপদেশে ব্রাহ্মণসজ্জায় সজ্জিত হইয়া যদি ব্রাহ্মণ-হিংসায় প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে তাদৃশ আচরণ অবশ্যই সাধুশাস্ত্র-বিগর্হিত হইবে। তথাকথিত বৈষ্ণবব্রুবের ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষ আর তথাকথিত ব্রাহ্মণব্রুবের বৈষ্ণব-বিদ্বেষ এতদুভয়ই জগদ্ধ্বংসকর বিচার, ইহার মধ্যে ধর্ম্মের 'ধ' ও নাই, আছে কেবল অধর্ম্মেরই তাণ্ডবনৃত্য। করূষাধিপতি পৌণ্ড্রক (ভাঃ ১০।৬৬ অঃ) যেমন যাত্রার দলের কৃষ্ণ সাজার মত বেষভূষা পরিয়া, কৃত্রিম সুদর্শনাস্ত্র ধারণ করিয়া—কতকগুলি অজ্ঞ ব্যক্তির উৎসাহে নিজেকেই কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিল এবং শ্রীকৃষ্ণ-সমীপে এক দূত প্রেরণ করিয়া জানাইয়াছিল যে, সে-ই কৃষ্ণ, আর কাহাকেও কৃষ্ণ থাকিয়া দরকার নাই, সেই প্রাণিগণের হিতার্থ বাসুদেবরূপে অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং দ্বারকাধীশাভিমানী বাসুদেব তাঁহার সমস্ত চিহ্ন পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাহার শরণাপন্ন হউন, নতুবা তাহাকে যুদ্ধ দান করুন। দূতমুখে এই সকল প্রলাপবাক্য শুনিয়া শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ খুব খানিকটা হাস্য করিলেন, পরে দূতকে ঐ ভণ্ড ভণ্ডামি পরিত্যাগ না করিলে পরিণাম কি হইবে, তাহা শুনাইয়া দিয়া কাশীর সমীপে গিয়া তাহাকে তাহার সহায়কারী কাশীরাজের সহিত বধ করিলেন। কৃত্রিম কৃষ্ণ সাজিয়া নিজেকে কৃষ্ণ অভিমানে স্বয়ং কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করিবার ভয়াবহ পরিণামের ন্যায় নিজেকে কৃত্রিম কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণব সাজাইয়া ধরাকে সরা দেখিবার পরিণামও ঐরূপই হইয়া থাকে।

অসৎসঙ্গ ত্যাগ ও ঔপাধিক বর্ণাশ্রম-ত্যাগরূপ অকিঞ্চনতা লাভই শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাক্যের চরম উদ্দিষ্ট বিষয় নহে—"শরণাগতের অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ॥ ** শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ। কৃষ্ণ তাঁরে করে তৎকালে আত্মসম॥" ইহাই প্রকৃত লক্ষ্যীভূত বিষয়। কৃষ্ণপাদপদ্মে শরণাগতি বা আত্মসমর্পণের বিচার বাদ দিয়া যে অকিঞ্চনতা, তাহা ক্রমে ফল্গুত্যাগে পরিণত হইয়া নির্ব্বিশেষবাদকে আবাহন করায়। 'পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে' এই বিচারানুসারে কৃষ্ণৈক-শরণতা যত প্রবল হইতে থাকে, ঔপাধিক বিচার-নিবৃত্তি তত সহজসাধ্য হইয়া পড়ে এবং প্রকৃত বৈষ্ণবতাও তত বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমশঃ সেই ভাগ্যবান্ জীবকে বৈষ্ণবোচিত মাত্র ২৬টি গুণ কেন,—অনন্ত-গুণ-শ্রীবিভূষিত করিয়া তুলে—'কৃষ্ণভক্তে কৃষ্ণগুণ সকলি সঞ্চারে'। কৃষ্ণকার্ষ্ণ প্রীত্যুদয়ে কৃষ্ণকার্ষ্ণৈকশরণতাই প্রকৃত ভজন সাধন। কৃষ্ণ-দাসানুদাসাভিমান যত প্রবল হইতে থাকে, ততই জীবের স্থূলসূক্ষ্ম দেহাত্মাভিমান-জনিত যাবতীয় অসৎসঙ্গ বিদূরিত হয়, শুদ্ধ কৃষ্ণকার্ষ্ণরতি জাগিয়া উঠে। তদবস্থায় দ্বেষহিংসা মাৎসর্য্যাদির স্থান কোথায়? নিজকে বড় বলিয়া জাহির করিবার, জানিবার বা আত্মশ্লাঘা করিবার কোন প্রবৃত্তিই তাঁহাতে থাকে না। তখন চিত্তের কৃষ্ণান্বেষণ-স্পৃহা বলবতী হইয়া প্রাণ অহর্নিশ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদে। সে অবস্থায় কুল-ধন-বিদ্যাদি-জনিত মান-অপমানের প্রতি ভ্রূক্ষেপই থাকে না।

সুতরাং বর্ণ ও আশ্রমগত ধর্ম্মে অত্যাসক্তি বা অতিবিরক্তি শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কথা নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মে কৃষ্ণৈক-শরণতা-ক্রমে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণেন্দ্রিয়-তর্পণ-তাৎপর্য্য-মূলক বিশুদ্ধ আত্মধর্ম্ম বা কৃষ্ণকার্ষ্ণানুশীলন-প্রবৃত্তি প্রবলা থাকায় বর্ণাশ্রমাদি ঔপাধিক বিচারে বিরক্তি বা ঔদাসীন্য তাহাতে স্বাভাবিকই হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত ব্যক্তির ব্রাহ্মণোচিত সম্মান-প্রাপ্তিলালসা-মূলে যে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণের অভিনয়, উহা কোন অভিসন্ধি মূলক হওয়ায় উহাকে 'অন্যাভিলাষিতা' রূপ ভক্তিবহির্ম্মুখতাই বলা হইয়া থাকে। অব্রাহ্মণের বৈষ্ণবতার আবরণে ব্রাহ্মণ

হইবার সথ বা ব্রাহ্মণব্রুবের তাদৃশ বৈষ্ণবব্রুবগণের প্রতি হিংসার সহিত অমানী মানদ শুদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মের কোন সম্পর্ক নাই। বৈষ্ণবকে অবৈষ্ণব বলা বা তাঁহাদিগকে প্রাকৃত জাতিকুলাদি সাম্যে দর্শনও যেমন অপরাধ, অবৈষ্ণবকে আবার বৈষ্ণবোচিত সম্মানে ভূষিত করা—লাভ পূজা প্রতিষ্ঠাদি প্রদান করাও তেমনই অপরাধ। অতএব জীব তাঁহার নিত্য স্বরূপগত ধর্ম্ম নিত্যকৃষ্ণদাস্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া সাধুগুরুচরণাশ্রয়ে তদুপদেশ অনুসারে কৃষ্ণকার্ষ্ণানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলেই বৈষ্ণবাবজ্ঞারূপ মহদপরাধের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবেন। "অসাধুসঙ্গে ভাই নাম নাহি বাহিরায়। নাম বাহিরায় বটে, নাম কভু নয়॥ কভু নামাভাস, সদাই—নামাপরাধ। ইহা ত' জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ॥ যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-বাঞ্ছা দূরে পরিহর॥"

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

—এই সকল মহাজনবাক্যানুসারে ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিকামী ভক্তিহীন কর্ম্মী-জ্ঞানী-যোগীর সঙ্গ হইতে ভক্ত সর্ব্বদাই পৃথক্ থাকেন।

গুণবিচারে ব্রাহ্মণ সত্ত্বগুণপ্রধান, ক্ষত্রিয়ের রজঃ-প্রধান সত্ত্ব, বৈশ্য রজস্তমোগুণযুক্ত এবং শূদ্র তমঃ প্রধান। সত্ত্বপ্রধান এবং তদুচিত শমাদি গুণোপেত বলিয়া সমাজে ব্রাহ্মণেরই প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে এবং সেই জন্য বর্ণানাং ব্রাহ্মণোগুরুঃ। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারি আশ্রমের মধ্যে জড়বিষয়াসক্তি-শূন্যতা-হেতু তুরীয় সন্ন্যাসাশ্রমেরই প্রাধান্য স্বীকৃত। কিন্তু শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী 'য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্ম-প্রভবমীশ্বরং ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ' এই ভাগবতীয় বিচার প্রদর্শন পূর্ব্বক কহিলেন—"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বকর্ম্ম করিতেও রৌরবে পড়ি মজে॥" ভক্তের কৃষ্ণ-ভজনই চরম লক্ষ্য হওয়ায় তিনি বর্ণ ও আশ্রমের শ্রেষ্ঠতা বা নিকৃষ্টতা লইয়া ব্যস্ত হন না। "যেই ভজে সেই বড়, অভক্তহীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতিকুলাদি বিচার॥" ইহাই ভক্তের বিচার-বৈশিষ্ট্য।

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেনকথাসু চ। নোৎ-পাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥" (ভাঃ১।২।৮) অর্থাৎ মানবগণের বর্ণাশ্রমপালনরূপ স্বধর্ম্ম সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও যদি তাহা কৃষ্ণ-কার্ষ্ণ-কথায় রত্যুদয় না করায়, তাহা হইলে তাহা বৃথা শ্রম মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। "অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ। স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্ম্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্॥" (ভাঃ ১।২।১৩) অর্থাৎ "অতএব হে শৌনকাদি ঋষিগণ, বর্ণাশ্রমবিভাগক্রমে মানবগণের উত্তমরূপে পালিত ত্রিবর্গান্তর্গত স্বধর্ম্মের চরম ফল শ্রীহরির সন্তোষ।" ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা ভক্তিব্যতীত কর্ম্মমার্গের শ্রমত্ব, 'শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো' (ভাঃ ১০।) "নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতম্" (ভাঃ ১০।) ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তি ব্যতীত জ্ঞানমার্গের এবং "পুরেহ ভূমন্ বহবোঽপি যোগিনঃ" (ভাঃ ১০।১৪) ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তিব্যতীত যোগমার্গের শ্রমমাত্রত্ব দর্শিত হইয়াছে। আবার কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি মিশ্রিতা ভক্তি হইতে শুদ্ধা-ভক্তিরই আত্মপ্রসাদকত্ব সূচিত হইয়াছে। সুতরাং 'ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তঃ' 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' 'সংসিদ্ধির্হরিতোষণং' গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ', 'কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ' মন্ত্রে দীক্ষিত কৃষ্ণৈকশরণ ভক্তের কৃষ্ণানুশীলননৈরন্তর্য্যে বর্ণাশ্রমাদি ঔপাধিক বিচারাপেক্ষা থাকে না। তাই বলিয়া তিনি বেদপ্রণিহিত পুরাণেতিহাসাদি সংস্তুত বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অপ্রয়োজনীয়তা অস্বীকারও করেন না। তত্তদধিকারীর জন্য তাহার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য্য—"তাবৎকর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥" ভগবৎকথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধোদয়ে শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যজনযাজন ব্যতীত ভক্তের অন্য কোন কর্ম্মস্পৃহা থাকে না; সুতরাং ভক্ত তদধিকার-সম্মত সর্ব্বধর্ম্মসারাৎসার—নিরন্তর কৃষ্ণানুশীলনরত থাকেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে বর্ণাশ্রমোচিত-ধর্ম্মের প্রয়োজনীয়তা

না থাকিলেও সাধারণ জনসমাজে উহার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করিলে সমাজে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী হয়। আধুনিক মনুষ্যসমাজে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ যে সকল দুর্নীতি প্রবল হইতে প্রবলতর হইয়া উঠিয়াছে, আহার-বিহার, খাদ্যাখাদ্য, আচার-বিচারাদি সমস্তই লুপ্ত হইতে বসিয়াছে; অসবর্ণ বিবাহ, অবৈধ যৌনসম্বন্ধাদি বিবিধ সমাজ-বিধ্বংসী বিচার যেরূপ ক্রমশঃই বীভৎসাকৃতি ধারণ করিতেছে, তাহাতে মনুষ্যসমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী সজ্জনসমাজ খুবই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ আহারাদি সম্বন্ধে সমানধর্ম্মী স্বগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা করিলেও আধুনিক বহির্ম্মুখ সমাজের একাকারিতাকে কখনই প্রশ্রয় দেন না। যোগিগণের পক্ষেও বিপরীত চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হস্তস্পৃষ্ট বা হস্তপাচিত অন্নজলাদি গ্রহণ সম্বন্ধে যোগশাস্ত্রেও বিশেষ-ভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে। উহাতে যোগারুরুক্ষু ব্যক্তির চিত্তচাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাইয়া যোগমার্গচ্যুতি সংঘটিত হয়। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ। আহারাদির সহিত চিত্তের শুদ্ধাশুদ্ধি সংঘটনের বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। বেদও বলিয়াছেন—'আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবাস্মৃতিঃ।' এজন্য ব্রাহ্মণ বর্ণশ্রেষ্ঠ হইলেও ভক্তিহীন ব্রাহ্মণের হস্তস্পৃষ্ট বা পাচিত অন্নজল শুদ্ধভক্তগণ সমাদর করেন না। পরন্তু 'তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্' বিচারানুসরণে ভক্তের ভক্তি-সহকারে ভগবদর্পিত দ্রব্যকে ভগবৎপ্রসাদ জ্ঞানে ভক্তগণ পরমাদরে সম্মান করেন। নতুবা বৈষ্ণবাবজ্ঞা আসিয়া পড়ে। অনেক সময়ে ভক্তিশাস্ত্রসম্মত হইলেও সমাজবিগর্হিত আচরণে অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর কুলোদ্ভূত বৈষ্ণবান্নগ্রহণে সমস্যা উপস্থিত হইলে সে-ক্ষেত্রে পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজন, নিত্যারাধ্য গুরুপাদপদ্ম বা তন্নিজজন শুদ্ধ বৈষ্ণবের মহদাদর্শ অনুসরণীয়। যে কোন সঙ্কটাপন্ন অবস্থাই হউক অন্তরের অন্তস্তলেও বৈষ্ণবাবজ্ঞা যাহাতে কোন প্রকারেই স্থান না পাইতে পারে, তৎপ্রতি বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। বৈষ্ণবাবজ্ঞা সাধনের বিশেষ অন্তরায়।

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামিপ্রভু তাঁহার মনঃশিক্ষে-কাদশকের

> "গুরৌ গোষ্ঠে গোষ্ঠালয়িষু সুজনে ভূসুরগণে
> স্বমন্ত্রে শ্রীনাম্নি ব্রজনবযুবদ্বন্দ্বশরণে।
> সদা দম্ভং হিত্বা কুরু রতিমপূর্ব্বামতিতরা-
> ময়ে স্বান্তর্ভ্রাতশ্চটুভিরভিযাচে ধৃতপদঃ॥"

—এই প্রথম শ্লোকে শ্রীগুরুদেবে, ব্রজবনে, ব্রজভূমি-বাসিজনে, বৈষ্ণবে, ব্রাহ্মণগণে, নিজ ইষ্টমন্ত্রে, মহামন্ত্র নামে এবং জীবমাত্রের চরম পরম আশ্রয় ব্রজনবযুবদ্বন্দ্ব শ্রীশ্রীগান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিচরণারবিন্দে সর্ব্বদা দম্ভ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অতি শীঘ্র অপূর্ব্বা রতি বিধানার্থ নিজ মনকে শতশত কাকূক্তিদ্বারা প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন। মন, তোমার দুটি পায়ে ধরি, তুমি কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে রতি বিধান কর। শ্রীদাসগোস্বামি-পাদের নিজ মনকে উপলক্ষ্য করিয়া এই শিক্ষা আমাদের সকলেরই অনুসরণযোগ্য। ভক্তিসিদ্ধান্তবিৎ ভজনবিজ্ঞ বৈরাগ্যবান্ সদাচারনিষ্ঠ প্রভৃতি সর্ব্বসদ্গুণসম্পন্ন হইয়াও "সর্ব্বোত্তম হইলেও আপনারে হীন করি মানে" এই বিচারানুসারে বৈষ্ণব সর্ব্বদা নিরভিমান থাকেন, "তৃণাদপি সুনীচেন" ইত্যাদি শ্রীমুখোক্ত উপদেশ সর্ব্বক্ষণ তাঁহার হৃদয়ে জাগরূক থাকে। "আমি ত' বৈষ্ণব এবুদ্ধি হইলে অমানী না হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি' হৃদয় দূষিবে হইব নিরয়গামী॥ নিজে শ্রেষ্ঠ জানি উচ্ছিষ্টাদি দানে হবে অভিমান ভার। তাই শিষ্য তব থাকিয়া সর্ব্বদা না লইব পূজা কার॥" এই বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বৈষ্ণব অমানী মানদ হন। 'গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ' এই স্বরূপাভিমান প্রবল হইলে জাতি কুল ধন বিদ্যা তপস্যাদিজনিত মদ আর তাঁহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়া তাঁহাকে ভক্তি-পথভ্রষ্ট করিতে পারে না। তাঁহার হৃদয় সর্ব্বক্ষণ দৈন্য-ভারাক্রান্ত থাকে, তিনি অন্তরে বাহিরে নিষ্কপট হন, অন্তরে দম্ভ, বাহিরে দৈন্যের অভিনয়-দ্বারা স্বপরবঞ্চনারূপ কুটিলতা তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলেও স্থান পাইতে পারে

না। শ্রীভগবানে যাঁহার সুনির্ম্মলা রতিমতির উদয় হইয়াছে, যিনি ভজনানন্দে মগ্ন থাকিবার সৌভাগ্য পাইয়াছেন, 'কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ' বলিয়া যাঁহার হৃদয় অনুক্ষণ কৃষ্ণান্বেষণ রত হইয়াছে, 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া সত্য সত্যই (লোক দেখান নহে) যিনি প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে পারিতেছেন, তিনিই গীতোক্ত "নির্দ্বন্দ্ব, নিত্যসত্ত্বস্থ, নির্যোগক্ষেম, আত্মবান্" হইয়া ত্রিভুবনপাবন বৈষ্ণবত্ব লাভ করিয়াছেন। ত্রিগুণান্তর্গত মান অপমানাদি বোধজনিত কোন কলুষিত বিচার তাঁহার অন্তরে স্থান পাইতে পারে না। 'প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ভূমৌ আ-শ্ব-গোখর-চণ্ডালাৎ' এই ভাগবতীয় বিচার তাঁহাতে স্বতঃ স্ফূর্ত্ত হইয়াছে। 'এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম সবারে প্রণতি'—এই বৈষ্ণবাচারে তিনি স্বতঃপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এহেন মহান আদর্শে বৈষ্ণবাবজ্ঞা ত' দূরের কথা, সাধারণ জীবাবজ্ঞাও স্থান পাইতে পারে না। 'জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান' শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাক্যের বাস্তব মর্য্যাদা তাঁহাকর্ত্তৃকই সর্ব্বতোভাবে সংরক্ষিত হয়। ঈদৃশ মহদাদর্শ সাধকমাত্রেরই অনুসরণীয় হইলে বৈষ্ণবকৃপায় ভক্তিরসামৃতাস্বাদন সৌভাগ্য লাভ হইতে পারে।

উড়িষ্যায় প্রচার-সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব

[উদালা মঠে বিশেষ অনুষ্ঠান]

উড়িষ্যা প্রদেশের অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জ জেলার মহকুমা উদালা সহরে বৈদ্যুতিক আলো সরবরাহের সাব-ষ্টেসনের উদ্বোটন কার্য্য উড়িষ্যা ষ্টেট্ ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ডের চেয়ারম্যান শ্রীপ্রাণনাথ মহান্তি, আই-এ-এস্ কর্ত্তৃক বিগত ১৭ই ভাদ্র, ৩রা সেপ্টেম্বর শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত দিবস—শ্রীরাধাষ্টমী তিথি। উদালাস্থিত শ্রীবার্ষভানবী দয়িত গৌড়ীয় মঠেও ঐ তিথিতে সর্ব্বপ্রথম বৈদ্যুতিক আলো প্রজ্জ্বলিত হয়। এতদুপলক্ষে শ্রীমঠে সন্ধ্যায় বিরাট ধর্ম্মসভার আয়োজন হয়। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য উদালা মঠের সভ্যগণ কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া কলিকাতা হইতে ১৫ই ভাদ্র, ১লা সেপ্টেম্বর বুধবার যাত্রা করতঃ পরদিবস অপরাহ্ণে উদালা মঠে শুভ-পদার্পণ করেন। উক্ত ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'শ্রীভাগবত ধর্ম্ম ও শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা বৈশিষ্ট্য' এবং চেয়ারম্যান শ্রীপ্রাণনাথ মহান্তি 'ভারতীয় কৃষ্টি' সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ব্যাখ্যা ও শ্রীমহান্তি মহাশয়ের সদৃষ্টান্ত ভারতীয় কৃষ্টিতে অন্যান্য কৃষ্টির সমন্বয় প্রদর্শন মুখে মধুর ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীক্ষীরোদশায়ী ব্রহ্মচারীর মূল গায়কত্বে ভাষণের আদি অন্তে সুললিত কীর্ত্তন হয়। স্থানীয় প্রায় দেড় সহস্র নরনারী ও ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর প্রভৃতি বিভিন্ন জেলা হইতে আগত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ময়ূরভঞ্জ জেলাধীশ শ্রীজ্ঞানেন্দ্র নাথ মহান্তি, ময়ূরভঞ্জ জেলা-পরিষদের চেয়ারম্যান শ্রীঅজয় কুমার দাস, উড়িষ্যা প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের সুপারিন্টেণ্ডিং ইঞ্জিনিয়ার শ্রীশশিভূষণ মহান্তি, বালেশ্বরের ইলেক্ট্রিক্যাল এক্জিকিউটিভ্ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীনিরঞ্জনকুমার দাস, ডিষ্ট্রিক্ট্ পাব্লিক রিলেসন্স্ অফিসার শ্রীশিশির কুমার পাণিগ্রাহী, উদালা কলেজের প্রেসিডেন্ট শ্রীগঙ্গাধর জানা, কপ্তিপদা পঞ্চায়তি সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীজয়চন্দ্র পাত্রী, উদালা কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীপ্রভাকর

মহাপাত্র, য়্যাড্ভোকেট্ শ্রীজ্ঞানরঞ্জন ভোল, য়্যাড্ভোকেট্ শ্রীজয়কৃষ্ণ পরিড়া, য়্যাড্ভোকেট্ শ্রীগৌরমোহন বেহেরা, য়্যাড্ভোকেট শ্রীগদাধর ঢোল, য়্যাড্ভোকেট্ শ্রীকৈলাস চন্দ্র সাহু, কণ্টিপদার এস্-ডি-ও শ্রীরাজ কিশোর পট্টনায়ক, কণ্টিপদার সাব-ডিভিসনাল ম্যাজিষ্ট্রেট্ শ্রীজগদীশ চন্দ্র নায়ক, রেভিনিউ অফিসার শ্রীবসন্ত কুমার চোপদার, তহ্শীলদার শ্রীলডুকেশ্বর সাহু, য়্যাসিষ্ট্যান্ট সার্জ্জেন শ্রীভগবান্ পণ্ডা, ফরেষ্ট বিভাগের য়্যাসিষ্ট্যান্ট কন্জারভেটার শ্রীরেণুকানিধি সাহু বি-ডি-ও, এতদ্ভিন্ন ডেপুটি ইন্সপেক্টর অব স্কুল কলেজের প্রফেসর, স্থানীয় দুইটী হাই স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীগণ, স্থানীয় পুলিশ অফিসার প্রভৃতি। উক্ত দিবস বক্তৃতান্তে রাত্রিতে প্রায় দুই শত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে মঠে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর শনিবার স্থানীয় ডিগ্রী কলেজে, অধ্যক্ষ, অধ্যাপকবৃন্দ, ছাত্র, ছাত্রী এবং সহরের বহু উকিল, অফিসার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের এক বিরাট সমাবেশে শ্রীল আচার্য্যদেব ভাষণ প্রদান করেন। অধ্যাপক, উকীল ও ছাত্রগণের তরফ হইতে বহুবিধ বিষয়ে জানিতে চাহিলে এস্-ডি-ও শ্রীপট্টনায়ক তন্মধ্য হইতে দশটী প্রশ্ন লিখিতভাবে উপস্থাপিত করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব শাস্ত্র প্রমাণ ও সুযুক্তির দ্বারা উক্ত প্রশ্নগুলির সুসমাধান করিয়া দেন। বক্তৃতা ও আলোচনায় প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সময় অতিবাহিত হয়।

পরদিবস ৫ই সেপ্টেম্বর রবিবার প্রাতে স্থানীয় সরকারী উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে ভারতের প্রেসিডেণ্ট ডক্টর শ্রীরাধাকৃষ্ণনের জন্ম তিথি উপলক্ষে গুরু-দিবস পালনে অয়োজিত এক বিশেষ সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব 'গুরুতত্ত্ব' সম্বন্ধে সভাপতির অভিভাষণ প্রদানকালে বলেন—"পূর্ব্বে আমাদের দেশে গুরু-শিষ্য, অধ্যাপক-ছাত্রের মধ্যে যে মধুর প্রীতি সম্বন্ধ ছিল আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে তাহার অভাব লক্ষিত হয়। কতকটা বৈশ্যবৃত্তিগত মনোভাবের দ্বারা আধুনিক অধ্যাপনাকার্য্য পরিচালিত হইতেছে। অধ্যাপিত ও অধ্যাপকের সঙ্গে 'ফেল কড়ি মাখ তেল' রূপ বণিগ্বৃত্তিগত সম্বন্ধের পরিবর্ত্তন না হইলে শিক্ষা পদ্ধতির প্রকৃত উৎকর্ষতা সাধন সম্ভব হইবে না। হিতকর্ত্তা ও জ্ঞানপ্রদাতা গুরু অথবা অধ্যাপকের প্রতি ছাত্র অথবা শিষ্যের যেমন কৃতজ্ঞতা, মর্য্যাদাবোধ, শ্রদ্ধাভক্তি থাকা কর্ত্তব্য তদ্রূপ গুরু বা অধ্যাপকেরও শিষ্য বা ছাত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ ও তাহার মঙ্গল বিধানের জন্য নিষ্কপট প্রচেষ্টা থাকা আবশ্যক। অধ্যাপক অর্থলোলুপ বা দুরাচারী হইলে এবং ছাত্র দুর্বিনীত ও অধ্যাপকের মর্য্যাদা লঙ্ঘন-কারী হইলে শিক্ষার ফল বিপরীত হইবে। ঐরূপ শিক্ষার দ্বারা সমাজের শৃঙ্খলা নষ্ট ও শান্তি ব্যাহত হইতে বাধ্য। অধ্যাপক ও ছাত্র পরস্পরের নিজ নিজ কর্ত্তব্য যথাযথ-রূপে পালন করিতে পারিলেই শিক্ষার মান উন্নত এবং উহার দ্বারা সমাজের প্রকৃত কল্যাণ সাধিত হইতে পারিবে। শিক্ষার মাধ্যমেই মানব চরিত্র গঠিত হয়। দুষ্ট শিক্ষার দ্বারা দুষ্ট মানবের যে গোষ্ঠী তাহাতে প্রকৃত শৃঙ্খলা, শান্তি লাভের আশা কোথায়? স্বাধীন ভারতের কর্ণধারগণের শিক্ষা-বিষয়ে এজন্য সর্ব্বাগ্রে বিশেষভাবে অবহিত হওয়া কর্ত্তব্য। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ প্রবর্ত্তিত শিক্ষাপদ্ধতির তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া তাহা আধুনিক কাঠামোতে প্রবর্ত্তন করিতে পারিলেই আমরা ভবিষ্যতে সুনিয়ন্ত্রিত বলিষ্ঠ সমাজ লাভ করিতে পারিব।" প্রথমে ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক লিখিত প্রবন্ধ পাঠ ও ভাষণ প্রদানের পর উক্ত সভায় ডেপুটী ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ ও এস্, ডি, ও, শ্রীরাজেশ্বর পট্টনায়ক স্বল্পক্ষণ ভাষণ প্রদান করেন। সর্ব্বশেষে প্রধান শিক্ষয়িত্রী সমাগত সকলকে ধন্যবাদ ও সভাপতি মহোদয়কে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন ও কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করেন।

৫ই ও ৬ই সেপ্টেম্বর উদালা মঠে দুইটী সান্ধ্য ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের সর্ব্বশাস্ত্র-শিরোমণিত্ব এবং একমাত্র বিশুদ্ধ ভক্তিই শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। সভায়

সমুপস্থিত বহু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ ধর্মতত্ত্বের অতি গূঢ় বিষয়গুলির সহজ ও সরল ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হন।

ময়ূরভঞ্জ জেলাসদর বারিপদা কলেজের দর্শন সংসদের বিশেষ আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব ৭ই সেপ্টেম্বর উদালা হইতে বারিপদায় শুভপদার্পণ করিয়া তথাকার প্রসিদ্ধ ব্যক্তি শ্রীসারদাপ্রসাদ ত্রিপাঠীর আতিথ্য স্বীকার করতঃ তাঁহার গৃহে অবস্থান করেন। বারিপদার প্রচার-সংবাদ 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। উহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

[১৩ই সেপ্টেম্বর সোমবার 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার (মফস্বল সংস্করণে) প্রকাশিত—নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত।]

বারিপদা কলেজে অনুষ্ঠান

"বারিপদা ১২ই সেপ্টেম্বর—বারিপদায় সম্প্রতি 'মহারাজ পূর্ণ চন্দ্র' কলেজের দর্শন সংসদের যে উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয় তাহাতে সহরের বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভাপতি শ্রীমৎ মাধব গোস্বামী উক্ত অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিরূপে বৃত হন। ডক্টর শ্রীবি, বি, জানা বহু ছাত্র ও নাগরিকগণ সমন্বিত উক্ত মহদনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন। সর্ব্বাগ্রে মহারাজ পূর্ণ চন্দ্র কলেজের দর্শন সংসদের সহকারী সভাপতি অধ্যাপক শ্রীহৃদয়ানন্দ রায় অনুষ্ঠানের সম্মানিত অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহার ভাষণে বর্ত্তমান অশান্তি ও বিভ্রান্তির যুগে দার্শনিক প্রশান্ততা ও স্থৈর্য্যের আবশ্যকতার উপর বিশেষ জোর দেন। শ্রীমৎ মাধব গোস্বামী তাঁহার জ্ঞানগর্ভ ভাষণে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনা মূলক বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা পরতত্ত্বের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ তাহা বর্ণন করেন। ডক্টর শ্রীবি, বি, জানা বলেন—দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের দ্বারাই আমরা নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাই। সংসদ সম্পাদক ধন্যবাদ প্রদানের প্রস্তাবনা করেন।"

৮ই সেপ্টেম্বর শ্রীত্রিপাঠীর বাসভবনে সমাগত প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীপরমানন্দ আচার্য্য পদ্মভূষণ ডিষ্ট্রিক্ট ইন্সপেক্টর অব স্কুলস্ প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের নিকট শ্রীল আচার্য্যদেব হরিকথা উপদেশ করেন। শ্রীত্রিপাঠী মহাশয়ের সুমধুর ব্যবহার ও আতিথ্যে শ্রীল আচার্য্যদেব অত্যন্ত প্রসন্ন হন।

অতঃপর ৯ই হইতে ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেব ভুবনেশ্বরে এবং ১৫ই হইতে ২৩শে পর্য্যন্ত পুরীধামে এবং পুনঃ ২৪শে হইতে ২৯শে পর্য্যন্ত ভুবনেশ্বরে অবস্থান করেন। উভয় স্থানে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত শ্রীল আচার্য্যদেবের হরিকথা আলোচনা হয়। উদালা মঠ হইতে শ্রীক্ষীরোদকশায়ী ব্রহ্মচারী সেবাসুন্দর ও শ্রীঅদ্বৈতদাস ব্রহ্মচারী এবং কলিকাতা মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমদনমোহন ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত অবস্থান করেন। পুরীধামে শ্রীবংশীধর দাসাধিকারী, শ্রীগোবর্দ্ধনদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীভববন্ধচ্ছিদ্ ব্রজবাসী শ্রীল আচার্য্যদেব সন্নিধানে অবস্থান করতঃ শ্রীগুরুবৈষ্ণব সেবার সৌভাগ্য বরণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সপার্ষদে ৩০শে সেপ্টেম্বর প্রাতে মেদিনীপুর শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠে শুভ বিজয় করতঃ প্রত্যহ রাত্রিতে মঠে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণকে হরিকথা উপদেশ করিয়াছেন।

খাদ্য-শস্যের ঘাট্‌তি পূরণের উপায়

ভারতে খাদ্যশস্যের মোট পরিমাণের যে অঙ্ক গত ৪ঠা অক্টোবর দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় দেশে খাদ্যশস্যের ফলন ৭॥ কোটি হইতে ৮ কোটি টন। ইহাতে ঘাট্‌তির পরিমাণ দাঁড়ায় আনুমানিক ৬০ হইতে ৭০ লক্ষ টন অর্থাৎ শতকরা মাত্র ১০ ভাগ। এই অঙ্ক যদি মোটামুটি ঠিক বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায় তাহা হইলে ঘাট্‌তির পরিমাণ এমন কিছু মারাত্মক নহে যাহা দেশের জমী হইতে পূরণ হইতে পারে না। পরিতাপের বিষয় এই খাতায়-কলমে পরিকল্পনার বাহ্যাড়ম্বর দেখা গেলেও এবং বক্তৃতার কার্পণ্য না থাকিলেও প্রকৃত কার্য্য (Practical work) আমাদের তদ্রূপ আশাপ্রদ হয় না। আবার যতটুকু বা হয় তাহার মধ্যে যথেষ্ট ত্রুটী থাকে। যদি শস্যের ফলন বৃদ্ধির জন্য আমাদের আন্তরিক ইচ্ছা থাকে এবং তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া থাকি তাহা হইলে ন্যূনকল্পে সত্বর নিম্নলিখিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক।

(১) ক্ষেতচাষ ব্যাপারে অনভিজ্ঞ অফিসারদের পরামর্শের উপর নির্ভর না করিয়া যাঁহারা প্রকৃত চাষ কার্য্য করেন এইরূপ অভিজ্ঞ চাষীদের পরামর্শ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য অথবা অফিসারদের অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শানুসারে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। জলবায়ু ও জমীর পার্থক্য হেতু বিভিন্ন স্থানে চাষের জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয়। প্রত্যেক স্থানের স্থানীয় অভিজ্ঞ চাষীর পরামর্শ লইয়া কার্য্য করা সমীচীন। বিদেশ পর্য্যটন করতঃ তথাকার অভিজ্ঞতা লইয়া স্থানীয় সুবিধা অসুবিধার কথা হৃদয়ঙ্গম না করিয়া একটী ব্যবস্থার সুপারিশ দিতে গেলেই অনেক সময় সুফল হয় না। চাষীদের প্রকৃত সুখ-সুবিধা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞতা বা ঔদাসীন্যই ফসল বৃদ্ধিতে সাফল্য অর্জ্জনের একটী প্রধান অন্তরায়। চাষীদিগকে সর্ব্বতোভাবে উৎসাহ দিতে পারিলে অতি দ্রুত ফসল বৃদ্ধির কার্য্য অগ্রসর হইতে পারিবে বলিয়া দৃঢ় প্রত্যয় হওয়ার যথেষ্ট কারণ ও যুক্তি আছে।

(২) জল সেচন ও নিষ্কাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থার উপর ফসলের ফলন বৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে। সরকার হইতে সেচের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতেছে কিন্তু বিশেষ সুফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে নদীয়া জেলায় সেচের জন্য বহু পুষ্করিণী খনন করিয়া যে অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহাতে জমীতে জল সেচনের কোন প্রকার সহায়তা হয় নাই। পুষ্করিণী হইতে জল উত্তোলন করিয়া জমীতে সেচন করিতে চাষীদের মধ্যে কোনও উৎসাহ দেখা যায় নাই। বৃহৎ গভীর নলকূপ কিংবা নিকটবর্ত্তী নদী হইতে পাম্পিং মেসিনের সাহায্যে পাইপের দ্বারা জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইলে তাহাতে সেচের ব্যবস্থা সুন্দর-রূপে হইতে পারে। স্থানীয় সুযোগ সুবিধানুসারে কোথায়ও বিদ্যুচ্চালিত কোথায়ও বা ডিজিল ওয়েল চালিত পাম্পিং মেসিন বসান যাইতে পারে। এজন্য চাষীদের উপর কোনও জলকর বসান বুদ্ধিমত্তা হইবে না। উক্ত প্রকার সেচের দ্বারা উপকার পাইলে পরে তজ্জন্য কিছু কর দিতেও তাহারা কুণ্ঠিত হইবে না। কিন্তু প্রথমেই কর চাপাইয়া তাহাদিগকে আতঙ্কগ্রস্ত করিলে উক্ত পরিকল্পনা বানচাল হইয়া যাইতে পারে। জল-কর ভীতিই দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ। এতন্নিবন্ধন সরকারকে প্রচুর ব্যয়ের কিঞ্চিৎ ঝুঁকী লইবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে।

(৩) ভারতের জমীতে চাষের জন্য বিপুল অর্থব্যয়ে

Tractor মেসিন ক্রয় করিয়া ভূমিকর্ষণের বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয় না। ছোট ছোট জমী কর্ষণের পক্ষে দেশী হাল অপেক্ষাকৃত উপযোগী। অবশ্য বড় পতিত জমী (ডাঙ্গা ডাহী জমী) কর্ষণের জন্য Tractor এর উপযোগিতা আছে।

(৪) জমীর উর্ব্বরতার জন্য সারের ব্যবস্থা। গোবরের সার সহজলভ্য ও সর্ব্বপ্রকারে হিতকর। বহু স্থানে চাষীগণ গোবর ইন্ধনরূপে ব্যবহার করায় গোবরের সারের অভাব হইয়া পড়ে। তাহাদের ক্রয় সামর্থ্যানুযায়ী কিছু কম মূল্যে তাহাদিগকে কয়লা কিংবা অন্য কোনও প্রকার জ্বালানির ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারিলে এবং গোবরের সার সংরক্ষণের জন্য উৎসাহ প্রদান করিলে প্রচুর গোবর বাঁচিয়া যাইবে। গোবরের জন্য সরকারের তরফ্ হইতে গো-মহিষাদি পশুপালনের বিশেষ ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক, তদ্দ্বারা দুগ্ধেরও অভাব বিদূরিত হইবে। গাভী মাতৃসদৃশ, তাহার উপযুক্ত সেবা হইলে বহু শুভ অনায়াসলভ্য হইবে। এই জন্য ঋষিগণ গো-সেবার মহিমা প্রচুররূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। অকারণ যাহাতে গো-মহিষাদি প্রাণী নষ্ট না হয় তজ্জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া আবশ্যক। গোবর সারের অভাব অন্য উপযুক্ত সারের দ্বারা অবশ্য পূরণ করিতে হইবে। পুরাতন পুষ্করিণীর পঙ্ক জমীর সার হিসাবে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাতে পুষ্করিণী সমূহ সংস্কৃত এবং জমীর উর্ব্বরতা বিধান ও সেচকার্য্যের সহায়তা হইবে।

(৫) গো মহিষাদি পশুসমূহ যাহাতে জমীর ফসল নষ্ট না করে তজ্জন্যও বিহিত ব্যবস্থা অবলম্বনের আবশ্যকতা আছে। এমন কি প্রয়োজন হইলে আইন করিয়া উহা বন্ধ করিতে হইবে। অনেক গৃহস্থ গো-মহিষাদিকে যত্র তত্র ছাড়িয়া দিয়া নিজেরা নিশ্চেষ্ট ও নিশ্চিন্ত থাকে, ইহা দ্বারা ফসলের বহু ক্ষতি হয়। এই জন্য বহু স্থানে ধান্য কাটার পর চাষীগণের অন্য কোনও ফসল উৎপাদনের আগ্রহ দেখা যায় না।

(৬) পতিত জমী চাষের ব্যবস্থা করিতে হইলে উক্ত জমী বিনা সেলামী ও খাজনায় অন্ততঃ তিন বৎসরের জন্য বিলির ব্যবস্থা করিতে পারিলে চাষীরা চাষের জন্য গ্রহণে উৎসাহ-বিশিষ্ট হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অপর একটী প্রস্তাবের প্রতি ভারত সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। ভারতের বহু সহস্র মাইল রেল লাইনের দুই পার্শ্বে চাষোপযোগী বহু জমী আছে, ঐ জমীগুলি চাষের জন্য বিলির ব্যবস্থা হইতে পারে কি? অবশ্য এমন ব্যবস্থা করিয়া বণ্টন করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজন হইলে রেলকর্তৃপক্ষ যখন ইচ্ছা উহা নিজ কার্য্যে ব্যবহার করিতে পারেন। রেল লাইনের দুই পার্শ্বে নিরাপত্তার জন্য যে পরিমাণ জমী রাখা দরকার তাহা বাদে অবশিষ্ট জমীতে রবিশস্য, শাক-সব্জী যেখানে যেরূপ ফসল হওয়া সম্ভব সেরূপ ফসল ফলনের জন্য এক বৎসরের মেয়াদে বিলির ব্যবস্থা হইতে পারে। ইহাতে রেল বিভাগের কিছু আয় হইবে এবং দেশে খাদ্যের অভাবও কিছুটা মিটিবে।

(৭) ধানী আওল বা দোয়েম প্রভৃতি আদি উত্তম শ্রেণীর জমীগুলিকে দোফলা অথবা তিনফলনে পরিণত করিতে হইবে।

(৮) ধান্য আদি রবিশস্য, সব্জী, পাট প্রভৃতির দ্রব্যমূল্য পূর্ব্ব হইতে এক বৎসরের জন্য সরকার কর্তৃক বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক, কারণ চাষীরা উৎসাহের সহিত ফসল বৃদ্ধি করার পর মূল্য অত্যন্ত হ্রাস পাইলে তাহাদের উৎসাহে ভাটা পড়িবে এবং তাহারা পরবর্ত্তীকালে ফসল উৎপাদনে বিরত থাকিলে কিংবা উৎপাদন হ্রাস করিলে পুনরায় অভাব দেখা দিবে। বাংলার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ মহাশয় এক সময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত মায়াপুর পরিদর্শনে যাইয়া দেখিতে পান বাঁধাকপি প্রতি মণ পাঁচ সিকা মূল্যে এবং অন্যান্য সব্জী অত্যন্ত সস্তায় বিক্রয় হইতেছে। তাহাতে তিনি মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন,—আগামী বৎসর সব্জীর দুর্ভিক্ষ হইবে, কারণ চাষীরা ন্যায্য মূল্য না পাইলে উক্ত চাষ বন্ধ কিংবা হ্রাস করিবে। ঠিক তাহাই হইল, তৎপর বৎসর সব্জীর অগ্নিমূল্য হইল। এই জন্য চাষীরা যাহাতে গুরুতররূপে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহাদের কঠোর পরিশ্রম যাহাতে বরবাদ না যায় তজ্জন্য

পূর্ব্ব হইতে প্রত্যেক দ্রব্যের মূল্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়া আবশ্যক। প্রত্যেক স্বাধীন দেশেই এইরূপ করা হয়।

(৯) প্রত্যেক স্কুল কলেজের ছাত্রগণকে তাহাদের স্কুল, কলেজের অব্যবহৃত জমীতে শাকসব্জী আদি ফলনের জন্য উৎসাহিত ও নিয়োজিত করা বহু দিক দিয়া উত্তম ব্যবস্থা। সরকার এই বিষয়ে তৎপর হইয়াছেন জানিয়া আমরা উৎসাহান্বিত হইয়াছি।

দেশে শস্যের প্রাচুর্য্য হইলেও পুনরায় কৃত্রিম ঘাট্‌তির সৃষ্টি হইতে পারে চোরাকারবারী ও অতিমুনাফা-খোরের শয়তানীতে। অতিমুনাফা-লোভী ও চোরাকার-বারীদের অতীব কঠোর হস্তে দমন করিতে না পারিলে খাদ্য-সমস্যার স্থায়ী সমাধান সুদূরপরাহত। দরিদ্র চাষীদের নিকট হইতে আলু প্রভৃতি সস্তা দরে ক্রয় করিয়া ঠাণ্ডা ঘরে গুদামজাত করত ধনলোভীগণ যাহাতে অতিমুনাফা সংগ্রহ করিতে না পারে তজ্জন্য সরকারের কর্ত্তব্য ন্যায্যমূল্যের দ্বারা চাষীদের নিকট ফসল ক্রয় করিয়া উহা সরকারের নিজস্ব ঠাণ্ডাঘরে সংরক্ষণ করা। যাহারা অন্যায় কার্য্য করে এবং যাহারা ঐ অন্যায় কার্য্য সহ্য করত উহার প্রশ্রয় প্রদান করে উভয়ে সমভাবে দোষী। এজন্য শাসকগণের দায়িত্ব অত্যধিক। তাঁহারা প্রতিকারে সমর্থ হইয়াও যদি অন্যায়ের প্রতিকার না করেন তাহা হইলে তাঁহাদের কর্ত্তব্যের ত্রুটী হইবে। শাসকগোষ্ঠীতে দুর্নীতি প্রবেশ করিলে, যাঁহারা রক্ষক তাঁহারাই যদি ভক্ষক হন তাহা হইলে প্রজাগণ কাহার আশ্রয় লইয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে? প্রকৃত ন্যায়পরায়ণ, পরোপকারবৃত্তি-বিশিষ্ট, নিঃস্বার্থপর ও তেজস্বী ব্যক্তিগণের দ্বারাই সুশাসন সম্ভব। এজন্য যোগ্য ন্যায়পরায়ণ মানুষ তৈরীর জন্য সরকারের কর্ত্তব্য ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা বিস্তারের একটী ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করা। এ বিষয়ে পত্রিকার বর্ত্তমান বর্ষের ৬ষ্ঠ সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে আমরা নিবেদন করিয়াছি।

—সম্পাদক

বিরহ-উৎসব

(১)

"শ্রীচৈতন্যবাণী" পারমার্থিক পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক-সঙ্ঘপতি স্বধামগত ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষের (শ্রীপাদ সুজনানন্দ দাসাধিকারী প্রভুর) বার্ষিক পারলৌকিক কৃত্য গত ১লা কার্ত্তিক, ১৮ অক্টোবর সোমবার শ্রীবহুলাষ্টমী তিথিবাসরে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে ডাঃ ঘোষের জ্যেষ্ঠ পুত্র ডাঃ শ্রীবিনয় কুমার ঘোষ কর্ত্তৃক ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বৈষ্ণব-হোম সম্পন্ন করেন। এতদুপলক্ষে ডাঃ ঘোষের পুত্রদ্বয়ের আনুকুল্যে শ্রীমঠে মধ্যাহ্নে বৈষ্ণব ও সজ্জনবৃন্দকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উক্ত দিবস অপরাহ্ণে ২০ নং ফার্ণ প্লেসস্থ তাঁহাদের ভবনে মঠের বৈষ্ণববৃন্দ সংকীর্ত্তন ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্‌পুরী মহারাজ ডাঃ ঘোষের গুণমহিমা প্রচুররূপে কীর্ত্তন করেন।

(২)

"শ্রীচৈতন্যবাণী" মাসিক পত্রিকায় প্রাক্তন সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ গোপীরমণ দাস বিদ্যাভূষণ প্রভুর বার্ষিক পার-লৌকিক কৃত্য বৈষ্ণবহোমসহযোগে তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীকল্যাণ কুমার কর্ত্তৃক কলিকাতাস্থ শ্রীমঠে ২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর মঙ্গলবার সম্পন্ন হইয়াছে। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে ভক্তবৃন্দ মহাপ্রসাদ সম্মান করেন।

বিরহ-সংবাদ

আসাম প্রদেশস্থ কামরূপ জেলার হাউলী নিবাসী মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারীর জননীদেবী শ্রীকুসুমকামিনী বিশ্বাস বিগত ২ আশ্বিন ১৯ সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ণ ৩-৩০ মিঃ এ শতাধিক বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীপূর্ণ চন্দ্র বিশ্বাস শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুকম্পিত গৃহস্থ ভক্ত এবং মধ্যম পুত্র ত্যক্তগৃহ বর্ত্তমানে ত্রিদণ্ড-বেষধারণ-পূর্ব্বক শ্রীপাদ সজ্জন মহারাজ নামে পরিচিত। বৈষ্ণব-বিধানানুসারে তদীয় পারলৌকিককৃত্য সরভোগ মঠের বৈষ্ণবগণ কর্ত্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৭৯ বঙ্গাব্দ—১৩৭১-৭২

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান ঃ— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ

১০ম সংখ্যা

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিপতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাটি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ, ১৩৭২। ২২ কেশব, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ অগ্রহায়ণ, বুধবার; ১ ডিসেম্বর, ১৯৬৫। | ১০ম সংখ্যা

সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মে বৈষ্ণবপাদপদ্মাশ্রয়ই একমাত্র কর্ত্তব্য

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

(পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৯৩ পৃষ্ঠার পর)

"লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যুযাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ॥"
(ভাঃ ১১।৯।২৯)

আমরা মনুষ্য জন্ম পাইয়াছি। এই জন্ম সুদুর্লভ। 'মানুষ্যম্'—মনুষ্য-সম্বন্ধি জন্ম, পশু-পক্ষী-কীট-জন্ম নহে। আবার এমন কোন স্থিরতা নাই যে, পরজন্মেও 'মানুষ' হইব,—ভূত, প্রেত, পশু বা পক্ষীও হইতে পারি। সুতরাং এই জন্মের যে কয়টা দিন পাইয়াছি, তাহা অন্য কার্য্যে লাগাইবার আবশ্যকতা নাই।

'অর্থদম'—'অর্থ'-শব্দে প্রয়োজন, তাহা দানকারী। কিন্তু অসুবিধা এই যে, জীবন—অনিত্য। শীঘ্র শীঘ্র 'অর্থ' অর্থাৎ 'পরমার্থ' অর্জ্জন করিয়া লইতে হইবে। মনুষ্য নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী বলিয়া অভিমান করেন। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ঐরূপ মিথ্যা অভিমানের অন্তর্গত হইবেন না। কেন না, ঐরূপ বিচারকারীর নিকট মনুষ্যজন্মের ক্ষণভঙ্গুরতা উপলব্ধ হইল না। 'অহং'-'মম'-ভাবকারী ব্যক্তির জিহ্বায় হরিনাম উচ্চারিত হন না। নিত্য কৃষ্ণবৈমুখ্য বশতঃ অসুবিধায় পতিত ব্যক্তির অহঙ্কার পরিত্যাগপূর্ব্বক বৈষ্ণবে—সত্য বস্তুতে শরণাগতি ব্যতীত অন্যগতি নাই। হাতী নিজেকে 'হাতী', কুকুর নিজেকে 'কুকুর' বলিয়া অভিমান করে; কিন্তু মানুষ সেরূপ করিবেন না,—নিজের স্বরূপের অভিমান করিবেন।

মহাপ্রভু বলিলেন,—

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে-
র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

আমি প্রাকৃত বুদ্ধিতে বর্ণাভিমানে 'ব্রাহ্মণ' নই, 'ক্ষত্রিয় রাজা' নই, 'বৈশ্য' বা 'শূদ্র' নই, আশ্রমাভিমানে 'ব্রহ্মচারী' নই, 'গৃহস্থ' নই, 'বানপ্রস্থ' নই, 'সন্ন্যাসী' ও নই। কিন্তু প্রোন্মীলিত নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃত-সমুদ্রস্বরূপ 'শ্রীকৃষ্ণের পদকমলের দাসানুদাস' বলিয়া পরিচয় দিই।

যে-দিন সূত-গোস্বামীর নিকট শৌনকাদি ষষ্টি-সহস্র ঋষি শরণাগত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহারা জানিতেন যে, সূত-গোস্বামী—বর্ণসঙ্কর কুলে জাত। ঋষিগণ কিন্তু এই বুদ্ধি ছাড়িয়া বৈষ্ণব-জ্ঞানে তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন। আমাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাণ্ডিত্যের অভিমান, বয়ো-বৃদ্ধির অভিমান, অপরের সহিত তুলনায় আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করায় বটে, কিন্তু এতাদৃশ অভিমান-মত্ত ব্যক্তি-গণের কোনও সুবিধা নাই। এইরূপ ভেদ কথন্ গত হয় তদ্বিষয়ক বিচারে গীতা বলেন,—

"বিদ্যা-বিনয়-সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ॥"

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—'পণ্ডিতো বন্ধ মোক্ষবিৎ।' 'পণ্ডা'—বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধির্যস্য স এব পণ্ডিতঃ। অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তি-দ্বারা জীব 'পণ্ডিত'-শব্দের যে বিচার করেন, বিদ্বদ্রূঢ়ি-বৃত্তিজাত বিচার তাহা নহে।

আমরা এই জগতে পরস্পরের সহিত পরস্পর বিবাদে প্রমত্ত। আবার বিশেষত্ব এই যে, বিবাদে পরাস্ত হইলেও আমরা নিজেদের অহঙ্কার ছাড়ি না,—যে 'অহঙ্কার' আমাদিগকে নরক-পথে লইয়া যায়।

'সম্ভব'—জন্ম। এই মনুষ্য-জন্ম মহা-দুষ্প্রাপ্য, অতএব অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার। জগতে অনন্ত-কোটি জীবের তুলনায় মানুষ সংখ্যায় খুব অল্প। উদাহরণ-স্থলেও দেখা যায় যে, একটী অল্প-পরিসর-যুক্ত স্থানে অসংখ্য কীটের সমাবেশ রহিয়াছে। এমন মনুষ্য-জন্মে অনিত্যতার উপলব্ধি না হইলে মানুষ নিশ্চয়ই মূর্খ, গর্দ্দভেন্দ্র-শেখর।

"যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ॥"

(ভাঃ ১০।৮৪।১৩)

বোতলের ভিতর সুরক্ষিত মধু পাইবার লোভে কাচের বাহিরে অবস্থিত মক্ষিকার ন্যায় পিতামাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত অনিত্য দেহে 'অহং'-অভিমানে অভিমানী ব্যক্তির সহস্র সহস্র চেষ্টায় ভগবদ্দর্শন বা তাঁহার ভক্তের নিকট যাইবার যোগ্যতা নাই। এজগতে জীব অজ্ঞরূঢ়ি-বৃত্তিরদ্বারা চালিত ব্যক্তির নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া নিজের প্রত্যক্ষ বিচারের সাহায্যে নিজের সুবিধা করিতে পারে না।

প্রত্যেক পরমাণুর ভিতর, ত্রসরেণুর ভিতর, শব্দের ভিতর, ধাতুর ভিতর, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণুর ভিতর ভগবান্ বিশ্বম্ভর চৈতন্যবস্তু অবস্থিত। তিনি মূর্খকে তাহার মূর্খতা, পণ্ডিতকে তাঁহার পাণ্ডিত্য পরিত্যাগ করাইয়া আচণ্ডালকে স্বীয় ক্রোড়ে আকর্ষণ করিতেছেন। যাঁহাদের চঞ্চলতা বিনষ্ট হইয়াছে, যাঁহাদের ভোগের বাসনা, বড় হওয়ার আশা, 'সাধু' বলিয়া প্রশংসা পাইবার অভিলাষ নাই, তাঁহারাই তাঁহার কথা শুনিবেন। কিন্তু ঐ সকল বস্তুর প্রার্থীর কর্ণে প্রভুর ডাক পৌঁছিবে না। কিন্তু তাঁহাদেরও জানা উচিত, মৃত্যু যে, অবশ্যম্ভাবী —'অদ্যবাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ॥'

আমরা চৈতন্য-বস্তু। কিন্তু আমরা যখন চেতন হইয়া বৈষ্ণবের নিকট—পরমহংসগণের নিকট উপনীত হইলাম না,—তাঁহাদের কথায় কর্ণ দিলাম না, তখন আমাদের সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইল।

প্রত্যেক মানুষের 'ধীর' হওয়া আবশ্যক। প্রাকৃত চাঞ্চল্য যাহাতে না আসে, সে বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। শ্রেয়ঃ যাহাতে লাভ হয়, মরণের শেষ

মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত জগতের সমস্ত কথা ছাড়িয়া দিয়া অর্থাৎ Summarily reject করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্ভজন করিব। জগতে সকলেই আমার সর্ব্বনাশ করিবার জন্য প্রস্তুত। এই বান্ধবহীন দেশে, 'আত্মীয়'-নামধারী, সকলেই ভগবদ্ভজনের প্রতিকূল। আত্মীয়রূপে একমাত্র বৈষ্ণবের আশ্রয় ছাড়া আর আমাদের উপায় নাই। কোন মানুষের অন্য কোন কাজই করিবার দরকার নাই, —সকলে মিলিয়া কেবলমাত্র ভগবানের সেবকগণের সেবা করুন। বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্য, বল, অর্থ সামর্থ্যেরদ্বারাও সকলেই ভগবানের সেবা করুক। 'তূর্ণং যতেত'— কাল-বিলম্বে অসুবিধায় পড়িতে হইবে।

অবৈষ্ণব-ধর্ম্ম গ্রহণকারীর মঙ্গল নাই। সর্ব্ববিধ মঙ্গল— বৈষ্ণবের পাদপদ্মাশ্রয়কারীর হস্তামলক। অবৈষ্ণবই জন্ম-মরণ-মালা গলায় ধারণ করিয়াছে। হরি-পরায়ণগণের কখনও মাতৃকুক্ষিতে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না। বৈষ্ণবের কথা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবের অলৌকিক অসামান্য পাদপদ্ম-দর্শনের যাঁহার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারও পুনর্জ্জন্ম নাই।

অত্যাহার

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শ্রীমদ্রূপগোস্বামী স্বীয়-কৃত 'শ্রীউপদেশামৃত'-গ্রন্থে এই শ্লোকটি লিখিয়াছেন,—

"অত্যাহারঃ প্রয়াসশ্চ প্রজল্পো নিয়মাগ্রহঃ।
জনসঙ্গশ্চ লৌল্যঞ্চ ষড়্‌ভির্ভক্তির্বিনশ্যতি॥"

এই শ্লোকের গূঢ়ার্থ বিচার করা নিতান্ত প্রয়োজন। যিনি বিশুদ্ধ-ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, তাঁহার এই শ্লোকের উপদেশ পালন করা বিশেষ আবশ্যক। যিনি এই উপদেশ-পালনে যত্ন করিবেন না, তাঁহার পক্ষে হরিভক্তি নিতান্ত দুর্ল্লভ। শুদ্ধভক্তি-লাভের জন্য যাঁহাদের স্পৃহা বলবতী, তাঁহাদের উপকারের জন্য আমরা এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পরিষ্কার করিয়া লিখিতেছি। এই শ্লোকে 'অত্যাহার', 'প্রয়াস', 'প্রজল্প', 'নিয়মাগ্রহ', 'জনসঙ্গ' ও 'লৌল্য'—এই ছয়টি ভক্তি-বাধক বিষয়ের উল্লেখ আছে। এই ছয়টি বিষয় আমরা পৃথক্ পৃথগ্‌রূপে বিচার করিব। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে কেবল 'অত্যাহার'-শব্দটির অর্থ আলোচিত হইতেছে।

অনেকে মনে করিতে পারেন যে, 'অত্যাহার'-শব্দে এস্থলে অধিক ভোজন-মাত্র উদ্দিষ্ট হইয়াছে; বস্তুতঃ
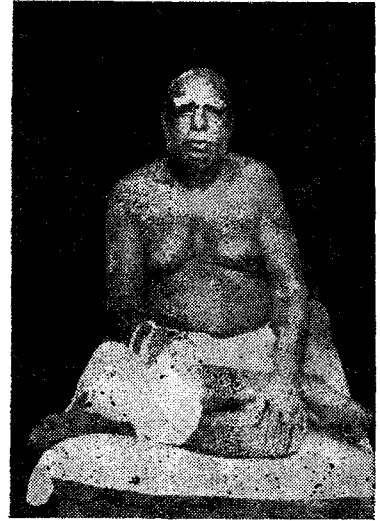
তাহা নয়। 'উপদেশামৃত'-গ্রন্থের প্রথম শ্লোকে এইরূপ লিখিত হইয়াছে,—

"বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং
জিহ্বা-বেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ
সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ॥"

যিনি ধৈর্য্যের সহিত বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ ও উপস্থের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হ'ন, সেই ধীর পুরুষ সমস্ত পৃথিবীকে শাসন করেন। এস্থলে জিহ্বার বেগই—ভোজ্য বস্তুর আস্বাদন-স্পৃহা এবং উদরের বেগই—অধিক-ভোজন-স্পৃহা। দ্বিতীয় শ্লোকে 'অত্যাহার'-শব্দে 'অধিক ভোজন' বুঝিলে সংক্ষিপ্ত সার-সংগ্রহ-গ্রন্থে দ্বিরুক্তি দোষ আসিয়া পড়ে। সুতরাং পরম গম্ভীর শ্রীরূপ গোস্বামীর 'অত্যাহার' শব্দে অন্য তাৎপর্য্য অনুসন্ধান করাই পণ্ডিত পাঠকবর্গের কর্ত্তব্য।

ভোজনই আহার-শব্দের মুখ্যার্থ বটে, কিন্তু ভোজন-শব্দে পঞ্চেন্দ্রিয়ের-দ্বারা বিষয়-ভোগকেও বুঝায়। চক্ষুর্দ্বারা রূপ, কর্ণের দ্বারা শব্দ, নাসিকার দ্বারা গন্ধ, জিহ্বার দ্বারা রস এবং ত্বকের দ্বারা মৃদুতা-কাঠিন্য, উষ্ণ-শীতাদি বিষয়-পঞ্চকের ভোগ বা ভোজন হয়। এরূপ প্রাকৃত-বিষয়ভোগ দেহধারী জীবের পক্ষে অনিবার্য্য। বিষয়-ভোগ ব্যতীত জীবের জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না। বিষয়ভোগ ত্যাগ করিবামাত্র জীবের দেহ-ত্যাগ হয়; সুতরাং বিষয়-ত্যাগ—এই পরামর্শ কেবল কল্পনারূঢ় হইতে পারে, কখনই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীঅর্জ্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন। (শ্রীগীতা ৩।৫-৬),—

> "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
> কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥
> কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
> ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে॥"

কর্ম্ম-ব্যতীত যখন দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহিত হয় না, তখন জীবন-রক্ষক কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য। কিন্তু সেই কর্ম্ম যদি বহির্ম্মুখভাবে করা যায়, তবে মনুষ্যত্ব পরিত্যক্ত হয় এবং পশুত্বের উদয় হয়। অতএব শারীর-কর্ম্ম-সকলকে ভগবদ্ভক্তির অনুকূল করিয়া লইতে পারিলেই 'ভক্তিযোগ' হয়। ভগবান্ আবার বলিয়াছেন (শ্রীগীতা ৬।১৬-১৭, ৫।৮-৯),—

> "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
> ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন॥
> যুক্তাহার-বিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
> যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা॥
> নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
> পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন স্বপন্ শ্বসন্॥
> প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
> ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্॥"

অতি-ভোজন, অত্যল্প-ভোজন, অতিনিদ্রা, অল্প-নিদ্রাদ্বারা যোগ হয় না। কিন্তু যুক্ত-ভোজী, যুক্ত-চেষ্ট, যুক্ত-নিদ্র, যুক্ত-জাগ্রৎ ব্যক্তির যোগ-সিদ্ধি হয়। তাহার প্রকার এই যে, আমার ইন্দ্রিয়সকল ইন্দ্রিয়ার্থে বিচরণ করিতেছে, কিন্তু আমি শুদ্ধ আত্মা এই সকল কার্য্য করি না—এইরূপ বুদ্ধির সহিত বিষয় সকল গ্রহণ করিবে।

এই উপদেশ যদিও জ্ঞানপক্ষে অধিক কার্য্য-প্রবৃত্তি দেখায়, তথাপি ইহার তাৎপর্য্যও ভক্ত্যনুকূল হইতে পারে। শ্রীগীতার চরম শ্লোকে যে শরণাগতির উপদেশ আছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থকে ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া কর্ম্মাঙ্গ ও জ্ঞানাঙ্গ ত্যাগ করত আচরণ করিলে শুদ্ধভক্তি-যোগ সিদ্ধ হয়। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামী 'শ্রীরসামৃতসিন্ধু'তে (১।২।১২৫-১২৬) বলিয়াছেন,—

> "অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
> নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥
> প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধি বস্তুনঃ।
> মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥"

এই দুই শ্লোকে যে তাৎপর্য্য, তাহাই আবার 'শ্রীউপদেশামৃতে' 'অত্যাহার-ত্যাগ' শব্দের দ্বারা শিক্ষা দিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, বিষয়-ভোগ বলিয়া বিষয় গ্রহণ করিলে অত্যাহার হইবে। কিন্তু ভগবৎপ্রসাদ বলিয়া

যথা-প্রয়োজন ভক্তির অনুকূলরূপে বিষয় গ্রহণ করা হইলে তাহা অত্যাহার নয়। ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া ইন্দ্রিয়ার্থ সরলতার সহিত স্বীকার করিলে ভক্তি-পর্বে যুক্তাহার হইবে, তাহাতে যুক্ত-বৈরাগ্য অনায়াসে সাধিত হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আজ্ঞা এই যে, অনাসক্ত হইয়া বিষয় ভোগ কর এবং কৃষ্ণ নাম কর। ভাল ভাল ভক্ষ্য দ্রব্য ও আচ্ছাদনাদির জন্য যত্ন করিবে না। স্বল্পায়াস-লব্ধ পবিত্র ভগবৎ-প্রসাদ গ্রহণ কর। ইহাই ভক্তদিগের জীবনযাত্রার বিধি। যাহা প্রয়োজন, তাহাই আহরণ কর। অধিক বা অল্প আহরণে শুভফল হইবে না। অধিক আহরণ বা সংগ্রহ করিলে সাধক রসের বশ হইয়া পরমার্থ হারাইবেন। উপযুক্তরূপে সংগ্রহ না করিলে ভজনোপায়-স্বরূপ শরীর রক্ষা হইবে না।

প্রথম শ্লোকে জিহ্বা ও উদরের বেগ সহ্য করিতে যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে,— প্রাকৃত মানব সহজেই উত্তম রসসেবনের লালসায় এবং ক্ষুধায় কাতর হইয়া প্রাপ্ত ভোজ্য দ্রব্য-অতীব ব্যগ্র হইয়া সেবনোৎসুক হন। তাহা একটি প্রাকৃত বেগ। যখন সেরূপ বেগ উঠিবে, তখন তাহা ভক্তি-অনুশীলনের দ্বারা দমন করিবেন। দ্বিতীয় শ্লোকে যে অত্যাহার-ত্যাগের বিধান করিয়াছেন, তাহা ভক্তি-সাধকের একটি নিত্য নিয়ম। পূর্ব্বটি নৈমিত্তিক, শেষটি নিত্য।

ইহাতে আর একটি কথা আছে। গৃহী ও গৃহ ত্যাগি-ভেদে এই সমস্ত উপদেশের দুই প্রকার প্রবৃত্তি। কুটুম্ব-ভরণের জন্য গৃহী সঞ্চয় করিতে পারেন এবং ধর্ম্ম-সঞ্চিত ও ধর্ম্মোপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবৎ-সেবা, ভাগবত-সেবা, কুটুম্ব-ভরণ, অতিথি-সেবা ও নিজের জীবন নির্ব্বাহ করিতে পারেন। গৃহী সঞ্চয় ও উপার্জ্জনের অধিকার লাভ করিয়াও প্রয়োজনের অধিক অর্থ সঞ্চয় করিতে চেষ্টা করিলে তাহার ভক্তি-সাধনে ও কৃষ্ণ-কৃপা-লাভে ব্যাঘাত হয়। সেরূপ অধিক সঞ্চয়ও 'অত্যাহার' এবং অধিক উপার্জ্জনও 'অত্যাহার', ইহাতে সন্দেহ নাই। গৃহত্যাগী সাধক সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন যে ভিক্ষা লাভ করিবেন, তাহাতে তুষ্ট না হইলে তাঁহার অত্যাহার দোষ হয়। ভাল বস্তু পাইয়া আবশ্যক অপেক্ষা অধিক ভোজন করিলেও তাঁহার অত্যাহার-দোষ হয়। অতএব গৃহী ও গৃহত্যাগী সাধক-বৈষ্ণবগণ এইরূপ বিচার করিয়া অত্যাহার পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কৃষ্ণ-ভজন করিলে কৃষ্ণ-কৃপা লাভ করিবেন।

শ্রীশ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম প্রিয় প্রেমিক পার্ষদ-প্রবর। তিনি মহাপ্রভুর বাল্য-সহচর ও সহাধ্যায়ী। শ্রীল কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ গ্রন্থের ৫১ তম শ্লোকে তাঁহাকে শ্রীসত্যভামার প্রকাশ-বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়াছেন—

> "কেনাবান্তরভেদেন ভেদং কুর্ব্বন্তি সাত্বতাঃ।
> সত্যভামাপ্রকাশোঽপি জগদানন্দপণ্ডিতঃ॥"

বাল্যকাল হইতেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত প্রেমকোন্দল-দ্বারা তাঁহার বাম্যস্বভাবোচিত সম্বন্ধের স্ফূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। তিনি তাঁহার 'প্রেমবিবর্ত্ত' নামক গ্রন্থের এক স্থানে তাঁহার শিশুকালের একটি ঘটনা লিখিতেছেন—

> "একদিন শিশুকালে, দু'জনেতে পাঠশালে,
> কোন্দলে করিনু হাতাহাতি।
> (তৎফলে) মায়াপুরে গঙ্গাতীরে, পড়িয়া দুঃখের ভারে,
> কাঁদিলাম একদিন রাতি।

সদয় হইয়া নাথ, না হইতে পরভাত,
গদাধরের সঙ্গেতে আসিয়া।
ডাকেন 'জগদানন্দ, অভিমান বড় মন্দ,
কথা বলো বক্রতা ছাড়িয়া॥'
প্রভুর বদন হেরি, অভিমান দূর করি,
জিজ্ঞাসিলাম—'এত রাত্রে কেন ?
নদীয়ার কড়া ভূমি, চলি কষ্ট পাইলে তুমি,
মো লাগি তোমার কষ্ট হেন॥'
প্রভু বলে—'চল, চল, নিশি অবসান ভেল,
গৃহে গিয়া করহ ভোজন।
তব দুঃখ জানি মনে, ছিলাম আমি অনশনে,
শয্যা ছাড়ি' ভূমিতে শয়ান॥
হেনকালে গদাধর, আইল আমার ঘর,
দুঁহে আইনু তোমার তল্লাসে।
ভাল হৈল মান গেল, এবে নিজ গৃহে চল,
কালি খেলা করিব উল্লাসে॥'
গদাই চরণ ধরি, উঠিলাম ধীরি ধীরি,
প্রভু-আজ্ঞা ঠেলিতে না পারি।
প্রভুর গৃহেতে গিয়া, কিছু খাই জল পিয়া,
শুইলাম দণ্ড দুই চারি॥
প্রাতে শচী জগন্নাথ, মোরে দিলা দুধ ভাত,
প্রভু-সঙ্গে পড়িতে পাঠায়।
পড়িয়া শুনিয়া তবে, আইলাম গৃহে যবে,
প্রভু মোর গৃহে আসি খায়॥
কোন্দলের পরে প্রেম, হয় যেন শুদ্ধ হেম,
কত সুখ মনেতে হইল।
প্রভু বলে—"এই লাগি, তুমি রাগো আমি রাগি,
পরস্পর প্রেম-বৃদ্ধি ভেল॥"

পণ্ডিত ঝগড়া করিয়া মানভরে মহাপ্রভুকে ছাড়িয়া স্থানান্তরে যান বটে, কিন্তু ক্ষণকালও কোথাও স্থির থাকিতে পারেন না। কাঁদিয়া ব্যাকুল হইয়া পড়েন। শ্রীজগদানন্দের এইরূপ প্রেম-কোন্দলকে বাহ্যদর্শনে রোষ-ভ্রম হয়, এজন্য শ্রীপণ্ডিত তাঁহার গ্রন্থের নাম দিয়াছেন প্রেমবিবর্ত্ত। তাঁহার মনে যখন যে ভাবের স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, তাহাই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

তিনি লিখিয়াছেন—
"যখন যাহা মনে পড়ে গৌরাঙ্গ-চরিত।
তাহা লিখি, হইলেও ক্রম-বিপরীত॥"
"চৈতন্যের রূপগুণ সদা পড়ে মনে।
পরাণ কাঁদায় দেহ কাঁপায় সঘনে॥
কাঁদিতে কাঁদিতে মনে হইল উদয়।
লেখনী ধরিয়া লিখি ছাড়ি' লাজ ভয়॥"

একদিন নীলাচলে শ্রীস্বরূপদামোদর শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতকে কিছু লিখিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"পণ্ডিত, তুমি কি লিখিতেছ?" উত্তরে পণ্ডিত বলিলেন—"লিখি তাই যাহাতে পীরিত॥ চৈতন্যের লীলা কথা যাহা পড়ে মনে। লিখিয়া রাখিব আমি অতি সংগোপনে॥" তচ্ছ্রবণে শ্রীস্বরূপ বলিলেন—"তবে লিখ প্রভুর চরিত। যাহা পড়ি জগতের হবে বড় হিত॥" তাহাতে পণ্ডিত বলিলেন—"জগতের হিত নাহি জানি। যাহা যাহা ভাল লাগে তাই লিখে আনি॥ মন কাঁদে প্রাণ কাঁদে কাঁদে দু'টি আঁখি। যখন যাহা মনে পড়ে তখন তাহা লিখি॥"

শ্রীজগদানন্দের গৃহ শ্রীধাম মায়াপুরে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ভবনের নিকটেই অবস্থিত ছিল। শ্রীবাস অঙ্গনে ও শ্রীচন্দ্রশেখর ভবনে পণ্ডিত সর্ব্বত্র ও সর্ব্বদাই মহাপ্রভুর কীর্ত্তন সঙ্গী ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কাজীদলনলীলা-কালে স্ব ভক্তরা শ্রীধরের ফুটা লোহার গেলাসে জলপান লীলা করিয়া শ্রীধরকে কৃপা করিবার কালে (চৈঃ ভাঃ ম ২৩। ৪৩৬-৪৯৪) শ্রীপণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন। ১৪০৭ শকে মহাপ্রভুর আবির্ভাবলীলা, ২৪ বৎসর বয়সে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে মহাপ্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা করেন ("চব্বিশ বৎসর শেষ যেই মাঘ-মাস। তার শুক্লপক্ষে প্রভু করিল সন্ন্যাস॥" —চৈঃ চঃ ম ৩।৩) সন্ন্যাস গ্রহণান্তে ত্রিদণ্ডি-ভিক্ষু গীতি (এতাং সমাস্থায় ইত্যাদি—ভাঃ ১১।২৩।৫৩) পড়িয়া মহাপ্রভু স্থির করিলেন —"সন্ন্যাস-বেষ-ধারণের

তাৎপর্য্য পরাত্মনিষ্ঠা আর সন্ন্যাস-ব্রত-মর্ম্ম—মুকুন্দ-সেবন। ভালই হইয়াছে, আমি ত' এক্ষণে সেই বেষ গ্রহণ এবং সেই ব্রত ধারণ করিলাম, সুতরাং এখন বৃন্দাবনে গিয়া নিভৃতে বসিয়া কৃষ্ণ সেবা করি।" —এই ভাবাবেশে শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন প্রেমোন্মত্ত হইয়া বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন—'দিক্ বিদিক্ জ্ঞান নাহি, কিবা রাত্র দিন' —নগ্নপদে নগ্ন গাত্রে অনাহারে অনিদ্রায় দিবসত্রয় অহোরাত্র রাঢ়দেশের কঠিন মৃত্তিকোপরি ভ্রমণ করিতে করিতে রাঢ়দেশ পবিত্র করিতে লাগিলেন, সেই সময় তাঁহার সহিত ছিলেন—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন ও শ্রীমুকুন্দদত্ত এই তিন জন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীআচার্য্যরত্নকে শীঘ্র শান্তিপুরে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুকে নৌকা ও কৌপীন বহির্ব্বাস লইয়া শান্তিপুর ঘাটে গঙ্গাতীরে অপেক্ষা করিবার কথা বলিয়া তথা হইতে শ্রীমায়াপুরে গিয়া শচীমাতা ও অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইলেন। শ্রীআচার্য্যরত্ন তদনুসারে শান্তিপুর হইয়া শ্রীমায়াপুরে গেলেন। এদিকে শ্রীনিত্যানন্দ বাহ্যজ্ঞান শূন্য প্রেমোন্মত্ত মহাপ্রভুকে লইয়া কৌশলে শান্তিপুরের ঘাটে পৌঁছিলেন। হঠাৎ নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিলে, মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করিতেছেন, শ্রীপাদ তুমি কোথায় যাইতেছ? নিত্যানন্দ বলিলেন, তোমার সহিত বৃন্দাবন যাইতেছি। মহাপ্রভু বলিলেন—বৃন্দাবন আর কতদূরে? নিত্যানন্দ তাঁহাকে গঙ্গা সন্নিধানে আনিয়া বলিলেন —এই সম্মুখে যমুনা দর্শন কর। মহাপ্রভু ভাবাবেশে শ্রীযমুনার "চিদানন্দভানোঃ সদা নন্দসূনোঃ পরপ্রেমপাত্রী দ্রবব্রহ্মগাত্রী। অঘানাং লবিত্রী জগৎ-ক্ষেমধাত্রী পবিত্রীক্রিয়ান্নোব পুর্মিত্রপুত্রী॥" —পাদ্মোক্ত এই স্তব পাঠ করিতে করিতে গঙ্গাস্নান করিলেন। (গঙ্গার পশ্চিমে যমুনাধারা প্রবাহিত হয়, সুতরাং নিত্যানন্দ-বাক্যও সত্য।) এক কৌপীন, দ্বিতীয় পরিধেয় কিছুই নাই, এমন সময়ে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য নৌকা চড়িয়া নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লইয়া উপস্থিত হইলেন এবং মহাপ্রভুকে প্রণাম করিয়া তৎসহ মহাপ্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহাপ্রভুর মনে সংশয় হইল। আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি ত' আচার্য্য গোসাঞি এথা কেনে আইলা। আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমতে জানিলা॥" তখন আচার্য্য বলিলেন—"তুমি যাঁহা, সেই বৃন্দাবন। মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥" এই সময়ে মহাপ্রভুর বাহ্য স্ফূর্ত্তি হইল, শ্রীঅদ্বৈত সমীপে নিত্যানন্দের চাতুর্য্য বর্ণনা করিয়া কহিলেন—নিত্যানন্দ আমাকে বঞ্চনা করিয়া এখানে লইয়া আসিয়াছে, গঙ্গাকে যমুনা বলিয়া দেখাইতেছে। তখন আচার্য্য বলিলেন—শ্রীপাদের বাক্য মিথ্যা নহে, তুমি যমুনাতেই স্নান করিয়াছ। "গঙ্গায় যমুনা বহে হঞা একধার। পশ্চিমে যমুনা বহে পূর্ব্বে গঙ্গাধার॥" তুমি পশ্চিমধারেই স্নান করিয়াছ, এক্ষণে আর্দ্রবস্ত্র ছাড়িয়া শুষ্কবস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক আমার গৃহে আসিয়া ভিক্ষা গ্রহণ কর। মহাপ্রভুকে গৃহে আনিয়া পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক আসন দান করিয়া মহাপ্রভু, নিত্যানন্দপ্রভু এবং কৃষ্ণ—এই তিনজনের জন্য তিন পাত্রে পৃথক্ পৃথক্ ভোগ সজ্জা করিলেন। কৃষ্ণের-ভোগ ধাতুপাত্রে এবং অপর দুই ভোগ কদলীপত্রে ('বত্তিশা আঠিয়া-কলার আঙ্গটিয়া পাতে' অর্থাৎ বত্রিশ ছড়ায় কাঁদি পড়ে এরূপ আটিয়া কলার অখণ্ড পত্রে) বাড়া হইল। ঘৃতসিক্ত ভোগের উপর তুলসী মঞ্জরী দেওয়া হইল। আচার্য্যাণী সীতা ঠাকুরাণী স্বয়ং রন্ধন করিয়াছেন। শ্রীআচার্য্য কৃষ্ণের ভোগ কৃষ্ণকে সম্প্রদানপূর্ব্বক ভোগারাত্রিকান্তে কৃষ্ণকে শয়ান দিয়া মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দপ্রভুকে ঘরের ভিতর ডাকিয়া বসাইলেন। মহাপ্রভু মনে করিলেন, তিন ভোগই কৃষ্ণে সম্প্রদান করা হইয়াছে, অদ্বৈত তাঁহার মনোভাব প্রকাশ করিলেন না। মহাপ্রভু মুকুন্দ ও হরিদাসকেও একসঙ্গে প্রসাদ পাইবার জন্য আহ্বান করিলেন, কিন্তু তাঁহারা পরে পাইবেন বলিলেন। বহু উপচার-সমন্বিত বিচিত্র নৈবেদ্য গ্রহণ করিতে বহু আপত্তি উত্থাপন করিলেও অদ্বৈতের প্রেমাতিশয্যে মহাপ্রভুকে তৎসমুদয় গ্রহণ করিতে হইল। ভোজন সমাপ্ত হইলে

আচমন করাইয়া মুখবাস-সুগন্ধি পুষ্প-মাল্য-চন্দনাদি-দ্বারা তর্পণপূর্ব্বক শ্রীআচার্য্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ দুই ভ্রাতাকে উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া পাদসম্বাহন করিতে গেলে মহাপ্রভু সঙ্কুচিত হইয়া তচ্চেষ্টা হইতে আচার্য্যকে নিবৃত্ত করাইয়া মুকুন্দ হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া ভোজন করিতে বলিলেন। শ্রীআচার্য্য দুইজনকে সঙ্গে লইয়া ভোজনে বসিলেন। তাঁহার অন্তর্গত অভিপ্রায়ও ইহাই ছিল—

"তবে ত' আচার্য্য সঙ্গে লঞা দুইজনে।
করিল ভোজন ইচ্ছা যে আছিল মনে॥"

—চৈঃ চঃ ম ৩।১০৭

শান্তিপুরের বহু লোক মহাপ্রভুকে দর্শন করিতে আসিলেন। সন্ধ্যা হইলে কীর্ত্তন আরম্ভ হইল। তিনদিন উপবাসের পর মহাপ্রভুর উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনে পরিশ্রম হইতেছে জানিয়া শ্রীআচার্য্য কীর্ত্তন বিশ্রাম করাইলেন এবং যথোচিত সেবা করিয়া শয়ন করাইলেন।

পরদিন প্রাতে শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন শ্রীমায়াপুর হইতে শচীমাতাকে দোলায় চড়াইয়া বহু ভক্তসঙ্গে শান্তিপুর অদ্বৈত ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু মাতাকে বন্দনা করিলেন। শ্রীশচীমাতা পুত্রের সন্ন্যাসবেষ দর্শন-মাত্রেই মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন। ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বাৎসল্য-বারিধি মাতা সন্ন্যাসী পুত্রকে কোলে করিয়া অঙ্গে হাত বুলাইতে বুলাইতে বারম্বার মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। চোখের জলে মায়ের বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সন্ন্যাসী সন্তানকেও মা চোখের জলে স্নান করাইলেন। মাতৃভক্ত-শিরোমণি মহাপ্রভু মাতাকে অনেক প্রবোধ দিলেন। মাতার শ্রীমুখ হইতেই তাঁহার অবস্থিতি স্থান নির্দ্দেশ করাইয়া লইলেন। শচীমাতা তাঁহাকে পুরীধামে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, মহাপ্রভু তাহাই স্বীকার করিলেন। শচীমাতা সেইদিন হইতেই স্বহস্তে রাঁধিয়া তাঁহার নিমাঞিকে ভিক্ষা দিতে লাগিলেন। প্রায় দুই সপ্তাহ আচার্য্য-গৃহে অবস্থানপূর্ব্বক মাতৃদেবী এবং সকল ভক্তকে বহু সান্ত্বনা প্রদান করিয়া মহাপ্রভু নীলাচল যাত্রা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যের ইচ্ছানুসারে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদমোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত এই চারিজন মহাপ্রভুর পুরীপথের সঙ্গী হইলেন। নিরপেক্ষ মহাপ্রভুর যাত্রাকালে অদ্বৈত-ভবনে মহাক্রন্দনের রোল উত্থিত হইল। শ্রীঅদ্বৈত কাঁদিতে কাঁদিতে মহাপ্রভুর অনুগামী হইলেন। কতদূর যাইতে মহাপ্রভু যোড়হাত করিয়া অদ্বৈতকে বহু প্রবোধ দিতে দিতে আলিঙ্গনপূর্ব্বক গৃহে ফিরাইলেন, বলিলেন—

"জননী প্রবোধ' কর ভক্ত-সমাধান।
তুমি ব্যগ্র হৈলে কারো না রহিবে প্রাণ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৩।২১৪

শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ড বহন ও ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। কখনও কখনও মহাপ্রভু স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া আনেন, জগদানন্দ রন্ধন করেন। এইরূপে চারিজন সঙ্গে গঙ্গাতীরে তীরে ছত্রভোগপথে মহাপ্রভু নীলাদ্রি যাত্রা করিলেন। শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই নীলাদ্রি গমনলীলা অন্ত্য ২য় অধ্যায়ে বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নীলাদ্রিপথে চলিতে চলিতে সুবর্ণরেখা নদীতটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই নদীর পরম নির্ম্মল জলে স্নান করিয়া মহাপ্রভু অগ্রসর হইলেন। শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত তাঁহার সঙ্গে, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীপণ্ডিত জগদানন্দ অনেক পিছনে পড়িয়াছেন। মহাপ্রভু কিছুদূর গিয়া বসিয়া তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর দণ্ডবাহী জগদানন্দ পথিমধ্যে (সুবর্ণরেখা নদীর নিকট) এক স্থানে নিত্যানন্দ প্রভুর নিকট মহাপ্রভুর দণ্ড খানি রাখিয়া এবং তাহা বিশেষ সাবধানে রক্ষা করিবার জন্য বলিয়া ভিক্ষা অন্বেষণার্থ গ্রামের দিকে গমন করিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ ভাব-বিহ্বল হইয়া দণ্ডের সহিত কথা বলিতে লাগিলেন—

"অহে দণ্ড, আমি যাঁরে বহিয়ে হৃদয়ে।
সে তোমারে বহিবেক এ'ত যুক্ত নহে॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ২।২০৭

এই কথা বলিতে বলিতে সেই দণ্ডখানিকে তিন খণ্ড করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। "এত বলি' বলরাম পরম প্রচণ্ড। ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি' করি তিন খণ্ড॥" দণ্ড ভাঙ্গিয়া নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন, এমন সময়ে জগদানন্দ আসিয়া সেই দণ্ড ভঙ্গ দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত ও চিন্তিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'দণ্ড ভাঙ্গিলেক কে'? নিত্যানন্দ গম্ভীর ভাবে তদুত্তরে বলিলেন—"দণ্ড ধরিলেক যে॥ আপনার দণ্ড প্রভু ভাঙ্গিলা আপনে। তাঁর দণ্ড ভাঙ্গিতে কি পারে অন্য জনে॥" —চৈঃ ভাঃ অ ২।২১৭-২১৮।

শ্রীজগদানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর এই গূঢ়ার্থবোধক কথার আর কোন প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন না। ভগ্নদণ্ড সহ দ্রুতগতি মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপস্থিত হইয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও দণ্ডভঙ্গের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া বলিলেন—"(প্রভু বলে—) কহ দণ্ড ভাঙ্গিল কেমনে। পথে কিবা কোন্দল করিলা কারো সনে?" শ্রীপণ্ডিত সকল ঘটনা যথাযথ ব্যক্ত করিয়া কহিলেন—'ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল'। তখন মহাপ্রভু নিত্যানন্দপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি'? নিত্যানন্দপ্রভু কহিলেন—"ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান। না পার' ক্ষমিতে, কর' যে শাস্তি প্রমাণ॥' তাহাতে মহাপ্রভু কহিলেন—"যাহে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান। সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান?"

(চৈঃ ভাঃ অ ২।২১৯-২২৫)

"যাহে সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান"—এই পয়ারটির অনুভাষ্যে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"গুণাবতারত্রয়ের অর্চ্চামূর্ত্তিরূপে পরম পবিত্র ত্রিদণ্ডকে 'চিন্ময়বিচারে পূজ্যবুদ্ধি' করিতে হয়; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে 'অর্চ্চ্যে বিষ্ণৌ শিলাধীঃ' নরকপ্রাপক বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ জীবকুলকে ভাবী অপরাধ হইতে বিমুক্ত করিলেন।"

শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুর লিখিয়াছেন—শ্রীগৌরসুন্দরের অপ্রাকৃত লীলা অচিন্ত্য —প্রাকৃত চিন্তার অতীত ও প্রাকৃত বুদ্ধির অগম্য, একমাত্র তাঁহার একান্ত কৃপা-পাত্রই তাঁহার গূঢ় রহস্য উপলব্ধি করিতে পারেন। তিনি মনে এক করেন, মুখে আর বলেন। সুতরাং যে বলে, আমি কৃষ্ণের হৃদয়ের ভাব বুঝিয়া লইয়াছি, সে নিতান্ত অবোধ। প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম ভক্ত-প্রতিও তিনি নিরপেক্ষ হইবার লীলা প্রকট করেন। নিজেই ইচ্ছা করিয়া তদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিমিত্তমাত্র করিয়া দণ্ড ভাঙ্গিলেন। দণ্ড ভাঙ্গিয়া আবার ক্রোধলীলা প্রকাশপূর্ব্বক নিরপেক্ষ হইয়া একাকী যাইতে চাহিলেন—

"(প্রভু বলে—) সবে দণ্ড মাত্র ছিল সঙ্গ।
তাহো আজি কৃষ্ণের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ॥
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।২৩২-২৩৩

শ্রীমুকুন্দ কহিলেন—প্রভু তুমিই আগে চল। আমরা তোমার পশ্চাদনুসরণ করিব। 'তাই ভাল' বলিয়া মহাপ্রভু অগ্রসর হইলেন।

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ এই দণ্ডভঙ্গলীলা-রহস্য তাঁহার বিবৃতিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"কেবলাদ্বৈতী পরমহংসব্রুব একদণ্ডিগণ ত্রিদণ্ডিগণের চিরদিনই অবজ্ঞা করে। শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ডগ্রহণ-ছলনা লীলা প্রদর্শন করায় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সেই দণ্ডকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে ত্রিদণ্ডরূপে পরিণত করিলেন এবং ঐ দণ্ডবহন-ভার ভগবৎসেবকগণের নিকট ন্যস্ত করিলেন। তজ্জন্যই অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি আছে, তন্মধ্যস্থ 'বাচো বেগম্' শ্লোকটি ত্রিদণ্ড-গ্রহণের নিদর্শন ও যোগ্যতা সূচনা করে এবং ত্রিদণ্ডি-গণেরই যে শ্রীরূপানুগত্ব ইহা শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু 'উপদেশামৃতে' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদীগণ ত্রিদণ্ডের বিরুদ্ধে 'পরিমল' নামক টীকায় প্রচুর গালিগালাজ করিয়াছে। ভাবিকালে মায়াবাদী অপ্যয়দীক্ষিত 'ন্যায়রক্ষামণি', 'শিবার্ক-মণিদীপিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের

অভ্যন্তরে যে সকল ভক্তি-বিরোধী মতবাদ লিখিবেন, তাহার অযোগ্যতা-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিলেন। অভেদবাদী যেরূপ মায়াবাদচিহ্ন একদণ্ড গ্রহণ করেন এবং শুদ্ধাদ্বৈত-মতাবলম্বিগণের শিষ্য-পারম্পর্য্যে যে একদণ্ড গ্রহণ প্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অনুমোদিত নহে—ইহা জানাইবার জন্যই শ্রীবলদেব প্রভু সন্ন্যাসবেষী শ্রীচৈতন্যদেবের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত করিয়াছেন; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্মত ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগণের একমাত্র বিচার। 'ত্রিদণ্ডী' না হইলে কেহই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হন না। কর্ম্মকাণ্ডীয় ত্রিদণ্ডে ইন্দ্রদণ্ড, বজ্রদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সমাবেশ আছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু ত্রিদণ্ড-ব্যাখ্যায় কায়-মনো-বাক্‌দণ্ডের কথা পারমার্থিক ত্রিদণ্ডিগণকে জানাইয়াছেন। ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ত্রিদণ্ডের বহিঃ-প্রজ্ঞাচালিত-বিচারে পারমহংস্য-ধর্ম্মে একদণ্ডই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু যে একদণ্ডে জড়গুণত্রয়ের সম্মেলনে 'গুণবিধৌত অবস্থা' নামক একদণ্ড, উহা একায়ন-পদ্ধতিতে কলঙ্ক আরোপ করে বলিয়া ত্রিদণ্ড-সম্মেলনে একদণ্ডই একায়ন-পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে, ব্রহ্ম-মাধ্ব-সম্প্রদায়ে ও ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-সার্ব্বজনীন-বৈষ্ণব-সমাজে সেই প্রথা চিরদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্ত-ভাবে অবস্থিত।

সুতরাং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আম্নায়-বিচারে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়-বিচার হইতে পার্থক্য স্থাপিত হইতে পারে না। এই সময় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ 'গৌড়ীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী' বলিয়া কথিত শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের বৈধবিচারে মর্য্যাদাপথে সন্ন্যাসগ্রহণ—শ্রীরূপানুগগণের পারমহংস্যবিচারে পরস্পর বৈষম্য উৎপাদন করে নাই। গৌড়ীয়গণ মর্য্যাদা-পথে ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিলেও তাঁহারা শ্রীরূপানুগ বা শ্রীসনাতনানুগ পারমহংস্য-ধর্ম্মের বিরোধী নহেন। পারমহংস্য-ধর্ম্মে বৈধ চিহ্ন সমূহের বৈষম্য বহিশ্চিহ্নরূপে গৃহীত হইলেও বহিশ্চিহ্ন ধারণে পারমহংস্যধর্ম্মের যাজন তদতিরিক্ত নহে। শ্রীসনাতনের অনুগমনে অপর পাঁচজন ব্রজবাসী গোস্বামী পরমহংসবেষ গ্রহণ করিলেও শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামী মর্য্যাদা-পথে ত্রিদণ্ড সংরক্ষণপূর্ব্বক 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত' নামক গ্রন্থে গৌড়ীয়বিচার সুষ্ঠুভাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন।"

—চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ২।২০৮ বিবৃতি।

শ্রীমন্মহাপ্রভু একাকী শ্রীজগন্নাথ দর্শনে গিয়া জগন্নাথ সমক্ষে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তৎকালে তদবস্থায় শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম তাঁহাকে নিজালয়ে আনিয়া শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন, তৃতীয় প্রহরে মহাপ্রভু চেতনালাভ করিয়াছিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ-জগদানন্দাদি চারিমূর্ত্তি মহাপ্রভুকে সার্ব্বভৌম ভবনে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দর্শন করেন। তাঁহারা প্রথমে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া পরে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করেন, অতঃপর তৃতীয় প্রহর মূর্চ্ছিত অবস্থায় থাকিবার পর মহাপ্রভু হরি হরি বলিয়া উত্থিত হন এবং সঙ্গিভক্তগণকে দেখিয়া আনন্দলাভ করেন। এই সকল লীলাকথা শ্রীচৈতন্যভাগবত অন্ত্য ২য় অধ্যায়ে সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীগৌরগণ বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত-কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর প্রাণরূপ।
লোকে খ্যাত তিঁহো সত্যভামার স্বরূপ॥
প্রীতে করিতে চাহে প্রভুকে লালন পালন।
বৈরাগ্য-লোক-ভয়ে প্রভু না মানে কখন॥
দুইজনে খট্‌মটি লাগায় কন্দল।
তাঁর প্রীতের কথা আগে কহিব সকল॥"

—চৈঃ চঃ আদি ১০।২১-২৩

শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন রামকেলীতে শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন করিতে যান, সেই সময়েও শ্রীনিত্যানন্দ, হরিদাস, শ্রীবাস, গদাধর, মুকুন্দ, মুরারি ও বক্রেশ্বর পণ্ডিতাদি প্রভুপার্ষদগণের সহিত শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুরও উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীজগদানন্দ ক্ষণকালের জন্যও মহাপ্রভুর বিরহ সহ্য করিতে পারিতেন না, তাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ লীলার সঙ্গে সঙ্গে তিনিও তৎসহচররূপে পুরীতে আসিলেন। মহাপ্রভুর পুরীপ্রবাসী সঙ্গী ভক্তগণের মধ্যে তিনিও অন্যতম। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ক্ষেত্র-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া পুরীতে থাকিলেন, শ্রীবক্রেশ্বর, দামোদর, শঙ্কর, হরিদাস, জগদানন্দ, ভবানন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, পরমানন্দপুরী, স্বরূপ দামোদর, রায় রামানন্দ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর নীলাচল লীলার নিত্য সহচর। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীমুকুন্দ, শ্রীবাস, বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রত্যব্দ গৌড়দেশ হইতে নীলাচলে আসিয়া রথযাত্রা দর্শনান্তে চাতুর্ম্মাস্য-কাল মহাপ্রভুর সহিত নীলাচলে অবস্থান করিতেন। (—চৈঃ চঃ ম ১।২৫২-২৫৬ দ্রষ্টব্য।)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু যে মহাপ্রভুর বিভিন্ন রসাশ্রিত ভক্তগণের কথা লিখিয়াছেন, তন্মধ্যে পণ্ডিত গদাধর, শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীজগদানন্দের মুখ্য মধুর-রসাশ্রয়ের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"পুরীর বাৎসল্য মুখ্য, রামানন্দের শুদ্ধ সখ্য,
গোবিন্দাদ্যের শুদ্ধ দাস্যরস।
গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপের (মুখ্য) রসানন্দ,
এই চারি ভাবে প্রভু বশ॥

—চৈঃ চঃ মধ্য ২।৭৮

পরমারাধ্য শ্রীলপ্রভুপাদ উপরি উক্ত পয়ারের 'অনুভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"শ্রীপরমানন্দ পুরীর (ব্রজের উদ্ধব) বাৎসল্যরসপ্রধান ভাব, রামানন্দের (অর্জ্জুন বা বিশাখা)—শুদ্ধসখ্য ভাব, গোবিন্দাদির সেবাপর শুদ্ধদাস্য এবং অন্তরঙ্গ-ভক্ত গদাধর, জগদানন্দ ও দামোদর-স্বরূপের মুখ্য মধুররস—এই চারিভাবে প্রভু তাঁহাদের নিকট ভজন-সঙ্গসুখ-সেবা গ্রহণ করিয়া বাধ্য ছিলেন।"

একদা শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম শ্রীগৌরমহিমা-সূচক দুইটি সুন্দর প্রণাম শ্লোক তালপত্রে লিখিয়া মহাপ্রভুকে দিবার জন্য শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতের হস্তে দিলেন, তৎসহ শ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদও অনেক পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীপণ্ডিত ঐ তালপত্র মহাপ্রভুকে দিবার পূর্ব্বেই শ্রীমুকুন্দ দত্ত তাঁহার হস্ত হইতে উহা লইয়া তাড়াতাড়ি 'বাহির ভিতে' উহার নকল সংরক্ষণপূর্ব্বক শ্রীপণ্ডিতের হাতে দিলেন, পণ্ডিত উহা মহাপ্রভুর হাতে দিলে মহাপ্রভু উহা পড়িয়া ছিড়িয়া ফেলিলেন, ভাগ্যে শ্রীমুকুন্দ বাহিরের দেওয়ালে উহার নকল রাখিয়া ছিলেন, তাই ভক্তবৃন্দ সকলেই উহা কণ্ঠস্থ করিলেন। শ্রীকবি কর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকের ৬ষ্ঠ অঙ্ক ৩২শ অধ্যায়ে ঐ শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াছেন, শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও আবার তৎকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে উহা উদ্ধার করিয়াছেন। সেই শ্লোক দুইটি নিম্নে লিখিত হইল—

"বৈরাগ্য-বিদ্যা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৬।২৫৪ ; ২৫৫

অনুবাদ —"বৈরাগ্য, বিদ্যা ও নিজভক্তিযোগ শিক্ষা দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপধারী একটি সনাতন পুরুষ—সর্ব্বদা কৃপা-সমুদ্র, তাঁহার প্রতি আমি প্রপন্ন হই।

কালে নিজ ভক্তিযোগকে বিনষ্টপ্রায় দেখিয়া যে 'কৃষ্ণচৈতন্য'-নামা পুরুষ তাহা পুনরায় প্রচার করিবার জন্য আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে মদীয় চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হউক।" (অমৃতপ্রবাহ ভাষ্য)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু লিখিয়াছেন—

"এই দুই শ্লোক—ভক্তকণ্ঠে মণিহার।
সার্ব্বভৌমের কীর্ত্তি ঘোষে ঢক্কাবাদ্যকার॥"

—চৈঃ চঃ ম ৬।২৫৬

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

অস্মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মানামষ্টোত্তরশতশ্রীকাণাম্

ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত-মাধব গোস্বামিবিষ্ণুপাদানাং দ্বিষষ্টিতমশুভাবির্ভাববাসরে

তদীয় চরণসরোজে প্রণতিকুসুমাঞ্জলিঃ।

নমঃ পরমহংসায় কৃষ্ণপ্রিয়তমায় চ।
গুরবে শ্রীমতে ভক্তিদয়িতমাধবায় মে॥

উত্থানৈকাদশীতিথিরায়াতা জগতীতলে।
সা তিথিঃ শুভদা পুণ্যা যস্যামাবির্ভূতো গুরুঃ॥
প্রতিবৎসরমাগত্য মাং স্মারয়তি যা তিথিঃ।
গুরুবন্দনকালোঽয়ং তবাগ্রে সমুপস্থিতঃ॥
তাং তিথিং সততং বন্দে ভক্তিনম্রেণ চেতসা।
পরমং বিন্দে কল্যাণং গুরোরারাধনেন বৈ॥
হে পরমারাধ্য গুরো!
অদ্যাহমাগতো দেব! তব শ্রীচরণান্তিকে।
অর্ঘ্যদাননিমিত্তঞ্চ প্রণতিজ্ঞাপনায় চ॥
অনুজানীহি দেব! ত্বং তৎকর্ম্মকরণায় মাম্।
তবানুজ্ঞাং বিনা কিঞ্চিন্নসিধ্যতি কদাপি মে॥
সংসারদাবদগ্ধস্য মায়য়া মোহিতস্য চ।
আগতস্ত্বং তু ভাগ্যেন কৃপয়া ধরণীতলে॥
আস্থা প্রাক্ প্রবলাসীন্মে কর্ম্মণাং সাধনেষু বৈ।
তেনাসং সততং নানাদেবারাধনতৎপরঃ॥
বিবিধাঃ কামনাঃ মাঞ্চাচালয়ন্ বহুকর্ম্মসু।
মহতীভাবনা জাতা কেন মে পরমং হিতম্॥
ঈদৃশে সময়ে দেব! মমভাগ্যবলেন বৈ।
কৃপাদৃষ্টিপ্রদানেন মামুদ্ধর্ত্তুমুপস্থিতঃ॥
মদালয়মুপস্থিত্য মামব্রবীত্তদা ভবান্।
কাম্যেনকর্ম্মণা শান্তির্নায়াতি মনসি ক্বচিৎ॥
ভক্তিরেব পরোধর্ম্মঃ সাধূনাঞ্চ সদা মতম্।
অনয়া মানবাঃ সর্বে লভন্তে পরমং পদম্॥
নরাণাং হি ভবেচ্ছুদ্ধং চেতঃ সতাংপ্রসঙ্গেন।
ভক্তেরুপ্তং ততো বীজং তস্মিন্ শুদ্ধে চ চেতসি॥
তদ্বীজং সাধুসঙ্গেন ক্রমেণাঙ্কুরিতং ভবেৎ।
ভক্ত্যঙ্গযাজনাচ্চিত্তং সুনির্ম্মলং ভবেত্তদা॥
ভক্তিরিত্থং যদা পুষ্টা প্রেমাণং লভতে নরঃ।
প্রেমৈব পরমার্থঃ স্যাৎ সার্থক্যং নরজন্মনঃ॥
অতস্ত্বং কামকর্ম্মাণি বিহায় দৃঢ়চেতসা।
ভক্ত্যঙ্গযাজনে যত্নং কুরুষ্বানলসঃ সদা॥
অনেন ভক্তিমার্গেণ বিচরন্ পরয়া মুদা।
প্রাপ্স্যোষি পরমাং শান্তিং ততশ্চ ভগবৎপদম্॥
উপদেশামৃতপ্রাপ্তেৰ্ভবতঃ শ্রীমুখাৎ প্রভো।
দিনানি সমতীতানি ত্বদেবাচরতো মম॥
ভক্তেশ্চোৎকর্ষতাং দৃষ্ট্বা কর্ম্মণাঞ্চ নিকৃষ্টতাম্।
মনসি পরমানন্দঃ সঞ্জাতঃ কৃপয়া তব॥
যদ্যপি বিবিধঃ ক্লেশো মাং ভীষয়তে সর্বদা।
অধুনাপ্যনুবর্ত্তেঽহং ভক্তিমার্গং প্রযত্নতঃ॥
অদ্যাহমাশিষং যাচে তবাবির্ভাববাসরে।
যথা মে সকলা বাধা দূরীভূতা ভবন্ত্যত॥
বলঞ্চ হৃদয়ে দেহি হে গুরো ভগবৎপ্রিয়।
কর্ত্তুং সমর্থঃ যেনাহং ভগবদ্ভজনং সদা॥
মম যেনাচলা ভক্তিরস্তু তে পাদপদ্মযোঃ।
গুরুবৈষ্ণবসেবাঞ্চ করোমি সন্নতন্দ্রিতঃ॥
অস্মদুদ্ধরণার্থায় গোলোকাদাগতঃ প্রভো।
ভক্তিপূরিতচিত্তেন প্রণতোঽহং পদাব্জয়োঃ॥
উপায়নং নাস্তি কিঞ্চিত্তব পাদপ্রপূজনে।
গৃহ্ণাতু কৃপয়া দেব! প্রণতিকুসুমাঞ্জলিম্॥

ইতি।

দেয়ঃ কলিকাতানগরীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয়মঠতঃ।
দ্বিসপ্তত্যধিকত্রয়োদশশতাব্দীয়কার্ত্তিক-
মাসস্যোনবিংশোদিবসঃ।
শ্রীউত্থানৈকাদশীতিথিবাসরঃ।

কৃপারেণুপ্রার্থিণঃ দাসানুদাসস্য
শ্রীবিভুপদদাসাধিকারিণঃ।

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—গীতার 'সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য'—এত বড় কথাকে ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গদেব 'এহো বাহ্য'—একথা কেন বল্লেন ?

উত্তর—মহাপ্রভু গীতার এতবড় বাক্যকেও "এহো বাহ্য আগে কহ আর"—এ-কথা রায়রামানন্দ প্রভুকে ব'লেছেন। কেন না, ভক্তি আত্মার সহজ বৃত্তি, তা'তে ভগবানকে ব'লে ক'য়ে, প্রতিজ্ঞা-পত্র দিয়ে ভক্ত কর্‌বার জন্য চেষ্টা করতে হয় না। ভক্ত প্রীতি-বশতঃ স্বাভাবিকভাবেই ভগবানের সুখের জন্য সতত ব্যস্ত থাকেন।

পিতাকে যদি সাধনা ক'রে পুত্রকে স্বভক্ত করতে হয়, তবে পুত্রের মহিমা বা পুত্রের কৃতিত্ব বুঝ্‌তে সাধারণের বাকী থাকে কি ? কোথায় ভক্ত আপনা হ'তে আপনভাবে আপন প্রভুর সেবা কর্‌বে, তা' না হ'য়ে বিপরীত হচ্ছে না কি ? এস্থলে ভক্ত শুধু ভগবান্‌কে ভুলে নাই, নিজেকেও ভুলেছে—নিজের নিত্যস্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বের কথা ভুলে অনিত্যের প্রভু হ'য়ে অনিত্যের সেবায় নিযুক্ত হচ্ছে। এই জন্যই মহাপ্রভু এত বড় কথাকে 'এহো বাহ্য' ব'লে জগৎকে শুদ্ধভক্তি শিক্ষা দিবার জন্য—সর্ব্বোত্তম ব্রজভজনের কথা জানাবার জন্য যত্ন ক'রেছেন।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—পরীক্ষা জিনিষটা কি দয়া ?

উত্তর—ছাত্রগণকে উন্নত শ্রেণীতে নিয়ে যাবার জন্যই শিক্ষকগণ কৃপা ক'রে পরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। মনোযোগী, বুদ্ধিমান্ ছাত্রের পক্ষে পরীক্ষা আনন্দপ্রদ। পাঠে অমনোযোগী ছাত্রই পরীক্ষা দেখে ভীত ও দুঃখিত হয়।

যাঁরা ভোগের কথা প্রচার করেন, লোকের রুচির অনুকূলে কথা বলেন, তাঁদের কোন বিপদ্, অসুবিধা বা বাধা নাই। কিন্তু ভগবানের সেবার কথা—আত্মার নিত্যবৃত্তির কথা—জীবের জীবন সর্ব্বস্ব ভক্তির কথা বল্‌তে গেলে প্রতি পদে বিপদ লাভ হয়—পদে পদে অসুবিধা এসে নিরুৎসাহিত কর্‌বার চেষ্টা করে। কিন্তু যাঁরা ভক্তি-পথাশ্রিত, তাঁরা দৃঢ়ভাবে জেনে রাখ্‌বেন—সে বিপদ, সে অসুবিধা বা সে বাধা আমাদের প্রভুভক্তি বা প্রভুসেবা-প্রবৃত্তি পরীক্ষা করতে এসেছে এবং আমাদিগকে উত্তরোত্তর সেবা-পথে অগ্রসর হ'বার সহায়তা কর্‌তে এসেছে। এই সময় নামাচার্য্য শ্রীহরিদাস ঠাকুর, ভক্তরাজ শ্রীপ্রহ্লাদের সেবা ও সহিষ্ণুতার আদর্শ গ্রহণ ক'রে দৃঢ়চিত্ত থাকৃতে হ'বে। মানুষ অনিত্য বস্তু লাভের জন্য ব্যস্ত হ'তে গিয়ে শত শত জন্ম বঞ্চিত হচ্ছে। সহস্র সহস্র উদাহরণ দেখেও মানুষ যদি তুচ্ছ বিষয়ের জন্য বাধা-বিপত্তিতে বিহ্বল না হ'য়ে জীবন পর্য্যন্ত পরিত্যাগ কর্‌তে পারে, তা' হ'লে বুদ্ধিমান্ জনগণ—মহাভাগ্যবান্ ভক্তগণ কি ত্রিকাল-সত্য বস্তুর জন্য—নিত্য সত্যের জন্য—ভগবানের জন্য এই নশ্বর জীবন নিযুক্ত কর্‌তে পার্‌বেন না ? (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—লোক তীর্থে যায় কেন ?

উত্তর—ভক্ত ও ভগবানের বিহার-স্থলীই তীর্থ। সুকৃতিমন্ত-জনগণ ভক্তসঙ্গ, ভক্তসেবা ও তৎফলে ভগবানের সেবা লাভের জন্য তীর্থযাত্রা করেন। পাপীলোকগণ পাপপ্রবৃত্তি প্রবলা রেখে সাময়িক পাপ প্রক্ষালন ও জড় প্রতিষ্ঠা অর্জ্জনের জন্য তীর্থ গমন ক'রে থাকে। কিন্তু কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ মহাপুরুষগণ অতীর্থকে তীর্থ ও পাপ-মলিন তীর্থকে পুনরায় তীর্থীভূত কর্‌বার জন্যই তীর্থ ভ্রমণের লীলা করেন— স্বানুভাবানন্দে প্রভু-সেবাপ্রমত্ত

হ'য়ে বিপ্রলম্ভরসে স্বীয় প্রভুরই অনুসন্ধান ক'রে থাকেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—ভোগ ও ত্যাগ দুইই কি পরিত্যাজ্য ?

উত্তর—মহাপ্রভু ভোগ ও ত্যাগ—উভয়ই বর্জ্জন করতে বলেছেন। চক্ষু, কর্ণ, নাসাদির দ্বারে জড় রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ গ্রহণই ভোগ। এই ভোগে আপাততঃ ক্ষণিক সুখ থাকলেও পশ্চাতে দুঃখের পরিমাণ সুখ অপেক্ষা অনেক বেশী। এই কারণে ভোগ অপেক্ষা ত্যাগেরই আদর।

ত্যাগ বা বিরাগ খুব ভাল ; কিন্তু যে বিরাগ বা ত্যাগে 'নেতি নেতি' ক'রে ত্যাগ করতে করতে পরমেশ্বর পর্য্যন্ত পরিত্যক্ত হ'য়েছেন, সে ত্যাগ ত' ভোগেরই আর একটা দিক্। জগৎকে যাঁরা মিথ্যা বলেন, কাকবিষ্ঠার ন্যায় জ্ঞান করেন, তাঁদের বিচার ভ্রান্ত পূর্ণ, কেন না, তা'তে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানের সৃষ্ট্যাদি শক্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করা হয়। বিশ্ব সত্য, বিশ্বের যাবতীয় বস্তুই নশ্বর ধর্ম্ম-যুক্ত—এই বিচারই বেদান্তবিদ্গণের একমাত্র সুষ্ঠু বিচার।

ভোগ যেমন বস্তুতে ভগবানের সম্পর্ক বা অন্তরা-বস্থিতি দেখ্তে দেয় না—ভোগীকে ভোগ দিয়ে ভোক্তা সাজায়, ত্যাগও সেই প্রকার সকল বস্তুই যে ভগবানের সেবোপকরণ, তা বুঝ্তে অবসর দেয় না—ভগবৎ-সম্বন্ধী বস্তুর প্রতি অবজ্ঞা আনয়ন করে।

বিষয় সমূহ বিশ্বের বৈভব। সেই রূপরসাদি বিষয় আবার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের গতি। সুতরাং ইন্দ্রিয়বর্গ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় গ্রহণে কখনই পরাঙ্মুখ হবে না—বিরতি লাভ করবে না। যদিও মাঝে মাঝে বাহ্য-ইন্দ্রিয় সংযম করে বিরাগবিশিষ্ট জনগণ বাহিরে বৈরাগী সেজে থাকেন, তথাপি ইন্দ্রিয়ের রাজা মন তাহার মানস ইন্দ্রিয়-দ্বারে সকলের অজ্ঞাতসারে বিষয়-ভোগেই বিভোর হয়ে থাকে। আর যদি কেহ বৈরাগ্য লাভের জন্য বিষয়-গ্রহণের দ্বারস্বরূপ ইন্দ্রিয় সমূহের বিনাশ-সাধনে নিযুক্ত হন, তা'হলে বৈরাগ্যলাভের পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয় বিয়োগ-দুঃখ ঐ বৈরাগীকে ব্যথিত করে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেবের বিচারে বিষয়ীর ও বিষয়ের স্বরূপ-বিষয়ক বিজ্ঞানেরই আদর দেখা যায়।

ভক্ত বিষয়কে ভোগ্য বা ত্যাজ্য না জেনে ভগবৎ-সেবোপকরণ-জ্ঞানে তাহা ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত করেন। ভক্ত বিষয়ে অনাসক্ত থেকে যথাযোগ্য বিষয় গ্রহণ-পূর্ব্বক সেবকাভিমানে সতত ভগবৎ সেবাই করেন। ত্যাগ বা ভোগ আত্মার বৃত্তি নহে। সেবাই আত্মার নিত্যবৃত্তি। মুক্ত আত্মা বৈকুণ্ঠে নিজ সেব্যের সেবায় বিভোর। আর ভাগ্যবান্ বদ্ধ আত্মা বদ্ধাবস্থা হ'তে শুদ্ধ বা মুক্ত হবার জন্য ভগবৎ-প্রদত্ত ইন্দ্রিয় ও বিষয়গুলি ভোগানুকূলে বা স্বসুখার্থ ব্যবহার করেন না, ত্যাগানুকূলেও ত্যাগ করেন না, কেবল সেবা-নুকূলে গ্রহণ ও প্রতিকূলে ত্যাগ করেন। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু কে ?

উত্তর—শ্রীরূপ প্রভু ভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ। তিনি জগদ্-গুরু—ভক্ত সম্রাট্। তিনি কৃষ্ণলীলায় শ্রীরূপ মঞ্জরী গোপী। শ্রীরূপ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরঙ্গ ভক্ত। তিনি জীবতত্ত্ব নন—জীবের প্রভু—স্বরূপ শক্তিতত্ত্ব। তিনি শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর প্রিয় জন।

শ্রীচৈতন্যদেবের অন্যান্য ভক্ত অপেক্ষা শ্রীরূপ প্রভুর বিশেষত্ব আছে। শ্রীরূপ প্রভু শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের অতি প্রিয়। শ্রীরূপ প্রভু গৌরসুন্দরের হৃদ্গত-ভাব যেরূপ জান্তেন, গৌরসুন্দরের অন্য কোন আচার্য্যানুষ্ঠানরত অনুগত জনে সেরূপ সেবা-পরাকাষ্ঠার কথা প্রকাশিত হয় নাই। শ্রীস্বরূপ-রূপের অনুগত জনেই শ্রীগৌরসুন্দরের হৃদ্গত নিগূঢ়-ভাব প্রকাশিত হ'য়েছে। শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর নিকট সকলেই ঋণী। যে পর্য্যন্ত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রকট থাকবে, সে পর্য্যন্ত শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর অসামান্য ও অপূর্ব্ব দানের কথা কেহ অস্বীকার করতে পারবে না। শ্রীরূপের পূর্ণ আনুগত্য ক'রেও সেই ঋণ কেহ শোধ করতে পারে না।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের অঙ্কে, বক্ষে, মস্তকে থাকবার বস্তু,

শ্রীকৃষ্ণ যাঁ'কে অনুক্ষণ নিজ স্কন্ধে ও মস্তকে রাখেন, তিনিই আমাদের নিত্য উপাস্য শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভু। শ্রীরূপের শ্রীচরণধূলিই আমাদের আকাঙ্ক্ষণীয়। শ্রীরূপের শ্রীচরণ-কমলই আমাদের আশা ভরসা।

কৃষ্ণদাস্য কিরূপে লাভ হ'তে পারে? তার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বল্‌ছেন—শ্রীরূপ-রঘুনাথের দাস্য দ্বারাই কৃষ্ণদাস্য লাভ হয়।

আমরা শ্রীরূপের পাদপদ্ম হ'তে যে পরিমাণে বঞ্চিত, আমাদের সেবোপলব্ধির পরিমাণ সেই পরিমাণে ন্যূন। শ্রীরূপের অনুগত জনই সর্ব্বসম্পদের অধিকারী। শ্রীরূপ প্রভু শ্রীকৃষ্ণানুশীলনের পূর্ণ আদর্শ। তিনি সাধারণ ঐতিহাসিকের চক্ষে তাঁ'র দাদা শ্রীসনাতন গোস্বামীর শিষ্য। কিন্তু শ্রীসনাতন প্রভুও শ্রীরূপের কৃপা যাচ্ঞা করেন। শ্রীসনাতন প্রভু বলেন—যাঁ'রা শ্রীরূপের কৃপার আশা করেন না, তাঁ'রা কখনও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবা-শোভা দর্শন কর্‌তে পারেন না।

কর্ম্মকাণ্ডী ও নির্ব্বেদ-জ্ঞানী-সম্প্রদায় যখন ভক্তির বিলোপ সাধন কর্‌বার জন্য বল সংগ্রহ ক'রেছিলেন, সেই বলকে হ্রাস ও দমন কর্‌বার জন্য নৈষ্কর্ম্ম্যবাদ-প্রচারকারী শ্রীগৌরসুন্দরের সেনাপতির আবশ্যক হয়েছিল। শ্রীরূপসনাতনই মহাপ্রভুর সেই সেনাপতি-দ্বয়। শ্রীরূপ—সেনাপতি আর রূপানুগগণ—সব সেনা। শ্রীদামোদর-স্বরূপ গৌড়ীয়ের ঈশ্বর, তাঁর নিকট হ'তে recruit করে সেব সনা হবে, বিরুদ্ধদলকে—অন্যাভি-লাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী সম্প্রদায়কে পরাজয় কর্‌বার জন্য।

রূপানুগ সৈন্যের হস্তে অন্য কোন অস্ত্র নাই—তাঁদের একমাত্র অস্ত্র—সুনির্ম্মলতা—কীর্ত্তন। কি ক'রে ভক্তি-বিদ্বেষী সম্প্রদায় সমূহের বিরুদ্ধে অভিযান কর্‌তে হবে, সেই সকল দুঃসঙ্গ হ'তে কিরূপে আত্মরক্ষা কর্‌তে হবে, তার প্রণালী শিক্ষা দিয়েছেন শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর প্রয়াগে সেনাপতি শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুকে শক্তি সঞ্চার ক'রে। সেনাপতি তাঁর সৈন্যগণেরদ্বারা যেভাবে যুদ্ধ করিয়ে-ছিলেন, তা আলোচনা করে আমরাও ভক্তিবিরোধী সম্প্রদায়ের বিচারের-প্রতি গুলী কর্‌তে পার্‌বো—অসদ্-বুদ্ধি, ফলকামনা, কর্ম্মাগ্রহ, অন্যাভিলাষিতা, পাষণ্ডতা, নাস্তিকতা, বিরূভাব, এ সকলের প্রতি গুলী করে ধ্বংস কর্‌বো।

শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী হ'লেন শ্রীরূপানুগ সৈন্যসিংহ। তিনি অমোঘ বিচার-বাণে সমস্ত অসৎ-মতকে সর্ব্বতো-ভাবে খণ্ডন করেছেন। শ্রীরূপ-সেনাপতির অনুগত—শ্রীজীব ও শ্রীরঘুনাথ।

শ্রীরূপ তাঁর দাসগণের নিকট যে সুদুর্ল্লভ সম্পদ রেখে-গিয়েছেন, তা আমরা শ্রীনরোত্তমঠাকুর ও শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট পেতে পারি।

আমরা যদি সত্যি সত্যি হৃদয় থেকে নিষ্কপটে সেই অমূল্য সম্পদ চাই তা হলেই শ্রীরূপের সম্পদ্—সেই সেবা-সম্পদ্ আমরা পেতে পার্‌বো।

শ্রীরূপের সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য, অলৌকিকী অসামান্যা অহৈতুকী অমন্দোদয়-দয়া—কৃপা-পরাকাষ্ঠা, তা পেলে কুরূপ, বিরূপানুগত্য আর থাকে না, সব সুরূপ হয়—সুদর্শন হয়। তখন বিশ্বভরা লোক যে রূপের জন্য পাগল, সেই কুরূপের প্রতি অতি সহজেই থুৎকার কর্‌তে পারা যায়।

যে রূপের দ্বারা কৃষ্ণের সেবা করা যায়, তা বর্ত্তমানে ঢাকা পড়েছে—উপাধি দ্বারা। একটা মানসিক উপাধি আর একটা শারীরিক উপাধি। সেই রূপের বিরোধী হওয়ায় কেউ অন্যাভিলাষী কর্ম্মী সাজ্‌ছি, কেউ জ্ঞানী সাজ্‌ছি, কেউ যোগী সাজ্‌ছি। আবার কখন মনে করছি—আমি মানুষ, আমি দেবতা, আমি পণ্ডিত, আমি মূর্খ, আমি ধনী, আমি দরিদ্র, আমি পিতা, আমি পুত্র, আমি ব্রাহ্মণ, আমি সন্ন্যাসী প্রভৃতি। অর্থের রূপ, রমণীর রূপ, প্রতিষ্ঠার রূপ আমাদের নিকট বরণীয় ও লোভনীয় হচ্ছে। শ্রীগৌরসুন্দরের 'শ্রীরূপ' যে রূপের কথা জানিয়েছেন, সেই রূপ পাবার জন্য কি আমাদের একবারও লৌল্য হ'বে না?

সেবোন্মুখ, নিষ্কপট দৈন্যময় প্রীতিচক্ষে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভুর পাদপদ্ম দর্শন হয়। ভজন, পূজন, সর্ব্বস্ব, ইহ-পরকাল যখন শ্রীরূপ গোস্বামীর পাদপদ্ম হবে, তখনই শ্রীচৈতন্য দেবকে পূর্ণভাবে দেখ্‌তে পাব।

শ্রীরূপ প্রভুর পাদপদ্মই আমাদের একমাত্র আশা-ভরসা। তাঁর কৃপাই আমাদের একমাত্র সম্বল। তাই প্রার্থনা—

"আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং, জন্মজন্মনি॥"

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কর্ম্ম ও লীলার মধ্যে কি পার্থক্য ?

উত্তর—কর্ম্ম ও লীলাতে আকাশ-পাতাল ভেদ আছে।

কর্ম্ম—বহির্ম্মুখ-জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য, লীলা—সেবোন্মুখ-চিদিন্দ্রিয়গ্রাহ্য। কর্ম্মের ভূমিকা—জগৎ, কর্ম্মের আধার—স্থুল বা সূক্ষ্ম উপাধি। কর্ম্ম—অনিত্য, লীলা—নিত্য। কর্ম্ম—অস্বতন্ত্র জীবের ত্রিতাপভোগ বা দণ্ড, আর লীলা—সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্‌ পুরুষোত্তমের নিরঙ্কুশ ইচ্ছাপ্রসূত আনন্দময়-ক্রীড়া। লীলার ভূমিকা—চতুর্দ্দশ-ব্রহ্মাণ্ডাতীত বিরজা-ব্রহ্মলোকেরও অতীত বৈকুণ্ঠ ও গোলোক। লীলা লীলাময়ের লীলা-শক্তির ইচ্ছায় জগতে প্রকাশিত হ'য়েও অতীন্দ্রিয় অবিচিন্ত্য স্বভাববশতঃ প্রাকৃতের সহিত লিপ্ত বা প্রাকৃতের অধীন নয়, ইহাই গৌড়ীয় দর্শনের কথা। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—প্রকৃতি বা মায়া কি জগৎ-সৃষ্টির মূল কারণ ?

উত্তর—গুণময়ী-মায়া কখনই মুখ্য জগৎ-কারণ হ'তে পারে না। ভগবদীক্ষণশক্তি সঞ্চারিত হ'লে প্রকৃতি সেই ভগবৎ-শক্তিবলে জগৎ-সৃষ্টির গৌণ কারণ হয়—অগ্নি প্রবেশ করে লৌহকে যেরূপ দাহনশক্তি প্রদান করে, তদ্রূপ। অজাগলস্তনের ন্যায় প্রকৃতির দ্রব্যরূপ-কারণত্ব। গুণরূপ অংশে যে নিমিত্ত-কারণ বলা হয়, তা'তেও কৃষ্ণই নিমিত্তকারণ। নারায়ণ—কুম্ভকারস্থলীয় মুখ্য নিমিত্ত-কারণ, আর মায়া—চক্র-দণ্ডাদিস্থলীয় গৌণ-নিমিত্ত-কারণ। যেরূপ কুম্ভকার ব্যতীত ঘট হ'তে পারে না, সেইরূপ কৃষ্ণ ব্যতীতও জগৎ হয় না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হ'তে মায়ার প্রতি যে ঈক্ষণ করেন, তাতে দুই প্রকার কার্য্য হয়। পুরুষের কিরণরূপে অনন্ত জীবকে মায়ামধ্যে নিবিষ্ট ক'রে এবং স্বয়ং অঙ্গাভাসে মায়া স্পর্শ ক'রে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে। অঙ্গাভাস অঙ্গমিলনের আভাস মাত্র, প্রকৃত-প্রস্তাবে অঙ্গমিলন নয়। উহা 'মায়া মিশে এস ভগবান্‌' প্রভৃতি চিন্তাস্রোতের ন্যায় নহে। কৃষ্ণই প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডে এক এক পুরুষাকারে প্রবিষ্ট হন। অতএব কৃষ্ণই মূল জগৎ-কারণ।

শাস্ত্র বলেন—

"কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নিশক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥"

পরব্যোমের বাহিরে জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মধাম, তার বাহিরে কারণ-সমুদ্র। চিন্ময়ধাম—কারণশূন্য, মায়া—কারণময়ী। এই দুই এর মধ্যবর্ত্তী স্থলকে 'চিন্ময় জলনিধি কারণ-সমুদ্র' বলা হয়। সেই জলশায়ী ভগবানের ঈক্ষণই তার বাহিরে মায়াকে লক্ষ্য ক'রে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করে। কারণার্ণবের বাহিরে মায়াশক্তির অবস্থিতি। মায়া-কারণ-সমুদ্রকে স্পর্শ করতে পারে না, ভগবদীক্ষণ মায়া মধ্যে প্রবিষ্ট হ'য়ে মায়াকে ক্রিয়াবতী করে থাকে।

(প্রভুপাদ)

গুরুমুখপদ্মবাক্য, চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই সে উত্তম গতি,
যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা॥

চক্ষুদান দিলা যেই, জন্মে জন্মে প্রভু সেই,
দিব্যজ্ঞান হৃদে প্রকাশিত।
প্রেমভক্তি যাঁহা হৈতে, অবিদ্যা-বিনাশ যাতে
বেদে গায় যাঁহার চরিত।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী সভায় প্রদত্ত শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদপত্রাবলী

(৪৭৮ শ্রীগৌরাব্দ)

(১)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

কৈশোরাদ্ বয়সঃ কৃষ্ণকার্ষ্ণপাদৈক-সেবিনে।
স্নিগ্ধস্বভাব-রম্যায় বৃন্দাবননিবাসিনে॥
শ্রীমতে বীরভদ্রায় ভদ্রায় ব্রহ্মচারিণে।
শ্রীচৈতন্যকথাস্তোমপ্রচারিপরিষৎস্থিতৈঃ॥
'ভক্তিকেবল' ইত্যাখ্যা সজ্জনৈর্দীয়তে মুদা।
সরস্বতীত্রিপথগাসঙ্গমে সুরসেবিতে।
গ্রহাব্ধিবেদগৌরাব্দে গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(২)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

শ্রীমচ্চৈতন্যবাণীসুপ্রচারোৎসাহসংযুতঃ।
বিদ্যাবিনয়-সম্পন্নো ভক্তিমান্ মিষ্টভাষিতঃ॥
শাস্ত্রাধ্যাপননিষ্ণাতঃ সারল্যৌদার্য্যমণ্ডিতঃ।
লোকনাথ ইতি খ্যাতো ব্রহ্মচর্য্যব্রতস্থিতঃ॥
মহোপদেশকোপাধিস্তস্মৈ সভ্যৈঃ প্রদীয়তে।
সরস্বতীত্রিপথগাসঙ্গমে সুরসেবিতে॥
শ্রীশোদ্যানে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠবর্ত্তিভিঃ।
গ্রহাব্ধিবেদগৌরাব্দে গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(৩)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

গুরুনিষ্ঠঃ সদাচারো ভগবদ্ভক্তিভূষিতঃ।
সেবৈকজীবনো রামনিবাসঃ শর্ম্মণাযুতঃ॥
হৈদরাবাদ-বাস্তব্যঃ শ্রীমান্ শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
'ভক্তিপ্রমোদ' ইত্যাখ্যা সজ্জনৈর্দীয়তে মুদা॥
শ্রীচৈতন্যকথাব্রাতপ্রচারিপরিষৎস্থিতৈঃ।
সরস্বতীত্রিপথগাসঙ্গমে সুরসেবিতে॥
শ্রীশোদ্যানে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠবর্ত্তিভিঃ।
গ্রহাব্ধিবেদ-গৌরাব্দে গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(৪)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্
শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

অক্রোধঃ স্নিগ্ধ গম্ভীরঃ সাধুসেবাপরায়ণঃ।
গৌরগাথাপ্রচারেষু সর্ব্বাত্মনা সহায়কঃ॥
দাসাধিকারিণে তস্মৈ শ্রীনদীয়াবিহারিণে।
দীয়তে **'ভক্তিকমল'** ইত্যুপাধিঃ সদোগতৈঃ॥
শ্রীমচ্চৈতন্যগাথায়াঃ প্রচারকবরৈর্ম্মুদা।
সরস্বতীত্রিপথগাসঙ্গমে সুরসেবিতে॥
শ্রীশোদ্যানে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠবর্ত্তিভিঃ।
গ্রহাব্ধিবেদগৌরাব্দে গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

(৫)

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

গৌরবাণীপ্রচারায় নিরন্তর সমুৎসুকঃ।
নিরহঙ্কৃতিনির্মায়গুরুবৈষ্ণবসেবকঃ॥
দাসাধিকারিণে তস্মৈ হৃদৈবমোচনায় বৈ।
সজ্জনৈর্দীয়তে প্রীত্যা পদবী 'ভক্তিভূষণঃ'॥
শ্রীচৈতন্যকথাব্রাতপ্রচারিপরিষৎস্থিতৈঃ।
সরস্বতীত্রিপথগাসঙ্গমে সুরসেবিতে॥
শ্রীশোদ্যানে শ্রীচৈতন্যগৌড়ীয়মঠবর্ত্তিভিঃ।
গ্রহাব্ধিবেদগৌরাব্দে গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

৬

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণ্যাঃ সভায়াঃ

শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ-পত্রম্

প্রাণার্থধী-বচো-দেহৈঃ কৃষ্ণসেবাপরায়ণঃ।
গুরুবৈষ্ণবসৎকারেঽনলসঃ শাঠ্যবর্জ্জিতঃ॥
তেজপুরেঽসমে দেশে দাসাধিকারী সুব্রতঃ।
শ্রীমাংশ্চিকিৎসকস্তস্মা উপাধির্দীয়তে মুদা॥
'সেবাব্রত' ইতি শ্রীশোদ্যানস্থৈঃ শ্রীশসেবকৈঃ।
শ্রীমচ্চৈতন্যগৌড়ীয়মঠতঃ সাধুকোবিদৈঃ॥
সরস্বতীত্রিপথগাসঙ্গমে সুরসেবিতে।
গ্রহাব্ধিবেদগৌরাব্দে গৌরাবির্ভাববাসরে॥

স্বাঃ শ্রীভক্তিদয়িত মাধব
সভাপতিঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডি-যতি

শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি মহারাজের

শুভ আবির্ভাব-বাসরে

অর্ঘ্য-প্রশস্তি

"ওঁ মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথো মদ্গুরুঃ শ্রীজগদ্গুরুঃ।
মমাত্মা সর্ব্বভূতাত্মা তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

(১)

গুরুদেব!

শ্রীহরি-উত্থান একাদশী দিনে
আসিয়াছ ধরাধামে।
তাই সে তিথিরে করিয়ে বন্দনা
শত শত পরণামে॥

(২)

মায়ামোহনিদ্রা-ঘোরে অচেতন
জীবেরে জাগাতে জানি'।
দামোদরোত্থান মহাপুণ্য দিনে
তোমারো উত্থান মানি॥

(৩)
কি দিয়ে পূজিব ওচরণ দু'টি,
কি আছে সম্বল অ জ্ঞ।
(এক্ষুদ্র) অর্ঘ্য-প্রশস্তি স'পিবারে তাই
ব'সেছি মন্দির-মাঝ ॥

(৪)
বড়ই সঙ্কটে পড়িয়াছে জীব,
না দেখি তারণলেশ।
'জগন্নাথ'-নিজ-জন প্রভু তুমি,
ঘুচাও জীবের ক্লেশ ॥

(৫)
বিঘ্নাকুল পথে চলার কৌশল
শিখায় যে হাত ধরে।
তাঁকেইত মোরা জানি গুরু ব'লে,
(আর) কি ভয় পাইলে তাঁরে ॥

(৬)
লহ গুরুদেব প্রণাম সবার,
করহ আশীষ দান।
প্রেমভক্তি-দানে উদার যে তুমি,
গৌরবে সুমহান্ ॥

(৭)
চিরদিন প্রভো থাকহ প্রকট
মোদের হৃদয়-মাঝে।
স্মৃতিভ'রে রাখি তব মধুবাণী
গেয়ে নেচে চলি ব্রজে ॥

(৮)
প্রার্থনা তব রাতুল চরণে
থাকে যেন মোর রতি।
ওগো গুরুদেব, ওগো কর্ণধার,
শ্রীপদে জানাই নতি ॥

স্থান—শ্রীজগন্নাথ-মন্দির,
শ্রীপাট যশড়া, পোঃ চাকদহ,
জেলা নদীয়া

প্রণত
শ্রীপাঁচু ঠাকুর (শ্রীসুকৃতি কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব-তিথি পূজা

বিগত ২৬ দামোদর (৪৭৯ গৌরাব্দ), ১৯ কার্ত্তিক (১৩৭২ বঙ্গাব্দ), ইং ৫ নবেম্বর (১৯৬৫ খৃষ্টাব্দ) শুক্রবার পরম মঙ্গলময়ী শ্রীশ্রীউত্থান একাদশী তিথি বাসরে পূর্ব্বাহ্ণে কলিকাতা-মহানগরীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে অস্মদীয় ভুবনপাবন শ্রীগুরুপাদপদ্ম ওঁ ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামি-বিষ্ণুপাদের শুভ আবির্ভাব তিথি-পূজা মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমাদের পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস গোস্বামি মহারাজের তিরোভাব-তিথিও এতৎসহ তন্মহিমা-শংসন-মুখে সম্পূজিত হইয়াছেন।

পরমারাধ্য গুরুদেব অদ্য শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ন-নাথ জিউর মঙ্গলারাত্রিকের পর স্বহস্তে তাঁহার সতীর্থ ও পুত্রপ্রতিম শিষ্যগণকে প্রসাদী মাল্যচন্দনে ভূষিত করিয়া ভক্তবৃন্দসহ অন্যান্য দিনের ন্যায় নগর সংকীর্ত্তনে বাহির হন। মাসব্যাপী নগর সংকীর্ত্তনের অদ্য শেষ দিবস। শ্রীঅঙ্গের অসুস্থলীলাভিনয় থাকা সত্ত্বেও

শ্রীল গুরু মহারাজ আজ অপূর্ব্ব ভাবাবিষ্ট হইয়া নিজেই বিবিধ অক্ষরসহযোগে কীর্ত্তন করেন। বিশেষতঃ পরম পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমৎসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বিরচিত—"নদীয়া গোদ্রুমে নিত্যানন্দ মহাজন। পাতিয়াছে নামহট্ট জীবের কারণ। শ্রদ্ধাবান্ জন হে! শ্রদ্ধাবান্ জন হে! প্রভুর কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা॥ অপরাধ শূন্য হ'য়ে লহ কৃষ্ণনাম। কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ॥ কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি' অনাচার। জীবে দয়া, কৃষ্ণনাম —সর্ব্ব ধর্ম্মসার্॥" ইত্যাদি পদগুলি বিবিধ অক্ষর যোজনা করিয়া অতীব মর্ম্মস্পর্শী সুরে কীর্ত্তনে তন্ময় হইয়া পড়েন। ভক্তবৃন্দ উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন-সহযোগে শ্রীগুরুপাদ-পদ্মকে অগ্রণী করিয়া মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর পুনরায় কীর্ত্তন-পাঠাদি আরম্ভ হয়। নিয়মসেবার শেষ দিন অদ্য। ভক্তবৃন্দ নিয়মসেবার অন্যান্য কীর্ত্তন-পাঠাদি মধ্যে শ্রীশ্রীপরমগুরুদেব ও পরাৎপর-গুরুদেবের অষ্টকদ্বয় কীর্ত্তন করিলে শ্রীল গুরুমহারাজ তদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের বন্দনা পুরঃসর—"দামোদরে থ ন দিনে প্রধানে ক্ষেত্রে পবিত্রে কুলিয়াভিধানে। প্রপঞ্চলীলা পরিহারবন্তং বন্দে গুরুং গৌর কিশোর সংজ্ঞম্॥"—এই শ্লোকোচ্চারণে তদীয় পরমগুরুদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শ্রীল পরমহংস বাবাজী মহারাজের পরমপূত জীবন-ভাগবত সংক্ষেপে কীর্ত্তনপূর্ব্বক শ্রীনামমহিমা কীর্ত্তন-মুখে দশনামাপরাধ ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর নাম-মহিমা সূচক পদাবলী কীর্ত্তিত হইবার পর প্রাতঃকালীন সভা ভঙ্গ হয়। তৎপর পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ তদীয় গুরুভ্রাতা শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায় মহোদয় এবং শিষ্য শ্রীনারায়ণ দাসজী ব্রহ্মচারী (কাপুর) সমভিব্যাহারে বড়গঙ্গায় স্নান সমাপনান্তে গঙ্গোদকপূর্ণ কলসদ্বয় সহ মঠে প্রত্যাবর্ত্তন-পূর্ব্বক স্বহস্তে শ্রীগুরুপরম্পরা এবং শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-রাধা- নয়ননাথ জিউ শ্রীবিগ্রহগণের ষোড়শোপচারে পূজা সম্পাদন করেন। তৎপর পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রকাশ অরণ্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ ও শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীপাদ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীপাদ নারায়ণ দাস মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, শ্রীপাদ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ সতীর্থগণকে প্রসাদী মাল্য-চন্দন ও বস্ত্রাদিদ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিলে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বিঘসাশী দাসানুদাস-সূত্রে আমরা আমাদের পরম গৌরবের পাত্র-বোধে শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে স্বতন্ত্র সুসজ্জিত আসনে বসাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার পূজা বিধান করি। পূজার পর মঠবাসী ও গৃহস্থ শিষ্যগণ যথাক্রমে শ্রীগুরুপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন। শিষ্যব্যতীতও শ্রীগুরুপাদপদ্মে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট বহু নরনারী পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়াছিলেন। পূজা ও পুষ্পাঞ্জলি-দানকালে অবিশ্রান্তভাবে কীর্ত্তন চলিয়াছিল। অনন্তর শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথ জিউর মাধ্যাহ্নিক ভোগারাত্রিকের পর সমবেত সহস্রাধিক সজ্জন ও ভক্তবৃন্দকে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয়।

সন্ধ্যারাত্রিকের পর শ্রীমন্দিরালিন্দে সভার অধিবেশন হয়। প্রথমে পণ্ডিত শ্রীবিভুপদ পণ্ডা কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বিদ্যানিধি, তৎপর শ্রীজগন্নাথ দাস অধিকারী তাঁহাদের স্বরচিত সংস্কৃত ও বাংলা অভিনন্দন পত্র পাঠ করেন। তৎপর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সেক্রেটারী এবং শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহোদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমা-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলে শ্রীল গুরুমহারাজ ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজ উত্থান একাদশী, নিয়মসেবা ও পরাৎপর গুরুদেব শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলেন। তৎপর দিবস হইতে সপ্তাহকাল-ব্যাপী প্রত্যহ সন্ধ্যায় শ্রীল বাবাজী মহারাজের বহু শিক্ষা-সম্বলিত পূত জীবন চরিত আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেবের স্বদৈন্যজ্ঞাপনমুখে শিষ্যগণের প্রতি উপদেশবাণীর সারমর্ম্ম—

পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ আজকের তিথিতে নিত্যলীলায় প্রবেশ করেছেন। তাঁহার পূত চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে বহু কথা বল্‌বার আছে।

আজ আমার জন্মদিন বলে আমার বন্ধুগণ আমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌বার জন্য এখানে সমবেত হয়েছেন। সমাজে এরূপ একটী প্রথা চলে আস্‌ছে, জন্মদিনে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠকে আশীর্ব্বাদ করেন। এখানে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচার নেই, স্নেহেতে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ হয়ে যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুকে ভক্তগণ ষষ্ঠীপূজার দিন আশীর্ব্বাদ করতে আস্‌তেন। আজ মঠেতেও কনিষ্ঠ, মধ্যম, জ্যেষ্ঠ সকলে মিলেই আশীর্ব্বাদ কর্‌বার জন্য অগ্রসর হ'য়েছেন। লাভ কেউ ছাড়্‌তে চায় কি? বৈষ্ণবেরা আশীর্ব্বাদ কর্‌ছেন, আমি তাহা গ্রহণ কর্‌ছি। য'াতে একান্ত-ভাবে গুরু-বৈষ্ণব সেবায় নিয়োজিত হতে পারি, শ্রীগৌর-সুন্দরের পাদপদ্মে, শ্রীরাধাগোবিন্দের পাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করতে পারি এরূপ শুভ অভিপ্রায়যুক্ত আপনাদের আশীর্ব্বাদ আমার উপর প্রচুররূপে বর্ষিত হউক।

আমার পরিচয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর দিয়েছেন—

"আমার জীবন, সদা পাপে রত,
নাহিক পুণ্যের লেশ।
পরেরে উদ্বেগ, দিয়াছি যে কত,
দিয়াছি জীবেরে ক্লেশ॥

নিজ সুখ লাগি', পাপে নাহি ডরি,
দয়াহীন স্বার্থপর।
পর-সুখে দুঃখী, সদা মিথ্যা-ভাষী,
পরদুঃখ সুখকর॥

অশেষ কামনা, হৃদি মাঝে মোর,
ক্রোধী দম্ভপরায়ণ।
মদমত্ত সদা, বিষয়ে মোহিত,
হিংসা গর্ব্ব বিভূষণ॥

নিদ্রালস্য-হত, সুকার্য্যে বিরত,
অকার্য্যে উদ্যোগী আমি।
প্রতিষ্ঠা লাগিয়া, শাঠ্য আচরণ,
লোভহত সদা-কামী॥

এ হেন দুর্জ্জন, সজ্জন বর্জ্জিত,
অপরাধী নিরন্তর।
শুভকার্য্য শূন্য, সদানর্থ মনা,
নানা দুঃখে জর জর॥

বার্দ্ধক্যে এখন, উপায় বিহীন,
তাতে দীন অকিঞ্চন।
ভকতিবিনোদ, প্রভুর চরণে,
করে দুঃখ নিবেদন॥"

এজন্য আপনাদের কৃপা প্রার্থনা করছি। আমি দম্ভের মূর্ত্তি। সাক্ষাৎভাবে আমার নিকট উপস্থিত শ্রীমদ্ পুরী মহারাজ দৈন্যের মূর্ত্তি। কিন্তু উপায় নাই, স্বভাব যায় না মরলে। তবে বৈষ্ণবের কৃপা হলে সবই সম্ভব হতে পারে। ভক্তের বাক্য কখনও ব্যর্থ হয় না। আমার মনে আছে, যখন বোম্বাই সহরে ৯০নং বাবুল নাথ রোডে প্রথম গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হয় মঠের কোনও সেবাকার্য্যে আমরা একজন শেঠের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তৎকালে তিনি ৮।১০ কোটি টাকার মালিক ছিলেন। তাঁ'রা স্বামী স্ত্রী উভয়ে খুব স্থূলকায় ছিলেন। তথাপি তাঁরা বহু কষ্টে ভূমিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত হয়ে পড়্‌লেন এবং কাঁদ্‌তে লাগলেন। তাঁদের আর্ত্তি দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। আমার সতীর্থ শ্রীমদ্ভক্তিস্বরূপ পর্ব্বত মহারাজ রহস্যচ্ছলে বল্লেন,—"আপনারা ত' টাকার গদীর উপর শুয়ে আছেন। মহা সুখে আছেন। কত লাড্ডু, কচুরী, পুরী খাচ্ছেন। আপনাদের দুঃখ কিসের।" তখন শেঠজী বল্লেন—স্বামিজী আপনার কথা সত্য নহে। যদিও আমরা টাকার গদীর উপর শুয়ে নাই, টাকার গদী বানিয়ে শুতে পারি। কিন্তু আমাদের শান্তি নাই।

লাড্ডু, কচুরী, পুরী কিছুই আমরা খেতে পারি না। মেদ বৃদ্ধি হওয়ার দরুণ ডাক্তার কিছুই খেতে দেন না, বাড়ীর ভৃত্যগণ খায়। আমরা শুধু Glucose-D সেবন করি। আমরা দুই ভাই। আমাদিগকে পৃথক্ বাড়ীতে থাকতে হয়। দুই স্ত্রীর মধ্যে গুরুতর মনোমালিন্য ও কলহের জন্য আমরা একত্র বাস করতে পারি না। আমাদের দুই ভাইয়ের মধ্যে কাহারও কোন সন্তান নাই। আপনাদিগকে আমরা আহ্বান করি নাই, আপনারা ভগবদিচ্ছাক্রমে স্বেচ্ছায় এখানে এসেছেন। আপনারা সাধু, আপনাদের নিকট আমরা একটী সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানাচ্ছি, এসেছেন যখন বাক্য দিয়ে যান।" আমরা বল্লাম—'আমরা এমন সাধু নই, বাক্য দিলে ফল হবে।' তাতে শেঠ্‌জী ভাগবতের "সত্যং বিধাতুং নিজ-ভৃত্য ভাষিতম্" শ্লোকটী উচ্চারণ করে বল্লেন—'আপনারা বাক্য ত' দিয়ে যান, তারপর ফল হয় কি না হয় আমরা বুঝব।' সাধুর বাক্যে শেঠজীর এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস দেখে আমরা মনে মনে তাঁকে প্রশংসা না করে পারি নাই। তদ্রূপ আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনাদের বাক্য কখনও ব্যর্থ হবে না। শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবাভিলাষী আপনাদের শুভাশীর্ব্বাদে আমার সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হবে, মঙ্গল লাভ হবে।

যাঁরা কৃষ্ণসেবার জন্য এতটা আগ্রহবিশিষ্ট কৃষ্ণ তাঁ'দিগকে নিশ্চয়ই কৃপা করবেন। আমার অযোগ্যতা বেশী, কিন্তু তদপেক্ষাও কৃষ্ণের যোগ্যতা বেশী। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে বিজ্ঞপ্তি জানিয়েছেন—

—"যদ্যপি সমাধিষু বিধিরপি পশ্যতি ন তব নখাগ্রমরীচিম্।
ইদমিচ্ছামি নিশম্য তবাচ্যুত তদপি কৃপাদ্ভুতবীচিম॥
"ভক্তিরুদঞ্চতি যদ্যপি মাধব ন ত্বয়ি মম তিলমাত্রী।
পরমেশ্বরতা তদপি তবাধিক-দুর্ঘটঘটনবিধাত্রী॥"

যদিও আপনার পদনখাগ্রের কিরণরাশিসমূহ ধ্যানযোগে ব্রহ্মাদিও দর্শন করতে সমর্থ হন না, আমি তা' আশা করছি, কেন? না—আমার অযোগ্যতা থাকলেও তুমি অদ্ভুত কৃপার সমুদ্র। যদিও আমার তোমার চরণে প্রীতির লেশমাত্র উদিত হয় নাই, আমার অযোগ্যতা যত অধিক হউক না কেন তথাপি আমার একমাত্র ভরসা তোমার পরমেশ্বরতা ততোঽধিক। সুতরাং হতাশার কোনও কারণ নাই। কৃষ্ণ পরম দয়ালু। 'কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানি।' 'যে যত পতিত হয়, তব দয়া তত তায়। তাতে আমি সুপাত্র দয়ার।'

"ইদং শরীরং শতসন্ধিজর্জ্জরং পতত্যবশ্যং পরিণামপেশলং
কিমৌষধং পৃচ্ছসি মূঢ় দুর্ম্মতে নিরাময়ং কৃষ্ণরসায়নং পিব॥"

শতসন্ধিযুক্ত এই শরীরের পতন একদিন হবেই। ভবব্যাধি নিরাময়ের একমাত্র ঔষধ—কৃষ্ণরসায়ন-সেবন। শরীরের অভাব হবে না। কিন্তু কৃষ্ণসেবার সুযোগ পুনরায় লাভ হবে কি না জানি না। যদি কামের হাত হতে উদ্ধার পেতে চাও তা' হলে কৃষ্ণ-নামরস পান কর। চিত্তবৃত্তিটী কৃষ্ণপাদপদ্মে দিয়ে যদি চলে যেতে পারি তা'হলে জীবন সার্থক হ'ল বুঝ্‌ব। পৃথিবীর সমস্ত বস্তুর বিনিময়ে যদি ক্ষণকালের জন্য কৃষ্ণরতি হয় তা' হলে আমি কৃতার্থ হব।

"কৃষ্ণ ত্বদীয় পদপঙ্কজপঞ্জরান্ত-
মদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ ভজনং কুতস্তে॥"

হে কৃষ্ণ, আজই তোমার পাদপদ্মরূপ খাঁচায় আমার মন-রূপ রাজহংসকে প্রবেশ করিয়ে দাও, যখন প্রাণ বের হ'য়ে যাওয়ার সময় হবে তখন কফ, বাত ও পিত্ত এসে কণ্ঠ রুদ্ধ করবে, কৃষ্ণনাম জিহ্বায় স্ফুরিত হবে না। অতএব আমাদের সময় নাই, সময় নাই, সময় নাই। বহু মূল্যবান জীবনের মুহূর্ত্তকাল নষ্ট না করে এখন হতে আমরা আমাদের সর্ব্বেন্দ্রিয় কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় নিয়োজিত করব।"

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের ভাষণের সারমর্ম্ম :—

"ভক্তিবিনোদধারা কখনও রুদ্ধ হবে না। অস্মদীয় গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ

তাঁর সমস্ত শক্তি তাঁর প্রিয় শিষ্য শ্রীল মাধব মহারাজের উপর অর্পণ করেছেন। তিনি প্রভুপাদের কৃপাবিগ্রহ-স্বরূপ। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর হৃদয়ে শুদ্ধভক্তি সিদ্ধান্তবাণী স্ফূর্ত্তি করিয়ে শ্রীচৈতন্যবাণী পরিবেশনের অদ্ভুত শক্তি প্রদান করেছেন। তিনি দৈন্য করে নিজ অযোগ্যতা জ্ঞাপন করলেও তিনিই শ্রীল প্রভুপাদের মনোভীষ্ট সেবা পূরণ করছেন, সর্ব্বত্র তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করেছেন। তিনি দীর্ঘকাল প্রকট থেকে আমাদিগকে ভক্তিবিনোদধারায় স্নান করান—ইহাই আজকের এই শুভতিথিতে আমাদের হার্দ্দী প্রার্থনা। এরূপ ইচ্ছাকে তিনি আশীর্ব্বাদ মনে করুন আর যাই মনে করুন।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাসগৃহে শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর গলদেশে মাল্য প্রদান করে শ্রীব্যাসপূজা করলেন। তদবধি শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শ্রীব্যাসপূজা চলে আসছে। এক সময়ে পুরীতে শ্রীব্যাসপূজা-কালে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন 'আমাতে অর্পিত এই সমস্ত পূজা-সম্ভার আমি আমার গুরুপাদপদ্মকে দিচ্ছি। আমি মাত্র পিওনের কার্য্য করছি।' গুরুদেব transparent (স্বচ্ছ), opaque (অস্বচ্ছ) ন'ন যে মাঝপথে নিজেই আত্মসাৎ ক'রবেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য তাঁর জন্ম দিনে তাঁর গুরুদেবের পূজা করে আমাদিগকে গুরুপূজা শিক্ষা দিচ্ছেন। হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় তিনি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, তাঁর সর্ব্বস্ব নিয়োগ করেছেন। সেই আদর্শ দেখে আমরাও যেন তদ্রূপ শ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবায় সর্ব্বস্ব নিয়োগ করতে পারি।"

বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান—

শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে এবং তদধীন কৃষ্ণনগর (নদীয়া), যশড়া-শ্রীপাট (নদীয়া), গৌহাটী (আসাম), তেজপুর (আসাম), সরভোগ (আসাম), শ্রীবৃন্দাবন (উত্তর প্রদেশ), হায়দরাবাদ (অন্ধ্র প্রদেশ) প্রভৃতি বিভিন্ন শাখা মঠসমূহে শ্রীল আচার্য্যদেবের আবির্ভাব তিথিপূজা ও উৎসবানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর নিবাসী ভক্তবৃন্দও উক্ত তিথি উপলক্ষে মহতী ধর্ম্মসভা এবং উৎসবানুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

হায়দরাবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব

হায়দরাবাদ নিবাসী নাগরিকগণের বিশেষ আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ২০শে নবেম্বর শনিবার কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা করতঃ ৬ই অগ্রহায়ণ ২২শে নবেম্বর সোমবার পুরী হায়দরাবাদ এক্সপ্রেস-যোগে অন্ধ্র প্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদ ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ কর্তৃক সংকীর্ত্তন ও ইংলিশ ব্যাণ্ডাদি সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। তাঁহারা ছত্র ধারণ ও প্রচুর পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবকে ভূষিত করতঃ আচার্য্যোচিত পূজা বিধান করেন। পাথরঘাট্টি এলাকায় শ্রীল আচার্য্যদেব উপস্থিত হইলে নাগরিকগণ বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ও বাদ্যধ্বনি সহযোগে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ পর্য্যন্ত শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমন করেন। শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীপাদ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, বি-এস্‌সি, বিদ্যারত্ন মহোদয়, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর) কৃতিরত্ন, শ্রীনিত্যানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব দাস ব্রহ্মচারী শ্রীল আচার্যাদেবের অনুগমনে তথায় পৌঁছিয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব হায়দরাবাদে মাসাধিক কালব্যাপী অবস্থান করতঃ বিভিন্ন স্থানে ভাষণ প্রদান করিবেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

শ্রীজগন্নাথ-মন্দির

শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট

যশড়া, পোঃ চাকদহ (নদীয়া)

১২ কেশব, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ;

৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ ; ২১ নবেম্বর, ১৯৬৫।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর মাধ্যাহ্নিক-লীলাভূমি শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্ত গৌড়ীয় মঠ ও ভারতব্যাপী তৎশাখামঠসমূহের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে নদীয়া জেলায় চাকদহ মিউনিসিপালিটীর অন্তর্গত যশড়াস্থিত শ্রীমঠের অন্যতম শাখা শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে (শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে) আগামী ৯ পৌষ, ২৫ ডিসেম্বর শনিবার **শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত প্রভুর তিরোভাব** তিথিতে বার্ষিক মহোৎসব সম্পন্ন হইবে। এতদুপলক্ষে ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে ১০ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত উক্ত শ্রীপাটে প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতিগণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইবে। ৮ পৌষ, ২৪ ডিসেম্বর শুক্রবার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে **নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা** বাহির হইবে।

মহাশয়, অনুগ্রহ পূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে সবান্ধবে যোগদান করিলে পরমানন্দের বিষয় হইবে। ইতি—

নিবেদক—

শ্রীকৃষ্ণমোহন ব্রহ্মচারী, মঠরক্ষক

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৭৯ বঙ্গাব্দ—১৩৭১-৭২

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ৩০ গোবিন্দ, ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। সডাক— ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ

১১শ সংখ্যা

পৌষ ১৩৭২

সম্পাদকঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ২৫।১, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, টালীগঞ্জ, কলিকাতা-৩৩।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্॥"

৫ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ, ১৩৭২। ২৩ নারায়ণ, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ পৌষ, শুক্রবার; ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৬৫। | ১১শ সংখ্যা

শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য ভজন

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

শ্রীমন্মহাপ্রভু ও গোস্বামিগণের সিদ্ধান্তানুসারে **শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনই মুখ্য ভজন**। শ্রীনাম সংকীর্ত্তনই ভক্তি-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, স্মরণাদিও কীর্ত্তন বা শ্রীনাম-সংকীর্ত্তনেরই অধীন। শ্রীনাম-কৃপা না হইলে কখনও লীলা স্ফূর্ত্তি হয় না। পরিপূর্ণ অখণ্ড রস শ্রীনাম-কলিকা স্বল্প স্ফুট হইতে হইতেই অপ্রাকৃত শ্রীগোলোকবৃন্দাবনস্থ সচ্চিদানন্দ শ্রীশ্যামসুন্দরাদি মনোহররূপ বিকশিত হয়। কুসুম-সৌরভবৎ স্ফুটিত কলিকায় কৃষ্ণের চতুঃষষ্টিগুণ-সৌরভ অনুভূত হয়। শ্রীনাম-কুসুম পূর্ণ বিকচিত হইলে চিল্লীলামিথুনের চিন্ময়ী অষ্টকাল নিত্য-লীলা প্রকৃতির অতীত হইয়াও শ্রীনামকীর্ত্তনকারীর শুদ্ধ-সত্ত্বোজ্জ্বলীকৃত হৃদয়ে উদিত হয়। কীর্ত্তন ছাড়িয়া পৃথক্‌ভাবে স্মরণাদি-চেষ্টা জড় প্রতিষ্ঠাসন্তার মাত্র। সন্দর্ভ, ভাগবতামৃতাদি যাবতীয় সংস্কৃত গোস্বামিগ্রন্থের পরম নির্য্যাসস্বরূপ শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত নামক গৌড়-ভাষায় লিখিত গ্রন্থে প্রবেশাধিকার না থাকায় অনেকে গোস্বামিগণ-বিরচিত সংস্কৃত গ্রন্থাদি পড়িয়াও বিদ্বজ্জনা-নুগত্যাভাবে প্রকৃত গোস্বামিসিদ্ধান্ত ধরিতে পারেন না। শ্রীল প্রভুপাদের এই কথা শুনিয়া শ্রীমান্ রামকৃষ্ণ দাসজী আধুনিক কোন কোন নব্য-ভজন-প্রচলনকারী ব্যক্তির নামোল্লেখপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, তাঁহারাও ত' নামসংকীর্ত্তন করেন; তদুত্তরে প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, কল্পিত বা রচিত ছড়া-কীর্ত্তন "শ্রীনাম-কীর্ত্তন" নহে—উহা নামাপরাধ কীর্ত্তন, উহা 'কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ' বা 'ভজন' নহে, 'আত্মেন্দ্রিয়তর্পণ' অথবা ভজনের নামে ভোগ বা অপরাধমাত্র। শ্রীচৈতন্য-মুখোদ্গীর্ণ শ্রীনামের সংকীর্ত্তনই ভজন; তাহাই সদ্যঃ প্রেম-সম্পত্তি উৎপাদনে সমর্থ এবং

ভজন-মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া সর্ব্বসাধুজন নির্ণীত। সেই স্বয়ংপ্রকাশ নামামৃত সেবোন্মুখ একটি ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুররসে সমগ্র ইন্দ্রিয়গ্রাম প্লাবিত করিয়া থাকে। কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু এই সিদ্ধান্তই কীর্ত্তন করিয়াছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণদিতে ধরে মহাশক্তি॥
তা'র মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

শ্রীল জীবগোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—

"কলৌ স্বভাবত এবাতিদীনেষু লোকেষ্বাবির্ভূয় অনায়াসেনৈব তত্তদ্যুগগতমহাসাধনানাং সর্ব্বমেব ফলং দদানা সা কৃতার্থয়তি। যত এব কলৌ ভগবতো-বিশেষতশ্চ সন্তোষো ভবতি। অত্র কলিপ্রসঙ্গেন কীর্ত্তনস্য গুণোৎকর্ষ ইতি বক্তব্যম্। ভক্তিমাত্রে কালদেশাদিনিয়মস্য নিষিদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎ-কীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যম্। কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্গ্রাহ্যম্ ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎপ্রশংসেতি স্থিতম্। অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা তৎসংযোগ-নৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ইতি। তত্র চ স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্তপ্রশস্তম্। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথেত্যাদৌ।"

অনুবাদ—কলিযুগে স্বভাবতঃ অতি দরিদ্র জীবগণের মধ্যে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া অনায়াসেই তাঁহাদিগকে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-যুগোচিত মহা-মহা-সাধনলভ্য সমস্ত ফলই প্রদানপূর্ব্বক কৃতার্থ করিয়া থাকেন; যেহেতু কলিযুগে এই সংকীর্ত্তন দ্বারাই ভগবানের বিশেষ সন্তোষ জন্মে। এস্থলে কলিযুগ-মাহাত্ম্য বর্ণন-প্রসঙ্গে কীর্ত্তনেরই গুণোৎকর্ষ অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ বর্ণন অভিপ্রেত; যেহেতু কেবলমাত্র এই কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি-বিষয়েই কাল-দেশাদি নিয়ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্ব্বযুগেই শ্রীযুক্তা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির সামর্থ্য—সমান, কিন্তু কলিযুগে স্বয়ং ভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ (প্রচারার্থ স্বীকার) করিয়াছেন, এই নিমিত্তই কীর্ত্তনের সেই সকল প্রশংসা স্থাপিত হইয়াছে। অতএব কলিযুগে যদি অন্যান্য (নয় প্রকার বা চতুঃষষ্টিপ্রকার বা সহস্র প্রকার) ভক্তি অনুশীলন করিতে হয়, তাহা হইলে সেই কীর্ত্তনের সহযোগেই যে সেই সকল ভক্তি সাধন করিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে; যথা—"সুমেধা অর্থাৎ পণ্ডিতগণ কলিযুগে সংকীর্ত্তন প্রধান যজ্ঞ (ক্রিয়া)-দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিয়া থাকেন।" তন্মধ্যে (অনধিকারীর রূপ-গুণ-পরিকর-লীলা-কীর্ত্তনাদির নিমিত্ত অবৈধ অক্ষ-রাদি সংযোগপূর্ব্বক গান অপেক্ষা) কেবল স্বতন্ত্র শুদ্ধনাম কীর্ত্তনই অতিশয় প্রশস্ত। "কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই কর্ত্তব্য, এতদ্ব্যতীত কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই, নাই, নাই" ইত্যাদি শ্লোকেও এই কথা প্রমাণিত হইয়াছে অর্থাৎ এই শ্লোকোক্ত দৃঢ়-প্রমাণসমূহ কেবলমাত্র শুদ্ধ-নামকীর্ত্তনেরই পরম প্রয়ো-জনীয়তা প্রদর্শন করিতেছে।

হরের্নাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা ঃ—

"কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-অবতার।
নাম হৈতে হয় সর্ব্বজগৎ-নিস্তার॥
দার্ঢ্যলাগি' 'হরের্নাম' উক্তি তিনবার।
জড় লোক বুঝাইতে পুনঃ 'এব'-কার॥
'কেবল' শব্দে পুনরপি নিশ্চয় করণ।
জ্ঞান-যোগ-তপ-আদি কর্ম্ম-নিবারণ॥
অন্যথা যে মানে, তার নাহিক নিস্তার।
নাহি, নাহি, নাহি—তিন উক্ত 'এব'-কার॥"

—চৈঃ চঃ আঃ ১৭।২২-২৫

প্রয়াস

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

'প্রয়াস' পরিত্যাগ না করিলে ভক্তির উদয় হয় না। 'প্রয়াস'-শব্দে আয়াস বা শ্রমকে বুঝায়। ভগবানে শুদ্ধা ভক্তি ব্যতীত আর কোন বস্তুকেই 'পরমার্থ' বলা যায় না। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তি ও আনুগত্য ব্যতীত আর কোন লক্ষণ-দ্বারা ভক্তির ব্যাখ্যা হয় না। শরণাপত্তি ও আনুগত্য জীবের স্বভাবসিদ্ধ নিত্যধর্ম। অতএব ভক্তিই জীবের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি বা সহজ-ধর্ম্ম। সহজ-ধর্ম্মে প্রয়াসের কোন প্রয়োজন নাই ; তথাপি জীবের বদ্ধদশায় ভক্তিবৃত্তির আলোচনায় কিয়ৎপরিমাণে প্রয়াসের কার্য্য আছে। সেই সামান্য প্রয়াস ব্যতীত আর যতপ্রকার প্রয়াস দেখা যায়, সে-সকলই ভক্তির প্রতিকূল। প্রয়াস দুই প্রকার অর্থাৎ জ্ঞান-প্রয়াস ও কর্ম্ম-প্রয়াস। জ্ঞান-প্রয়াসে কেবলাদ্বৈত-বোধরূপ ফলোদয় হয়। তাহা আবার সাযুজ্য বা ব্রহ্মনির্ব্বাণ-শব্দদ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়া থাকে। জ্ঞান-প্রয়াস পরমার্থের বিরোধী ; ইহা বেদ-শাস্ত্রে শ্রীমুণ্ডকোপনিষদে (৩।২।৩) এইরূপ বিচারিত হইয়াছে,—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥"

আত্মা—আত্মতত্ত্ব বা পরমাত্মা। তাহা প্রবচন, মেধা ও বহু অধ্যয়ন-প্রয়াসে পাওয়া যায় না। যিনি তাঁহাকে স্বীয় প্রভু বলিয়া বরণ করেন, আত্মা তাঁহার স্বীয় স্বরূপ তাঁহার নিকট প্রকাশ করেন ; সুতরাং ভক্তিই শ্রীভগবচ্চরণ-লাভের একমাত্র হেতু। শ্রীভাগবতে দশম স্কন্ধে (১০।১৪।৩) ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—

"জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়-বার্ত্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্॥"

হে অজিত! যাঁহারা জ্ঞান-মার্গে প্রয়াস পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গে স্থিত হইয়া সাধুমুখ হইতে আপনার কথা শ্রুতিগত করত কায়-মনোবাক্যে ভক্তিমার্গ আশ্রয় করেন, তাঁহাদিগ-কর্তৃক এই ত্রিলোকীর মধ্যে আপনি জিত হইয়া থাকেন।

জ্ঞান-প্রয়াসকে স্পষ্ট করণার্থ ব্রহ্মা বলিলেন (শ্রী ভাঃ ১০।১৪।৪),—

"শ্রেয়ঃ স্রুতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবল-বোধ-লব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদ্যথা স্থূল-তুষাবঘাতিনাম্॥"

হে বিভো! ভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃপথ ; তাহা ত্যাগকরত যে-সকল ব্যক্তি কেবলাদ্বৈত-বোধ-লাভের জন্য চেষ্টা করে, তাহাদের ক্লেশ বই আর কিছুই লাভ হয় না। তুষাবঘাতে যেরূপ তণ্ডুল পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবলাদ্বৈতবাদীর প্রয়াসে কিছুমাত্র পরমার্থ-ফল হয় না। কেবলাদ্বৈতবাদ সত্যমূলক নয় ; তাহা

কেবল আসুর-বিধান মাত্র। তবে যে সম্বন্ধ-জ্ঞানের প্রশংসা শুনা যায়, সে-জ্ঞান অতীব পবিত্র ও সহজ; তাহাতে প্রয়াসের প্রয়োজন নাই। 'চতুঃশ্লোকী'তে যে জ্ঞানের উল্লেখ আছে, তাহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। সে-জ্ঞান স্বভাবতঃ জীব-হৃদয়ে নিহিত আছে। ভগবান্—চিন্ময় সূর্য্য-কল্প; জীব তাঁহার কিরণ-পরমাণু-কল্প। জীব ভগবদানুগত্য ব্যতীত স্ব-স্বরূপে থাকিতে পারে না; সুতরাং ভগবদ্দাস্যই তাহার স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্মানুশীলনই জীবের স্বভাব। তাহাই জীবের প্রয়াসশূন্য সহজ-ধর্ম্ম। যদিও বদ্ধ দশায় সেই স্বধর্ম্ম সুপ্তপ্রায় এবং সাধন দ্বারা প্রবোধিত হয়, তথাপি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্ম্মকাণ্ডের প্রয়াসের ন্যায় ভক্তি সাধনে প্রয়াস নাই। কিছু আদর করিয়া নামাশ্রয় করিলেই স্বল্প কালের মধ্যে অবিদ্যা-প্রতিবন্ধক দূর হয় এবং স্বধর্ম্ম-সুখ পুনরুদিত হয়। কিন্তু জ্ঞান-প্রয়াসকে স্থান দিলে অধিক ক্লেশ-ভোগ হয়। আবার সাধুসঙ্গে তাহা পরিত্যক্ত হইলে ভক্তিচোদয় হয়। শ্রীগীতায় (১২।২-৫) শ্রীভগবান বলিয়াছেন—

"ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দ্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥"

কেবল শরণাপত্তি-লক্ষণা পরা শ্রদ্ধার সহিত যাঁহারা আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা যুক্ততম। যাঁহারা অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল ও স্থির ব্রহ্মকে সমস্ত ইন্দ্রিয়-সংযমপূর্ব্বক সর্ব্বত্র সমবুদ্ধির সহিত উপাসনা করেন, তাঁহারা জ্ঞান-প্রয়াসী। সুতরাং যদি তাঁহাদের সর্ব্বভূতে দয়া থাকে, সেই গুণে অনেক ক্লেশের পর সাধু-ভক্তের কৃপায় কৃষ্ণরূপ আমাকে পা'ন। সেরূপ ভজনে অনেক ক্লেশ ও বিলম্ব। জ্ঞান-প্রয়াসের ত' এইরূপ গতি!

কর্ম্মপ্রয়াসেও কদাচ মঙ্গল হয় না। যথা শ্রীভাগবতে প্রথম স্কন্ধে (১।২।৮)—

"ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥"

ধর্ম্ম—বর্ণাশ্রমগত কর্ম্মকাণ্ডীয় স্বধর্ম্ম। সেই স্বধর্ম্ম যদি কেহ উত্তমরূপে অনুষ্ঠান করিয়াও হরিকথায় রতি লাভ না করিলেন, তবে তাঁহার স্বধর্ম্ম-পালন কেবল প্রয়াস বা শ্রমমাত্র হইল। সুতরাং যেরূপ জ্ঞান-প্রয়াস ভক্তির বিরোধক, কর্ম্মপ্রয়াসও তদ্রূপ। সিদ্ধান্ত এই যে,—কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রয়াস অতিশয় অহিতকর। কিন্তু জীবনযাত্রা সুন্দররূপে নির্ব্বাহ করিবার অভিপ্রায়ে যে, কোন ভক্ত বর্ণাশ্রম-লক্ষণ কর্ম্ম স্বীকার করেন, তাহা ভক্তির অনুকূল বলিয়া ভক্তিতে পরিগণিত হয়। সে-সকল কর্ম্ম আর 'কর্ম্ম' বলিয়া উক্ত হয় না। ইহার মধ্যে স্বনিষ্ঠ-ভক্তগণ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলকে ভক্তির অনুগত করেন। পরিনিষ্ঠিত ভক্তগণ কেবল লোক-সংগ্রহের জন্য ভক্তির অবিরোধে কর্ম্মাচরণ করেন। নিরপেক্ষ ভক্তগণ লোকাপেক্ষা ত্যাগ করিয়া ভক্ত্যনুকূল ক্রিয়া স্বীকার করেন।

জ্ঞানপ্রয়াস ও তদন্তর্গত সাযুজ্য-নির্ব্বাণমুক্তি প্রয়াস নিতান্ত বিরোধী। অষ্টাঙ্গ-যোগ-প্রয়াস যদি বিভূতি ও কৈবল্যকে লক্ষ্য করে, তবে তাহাও অত্যন্ত বিরোধী। ভক্তিসাধক-বিধি এবং অচিন্ত্যভেদাভেদ-সম্বন্ধ-জ্ঞান জীবের পক্ষে অত্যন্ত সহজ বলিয়া 'প্রয়াস-শূন্য' আখ্যা লাভ করিয়াছে। এইরূপ কর্ম্ম ও জ্ঞান উপায় স্বরূপে আদৃত-মাত্র। উপেয়-স্বরূপে গৃহীত হইলেই তাহা দোষজনক হয়—ইহা 'নিয়মাগ্রহ'-বিচারে দেখাইব। তীর্থ যাত্রাদি-পরিশ্রমও ভক্তিবিরোধী প্রয়াস। তবে যদি সাধুসঙ্গের ও কৃষ্ণভাবোদ্দীপক অনুশীলনের লালসায় কৃষ্ণলীলাস্থলে গমন করা যায়, তাহা ভক্তিই বটে—বৃথা-প্রয়াস নয়। ভক্ত্যঙ্গ-ব্রতসমূহ বৃথা-প্রয়াস নয়, তৎসমস্ত ভক্তি-সাধিকা প্রক্রিয়ার মধ্যে আদৃত হইয়াছে। বৈষ্ণব-

সেবার যে প্রয়াস, তাহা প্রয়াস নয়; কেন না, স্বযূথসঙ্গলসাই জনসঙ্গলিপ্সা-রূপ দোষের বিনাশক। অর্চ্চনাঙ্গের প্রয়াস হৃদয়ের উচ্ছ্বাসরূপ সহজ-ধর্ম্ম। সংকীর্ত্তনাদির প্রয়াস কেবল হৃদয় উদ্ঘাটনপূর্ব্বক প্রভুর নমোচ্চারণ, সুতরাং তাহা নিতান্ত সহজ-বস্তু।

বৈরাগ্যে প্রয়াসের আবশ্যক নাই; কেন-না, ভক্তির উদয়ে শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্যত্র অতৃষ্ণা জীবের সহজেই হইয়া উঠে। শ্রীভাগবতে (৩।৩২।২৩) বলিয়াছেন,—

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥"

ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তিযোগ প্রযোজিত হইলে তাহা আশু বৈরাগ্য অর্থাৎ প্রেয়সমূহ বৈরাগ্য এবং অহৈতুক-জ্ঞান অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ভগবদ্দাস্য-বুদ্ধ্যাত্মক জ্ঞান উৎপন্ন করে। সুতরাং জ্ঞানপ্রয়াস এবং কর্ম্ম বা বৈরাগ্য-প্রয়াস পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্ভক্তি-সাধনে প্রবৃত্ত হইলে আর ভক্তির প্রতিবন্ধক জ্ঞান, কর্ম্ম, যোগ বা বৈরাগ্য আসিয়া জীবকে অধঃপাতিত করে না। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত (১১।২।৪২)—
"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ"—এইবাক্যে স্থির করিয়াছেন যে, যিনি শুদ্ধ-ভক্তিকার্য্যে প্রবৃত্ত হ'ন, তাঁহার হৃদয়ে এককালেই ভক্তি ও সম্বন্ধ-জ্ঞান এবং অন্যত্র বিরক্তির উদয় হয়। ভক্ত যখন দীনভাবে সরলতার সহিত কৃষ্ণ-নাম কীর্ত্তন ও স্মরণ করেন, তখন সহজেই—'আমি চিৎকণ কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণ আমার নিত্যপ্রভু এবং কৃষ্ণচরণে শরণাগতিই আমার নিত্য-স্বভাব; এ-জগৎ আমার পান্থ-নিবাস মাত্র, ইহার কোন বস্তুতে আসক্তি করা আমার পক্ষে নিত্য-সুখকর নয়',—এইরূপ স্বাভাবিক বুদ্ধির উদয় হয়। ইহাতেই সাধকের সমস্ত সিদ্ধি অল্পকালে হইয়া থাকে। জ্ঞান-প্রয়াস, কর্ম্ম-প্রয়াস, যোগ-প্রয়াস, মুক্তি-প্রয়াস, ভোগ-প্রয়াস, সংসার-প্রয়াস, বহির্ম্মুখ-জনসঙ্গ-প্রয়াস—এ সমস্তই নামাশ্রিত সাধকের বিরোধী তত্ত্ব। এই সকল প্রয়াস-দ্বারা ভজন নষ্ট হয়। আবার প্রতিষ্ঠা-লাভের প্রয়াস সমস্ত প্রয়াস অপেক্ষা হেয়। হেয় হইলেও তাহা অনেকের পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। তাহাও সরল ভক্তির দ্বারা দূর করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। অতএব শ্রীসনাতন গোস্বামী বলিয়াছেন (শ্রীহঃ ভঃ বিঃ, ২০শ বিঃ, উপসংহার শ্লোক)—

"সর্ব্বত্যাগেহপ্যহেয়ায়াঃ সর্ব্বানর্থভুবশ্চ তে।
কুর্য্যুঃ প্রতিষ্ঠাবিষ্ঠায়া যত্নমস্পর্শনে বরম্॥"

—এই উপদেশটি অত্যন্ত গম্ভীর। ভক্তগণ বিশেষ যত্নসহকারে এই একান্তি-ধর্ম্ম পালন করিবেন।

ভক্তির অনুকূল সহজ-ব্যাপারের ক্রিয়াদ্বারা জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ-পূর্ব্বক ভক্তিসাধক সম্বন্ধ-জ্ঞানের সহিত হরিনাম স্মরণ ও কীর্ত্তন করিবেন। এই প্রয়াস-শূন্য ভজন-পদ্ধতির আবার গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে দুই প্রকার প্রবৃত্তি। গৃহী বর্ণাশ্রমকে ভক্তির অনুকূল করিয়া জীবনযাত্রা অঙ্গীকার করত প্রয়াস শূন্য হইয়া ভক্তিসাধন করিবেন। যাহাতে কটিম্বভরণাদির অনায়াসে নির্ব্বাহ হয়, সেরূপ সঞ্চয় ও উপার্জ্জন করিবেন। হরিভজনই তাঁহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—ইহা তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া চলিলে কখনই প্রমাদে পড়িবেন না। সুখে-দুঃখে, সম্পদে-বিপদে, জাগরণে-নিদ্রায়—সর্ব্বত্র তাঁহার হরি-ভজন অচিরেই সিদ্ধ হইবে। আর গৃহত্যাগী সঞ্চয়মাত্রই করিবেন না। প্রতিদিন ভিক্ষাদ্বারা শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহ করত ভক্তিসাধন করিবেন। কোন উদ্যমে থাকিবেন না। উদ্যমে প্রবেশ করিতে গেলেই তাঁহার পক্ষে দোষ। দৈন্য ও সরলতার সহিত তিনি যত ভজন করিবেন, তত কৃষ্ণ-কৃপায় তিনি কৃষ্ণতত্ত্ব জানিবেন। যথা শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মবাক্য (১০।১৪।৮),—
"তত্তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্
হৃদ্বাগবপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্॥"

হে কৃষ্ণ! তুমি মুক্তিপদ, তোমাতে কেহ দায়ভাক্ হইতে পারে না। কেবল তিনিই হইতে পারেন, যিনি আত্মকৃত বিপাক ভোগ করিতে করিতে 'তোমার অনুকম্পা অবশ্য হইবে'—এই আশা করত কায়-মনো-বাক্যে তোমাতে ভক্তিযোগ করেন। জ্ঞানাদি-প্রয়াস-দ্বারা

কিছুই হয় না; তবে তোমার কৃপাতেই তোমাকে জানা যায়। অতএব (শ্রীভাঃ ১০।১৪।২৯),—

"অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্॥"

দৈন্যভাবে নামাশ্রয় করিলে সমস্ত জ্ঞাতব্য ভগবত্তত্ত্ব সরল ভক্তের হৃদয়ে ভগবৎ-কৃপায় বিনা প্রয়াসে উদিত হয়। চিরকাল স্বতন্ত্র-জ্ঞান-প্রয়াসেও তাহা পাওয়া যায় না।

শ্রীশ্রীলজগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(পূর্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২২৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীমন্মহাপ্রভু ১৪৩১ শকের মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক ফাল্গুন মাসে নীলাচলে বাস করিয়া ফাল্গুনের শেষে দোলযাত্রা দর্শন করিলেন। চৈত্র মাসে সার্ব্বভৌমকে উদ্ধার করিয়া বৈশাখ মাসের প্রথমে অগ্রজ-বিশ্বরূপের সন্ধান-চ্ছলে কাহাকেও সঙ্গে না লইয়া একাকী দক্ষিণদেশ উদ্ধারার্থ দক্ষিণভারতীয় তীর্থ ভ্রমণের সঙ্কল্প করিলেন। ভক্তবৃন্দ প্রভুর বিচ্ছেদভয়ে সকলেই অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু দু'একজনকে সঙ্গে লইবার জন্য এবং দক্ষিণের তীর্থপথ তাঁহার সব জানা আছে বলিয়া তাঁহাকেও তদনুগমনার্থ অনুমতি দিবার জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। তাহাতে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-জগদানন্দ-দামোদর পণ্ডিত প্রভৃতির প্রেমচেষ্টাকে কৃত্রিম নিন্দাচ্ছলে তাঁহাদের গুণগান করিতে করিতে একাকী যাত্রা সম্বন্ধেই বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিতে থাকিলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার জল-পাত্র বস্ত্রাদি বহিবার জন্য 'কৃষ্ণদাস' নামক জনৈক সরল ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষভাবে প্রার্থনা করিলেন। মহাপ্রভু তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীজগদানন্দ প্রতি মহাপ্রভুর প্রেমপূর্ণ উক্তি, এইরূপ—

"জগদানন্দ চাহে আমা বিষয় ভুঞ্জাইতে।
যেই কহে, সেই ভয়ে চাহিয়ে করিতে॥
কভু যদি ইঁহার বাক্য করিয়ে অন্যথা।
ক্রোধে তিন দিন মোরে নাহি কহে কথা॥"

—চৈঃ চঃ মধ্য ৭।২১-২২

শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারতীয় তীর্থসমূহ দর্শনপূর্ব্বক আলালনাথে আসিয়া সঙ্গী কৃষ্ণদাস বিপ্রকে দিয়া নীলাচলে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন সংবাদ পাঠাইলে—

"প্রভুর আগমন শুনি নিত্যানন্দ রায়।
উঠিয়া চলিলা, প্রেমে থেহ নাহি পায়॥
জগদানন্দ, দামোদর-পণ্ডিত, মুকুন্দ।
নাচিয়া চলিলা, দেহে না ধরে আনন্দ॥"

—চৈঃ চঃ ম ৯।৩৩৯-৪০

মহাপ্রভু ইঁহাদের সহিত নীলাচলে আসিলেন, শ্রীগোপীনাথাচার্য্যের সহিত পথে এবং শ্রীসার্ব্বভৌম সহ সমুদ্রতটে মিলন হইল। সকল ভক্তকে লইয়া মহাপ্রভু মহানন্দে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিলেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দক্ষিণভারত পর্য্যটনকালীন সঙ্গী কৃষ্ণদাস বিপ্রকে 'ভট্টথারি'-কবল হইতে উদ্ধার-প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিলে কৃষ্ণদাস অত্যন্ত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু মধ্যাহ্ন করিতে উঠিয়া গেলে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীমুকুন্দ ও শ্রীদামোদর পণ্ডিত—এই চারিজন যুক্তি করিলেন যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ শ্রীশচীমাতা

এবং অন্যান্য ভক্তবৃন্দকে জানাইবার জন্য গৌড়দেশে ত' একজনকে পাঠান'ই দরকার, সুতরাং এই কৃষ্ণদাসকেই তথায় পাঠান যাউক। অতঃপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া মহাপ্রসাদাদিসহ কৃষ্ণদাসকেই সংবাদ-বাহকরূপে গৌড়দেশে পাঠান হইল। কৃষ্ণদাস-মুখে সংবাদ পাইয়া অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ শ্রীশচীমাতার আজ্ঞা লইয়া নীলাদ্রি যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে শ্রীস্বরূপদামোদর আসিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। ক্রমে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু, শ্রীজগদানন্দ, মুকুন্দ, শঙ্কর, সার্ব্বভৌম, পরমানন্দপুরী প্রমুখ মুখ্য মুখ্য ভক্ত-সঙ্গেও তাঁহার মিলন হইল।

অতঃপর অনতিবিলম্বেই শ্রীরায় রামানন্দ দক্ষিণ কলিঙ্গ হইতে আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁহাকে মহাপ্রভুর সেবায় আত্ম-নিয়োগ করিবার জন্য রাজকার্য্য হইতে সসম্মানে অবসর প্রদান করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—"তুমি দক্ষিণকলিঙ্গের শাসনকর্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে যে বেতন পাইতে, এক্ষণে অবসর-কালে তাহাই পাইবে, তুমি নিশ্চিন্তে মহাপ্রভুর পাদপদ্ম সেবা কর।" শ্রীরামানন্দ, শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দ ভারতী, শ্রীস্বরূপ দামোদর ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু —এই চারি গোস্বামীর চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীজগদানন্দ, মুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দ সহ তাঁহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মানপুরঃসর মিলিত হইলেন।

"পুরী, ভারতী গোসাঞি, স্বরূপ, নিত্যানন্দ।
জগদানন্দ, মুকুন্দাদি যত ভক্তবৃন্দ॥
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণ বন্দন।
যথাযোগ্য সব ভক্তের করিল মিলন॥"

—চৈঃ চঃ ম ১১।৩৩-৩৪

অতঃপর নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও আসিয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইলেন, সিদ্ধবকুলে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। তথায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীদামোদর পণ্ডিত ও শ্রীমুকুন্দ দত্ত ঠাকুরও শ্রীহরিদাসের সহিত মিলিত হইয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। (চৈঃ চঃ ম ১১।১৯৬ দ্রষ্টব্য)।

প্রসাদ পরিবেশনকার্য্যে শ্রীস্বরূপ গোস্বামী, জগদানন্দ পণ্ডিত, দামোদর পণ্ডিত, কাশীশ্বর, গোপীনাথ, বাণীনাথ, শঙ্করাদি অগ্রণী হইতেন। (চৈঃ চঃ মধ্য ১১।২০৮, ১২।১৬৩) গুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনলীলার পর প্রসাদ পরিবেশন কালে মহাপ্রভু বলিতেছেন—'আমাকে লাফ্‌রা ব্যঞ্জন দাও, ভক্তগণকে পিঠা-পানা, অমৃতগুটিকাদি উত্তম উত্তম প্রসাদ দাও।' (চৈঃ চঃ ম ১২।১৬৭) শ্রীস্বরূপ গোস্বামি দ্বারা মহাপ্রভু যে-ভক্তকে যেরূপ প্রসাদ দেওয়া তাঁহার মনে ইচ্ছা হইতেছে, দেওয়াইতেছেন। ইতিমধ্যে জগদানন্দ পরিবেশন করিতে করিতে আচম্বিতে মহাপ্রভুর পাতে ভাল ভাল দ্রব্য পরিবেশন করিয়া যান। মহাপ্রভু ক্রোধ প্রকাশ করিলেও জগদানন্দের শুনা-শুনি নাই, বলে ছলে প্রভুর পাতায় উত্তম ভোগ দিতে পারিলেই তাঁহার আনন্দ। আবার শুধু পরিবেশন করিয়াই যে তিনি ক্ষান্ত হইবেন তাহা নহে, মহাপ্রভু তদ্দত্ত দ্রব্য গ্রহণ করিতেছেন কিনা তাহাও লক্ষ্য করিতেছেন। জগদানন্দের দুর্জ্জয় মানের ভয়ে মহাপ্রভুর বাধ্য হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ গ্রহণও করিতে হইতেছে, নতুবা নিস্তার নাই, না খাইলে জগদানন্দ যে ঘরে খিল দিয়া উপবাস করিয়া থাকিবেন। এদিকে স্বরূপ-দামোদরও ভাল ভাল মিষ্টপ্রসাদ লইয়া মহাপ্রভুকে নিবেদন করিয়া বলেন—'প্রভো, জগন্নাথ কিরূপ ভোজন করিয়াছেন, তাহা কিছু কিছু আস্বাদন করিয়া দেখুন।' ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তবাঞ্ছা পূর্ণ না করিয়াও পারেন না। তাঁহার প্রীতিপূর্ণ আগ্রহাতিশয্যে কিছু কিছু গ্রহণ করিতেই হয়। এইরূপে শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীজগদানন্দের বিচিত্র প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার-দর্শনে সার্ব্বভৌম আর হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। মহাপ্রভুও সার্ব্বভৌম প্রতি স্নেহপরবশ হইয়া সার্ব্বভৌমকে উত্তম উত্তম প্রসাদ দিতে বলেন, গোপীনাথাচার্য্যও প্রভুআজ্ঞা মান্য করিয়া তাঁহার ভোজন-পাত্রে উত্তম উত্তম মহাপ্রসাদ পরিবেশন করিতে লাগিলেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃত মধ্য ১২শ অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভক্তগোষ্ঠি-সহ এই প্রসাদভক্ষণলীলা বর্ণন করিয়াছেন,—ইহা এক অপূর্ব্ব প্রেমের খেলা।

গৌড়দেশবাসিভক্তবৃন্দ রথযাত্রা দর্শনপূর্ব্বক চারি মাস কাল মহাপ্রভুর সহিত অপূর্ব্ব প্রেমানন্দে যাপন করিবার পর বিদায় গ্রহণ কালে মহাপ্রভু প্রত্যেক ভক্তের গুণগাথা নিজমুখে কীর্ত্তন করিয়া প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে তাঁহাদিগকে প্রেমালিঙ্গন করত বিদায় দিলেন, তখন—

"প্রভুর বিচ্ছেদে ভক্ত করেন রোদন।
ভক্তের বিচ্ছেদে প্রভুর বিষণ্ণ হইল মন॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৫।১৮২

শ্রীগদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর নিকট রহিলেন, মহাপ্রভু তাঁহাকে যমেশ্বর-টোটায় শ্রীটোটা-গোপীনাথের সেবা প্রদান করিলেন। শ্রীপরমানন্দ পুরী গোস্বামী, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত, শ্রীস্বরূপদামোদর, শ্রীদামোদর পণ্ডিত, শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীকাশীশ্বর নীলাচলে মহাপ্রভুর সহিত সর্ব্বদা অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইঁহাদিগকে লইয়া মহাপ্রভু প্রত্যহ প্রাতঃকালে জগন্নাথ দর্শন করিতেন।

(চৈঃ চঃ ম ১৫।১৮৩-১৮৫)

শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর দুই বৎসর দক্ষিণ ভারত যাতায়াতে এবং দুইবৎসর নীলাচলে ভক্তসঙ্গে অতিবাহিত হইয়াছে। দুইবৎসর যাবৎ বৃন্দাবন গমনে ইচ্ছা থাকা-সত্ত্বেও ভক্তইচ্ছাবশে যাওয়া ঘটে নাই। পঞ্চম বর্ষে রথযাত্রার পর গৌড়ীয় ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্য যাপন না করিয়াই গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। মহাপ্রভু বৃন্দাবন গমনের জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া কহিলেন—আমি গৌড়দেশে জননী ও জাহ্নবী দর্শন করিয়া বৃন্দাবন যাইব, তোমরা প্রসন্ন হইয়া অনুমতি দাও। শ্রীসার্ব্বভৌম ও শ্রীরামানন্দসহ পরামর্শ করিয়া বর্ষাঅন্তে বিজয়া-দশমী দিনে যাত্রা স্থির হইল। তৎকালে মহাপ্রভুর প্রধান সঙ্গিগণের মধ্যে শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিত অন্যতম :—

"প্রভুসঙ্গে পুরী-গোসাঞি, স্বরূপ-দামোদর।
জগদানন্দ, মুকুন্দ, গোবিন্দ, কাশীশ্বর॥
হরিদাস ঠাকুর আর পণ্ডিত বক্রেশ্বর।
গোপীনাথাচার্য্য আর পণ্ডিত দামোদর॥
রামাই, নন্দাই আর বহু ভক্তগণ।
প্রধান কহিলুঁ, সবার কে করে গণন॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৬।১২৭-১২৯

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীসার্ব্বভৌম কটক হইতে এবং শ্রীরায়রামানন্দ ভদ্রক হইতে পুরীতে ফিরিয়া আসেন। অবশ্য এবার আর মহাপ্রভুর বৃন্দাবন যাওয়া ঘটে নাই, গৌড়দেশে পিছল্‌দা, পানিহাটী, কুমারহট্ট, কুলিয়া, শান্তিপুর, রামকেলি ও কানাইর নাটশালা প্রভৃতি হইয়া মহাপ্রভু পুরী প্রত্যাবর্ত্তন করেন। ষষ্ঠ বর্ষে একমাত্র শ্রীবলভদ্র ভট্টাচার্য্য ও তাঁহার সঙ্গী এক বিপ্র-ভৃত্যসহ বৃন্দাবন যাত্রার কথা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৭শ ও ১৮শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর বৃন্দাবনগমন-লীলায় কাশী দশাশ্বমেধঘাটে শ্রীসনাতনকে ও প্রয়াগদশাশ্বমেধ ঘাটে শ্রীরূপ গোস্বামীকে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্ব শিক্ষাদান লীলা একটি প্রধান ঘটনা। তাঁহার দক্ষিণভারত-ভ্রমণকালে গোদাবরীতটে শ্রীরায়-রামানন্দ সহ মিলন ও রসতত্ত্বালাপও একটি প্রধান ঘটনা। শ্রীবৃন্দাবন হইতে পুরীধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে শ্রীপরমানন্দ পুরী, শ্রীব্রহ্মানন্দভারতী, শ্রীস্বরূপদামোদর, পণ্ডিত গদাধর, জগদানন্দ, কাশীশ্বর, গোবিন্দ, বক্রেশ্বর, কাশীমিশ্র, প্রদ্যুম্নমিশ্র, পণ্ডিত দামোদর, হরিদাস ঠাকুর, পণ্ডিত শঙ্করাদি ভক্তবৃন্দ মহাপ্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। ভক্ত ভক্তবৎসল ভগবান্‌ও সকল ভক্তকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইলেন, পরে সকলকে সঙ্গে লইয়া জগন্নাথ দর্শনে গমন করিলেন। মহাপ্রভু জগন্নাথ দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া ভক্তবৃন্দসহ বহুক্ষণ নৃত্যকীর্ত্তন করিলেন। জগন্নাথ-সেবক মালা প্রসাদাদি দিলেন। তুলসী পড়িছা আসিয়া মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করিলেন। চতুর্দ্দিকে মহাপ্রভুর আগমন বিঘোষিত হইল। ক্রমে

শ্রীসার্ব্বভৌম, রামানন্দ, বাণীনাথ আসিয়া মিলিত হইলেন। সকলকে লইয়া মহাপ্রভু কাশীমিশ্র ভবনে আগমন করিলেন। শ্রীসার্ব্বভৌম মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন। মহাপ্রভু মিশ্রগৃহেই প্রসাদ আনিতে বলিয়া ভক্তগোষ্ঠিসহ তথায় প্রসাদ-ভোজনলীলা সম্পাদন করিলেন। এইরূপে সন্ন্যাস-লীলার পর মহাপ্রভুর ২৪ বৎসর নীলাচললীলার মধ্যে ৬ বৎসর তীর্থভ্রমণ-লীলা করিয়া একাদিক্রমে ১৮ বৎসর কাল নীলাচলে বাস করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৬ বৎসর ভক্তবৃন্দসহ নৃত্যকীর্ত্তন বিলাস ও শেষ ১২ বৎসর গম্ভীরায় দিব্যোন্মাদলীলা প্রকট করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভু ভাগ্যবান্ জীবকে সাক্ষাৎদর্শন দিয়া, যোগ্য ভক্তজীবে আবিষ্ট হইয়া এবং কোন ভক্তজীবে আবির্ভূত হইয়া জীব উদ্ধার-লীলা করেন। (১) সাক্ষাদ্দর্শনদান দ্বারা জগজ্জনকে নিস্তার করেন, যিনি একবারও দর্শন করেন, তিনি কৃতার্থ হন। গৌড়দেশের ভক্তগণ প্রত্যব্দ নীলাচলে আসিয়া মহাপ্রভু ও জগন্নাথ দর্শন করিয়া যান, নানাদেশের লোক, শুধু ভারতবাসী নহে, সপ্তদ্বীপ ও নবখণ্ডবাসী, এমনকি দেবতা, গন্ধর্ব্ব, কিন্নরাদি পর্য্যন্ত মনুষ্যবেশে আসিয়া মহাপ্রভু ও জগন্নাথ দর্শন করত 'বৈষ্ণব' হইয়া যান—প্রেমাবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ বলিয়া নাচিতে থাকেন—কৃতকৃতার্থ হইয়া যান। এইরূপে সাক্ষাৎ দর্শন দানে মহাপ্রভু ত্রিজগৎকে নিস্তার করেন। (২) ত্রিজগতের অধিবাসীদের মধ্যে দেশে দেশে অনেক সংসারী লোক আছেন, যাঁহারা আসিতে না পারেন, তাঁহাদিগকেও কৃপা করিবার জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই সকল দেশে যোগ্য ভক্তজীবদেহে আবিষ্ট হইয়া তাঁহাতে নিজভক্তি প্রকাশ করেন, তৎকালে তদাবিষ্ট তদ্ভক্তকে দর্শন করিয়া জীবের অভাবনীয় মঙ্গল লাভ হয়। যেমন "অম্বুয়া মুলুকে হয় নকুল ব্রহ্মচারী। পরম বৈষ্ণব তেঁহো বড় অধিকারী॥" (চৈঃ চঃ অ ২।১৬) 'আম্বুয়া মুলুক' সম্বন্ধে তথ্য এই যে,—

"সে সময় মুলুক বিভাগ করিয়া এক এক স্থানে যবন-রাজদিগের তহ্‌শীল-কাছারি ছিল। 'অম্বিকা' (বর্দ্ধমান জেলার কালনা নগরের সংলগ্ন পল্লীবিশেষ)-নামক স্থানে একটি মুলুক ছিল। সেই অধিকারে যে-স্থানটি এখন প্যারীগঞ্জ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, সেই স্থলে নকুল ব্রহ্মচারী থাকিতেন।" (চৈঃ চঃ অ ২।১৬ অঃ প্রঃ ভাঃ)

ইচ্ছাময় গৌরহরির গৌড়দেশের লোক নিস্তার করিবার জন্য ইচ্ছা হইল। তাই নকুল ব্রহ্মচারীতে তাঁহার আবেশ হইল। নকুল নিরন্তর গ্রহগ্রস্তের ন্যায় প্রেমাবিষ্ট থাকিতেন। সমস্ত গৌড়দেশের লোক তাঁহাকে দেখিতে আসেন। নকুল যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকেই বলেন—'কহ কৃষ্ণ নাম'। তাঁহার দর্শন মাত্রেই লোক প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়িত। শ্রীনকুল ব্রহ্মচারীর দেহে মহাপ্রভুর আবেশ হয় শুনিয়া শ্রীসেন শিবানন্দের মনে একটু সন্দেহ হয়। তিনি তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মচারী গৃহ হইতে দূরবর্ত্তী একটি স্থানে এই মানস করিয়া বসিয়া রহিলেন—'আমি এখানে থাকিলাম, আমাকে যদি ব্রহ্মচারীজী নিজে ডাকাইয়া আমার ইষ্টমন্ত্র বলিয়া দিতে পারেন, তবেই জানিব তাঁহাতে চৈতন্যের আবেশ হইয়াছে।' অসংখ্য লোক যাতায়াত করিতেছে, কে কাহাকে চিনে? অত লোকের সংঘট্টে কেই বা কাহাকে দেখে? এদিকে কিছুক্ষণ পরেই ব্রহ্মচারীজী বলিয়া উঠিলেন—শিবানন্দ সেন দূরে বসিয়া আছেন, তোমরা দুইচারিজন গিয়া তাঁহাকে শীঘ্র এখানে লইয়া আইস। চারিদিকে লোক 'কে শিবানন্দ আছ, এস তোমাকে ব্রহ্মচারীজী ডাকিতেছেন' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে করিতে ছুটিতে লাগিল। তাহা শুনিয়া শিবানন্দ শীঘ্র ব্রহ্মচারীজীর নিকট আসিয়া নমস্কার করিয়া বসিলেন। ব্রহ্মচারী বলিতে লাগিলেন—'তোমার মনে সংশয় হইয়াছে, চতুরক্ষর গৌরগোপাল মন্ত্র তোমার ইষ্টমন্ত্র, অবিশ্বাস ছাড়।' তখন শিবানন্দের মনের সংশয় দূরীভূত হইল, ইহা সত্য সত্য আবেশ বলিয়া তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল।

(৩) এক্ষণে 'আবির্ভাব' কি প্রকারে হয় তাহা বলা হইতেছে। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"শচীর-মন্দিরে আর নিত্যানন্দ নর্ত্তনে।
শ্রীবাস-কীর্ত্তনে আর রাঘব-ভবনে॥
এই চারি ঠাঞি প্রভুর সদা 'আবির্ভাব'।
প্রেমাবিষ্ট হয়,—প্রভুর সহজ স্বভাব॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৩৪-৩৫

প্রেমাকৃষ্ট মহাপ্রভুর উক্ত শ্রীশচীর-মন্দির, শ্রীনিত্যানন্দ-নর্ত্তন, শ্রীশ্রীবাস-কীর্ত্তন ও শ্রীরাঘব-ভবন—এই চারিটি স্থানে সর্ব্বদা আবির্ভাব-লীলা। কদাচিৎ আবির্ভাবের দৃষ্টান্ত-স্বরূপে শ্রীপ্রদ্যুম্ন বা নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত বলা হইয়াছে:— একবৎসর শ্রীশিবানন্দ সেনের ভাগিনেয় শ্রীশ্রীকান্ত সেন একাকী শ্রীমন্মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠাযুক্ত হইয়া নীলাচলে আসেন। মহাপ্রভু তাঁহাকে দর্শন করিয়া খুবই কৃপা-পরবশ হইলেন, শ্রীকান্ত দুইমাস প্রভুর নিকট থাকিলেন। অতঃপর মহাপ্রভু তাঁহাকে গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদেশ করিলেন আর বলিয়া দিলেন—শিবানন্দকে বলিবে—'এ-বৎসর তাঁহারা যেন আর নীলাচলে না আসেন, আমি নিজেই এই পৌষমাসে আচম্বিতে তাঁহার নিকট অবশ্য যাইব। সেখানে জগদানন্দ আছে, আমাকে ভিক্ষা দিবে। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যাদিসহ সেখানেই সাক্ষাৎ হইবে।' শ্রীকান্ত গৌড়দেশে আসিয়া শ্রীসেন শিবানন্দকে মহাপ্রভুর সংবাদ জানাইলেন। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য নীলাচলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি যাওয়া স্থগিত রাখিলেন। শ্রীশিবানন্দ ও শ্রীজগদানন্দ মহাপ্রভুর আগমন-প্রতীক্ষায় আছেন। পৌষ মাস আসিল, প্রতিদিনই ভোজন সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর অপেক্ষা করেন, পরে নিরাশ হন, এইরূপে মাস যাইতে বসিল, মহাপ্রভু আসিলেন না। জগদানন্দ ও শিবানন্দ অতীব দুঃখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ইতোমধ্যে হঠাৎ শ্রীনৃসিংহানন্দ বা প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী তথায় আসিলে তাঁহারা দুইজনেই তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইলেন। তাঁহাদিগকে বিষণ্ণ দেখিয়া ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদের বিষাদের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে তাঁহারা সব ঘটনা বলিলেন এবং 'আসিতে আজ্ঞা দিয়া প্রভু কেন আসিলেন না' ইহাই তাঁহাদের বিশেষ দুঃখের কারণ বলিয়া জানাইলেন। ব্রহ্মচারীজী তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, 'আপনারা দুঃখ করিবেন না, আমি অদ্য হইতে তৃতীয় দিবসেই তাঁহাকে এখানে আনিব।' তাঁহার গৌর-প্রেমপ্রভাব উভয়েই জানেন, সুতরাং তিনি প্রভুকে আনিতে পারিবেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস জন্মিল। তাঁহার নিজনাম—প্রদ্যুম্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরদত্ত নাম—নৃসিংহানন্দ। তিনি দুই দিন ধ্যানে বসিয়া শিবানন্দকে জানাইলেন—আমি 'অদ্য পাণিহাটী গ্রামে প্রভুকে আনিয়াছি, আগামী কল্য মধ্যাহ্নে মহাপ্রভু আপনার ঘরে আসিবেন। পাক-সামগ্রী আনয়ন করুন। আমিই পাক করিয়া তাঁহাকে ভিক্ষা দিব। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি, প্রভু আপনার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ করিবেন না। পাকসামগ্রী আমি যাহা যাহা চাই, তাহা আজই সংগ্রহ করিয়া দিউন। তাহাই হইল। পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীনৃসিংহানন্দ পাক চড়াইলেন। বিবিধ সূপ, ব্যঞ্জন, পিষ্টক, ক্ষীরাদি বহু ভোগ-বৈচিত্র্য প্রস্তুত হইল। শ্রীমহাপ্রভু, শ্রীজগন্নাথ ও স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনৃসিংহদেবের জন্য গৃহমধ্যে তিনখানি পৃথক্ পৃথক্ ভোগ বাড়িয়া তিনটি পৃথক্ আসন-সমক্ষে তাহা স্থাপনপূর্ব্বক তিনজনকে নিবেদন করিয়া ব্রহ্মচারী বাহিরে দাঁড়াইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীর ধ্যানে আবির্ভূত মহাপ্রভু একাকীই তিন পাত্রের নৈবেদ্য ভক্ষণ করিয়া ফেলিলেন। ব্রহ্মচারী ধ্যান করিতে করিতেই দেখিতেছেন, প্রভু তাঁহার ধ্যানে সাক্ষাৎকার হইয়া তিন ভোগই খাইয়া ফেলিলেন, একটুও অবশিষ্ট নাই। প্রদ্যুম্ন প্রেমানন্দে

বিহ্বল, দুইনেত্রে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত। প্রেমাবেশে বলিয়া উঠিলেন—'হায় হায় প্রভু কি করিলে? জগন্নাথের সঙ্গে তোমার ঐক্য আছে, তাঁহার ভোগ না হয় তুমি খাইলে, কিন্তু নৃসিংহের ভোগও তুমি খাইয়া ফেলিলে? আমার ঠাকুর যে আজ উপবাসী থাকিবেন, তাঁহার দাস হইয়া কি করিয়া আমি জীবন ধারণ করি?' অবশ্য ভোজন দেখিয়া তাঁহার অত্যন্ত প্রেমোল্লাস হইয়াছে, তথাপি শ্রীনৃসিংহদেবকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্যে কিছু দুঃখাভাস প্রদর্শন করিতেছেন। বস্তুতঃ এই ভোগত্রয়ান্ন ভোজন-লীলা-দ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভু সর্ব্ববিষ্ণুতত্ত্ব সহ তাঁহার অভেদত্ব বা ঐক্য প্রদর্শন করিলেন। 'অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন'ই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ, তিনিই শ্রীজগন্নাথ, শ্রীনৃসিংহদেহরূপে লীলাপরায়ণ, ইহা নিঃসংশয়িতরূপে বুঝাইবার জন্যই শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভোগত্রয় ভক্ষণ-লীলা। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

> "স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণচৈতন্য-গোসাঞি।
> জগন্নাথ-নৃসিংহ-সহ কিছু ভেদ নাই॥
> ইহা জানিবারে প্রদ্যুম্নের গূঢ় হৈল মন।
> তাহা দেখাইলা প্রভু করিয়া ভোজন॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৬৭-৬৮

শ্রীমন্মহাপ্রভু শিবানন্দ-গৃহে ভোজন-লীলা করিয়া তাঁহার পানিহাটিস্থ নিত্যাবির্ভাবস্থান রাঘবভবনে গমন করিলেন। শ্রীশিবানন্দ-ভবনে ভোগ-পারিপাট্য দর্শনে তিনি খুবই আনন্দ লাভ করিয়াছেন।

এদিকে শ্রীশিবানন্দ, ব্রহ্মচারীজীর চীৎকার শুনিয়া কহিলেন—'কেনে করহ ফুৎকার?' তাহাতে ব্রহ্মচারী কহিলেন—"দেখ প্রভুর ব্যবহার॥ তিন জনার ভোগ তেঁহো একেলা খাইলা। জগন্নাথ নৃসিংহ উপবাসী হইলা॥" অনন্তর ব্রহ্মচারীজী শ্রীশিবানন্দকে বলিলেন, 'আপনি আর একটি ভোগের মত পাকসামগ্রী লইয়া আসুন, আমি নৃসিংহদেবের জন্য পুনরায় পাক করিব।' শিবানন্দ ভোগ সামগ্রী আনিয়া দিলে ব্রহ্মচারী পুনরায় পাক করিয়া শ্রীনৃসিংহদেবকে সমর্পণ করিলেন।

বর্ষান্তরে শ্রীশিবানন্দ গৌড়ীয়-ভক্তগণসহ নীলাচলে প্রভুপাদপদ্মে উপনীত হইলেন। একদিন সভায় মহাপ্রভু গতবর্ষে শ্রীশিবানন্দ গৃহে শ্রীনৃসিংহানন্দ-পাচিত অন্নগ্রহণ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া কহিলেন—

> "গতবর্ষ পৌষে মোরে করাইল ভোজন।
> কভু নাহি খাই ঐছে মিষ্টান্ন ব্যঞ্জন॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৭৭

সভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দ সকলেই অতীব বিস্মিত হইলেন। শ্রীশিবানন্দ ও শ্রীজগদানন্দের মনে তখন দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিল।

> "এইমত শচীগৃহে সতত ভোজন।
> শ্রীবাসের গৃহে করেন কীর্ত্তন দর্শন॥
> নিত্যানন্দের নৃত্য দেখেন আসি' বারে বারে।
> 'নিরন্তর আবির্ভাব' রাঘবের ঘরে॥
> প্রেমবশ গৌরপ্রভু, যাঁহা প্রেমোত্তম।
> প্রেমবশ হঞা তাঁহা দেন দরশন॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।৭৯-৮১

শ্রীমন্মহাপ্রভুর ছোট হরিদাস বর্জ্জন লীলায় হরিদাস মহাপ্রভুর কৃপালাভে বঞ্চিত হইয়া প্রয়াগে ত্রিবেণী সঙ্গমে দেহত্যাগান্তে দিব্যদেহে মহাপ্রভু সমীপে আসিয়া কীর্ত্তন-গান-সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দেহত্যাগের বর্ষপূর্ণ দিনে শ্রীজগদানন্দ, স্বরূপদামোদর, গোবিন্দ, কাশীশ্বর, শঙ্কর, দামোদর পণ্ডিত, মুকুন্দাদি ভক্তবৃন্দ সমুদ্রস্নানে গিয়া কিছু দূরে হরিদাসের সুমধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণে এক শ্রীস্বরূপ ব্যতীত গোবিন্দাদি সকলেই অনুমান করিলেন—কোন মনুষ্য দেখা যায় না, অথচ হরিদাসের কণ্ঠনিঃসৃত মধুর গান শুনা যাইতেছে, ইহাতে মনে হয় বিষাদি খাইয়া হরিদাস আত্মহত্যা করিয়াছে। সেই পাপে বোধহয় সে ব্রহ্মরাক্ষস হইয়াছে, নতুবা আকার দেখা যায় না, কেবল গান শুনা যায় কেন? তাহাতে শ্রীস্বরূপ-দামোদর বলিলেন—

"(স্বরূপ কহেন—) এই মিথ্যা অনুমান ॥
আজন্ম কৃষ্ণকীর্ত্তন, প্রভুর সেবন।
প্রভু-কৃপাপাত্র, আর ক্ষেত্রের মরণ ॥
দুর্গতি না হয় তার, সদ্গতি যে হয়।
প্রভু ভঙ্গী এই, পাছে জানিবা নিশ্চয় ॥"

—চৈঃ চঃ অ ২।১৫৭-১৫৯

ইতোমধ্যে প্রয়াগ হইতে নবদ্বীপে এক বৈষ্ণব আসিয়া ছোট হরিদাসের সংকল্প, ত্রিবেণীপ্রবেশাদি সকল কথা জানাইতে শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের মনে বিস্ময় জন্মিল। বর্ষান্তরে শিবানন্দ সহ শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ নীলাচলে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে পৌঁছিয়া ছোট হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে মহাপ্রভু বলিলেন—"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্"। তখন শ্রীবাস নবদ্বীপে শ্রুত সমস্ত কথা মহাপ্রভুকে বলিতে জগদ্গুরু লোক-শিক্ষক সুপ্রসন্নচিত্ত মহাপ্রভু হাসিয়া বলিলেন—'প্রকৃতি' দর্শন কৈলে এই প্রায়শ্চিত্ত। তখন শ্রীস্বরূপ-দামোদর, শ্রীজগদানন্দ পণ্ডিতাদি সকলে মিলিয়া বিচার করিলেন—"ত্রিবেণী প্রভাবে হরিদাস প্রভুপাশ আইলা।" (ক্রমশঃ)

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—শ্রীমদ্ভাগবত কি জীবের নিত্য বন্ধু?

উত্তর—গৌরপার্ষদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্র-সমুদ্রের অমৃত, সকল বেদের মুখ্য অত্যুৎকৃষ্ট ফল, সকল সিদ্ধান্তরত্নসম্পন্ন, মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ী ও ভক্ত প্রভৃতি সকল লোকের হিতোপদেষ্টা, সর্ব্বদুঃখহারী ও ভগবজ্জ্ঞানপ্রদাতা।

শ্রীমদ্ভাগবত সর্ব্ব-মহাভাগবতের প্রাণ, শ্রীকৃষ্ণের প্রতিনিধি-স্বরূপ, অজ্ঞান-অন্ধকার-বিনাশে সূর্য্যসদৃশ।

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রত্যেক অক্ষর প্রেম-বর্ষণ করে। এই শ্রীকৃষ্ণরূপী শ্রীমদ্ভাগবতই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী জীবের একমাত্র বন্ধু, একমাত্র সঙ্গী, গুরু, ধন, নিস্তারক, একমাত্র আনন্দ। শ্রীমদ্ভাগবত অসাধুকে সাধুতা দান করেন, নীচকে ও উচ্চ করেন।

(লীলাস্তব)

প্রশ্ন—সকল কার্য্যে কি ঈশ্বরেচ্ছা বা ঈশ্বর অনুগ্রহই মূল?

উত্তর—নিশ্চয়ই। একটী কার্য্যোৎপত্তির প্রতি দ্রব্য, স্বভাব, কাল, কর্ম্ম ও ঈশ্বরানুগ্রহ এই ৫টী কারণ দৃষ্ট হয়। তাহার দৃষ্টান্ত—দ্রব্য দুগ্ধ, স্বভাব দধিরূপে পরিণত হওয়া, কর্ম্ম অম্লসংযোগ, কাল ১০ ঘণ্টা বা ১২ ঘণ্টা সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতীত ঐ ৪টীই বিফল হইয়া থাকে। অতএব সকল কার্য্যেই ঈশ্বরানুগ্রহ বা ঈশ্বরেচ্ছারই প্রাবল্য। কারণ ঈশ্বরই স্বতন্ত্র কর্ত্তা বা মূল কর্ত্তা আর জীব অস্বতন্ত্র কর্ত্তা, অধীন কর্ত্তা বা গৌণকর্ত্তা। তাই মহাজন গাহিয়াছেন—

"জীব কি করিতে পারে তুমি না করিলে।
আশামাত্র জীব করে, তব ইচ্ছা ফলে ॥
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর, ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমার ইচ্ছায় বিশ্বে সৃজন সংহার ॥
তব ইচ্ছামতে জীবের জনম মরণ।
সমৃদ্ধি-নিপাত দুঃখ-সুখ-সংঘটন ॥
মিছে মায়াবদ্ধ জীব আশাপাশে ফিরে।
তব ইচ্ছা বিনা কিছু করিতে না পারে ॥"

প্রশ্ন—সুখলাভের উপায় কি ?

উত্তর—নিত্যসিদ্ধ মহাজন শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন,—সুখপ্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তিই পুরুষের প্রয়োজন। ভগবৎ-প্রেমেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও অফুরন্ত সুখ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অন্য উপায়ে যে সুখ লাভ হয়, তাহা অফুরন্ত সুখ নহে, তাহা ক্ষনিক সুখ বা নশ্বর সুখ।

প্রাকৃত সুখ-দুঃখের ধ্বংসের নাম প্রকৃত সুখ। বিষয়ভোগ বা বিষয়সুখের অপেক্ষাই দুঃখ।

প্রীতিই সুখলাভের উপায়। অনিত্য বস্তুতে প্রীতি অনিত্যসুখপ্রদ, আর নিত্যবস্তু ভগবানে প্রীতি নিত্য-সুখলাভের উপায়।

ভগবান্—পরমসুখ। অফুরন্ত আনন্দমূর্ত্তি হ'লেন—শ্রীকৃষ্ণ। এজন্য সুখই নিরুপাধিক-প্রীত্যাস্পদ। এই সুখ-বস্তুটী সাক্ষাৎ ভগবান্ই। প্রীতিদ্বারাই এই সুখস্বরূপ ভগবান্‌কে লাভ করা যায়। এজন্য সকলেরই এই প্রীতিই অন্বেষণীয়। তাই শাস্ত্র এই ভগবৎ-প্রীতি বা ভগবৎ-প্রেমকেই পরমতম পুরুষার্থ বলিয়াছেন।

(প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—প্রীতির পাত্র কে ?

উত্তর—জীব পরস্পরকে প্রীতি করে বটে, কিন্তু কেহই কাহারও প্রীতির যোগ্য পাত্র হইতে পারে না। এজন্য জীবগণ ক্রমশঃ প্রীতির বিষয়সকল ত্যাগ করিয়া নূতন প্রীত্যাস্পদের সন্ধানে ব্যস্ত হয়। শৈশবে জননী, বাল্যে সখা, যৌবনে প্রেয়সী, তারপর আবার নূতনতর প্রিয়ের সন্ধানে ব্যস্ত হয়। সকলেই যখন প্রীতির বিষয় অন্বেষণ করিতেছে, তখন বুঝা যায়—এ জগতে কেহই প্রীতির প্রকৃত বিষয় হইতে পারে না। তবে একজন প্রীতির বিষয় বা পাত্র আছেন, তিনি—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র—শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ। শ্রীহরিই যথার্থ প্রীতির বিষয়। ভগবান্‌কে ভালবাসিলে আর অন্য কাহাকেও ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না। ভগবান্‌কে পাইলে জীবের আর কোন আশা থাকে না, কোন দুঃখ থাকে না। তখন হৃদয় আনন্দে ভরপুর হইয়া যায়। (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—সংসার দুঃখ কখন দূর হয় ?

উত্তর—পরতত্ত্বসাক্ষাৎকারলক্ষণ ভগবজ্‌জ্ঞানই পরমানন্দপ্রাপ্তি। তাহাই পরমপুরুষার্থ। নিজ-স্বরূপে অজ্ঞান ও সংসার-দুঃখ-প্রাপ্তির কারণ পরতত্ত্বজ্ঞানাভাব। পরতত্ত্বজ্ঞানাভাব ঘুচিলে বিনা প্রযত্নে নিজ স্বরূপগত অজ্ঞান নিবৃত্তি ও সংসার দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি ঘটে।

(প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—ভগবান্ কোথায় প্রকাশিত হন ?

উত্তর—ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী হইলেও সর্ব্বত্র প্রকাশ পান না। শ্রীহরি তৎপ্রাপ্তিযোগ্য ভক্তের নিকট আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তাহাতে ভজনস্থানে ভগবৎ-প্রাপ্তি হয়।

যাহার যে পরিমাণ প্রীতি-সম্পত্তি থাকে, তাহার সেই পরিমাণ ভগবৎ-সাক্ষাৎকার সম্পত্তি লাভ হয়।

(প্রীতিসন্দর্ভ)

শাস্ত্র আরও বলেন—

"ভক্তচিত্তে ভক্তগৃহে সদা অবস্থান।
কভু গুপ্ত, কভু ব্যক্ত, স্বতন্ত্র ভগবান্॥
সর্ব্বত্র ব্যাপক প্রভুর সদা সর্ব্বত্র বাস।
ইহাতে সংশয় যার, সেই যায় নাশ॥"

(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

প্রশ্ন—কর্ত্তৃত্ব কাহার ইচ্ছায় হয় ?

উত্তর—জীব স্বতন্ত্র নহে। জীব পরমেশ্বরের অধীন। জীবের প্রকৃতিবিকারময় কর্ত্তৃত্বাদি পরমেশ্বরের মায়া-শক্তিময় অনুগ্রহেই সিদ্ধ হয়। আর জীবের নিজ স্বরূপানুভব ও ভগবদনুভবের কর্ত্তৃত্বাদি ভগবানের স্বরূপ-শক্তিময় অনুগ্রহেই সম্ভব হইয়া থাকে। (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—নির্গুণ কে ?

উত্তর—আসক্তিরহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, অনিত্য বিষয়-ভোগে আবিষ্ট কর্ত্তা রাজস, স্মৃতিভ্রষ্ট কর্ত্তা তামস, একমাত্র ভগবানে শরণাগত ভক্তই নির্গুণ।

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, কর্ম্মে শ্রদ্ধা রাজসী, অধর্ম্মে শ্রদ্ধা তামসী, ভগবানের সেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণা।

হিতকর, পবিত্র, অনায়াসলভ্য আহার্য্য-সামগ্রী সাত্ত্বিক, ভোগকালে ইন্দ্রিয়সুখপ্রদ বস্তু রাজস, দুঃখপ্রদ অপবিত্র খাদ্য তামস, ভগবানে নিবেদিত দ্রব্য নির্গুণ।

আত্মোত্থ সুখ সাত্ত্বিক, বিষয়-ভোগজনিত সুখ রাজস, মোহ-দৈন্য-সমুৎপন্ন সুখ তামস এবং ভগবানের শরণাপত্তিজনিত সুখ নির্গুণ।

বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামে বাস রাজসিক, দ্যূত (পাশাখেলা)-স্থান-বাস তামসিক, ভগবানের শ্রীমন্দিরে বাস নির্গুণ।

যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে লৌহ স্বর্ণত্ব প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ ভগবৎসম্বন্ধমাহাত্ম্যে ভগবন্মন্দিরও নির্গুণ হয়।

(ভাঃ ১১।২৫ ২৫-২৯ শ্লোক ও চক্রবর্ত্তী টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তি কিভাবে উদিত হয়?

উত্তর—যে বস্তুর জন্ম আছে, তাহা অনিত্য। ভক্তি নিত্য বস্তু বলিয়া ভক্তির জন্ম নাই। অনিত্য বস্তু কখনও পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না। স্বর্গ হইতে মর্ত্যলোকে গঙ্গার অবতরণের ন্যায় নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর হইতে কৃপা-পরম্পরায় মর্ত্ত্য জীবে ভক্তির আবির্ভাব হয়। যাঁহার হৃদয়ে ভক্তির উদয় হয়, ভক্তির কৃপায় তাঁহার শ্রবণাদি সাধনভক্তিতে প্রবৃত্তি হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কেহ ভক্ত্যনুষ্ঠানে সমর্থ হয় না। ভক্তি-অনুষ্ঠানমাত্রই স্বরূপশক্তির কার্য্য। শ্রীমন্দির-মার্জ্জন, পুষ্পচয়ন প্রভৃতি যে সকল কার্য্য আমাদের দৃষ্টিতে প্রাকৃত ব্যাপার বলিয়া মনে হয়, সে-সকলও স্বরূপশক্তির প্রেরণায় সম্ভব হয়। এজন্য মহৎকৃপাপ্রাপ্ত সজ্জন ভিন্ন সাধারণ লোকের ভক্ত্যনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখা যায় না। (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—কর্ম্মের ফল কি অনিত্য?

উত্তর—নিশ্চয়ই। কোন কর্ম্মই অক্ষয় ফল বা অনন্ত ফল দিতে পারে না। কারণ অনিত্য সত্যলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তিই কর্ম্মের সর্ব্বোত্তম ফল।

নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়। চিত্তশুদ্ধির ফল জ্ঞান লাভ। জ্ঞানের ফল—মুক্তি। এই জ্ঞান ভগবজ্‌-জ্ঞান নহে, ইহা ব্রহ্মজ্ঞান। (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—সাধুসঙ্গ ব্যতীত কি চিত্ত সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ হয় না?

উত্তর—না। নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিয়াছেন—ভগবানের ভক্ত যে সাধু, সেই সাধুগণের সঙ্গ হইতেই চিত্ত বিশেষভাবে শুদ্ধ হয়। প্রচুর সাধনানুষ্ঠান করিলেও যতদিন সাধুসঙ্গ না হয়, ততদিন চিত্ত সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মল অর্থাৎ নিষ্কাম হয় না। সৎসঙ্গদ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হইলে সেই বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানের রূপ-গুণ-লীলা লাবণ্য অনুভূত হয়।

(ভাঃ ৪।২৪।৫৯ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তগণ বিষয়সংগ্রহ করেন কেন?

উত্তর—ব্রজবাসিগণের গৃহাদি প্রত্যেক বস্তু স্বাভাবিকভাবেই একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের জন্য। তাঁহারা সাধকগণের ন্যায় উপদেশবলে—কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় শ্রীকৃষ্ণে গৃহাদি অর্পণ করেন নাই।

ভক্তগণ কৃষ্ণের সুখের জন্যই—কৃষ্ণের সেবার জন্যই বিষয়াদি সংগ্রহ করেন, নতু স্বসুখার্থে। এজন্য তাঁহাদের আবেশ বিষয়ে নহে—শ্রীকৃষ্ণে।

ক্ষুধিত ব্যক্তির মন যেমন অন্নে থাকে, গন্ধ-মাল্যাদি উপভোগ তাহার প্রীতি উৎপাদন করিতে পারে না, তদ্রূপ ভক্তের মন কৃষ্ণে নিবিষ্ট থাকায় বিষয়াদিতে তাঁহার প্রীতি থাকে না। সাধারণ লোক ইহা বুঝিতে পারে না।

ভক্তগণ নিজসুখাভিলাষে কিছুই করেন না। তাঁহাদের যা কিছু সবই কৃষ্ণসুখার্থে ও কৃষ্ণ প্রেরণায় হইয়া থাকে।

ব্রজবাসী গোপগোপিগণের বিষয়সম্বন্ধ নিজ প্রয়োজনে নহে কিন্তু কৃষ্ণসেবা সম্পাদন করিবার জন্য। তাই ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিয়াছেন—ব্রজবাসিগণের গৃহ, ধন, সুহৃৎ, আত্মা, পুত্র, প্রাণ—এ সমুদয় আপনার জন্য। (প্রীতিসন্দর্ভ)

প্রশ্ন—রাক্ষসী পূতনা কৃষ্ণগৃহে কি করিয়া গেল ?

উত্তর—যেখানে ভগবানের নামকীর্ত্তনাদি হয়, বা যেখানে ভগবান্ সাক্ষাদ্‌ভাবে থাকেন, সেখানে রাক্ষসী যাইতে পারে না। এই জন্য বলি—রাক্ষসী পূতনার গোকুলে আসিবার শক্তি না থাকিলেও কৃষ্ণলীলা সম্পাদনের জন্য লীলাশক্তি পূতনাকে গোকুলে আসিবার শক্তি দিয়াছিল। [প্রীতিসন্দর্ভ]

প্রশ্ন—কাহার সেবা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ?

উত্তর—জগদ্‌গুরু শ্রীশিবজী ব'লেছেন—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

জগতে যত প্রকার পূজা আছে, সকল পূজা অপেক্ষা ভগবান্ শ্রীহরির পূজা সর্ব্বোত্তম। আর সেই সর্ব্বোত্তম পূজ্য শ্রীহরির যিনি সেবা-পূজা করেন, সেই ভগবদ্ভক্তের পূজা আরও অধিক বড় বা শ্রেষ্ঠ। সেই ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্‌ও পূজা ক'রে থাকেন। সর্ব্বাপেক্ষা পূজ্য—ভগবান্। আর সেই ভগবানের পূজার বা প্রেমের পাত্র — প্রেমিক ভগবদ্ভক্ত, সেই ভগবদ্ভক্তের অগ্রণী—শ্রীগুরুপাদপদ্ম। ভগবান্ যাঁর পূজা ক'রে থাকেন, তাঁর সেবা-পূজা যে নিশ্চয়ই সব চেয়ে বড়, তাহা বলাই বাহুল্য।

'মদ্‌গুরুঃ শ্রীজগদ্‌গুরুঃ, মন্নাথঃ শ্রীজগন্নাথঃ।' আমার গুরু—সমগ্র জগতের গুরুতত্ত্ব; আমার গুরু বিদ্বেষী—জগদীশের বিদ্বেষী—জগতের সকলের বিদ্বেষী—মনুষ্য-মাত্রের বিদ্বেষী। নিষ্কপটে এই বিচারটা না আস্‌লে আমি শ্রীগুরুপাদপদ্মের প্রকৃত ভৃত্য হ'তে পারি না—শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করতে পারি না—আমার নিজের লঘুত্ব বোধ হয় না—আমি তৃণাদপি সুনীচ ও অমানী মানদ হ'য়ে হরিকীর্ত্তন করতে পারি না।

গুরু-সেবার ন্যায় এমন মঙ্গলপ্রদ কার্য্য আর নাই। সকল আরাধনা অপেক্ষা ভগবানের আরাধনা বড়, ভগবানের আরাধনা অপেক্ষা গুরুপাদপদ্মের সেবা—বড় এই প্রতীতি সুদৃঢ় না হওয়া পর্য্যন্ত আমাদের সৎসঙ্গ বা গুরুদেবের আশ্রয়ের বিচার ঠিক ঠিক হয় না—আমরা আশ্রিত, তিনি আমাদের একমাত্র আশ্রয়, পালক ও রক্ষক, এ বিচার আসে না। 'সর্ব্বস্বং গুরবে দদ্যাৎ'—এই শ্রৌতবাণী অনুসারে গুরুপাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ না করলে—প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি, বাক্য, মন, বিদ্যা, কায় প্রভৃতি সব দিয়ে প্রীতির সহিত গুরুসেবা না করলে দ্বিতীয়াভিনিবেশের কবল হ'তে—বিষয়াসক্তি বা সংসার হ'তে নিষ্কৃতি হ'বে না—নিষ্কাম হওয়া যাবে না—স্বসুখকামনা-রূপ ভবরোগ সাড়্‌বে না—ভয়, চিন্তা, দুঃখ, মোহ কাট্‌বে না। সর্ব্বতোভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করলে আমি নির্শ্চোত, নির্ভয় ও অশোক হ'তে পারি। যদি আমরা নিষ্কপটে প্রাণ-ভরা আশীর্ব্বাদপ্রার্থী হই, তাহ'লে শ্রীগুরুপাদপদ্ম অমায়ায় সর্ব্ববিধ মঙ্গল দান করেন।

শ্রীগুরুদেব মর্ত্ত্য নহেন—তিনি অমর বস্তু, নিত্যবস্তু। শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্য, তাঁর সেবা নিত্য, তাঁর সেবক নিত্য; সুতরাং কত আশা-ভরসা আমাদের—মরণ ব'লে কোন জিনিষ আমাদের নাই।

আমরা বশ্যতত্ত্ব, আর শ্রীগুরুদেব ঈশ্বরবস্তু—সেবক-ভগবান্। শ্রীকৃষ্ণ—বিষয়-বিগ্রহ, আর শ্রীগুরুদেব—আশ্রয়-বিগ্রহ, যাঁকে আশ্রয় ক'রে আমরা ভগবান্‌কে পেতে পারি। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ বিষয়-বিগ্রহ হ'য়েও আশ্রয়-বিগ্রহ গুরুতত্ত্বরূপে বর্ত্তমান। শ্রীগুরুদেব ঈশ্বর বা ভগবান হ'য়েও আমাদিগকে ভগবৎ-সেবা শিক্ষা দেন নিজে আচরণ ক'রে—ভগবানের সেবা ক'রে।

বর্ত্তমানে আমাদের সংসারাসক্তি বা কর্ত্তৃত্বাভিমান প্রবল হ'য়েছে, তাই এত দুঃখ ও উদ্বেগ পাচ্ছি। সেই মারাত্মক কর্ত্তৃত্বাভিমান হ'তে শ্রীগুরুদেবই আমাকে রক্ষা করেন। কিন্তু আমি রক্ষা চাই কৈ? আমি ত' সংসারেই আট্‌কে থাক্‌তে চাই। সংসার হ'তে উদ্ধার পাবার ইচ্ছা থাক্‌লে ত' আমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর মূর্ত্তি শ্রীগুরুদেবের—ভগবদাবতার শ্রীগুরুপাদপদ্মের—ভগবানের প্রতিনিধি, প্রেষ্ঠজন বা প্রাণবন্ধু শ্রীগুরুদেবের প্রসন্নতা বিধানের জন্য তাঁর সেবা করতাম্, সব দিয়ে তাঁর সেবা

ক'রেও আশা মিট্‌তো না। কিন্তু এরূপ চিত্তবৃত্তি হচ্ছে কি? গুরুকে ষোল আনা দেওয়া দূরের কথা, এক আনা দিবার প্রবৃত্তিও জাগ্‌ছে কি? সার-বস্তুকে সার না করলে সারবস্তু কি ক'রে পাওয়া যাবে? শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্‌বুদ্ধি না হওয়ার জন্যই আমাদের এই দুরবস্থা—এত সংসার-প্রবৃত্তি বা মায়ার প্রতি আসক্তি। এই জন্যই বল্‌ছি—শ্রীগুরুপাদপদ্মকে মর্ত্ত্যজ্ঞান বা মানুষ-বুদ্ধি ক'রো না। তিনি তোমার অনন্তজীবনদাতা, তোমার ভবরোগের বৈদ্য, সর্ব্বতোভাবে তোমার রক্ষক, পালক, উপকারক ও নিঃস্বার্থ-বান্ধব।

আমরা যদি পূর্ণভাবে গুরুপাদপদ্ম আশ্রয় কর্‌বার জন্য প্রস্তুত না হই, তা হ'লে যে পরিমাণ কপটতা বা অবহেলা করলাম, সেই পরিমাণে ঠকে যাচ্ছি। এ সব কথা আমাদের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। নতুবা সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় ক'রেও বিশেষ কিছু লাভ বা মঙ্গল হ'বে না।

সকল মঙ্গলের মঙ্গল-স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমার জন্য কৃপা ক'রে সকল মঙ্গল যাঁ'র হাতে অর্পণ ক'রেছেন, আমি যদি তাঁর নিকট শতকরা শতপরিমাণ আমাকে সমর্পণ না করি, আমার সর্ব্বস্ব তাঁকে না দিয়ে যদি কপটতা করি, তাহ'লে তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গল আমাকে কি ক'রে দিবেন? আমি অন্তরে সংসারের জন্য ব্যস্ত থেকে বাহিরে লোক-দেখান মিছা-ভক্তি বা ভণ্ডামি কর্‌লে সর্ব্বজ্ঞ তিনিও আমাকে বাধ্য হ'য়ে বঞ্চনা ক'রে থাকেন। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' আমি সর্ব্বতোভাবে গুরুকৃষ্ণের সেবা না ক'রে মায়ার সেবায় অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের সেবায় ব্যস্ত থেকে যখন গুরু-কৃষ্ণকে বঞ্চনা করি, তখন অন্তর্য্যামী শ্রীগুরুদেব কৃপা ক'রে আমাকে বলেন—'তুমি শিষ্য হও নাই, তুমি শাসন নিবে না—আমার কথা তুমি শুন্‌বে না. তোমার হৃদয়ে পাপ আছে, বিশ্বাসঘাতক মনের কথা এবং জগতের লোকের আদর্শ ও বিচারের কথা শুনার দরুণ বর্ত্তমানে আমার কথা শুন্‌বার মত তোমার কাণ প্রস্তুত হয় নাই, সুতরাং তুমি বঞ্চিত হ'লে।' তাই আবার বল্‌ছি—শ্রীগুরুদেব আমার জন্য আমায় যে ব্যবস্থা করেন, তা' নতশিরে গ্রহণ করাই আমার কর্ত্তব্য—ইহাই আশ্রিত বা শিষ্যের লক্ষণ। নতুবা অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী।

হে আমার বন্ধুবর্গ, তোমরা ভোগী হ'য়ো না, ইন্দ্রিয়-দ্বারে বিষয় ভোগ করতে যেও না, কারণ এ জগতের সবই গুরুসেবার উপকরণ—কৃষ্ণসেবার বস্তু, গুরুসেবার উপকরণে ভোগবুদ্ধি হ'লে মঙ্গল হ'বে না—প্রত্যেক বস্তুতে গুরুসম্বন্ধ দর্শন না হ'লে অমঙ্গল অনিবার্য্য। (প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—গীতার "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" শ্লোকের অর্থ কৃপা ক'রে বলুন।

উত্তর—গীতায় শ্রীভগবান্ সকল প্রকার ধর্ম্ম ছেড়ে তাঁ'র চরণে শরণ গ্রহণের কথা ব'লেছেন। যে ভগবান্ গীতার অন্যত্র স্বয়ং উপদেশ ক'রেছেন যে, স্বধর্ম্ম ছেড়ে পরধর্ম্ম গ্রহণ ক'র্‌লে কোনও শুভোদয় হয় না—স্বধর্ম্মে থেকে নিহত হওয়া ভাল, তবুও ভয়াবহ পরধর্ম্ম যাজন করা উচিত নহে, সেই ভগবান্ আবার ব'লেছেন—তোমাদের যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ কর। এই উভয়বিধ ভগবদ্বাক্যের সামঞ্জস্য কোথায়? দেখুন, মানব নিজ বিদ্যা, বুদ্ধি, পারদর্শিতার দ্বারা পুরুষোত্তম ভগবান্‌কে জান্‌তে পারে না। ভগবানের কৃপাতেই লোক ভগবানকে জান্‌তে পারে। আমরা যদি সেই কৃষ্ণচন্দ্রের ঔদার্য্যময়-লীলা-প্রকটকারী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর কথা আলোচনা করি—যিনি কৃষ্ণ হ'য়ে কৃষ্ণের কথা বল্‌বার জন্য জগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁর কথা মন দিয়ে শ্রবণ করি, তবেই এ প্রশ্নের সদুত্তর সুষ্ঠুভাবে পেতে পারি।

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পর কাশীতে চন্দ্রশেখরের গৃহে বাস করছেন। বাঙ্গালার বাদসাহ হোসেনসাহের প্রধান মন্ত্রী সাকরমল্লিক বা শ্রীসনাতন প্রভু তথায় উপস্থিত হ'য়েছেন। মহাপ্রভুর নিকট তিনি প্রশ্ন কর্‌লেন—

"কে আমি, কেন আমায় জারে তাপত্রয়।
ইহা নাহি জানি—কেমনে 'হিত' হয়"॥

ইহার উত্তরে মহাপ্রভু কি বল্‌লেন, শুনুন—

"জীবের 'স্বরূপ' হয় কৃষ্ণের 'নিত্যদাস'।
কৃষ্ণের 'তটস্থা শক্তি', 'ভেদাভেদ-প্রকাশ'॥
কৃষ্ণভুলি' সেই জীব—অনাদি-বহির্ম্মুখ।
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার দুঃখ॥
সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।
সেই জীব নিস্তারে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥" (চৈঃ চঃ)

জীব ভগবান্ কৃষ্ণের সেবক, কৃষ্ণ জীবের নিত্য প্রভু। কৃষ্ণ-সেবাই জীবের নিত্যধর্ম্ম বা মুখ্য কৃত্য—একমাত্র কর্ত্তব্য। আমরা দেহ নহি—দেহী—অণুচৈতন্য আত্মা, ইহাই শাস্ত্র বাক্য। কিন্তু এসব কথা ভুলে যখন আমরা দেহ ও মনকে 'আমি' ব'লে মনে করি, তখনই যত অসুবিধা, যত বিভ্রাট্। তখন আমরা দেহের উৎপত্তি যে কুলে, যে দেশে, সেই দেশ ও কুলকে 'আমার' বলি। তখন আমি নিজেকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, পুরুষ, স্ত্রী অভিমান করি। আবার দেহের পরিবর্ত্তন বা অবস্থা-ভেদে আপনাকে বালক, বৃদ্ধ, যুবক বলিয়া মনে করি। সেই দেহকে 'আমি' জেনে আমি ভারতবাসী, আমি বাঙ্গালী বা আমি ইংলণ্ডবাসী, আমি হিন্দু, আমি মুসলমান্, আমি মাড়োয়ারী, আমি পাঞ্জাবী, আমি বিহারী অভিমান করি। আবার আশ্রমীর অভিমানে নিজেকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ বা সন্ন্যাসী ব'লে অভিমান করি। দেখুন, এই অবস্থায় ধর্ম্মভেদ এবং বহু ধর্ম্মের অবতারণা, কল্পনা বা সৃষ্টি।

গীতার বক্তা—ভগবান্। তিনি ব'লেছেন—আত্মা নিত্য, অপরিবর্ত্তনীয়; দেহ—অনিত্য ও হ্রাসবৃদ্ধিযুক্ত। যাহারা দেহের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে পরিবর্ত্তনহীন আত্মার পরিবর্ত্তন বা জন্ম-মৃত্যু স্বীকার করে, তাহারা মূর্খ। সুতরাং "সর্ব্বধর্ম্ম" শব্দে জীবের দেহ-মনে আত্মবুদ্ধি ক'রে যত প্রকার ঔপাধিক ধর্ম্ম স্বীকৃত হয়েছে অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র বর্ণধর্ম্ম সমূহ, ব্রহ্মচারী-গৃহস্থ-বানপ্রস্থ-সন্ন্যাসী-আশ্রমধর্ম্ম সমূহ এবং তদ্ব্যতিরিক্ত অন্ত্যজাদি ধর্ম্ম, লৌকিক নিজ ভোগ বা ত্যাগপর পারলৌকিক ধর্ম্ম এবং বিশেষভাবে বলিতে গেলে কৃষ্ণাশ্রয় বা কৃষ্ণসেবা-ধর্ম্ম ব্যতীত চতুর্দ্দশ ভুবনের যাবতীয় ধর্ম্ম বুঝায়।

দেহ-মনের ধর্ম্ম—অনিত্য ধর্ম্মকে ত্যাগ ক'রে, শুধু ত্যাগ ক'রে নয়—পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ দেহ-মনের স্মৃতিতে বিস্মৃতি এনে—প্রাকৃত অভিমান ছেড়ে নিত্য আত্মার নিত্যধর্ম্ম পরমাত্মার সেবা কর—'আমার ভজনা কর'—এই কথা কৃপা ক'রে করুণাময় ভগবান্ আমাদিগকে বলেছেন। কিন্তু এই সহজ সত্য কথা ভ্রান্ত জীব হঠাৎ গ্রহণ করতে পারে না। তাহার প্রমাণ দেখুন, পরবর্ত্তী বাক্যে ভগবান্ বল্‌ছেন—'অহং ত্বাং সর্ব্ব-পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি'। অনিত্য, জড় দেহ-মনোধর্ম্ম ছেড়ে নিত্য ধর্ম্ম গ্রহণ করতে গিয়ে জীব—যে বস্তু অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেড়ে যা'বে, চ'লে যাবে, বিনাশ প্রাপ্ত হ'বে, পূর্ব্বাসক্তিবশে বা মোহবশে সেই অনিত্য ধর্ম্মত্যাগে পাপ হ'বে ব'লে বিচার করে। হায়! হায়! যে নিত্যধর্ম্মের অপালনই মহাপাপ বা মহা অপরাধ, সেই নিত্যে উদাসীন, অনিত্যে নিত্য-বুদ্ধিকারী বদ্ধজীব অনিত্য ধর্ম্মের অপালনকে পাপ ব'লে বুঝ্‌ছে। আবার শুধু পাপবুদ্ধি ক'রে উদ্ধার নাই—শোক কর্‌ছে। তাই 'মা শুচঃ' ভগবদুক্তি।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজে এসে এত ক'রে ভগবদ্ ভজনের কথা ব'লে গেলেন, কিন্তু আমরা তাঁর কথা শুন্‌ছি কৈ? তাঁর আদেশ ও নির্দ্দেশ পালন কর্‌ছি কৈ? আমরা যদি ভগবানের কথা না শুনি, শাস্ত্রের কথা না শুনি, নিজের নিজের মনঃকল্পিত ধারণা নিয়েই বসে থাকি, অকর্ত্তব্যকে কর্ত্তব্য এবং কর্ত্তব্যকে অকর্ত্তব্য মনে করি, আমরা যদি সাধু-গুরু-শাস্ত্রবাক্য অবহেলা করে নিজের খেয়ালে চলি, নিজের কর্ত্তব্য নিজেই কল্পনা ক'রে লই, তাহ'লে দোষ কাহার?

(প্রভুপাদ)

———

স্বধামে লালা শ্রীসাইন দাসজী (বিজলী পালোয়ানজী)

পাঞ্জাব প্রদেশের স্বনামধন্য দানবীর লালা শ্রীসাইন্‌দাসজী (বিজলী পালোয়ানজী) বিগত ১৬ অগ্রহায়ণ, (১৩৭২), ২ ডিসেম্বর, (১৯৬৫) বৃহস্পতিবার শুক্লা-নবমী-তিথিবাসরে ৭৪ বৎসর বয়ঃক্রমকালে অমৃতসরে তাঁহার নিজালয়ে 'রাম'-নাম উচ্চারণ করিতে করিতে দেহরক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে অমৃতসর নিবাসী নরনারীগণ বিরহসাগরে নিমজ্জিত হইয়া পড়েন এবং সহরের সমস্ত দোকান, বাজার, অফিস বন্ধ হইয়া যায়।
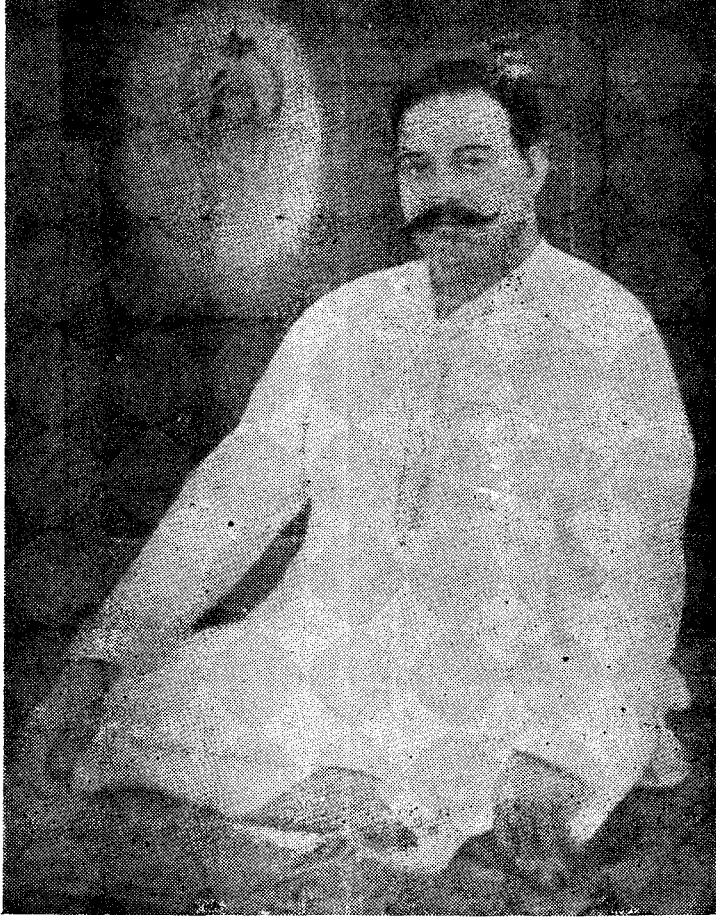
লালা শ্রীসাইন দাসজী

উক্ত দিবস সায়ংকালে হাথীদরজা শ্মশান-ঘাটে তাঁহার শেষ-কৃত্য সম্পন্ন হয়। পাঞ্জাবের গভর্ণর শ্রীউজ্জল সিংহজী এবং মুখ্যমন্ত্রী শ্রীরামকিসনজী সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হন। তৎকালে সমুপস্থিত সহস্র সহস্র নরনারী সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের অন্তিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। পাঞ্জাব পুলিশের পক্ষ হইতেও শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পিত হয়। ১৩ই ডিসেম্বর তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অন্যতম বিশেষ শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষক শ্রীবিজলী পালোয়ানজীর স্বধাম প্রাপ্তির সংবাদ সর্ব্বাগ্রে শ্রীবৃন্দাবন মঠে আসিয়া পৌঁছে, তৎপর হায়দরাবাদ মঠে শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট এবং ক্রমশঃ ভারতের সমস্ত শাখা মঠে উক্ত দুঃসংবাদ পৌঁছিলে মঠের সাধুগণ সকলেই বিরহবেদনায় সন্তপ্ত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব হায়দরাবাদ মঠ হইতে লালাজীর পুত্রদ্বয় শ্রীমদন লাল মেহরা ও শ্রীকৃষ্ণমোহন মেহরার নিকট তারবার্ত্তা প্রেরণের-দ্বারা বিরহ-বেদনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুরজী) হায়দরাবাদ হইতে ১০ই ডিসেম্বর অমৃতসরে পৌঁছিয়া শ্রীলালাজীর শোক সন্তপ্ত সহধর্ম্মিণী ও পুত্রদ্বয়ের সহিত সাক্ষাৎ করতঃ তাঁহার পরলোকগত আত্মার জন্য পরমারাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীভগবচ্চরণে প্রার্থনা ও মঙ্গল-কামনার বিষয় জানাইয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করেন। ৯ই ডিসেম্বর কলিকাতা ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সান্ধ্য ধর্মসভায় তাঁহার অশেষ গুণাবলী ও মহদন্তঃকরণের কথা আলোচনা হয়। পাঞ্জাব প্রদেশের বৃহত্তম সহর অমৃতসরে শ্রীবিজলী পালোয়ানজীর জন্মস্থান। তাঁহার মাতার নাম শ্রীমতী কৃষ্ণা দেবী এবং তাঁহার পিতা শ্রীলুধিয়ারামজী নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী বসন্ত কাউর বিশেষ ধর্মশীলা ও ভক্তিমতী। শ্রীলালাজী অমৃতসর ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা ও স্বত্বাধিকারী। তাঁহার সুযোগ্য পরিচালনায় উক্ত পরিবহন ব্যবসায়ের ভারতব্যাপী বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা হয়। বহু অর্থ উপার্জ্জন করিলেও তাঁহার কোনও অভিমান ছিল না, স্বয়ং অনাড়ম্বরপূর্ণ জীবনযাপন করিতেন। তিনি মুক্তহস্তে দান করিতেন, কোনও প্রার্থীই তাঁহার নিকট হইতে কখনও বিমুখ হন নাই। শ্রীপালোয়ানজী অপেক্ষা ভারতে অনেক বড় ধনী আছেন এবং তাঁহাদের দানের পরিমাণও বেশী হইতে পারে কিন্তু প্রতিদিন নিয়মিতভাবে শত শত প্রার্থীকে দান করার মত প্রবৃত্তিযুক্ত উদার মনোবৃত্তি খুব কমই দৃষ্ট হয়। কাহারও কোনও দুঃখের কথা শুনিলে তাঁহার হৃদয় বিগলিত হইয়া যাইত এবং তিনি তাহাকে সাহায্য না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। তিনি নারীজাতিকে বিশেষ মর্য্যাদা প্রদান করিতেন। বহু বিধবা মহিলা তাঁহার নিকট মাসিক সাহায্য পাইতেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণগণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইলে তিনি প্রচুর অর্থসাহায্যের দ্বারা তাহাদের বিবাহের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। এতদ্ব্যতীত কন্যা-পাঠশালা, ধর্ম্মশালা, হাসপাতাল, অনাথ আশ্রম, গোশালা প্রভৃতি বহু জনহিতকর কার্য্যে তাঁহার বিপুল দান আছে। তিনি সরকারকেও বহু অর্থ প্রদান করিয়াছেন। তিনি এক সময় পণ্ডিত নেহেরুকে ১। লক্ষ টাকা এবং দেহত্যাগের পূর্ব্বে প্রতিরক্ষা তহবিলে চারিলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমদন লাল মেহরা পিতার পদাঙ্কানুসরণে অধুনা প্রত্যহ সাধু ও দুঃস্থ ব্যক্তিগণকে দান করিয়া পিতৃদেবের পূর্ব্ব গৌরব সংরক্ষণ করিতেছেন।

ইংরাজী ১৯৫৪ সালে অমৃতসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। তৎকালে তিনি তাঁহার প্রতি আচার্য্যোচিত সম্মান ও মর্য্যাদা প্রদান করিয়া তাঁহার হৃদয়ের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পরবর্ত্তীকালে পুনরায় শ্রীল আচার্য্যদেব অমৃতসরে শুভবিজয় করিলে একদিন শ্রীলালাজী শ্রীল আচার্য্যদেবকে দর্শন করিতে আসিয়া সেবার জন্য হুকুম করিতে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জানাইতে থাকিলে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের কথা বলেন। তাহাতে তিনি অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের ব্যয়ভার এবং স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীগৌরাঙ্গ-মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠার সমস্ত ব্যয় ভার পরমানন্দে গ্রহণ করেন। শ্রীলালাজীর নিষ্কপট সেবায় শ্রীল আচার্য্যদেবের মাধ্যমে শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য মন্দির প্রকাশিত হন। বিগত ১৪ অগ্রহায়ণ, (১৩৭১); ইং ৩০ নভেম্বর,

(১৯৬০) তারিখে উক্ত শ্রীমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী বিরাট অনুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি এবং ভক্তগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীলালাজীর কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীকৃষ্ণমোহনজীর উপস্থিতিতে তাঁহাদের পূর্ণানুকূল্যে উৎসবটী সুষ্ঠুরূপে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ বলেন, এরূপ বিরাট উৎসবানুষ্ঠান শ্রীবৃন্দাবনে খুব কমই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী কে, সি রেড্ডী মহোদয় সস্ত্রীক, আগ্রার পৌর প্রধান ও অবসরপ্রাপ্ত জেলাধীশ, মথুরার জেলাধীশ ও সেসন্ জজ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত মহদনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী
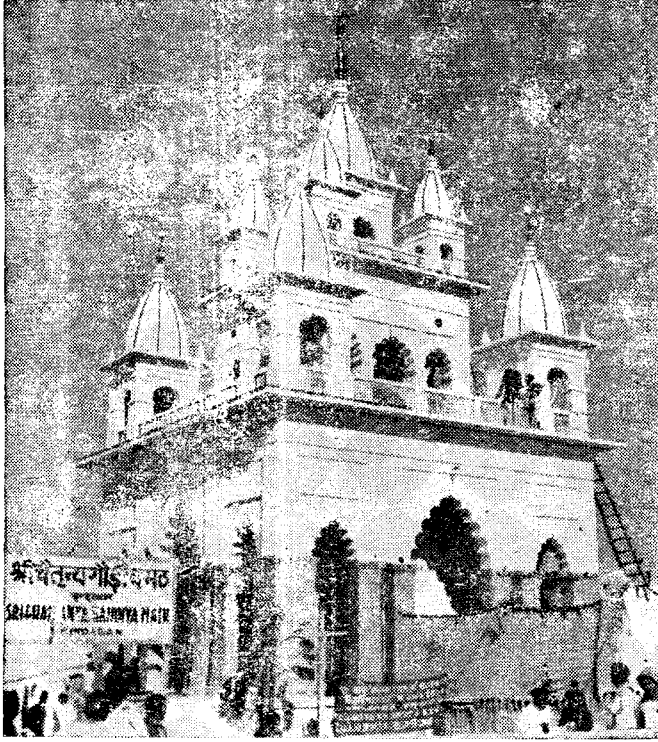
শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের শ্রীমন্দির

মহোদয় বিশাল শ্রীমন্দির এবং অপূর্ব শ্রীবিগ্রহগণের দর্শনে নিজ সৌভাগ্যের প্রশংসা করিয়া বলেন—'আশা করি প্রতিদিন অধিক হইতে অধিকতরসংখ্যায় ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে নরনারীগণ এই নব মন্দিরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া এখানে আগমন করিবেন।' শ্রীপালোয়ানজী সর্ব্বোত্তম তীর্থস্থান শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীবিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ সেবার দ্বারা শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবাচার্য্যগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন, তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। অমৃতসর নিবাসী নরনারীগণকেও শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় প্রোৎসাহিত করিবার জন্য তিনি তথায় শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় এক সুরম্য মন্দির নির্ম্মাণ ও শ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

শ্রীবিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণকারীর গতি সম্বন্ধে পরমারাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ শাস্ত্র প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিয়াছেন,—

"যাঁহারা দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, তাঁহারা অজামিলের ন্যায় যমদ্বারে যান না,—বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক

বৈকুণ্ঠে নীত হন। ছান্দোগ্য বলেন,—**পৃথিবী পরিত্যাগের পূর্ব্বে যাঁহাদের ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ ঘটে এবং ভগবৎসেবা প্রবৃত্তি হয়, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ, তাঁহারাই ব্রহ্মপুরে নীত হন।**"

শ্রীল আচার্য্যদেব লালাজীর একান্ত আগ্রহে বিগত ১৬ই এপ্রিল, (১৯৬৫) উক্ত শ্রীমন্দির দর্শনের জন্য সপার্ষদে অমৃতসরে শুভপদার্পণ করিয়া তাঁহার আতিথ্যে নয় দিবস কাল তথায় অবস্থানপূর্ব্বক প্রাতে ও রাত্রিতে দুই বেলা শ্রীহরিকথা উপদেশ করেন। তৎকালে তিনি প্রত্যহ প্রচুর দ্রব্য সম্ভারের দ্বারা এবং বিবিধ ভাবে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের সেবা করেন। মধ্যে মধ্যে তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের নিকট অতি দীনভাবে অবস্থান করতঃ হরিকথা শ্রবণ করিতেন, তখন তাঁহার নয়নযুগল ভাবভরে অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিত। শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহগণের অগ্রে সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেবের নৃত্যকীর্ত্তন দর্শন করিয়া তিনি আনন্দাপ্লুত হইয়া পড়িতেন। তাঁহার নিকট হইতে শ্রীল আচার্য্যদেবের বিদায় গ্রহণ কালে তিনি শিশুর ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকেন। বাহ্যদৃষ্টিতে তাঁহার দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ দেহ দেখা গেলেও তাঁহার অন্তরটী অত্যন্ত সুকোমল ছিল। শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত ইহাই তাঁহার শেষ দর্শন। তাঁহার বিয়োগে সমস্ত পাঞ্জাব প্রদেশ তথা সমগ্র ভারতের শ্রীল আচার্য্যপাদপদ্মাশ্রিত ভক্তগণ সকলেই বিরহ সন্তপ্ত।

হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ হায়দরাবাদ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মাসাধিক কালব্যাপী অবস্থান করত প্রত্যহ হরিকথামৃত পরিবেশনেরদ্বারা তত্রস্থ নিঃশ্রেয়সার্থী সজ্জনগণের প্রচুর মঙ্গল বিধান করেন। হায়দরাবাদ চারকামানস্থ হরিভক্ত-মণ্ডলীর সভ্যগণের আহ্বানে তিনি ২৪শে নভেম্বর হইতে ৮ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে অগ্রবাল মহাবীর দলের কীর্ত্তন ভবনে হিন্দী ভাষায় সারগর্ভ ভাষণ প্রদানেরদ্বারা সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্ববিষয়ে প্রচুর আলোক সম্পাত করিয়াছেন। আলিয়াবাদ রেড্ডী জনসঙ্ঘের সেক্রেটারী কর্ত্তৃক আহূত হইয়া তিনি বিগত ২৫শে ও ২৬শে নভেম্বর প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ টায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে এবং সেকেন্দ্রাবাদ লালা মন্দিরে ৩রা ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে ১৩ই ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রি ৮ ঘটিকায় ভাষণ প্রদান করিয়াছেন। আলিয়াবাদ রেড্ডী জনসঙ্ঘ সভায় ইন্সপেক্টর অব স্কুল্‌স্ শ্রী কে, লক্ষ্মণ রাও সভাপতির ভাষণে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। এতদ্ব্যতীত তথাকার Divine Life Societyর সেক্রেটারী শ্রীবেণুগোপাল রেড্ডী, য়্যাড্‌ভোকেট্ মহাশয়ের আহ্বানে মেরেড্‌পল্লীতে, উক্ত Societyর অন্য একটী কেন্দ্রে এবং উক্ত Society ও চিন্ময়ানন্দ মিশনের যুগ্ম সভায় বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের উপস্থিতিতে শ্রীল আচার্য্যদেব ইংরাজীতে অভিভাষণ প্রদান করেন। আগামী ৭ই জানুয়ারী, (১৯৬৬) শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য সপার্ষদ শ্রীল আচার্য্যদেব ৩১শে ডিসেম্বর কলিকাতায় শুভ বিজয় করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা

ও

শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ঈশোদ্যান
পোঃ ও টেলিঃ—শ্রীমায়াপুর
জিলাঃ—নদীয়া

১২ কেশব, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ;
৫ অগ্রহায়ণ, ১৩৭২; ২১ নবেম্বর, ১৯৬৫।

কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নিত্যপার্ষদ, বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের কৃপানুসরণে তদীয় প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তনবর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ **পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিস্বামী ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবানিয়ামকত্বে আগামী ২৩ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ১ বিষ্ণু (৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ), ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত পর পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরিক্রমা ও উৎসবপঞ্জী অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব ও লীলাভূমি এবং ভারতের পূর্ব্বাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থরাজ—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির পীঠস্বরূপ **১৬ ক্রোশ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণ**, ৩০ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ সোমবার **শ্রীগৌরাবির্ভাব তিথিপূজা** ও তৎপরদিবস মহোৎসব এবং শ্রীমঠে বিবিধ ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানের বিরাট্ আয়োজন হইবে।

মহাশয়, সবান্ধব উপরি উক্ত ভক্ত্যনুষ্ঠানে যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি।

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিপ্রসাদ আশ্রম, মঠরক্ষক

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ—পরিক্রমায় যোগদানকারী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ বিছানা ও মশারি সঙ্গে আনিবেন। যোগদান করিবার সুযোগ না হইলে দ্রব্যাদি ও অর্থাদি দ্বারা সহায়তা করিলেও ন্যূনাধিক ফললাভ ঘটিয়া থাকে। সজ্জনগণ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমণোপলক্ষে সেবোপকরণাদি বা প্রণামী শ্রীমঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজের নামে উপরি উক্ত ঠিকানায় পাঠাইতে পারেন।

পরিক্রমা ও উৎসব-পঞ্জী

২৩ গোবিন্দ, ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার—শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার অধিবাস কীর্ত্তনমহোৎসব। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় ধর্ম্মসভা।

২৪ গোবিন্দ, ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ মঙ্গলবার—আত্মনিবেদন-ক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীমায়াপুরঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীনন্দনাচার্য্যভবন, শ্রীযোগপীঠ, শ্রীবাসাঙ্গন, শ্রীঅদ্বৈতভবন, শ্রীল প্রভুপাদের সমাধিমন্দির, শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধিমন্দির, শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীমুরারি গুপ্তের ভবনাদি দর্শন।

২৫ গোবিন্দ, ১৮ ফাল্গুন, ২ মার্চ্চ বুধবার—শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমা। মহাপ্রভুর ঘাট, মাধাইর ঘাট, বারকোণা ঘাট, শ্রীজয়দেবের পাট আদি দর্শন করতঃ শ্রীগঙ্গানগর, শ্রীসীমন্তদ্বীপ (সিমুলিয়া), বেলপুকুর, সরডাঙ্গা, শ্রীজগন্নাথ মন্দির, শ্রীধর অঙ্গন, চাঁদকাজীর সমাধি আদি দর্শন।

২৬ গোবিন্দ, ১৯ ফাল্গুন, ৩ মার্চ্চ বৃহস্পতি—শ্রীএকাদশীর উপবাস। কীর্ত্তন ও স্মরণ-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমা। শ্রীসরস্বতী পার হইয়া শ্রীগোদ্রুম-স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জে শ্রীভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী ও শ্রীসমাধি, সুবর্ণবিহার, দেবপল্লী, শ্রীনৃসিংহদেব, শ্রীহরিহর ক্ষেত্র, শ্রীমহাবারাণসী ও শ্রীমধ্যদ্বীপ আদি দর্শন।

২৭ গোবিন্দ, ২০ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ শুক্রবার—পাদসেবন ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ পরিক্রমণ। মধ্যাহ্নে যাত্রিগণের নিজ নিজ বিছানাদি টিকিট লইয়া অফিসে জমা দিতে হইবে। বেলা ১ টায় শ্রীগঙ্গা পার হইয়া কোলদ্বীপে গমন। শ্রীপ্রৌঢ়ামায়া (পোড়ামাতলা) দর্শন ও শ্রীকোলদ্বীপের মহিমা শ্রবণান্তে বিদ্যানগর গমন ও অবস্থান।

২৮ গোবিন্দ, ২১ ফাল্গুন, ৫ মার্চ্চ শনিবার—অর্চ্চন ভক্তির ক্ষেত্র শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ। সমুদ্রগড়, চম্পহট্ট, শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীদ্বিজবাণীনাথ সেবিত শ্রীগৌর-গদাধর, শ্রীজয়দেবের পাট, শ্রীবিদ্যানগর, শ্রীবিদ্যাবিশারদের আলয় ও শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বিগ্রহাদি দর্শন ও বিদ্যানগরে অবস্থান।

২৯ গোবিন্দ, ২২ ফাল্গুন, ৬ মার্চ্চ রবিবার—বন্দন, দাস্য ও সখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীজহ্নুদ্বীপ, শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীরুদ্রদ্বীপ পরিক্রমণ। শ্রীজহ্নুমুনির তপস্যাস্থল, শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ, শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর ও শ্রীসারঙ্গ মুরারি ঠাকুর সেবিত শ্রীরাধামদনগোপাল ও শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহ, শ্রীবৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীপাট, বৈকুণ্ঠপুর ও মহৎপুর দর্শনান্তে শ্রীগঙ্গা পার হইয়া শ্রীরুদ্রদ্বীপ দর্শন ও শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে প্রত্যাবর্ত্তন। শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাস কীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণের বহ্ন্যুৎসব (চাঁচর)।

৩০ গোবিন্দ, ২৩ ফাল্গুন, ৭ মার্চ্চ সোমবার—শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাব পৌর্ণমাসীর উপবাস। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের বসন্তোৎসব ও দোলযাত্রা। শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী সভা ও শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের বার্ষিক অধিবেশন।

১ বিষ্ণু (৪৮০ শ্রীগৌরাব্দ), ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার—শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দোৎসব ও সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ।

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস—২৫।১ প্রিন্স্ গোলাম মহম্মদ সাহ রোড, কলিকাতা-৩৩

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

নিমন্ত্রণ-পত্র

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
ফোন : ৪৬-৫৯০০

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

৪ নারায়ণ, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ;
২৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৭২ ; ১২ ডিসেম্বর, ১৯৬৫।

বিপুল সম্মান পুরঃসর নিবেদন,—

শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় পার্ষদ ও অধস্তন এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের অধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি **ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** সেবা-নিয়ামকত্বে শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ন-নাথ জীউর শুভপ্রাকট্যবাসর শ্রীকৃষ্ণপুষ্যাভিষেক তিথিতে **বার্ষিক উৎসব** উপলক্ষে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ-বৎসরও ৩০ নারায়ণ, ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী শুক্রবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথি হইতে ৪ মাধব, ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন হইয়াছে।

প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টা হইতে রাত্রি ৯ টা পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সভামণ্ডপে পাঁচটী ধর্ম্ম-সভার অধিবেশনে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সভাপতিত্বে বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডী যতিগণ ও অন্যান্য বক্তৃমহোদয়গণ ভাষণ প্রদান করিবেন। ভাষণের আদি ও অন্তে মহাজনপদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তন হইবে।

২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় শ্রীমঠের শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ন-নাথ জীউ **শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে** বিপুল ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা পরিবৃত ও আকর্ষিত হইয়া সঙ্কীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহযোগে দক্ষিণ কলিকাতার প্রধান প্রধান পথ ভ্রমণ করতঃ সর্ব্বসাধারণকে দর্শনের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন।

মহাশয়, উপরি উক্ত ধর্ম্মসভাসমূহে এবং শ্রীরথযাত্রা-মহোৎসবে সবান্ধব যোগদান করিলে পরমোৎসাহিত হইব। ইতি—

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ, সেক্রেটারী

নগরসংকীর্ত্তন সহ রথযাত্রার পথঃ—শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, লাইব্রেরী রোড, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, মনোহরপুকুর রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, হরীশ মুখার্জ্জি রোড, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎ বোস রোড, রাসবিহারী এভিনিউ হইয়া শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ২.৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা .৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সঙ্কীর্ত্তন ভবন

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক

৫ম বর্ষ ১২শ সংখ্যা

মাঘ ১৩৭২

সম্পাদক :—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

প্রতিষ্ঠাতা ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি ঃ—

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ।

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, বি-এ, বি-টি, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ, বিদ্যানিধি। ৩। শ্রীযোগেন্দ্র নাথ মজুমদার, বি-এল্।
২। মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ। ৪। শ্রীচিন্তাহরণ পাটগিরি, বিদ্যাবিনোদ।
৫। শ্রীধরণীধর ঘোষাল, বি-এ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

শ্রীজগমোহন ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ

মূল মঠ ঃ—

১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর (নদীয়া)।

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ,
(ক) ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।
(খ) ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, কৃষ্ণনগর (নদীয়া)।
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর।
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, বৃন্দাবন (মথুরা)।
৬। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ ও জেঃ মথুরা।
৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পাথরঘাট্টি, হায়দ্রাবাদ—২ (অন্ধ্র প্রদেশ)।
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী (আসাম)।
৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর (আসাম)।
১০। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, যশড়া, পোঃ—চাকদহ (নদীয়া)।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১১। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার, জেঃ কামরূপ (আসাম)।
১২। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (পূর্ব্ব-পাকিস্তান)।

মুদ্রণালয় ঃ—

শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালিঘাট, কলিকাতা-২৬।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. C-4329

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

পঞ্চম বর্ষ

[১৩৭১ ফাল্গুন হইতে ১৩৭২ মাঘ]

(১ম-১২শ সংখ্যা)

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে 'শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রেসে' মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি-এস্‌সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

শ্রীগৌরাব্দ ৪৭৯

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ সূচী

পঞ্চম বর্ষ

(১ম—১২শ সংখ্যা)

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার বৈশিষ্ট্য	১।১
রতিবিচার	১।৩, ২।৩২
স্বস্তিণো গৌরবিধুর্দ্ধাতু	১।৫
ভক্তবৎসল ভগবান্	১।৬
সর্ব্বোত্তম বিদ্যা ও কীর্ত্তি কি ?	১।১১
প্রশ্নোত্তর	১।১২, ২।৩৪, ৩।৬২, ৪।৮৫, ৬।১২৭, ৭।১৫৮ ৮।১৭১, ৯।১৯৬, ১০।২২৯, ১১।২৫২।২৮০,
কলিকাতা মঠে শ্রীব্যাসপূজা	১।১৬
বর্ষারম্ভে শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনা	১।১৭
শ্রীঈশোদ্যান-প্রশস্তি	১।১৯
কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভায় সভাপতি ও প্রধান অতিথিগণের অভিভাষণ	১।২১, ১২।২৮৪
প্রচার-প্রসঙ্গ	১।২৭, ৩।৭০, ৪।৯৩, ৬।১৩৮
আসাম সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব	১।২৮
এ জগতে বৈষ্ণব সুদুর্ল্লভ	২।২৯, ৩।৫৩
যোগমায়া ও মহামায়া	২।৩৮, ৩।৫৭, ৪।৭৯
জীবের দুঃখ ও তন্নিবৃত্তি	২।৪০
ব্রহ্মবিমোহন	২।৪২
Statement about ownership and other particulars about newspaper "Sree Chaitanya Bani"	২।৪৩
আর্ত্তিনিবেদন (শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে)	২।৪৪
শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ	২।৪৫
অভাব বোধ	২।৪৭
শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব	২।৪৯
হাইলাকান্দিতে শ্রীল আচার্য্যদেব	২।৫২
প্রেমভক্তি বিচার	৩।৫৬
বৈষ্ণব-দর্শন	৩।৬৭
সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব	৩।৬৯
পকই যোগাশ্রমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বক্তৃতা	৩।৭১
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য (কলিকাতায়, হোসিয়ারপুরে)	৩।৭৩
শ্রীকেদার-বদরী তীর্থ পরিক্রমা	৩।৭৪
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য শ্লোকের ব্যাখ্যা	৪।৭৫
প্রেমোদয় ক্রমবিচার	৪।৭৭
যাজ্ঞিক-বিপ্রপত্নীগণের শ্রীকৃষ্ণ সেবা	৪।৮৯
সাত্বত শ্রাদ্ধ (শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের শ্বশুর ও শ্রীবীরেন্দ্র কুমার ঘোষ)	৪।৯৭
নিমন্ত্রণ পত্র (যশড়া শ্রীজগন্নাথদেবের স্নান-যাত্রা উপলক্ষে)	৪।৯৮
শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার বৈশিষ্ট্য	৫।৯৯
প্রেমাধিকার ভেদে নামভজন-বিচার	৫।১০২, ৬।১১৭
বৈষ্ণবাবজ্ঞা সাধনের প্রধান অন্তরায়	৫।১০৪ ৮।১৭৭, ৯।২০৪
সদ্গুরু-চরণাশ্রয় বিশেষ আবশ্যক	৫।১১০, ৬।১৩১
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের নাম-মহিমা-বৈশিষ্ট্য	৬।১১৫
একাদশী ব্রত	৬।১২০, ১২।২৭০

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব ৬।১২৪
ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস (শ্রীপাদ দীনবন্ধু ব্রহ্মচারী) ৬।১২৬
দেবতা ৬।১৩৩
শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের স্নান-যাত্রা ৬।১৩৬
(যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাটে)
মধ্যমগ্রামে শ্রীল আচার্য্যদেব ৬।১৩৭
খাদ্য-সঙ্কট ৬।১৩৯
সাত্বত শ্রাদ্ধ (শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারীর সহধর্ম্মিণীর) ৬।১৪০
নিমন্ত্রণ পত্র (কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ঝুলন যাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে) ৬।১৪১
শ্রীগৌর-তত্ত্ব ৭।১৪৩
নামভজন-প্রণালী ৭।১৪৫
বর্ত্তমানবর্ষে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের রথযাত্রার কালনির্ণয় সমস্যা ৭।১৫৮
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলন যাত্রা ৭।১৬১
(শ্রীবৃন্দাবন মঠে বিশেষ অনুষ্ঠান)
শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী-মহোৎসব (বিভিন্ন মঠে অনুষ্ঠান) ৭।১৬২
চয়ন (২৩ আগষ্ট (১৯৬৫) তারিখের 'যুগান্তর'— কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসবে ডেপুটী মেয়রের ভাষণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) ৭।১৬৫
ভারতীয় সংস্কৃতি সংসদে শ্রীল আচার্য্যদেব ৭।১৬৫
স্বধামে শ্রীপাদ উদ্ধারণ দাস ব্রহ্মচারী ৭।১৬৬
ভ্রম-সংশোধন ৭।১৬৬
শ্রীবার্ষভানবী ৮।১৬৭
প্রেমারুরুক্ষু-পুরুষদিগের গতি ৮।১৬৯, ৯।১৯৩
শ্রীএকাদশী ৮।১৭৫
ইন্দ্রমখভঙ্গ ৮।১৮২
চাতুর্ম্মাস্য ৮।১৮৪
শ্রীকৃষ্ণজয়ন্তী মহোৎসব ৮।১৮৭
(কলিকাতা মঠে অনুষ্ঠিত ধর্ম্মসভাসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
চয়ন (২৬ আগষ্ট ১৯৬৫ তারিখের 'Assam Tribune'—Janmastami observed at Gaudiya Math, Gauhati) ৮।১৯০
সুদুর্লভ মনুষ্যজন্মে বৈষ্ণবপাদপদ্মাশ্রয়ই একমাত্র কর্ত্তব্য ৯।১৯১, ১০।২১৭
শ্রীগীতার প্রতিপাদ্য ৯।২০২
উড়িষ্যায় প্রচার সফরে শ্রীল আচার্য্যদেব ৯।২১১
(উদালা মঠে ও বারিপদায় বিশেষ অনুষ্ঠান)
খাদ্য-শস্যের ঘাট্‌তি পূরণের উপায় ৯।২১৪
বিরহ-উৎসব (শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক সঙ্ঘপতি ডাঃ শ্রীসুরেন্দ্র নাথ ঘোষ ও সহসম্পাদক শ্রীগোপীরমণ দাসাধিকারীর বার্ষিক পারলৌকিক কৃত্য) ৯।২১৬
বিরহ-সংবাদ হাউলী (আসাম) নিবাসী শ্রীমোহিনীমোহন দাসাধিকারীর জননী) ৯।২১৬
অত্যাহার ১০।২১৯
শ্রীশ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত ঠাকুর ১০।২২১, ১১।২৪৬
প্রণতি কুসুমাঞ্জলি (শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের দ্বিষষ্টিতম শুভাবির্ভাব বাসরে) ১০।২২৮
শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ পত্রাবলী ১০।২৩৩
(শ্রীচৈতন্যবাণীপ্রচারিণী সভায় প্রদত্ত ৪৭৮ গৌরাব্দ)
অর্ঘ্য-প্রশস্তি (শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের শুভ-আবির্ভাব বাসরে) ১০।২৩৪
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আবির্ভাব তিথি পূজা ১০।২৩৫
[কলিকাতা মঠে ও বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠান]
নিমন্ত্রণ পত্র [যশড়া শ্রীপাটে শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের তিরোভাব উপলক্ষে] ১০।২৪০
শ্রীনামসংকীর্ত্তনই মুখ্যভজন ১১।২৪১
প্রয়াস ১১।২৪৩
স্বধামে লালা শ্রীসাইন দাসজী ১১।২৫৮
[বিজলী পালোয়ানজী]
হায়দ্রাবাদে শ্রীচৈতন্য বাণী প্রচার ১১।২৬২
নিমন্ত্রণ পত্র [শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব] ১১।২৬২

নিমন্ত্রণ-পত্র [কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে] ১১।২৬৪
কৃষ্ণভক্তের পূজারই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয় ১২।২৬৫
প্রজল্প ১২।২৬৬
প্রশ্নের উত্তর ১২।২৭৮
শ্রীশাস্ত্রীজীর প্রয়াণে প্রার্থনা ১২।২৮৩
ধানবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব ১২।২৮৩
কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব ১২।২৮৪
শ্রীমদ্ বৈখানস মহারাজের নির্য্যাণ ১২।২৮৪

শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গের মাধ্যাহ্নিক লীলাভূমি

ঈশোদ্যান-মহিমা

মায়াপুর দক্ষিণাংশে জাহ্নবীর তটে।
সরস্বতী সঙ্গমের অতীব নিকটে॥
ঈশোদ্যান নাম উপবন সুবিস্তার।
সর্ব্বদা ভজন স্থান হউক আমার॥
যে বনে আমার প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
মধ্যাহ্নে করেন লীলা লয়ে ভক্তজন॥
বনশোভা হেরি' রাধাকুণ্ড পড়ে মনে।
সে সব স্ফুরুক সদা আমার নয়নে॥
বনস্পতি কৃষ্ণলতা নিবিড় দর্শন।
নানা পক্ষী গায় তথা গৌর-গুণগান॥
সরোবর শ্রীমন্দির অতি শোভা তায়।
হিরণ্য হীরক নীল পীত মণি ভায়॥
বহির্ম্মুখ জন মায়ামুগ্ধ আঁখিদ্বয়ে।
কভু নাহি দেখে সেই উপবনচয়ে॥
দেখে মাত্র কণ্টক-আবৃত ভূমিখণ্ড।
তটিনী-বন্যার বেগে সদা লণ্ড ভণ্ড॥

—ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীনবদ্বীপধাম-পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ও শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের সেবা-নিয়ামকত্বে আগামী ১৬ ফাল্গুন, ২৮ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব সম্পন্ন হইবে। পরিক্রমায় ও গৌরজন্মোৎসবে যোগদানকারী যাত্রিসাধারণে অবগতির জন্য জানান হইতেছে প্রত্যেকে মাথাপিছু দুই কেজি করিয়া খাদ্য শস্য আনিতে বর্ত্তমান খাদ্য নিয়ন্ত্রণ পরিস্থিতিতে তাহাদের কোনও বাধা হইবে না।

১৫ মাঘ, ১৩৭২
২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৬

নিবেদক—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ (সেক্রেটারী)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য-বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভব-মহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃ কৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৫ম বর্ষ | শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ, ১৩৭২। ২২ মাধব, ৪৭৯ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, শনিবার ; ২৯ জানুয়ারী, ১৯৬৬। | ১২শ সংখ্যা

কৃষ্ণভক্তের পূজায়ই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয়

[ওঁবিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর]

"পাপিষ্ঠ লোক কৃষ্ণপূজা করে না, স্বল্পবিচারপর লোক কৃষ্ণপূজা ক'রে থাকেন, আর বুদ্ধিমান্ লোক কৃষ্ণের ভক্তের পূজা ক'রে সত্যি সত্যি কৃষ্ণপূজা করেন। কৃষ্ণ পূজা করে—'কনিষ্ঠাধিকারী', কৃষ্ণের ভক্তের পূজা করেন—'মধ্যম অধিকারী' ও 'উত্তম ভাগবত'। প্রাকৃত সহজিয়াগণ এ'টা বুঝ্‌তে পারে না; তা'রা মনে করে, যে কৃষ্ণের পূজা করে, সেই বুঝি খুব বড়,—এই মনে ক'রে তা'রা নিজকে 'বৈষ্ণব' অভিমান করে—অপরের পূজা নেয়—নিজে বৈষ্ণবের পূজা ছেড়ে দেয়। কিন্তু শ্রীচৈতন্য-দেবের—শ্রীগোস্বামিগণের কথা শুনেছেন যাঁ'রা, তাঁ'রা জানেন, কৃষ্ণের ভক্তের পূজায়ই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা হয়। কৃষ্ণভক্তের পূজা ছেড়ে কৃষ্ণপূজার ছলনার কোন মূল্য নাই। কৃষ্ণপূজাকারী বা নাম-ভজনকারীর প্রতি পদে পদে অপরাধ সম্ভব। নাম-ভজনকারীর 'সাধু-নিন্দা' অপরাধ হ'তে পারে, অপরাধ থাক্‌লে কৃষ্ণনাম বা কৃষ্ণের সেবা হ'ল না। কিন্তু কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীরই প্রকৃত কৃষ্ণপূজা ও 'নাম' হয়। ঠাকুর মহাশয় কত ভাবে এসব কথা ব'লেছেন—

গোস্বামিগণ কত ভাবে এসব কথা জানিয়েছেন—

'ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা'।

ঠাকুর মহাশয় নিজের উপর কথাগুলি নিয়ে কিরূপ কঠোর ভাবে সহজিয়া সম্প্রদায়কে শাসন ক'রেছেন,—

"অনেক দুঃখের পরে, লয়েছিলে ব্রজপুরে,
কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া
দৈব মায়া বলাৎকারে, খসাইয়া সেই ডোরে,
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া ॥
* * *
অর্থ-লাভ এই আশে, কপট-বৈষ্ণব বেশে,
ভ্রমিয়া বেড়াই ঘরে ঘরে। ইত্যাদি।"

"সহজিয়াগণ মনে করেন, এই অহং-মম-বুদ্ধি যুক্ত দেহটাকে ভোগের জন্য টিকিট কাটা বৃন্দাবনে রাখার নামই—'ব্রজবাস', আর ব্যভিচার, লাম্পট্য, কপটতা, বৈষ্ণব-সেবাত্যাগ, হরিকীর্ত্তন-ত্যাগ ক'রে প্রতিষ্ঠানুসন্ধানই—'হরিভজন'।

কৃষ্ণভক্তের পূজা ছেড়ে ব্রজবাস প্রভৃতির ছলনা—দেহটা ল'য়ে গিয়ে কৃষ্ণকে ভোগ কর্‌বার চেষ্টা। কত পাপী লোক ত' বৃন্দাবনে, নবদ্বীপে একত্র হ'য়েছে। তা'রা ইন্দ্রিয়তর্পণের খাতিরে শুদ্ধবৈষ্ণবের কোন কথা বুঝ্‌তে না পেরে কেবল তাঁ'দের চরণে অপরাধই ক'চ্ছে। কৃষ্ণভক্তের পূজাকারীর প্রতিই শ্রীচৈতন্যদেব ও গোস্বামিগণের কৃপা হয়।"

"যখন এমন অহঙ্কার হ'য়েছিল—'আমি গণিতশাস্ত্রে বড় পণ্ডিত, দর্শন-শাস্ত্রে মহাপণ্ডিত, সকাল হ'তে আরম্ভ ক'রে রাত্র বারটা পর্য্যন্ত যে কোনও পণ্ডিত আসুক্ না কেন, তা'র যত কথাকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে কেটে দেবো।'—তখন গুরুদেবের দর্শন পেলাম। আমার মহাসত্যবাদিতা, নির্ম্মল নৈতিক জীবন, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য্যবোধকে যখন তিনি অকিঞ্চিৎকর জেনে ধাক্কা দিলেন, তখন আমি বুঝ্‌লাম—যিনি আমার এত ভালকে ধাক্কা দিতে পারেন, তিনি না জানি কত ভাল। তিনি যে ধাক্কা দিলেন, তা'তে বুঝ্‌তে পার্‌লাম—আমার ন্যায় হীন ব্যক্তি আর নাই, এইটিই আমার স্বরূপ। আমার ন্যায় ঘৃণিত ব্যক্তি আর নাই। আমি যে পাণ্ডিত্য, নৈতিক চরিত্র প্রভৃতি পরম লোভনীয় মনে ক'চ্ছি, দেখি সেই মহাত্মা সে-সকল বস্তুর কোন আমলই দিচ্ছেন না। তখন বুঝ্‌লাম, এ মহান্ ব্যক্তিতে কি জিনিষই না আছে! তখন বিচার কর্‌লাম,—হয় এঁ'র অত্যন্ত দয়ার পরিমাণ আছে, নয় ইনি অত্যন্ত অহঙ্কারী।

আমি তখন অভিমান-ভরে গুরুদেবকে বল্লাম,—তুমি শঠ, লম্পট কৃষ্ণের উপাসক কিনা, তাই আমার মত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে ভৃত্যরূপে স্বীকার ক'চ্ছ না।"

"আমি একদিন যে ধাক্কা পেয়েছি, তা'তে বুঝেছি পৃথিবীর লোককেও সেরূপ ধাক্কা না দিলে তা'দের চেতনতা হ'বে না। তাই সকলকে ব'ল্‌ছি—আমি সকলের চেয়েও—পৃথিবীর যত লোক আছে, সব চেয়ে মূর্খ—তোমরা আমার মত মূর্খ হ'য়ে যেয়ো না। মেপে নেওয়ার কথার মধ্যে তোমরা থেকো না—বৈকুণ্ঠ-কথার মধ্যে ঢোক—খুব বড় লোক হ'য়ে যাবে। আমি যাঁ'কে পরম-মঙ্গল বুঝেছি—তোমাদিগকে সেই মঙ্গলের কথা ব'ল্‌ছি।"

প্রজল্প

[ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

পরস্পর কথোপকথনের নাম জল্পনা বা 'প্রজল্প'। জগতে সম্প্রতি বহির্ম্মুখতা এত প্রবল যে, অন্যের সহিত জল্পনা করিতে গেলেই প্রায় বহির্ম্মুখ-জল্পনা হইয়া পড়ে। সুতরাং ভক্তিসাধকের পক্ষে জল্পনা শ্রেয়স্কর নয়। ভক্তি-অনুশীলনে অনেক প্রকার জল্পনা হইতে পারে। সে-সমুদয় ভক্তদিগের পক্ষে মঙ্গল জনক। শ্রীরূপ প্রভু স্বয়ং 'কার্পণ্য-পঞ্জিকা-' স্তোত্রে (শ্লোক ১৬) লিখিয়াছেন,—

"তথাপ্যস্মিন্ কদাচিন্নামধীশৌ নাম-জল্পিনি।
অবত্তবৃন্দনিস্তারি-নামাভাসৌ প্রসীদতম্॥'

এই তাৎপর্য্যে বৈষ্ণবগণ এই পদ্যটী পাঠ করিয়া থাকেন,—

"তথাপি এ দীন-জনে, যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ-নিবারণ, তত্ত্ব-নাম-সংজল্পন,
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে॥"

কীর্ত্তন, স্তুতি, শাস্ত্রোচ্চারণ—এ সমস্তই জল্পনা; কিন্তু সেই সমস্ত যখন আনুকূল্য-ভাবের সহিত অন্য-অভিলাষ শূন্য হয়, তখন সে-সকলই কৃষ্ণানুশীলন হইয়া পড়ে। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে,—কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল সমস্ত প্রজল্পই ভক্তিবিরোধী। সাধক বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রজল্প পরিত্যাগ করিবেন। মহাজনের কার্য্যে দোষ নাই। মহাজনগণ যে-সমস্ত (ভক্ত্যনুকূল) প্রজল্প আদর-পূর্ব্বক করিয়াছেন, তাহাই কেবল আমাদের কর্ত্তব্য। কোন কোন অতিভক্ত পুরুষ সর্ব্বপ্রকার প্রজল্প পরিত্যাগ করিবার উপদেশ করেন। কিন্তু আমরা শ্রীরূপানুগ; শ্রীরূপের অনুগত হইয়া তদাদিষ্ট সাধুজনের পথানুগমনে সর্ব্বদা প্রবৃত্ত থাকিব। যথা (শ্রীভঃ রঃ সিঃ ধৃত স্কান্দ-বচন),—

"স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জ্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥"

যে-পথে পূর্ব্ব সাধুগণ অনায়াসে বিচরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সন্তাপবর্জ্জিত সমস্ত শ্রেয়ঃসাধক পন্থা সর্ব্বদা আমাদের অন্বেষণীয়।

শ্রীব্যাস, শ্রীশুক, শ্রীপ্রহ্লাদ, শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এবং তাঁহার পার্ষদবর্গ যে পথ দেখাইয়াছেন, তাহাই আমাদের মহাজনের পন্থা। সে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া আমরা নবীন অতিভক্তদিগের উপদেশ শুনিতে বাধ্য নই। সমস্ত মহাজন হরিভক্তি-সাধক প্রজল্পকে আদর করিয়াছেন, তাহা আমরা স্থলবিশেষে বিচার করিব।

বহির্ম্মুখ প্রজল্পই ভক্তি-বাধক। তাহা বহুবিধ। বৃথা-গল্প, বিতর্ক, পরচর্চ্চা, বাদানুবাদ, পরদোষানুসন্ধান, মিথ্যা জল্পনা, সাধু-নিন্দা, গ্রাম্য-কথা প্রভৃতি সকলই 'প্রজল্প'।

বৃথা-গল্প অতীব অহিতকর। ভক্তি সাধকগণ বৃথা কাল নষ্ট না করিয়া সর্ব্বদা ভক্ত-সঙ্গে হরিকথা আলোচনা ও নির্জ্জনে শ্রীহরিনামাদি স্মরণ করিবেন। শ্রীগীতা বলিয়াছেন (১০।৮-৯),—

"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥
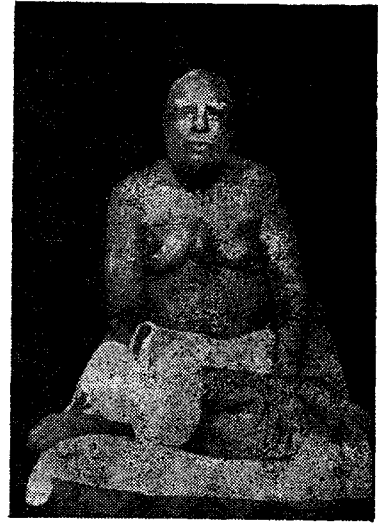
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥"

অন্যত্র (শ্রীগীতা ৯।১৪),—

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে॥"

এইরূপ-ভাবে ভক্তিসাধকগণ অনন্যভক্তির অনুশীলন করিবেন। যদি বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথাগল্পে দিন বা রাত্রি যাপন করেন, তবে 'সর্ব্বদা আমার নাম কীর্ত্তন করিবে'—এই উপদেশ পালন করা হয় না। **সংবাদ-পত্রে অনেক বৃথা গল্প থাকে। ভক্তি সাধকগণের পক্ষে সংবাদপত্র পাঠ করা বড়ই অনিষ্টকর কার্য্য। তবে কোন বিশুদ্ধ ভক্তের কথা তাহাতে বর্ণিত থাকিলে তাহা পাঠ্য হয়।** গ্রাম্য লোকেরা আহারাদি করিয়া প্রায়ই ধূম্রপান করিতে করিতে অন্য বহির্ম্মুখ লোকের সহিত বৃথা গল্পে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের পক্ষে রূপানুগ হওয়া বড়ই কঠিন। উপন্যাস পাঠ করাও তদ্রূপ। তবে যদি শ্রীমদ্ভাগবতের পুরঞ্জনোপাখ্যানের ন্যায় উপন্যাস পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে ভক্তির বাধা হয় না, বরং তাহাতে লাভ আছে।

বিতর্ক একটি ভক্তিবাধক প্রজল্প। নৈয়ায়িক ও

বৈশেষিক তার্কিকগণ যে-সমস্ত তর্ক করেন, সে-সকলই বহির্ম্মুখ বিবাদ-মাত্র। চিত্তের বলক্ষয় ও চাঞ্চল্য বৃদ্ধি ব্যতীত তাহাতে আর কোন ফল হয় না। বেদ ('কঠ' ১।২।৯) বলিয়াছেন যে,—'নৈষা তর্কেণ মতিরপনেয়া'। জীবের সুমতি সহজ-বুদ্ধিতে নিত্য আছে। সেই মতি ভগবৎপাদপদ্মে স্বভাবতঃ চালিত হয়; কিন্তু দিক্, দেশ, ভ্রম প্রমাদ লইয়া বিতর্ক করিতে করিতে হৃদয় কর্কশ হইয়া উঠে। তখন আর সেই স্বাভাবিক শুদ্ধমতি থাকে না। বেদে যে 'দশমূল' উপদিষ্ট আছে, তাহা স্বীকার করত তদনুগত তর্ক করিলে মতি দুষ্ট হয় না। কি ভাল, কি মন্দ—এরূপ বিতর্ক বেদানুগত হইলে তাহা আর প্রজল্প হয় না। এই জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু এইরূপ উপদেশ করিয়াছেন,—'অতএব ভাগবত করহ বিচার'। (শ্রী চৈঃ চঃ মঃ ২৫।১৪৬)। সম্বন্ধজ্ঞান-নিরূপণের জন্য যে বিচার করা যায়, তাহা প্রজল্প নয়। বৃথা তর্ক করিয়া যাঁহারা সভা জয় করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিজেদের কোন সিদ্ধান্ত-লাভ হয় না; সুতরাং তার্কিকের সঙ্গত্যাগ অবশ্য করা কর্ত্তব্য। শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম স্বয়ং এই কথাটী স্বীকার করিয়াছেন। (শ্রী চৈঃ চঃ মঃ ১২।১৮৩),—

"তার্কিক-শৃগাল-সঙ্গে ভেউ-ভেউ করি।
সেই মুখে এবে সদা কহি 'কৃষ্ণ, হরি'॥"

যাঁহারা পরমার্থ-বিচারে প্রবৃত্ত, তাঁহারা যেন বারাণসীর সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই কথাটি স্মরণ করেন। (শ্রী চৈঃ চঃ মঃ ২৫।৪২),—

"পরমার্থ বিচার গেল, করি মাত্র 'বাদ'।
কাহাঁ মুক্তি পা'ব কাহাঁ কৃষ্ণের প্রসাদ॥"

বৃথা-তর্ক-সমূহ হয় ঈর্ষা, নয় দম্ভ; হয় দ্বেষ, নয় বিষয়ানুরাগ; হয় মূঢ়তা, নয় আত্ম প্রতিষ্ঠা হইতেই হইয়া থাকে। কলহপ্রিয় ব্যক্তিগণও বৃথা-তর্কে মত্ত হইয়া পড়েন। ভক্তিসাধক ব্যক্তিগণ যখন ভগবত্তত্ত্ব বা ভাগবত-চরিত্র আলোচনা করেন, তখন বৃথা-তর্ক না হইয়া পড়ে, এ বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিবেন।

অকারণ পরচর্চ্চা অতীব ভক্তিবিরোধী। অনেকেই আত্মপ্রতিষ্ঠা স্থাপন করিবার জন্য পরচর্চ্চা করিয়া থাকেন। কোন কোন লোক স্বভাবতঃ অন্যের প্রতি বিদ্বেষ-পূর্ব্বক তাহার চরিত্র লইয়া চর্চ্চা করেন। এই সকল বিষয়ে যাহারা ব্যস্ত হয়, তাহাদের চিত্ত কৃষ্ণ-পাদপদ্মে কখনই স্থির হইতে পারে না। পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা ভক্তি-সাধকের কর্ত্তব্য। কিন্তু ভক্তিসাধনের অনেক অনুকূল কথা আছে; তাহা পরচর্চ্চা হইলেও দোষের হয় না। সম্পূর্ণভাবে পরচর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে হইলে বনবাসই প্রয়োজন। ভক্তিসাধকগণ গৃহী ও গৃহত্যাগিভেদে দ্বিবিধ। গৃহত্যাগী ব্যক্তির কোনমাত্র বিষয়োদ্যম না থাকায় তিনি পরচর্চ্চা সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে পারেন। কিন্তু গৃহী ব্যক্তি উপার্জ্জন, সঞ্চয়, সংরক্ষণ ও কুটুম্বভরণ-সম্বন্ধে পরচর্চ্চা একেবারে ত্যাগ করিতে পারেন না। তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণ সংসার-স্থিতিই একমাত্র সদুপায়। বিষয়-কার্য্য সমস্ত কৃষ্ণ-সম্বন্ধি হইলে তাঁহার অনিবার্য্য পরচর্চ্চাও নিষ্পাপ এবং কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ভক্তি-সাধক হয়। পরের যাহাতে ক্ষতি হয়, এরূপ পরচর্চ্চা তিনি করিবেন না। তাঁহার কৃষ্ণ-সংসারে যেটুকু পরচর্চ্চা আবশ্যক হয়, তাহাই তিনি করিবেন। অকারণ পরচর্চ্চা করিবেন না। আবার গুরু যখন শিষ্যকে বিষয়-প্রবোধনের জন্য উপদেশ করেন, তখন কাজে-কাজেই একটু একটু পরচর্চ্চা না করিলে উপদেশ স্ফুট হয় না। পূর্ব্ব মহাজনগণ যখন সেরূপ পরচর্চ্চা করিয়াছেন, তখন তাহাতে গুণ বই দোষ নাই। যথা শ্রীশুকদেব-বচন (শ্রী ভাঃ ২।১।৩-৪),—

"নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা॥
দেহাপত্য-কলত্রাদিষাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি॥"

হে রাজন্! বিষয়ীলোক নিদ্রাসক্ত হইয়া রাত্রিক্ষেপ করে, অথবা স্ত্রী সঙ্গে রাত্রি যাপন করে। দিবসে তাহারা অর্থচেষ্টায় বা কুটুম্বভরণে কাল নষ্ট করে। দেহ, অপত্য, কলত্র—ইহাদের সকলকেই নিজ জন জানিয়া

প্রমত্তভাবে তাহাদের নাশ দৃষ্টি করিয়াও তাহাদিগকে অনিত্য জ্ঞান করে না। শ্রীশুকদেব শিষ্যোপদেশ-জন্য এইরূপ বিষয়ীদিগের চর্চ্চা করিয়াও প্রজল্পী হ'ন নাই। সুতরাং এরূপ কার্য্য হিতকর বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। আবার শ্রীমন্মহাপ্রভু উপদেশের জন্য স্বীয় শিষ্যদিগকে অসদ্-বৈরাগীর বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন (শ্রী চৈঃ চঃ অঃ ২।১১৭,১২০,১২৪),—

প্রভু কহে,—"বৈরাগী করে 'প্রকৃতি'-সম্ভাষণ।
দেখিতে না পারোঁ আমি তাহার বদন॥
ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥"
প্রভু কহে,—"মোর বশ নহে মোর মন।
'প্রকৃতি'-সম্ভাষী বৈরাগী না করে স্পর্শন॥"

উপদেশস্থলে এবং বিষয়-সিদ্ধান্ত-সময়ে এইরূপ বাক্য না বলিলে জগতের ও নিজের মঙ্গল হয় না। সুতরাং মহাত্মা গুরুবর্গ যখন এইরূপ আচরণ করিয়া জগৎকে শিক্ষা দিয়াছেন, তখন এরূপ উপদেশের বিরুদ্ধ আচরণে আমাদের কিরূপে মঙ্গল হইবে? কোন সম্প্রদায়ে বা সাধারণ্যে প্রচলিত অসদ্ব্যবহার এইরূপ অবস্থায় আলোচনা করাকে ভক্তিবিরোধী প্রজল্প বলা যায় না। কোন কোন সময়ে ব্যক্তি-বিশেষের কথা হইয়া পড়িলেও দোষ হয় না। ভাগবত-প্রধান মৈত্রেয় বেণরাজার সম্বন্ধে এইরূপ বলিলেন (শ্রী ভাঃ ৪।১৪।২৯),—

"ইত্থং বিপর্য্যয়মতিঃ পাপীয়ানুৎপথং গতঃ।
অনুনীয়মানস্তদ্যাজ্ঞাং ন চক্রে ভ্রষ্ট-মঙ্গলঃ॥"

বিপর্য্যয়মতি উৎপথগত মহাপাপী বেণরাজা অনেক অনুনয়েও তাঁহাদের যাজ্ঞা পরিপূর্ণ করিল না; যেহেতু সে ভ্রষ্টমঙ্গল হইয়াছিল। শ্রীমৈত্রেয় ঋষির এইরূপ পরচর্চ্চার আবশ্যক হইয়াছিল; অতএব উপদেশ-বাক্যের সহিত শ্রোতৃবর্গকে তদ্রূপ কহিয়াছিলেন। ইহা প্রজল্প হয় না। ভক্তিসাধকদিগের ভক্তমণ্ডলীতে প্রাচীন ইতিহাস-সকল সহজে আলোচিত হয়। তাহাতে অসাধুদিগের চরিত্র আলোচনা স্থানে স্থানে দেখা যাইতেছে। তাহা সর্ব্বদাই মঙ্গল-জনক ও ভক্তির অনুকূল। ঈর্ষা, দ্বেষ, দম্ভ অথবা প্রতিষ্ঠাশাদি ভক্তি-বাধক প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়া যে-সকল লোক পরের কথা আলোচনা করে, তাহারা ভক্তিদেবীর নিকট অপরাধী।

বাদানুবাদ কেবল জিগীষা হইতে উৎপন্ন হয়। তাহা নিতান্ত হেয়। পর-দোষানুসন্ধান কেবল স্বীয় কুপ্রবৃত্তি-পরিচালনেই হইয়া থাকে। তাহা সর্ব্বতোভাবে ত্যাজ্য। মিথ্যা-জল্পনা কেবল বৃথা-গল্পের রূপান্তর। গ্রাম্য-কথা গৃহত্যাগী বৈষ্ণবের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, গৃহী বৈষ্ণবের পক্ষে ভক্ত্যনুকূলরূপে কিয়ৎপরিমাণে স্বীকার্য্য। পুরাবৃত্ত, পশুবিবরণ, জ্যোতিষ ও ভূগোল ইত্যাদি বহির্ম্মুখ হইলে দূরে পরিহার্য্য। শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন। (শ্রী ভাঃ ১২।১২।৪৯-৫০),—

"মৃষা গিরস্তা হ্যসতীরসৎকথা ন কথ্যতে যদ্ভগবানধোক্ষজঃ।
তদেব সত্যং তদুহৈব মঙ্গলং তদেব পুণ্যং ভগবদ্গুণোদয়ম্॥
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং যদুত্তমঃশ্লোক-যশোঽনুগীয়তে॥"

হে রাজন্! যাহাতে অধোক্ষজ ভগবানের কথার উদয় না হয়, সেই সেই কথা মিথ্যা ও অসতী। যাহাতে ভগবদ্গুণোদয় হয়, সেই কথাই সত্য, তাহাই মঙ্গলস্বরূপ এবং তাহাই পবিত্র। যে কথায় উত্তমঃশ্লোক ভগবানের যশঃ অনুগীত হয়, তাহাই রম্য, সুন্দর ও চিত্তের মহোৎসব। তাহাই মানবগণের শোকার্ণব-শোষণ-স্বরূপ।

সাধুনিন্দারূপ জল্পনা অত্যন্ত অমঙ্গল জনক। যদি কেহ হরিভক্তি পাইতে আশা করেন, তিনি যেন এইরূপ একটি প্রতিজ্ঞা করেন যে,—'আমি এ জীবনে কখনই সাধু-দিগের নিন্দা করিব না'। ভগবদ্ভক্তগণই সাধু। তাঁহাদের নিন্দা করিলে সমস্ত শ্রেয়ঃ বিনষ্ট হয়। পরমপাবন শ্রীমহাদেবের নিন্দা করিয়া তাপসশ্রেষ্ঠ দক্ষ-প্রজাপতির বিষম অমঙ্গল ঘটিয়াছিল। যথা, দশমে (শ্রী ভাঃ ১০।৪।৪৬),—

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকমাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

মহদতিক্রম অর্থাৎ সাধুদিগের প্রতি অমর্য্যাদ-বাক্য **বলিলে মানবের আয়ুঃ**, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, পরকালগতি, শুভ **অর্থাৎ সমস্ত শ্রেয়ঃই বিনষ্ট হয়।**

এই **প্রবন্ধের নির্য্যাস** এই যে,—ভক্তির অনুকূল নহে, **এইরূপ সমস্ত প্রজল্পই** ভক্তিসাধক বৈষ্ণবগণ বহু **যত্নে পরিত্যাগ করিবেন।** এই উপদেশগুলির মধ্যে **প্রথম** শ্লোকে যে 'বাচো বেগং' অর্থাৎ বাক্যের বেগ **সহিবার উপদেশ** আছে, তাহা কেবল নৈমিত্তিক বেগ-মাত্র। প্রজল্প পরিত্যাগ-দ্বারা বাক্য নিত্যরূপে নিয়মিত হয়। নিষ্পাপ-জীবন-নির্ব্বাহে যতটুকু প্রয়োজন হয়, তদ্ব্যতীত কোনপ্রকার বাক্য-ব্যয় করাই ভাল নয়। **আপনার** এবং **অন্য** জীবের যাহাতে মঙ্গল হয়, সেই সমস্ত কথা আলোচনা করাই প্রয়োজন। পরের বিষয় লইয়া চর্চ্চা করিতে গেলে নিরর্থক জল্পনা হইবে। অতএব শ্রীভগবান্ শ্রীউদ্ধবকে এই উপদেশ করিয়াছেন (শ্রী ভাঃ ১১।২৮।২),—

"পর-স্বভাব-কর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ॥"

যিনি পরের স্বভাব ও কর্ম্মসকল প্রশংসা করেন বা নিন্দা করেন, তিনি অসদ্ বিষয়ে অভিনিবেশ-বশতঃ স্বার্থ হইতে শীঘ্রই ভ্রষ্ট হ'ন।

একাদশীব্রত *

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[২]

[**বৈষ্ণব-স্মৃতিরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাস** গ্রন্থের ১২শ **ও ১৩শ** বিলাসে এবং শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ কৃত **ভক্তিসন্দর্ভাদি** গ্রন্থে (ভঃ সঃ ২৯৯ সংখ্যা) একাদশীব্রত-**নিত্যতা সম্বন্ধে বহু শাস্ত্র** বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা **বক্ষ্যমাণ** প্রবন্ধে তৎসমুদয়ের সার সঙ্কলন-পূর্ব্বক **উক্ত** ব্রতের ভগবৎপ্রীণনত্ব বিধায় অবশ্য-পালনীয়ত্ব প্রদর্শনে প্রয়াস পাইব।]

শ্রীহরিভক্তিবিলাস দ্বাদশবিলাস-প্রারম্ভেই শ্রীগোপাল-ভট্ট গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"নমো ভগবতে তস্মৈ যস্য প্রিয়তমা তিথিঃ।
একাদশী দ্বাদশী চ সর্ব্বাভীষ্টপ্রদা নৃণাম্॥"

অর্থাৎ যাঁহার প্রিয়তমা তিথি—একাদশী ও দ্বাদশী মানবগণের সর্ব্বাভীষ্ট প্রদান করে, সেই ভগবানের প্রতি নমস্কার।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উঁহার টীকায় লিখিতেছেন—

"যস্য ভগবতঃ প্রিয়তমা পরমবল্লভা একাদশী দ্বাদশী চ তিথিরেব নৃণাং সর্ব্বাভীষ্টং প্রকর্ষেণ দদাতীত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ যে ভগবানের প্রিয়তমা অর্থাৎ পরমবল্লভা একাদশী ও দ্বাদশী তিথি মনুষ্যমাত্রেরই সর্ব্বাভীষ্ট প্রকৃষ্টরূপে দান করে, ইহাই অর্থ।

শ্রীহরির প্রিয় 'বাসর' বা দিবস বলিয়া শ্রীএকাদশী 'হরিবাসর' সংজ্ঞা লাভ করিয়াছেন।

"ইথঞ্চ নিত্যং কুর্ব্বাণঃ কৃষ্ণপূজামহোৎসবম্।
হরের্দিনে বিশেষেণ কুর্য্যাত্তং পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ॥"

---

* শ্রীচৈতন্য-বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১২০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "একাদশী ব্রত" ১ম প্রবন্ধ, উক্ত পত্রিকার পরবর্ত্তী ৭ম সংখ্যা ১৬৩ পৃষ্ঠায় ভ্রম-সংশোধন এবং উক্ত পত্রিকার ৫ম বর্ষ ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'শ্রীএকাদশী' প্রবন্ধও দ্রষ্টব্য।

তত্র ব্রতস্য নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ।
সর্ব্বপাপহং সার্ব্বার্থদং শ্রীকৃষ্ণতোষণম্॥"

এই প্রকারে (ইত্থং পূর্ব্বলিখিত প্রকারেণ—টীঃ) কৃষ্ণপূজা-মহোৎসব যিনি নিত্য করিতেছেন, তিনি শুক্ল ও কৃষ্ণ উভয় পক্ষের শ্রীহরির দিন—একাদশী ও দ্বাদশী তিথিতে বিশেষ করিয়া সেই মহোৎসব করিবেন। হরিবাসরে ব্রতের নিত্যত্ব হেতু অবশ্য সেই ব্রত আচরণ করিবে। সেই ব্রত সমস্ত পাপনাশক সমস্ত অর্থপ্রদ এবং শ্রীকৃষ্ণের পরম তুষ্টিপ্রদ।

ভক্তগণ অবশ্য শ্রীকৃষ্ণতোষণকেই একাদশী ব্রতপালনের মুখ্য ফল বলিয়া বিচার করিয়া থাকেন। শ্রীএকাদশী ব্রতের নিত্যত্ব সম্বন্ধে লিখিতেছেন—

"তচ্চ কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা।
ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়তঃ॥"

অর্থাৎ সেই ব্রতের কৃষ্ণপ্রীণনত্ব, বিধিপ্রাপ্তত্ব, ভোজনের নিষেধ এবং ব্রত না করিলে প্রত্যবায়োৎপত্তি—এই চারিটি কারণে একাদশী ব্রতের নিত্যত্ব লিখিত হইয়াছে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ উহার টীকায় লিখিয়াছেন—
"যদ্যপি অকরণে প্রত্যবায়ত এব মুখ্যং নিত্যত্বং তথাপি শ্রীবিষ্ণু-পরায়ণানাং শ্রীভগবৎপ্রীণনত্বেনৈব পরমং মুখ্যং তৎ লিখিতম্।"

অর্থাৎ যদিও অকরণে প্রত্যবায়োৎপত্তিহেতু নিত্যত্ব মুখ্য, তথাপি শ্রীবিষ্ণুপরায়ণ বৈষ্ণবগণের পক্ষে শ্রীভগবৎ-প্রীণনত্বহেতুই নিত্যত্ব যে পরম-মুখ্য তাহাই লিখিত হইয়াছে।

মৎস্য ও ভবিষ্যপুরাণে শ্রীএকাদশী ব্রতের ভগবৎপ্রীতি-হেতুত্ব এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

"একাদশ্যাং নিরাহারো যো ভুঙ্ক্তে দ্বাদশী দিনে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে তদ্‌ব্রতং বৈষ্ণবং মহৎ॥"

অর্থাৎ যিনি শুক্ল বা কৃষ্ণপক্ষের একাদশীতে আহার না করিয়া দ্বাদশী দিনে ভোজন করেন, তাঁহার পক্ষে সেই ব্রতই মহৎ বৈষ্ণব-ব্রত হইবে।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—
"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতদ্ধি বৈষ্ণবম্।"

অর্থাৎ একাদশীতে ভোজন করিবে না, এই ব্রতই বিষ্ণুর প্রিয়তম (শ্রীসনাতন গোস্বামি টীকা—বৈষ্ণবং বিষ্ণু-প্রিয়তমমিত্যর্থঃ)।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে একাদশী মাহাত্ম্যারম্ভে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও তাঁহাদের স্ত্রীগণের সম্বন্ধেও একাদশী ব্রতের বিষ্ণুপ্রীতি-জনকত্ব কথিত হইয়াছে (শ্রীচৈতন্য-বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় উদ্ধৃত হঃ ভঃ বিঃ ১২।৬ শ্লোক সানুবাদ দ্রষ্টব্য)। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণগণের ঐ ব্রত পালনের অবশ্যকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা হইয়াছে—

"একাদশীব্রতং নাম সর্ব্বকাম ফলপ্রদম্।
কর্ত্তব্যং সর্ব্বদা বিপ্রৈর্বিষ্ণুপ্রীণন কারণম্॥"

অর্থাৎ ব্রাহ্মণগণ শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য সর্ব্বকাম ফলপ্রদ একাদশী নামক ব্রত সর্ব্বদাই করিবে। (শ্রীসনাতন গোস্বামি টীকা—বিপ্রৈরিতি তেষাং

শ্রীএকাদশী ব্রতের বিধিপ্রাপ্তত্ব-সম্বন্ধে মুনিবর শ্রীকণ্ব বলিয়াছেন—

"একাদশ্যামুপবসেন্ন কদাচিদতিক্রমেৎ।"

অর্থাৎ একাদশীতে উপবাস করিবে, কখনও তাহা অতিক্রম অর্থাৎ উল্লঙ্ঘন করিবে না।

অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে—
'উপোষ্যৈকাদশীং রাজন্ যাবদায়ুঃ প্রবৃত্তিভিঃ।'

অর্থাৎ হে রাজন্, যাবজ্জীবন একাদশীব্রত করিবে। (শ্রীসনাতন গোস্বামি টীকা—যাবদায়ুঃ প্রবৃত্তিভিরিতি যাবজ্জীবমিত্যর্থঃ।)

বিষ্ণুরহস্যেও ঐরূপ কথিত হইয়াছে—

"দ্বাদশী ন প্রযোক্তব্যা যাবদায়ুঃ প্রবৃত্তিভিঃ।"

অর্থাৎ যাবজ্জীবন দ্বাদশীব্রত পরিত্যাগ করিবে না।

অথ একাদশীতে ভোজন নিষেধ সম্বন্ধে শ্রীনারদ-

পুরাণ ও পাদ্মোত্তর খণ্ডে লিখিত হইয়াছে—

"রটন্তীহ পুরাণানি ভূয়ো ভূয়ো বরাননে।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥
আগমাঃ শতশো রাজন্নিতিহাসা রটন্তি হি।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥
ঋষয়ঃ সঙ্ঘশঃ সর্ব্বে নারদাদ্যাশ্চ চুক্রুশুঃ।
ন ভোক্তব্যং ন ভোক্তব্যং সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥"

—হে বরাননে (শ্রীশিব দুর্গাদেবীকে বলিতেছেন—) এই জগতে পুরাণ-সকল পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিতেছেন—হরিবাসর প্রাপ্ত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না। হে রাজন্, (শ্রীরুক্মাঙ্গদ প্রভৃতি) শত শত আগম শাস্ত্র ['আগম' বলিতে বেদাদি শাস্ত্র বা তন্ত্রশাস্ত্র। "আ'গতং শিববক্ত্রেভ্যো 'গ'তঞ্চ গিরিজা শ্রুতৌ। 'ম'তঞ্চ বাসুদেবস্য তস্মাদাগমমুচ্যতে॥" অর্থাৎ শিববক্ত্র-বিনির্গত হইয়া গিরিজা (দুর্গা দেবী)-কর্ণে প্রবিষ্ট শ্রীবাসুদেবের মত বা অভিপ্রায়ই 'আগম' বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।] ও শত শত ইতিহাস নিশ্চিতরূপে ঘোষণা করিতেছেন—হরিবাসর প্রাপ্ত হইলে ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না। শ্রীনারদাদি সকল ঋষি একযোগে তারস্বরে ঘোষণা করিতেছেন—হরিবাসর প্রাপ্ত হইলে তাহাতে কখনও ভোজন করিবে না, ভোজন করিবে না।

বিষ্ণুস্মৃতিতে বলিয়াছেন—

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত কদাচিদপি মানবঃ।"

অর্থাৎ মানব কখনও একাদশীতে ভোজন করিবে না।

শৃঙ্গি ঋষিও বলিয়াছেন—

"একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত নারী দৃষ্টে রজস্যপি।"

অর্থাৎ স্ত্রী ঋতুমতী হইলেও একাদশীতে ভোজন করিবে না।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে লিখিত আছে (শ্রীচৈতন্য বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় একাদশীব্রত প্রবন্ধে উদ্ধৃত 'উপবাস ফলং প্রেপ্সুর্জহ্যাদ্ ভক্তচতুষ্টয়ং' প্রভৃতি শ্লোক সানুবাদ দ্রষ্টব্য।)—

উপবাস ফলপ্রার্থী ব্যক্তি পূর্ব্ব ও পরদিবসীয় সায়ং ভোজন এবং মধ্য দিনের অর্থাৎ একাদশী দিবসের দিবা ও রাত্রি ভোজন—এই ভোজন চতুষ্টয় পরিত্যাগ করিবে।

অথ অকরণে প্রত্যবায় সম্বন্ধে শ্রীনারদ পুরাণে লিখিত হইয়াছে—

"যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সম্প্রাপ্তে হরিবাসরে॥
তানি পাপান্যবাপ্নোতি ভুঞ্জানো হরিবাসরে।"

কিঞ্চ—সোঽশ্নাতি পার্থিবং পাপং যোঽশ্নাতি মধুভিদ্দিনে॥"

অর্থাৎ শ্রীহরিবাসর প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মহত্যা-তুল্য যাবতীয় পাপই অন্নকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। অতএব যে ব্যক্তি হরিবাসরে ভোজন করে সে সেই সকল পাপই প্রাপ্ত হয়। আরও কথিত হইয়াছে—যে ব্যক্তি হরিবাসরে ভোজন করিবে, সে পৃথিবীর যাবতীয় পাপই ভোজন করিবে।

স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"মাতৃহা পিতৃহা চৈব ভ্রাতৃহা গুরুহা তথা।
একাদশ্যান্তু যো ভুঙ্‌ক্তে বিষ্ণুলোকাচ্চ্যুতো ভবেৎ॥"

যে ব্যক্তি একাদশীতে ভোজন করে সে মাতৃহত্যা, পিতৃহত্যা, ভ্রাতৃহত্যা ও গুরুহত্যা পাতক লিপ্ত হয় এবং বিষ্ণুলোক হইতে চ্যুত হয় (ন কদাচিদপি গচ্ছতীত্যর্থঃ যদ্বা বিষ্ণুলোকাৎ বৈষ্ণবাৎ চ্যুতো ভবতি তৎসঙ্গং ন প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ—টীঃ অর্থাৎ সে কদাচ বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হয় না অথবা বিষ্ণুলোক বলিতে বৈষ্ণব, সেই বৈষ্ণব-সঙ্গ চ্যুত হয় অর্থাৎ বৈষ্ণব সঙ্গ আর লাভ করিতে পারে না।)

ঐ স্কন্দপুরাণে উমামহেশ্বর-সংবাদে কথিত হইয়াছে—

"অগ্নিবর্ণায়সং তীক্ষ্ণং ক্ষিপন্তি যমকিঙ্করাঃ।
মুখে তেষাং মহাদেবি যে ভুঞ্জন্তি হরের্দিনে॥"

অর্থাৎ (শ্রীমহেশ্বর শ্রীউমা দেবীকে বলিতেছেন—) হে মহাদেবি, যাহারা শ্রীহরিবাসরে ভোজন করে, যমকিঙ্করগণ অগ্নিতে প্রজ্বলিত ভয়ঙ্কর তীক্ষ্ণ লৌহাস্ত্র তাহাদের মুখে নিক্ষেপ করে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণেও কথিত হইয়াছে—

"স কেবলমঘং ভুঙ্‌ক্তে যো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে।
দিনেঽত্র সর্ব্বপাপানি ভবন্ত্যন্নস্থিতানি তু।
তানি মোহেন যোঽশ্নাতি ন স পাপৈর্ব্বিমুচ্যতে॥
কিঞ্চ—পিতরং কো ন বন্দেত মাতরং কো ন পূজয়েৎ।
কো হি দূষয়তে বেদং কো ভুঙ্‌ক্তে হরিবাসরে॥"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হরিবাসরে ভোজন করে, সে কেবল পাতকই ভোজন করে। শ্রীহরির এই প্রিয় দিনে সমস্ত পাতকই অন্নে বাস করে। যে কোন ব্যক্তি মোহবশতঃ অন্নগ্রহণ করিলেও সে পাতক হইতে বিমুক্ত হয় না। আরও—পিতাকে কে না বন্দনা করে, মাতাকে কে না পূজা করে? বেদশাস্ত্রকে কে দূষিত করে, কে হরিবাসরে ভোজন করে? মর্ম্মার্থ এই যে,—একাদশীতে অন্ন গ্রহণ শাস্ত্রনিষিদ্ধ, সেই দিন অন্নগ্রহণ করিলে যাবতীয় পাপ ঐ অন্নের মধ্য দিয়া জীব শরীরে প্রবিষ্ট হয়। শাস্ত্রবাক্য ইচ্ছাপূর্ব্বক উল্লঙ্ঘন করিলে সিদ্ধি, সুখ ও পরাগতি লাভে বঞ্চিত হইতে হয়।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে কথিত হইয়াছে—

"ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ।
একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥
ব্রহ্মঘ্নস্য সুরাপস্য স্তেয়িনো গুরুতল্পিনঃ।
নিষ্কৃতির্ধর্ম্মশাস্ত্রোক্তা নৈকাদশ্যন্নভোজিনঃ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ বা যতি যে-ই হউক, একাদশীতে যে ভোজন করিবে, সে নিশ্চয়ই গোমাংস ভক্ষণ করিবে। ব্রহ্মঘাতী, মদ্যপায়ী, স্তেয়ী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের একতোলা পরিমিত স্বর্ণ যে চুরী করিয়াছে, গুরুপত্নীর শয্যাগামী প্রভৃতি পাতকীর নিষ্কৃতি অর্থাৎ প্রায়শ্চিত্ত ধর্ম্মশাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে, কিন্তু একাদশীতে অন্ন ভোজনকারী পাপীর পাপনিবৃত্তির উপায় শাস্ত্রও বিধান করেন নাই। হে রাজন্! পাতকী ব্যক্তি তৎকৃত পাপজন্য একাকীই নরকে গমন করে, কিন্তু একাদশীতে অন্ন ভোজনকারি ব্যক্তি পিতৃগণের সহিত নরকে নিমগ্ন হয়।

সনৎকুমার সংহিতায় লিখিত আছে—

একাদশী ও শ্রাদ্ধে ভোজনকারি ব্যক্তি প্রতি গ্রাসে মূত্র ও বিষ্ঠাময় পাতক ভক্ষণ করে। যথা—

"একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি।
প্রতিগ্রাসং স ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং মূত্র বিন্ময়ম॥"

এইরূপে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১২শ বিলাসে অসংখ্য শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার-পূর্ব্বক একাদশী ব্রতের কৃষ্ণপ্রীণনত্ব, বিধিপ্রাপ্তত্ব, ভোজন নিষিদ্ধত্ব ও অকরণে প্রত্যবায়ভাগিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। আরও লিখিত হইয়াছে—যে নারী বিধবা হইয়াছেন, তিনি ত' একাদশীব্রত অবশ্যই পালন করিবেন, না করিলে তাঁহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হইবে এবং প্রতিদিন ভ্রূণহত্যাজনিত মহাপাতক লিপ্ত হইবেন; পরন্তু সধবা নারীও স্বামীর অনুমতি লইয়া এই বিষ্ণুব্রত পালনে তৎপরা হইবেন। আমরা এতদ্বিষয়ে শ্রীচৈতন্য-বাণী ৫ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধে বহু শাস্ত্র-বিচার প্রদর্শন করিয়াছি।

শুক্ল ও কৃষ্ণ—উভয় পক্ষেই একাদশী ব্রত পালনীয়। উভয় পক্ষের একাদশীতেই ভোজন নিষিদ্ধ। পক্ষদ্বয়ে ভেদ-বুদ্ধি শাস্ত্রমতে অত্যন্ত গর্হণীয়। এতৎসম্বন্ধে শ্রীদেবল-বাক্য, বিষ্ণুরহস্য, স্কন্দপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, নারদপুরাণ বরাহপুরাণ, বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, কালিকাপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, গরুড়পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, তত্ত্বসাগর প্রভৃতি শাস্ত্রের ভূরি ভূরি বাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে।

গরুড়পুরাণে কথিত হইয়াছে—

"শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা সংপ্রকীর্ত্তিতঃ॥"

অর্থাৎ শুক্লা বা কৃষ্ণা একাদশী বলিয়া কোন ভেদ নাই। যে ব্যক্তি বিশেষ করে, সে পিতৃহত্যাপাতক লিপ্ত হয়।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ হঃ ভঃ বিঃ ১২।২১ ২২ সংখ্যার টীকায় জানাইয়াছেন—"কৃষ্ণা একাদশীতে, সূর্য্য-সংক্রমণে অর্থাৎ সংক্রান্তি দিবসে এবং চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহণ দিবসে পুত্রবান্ গৃহী উপবাস করিবেন না ইত্যাদি যে-

সকল বাক্য আছে, তাহা ধনপুত্রাদি কামনাবশতঃ কিঞ্চিৎ **কর্ম্মানুষ্ঠানকারী** গৃহিগণের পক্ষে তন্নিমিত্ত অর্থাৎ ধন-**পুত্রাদি কামনাজনিত উপবাস**-নিষেধপর বলিয়া জানিতে **হইবে, কিন্তু উহা** নিত্যএকাদশীব্রতোপবাস-নিষেধক **বাক্য** নহে। **বিশেষতঃ** বৈষ্ণবগণ কখনও কৃষ্ণা **একাদশীতে** উপবাস করিতে হইবে না বা শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিতে হইবে—একাদশ্যুপবাস **সম্বন্ধে এইরূপ শুক্ল-কৃষ্ণপক্ষীয়** কোনপ্রকার ভেদ দর্শন করেন না। তবে 'গৃহী সর্ব্বদা শুক্লা একাদশীতে উপবাস করিবে'—**ঈদৃশ** বাক্যসকল সকামবৈষ্ণবগৃহস্থবিষয়ক **বলিয়া জ্ঞেয়।**"

বিষ্ণুরহস্যে উক্ত হইয়াছে—

"য ইচ্ছেদ্ বিষ্ণুনা বাসং পুত্রসম্পদমাত্মনঃ।
একাদশীমুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

অর্থাৎ যিনি বিষ্ণুর সহিত বাস ও নিজের পুত্র-**সম্পদ্ ইচ্ছা করেন,** তিনি উভয় **পক্ষীয়** একাদশীতেই **উপবাস করিবেন।**

কাত্যায়ন-স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে—সংক্রান্তিতে কিম্বা **রবিবারে** যদি একাদশী হয়, তাহাতে উপবাস করিবে। **সেই** তিথি মহাপুণ্যা ও **সর্ব্বপাপহরা**। একাদশীতে ব্যতিপাত ও বৈধৃতি যোগ উপস্থিত হইলেও তাহা উপোষ্যা **এবং তাহা পুত্রসম্পদ্‌বিবর্দ্ধিনী** বলিয়া জানিবে। **সনৎকুমারতন্ত্রে কথিত হইয়াছে**—রবিবার বা সংক্রান্তি-সংযুক্তা একাদশী সদোপোষ্যা এবং তাহা **সর্ব্বসম্পৎকরী** তিথি। শ্রীনারদও বলিয়াছেন—রবিবার বা সংক্রান্তি-সংযুক্তা একাদশী সদোপোষ্যা এবং তাহা **পুত্রপৌত্র-বিবর্দ্ধিনী।**

অতএব জৈমিনি বলিয়াছেন—

"আদিত্যেঽহনি সংক্রান্তৌ **গ্রহণে** চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
পারণঞ্চোপবাসঞ্চ ন কুর্য্যাৎ পুত্রবান্ গৃহী॥
তন্নিমিত্তোপবাসস্তু নিষেধোঽয় মুদাহৃতঃ।
নানুসঙ্গগতোপ্রাপ্তো যতো নিত্যামুপোষণম্॥"

অর্থাৎ রবিবারে, সংক্রান্তিতে, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণে পুত্রবান্ গৃহস্থ পারণ ও উপবাস করিবে না—এই প্রমাণ-বাক্যানুসারে রবিবারাদি নিমিত্ত উপবাসই নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু রবিবারাদি সম্বন্ধীয় একাদশীর উপবাসকে নিষেধ করা হয় নাই, যেহেতু একাদশী উপবাস নিত্য। রবিবারাদিতে একাদশীর সংযোগ হইলে সকাম পুত্রাদিমন্ত গৃহস্থগণও তত্তদ্‌বারাদ্যুচিত উপবাসাদি নৈমিত্তিক কাম্যকর্ম্ম বাদ দিয়া নিত্যব্রত একাদশ্যুপবাসে তথা শাস্ত্রবিধি অনুসারে শ্রীবিষ্ণুপূজনাদি-দ্বারা সর্ব্বতো-ভাবে হরিবাসর-সম্মানে প্রবৃত্ত হইবেন। তাহাতেই সর্ব্ববিধ সুমঙ্গল লাভ হইবে। 'পুত্রসম্পদ্‌বিবর্দ্ধিনী', 'সর্ব্বসম্পৎকরী' ও 'পুত্রপৌত্রবিবর্দ্ধিনী'—এই বচনত্রয়-দ্বারা "কৃষ্ণপক্ষে তু সংক্রান্ত্যাং গ্রহণে চ উপোষণং ন কুর্ব্বীত গৃহী রাজন্ সুতবন্ধুধনক্ষয়াৎ॥" অর্থাৎ হে রাজন্, সুতবন্ধুধনক্ষয়াশঙ্কায় পুত্রাদিমন্ত গৃহী ব্যক্তি কৃষ্ণপক্ষে, সংক্রান্তিতে ও গ্রহণে উপবাস করিবেন না—এই উপবাস নিষেধবাক্য প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। বারাদি-নিমিত্তক উপবাসাদি কাম্যকর্ম্মই নিষিদ্ধ হইয়াছে, পরন্তু রবিবারাদি সম্বন্ধযুক্ত একাদশ্যুপবাস নিষিদ্ধ হয় নাই, যেহেতু একাদশী নিত্যা। ইহাই তাৎপর্য্য। (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৩-২৫ সংখ্যার সনাতন টীকাও দ্রষ্টব্য)।

বিশেষতঃ সংক্রান্ত্যাদিতে উপবাস পরম প্রশস্ত বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। শ্রীসম্বর্ত্ত বলিয়াছেন—

"অমাবস্যা দ্বাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ।
এতাঃ প্রশস্তাস্তিথয়ো ভানুবারস্তথৈব চ॥
অত্র স্নানং জপো হোমো দেবতানাঞ্চ পূজনং।
উপবাসস্তথা দানমেকৈকং পাবনং মহৎ॥"

অর্থাৎ অমাবস্যা, দ্বাদশী, বিশেষতঃ সংক্রান্তি তথা রবিবার—এই সকল প্রশস্ত তিথি। এই সকল তিথিতে হোম, স্নান, জপ, দেবগণের পূজা, **উপবাস,** দান—প্রত্যেকেই অতি পবিত্র।

অতএব শ্রীদেবলও বলিয়াছেন—

"শনের্ব্বারে রবের্ব্বারে সংক্রান্ত্যাং গ্রহণেপি চ।
ত্যাজ্যা নৈকাদশী রাজন্ সর্ব্বদেবেতি নিশ্চয়ঃ॥"

—হে রাজন্, শনিবার, রবিবার, সংক্রান্তি এবং চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহণেও সর্ব্বদাই একাদশী পরিত্যাগ করিবেন না, ইহা নিশ্চয় জানিবেন।

পরম আপদ্ বা হর্ষ উপস্থিত হইলে অথবা জননাশৌচ ও মরণাশৌচে কদাচ দ্বাদশীব্রত পরিত্যাগ করিতে হইবে না, ইহাই শাস্ত্রাদেশ। দ্বাদশীব্রত বলিতে একাদশীই বুঝায়। এসম্বন্ধে বিষ্ণুরহস্য-বাক্য যথা—

"পরমাপদমাপন্নো হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতম্॥"

বরাহ পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"সূতকেঽপি নরঃ স্নাত্বা প্রণম্য মনসা হরিং।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত ব্রতমেতন্ন লুপ্যতে॥"

অতএবোক্তং—"মৃতকে তু ন ভুঞ্জীত একাদশ্যাং সদা নরঃ।
দ্বাদশ্যান্তু সমশ্নীয়াৎ স্নাত্বা বিষ্ণুং প্রণম্য চ॥"

অর্থাৎ জাতকাশৌচ উপস্থিত হইলেও মানব স্নান করিয়া মন দ্বারা শ্রীহরিকে প্রণামপূর্ব্বক একাদশীতে ভোজন বর্জ্জন করিবে, তাহা হইলে ব্রত লুপ্ত হইবে না।

অতএব উক্ত হইয়াছে, মনুষ্য, মরণাশৌচ উপস্থিত হইলেও সর্ব্বদাই একাদশীতে ভোজন করিবে না, দ্বাদশীতে স্নান করিয়া বিষ্ণুকে নমস্কার-পূর্ব্বক ভোজন করিবে।

আবার পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"পূর্ব্বসঙ্কল্পিতং যচ্চ ব্রতং সুনিয়তব্রতৈঃ।
তৎকর্ত্তব্যং নরৈস্তদ্বৎ দানার্চ্চনবিবর্জ্জিতং॥
যথা সঙ্কল্পিতং সম্যগ্ ব্রতং বিষ্ণুপরায়ণৈঃ।
কর্ত্তব্যঞ্চ তথৈবেহ স্নাত্বা সংশয় বর্জ্জিতম্॥"

অর্থাৎ নিত্যব্রতপরায়ণ ব্যক্তি অশৌচের পূর্ব্বে যে সঙ্কল্পে ব্রত আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা করিবেন, কিন্তু দান ও পূজা পরিত্যাগ করিবেন।

বিষ্ণুপরায়ণ মানব ইহলোকে যে ব্রতের সঙ্কল্প করিয়াছেন, স্নান করিয়া ঐ ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাতে সংশয় নাই।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ঐ শ্লোকদ্বয়ের টীকায় (হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৮) লিখিয়াছেন—

"প্রণম্য মনসা হরিমিতি বিষ্ণুং প্রণম্য চেত্যনেন সূতকাদৌ ভগবৎপূজা ন কার্য্যেত্যায়াতং কিন্তু যস্য বৈষ্ণবস্য নিত্যপূজানিয়মস্তেন তত্রাপি পূজা কর্ত্তব্যেত্যাহ যথেতি। ব্রতং নিয়মঃ। বিষ্ণুপরায়ণৈরিতি তদ্দোষা নিরাস্তং।"

অর্থাৎ উল্লিখিত বরাহপুরাণোক্ত 'প্রণম্য মনসা হরিং' ও 'বিষ্ণুংপ্রণম্য' (মনে মনে হরিকে বা বিষ্ণুকে প্রণাম করিয়া)—এই বাক্যে জননাশৌচ ও মরণাশৌচকালে ভগবৎপূজা কর্ত্তব্য নহে, এই অর্থই আসিয়া যায়, কিন্তু এস্থলে কথা এই যে, যে বৈষ্ণবের নিত্যপূজা নিয়ম, তাঁহার পক্ষে সেস্থলে সেই নিত্য-পূজা অবশ্যই কর্ত্তব্য, ইহাই 'যথা সঙ্কল্পিতং'—এই পাদ্মোক্ত বিচার-দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বিষ্ণুপরায়ণগণ কর্ত্তৃক' এই উক্তি দ্বারা 'অশৌচাবস্থায় ভগবৎপূজা কর্ত্তব্য নহে', এই দোষ নিরস্ত হইয়াছে। বিষ্ণুপরায়ণ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মকে যাঁহারা পরম অয়ন বা আশ্রয় বলিয়া জানিয়াছেন— এরূপ বৈষ্ণবগণকেই বুঝায়। 'ব্রত'-শব্দের অর্থ—নিয়ম। সদ্গুরু-পদাশ্রয়ে লব্ধদীক্ষ ঈদৃশ বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের নিত্যারাধ্য বিষ্ণুপাদপদ্মের নিত্যসেবা-নিয়ম শৌচাশৌচ কালাকাল কোন অবস্থাতেই পরিত্যক্ত হইতে পারে না।

একাদশ্যুপবাস দিনে শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কৃত্য সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। এতৎ সম্বন্ধে পদ্মপুরাণে পুষ্করখণ্ডে লিখিত আছে—

"একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ।"

অর্থাৎ হে রাম, একাদশীর উপবাস দিবসে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ (নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য—এই ত্রিবিধ কর্ম্ম। সন্ধ্যোপাসনাদি নিত্য কর্ম্ম, শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক এবং পুত্র-বিত্ত-স্বর্গাদি-কামনামূলে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মই কাম্য।) উপস্থিত হইলে উপবাস দিন পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।

ঐ পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডেও উক্ত হইয়াছে—

"একাদশ্যান্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ।
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥"

অর্থাৎ মাতাপিতার মৃতাহে অর্থাৎ শ্রাদ্ধদিবসে একাদশীর উপবাস উপস্থিত হইলে দ্বাদশীদিনে শ্রাদ্ধ করিবে, কখনও উপবাসদিনে শ্রাদ্ধ করিবে না। যেহেতু দেবগণ ও পিতৃগণ গর্হিতান্ন ভোজন করেন না।

স্কন্দপুরাণে কথিত হইয়াছে—

"একাদশী যদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্ দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥"

অর্থাৎ নিত্যস্বরূপা একাদশী দিবসে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে একাদশী দিবসে উপবাস করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥"

অর্থাৎ যাহারা একাদশীর উপবাস দিনে শ্রাদ্ধ করিবে, তাহাদের মধ্যে দান-কর্ত্তা, ভোজন-কর্ত্তা ও পরেতক অর্থাৎ পরলোকগত আত্মা—এই তিনজনই নরকগতি প্রাপ্ত হইবে।

এই একাদশীব্রতের অধিকারী চতুর্ব্বর্ণ ও চতুরাশ্রমস্থিত স্ত্রী-পুরুষ সকলেই। শ্রীনারদ-পুরাণে শ্রীরুক্মাঙ্গদ রাজার স্বরাজ্যে ঘোষিত বাক্য-দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে— অষ্টবর্ষের অধিক বয়স্ক এবং অশীতিবর্ষ পূর্ণ হয় নাই এইরূপ মনুষ্য মাত্রকেই শ্রীহরিবাসরে উপবাস করিতে হইবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও সৌরপুরাণে উক্ত হইয়াছে— বৈষ্ণব, শৈব বা সৌর সকলেই এই ব্রত আচরণ করিবে।

একান্ত অশক্ত ব্যক্তি প্রতিনিধি-দ্বারাও এই ব্রতের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করিবেন। বায়ুপুরাণে কথিত হইয়াছে— যজ্ঞাদি কার্য্যে দীক্ষিত সাগ্নিক ব্রাহ্মণ একাদশীর উপবাসে অশক্ত হইলে পুত্রদিগকে বা অন্য ব্রাহ্মণদিগকে উপবাস করাইবেন। অথবা বিপ্রমুখ্য অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে নিজশক্তি অনুসারে দান করিবেন। পিত্রাদির উদ্দেশ্যে উপবাসকারি ব্যক্তি নিজের জন্য উপবাস অপেক্ষা শতগুণ অধিক ফল লাভ করিবেন এবং যাঁহার উদ্দেশ্যে ব্রত করা হয়, তিনিও ব্রতের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন। যে নারী নিজ পতিকে উদ্দেশ্য করিয়া একাদশীতে উপবাস করেন, বহুদর্শী মুনিগণ তাঁহার শতগুণ অধিক পুণ্য কীর্ত্তন করিয়াছেন এবং তাঁহার পতিও সেই উপবাসের ফল লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

বরাহপুরাণে উক্ত হইয়াছে—কাহারও দেহের অসামর্থ্য অবস্থায় ব্রত উপস্থিত হইলে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী বা বিনয়ান্বিত পুত্র কিম্বা ভগিনী ও ভ্রাতাকে ব্রত করাইলে তাঁহার ব্রত লোপ হইবে না। কাত্যায়নী স্মৃতিতে কথিত আছে—বিশেষতঃ পিতা, মাতা, পতি, ভ্রাতা, গুরুর নিমিত্ত উপবাস করিলে শতগুণ পুণ্য লাভ হয়। এস্থলে পুত্রাদিকে দক্ষিণা দিতে হইবে না, যেহেতু তাহাদের গুরুজনে শুশ্রূষা বিহিতা—'দক্ষিণাত্র ন দাতব্যা শুশ্রূষা বিহিতা চ সা'। গৃহস্থ পুরোহিত ক্ষত্রিয়ের নিমিত্ত উপবাস করিলে প্রিয়বর্গের সহিত নিশ্চয়ই অর্দ্ধ ফল প্রাপ্ত হন। পিতামহাদিকে উদ্দেশ করিয়া উপবাস করিলে উপবাস-কর্ত্তা সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন। যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রত করা হয়, তিনিও সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হন। পরন্তু উপবাস-কর্ত্তা তাঁহা অপেক্ষা দশগুণ অধিক ফল লাভ করেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

পত্ন্যাদি অভাবে উপবাসাশক্ত ব্যক্তির কি করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে মার্কণ্ডেয়-পুরাণে কথিত হইয়াছে— বালক, বৃদ্ধ ও আতুর ব্যক্তি রাত্রিতে একবার মাত্র ভোজন অথবা দুগ্ধ-ফল-মূল ভোজন করিয়া দিন অতিবাহিত করিবেন, কদাচ ব্রত না করিয়া দ্বাদশী ক্ষেপণ করিবেন না (ন নির্দ্বাদশিকো ভবেৎ)। এস্থলে 'দ্বাদশী' শব্দে একাদশীই বুঝিতে হইবে। একাদশী তিথি দশমী বিদ্ধা হওয়ায় অনেক সময়ে দ্বাদশীতেই একাদশীর উপবাস পড়ে। সুতরাং একাদশী ও দ্বাদশীতে উপবাস সাম্যহেতু একাদশীকে দ্বাদশী আবার কোথায়ও কোথায়ও দ্বাদশীকেও একাদশী বলা হইয়াছে। এজন্য নির্দ্বাদশিকো ন ভবেৎ অর্থ—একাদশীব্রত রহিতো ন ভবেৎ। বৌধায়ন-স্মৃতিতে বৌধায়ন মুনি বলিয়াছেন— যাঁহাদের অশীতিবর্ষের অধিক বয়স হইয়াছে এবং

যাঁহারা উপবাসে অশক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে একবার মাত্র ভোজনরূপ ব্রত আচরণ করা কর্ত্তব্য (একভক্তাদিকং কার্য্যং)। আরও বলিয়াছেন—"ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকশরীরিণাং। ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাঞ্চ নক্তাদি পরিকল্পনম্।" অর্থাৎ যাঁহারা রোগগ্রস্ত, যাঁহাদের পিত্তাধিক শরীর এবং ত্রিংশদধিক উত্তম-সংজ্ঞক ষষ্টি অর্থাৎ (৬০ + ৩০) নবতি বৎসর বা গৃহাশ্রমে বাসের উপযুক্ত পঞ্চাশদধিক ত্রিংশদ্বৎসর অর্থাৎ (৫০ × ৩০) অশীতিবৎসর হইয়াছে, তাঁহাদেরই নক্তাদিব্রত অর্থাৎ তাঁহারাই রাত্র্যাদিতে ভোজন পরিকল্পনা করিবেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানাং ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—

"ত্রিংশদ্বর্ষাধিকানামিতি— 'ষষ্টিরেবোত্তমং বয়ঃ' ইত্যুক্ত্যা তাবদুত্তমবয়সস্ত্রিংশদ্বর্ষৈরধিকানাং নবতি বর্ষ বয়সামিত্যর্থঃ যদ্বা বনং পঞ্চাশতো ব্রজেদিতি বচনতো গৃহস্থস্য গৃহে পঞ্চাশদ্ বর্ষাণি স্থিতির্বিহিতা। ততোঽপি তত্র ত্রিংশদ্বর্ষাণ্যধিকানি যেষামিতি অশীতিবর্ষবয়সামিত্যর্থ।"

অর্থাৎ 'ষষ্টি (৬০) বৎসরই উত্তম বয়স' এই উক্তি দ্বারা সেই উত্তম বয়সের ত্রিশ বৎসর অধিক অর্থাৎ নবতি (৯০) বৎসর যাঁহাদের বয়স হইয়াছে—এই অর্থ অথবা পঞ্চশৎ (৫০) বৎসরের অধিক বয়স হইয়া গেলে বনে গমন করিবে অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিবে—এইরূপ শাস্ত্র-বাক্যানুসারে গৃহস্থের গৃহে পঞ্চাশদ্বর্ষকাল স্থিতি বিহিতা, তাহা হইতে ত্রিংশৎ (৩০) বর্ষ অধিক অর্থাৎ অশীতি (৮০) বর্ষ বয়স যাঁহাদের —ইহাই অর্থ।

এস্থলে বক্তব্য এই যে, ৮০ বা ৯০ বর্ষ বয়সে বা তন্নিম্ন বয়সেও উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি রাত্রিতে অন্নের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ, ফল, মূলাদি গ্রহণ করিয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করিতে পারেন। মহাভারত উত্তমপর্ব্বে কথিত হইয়াছে—

"অষ্টৌ তান্যব্রতঘ্নানি আপো মূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যা চ গুরোর্ব্বচনমৌষধম্॥"

অর্থাৎ জল, মূল, ফল, দুগ্ধ, ঘৃত, ব্রাহ্মণ-কামনা, গুরুবাক্য ও ঔষধ—এই আটটী ব্রত নষ্ট করে না। এজন্য অহোরাত্র নিরম্বু উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি অব্রতঘ্ন ফল, মূল, দুগ্ধ, জলাদি অনুকল্প স্বরূপে গ্রহণ করিয়া ব্রতের মর্য্যাদা সংরক্ষণ করেন। কেহ কেহ দিনের বেলা উপবাসী থাকিয়া রাত্রে অনুকল্প গ্রহণ করেন। অসমর্থ হইলে দুই বেলাই অনুকল্প গ্রহণ-পূর্ব্বক ভজন তৎপর হইবেন। ভগবদ্ভজনই একাদশ্যুপবাসের মুখ্যতাৎপর্য্য। তদ্ব্যতীত উপবাসের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। "উপাবৃত্তস্য পাপেভ্যো যস্য বাসো গুণৈঃ সহ। উপবাসঃ স বিজ্ঞেয়ঃ ন শরীর বিশোষণম্॥" নিরম্বু উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি ফল মূলাদি অনুকল্প স্বরূপে গ্রহণ করিয়া হরিভজনে তৎপর হইলে তাহা কখনও ব্রতঘ্ন হইবে না।

আবার কাল্গুণ-পঞ্চরাত্রে নক্তাদি ভোজন বিষয়েও কএকটি বিশেষ ক্ষেত্রে অপবাদ লিখিত হইয়াছে—

"মদুত্থানে মৎশয়নে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
অত্র যো দীক্ষিতঃ কশ্চিৎ বৈষ্ণবো ভক্তিতৎপরঃ।
অন্নং বা যদি ভুঞ্জীত ফল মূলমথাপি বা।
অপরাধমহং তস্য ন ক্ষমামি কদাচন।
ক্ষিপামি নরকে ঘোরে যাবদাহূতসংপ্লবম্॥"

অন্যত্র চ—"মচ্ছয়নে মদুত্থানে মৎপার্শ্বপরিবর্ত্তনে।
ফল মূল জলাহারী হৃদি শল্যং সমার্পয়েৎ॥"

অর্থাৎ "আমার শয়নে, আমার উত্থানে, আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনে ইহলোকে দীক্ষিত যে কোন ভক্তিতৎপর বৈষ্ণব যদি অন্ন বা ফল মূল ভক্ষণ করে, তাহার সেই অন্নাদি ভোজনরূপ অপরাধ বা পূর্ব্বকৃত বা আধুনিক সর্ব্বপ্রকার অপরাধ (হঃ ভঃ বিঃ ১২।৪১ টীকা দ্রষ্টব্য) আমি কখনও ক্ষমা করি না। পরন্তু মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত তাহাকে নরকে নিক্ষেপ করি।" অন্যস্থানেও কথিত হইয়াছে— আমার শয়নে, আমার উত্থানে ও আমার পার্শ্বপরিবর্ত্তনে

যে ব্যক্তি ফল, মূল ও জল ভক্ষণ করে, সে আমার হৃদয়ে শল্য অর্পণ করে অর্থাৎ মহা অপরাধী হয়।

[একাদশীব্রত সম্বন্ধে এখনও বহু অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় আছে, আমরা তাহা ক্রমে ক্রমে 'শ্রীচৈতন্য-বাণীর' পাঠকগণের অবগতির জন্য লিপিবদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করিতেছি।]

প্রশ্ন

"শ্রীচৈতন্য বাণী" ৫ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৬ পৃষ্ঠায় পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজের "প্রশ্ন-উত্তর" শীর্ষক প্রবন্ধে শ্রীশ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মে তুলসী অর্পণ সম্বন্ধে নিষেধবাক্য পাঠ করিয়া শ্রীচৈতন্য-বাণীর গ্রাহক ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত বজ্‌বজ্‌ নিবাসী শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র দাস মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"* * * শ্রীশ্রীরাধারাণীর চরণে তুলসী অর্পণে অপরাধ সঞ্চয়ের কথা লেখা থাকায় মন খুবই চঞ্চল হয়েছে। কারণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ ও অন্যান্য লীলা-গ্রন্থ প্রভৃতিতে রাধাকৃষ্ণ একতত্ত্ব এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীশ্রীরাধা এরূপ সিদ্ধান্ত করেছেন এবং লীলাগ্রন্থের অনেক জায়গায় পাওয়া যায় সখী ও মঞ্জরীগণের মত শ্রীবৃন্দাদেবীও শ্রীশ্রীরাধারাণীর সেবার জন্য অভিমান করেছেন। তিনি কি তাহা হইলে শ্রীশ্রীরাধারাণীর পাদপদ্ম ছাড়িয়া সেবা করেছেন? এইসব-বিষয়ে মনে বড়ই জটিলতা দেখা দিয়াছে।

* * * অতএব এ বিষয়ে আমার মত ক্ষুদ্র অপরাধী জীবের মনের সংশয় লিখিত বাণীর-দ্বারা দূর করিয়া একান্ত কৃপা করিবেন।"

উত্তর

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ শ্রীশ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মে তুলসী অর্পণ সম্বন্ধে যে নিষেধ-বাক্য 'শ্রীঅনন্ত-সংহিতা' হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা সিদ্ধান্ত-সম্মতই হইয়াছে।

শ্রীশ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী রাধারাণী পূর্ণ শক্তিমত্তত্ত্ব মূল বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তিতত্ত্ব—মূল আশ্রয়-বিগ্রহস্বরূপিনী পরম-প্রিয়তমা তদ্গতপ্রাণা স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী, সর্ব্বাশ্রয়-মুকুটমণি, সর্ব্বকান্তা-শিরোমণি, সর্ব্বশক্তির অংশিনী, সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী, সর্ব্বকান্তি সম্মোহিনী, গোবিন্দানন্দিনী, গোবিন্দমোহিনী, রাসরসারম্ভী গোপী-নাথ চিত্তাকর্ষিণী, মদনমোহন-মনোমোহিনী। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রেম বশ্য, শুধু বশীভূত ন'ন, তাঁহার প্রেমঋণে ঋণী।

শ্রীবৃন্দাদেবী বা শ্রীতুলসীদেবী সেই শ্রীরাধারাণীরই অংশ স্বরূপা, তাঁহার কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণরূপ আরাধনার প্রধান সহায়া বলিয়া পরম প্রিয়তমা। শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণ সহ রাসক্রীড়া করিতে করিতে হঠাৎ অন্তর্দ্ধান করিলে কৃষ্ণগত-চিত্তা বিরহিণী গোপীগণ বৃন্দারণ্যের প্রতি বৃক্ষ সমীপে তাঁহার অন্বেষণ করিতে করিতে বৃক্ষরূপিণী শ্রীতুলসী সমীপে গিয়া কৃষ্ণসন্ধান জিজ্ঞাসা করত বলিয়াছিলেন—

"কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহ ত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্ দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥"

(ভাঃ ১০।৩০।৭)

অর্থাৎ "হে কল্যাণি, হে গোবিন্দচরণপ্রিয়ে তুলসি, তুমি অচ্যুতের অতিপ্রিয়, তুমি কি কৃষ্ণকে অলিকুলের

সহিত তোমাকে ধারণ করিয়া যাইতে দেখিয়াছ ?"

সেই শ্রীরাধাগোবিন্দের প্রাণবল্লভা তুলসী স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীযুগল-স্বরূপের বা শ্রীগোবিন্দের প্রাণকোটি-সর্ব্বস্বা শ্রীরাধারাণীর সেবাসংরতা হইতে পারেন, ইহাতে কোন দোষের কথা থাকিতে পারে না, কিন্তু কোন ভক্ত সেই 'শ্রীগোবিন্দচরণ-প্রিয়া' মাধব-তোষিণী শ্রীতুলসী-দেবীকে শ্রীগোবিন্দানন্দিনী রাধারাণীর চরণ সেবায় নিযুক্ত করিতে গেলেই তাহা সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

কৃষ্ণারাধনার জন্যই কৃষ্ণবাঞ্ছাপূর্ত্তিরূপা শ্রীরাধারাণীর সর্ব্বেন্দ্রিয়-কায় নিযুক্ত হওয়ায় তাঁহার কায়ব্যূহ স্বরূপা সখী-মঞ্জরীগণ সকলেই তাঁহার মনোহভীষ্ট পরিপূরণ সেবাতেই আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥"—যূথেশ্বরী শ্রীচন্দ্রাবলী এই শ্লোকে প্রিয়তম কৃষ্ণকে আনন্দদান-রূপ আরাধনায় শ্রীরাধারাণীকেই সর্ব্বাধিকা আরাধিকা বলিয়াছেন। সেই শ্রীরাধারাণীর কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণ-কার্য্যে সহায়তা করাকেই তাঁহার প্রাণ-প্রিয়তমা সেবাপরা সখীগণ আপন আপন সেবা বলিয়া বিচার করিয়া লইয়াছেন। শ্রীবৃন্দাদেবী নিরন্তর শ্রীরাধার পাদপদ্ম-সেবাই বাঞ্ছা করেন, তাঁহার আর অন্য কোন দ্বিতীয় অভিলাষ নাই। যুগলবিলাসকালে সেবাপরায়ণা সখী ও মঞ্জরীগণ শ্রীললিতাদেবীর আনুগত্যে স্বেচ্ছায় স্ব-স্ব সেবা-সংরতা থাকিলেও তথায় একসখীর আর একসখীকে ঘাড়ে ধরিয়া শ্রীমতীর চরণ সেবা করাইবার মত কোন দৃষ্টান্ত শাস্ত্রের কোথায়ও প্রদর্শিত হয় নাই। যেহেতু উহাতে মর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ ভয়াবহ দোষ হইয়া পড়ে। শ্রীরাধারাণী অন্যসখীপ্রদত্ত শ্রীবৃন্দাদেবীকে শ্রীকৃষ্ণসমক্ষে স্বতন্ত্রভাবে তাঁহার নিজাঙ্গ সেবায় নিযুক্ত করিয়া কখনও তাদৃশ মর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ দোষের প্রশ্রয়দাত্রী হইতে পারেন না। শ্রীতুলসীদেবী আমাদের গুরু-স্বরূপা—আমাদের পরমারাধ্যা। আমার গুরুদেব স্বচ্ছন্দে স্বেচ্ছায় তাঁহার গুরুপাদপদ্মের আরাধনায় প্রবৃত্ত হউন, পাদ-সম্বাহনাদি যাবতীয় সেবা করুন, ইহাতে কাহারও কখনও কোন আপত্তির কারণ থাকিতে পারে না, কিন্তু আমি আমার গুরুদেবকে তাঁহার গুরুসেবার্থ উপদেশ করিতে গেলে বা তাঁহাকে ঘাড়ে ধরিয়া তাঁহার গুরুদেবের সেবায় নিযুক্ত করিবার ধৃষ্টতা করিতে গেলে তাহা হইবে অতি-বাড়ীর বিচার—মূর্ত্তিমান্ দম্ভ ও মর্য্যাদালঙ্ঘনরূপ মহদপরাধ। শ্রীতুলসীদেবী কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী গুরুতত্ত্ব শ্রীরাধারাণী আবার তাঁহারও গুরু। সুতরাং শ্রীতুলসী ত' সর্ব্বক্ষণই শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মসেবাভিলাষরতা হইবেন, তাঁহার মনোহভীষ্ট সেবাকেই ত' তাঁহার জীবাতু জ্ঞান করিবেন। তহাতে ত' কোন আপত্তির কারণ হইতেছে না। কেবল আমি তাঁহাকে ধরিয়া শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্ম সেবা করাইতে গেলেই সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসদোষ আসিয়া পড়িতেছে। এজন্য শ্রীতুলসীদেবীকে শ্রীরাধা-রাণীর হস্তে সমর্পণ করাই নির্ব্বাধ সিদ্ধান্ত।

এক আশ্রয়-বিগ্রহকে ধরিয়া আর এক আশ্রয়-বিগ্রহের চরণে সমর্পণ করিতে যাওয়াই হইতেছে মর্য্যাদালঙ্ঘন দোষ। এক বৈষ্ণব আর এক বৈষ্ণবকে, আমার শ্রীগুরুদেব তাঁহার শ্রীগুরুপাদপদ্মকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সর্ব্বক্ষণ দণ্ডবৎ প্রণতি বিধান করুন, অহর্নিশ তাঁহার পরিচর্য্যারত থাকুন, ইহাতে আমাদের বলিবার ত' কিছুই নাই। কিন্তু আমি যদি আমার গুরুদেবকে তাঁহার গুরুসেবার জন্য কোন উপদেশ বা শিক্ষা দিতে যাই, তাহা হইলে তাহাই হইয়া পড়ে মর্য্যাদা-লঙ্ঘনদোষ।

যদি কৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীতুলসীদেবী ও কৃষ্ণপ্রেয়সী শিরোমণি শ্রীরাধারাণীর পাদপদ্মে আমাদের প্রকৃত শ্রদ্ধা থাকে, তাহা হইলে আমাদের আরাধ্যা শ্রীতুলসীদেবীকে —আমাদের এক গুরুদেবকে অন্য গুরুদেবের চরণে অর্থাৎ এক শক্তিকে অন্য শক্তির চরণে স্বয়ং প্রণোদিত হইয়া স্থাপন করিবার ধৃষ্টতা করিতে পারি না। ইহাতে শ্রীরাধারাণীর বা শ্রীতুলসীদেবী কাহারও কোন সুখ হইবে না।

শক্তিমত্তত্ত্বের চরণকমলে তুলসী দেওয়া যায়, কিন্তু শক্তিতত্ত্বের হস্তেই তুলসী দান বিধি। সুতরাং শুদ্ধ

বৈষ্ণবগণ শ্রীরাধারাণীর বা শ্রীগুরুদেবের হস্তেই তুলসী অর্পণ করিয়া থাকেন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীনারায়ণ, পঞ্চতত্ত্ব মধ্যে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর চরণে তুলসী দেওয়া যায়, কিন্তু শ্রীগদাধর ও শ্রীশ্রীবাসাদি শক্তিবর্গের চরণে তুলসী প্রদান করা যায় না। ইহাই মহাজনগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত শুদ্ধ বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত। ইহার বিপরীত আচরণ সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ —অভক্তিমার্গ।

প্রশ্ন-উত্তর

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিময়ূখ ভাগবত মহারাজ]

প্রশ্ন—অনর্থ নিবৃত্তির উপায় কি ?

উত্তর—হরিভজন না করিলে জীব কর্ম্মী, জ্ঞানী বা অন্যাভিলাষী হইয়া যায়। সে-জন্য সর্ব্বদা ভগবান্‌কে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ডাকিবেন। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া কৃষ্ণনাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিলে অনর্থ নিবৃত্ত হয়, জাড্য আলস্য প্রভৃতি পলায়ন করে। নিরপরাধে হরিনাম গৃহীত হইলে সকল সিদ্ধিই করতলগত হয়।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—আমরা কিভাবে থাকিব ?

উত্তর—গ্রাম্যকথা লোকমুখে হইতেই থাকিবে, তাহাতে অন্যমনস্ক থাকিবেন। নিজের কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা থাকিলে কোন বাধা-বিপত্তি আপনার কিছুই করিতে পারিবে না। জগতের বহির্ম্মুখ লোকদিগকে সম্মান করিবেন, কিন্তু তাঁহাদের ব্যবহার আদর করিতে শিখিবেন না, মনে মনে তাহা ত্যাগ করিবেন। শরণাগতি, প্রার্থনা, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা প্রভৃতি গ্রন্থ অবকাশমত আলোচনা করিবেন। শাস্ত্রীয় সাধুসঙ্গই ভাল। পরে ভজন-শিক্ষার জন্য সাধুসঙ্গ প্রয়োজন।

(প্রভুপাদ)

প্রশ্ন—কৃষ্ণগত-প্রাণ ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণবিরহে না খাইয়া কিরূপে জীবিত ছিলেন ?

উত্তর—কৃষ্ণনাম অমৃত। তাহা পরম মধুর ও পরম মঙ্গলময়। বিরহী ব্রজবাসী ভক্তগণ সর্ব্বদা 'হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ' বলিয়া কৃষ্ণনামামৃত পান করিতেছিলেন। এ জন্যই তাঁহারা জীবিত ছিলেন। কারণ অমৃতসেবিগণের অনশনে মৃত্যু হয় না। (বৃঃ ভাঃ ১।৬।৯৬ টীকা)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভুও শ্রীগোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থে বলিয়াছেন—'দেহাদি হৃৎপুষ্টিদং গোবিন্দলীলামৃতম্'।

প্রশ্ন—ভক্তগণ কি এক জন্মেই ভগবান্‌কে লাভ করেন ?

উত্তর—জগদ্গুরু শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ভাঃ ৬।২।৯-১০ শ্লোকের টীকায় বলিয়াছেন—

"নিরপরাধ বৈষ্ণবগণ কেহ এক জন্মে, কেহ দুই জন্মে, কেহ বা তিন জন্মে ভগবানকে লাভ করেন। প্রেম বৃদ্ধির জন্য কাহারও কাহারও দেরী হয় অর্থাৎ তিন জন্ম লাগে। যেমন ভরতের তিন জন্মে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়াছিল।"

কিন্তু অপরাধ থাকিলে বহুজন্মেও কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয় না। শাস্ত্র বলেন—

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥"

(চৈঃ চঃ আঃ ৮ম অধ্যায়)

যাঁ'রা প্রেমদাতা শ্রীগৌর-নিত্যানন্দকে মানে না, সেই অপরাধীগণের কোন-কালেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইবে না। শাস্ত্র বলেন—

"চৈতন্য না মানে যেই, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণকৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তাতে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি॥
মোরে না মানিলে সব লোক হবে নাশ।
ইথি লাগি কৃপার্দ্র প্রভু করিল সন্ন্যাস॥
হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন॥
স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু অত্যন্ত উদার।
তারে না ভজিলে কভু না হয় নিস্তার॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হঞা।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার॥

(চৈঃ চঃ আদি ৮ম পরিচ্ছেদ)

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ বা শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের চরণাশ্রয় করিয়া তাঁ'দের আনুগত্যে কৃপাভিক্ষামুখে অনুক্ষণ হরিনাম করিতে করিতে অপরাধ নষ্ট হইলে নিরপরাধ জীব নিষ্কাম হইয়া ভজন করিতে করিতে শীঘ্র ভগবানকে পাইবেন।

নিরপরাধ বিষ্ণুভক্তের ইষ্টলাভে তিন জন্মের বেশী দেরী হয় না। কাহারও এক জন্মেই ভগবদ্দর্শন হইয়া থাকে। সুতরাং যাঁহারা সত্বর সিদ্ধিলাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা প্রাণপণে গৌরজন শ্রীগুরুদেবের সন্তোষ বিধান করিয়া গৌরকৃষ্ণের কৃপাভাজন হইবেন। তাহা হইলে সিদ্ধি অনায়াসে করতলগত হইবে। গুরুকৃপায় গৌর-কৃপালাভ হয় এবং গৌর-কৃপায় শ্রীরাধা-কৃষ্ণের কৃপা লাভ হইয়া থাকে।

আমার গুরুদেব গৌরাঙ্গের নিজজন। শ্রীগৌরাঙ্গদেব আমার প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু। আমি যাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত সেই গুরুদেব শ্রীগৌরাঙ্গের পার্ষদ ভক্ত, শ্রীগৌরাঙ্গের অভিন্ন মূর্ত্তি, ইহাই আমার একমাত্র ভরসা।

"আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর॥" (চৈঃ চঃ)

অপরাধ থাকিলে তিন জন্মে হয় না। এজন্য অপরাধ হইতে সাবধান থাকিয়া গুরুনিষ্ঠ হইয়া, গুরু-সেবাপরায়ণ হইয়া সতত হরিনাম করিতে হইবে। শ্রীনামসেবার সঙ্গে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাও করিতে হইবে। গুরুতে ঈশ্বর বুদ্ধি না হইলে গুর্ব্বজ্ঞা-অপরাধের জন্যই জীবকে বহু জন্ম অপেক্ষা করিতে হইবে। গুরুতে মনুষ্য বুদ্ধিই সর্ব্বনাশের মূল—ভগবৎপ্রাপ্তির ভীষণ বাধা। গুরুর আজ্ঞা সতত শিরে ধারণ করিয়া তদনুসারে সেবাময় জীবন যাপন করিলে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় অপরাধ নির্ম্মুক্ত হইয়া জীব অনায়াসে সানন্দে ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারিবেন।

প্রশ্ন—সদ্ভক্তি কি?

উত্তর—সদ্ভক্তি—ভক্তি মানে ভগবৎসেবা। নিষ্কামা শুদ্ধাভক্তি বা সপ্রেম ভক্তিই সদ্‌ভক্তি। সদ্ভক্তি—শুদ্ধাভক্তি। অসদ্ভক্তি—অশুদ্ধা-ভক্তি, নিজ সুখার্থ ভক্তি। সৎলোক—যিনি ভগবৎসেবাপরায়ণ, তিনিই সৎলোক।

সদ্‌গুণ—সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তি প্রচার দ্বারা লোকবাৎসল্য ও গর্ব্বরাহিত্য প্রভৃতি।

সদ্ধর্ম্ম—ভিক্ষুক-অতিথি প্রভৃতিকে মহাপ্রসাদ দান।

সদ্‌অর্থ—যে অর্থ দ্বারা ভগবৎ সেবার উপকরণ সংগ্রহ হয়।

সৎকাম—ভগবৎ সেবা-কামনা।

(বৃঃ ভাঃ ১।১।৪২ টীকা)

প্রশ্ন—কৃষ্ণ ভজন না করিলে কি সুখ হয়?

উত্তর—না। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী প্রভু বলিয়াছেন—

"বৃন্দাবনে কিমথবা নিজ মন্দিরে বা
কারাগৃহে কিমথবা কনকাসনে বা।
ঐন্দ্রং ভজে কিমথবা নরকং ভজামি
শ্রীকৃষ্ণভজনমৃতে ন সুখং কদাপি॥"

বৃন্দাবনেই থাকি অথবা নিজ গৃহেই থাকি, কারাগারেই বাস করি কিংবা রাজ-সিংহাসনই প্রাপ্ত হই, স্বর্গে ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হই অথবা নরকেই থাকি, শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত কোথায়ও সুখ নাই। শাস্ত্র আরও বলেন—

অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ বিনে।
কৃষ্ণ ভজিলে সে হয়, নহে বিদ্যা-ধনে॥
কৃষ্ণকৃপা বিনা নহে দুঃখের মোচন।
থাকিল বা বিদ্যা, কুল, কোটি কোটি ধন॥

(চৈঃ ভাঃ)

প্রশ্ন—ভক্তগণ কি ভাবে সেবা করেন ?

উত্তর—ভগবদ্ভক্তগণ ভগবানের সাক্ষাৎ শ্রীমুখের আজ্ঞা পাইয়া সেবাকার্য্য করেন, কখন গুরুর আজ্ঞাকেও ভগবদাজ্ঞা বলিয়া শিরোধার্য্য করেন, কখন হৃদয়ে অন্তর্য্যামীর নির্দ্দেশ অনুভব করিয়া তদনুসারে কার্য্য করেন। আবার কখন বা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি শাস্ত্রাজ্ঞাকেও ভগবদাজ্ঞা জানিয়া সেই ভাবে ভগবৎসেবা করেন।

(বৃঃ ভাঃ ১।২।২৫ টীকা)

প্রশ্ন—রামভক্ত শ্রীহনুমানজী কি এ জগতে আছেন ?

উত্তর—হাঁ। শ্রীহনুমানজী শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে এ জগতে শ্রীরামচন্দ্রের শ্রীমূর্ত্তির নিকট থাকিয়া তাঁহাকে শ্রীমূর্ত্তি জ্ঞান না করিয়া সাক্ষাৎ শ্রীরামচন্দ্র জ্ঞানে প্রীতির সহিত পূর্ব্ববৎ সেবা করিতেছেন। আমাদেরও এই আদর্শে শ্রীবিগ্রহসেবা করা কর্ত্তব্য।

(বৃঃ ভাঃ ১।৪।৩৮ টীকা)

প্রশ্ন—ভক্তগণ কি ভগবৎ-কৃপা পানই ?

উত্তর—নিশ্চয়ই। ভক্তগণ ত ভগবৎকৃপা লাভ করেনই, এমনকি ভক্তের সম্পর্কিত ব্যক্তিও ভগবানকে লাভ করেন। প্রহ্লাদের পৌত্র বলি, বাণ প্রভৃতি তাহার দৃষ্টান্ত।

ভগবদনুগ্রহঃ সেবকমেবাধিকৃত্যে ন ত্বসেবকমাবির্ভবতি। ভগবদনুগ্রহস্যাপি তদ্বৎসচ্চিদানন্দরূপত্বম্।

ভগবানের কৃপা সেবকের উপরেই আবির্ভূত হয়। যাহারা অসেবক অর্থাৎ সেবা করে না, তাহাদের উপর হয় না। ভগবদনুগ্রহ ভগবানের ন্যায় সচ্চিদানন্দরূপ।

(বৃঃ ভাঃ ১।৪।৯ ও ১৪ টীকা)

প্রশ্ন—সেবা জিনিষটী কি ?

উত্তর—সেবনং চিত্তানুবৃত্তিঃ। চিত্তানুবৃত্তির্হি সেবা। ইষ্টদেবের ইচ্ছা বুঝিয়া কার্য্য করার নামই সেবা। ইহাতে ইষ্টদেবের সুখ হইবেই। নিজের ইচ্ছানুসারে কোন কিছু করাকে সেবা বলা যায় না। ইষ্টদেবের ইচ্ছানুসারে তাঁহার সুখের জন্য যাহা করা যায়, তাহাই সেবা। (বৃঃ ভাঃ ১।৪।৫১ টীকা)

প্রশ্ন—শুদ্ধভক্ত কি ঐশ্বর্য্য চান ?

উত্তর—নিষ্কাম শুদ্ধভক্তগণ ঐশ্বর্য্যাদি কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। তাঁহারা কেবল সেবা-প্রার্থী। তবে জগতের লোক কৃষ্ণভক্তের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া কৃষ্ণচরণে আকৃষ্ট হোক্—এই উদ্দেশ্যেই কোন কোন ভক্ত ঐশ্বর্য্য চান, যথা যুধিষ্ঠির। (বৃঃ ভাঃ ১।৫।৪০ টীকা)

শ্রীযুধিষ্ঠিরাদি ভক্তের যে সাম্রাজ্যাদি বিষয় স্বীকার, তাহা নিজ সুখার্থ নহে, পরন্তু সর্ব্বত্র ভগবদ্ভক্তি প্রচার দ্বারা সমস্ত লোকের মঙ্গল হইবে, যাহাতে শ্রীভগবানের বিশেষ সন্তোষ হইবে—এই উদ্দেশ্যে।

গোষ্ঠ্যানন্দী নিষ্কাম ভক্তগণ বিশ্বে ভক্তি প্রচারার্থ এবং লোক মঙ্গলের জন্য বিষয় স্বীকার করেন। তাহাতে তাঁহাদের আসক্তি থাকে না।

ভক্তের ঐশ্বর্য্য কৃষ্ণপ্রসাদে উৎপন্ন হয়, ন তু স্বকর্ম্মোপার্জ্জিতাঃ। এজন্য তাহা দোষশূন্য। বিষয় সর্ব্বদোষের আশ্রয় ও অনর্থকরী সত্য, কিন্তু ভগবৎসমর্পণেন বিষয়স্যাপি অমৃতত্বশ্রবণাৎ কিঞ্চিদপি দোষং কর্ত্তুং ন প্রভবতি।

শ্রীভগবানে সমর্পিত হইলে বিষয়বিষও অমৃত হইয়া যায়, কদাচ কিঞ্চিন্মাত্র দোষ জন্মাইতে পারে না। পরন্তু তদ্দ্বারা ভগবৎসেবা হয় বলিয়া মহামঙ্গলই হইয়া থাকে।

কৃষ্ণে সমর্পিত মানে কি? নিজে নিষ্কাম হইয়া যাবতীয় বিষয়াদি কৃষ্ণসুখার্থ কৃষ্ণের সেবাতে সম্যক্ অর্পণ বা নিয়োগ। (বৃঃ ভাঃ ১।৪।৭৯ টীকা)

শাস্ত্র বলেন—

"বিষয়ের স্বভাব হয় মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম্ম করায় যাতে হয় ভববন্ধ॥
বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয়।
বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ, জানিহ নিশ্চয়॥"

সমুদ্র-জল লবণাক্ত। তাহা খাইলে লোকের মৃত্যু বা দুঃখ হয়, কিন্তু সেই জল যখন সূর্য্য গ্রহণ পূর্ব্বক পৃথিবীতে দেন, তখন তাহা অমৃততুল্য, মহা-উপকারী হয়। সেইরূপ বিষয় বিষতুল্য, তাহা খাইলে জীবের মৃত্যু অর্থাৎ সংসার দুঃখ হয়। আবার সেই বিষয়-অর্থাদি ভক্তকে দিলে তিনি ভগবৎসেবায় নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে মহাপ্রসাদরূপ অমৃত প্রদান করেন। এই মহাপ্রসাদামৃত জীবকে সংসার হইতে উদ্ধার করে।

শ্রীশাস্ত্রীজীর প্রয়াণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সভামণ্ডপে সম্মিলিত প্রার্থনা

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠের সভামণ্ডপে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী মঙ্গলবার পঞ্চদিবসব্যাপী ধর্ম্মসভার অন্তিম সান্ধ্য অধিবেশনে শ্রীমঠের অধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের আহ্বানে সভায় সমুপস্থিত সাধু ও ভক্তগণ সম্মিলিতভাবে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের পরম প্রিয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রীর প্রয়াণে তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানান। শ্রীমঠের সাধুগণের পক্ষ হইতে ভারতের রাষ্ট্রপতি ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট বিরহবার্ত্তা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়—"আমাদের পরম প্রিয় প্রধান মন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীজীর অকস্মাৎ প্রয়াণে হৃদয়ের মর্ম্মান্তিক দুঃখ নিবেদন করিবার মত ভাষা আমাদের নাই। শ্রীশাস্ত্রীজীর ন্যায় ভারত মাতার একজন নিষ্কপট ও ঐকান্তিক সন্তান চলিয়া যাওয়ায় আমরা ভারতবাসী সকলেই আজ ভ্রাতৃবিরহ বেদনা অনুভব করিতেছি। তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তি কামনায় শ্রীমঠের সাধুগণ সম্মিলিত ভাবে শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রীত্বপদে আসীন হইয়া তিনি দেশের গৌরব যে ভাবে সমুজ্জ্বল করিয়াছেন এবং শান্তি সুপ্রতিষ্ঠার জন্য তাসখন্দে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করিয়াছেন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে তাহা লিখিত থাকিবে। বস্তুতঃ তিনি নরদেহ ত্যাগ করিলেও অমর হইয়া থাকিলেন। তাঁহার পরার্থে উৎসর্গীকৃত জীবন দেশবাসীকে অনুপ্রাণিত করিবে।"

ধানবাদে শ্রীল আচার্য্যদেব

ধানবাদের বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীল হরিপ্রসাদজী আগরওয়ালার আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ বিগত ১৭ জানুয়ারী সোমবার ধানবাদে শুভ পদার্পণ করতঃ উক্ত দিবস হইতে ২৩ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত তথায় শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির, ধানবাদ রোটারী ক্লাব, ঝরিয়ায় শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দির, হীরাপুরে টাউনহল ও শ্রীহরিমন্দিরে ভাষণ প্রদান করেন। ধানবাদ জেলাজজ শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় টাউন হলের সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব ২৮শে জানুয়ারী শুক্রবার আসাম প্রচার সফরে রওনা হইয়া গিয়াছেন।

কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউস্থ শ্রীমঠের সভামণ্ডপে গত ২২ পৌষ, ৭ জানুয়ারী শুক্রবার হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৬-৩০ টায় পাঁচটী মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, কলিকাতা কর্পোরেসনের টাউন প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীগণপতি সুর, পশ্চিম বঙ্গ সরকারের পুলীশ বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল শ্রীউপনন্দ মুখোপাধ্যায়, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব গিরি মহারাজ যথাক্রমে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। শ্রীরামকুমার ভুয়াল্‌কা, এম্‌-পি, শ্রীজয়ন্তকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে বৃত হন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক মহোপদেশক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, কাব্য-ব্যাকরণ-পুরাণতীর্থ বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন। 'শান্তি লাভের উপায়', 'শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্য', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা', 'অহিংসা ও প্রেম', 'যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন' নির্দ্ধারিত বক্তব্য বিষয়সমূহ যথাক্রমে আলোচিত হয়।

২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী রবিবার অপরাহ্ণ ২-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়নমাথ জীউ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে শ্রীমঠের সভামণ্ডপ হইতে বহির্গত হইয়া রাসবিহারী এভিনিউ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, লাইব্রেরী রোড, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, মনোহরপুকুর রোড, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, হরীশ মুখার্জ্জি রোড, দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, হাজরা রোড, শরৎবোস রোড, রাসবিহারী এভিনিউ পথ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৫-৩০ টায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সহস্র সহস্র নরনারী রথে শ্রীবিগ্রহগণের দর্শন ও রথাকর্ষণের সৌভাগ্য বরণ করিয়া ধন্য হন।

শ্রীমদ্ ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজের নির্য্যাণ

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাসিক্ত অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী ওঁ বিষ্ণুপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব বৈখানস মহারাজ বিগত ৮ই মাঘ, ২২ জানুয়ারী শনিবার মধ্যাহ্নে উড়িষ্যা প্রদেশান্তর্গত গঞ্জাম জেলার গৌঞ্জুস্থিত শ্রীসারস্বত আশ্রমে প্রায় নবতিতম বৎসর বয়ঃক্রমকালে সারস্বত গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে বিরহসাগরে নিমজ্জিত করিয়া নিত্যলীলায় প্রবেশ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ ইঁহারই নিকট শ্রীপুরুষোত্তমধামে ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস বেষ গ্রহণ করেন। ইঁহার বিরহোৎসব শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার প্রথম দিবসে আগামী ১৭ ফাল্গুন, ১ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রীধাম মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সম্পন্ন হইবে। শ্রীল বৈখানস মহারাজের পূত জীবন চরিতের বিস্তৃত বিবরণ পরবর্ত্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া **দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা** প্রকাশিত হইবেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইঁহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা সডাক ৫'০০ টাকা, ষান্মাসিক ২'৭৫ নঃ পঃ, প্রতি সংখ্যা '৫০ নঃ পঃ। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। পত্রিকার গ্রাহক যে কোন সংখ্যা হইতে হওয়া যাইবে। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠাইতে সঙ্ঘ বাধ্য থাকিবেন না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক-নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ

৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-২৬, ফোন-৪৬-৫৯০০।

সচিত্র ব্রতোৎসবনির্ণয়-পঞ্জী

শ্রীগৌরাব্দ—৪৮০ বঙ্গাব্দ—১৩৭২-৭৩

শুদ্ধভক্তিপোষক সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবস্মৃতি শ্রীহরিভক্তিবিলাসের **বিধানানুযায়ী সমস্ত উপবাস-তালিকা**, শ্রীভগবদাবির্ভাবতিথিসমূহ, প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের আবির্ভাব ও তিরোভাব তিথি আদি সম্বলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের পরমাদরণীয় ও সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক এই সচিত্র ব্রতোৎসব-পঞ্জী ১ বিষ্ণু, ২৪ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ শ্রীগৌরাবির্ভাবতিথি-বাসরে প্রকাশিত হইবেন।

ভিক্ষা— ৪০ পয়সা। **সডাক—** ৫০ পয়সা।

প্রাপ্তিস্থান :— ১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।
২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রাথমিক বিদ্যালয়

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

ঈশোদ্যান

পোঃ শ্রীমায়াপুর, জেলা নদীয়া

এখানে কোমলমতি বালক-বালিকাদিগের শিক্ষার সুব্যবস্থা আছে।

মহাজন-গীতাবলী

(প্রথম ভাগ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত। শ্রীগুরু-বৈষ্ণব, শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ ও শ্রীরাধা-কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বিবিধ সংস্কৃত ও বাংলা স্তব এবং গীতাবলী সম্বলিত এই গীতিগ্রন্থটী পরমার্থলিপ্সু সজ্জনমাত্রেরই বিশেষ আদরণীয় হইয়াছেন। ইহাতে শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী, শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী, শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণের রচিত বিবিধ ভজনগীতিসমূহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত শ্রীজয়দেব সরস্বতী ও শ্রীবিদ্যাপতির কতিপয় স্তব ও গীতি এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-দেশিক আচার্য্য মহারাজ প্রভৃতি বৈষ্ণববৃন্দের রচনাবলীও উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্তৃক সঙ্কলিত। ভিক্ষা—১৫২০০ এক টাকা মাত্র। ভি, পি যোগে অতিরিক্ত ৮১ ন.প.।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জী রোড, কলিকাতা-২৬।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বিদ্যামন্দির

[পশ্চিমবঙ্গ সরকার অনুমোদিত]

৮৬এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৬।

শিশুশ্রেণী হইতে চতুর্থ শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রী ভর্ত্তি করা হয়। শিক্ষাবোর্ডের অনুমোদিত পুস্তক তালিকা অনুসারে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ও নীতির প্রাথমিক কথা ও আচরণগুলিও শিক্ষা দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সম্বন্ধীয় বিস্তৃত নিয়মাবলী উপরি উক্ত ঠিকানায় কিংবা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-২৬ ঠিকানায় জ্ঞাতব্য। ফোন নং ৪৬-৫২০০।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ

প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ। স্থান :—শ্রীগঙ্গা ও সরস্বতীর (জলঙ্গী) সঙ্গমস্থলের অতীব নিকটে শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আবির্ভাবভূমি শ্রীধাম মায়াপুরান্তর্গত তদীয় মাধ্যাহ্নিক লীলাস্থল শ্রীঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ।

উত্তম পারমার্থিক পরিবেশ। প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম ও মুক্ত জলবায়ু পরিসেবিত অতীব স্বাস্থ্যকর স্থান।

মেধাবী যোগ্য ছাত্রদিগের বিনা ব্যয়ে আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। আত্মধর্ম্মনিষ্ঠ আদর্শ চরিত্র অধ্যাপক অধ্যাপনার কার্য্য করেন। বিস্তৃত জানিবার নিমিত্ত নিম্নে অনুসন্ধান করুন।

(১) প্রধান অধ্যাপক, শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠ
পোঃ শ্রীমায়াপুর, জিঃ নদীয়া।

(২) সম্পাদক, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ
৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা—২৬।